সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ ■ ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
প্রগতি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২/১ তোপখানা রোড, ঢাকা

মূল্য
৳ ৪০০.০০

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Newspaper Reports of Liberation War in Dhaka, Published by
Press Institute Bangladesh, 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 400.00 Taka. $ 08 Only
ISBN : 978-984-732-045-8
Phone : 9361424, 9330081-84, Fax : 880-02-8317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলেঃ www.rokomari.com

সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ

গবেষণা উপদেষ্টা পরিষদ

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. গোলাম রহমান
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শেখ আবদুস সালাম
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আখতার সুলতানা
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মো. শাহ্ আলমগীর
মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

গবেষণা সমন্বয়

ড. কামরুল হক
রিসার্চ অফিসার

মুখবন্ধ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ গণযোগাযোগের বিভিন্ন বিষয় এবং সমাজের ওপর এর প্রভাব ও কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চাহিদা এইসব গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। একই সঙ্গে এই বিভাগ সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কলাম, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্র, ছবিসহ বিভিন্ন আধেয় বিশ্লেষণ করে থাকে।

গণমাধ্যমের বৃহত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে পিআইবি তার গবেষণা কর্মকাণ্ডকে আরো ব্যাপক পরিসরে নিয়ে যেতে আগ্রহী। এজন্য নিজস্ব গবেষকদের পাশাপাশি পিআইবি সারা দেশের গবেষকদের গণমাধ্যম গবেষণায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে 'অতিথি গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মসূচি' হাতে নেয় এবং এই কর্মসূচির জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে।

২০১৪ সালের এপ্রিলে সাতটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পিআইবি প্রথমবারের মতো আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করে। ১১৭ জন ব্যক্তি গবেষণা প্রস্তাব জমা দেন। উপদেষ্টা পরিষদ দুই ধাপে বাছাই করে ১১টি গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে। প্রথম পর্যায়ে ১১টি গবেষণা প্রস্তাবের মধ্য থেকে ৫টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উল্লিখিত ৫টি গবেষণাকর্মের অন্যতম 'সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক এই গবেষণাকর্ম।

গবেষণা প্রস্তাব বাছাই প্রক্রিয়ায় মূল্যবান সময় প্রদান করার জন্য আমি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই গবেষণাকর্মের গবেষক অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য। জনাব মফিদুল হকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণাকর্মটি মূল্যায়ন করে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের সাবেক পরিচালক কাজী মোশতাক জহির, ফায়জুল হক ও বর্তমান পরিচালক আকতার হোসেন এবং অতিথি গবেষণা কর্মসূচির সমন্বয়ক রিসার্চ অফিসার ড. কামরুল হককে।

এই গবেষণাকর্মটি গণমাধ্যম গবেষক, গণমাধ্যমকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সবার কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

মো. শাহ আলমগীর
মহাপরিচালক

মূল্যায়নকারীর অভিমত

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থান বিচারে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার ছিল কেন্দ্রীয় ভূমিকা। প্রথমত, রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তা কায়েম রাখা পাকিস্তানিদের জন্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একাত্তরের ১ মার্চ থেকে যে অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তা পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানি প্রশাসন অচল করে প্রতিষ্ঠা করেছিল জনগণের কর্তৃত্ব। টানটান উত্তেজনাকর সেই পরিবেশে ঢাকা হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনতার উত্থানের মূলভূমি। ২৫ মার্চ রাতে নৃশংস হত্যাভিযানের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসকগোষ্ঠী ঢাকার ওপর পাকিস্তানি কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে। রক্তাক্ত আঘাতে ক্ষতবিক্ষত জাতির রুখে দাঁড়াতে বিশেষ সময় লাগেনি। স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ অচিরে রূপ নেয় সংগঠিত সশস্ত্র যুদ্ধের এবং ঢাকা হয়ে ওঠে প্রতিরোধ তথা গেরিলা যুদ্ধের এক প্রধান রণক্ষেত্র। ঢাকায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনার অর্থ ছিল বিশ্ব-গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং জনগণের মনোবল বাড়ানো। ৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ঢাকার চূড়ান্ত যুদ্ধ বা ব্যাটল ফর ঢাকা। অনেক নাটকীয়তা ও বিপুল রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে নয় মাসের যুদ্ধ দ্রুত পরিণতিতে পৌঁছায় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকা মুক্ত হয়। পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বাঙালির বিজয়, প্রতিষ্ঠা পায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ঢাকা বিপুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ঘটনা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আর এই মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বারবার বিভিন্ন ঘটনা ও প্রতিবেদনের উৎস হয়ে উঠেছে। একদিকে নানা ধরনের সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকা-সংক্রান্ত বিপুলসংখ্যক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে এইসব সংবাদপত্রের ছিল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এর একটি বড় দিক ছিল বিদেশি ও ভারতীয় সংবাদপত্র। আরেক দিকে অবরুদ্ধ ঢাকার কঠোর সেন্সর-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, যেখানে মূলত সরকারি প্রেসনোট ও বক্তব্য এবং অনুমোদিত খবরাখবর ছাপা হতো। এই ধারাভুক্ত ছিল তথাকথিত ইসলাম-পছন্দ দলের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত কতক দৈনিক। তৃতীয় আরেক দিক মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র, যেখানে নিজস্ব সূত্রে আহরিত ঢাকা-সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বহু বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে এবং তারও রয়েছে বিস্তার ও বৈচিত্র্য। বিপুল এই প্রতিবেদন-সম্ভার থেকে যথাযথভাবে বাছাইয়ের কাজ করে তার বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন দুরূহ কাজ। এটা আনন্দের বিষয় যে, গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যের যথাযথ বিন্যাস করে তা উপস্থাপনের দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন নিষ্ঠাবান গবেষক ইতিহাসবিদ প্রফেসর আবু মো.

দেলোয়ার হোসেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং তাৎপর্যময় অনেক গবেষণার উদ্‌গাতা। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এই বিষয়ে গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ ও উপস্থাপনের দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করে যথাযথ কাজ করেছে। গবেষণার ফল যে এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে সেটা আনন্দবহ। নানা উৎস থেকে অত্যন্ত পরিশ্রম করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করার দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজ তিনি করেছেন। দক্ষ গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যবিন্যাসে তিনি বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এর ফলে ভবিষ্যৎ গবেষক ও পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থ ব্যবহার সহজ হবে, তথ্যের ভিড়ে কেউ হারিয়ে যাবেন না, প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে খুঁজে বের করে নিতে পারবেন। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই গ্রন্থ বহু মানুষের বহু ধরনের কাজে লাগবে। ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন আক্রমণের তথ্য এখানে যেমন মিলবে, তেমনি পাওয়া যাবে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিবরণ।

অধ্যায় বিন্যাসে গবেষক মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, প্রতিবেদন ও তথ্যের বিশাল সমারোহের ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বাছাই করে নিতে পাঠকের সুবিধা হবে। বিষয়সূচির দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করলে এই পরিচয় মিলবে। মূল অধ্যায়সমূহে রয়েছে ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ, ঢাকায় পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতা, ঢাকায় স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা, ঢাকায় বিদেশি দূতাবাস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা, অবরুদ্ধ ঢাকার জীবনযাত্রা, ঢাকায় গেরিলা অপারেশন, বাঙালির চূড়ান্ত যুদ্ধ-বিজয় ও পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

দৃষ্টির প্রসারতা ও পর্যবেক্ষণের গভীরতা মিলিয়ে পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান কাজের মধ্য দিয়ে গবেষক ও ঐতিহাসিক প্রফেসর আবু মো. দেলোয়ার হোসেন মূল্যবান আকরগ্রন্থ জাতিকে উপহার দিলেন। এজন্য তিনি, তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং পিআইবির মহাপরিচালক শাহ আলমগীর সবার ধন্যবাদ পাবেন। আশা করি, এই গ্রন্থ গবেষক ও আগ্রহী পাঠকদের আনুকূল্য লাভ করবে, তাঁরা এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

মফিদুল হক
প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

প্রসঙ্গ কথা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের পর থেকেই ঢাকায় রাজনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। যদিও সে তুলনায় পূর্ববঙ্গে গণমাধ্যম তখন খুব বেশি বিকশিত হয়নি। তখনও সংবাদপত্র ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। পাকিস্তান আমলে আবারো ঢাকা পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র হওয়ায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সংবাদপত্র কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর হয়। নতুন কিছু পত্রিকাও বের হতে থাকে। ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও এ শ্রেণির অগ্রণী ভূমিকা লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা মহানগরীতেই ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয় যার চূড়ান্ত রূপ ফুটে ওঠে ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে। তখন বাঙালির মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান ঢাকাবাসী। ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে পাকবাহিনী ঢাকাসহ সারা দেশে কায়েম করে ত্রাসের রাজত্ব। সাময়িকভাবে ঢাকাবাসী হতভম্ব হলেও বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ, গেরিলা অপারেশনের মাধ্যমে হানাদার পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের ব্যাপক চাপের মধ্যে ফেলে দেয়। অন্যদিকে বহির্বিশ্বে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপক সহমর্মিতা অর্জন করে। ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার চিত্র স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বিকৃত, খণ্ডিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কঠোর প্রেস সেন্সরশিপ থাকায় ঢাকাসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের দু'অংশের পত্রিকা থেকে জানার উপায় ছিল না। এক্ষেত্রে মুজিবনগর, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তাঞ্চল, ভারত এবং পশ্চিমা পত্রিকা হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা। বিদেশি সাংবাদিকদের বহিষ্কার সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা মুক্তাঞ্চল বা অন্য মাধ্যমে তথ্য জোগাড় করে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা শহরের এই বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আমার সম্পাদনায় (যৌথ) জুন ২০১০ সালে *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা* ১৯৭১ শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করে। এছাড়া বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির অন্য একটি বই ঢাকার গেরিলাদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক *"ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ ১৯৭১"* কাজ করতে গিয়ে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের বেশকিছু সংবাদ, প্রতিবেদন ও তথ্য পাওয়া যায়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী ও আমার যৌথ সম্পাদনায় বইটি প্রকাশিত হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ অতিথি গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মসূচি শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রমের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে আমি তাতে আবেদন করি। তারা আমার "ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ: গণমাধ্যমে উপস্থাপনা" শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে। ২৬.০৬.১৪ তারিখে পিআইবির সঙ্গে আমার এ সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

এই গবেষণাকর্মে আমরা পত্রিকার সংবাদ, প্রতিবেদন, সরকারি ঘোষণা প্রধানত আনার চেষ্টা করেছি। স্বাভাবিকভাবে শিরোনাম অনুযায়ী শুধু ঢাকা মহানগরী আমাদের বিবেচনায় এসেছে। বেশিরভাগ দলিল দুর্লভ এবং কিছু কিছু আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। ২/১টি ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা পত্রিকাগুলো থেকে একটি দিনের উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন কিংবা তথ্যটি নিয়েছি। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধকালীন বানানরীতি অনুসরণ এবং প্রতিবেদন বা খবরের শুধু ঢাকা অংশকে বেছে নেয়া হয়েছে।

কাজটি নেওয়ার সময় যত সহজ মনে করেছিলাম দিন যতই অতিবাহিত হতে থাকে এর সমস্যাগুলো ভর করতে থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলির সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা দুর্বল হওয়ায় ৪৪ বছর আগের পত্রিকা সঠিকভাবে নেই। কোনো কোনো পত্রিকা পাওয়া গেলেও দীর্ঘদিন মুক্তিযুদ্ধের বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে পাতা কেটে নেওয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো পত্রিকার আংশিক পৃষ্ঠা রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে আবার মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলার জন্য এসব লাইব্রেরি থেকে পত্রিকা দীর্ঘদিন ট্রাইব্যুনালে তাদের জিম্মায় রাখায় পাঠক ব্যবহার করতে পারছেন না। কিছু কিছু পত্রিকা ফটোকপি থেকে কপি করায় অস্পষ্ট। আমরা প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্রসহ প্রতিবেদন, সংবাদটি প্রকাশ করেছি। ঢাকা সম্পর্কিত কিছু কিছু দলিল পাওয়া গেলেও তা পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা এখানে আনিনি। যেমন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন অফিস খোলা, উপস্থিতির তালিকা জমা দেওয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশের কপি পাওয়া গেলেও তা পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় এখানে প্রতিবেদনে আনা হয়নি। কোনো কোনো গ্রন্থাগার ছবি তোলার অনুমতি না দেওয়ায় আমাদের নিউজটি লিখে কপি করতে হয়েছে।

আমরা পত্রিকার মধ্যে সংবাদ, প্রতিবেদন সংগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় আর্কাইভস ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগার থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি এর জন্য এই তিনটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে শুরুতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মার্কিন পত্রিকাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, হংকং, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটি দলিল আমার শিক্ষক ড. মুনতাসীর মামুন, হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের *কালান্তর* পত্রিকার প্রতিবেদনগুলো এ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ দু'জনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে সুকুমার বিশ্বাসের *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা দলিলপত্র* গ্রন্থ থেকে দৈনিক সংবাদ-এর প্রতিবেদন নেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সহযোগিতার জন্য বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা কর্মকর্তা মামুন সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক ময়েজ উদ্দিনকে ধন্যবাদ জানাই। পাকিস্তানের লিয়াকত গ্রন্থাগার, করাচি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুরের রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, নেহেরু ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ গ্রন্থাগার থেকে কিছু তথ্য পেয়েছি। আমাদের গবেষণা সহযোগী মোশররফ হোসেন, গবেষণা সহকারী সোহেল মিয়া এই কষ্টসাধ্য কাজটি করেছেন। কম্পিউটার কম্পোজে মো. হাসান ধৈর্যসহকারে অস্পষ্ট লেখাগুলোকে প্রাণ দিয়েছে। আমার এম.ফিল ছাত্র এবং এশিয়া প্যাসেফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এ.এস.এম. মোহসীন শেষ মুহূর্তে সহযোগিতা না করলে গ্রন্থটি প্রকাশ আরো বিলম্ব হতো। বেশ কিছু দলিল পাওয়া গেছে আমার এম.ফিল শিক্ষার্থী, বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হুসনে আরার সৌজন্যে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আমার কয়েকজন প্রবাসী বন্ধুও কিছু তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণাকর্মটির অনুমোদন থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের সাবেক পরিচালক কাজী মোশতাক জহির এবং রিসার্চ অফিসার ড. কামরুল হক সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। আমি এই তিন কর্মকর্তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। গবেষণাকর্মটি গবেষকদের কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক

সিরাজুদ্দীন হোসেন
শহীদুল্লা কায়সার
খোন্দকার আবু তালেব
নিজামুদ্দীন আহমদ
এস. এ. মান্নান (লাডু ভাই)
আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা
সৈয়দ নাজমুল হক
আবুল বাশার
শিব সাধন চক্রবর্তী
চিশতি শাহ হেলালুর রহমান
মুহাম্মদ আখতার
সেলিনা পারভীন
এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের)
শেখ হাবিবুর রহমান
আবু সাঈদ
এবং দেশের অন্যান্য শহীদ সাংবাদিকদের স্মৃতির প্রতি

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩৫
ক. ঢাকা শহর পরিচিতি	৩৫
খ. মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা	৩৬
অধ্যায়-১ : একাত্তরে অবরুদ্ধ ঢাকার সংবাদপত্র	৪১
ক. ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার চিন্তাধারা	৪১
খ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পত্র-পত্রিকায় গৃহীত সরকারি নীতিমালা	৪৩
অধ্যায়-২ : পত্র-পত্রিকার পরিচয় ও প্রকৃতি	৪৭
অধ্যায়-৩ : মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা : প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৬১
অধ্যায়-৪ : ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ বিষয়বস্তু পরিচিতি	৬৩
৪.১ EMERGENCE OF BANGLADESH	৭৪
৪.২ DECLARES E. PAKISTAN INDEPENDENT HEAVY FIGHTING AS SHEIKH MUJIBUR	৭৫
৪.৩ TROOPS TAKE OVER	৭৬
৪.৪ IN DACCA, TROOPS USE ARTILLERY TO HALT REVOLT	৭৯
৪.৫ ARMY EXPELS 35 FOREIGN NEWSMEN FROM PAKISTAN	৮৩
৪.৬ DACCA IS BURNING	৮৪
৪.৭ SLICKS AND SPEARS AGAINST TANKS IN EAST PAKISTAN	৮৬
৪.৮ GENERAL TIKKA KHAN SHOT DEAD DACCA, KHULNA BOMED. A LAKH FEARED KILLED. FREEDOM FIGHTERS IN MASS ACTION	৮৮
৪.৯ 26-HOUR CHRONICLE OF THE DACCA DRAMA	৯০
৪.১০ CASUALTIES LIKELY TO BE HEAVY	৯৪
৪.১১ BANGLA DESH REPUBLIC PROCLAIMED ARREST OF MUJIBUR DENIED. GENERAL TIKKA KHAN KILLED?	৯৫
৪.১২ EAST PAKISTAN UNDER ARMY CONTROL MUJIBUR UNDER ARREST? FOREIGN JOURNALISTS EXPELLED	৯৭
৪.১৩ E.PAKISTAN CONTINUES RESISTANCE BOMBS, PARATROOPS USED TO QUELL REVOLT. TIKKA KHAN DEAD? MUJIBUR FREE?	৯৯
৪.১৪ 'AT DACCA UNIVERSITY THE BURNING BODIES OF STUDENTS STILL LAY IN THEIR DORMITORY BEDS A MASS GRAVE HAD BEEN HASTILY COVERED...'	১০০
৪.১৫ DACCA CIVILIANS STUNNED BY KILLINGS,WITNESS SAYS	১০১
৪.১৬ 7,000 KILLED IN 2-DAY FIGHTING, SAYS REPORT	১০২
৪.১৭ TANKS, ARTILLERY ATTACK DACCA. DIRECT HITS ON UNIVERSITY AND INDUSTRIAL AREAS	১০৩
৪.১৮ TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN	১০৪
৪.১৯ পাক-নাজি বাহিনীর সঙ্গে ঢাকায় মুক্তিফৌজের যুদ্ধে স্টালিনগ্রাদ রচনা লক্ষ প্রাণ বলি চূড়ান্ত অত্যাচারের বিশ্ব রেকর্ড: মুক্তিফৌজ অগ্রগামী	১১০
৪.২০ ইত্তেফাক অফিসে আগুন ধ্বংস	১১১
৪.২১ HOW ARMY TANKS BLASTED A CITY	১১১
৪.২২ U.S, USSR, INDIA SEEKING END TO E. PAKISTAN FIGHTING DACCA UNDER ARMY CONTROL	১১২
৪.২৩ ঢাকায় একটানা তিন দিন আগুন	১১২
৪.২৪ Dacca's Army of Death	১১৩
৪.২৫ Govt. Troops and Liberation Army Engaged in Fierce Fighting	১১৪
৪.২৬ Political and Intellectual Leaders Being Wiped Out in War of Genocide	১১৬
৪.২৭ Peaceful Condition Restored. Curfew in Dacca to be lifted. India Calls for End of Massacre	১১৮
৪.২৮ Liberation Army Controls Dacca. India Accused of Infiltrating Arms Socialists International appeal to Thant	১১৯
৪.২৯ ইত্তেফাক পত্রিকার চিফ রিপোর্টার নিহত	১২০
৪.৩০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিসীম ক্ষতি	১২০
৪.৩১ PAKISTAN IS EXTERMINATING THE BENGALIS	১২০
৪.৩২ DACCA IS CITY OF MASS GRAVES	১২২
৪.৩৩ PAKISTAN: TOPPLING OVER THE BRINK	১২২
৪.৩৪ MASSACRE OF INTELLECTUALS	১২৪
৪.৩৫ DACCA SHOOTING GOES ON	১২৪
৪.৩৬ পাক সৈন্যের সপ্তাহব্যাপী দৃষ্টান্তহীন নির্বিচারে গণহত্যা	১২৫
৪.৩৭ PAKISTAN: ROUND 1 TO THE WEST	১২৭
৪.৩৮ Pakistan: Death of an Ideal. The Awakening of a People	১২৮
৪.৩৯ THOUSANDS STILL FLEEING FRIGHTENED DACCA	১২৯
৪.৪০ WITNESS TO A MASSACRE IN EAST PAKISTAN	১৩১
৪.৪১ 250 Mile Trip into East Pakistan	১৩৪
৪.৪২ Dacca city of fear	১৩৬
৪.৪৩ ভয়বিহ্বল ঢাকা নগরী এপি সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা	১৩৭
৪.৪৪ ইয়াহিয়া বাহিনীর নৃশংসতা, একদিনে ঢাকা হাইকোর্টের ১১ জন বিচারপতি নিহত	১৩৮
৪.৪৫ আরও একটি মিথ্যা প্রচার	১৩৮
৪.৪৬ THE FADING DREAM OF BANGLADESH	১৩৯
৪.৪৭ Dacca Vice-Chancellor on Massacre of His Stndents	১৪৩
৪.৪৮ বেগম আলীর কাছ থেকে ঢাকায় গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ	১৪৫
৪.৪৯ IN DACCA : CITY UNDER ARMY CONTROL	১৪৫
৪.৫০ শহীদ মিনার ভেঙ্গে দিয়ে মসজিদ গড়ে ভণ্ডামী	১৪৭
৪.৫১ ঢাকার দু'শ বাস যাত্রীকে সেনানিবাসে টেনে নিয়ে খুন	১৪৮
৪.৫২ DACCA, CITY OF THE DEAD	১৪৮

৪.৫৩ EAST PAKISTAN MILITARY CHIEF DENIES SLAUGHTER OCCURRED ১৫০
৪.৫৪ বিদেশির চোখে আজকের ঢাকা অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে এক নিষ্প্রাণ নগরী ১৫১
৪.৫৫ বিদেশি সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে ঢাকা নগরী ১৫৪
৪.৫৬ Scars of Bloodshed in Dacca ১৫৫
৪.৫৭ MASSACRE AND DEVASTATION IN EAST PAKISTAN ১৫৭
৪.৫৮ পাক-নাজীদের উদ্যোগে রক্ত গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, হাতে পায়ে বেঁধে হত্যার রেকর্ড ১৫৮
৪.৫৯ ঢাকায় পাক সেনারা পাঁচ হাজার ব্যক্তির রক্ত বের করে নিয়েছে ১৫৯
৪.৬০ PAKISTAN REBELS SEND UN EVIDENCE OF DACCA TERROR ATTACK ১৫৯
৪.৬১ ঢাকায় এখন বাঙালি অফিসারদের হত্যা করা হচ্ছে রক্ত মাখানের শিকার ৪,০০০ ১৬১
৪.৬২ POGROM IN PAKISTAN TEACHER, WRITERS, JOURNALIST, ELIMINATED MAGISTRATES SHOT, DOCTORS DISAPPEAR, GESTAPO- LIKE RAIDS RAPE, EXTORTION ১৬২
৪.৬৩ Sullen but Pacified: The mood in Dacca ১৬৮
৪.৬৪ FEAR AND HATRED IN DACCA ১৬৯
৪.৬৫ INDIAN HOSTAGE IN DACCA PLEA FOR RELEASE OF CHILDREN ১৭০
৪.৬৬ THREE MONTH LATER FEAR STILL REIGNS IN DACCA ১৭১
৪.৬৭ ঢাকার চতুর্দিকে পাক সৈন্য দলের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি ১৭৪
৪.৬৮ Inside Bangladesh ১৭৪
৪.৬৯ FOREIGNERS GIVEN WARNING IN DACCA ১৭৬
৪.৭০ ধরপাকড় অব্যাহত ১৭৬
৪.৭১ নতুন করিয়া বুদ্ধিজীবী গ্রেফতার শুরু ১৭৭
৪.৭২ ২৫ মার্চের অনুরূপ ঢাকায় আবার গণহত্যা ১৭৭
৪.৭৩ কামরুদ্দীন আহমদ ও সর্দার ফজলুল করিম বন্দী ১৭৮
৪.৭৪ বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বন্দী ১৭৮
৪.৭৫ অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের উপর দমন নীতি অব্যাহত ১৭৮
৪.৭৬ Inside Bengal : the terror with two faces ১৭৯
৪.৭৭ ২৫শে মার্চের পুনরাবৃত্তি ১৮১
৪.৭৮ প্রতিক্ষার অছিলায় ১৮১
৪.৭৯ ঢাকায় আবারো গণহত্যা ১৮১
৪.৮০ Bodies of Intellectuals found is Dacca ১৮২
৪.৮১ Intellectuals' slaughtered in Dacca; West Pakistan Irregulars Blamed ১৮৩
৪.৮২ পাক ফৌজের গোপন ঘাঁটি থেকে ৫১ জন তরুণী উদ্ধার ১৮৪
৪.৮৩ DACCA MURDERS EXPOSED BENGAL'S ELITE DEAD IN DITCH ১৮৫
৪.৮৪ 125 elite slaughtered in Dacca ১৮৭

অধ্যায়-৫ : ঢাকায় পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতা ১৮৯
৫.১ মধ্যরাত্রে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সমাবেশ, সামরিক প্রশাসকের নির্দেশ জারী-রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণাদেশ ১৯৪
৫.২ PRESIDENT SAYS TRAITORS MUST BE PUNISHED ১৯৫
৫.৩ MARTIAL LAW ORDERS BY LT. GEN. TIKKA KAHN, SPK. PSC. MLA ZONE 'B' ZONE 'B' ORDER ১৯৭
৫.৪ MLO 132 ON 'DIRECTIVES' OF DEFUNCT AL MLO BY LT. GEN. TIKKA KHAN SPK. PSC. MLA, ZONE 'B' ML ZONE 'B' ORDER NO 132 ১৯৯
৫.৫ Martial Law officials order shortening of curfew in Dacca area. Political Leaders Meet to show support for Govt. ২০০
৫.৬ মৃত্যুপুরী ঢাকা ২০০
৫.৭ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের ঘোষণা ও নির্দেশ ২০১
৫.৮ ড. কামাল হোসেনের আত্মসমর্পণ ২০২
৫.৯ Kamal Hussain Surrenders ২০২
৫.১০ গভর্নর পদে জেনারেল টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ ২০২
৫.১১ নয়া সামরিক বিধি জারী ২০২
৫.১২ সকল কর্মচারীদের ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ ২০৩
৫.১৩ দুষ্কৃতিকারীদের সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ২০৪
৫.১৪ কাজে যোগ না দিলে পলাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে ২০৪
৫.১৫ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত ২০৫
৫.১৬ প্রদেশের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে ১৪২ নং সামরিক আইন আদেশ জারী ২০৫
৫.১৭ উপ-সামরিক আইন প্রশাসক সেক্টর ১ সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত ২০৬
৫.১৮ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বালিকা বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় খুলিয়াছে ২০৬
৫.১৯ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের স্কুলসমূহ খোলার সময় তালিকা ২০৬
৫.২০ রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের ভাষণ ২০৭
৫.২১ সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদান সম্পর্কে প্রেসনোট ২০৯
৫.২২ সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট ৫ জনকে হাজির হওয়ার নির্দেশ ২০৯
৫.২৩ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ সকাশে হাজির হওয়ার নির্দেশ ২১০
৫.২৪ গতকালের ঢাকা আরও কর্মচারীর কাজে যোগদান ২১০
৫.২৫ গুজবে কান দেবেন না আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ২১১
৫.২৬ গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান ২১১
৫.২৭ ১৪৮ নং সামরিক আইন আদেশ ২১২
৫.২৮ MLO 148 ISSUED DEATH PENALTY FOR DAMAGE TO GOVT. PROPERTY ২১২
৫.২৯ সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করলে মৃতুদণ্ড দেয়া হবে ২১৩
৫.৩০ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ শিথিল ২১৩
৫.৩১ মীরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত ২১৪
৫.৩২ কৃষি কাজে ব্যাঘাত ঘটালে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হবে ২১৪

৫.৩৩	উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে ৭ ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	২১৫
৫.৩৪	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলেছে	২১৫
৫.৩৫	ঢাকায় নিহতের সংখ্যা মাত্র দুশ (!) ইসলামাবাদ	২১৬
৫.৩৬	স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে ঢাকার মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতি বাড়ছে	২১৬
৫.৩৭	কর্ণেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	২১৭
৫.৩৮	৭৯ নং সামরিক আইন-সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ৪ জন কমান্ডার নিয়োগ	২১৭
৫.৩৯	ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও দুই ঘন্টা হ্রাস	২১৮
৫.৪০	Secondary Schools for girls open in city Narayanganj	২১৮
৫.৪১	Curfew retaned by two hours	২১৮
৫.৪২	উপ-সামরিক শাসনকর্তাদের নয়া ক্ষমতা প্রদান	২১৯
৫.৪৩	উপ-সামরিক আইন প্রশাসকদের নয়া ক্ষমতা দান	২১৯
৫.৪৪	গার্লস স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে	২১৯
৫.৪৫	সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত	২২০
৫.৪৬	হাতবোমা নিক্ষেপকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে	২২১
৫.৪৭	Universities and Colleges in E. Pakistan reopen on Aug. 2	২২১
৫.৪৮	আপত্তিকর কাগজপত্র সামরিক আইন দফতরে জমা দেয়ার নির্দেশ	২২২
৫.৪৯	ঢাকা ত্যাগকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকরা এখন ঢাকা ফিরছেন	২২২
৫.৫০	Army's order in Dacca	২২২
৫.৫১	ভার্সিটি শিক্ষা পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন	২২৩
৫.৫২	ঢাকা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্লাস শুরু হয়েছে	২২৪
৫.৫৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ১৫ই জুনের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ	২২৪
৫.৫৪	আজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা কাজে যোগ দেবেন	২২৫
৫.৫৫	E. Wing Varsities to hold exams from August 15	২২৫
৫.৫৬	No summer vacation this year	২২৬
৫.৫৭	DU employees asked to join duties by June 15	২২৬
৫.৫৮	বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অননুমোদিত ঘরবাড়ি ১৫ই জুনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলার নির্দেশ	২২৬
৫.৫৯	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্পর্কে ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি জারি	২২৭
৫.৬০	পলাতক কয়েদীদের গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা	২২৭
৫.৬১	পলাতক আসামীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা	২২৮
৫.৬২	বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারকারীদের পুরস্কার দেয়া হবে	২২৮
৫.৬৩	১০০ ও ৫০০ টাকার পাক নোট বাতিল ঘোষণা	২২৮
৫.৬৪	বিশেষ সামরিক আদালতের রায় তাজউদ্দিন আহমদ ও নজরুল ইসলামসহ ৫ ব্যক্তির ১৪ বছরের কারাদণ্ড	২২৯
৫.৬৫	তাজউদ্দিন ও অন্যান্যদের ফৌজদারী আদালতেও বিচার করা হবে	২৩০
৫.৬৬	আপত্তিকর পুস্তক-পুস্তিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ	২৩০
৫.৬৭	'জয় বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' চিহ্নিত নোট সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট	২৩০
৫.৬৮	ঢাকার রাস্তাগুলোর নাম পরিবর্তন	২৩১
৫.৬৯	৩০শে জুন পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে যোগদানের সুযোগ দান	২৩১
৫.৭০	ভুয়া সামরিক অফিসারদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান	২৩২
৫.৭১	ছাত্রনেতাসহ ছয় জনের ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড	২৩২
৫.৭২	১৪৭ নম্বর সামরিক আদেশ সংশোধন	২৩৩
৫.৭৩	সামরিক উপ-সেক্টর পুনর্গঠন: নয়া উপ-সেক্টর গঠন	২৩৩
৫.৭৪	এস,এস,সি পরীক্ষা: অনুপস্থিতদের সাপ্লিমেন্টারীর সুযোগ দেওয়া হইবে না	২৩৩
৫.৭৫	অদ্য ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু	২৩৪
৫.৭৬	চলতি বছর ৭৩৪৪১ জন ছাত্র পরীক্ষা দিবে	২৩৪
৫.৭৭	ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু	২৩৫
৫.৭৮	শান্তিপূর্ণভাবে প্রথম দিনের এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত	২৩৫
৫.৭৯	4006 SSC candidates appear in 29 city centres	২৩৬
৫.৮০	তিনটি নয়া সামরিক আইন আদেশজারী। দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারের জন্য রাজাকারদের ক্ষমতাদান	২৩৬
৫.৮১	আজ তাজুদ্দিন প্রমুখের সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়	২৩৭
৫.৮২	মন্টু খসরুসহ তিন ব্যক্তিকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ	২৩৮
৫.৮৩	হোটেল শাহবাগ পাঁচজন কর্মচারীকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ	২৩৮
৫.৮৪	Classes resume at Varsities, Colleges today	২৩৯
৫.৮৫	University Classes resume	২৩৯
৫.৮৬	বিস্ফোরক দ্রব্যাদিসহ ঢাকায় ৬ ব্যক্তি গ্রেফতার	২৪০
৫.৮৭	ঢাকায় মুক্তিফৌজের কর্তৃত্বজারী। কার্ফু জারী: জঙ্গীরা বে-সামাল	২৪০
৫.৮৮	১৮ ও ৭৬ নং সামরিক বিধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ	২৪১
৫.৮৯	গুজবে কান দিবেন না গুজব রটনা শয়তানের কাজ	২৪১
৫.৯০	ঢাকায় আপত্তিকর পোস্টার বিলির দায়ে কয়েক ব্যক্তি গ্রেফতার	২৪২
৫.৯১	ঢাকার ধোলাই পার্ক থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার	২৪২
৫.৯২	আপত্তিকর প্রচারপত্র রাজধানীতে কয়েক ব্যক্তি গ্রেফতার	২৪২
৫.৯৩	গভর্নরের আশ্বাস ক্লাসে যোগদানকারী ছাত্রদের রক্ষা করা হবে	২৪৩
৫.৯৪	আইনবিধি জারী-বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠনের ক্ষমতাদান	২৪৩
৫.৯৫	ঢাকা শহরের বুকে মুক্তি বাহিনীর কার্ফু জারী: ১৪ই আগস্ট হানাদাররা নাজেহাল	২৪৪
৫.৯৬	রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারী	২৪৪
৫.৯৭	১৬৭নং সামরিক আদেশ জারী	২৪৪
৫.৯৮	প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক ৮৯নং সামরিক আইনবিধি জারী	২৪৫
৫.৯৯	৯০নং সামরিক আইন বিধি জারী	২৪৬
৫.১০০	নয়া গভর্নর হিসেবে ডাঃ এ. এম. মালিকের শপথ গ্রহণ	২৪৬
৫.১০১	নিয়াজীর নয়া দায়িত্বভার গ্রহণ	২৪৭
৫.১০২	নয়া গভর্নরের শপথ গ্রহণ	২৪৭
৫.১০৩	শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নয়া গভর্নরের সংক্ষিপ্ত ভাষণ	২৪৮
৫.১০৪	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতি জঙ্গীশাহীর নির্দেশ	২৪৮
৫.১০৫	গভর্নর ডা. এ. এম. মালিকের বেতার ভাষণ	২৪৯
৫.১০৬	প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ	২৫৫
৫.১০৭	মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের দপ্তর বণ্টন	২৫৬

৫.১০৮ পূর্ব পাকিস্তানে নয়জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ ২৫৬
৫.১০৯ মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৫৭
৫.১১০ Malik cut his salary ২৬১
৫.১১১ আজ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া ২৬২
৫.১১২ আজ নিষ্প্রদীপ মহড়া ২৬২
৫.১১৩ ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক সমাবেশ গভর্নরের বক্তৃতা শত্রুর কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান ২৬৩
৫.১১৪ বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় গভর্নর দুশমনদের ধ্বংসাত্মক কার্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন ২৬৪
৫.১১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে চা চক্র ২৬৪
৫.১১৬ শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন ২৬৪
৫.১১৭ Dr. Habibullah not dismissed, his job terminated ২৬৫
৫.১১৮ আরো তিনজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ ২৬৬
৫.১১৯ Text of MLR 94 the following is the text of the MLR NO. 94 ২৬৬
৫.১২০ ঢাকায় ২৩ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ ২৬৮
৫.১২১ ছাত্রদের প্রতি ফিরে আসার আহ্বান ২৬৯
৫.১২২ রাজাকারদের প্রতি জেনারেল নিয়াজী নিঃস্বার্থভাবে জাতির সেবা করুন ২৬৯
৫.১২৩ ৪ঠা নভেম্বর রাজধানীতে নিষ্প্রদীপ মহড়া ২৭০
৫.১২৪ ছাত্রদের জামাতে নামাজ আদায় করার নির্দেশ ২৭১
৫.১২৫ Four Varsity professors get 14 yrs ২৭১
৫.১২৬ চার জন প্রফেসর দণ্ডিত ২৭১
৫.১২৭ ৪ জন অধ্যাপকসহ ৫৯ জন অফিসারের ১৪ বছর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ২৭২
৫.১২৮ ধর্মীয় শিক্ষা কলেজে বাধ্যতামূলক করার প্রশ্ন বিবেচনাধীন ২৭২
৫.১২৯ ঢাকায় আবার সান্ধ্য আইন ২৭৩
৫.১৩০ Rebels Killed in Dacca curfew ২৭৩
৫.১৩১ Curfew in Dacca ২৭৩
৫.১৩২ ঢাকায় ১৫ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ: ৪ জন ভারতীয় চর নিহত ২৭৪
৫.১৩৩ গেরিলাদের আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত পাকসৈন্য-ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন ২৭৪
৫.১৩৪ প্রেসনোট: ভবন প্রাঙ্গণে অবিলম্বে পরিখা খনন সমাপ্ত করতে হবে ২৭৫
৫.১৩৫ তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে ২৭৫
৫.১৩৬ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া ২৭৬
৫.১৩৭ সরকারের সিদ্ধান্ত দুষ্কৃতিকারী গ্রেপ্তার বা খবরের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে ২৭৬
৫.১৩৮ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া বাতিল ২৭৭
৫.১৩৯ ঢাকায় আবার কারফিউ ২৭৭
৫.১৪০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে ২৭৭
৫.১৪১ গভর্নরের ঢাকা প্রত্যাবর্তন ২৭৭
৫.১৪২ দুষ্কৃতিকারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না ধরিয়ে দিলে ঘটনার জন্য পিটুনীকর দিতে হবে ২৭৮
৫.১৪৩ গভর্নরের দেশরক্ষা তহবিল ২৭৮
৫.১৪৪ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ পালন ২৭৮
৫.১৪৫ দোয়া করার আবেদন ২৭৯
৫.১৪৬ ঢাকার ডিসি অফিসে সভা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা ২৭৯
৫.১৪৭ কতিপয় পাঠ্যপুস্তক ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা ২৭৯
৫.১৪৮ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ২৮০
অধ্যায়-৬ : ঢাকায় স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা ২৮১
৬.১ লে. জেনারেল টিক্কা খানের সহিত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার ২৮৯
৬.২ ভারতীয় প্রচারণার বিরুদ্ধে নুরুল আমীনের হুঁশিয়ারি ২৯০
৬.৩ হস্তক্ষেপ নিন্দা : ভারতের প্রতি খান সবুরের হুঁশিয়ারি ২৯০
৬.৪ মওলবী ফরিদ আহমদের বেতার ভাষণ ২৯১
৬.৫ হামিদুল হক চৌধুরীর বিবৃতি ২৯২
৬.৬ মাহমুদ আলী'র বিবৃতি ২৯৩
৬.৭ সামরিক আইন প্রশাসকের সাথে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ২৯৪
৬.৮ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আরেকটি পদক্ষেপ ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ২৯৫
৬.৯ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতি ২৯৬
৬.১০ ঢাকা জেলা বারের ৫০ জন সদস্যের বিবৃতি ২৯৮
৬.১১ ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি ২৯৯
৬.১২ ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন ২৯৯
৬.১৩ কনভেনশান মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতি ৩০০
৬.১৪ ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ৩০১
৬.১৫ শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের কন্যা রইসী বেগমের বিবৃতি ৩০১
৬.১৬ শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৯ সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত ৩০২
৬.১৭ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য শহরে শান্তি কমিটি গঠন ৩০২
৬.১৮ আব্দুস সবুর খানের বেতার ভাষণ ৩০৩
৬.১৯ মৌলভী ফরিদ আহমদ এর নেতৃত্বে আরো একটি কমিটি গঠন ৩০৪
৬.২০ গভর্নরের সঙ্গে প্রাদেশিক মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ৩০৪
৬.২১ শান্তি কমিটির উদ্যোগে আজ মিছিল ৩০৫
৬.২২ ঢাকা শান্তি কমিটির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ ৩০৫
৬.২৩ মোসলেম লীগ নেতৃবৃন্দের সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠনের আহ্বান ৩০৬
৬.২৪ শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের বৈঠক ৩০৬
৬.২৫ Big Dacca rally against Indian infiltration ৩০৬
৬.২৬ সাম্রাজ্যবাদী ভারতের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ৩০৭
৬.২৭ গভর্নর সকাশে শান্তি কমিটি ৩০৯
৬.২৮ নাগরিক শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ ৩১০
৬.২৯ গভর্নরের সাথে শান্তি কমিটির সদস্যদের সাক্ষাৎ ৩১০
৬.৩০ ঢাকা শহর কনভেনশন লীগের কর্মীসভা ৩১১
৬.৩১ শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের কতিপয় তথ্য কেন্দ্র চালু ৩১১
৬.৩২ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার কথা পুনরায় ঘোষণা ৩১২
৬.৩৩ লে. জে. টিক্কা খানের সাথে নেজামে ইসলামী প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ ৩১২

৬.৩৪	শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরদারদের আশ্বাস	৩১২
৬.৩৫	গভর্নরের সাথে জমিয়তে উলামায়ে এছলাম নেতার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ	৩১৩
৬.৩৬	শান্তি কমিটি সংযোগ রক্ষাকারীদের নাম	৩১৩
৬.৩৭	ঢাকা সমিতির নেতৃবৃন্দের বিবৃতি	৩১৪
৬.৩৮	গভর্নরের সাথে কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাক্ষাৎ	৩১৫
৬.৩৯	ঢাকা শহরের সর্দারদের বৈঠক	৩১৬
৬.৪০	গভর্নর সকাশে কনভেনশান মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ	৩১৬
৬.৪১	কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি কার্যনির্বাহক পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত	৩১৬
৬.৪২	ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় শান্তি ইউনিট গঠন	৩১৭
৬.৪৩	পূর্ব পাক কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি-রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করুন	৩১৭
৬.৪৪	শান্তি কমিটির সাব কমিটি গঠিত	৩১৮
৬.৪৫	জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগ	৩১৮
৬.৪৬	শান্তি কমিটি প্রতিনিধিদলের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে	৩১৮
৬.৪৭	কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ব্যাপক তৎপরতা	৩১৯
৬.৪৮	কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৩২০
৬.৪৯	মৌলভী ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সভা	৩২১
৬.৫০	মোহাম্মদ সামীউদ্দিন খানকে আহ্বায়ক করে মিরপুর শান্তি কমিটি গঠন	৩২১
৬.৫১	ফজলুল কাদের চৌধুরী-এর বেতার ভাষণ	৩২১
৬.৫২	খাজা খয়ের উদ্দিন-এর নেতৃত্বে সভা	৩২৩
৬.৫৩	কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রদেশব্যাপী অবিরাম কাজ চালাচ্ছেন	৩২৩
৬.৫৪	শাহ আজিজুর রহমান-এর বিবৃতি "সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করুন"	৩২৪
৬.৫৫	তেজগাঁও-এ শান্তি কমিটির সভা	৩২৪
৬.৫৬	মোহাম্মদপুর ও লালমাটিয়া এলাকায় শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	৩২৫
৬.৫৭	ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের তীব্র নিন্দা	৩২৫
৬.৫৮	তেজতুরী বাজার শান্তি কমিটির সভা	৩২৭
৬.৫৯	আরো কতিপয় স্থানে শান্তি কমিটি গঠন	৩২৭
৬.৬০	৫৫ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি	৩২৮
৬.৬১	কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির বৈঠকে ওমরাও খান	৩৩০
৬.৬২	শান্তি ও সংহতি কমিটির সভা	৩৩০
৬.৬৩	শান্তি কমিটির আবেদন দেশের শত্রুদের মোকাবেলা করুন	৩৩২
৬.৬৪	ঢাকায় নাগরিক সভার সুপারিশ	৩৩৩
৬.৬৫	পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলেমায়ে এছলাম ও নেজামে এছলাম পার্টির নেতা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আশরাফ আলীর ঘোষণা	৩৩৪
৬.৬৬	ঢাকায় ইসলামপুর শান্তি কমিটির অফিস উদ্বোধন	৩৩৫
৬.৬৭	টিকাটুলীতে শান্তি কমিটির অফিস উদ্বোধন	৩৩৫
৬.৬৮	শান্তি কমিটির সভায় খাজা খয়েরুদ্দীন-জনগণকে পাকিস্তান বিরোধীদের দমন করতে হবে	৩৩৫
৬.৬৯	দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটি গঠন	৩৩৬
৬.৭০	কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসের কাজের সময়	৩৩৬
৬.৭১	দশ জন বিশিষ্ট ওলেমার বিবৃতি-দেশপ্রেমিকদের সামরিক ট্রেনিং প্রদান করুন	৩৩৭
৬.৭২	শান্তি কমিটির কাজে ডা: মালিকের সন্তুষ্টি প্রকাশ	৩৩৮
৬.৭৩	আজ রাজাকার বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়া অনুশীলন করবে	৩৩৮
৬.৭৪	আজ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে রাজাকাররা গুলি চালনা অভ্যাস করবে	৩৩৮
৬.৭৫	উপাচার্য ড. সাজ্জাদ হোসেন ও অধ্যাপক ড. এম. মোহর আলী এর যৌথ বিবৃতি	৩৩৯
৬.৭৬	বিশ্ববিদ্যালয় রেঞ্জ রাজাকারদের চাঁদমারি	৩৩৯
৬.৭৭	এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রতি মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আবেদন	৩৩৯
৬.৭৮	ইসলামী ছাত্র সংঘের স্মারকলিপি পেশ	৩৪০
৬.৭৯	আলেমদের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সহযোগিতার আহ্বান	৩৪০
৬.৮০	ইসলামপুরে ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠন	৩৪০
৬.৮১	অবশেষে ঢাকা শহর শান্তি কমিটি গঠিত হলো	৩৪১
৬.৮২	ঢাকা শহর শান্তি কমিটি গঠিত	৩৪১
৬.৮৩	গভর্নরের প্রতি গোলাম আজমের অভিনন্দন	৩৪১
৬.৮৪	আজাদী দিবস বিভিন্ন সংস্থার ব্যাপক কর্মসূচী	৩৪২
৬.৮৫	শান্তি কমিটির সভায় খাজা খয়ের উদ্দীন	৩৪৩
৬.৮৬	হিন্দুস্থানী দালালদের গুলীতে রাছুলের বংশধর মওলানা মোস্তফা আল মাদানী নিহত	৩৪৪
৬.৮৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে মতিউর রহমান নিজামী	৩৪৫
৬.৮৮	ইসলামী একাডেমী হলে আয়োজিত সভায় অধ্যাপক গোলাম আযম	৩৪৬
৬.৮৯	কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে নেতৃবৃন্দ	৩৪৭
৬.৯০	পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার আহ্বান	৩৪৯
৬.৯১	সংবর্ধনা সভায় ভাইস চ্যান্সেলর সাজ্জাদ হোসেন	৩৫০
৬.৯২	ভাইস চ্যান্সেলর সকাশে নাইজেরীয় হাইকমিশনার	৩৫১
৬.৯৩	ঢাকার নাজিরা বাজারে শান্তি কমিটির সভা	৩৫১
৬.৯৪	দেশরক্ষা দিবস উপলক্ষে ঢাকার কার্জন হলে আলোচনা সভা	৩৫২
৬.৯৫	ঢাকায় কালো দিবস	৩৫৩
৬.৯৬	রেজাকার শিবিরে অধ্যাপক গোলাম আযম-সত্যিকার মুসলমানরাই পাকিস্তানের প্রকৃত সম্পদ	৩৫৪
৬.৯৭	রেজাকার শিবিরে গোলাম আযম কালেমার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য রেজাকারদের কাজ করে যেতে হবে	৩৫৫
৬.৯৮	আলিয়া মাদ্রাসায় মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা-প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের মঙ্গল হয়নি	৩৫৬
৬.৯৯	সম্বর্ধনা সভায় অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণ	৩৫৭
৬.১০০	ঢাকা বেতার কেন্দ্র আয়োজিত অনুষ্ঠানে গভর্নর ডা. মালিক	৩৫৮
৬.১০১	মাওলানা আবদুল মান্নান এর নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ	৩৫৯
৬.১০২	জেনারেল নিয়াজী মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিনিধিদের বলেন-দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও সক্ষম	৩৬০
৬.১০৩	বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় গভর্নর ডা. এ.এম. মালিক	৩৬১

৬.১০৪ কার্জন হলে মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহ্বান ৩৬২
৬.১০৫ জামাতে ইসলামী মজলিসে শুরার প্রস্তাব ৩৬২
৬.১০৬ মোনায়েম খান গুলীবিদ্ধ ৩৬৩
৬.১০৭ আততায়ীর গুলিতে আহত আব্দুল মোনেম খানের ইন্তেকাল ৩৬৩
৬.১০৮ বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গণে গণ জমায়াতে অধ্যাপক গোলাম আযম ৩৬৩
৬.১০৯ এ গণহত্যা কাদের স্বার্থে? ৩৬৫
৬.১১০ ঢাকা শহর জামাতের সভা জেহাদের জন্য তৈরি থাকার আহ্বান ৩৬৬
৬.১১১ ছাত্র সমাজের প্রতি ডাক হিন্দুস্থানী হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান ৩৬৬
৬.১১২ রাজধানীতে বদর বাহিনীর মিছিল ৩৬৭
৬.১১৩ ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল রাজধানীতে পূর্ণ হরতাল ৩৬৭
৬.১১৪ ঢাকা জামায়াতের কর্মীসভা ৩৬৮
৬.১১৫ নেতৃবৃন্দের বজ্রকঠোর ঘোষণা বৃহত্তর পাকিস্তান গড়তে হবে ৩৬৯
৬.১১৬ ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকায় হরতাল-গণ মিছিল ৩৭০
৬.১১৭ আল বদরের গণসংযোগ অভিযান ৩৭৩
৬.১১৮ ঢাকার বিক্ষুব্ধ রাজপথ যেকোন উপায়ে শত্রুকে খতম করিতে হইবে ৩৭৩
৬.১১৯ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত ৩৭৪

অধ্যায়-৭ : ঢাকায় বিদেশি দূতাবাস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ৩৭৫

৭.১ ঢাকা থেকে আমেরিকানদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ৩৭৬
৭.২ ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে বে-আইনী বেতার যন্ত্র পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অবিলম্বে অপসারণের নির্দেশ দান ৩৭৭
৭.৩ Indian DHC in Dacca closed ৩৭৭
৭.৪ Indian diplomats prepare to leave Dacca ৩৭৮
৭.৫ Pakistan, India close Missions in Calcutta Dacca as ties worsen ৩৭৯
৭.৬ কলকাতা ও ঢাকায় ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ হচ্ছে ৩৭৯
৭.৭ INDIA DEMANDS PLEDGE ON DIPLOMATS IN DACCA ৩৮০
৭.৮ ঢাকায় ভারতীয় মিশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ৩৮১
৭.৯ INDIAN STAFF AT DACCA INTERNED FRESH DELHI MOVE TO EVACUATE DIPLOMATS ৩৮১
৭.১০ ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ভবনে সামরিক পাহারা ৩৮২
৭.১১ ইপিআইডিসি প্রধান সকাশে ইন্দোনেশীয় দূত ৩৮৩
৭.১২ চীনা কনসাল জেনারেলের বক্তৃতা ৩৮৩
৭.১৩ ঢাকার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক দলের দুজন সদস্য ৩৮৪
৭.১৪ প্রদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিরূপণ বিশ্বব্যাংক মিশন ১০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে সক্ষম হবেন ৩৮৪
৭.১৫ ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের উপর পাক সরকারের কড়া বিধিনিষেধ আরোপে কলকাতায় পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ ৩৮৫
৭.১৬ Puzzle as envoys leave Dacca ৩৮৫
৭.১৭ প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান ঢাকা এসেছেন ৩৮৬
৭.১৮ গভর্নর সকাশে প্রিন্স সদরুদ্দীন ৩৮৬
৭.১৯ Attack in Dacca on aid official report ৩৮৭
৭.২০ সদরুদ্দীনের পিন্ডি যাত্রা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন ৩৮৭
৭.২১ ঢাকায় বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল ৩৮৮
৭.২২ ১০৮ দিন বন্দী থাকার পর ভারতীয় দূত কর্মীরা স্বদেশে ফিরে এসেছেন ৩৮৮
৭.২৩ দূতাবাস কর্মীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উথান্টের মধ্যস্থতা পাকিস্তান মেনে নিবে ৩৮৮
৭.২৪ গভর্নর সকাশে মরিশ উইলিয়ামস ৩৮৮
৭.২৫ গভর্নর সকাশে বৃটিশ পার্লামেন্টারী মিশন ৩৮৯
৭.২৬ ঢাকায় জার্মান প্রতিনিধি দল ৩৮৯
৭.২৭ ঢাকায় টুঙ্কু রহমান ৩৮৯
৭.২৮ ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের টেলিফোন অকেজো ৩৯০
৭.২৯ ঢাকায় তুর্কী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল ৩৯০
৭.৩০ গভর্নর সকাশে তুর্কী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল ৩৯০
৭.৩১ Kelly will act as UNCHR'S representative in Dacca ৩৯০
৭.৩২ গভর্নর সকাশে ২ জন বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ৩৯১
৭.৩৩ ঢাকায় মার্কিন সিনেটর চার্লস পার্সি ৩৯১
৭.৩৪ বন্যা সাহায্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত: সিনেটর পার্সি ৩৯১
৭.৩৫ ঢাকায় পল হেনরী ৩৯২
৭.৩৬ ঢাকায় ইউনিসেফ সাহায্য পৌঁছেছে ৩৯২
৭.৩৭ পাক জঙ্গীশাহীর বর্বরতার প্রতিবাদে ঢাকায় বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধির পদত্যাগ ৩৯২
৭.৩৮ অপারেশন ওমেগার দুজন সদস্যের ২ বৎসর কারাদণ্ড ৩৯৩
৭.৩৯ সোনারগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণ দু'জন কূটনীতিক নিহত ৩৯৩
৭.৪০ পূর্ব পাকিস্তান থেকে মার্কিন নাগরিকদের অপসারণ করা হতে পারে ৩৯৪
৭.৪১ ঢাকা থেকে বিদেশী নাগরিক অপসারণ বিলম্বিত ৩৯৪
৭.৪২ 425 foreigners evacuated from Dacca ৩৯৪
৭.৪৩ US civilians elected to stay in Dacca ৩৯৫
৭.৪৪ Fears for 50 Britons in Dacca ৩৯৫

অধ্যায়-৮ : অবরুদ্ধ ঢাকার জীবনযাত্রা ৩৯৭

৮.১ অফিস আদালত সম্পূর্ণ বন্ধ ৪০২
৮.২ ঢাকা সম্পর্কে স্ববিরোধী চিত্র একদিকে মেহের আলীর ঠিক হ্যায় অন্যদিকে বিদেশী সব পালাচ্ছে ৪০২
৮.৩ হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতে কাজ চলিতেছে ৪০২
৮.৪ ঢাকা শহরে এখন শ্মশানের নীরবতা ৪০২
৮.৫ বিচ্ছিন্ন, প্রেতনগরী ঢাকা ৪০৩
৮.৬ ঢাকা শহরে সর্বক্ষেত্রে অবস্থা স্বাভাবিক টেলিফোন ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু ৪০৪
৮.৭ DACCA WERE PEACEFULL LOOK ৪০৪
৮.৮ ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী পল্লী এলাকা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে ৪০৫
৮.৯ ঢাকায় আবার কর্মমুখর ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে ৪০৬
৮.১০ রাজধানী ঢাকায় আবার পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে ৪০৬
৮.১১ ঢাকায় জুম্মার নামাজে মুসল্লিদের ভিড় ৪০৭
৮.১২ ঢাকায় পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ৪০৭
৮.১৩ ঢাকা শহর আবার কর্মচঞ্চল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ৪০৮
৮.১৪ ঢাকা এখনও মৃত নগরী ৪০৮

৮.১৫	রেডিও পাকিস্তানের অসার চিৎকার খোদ রাজধানী ঢাকায় অচল অবস্থা: গ্রাম বাংলার মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ন	৪০৯
৮.১৬	Dacca, not an armed camp	৪০৯
৮.১৭	রাজধানীর বিপনীকেন্দ্রগুলি আবার কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে	৪১০
৮.১৮	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য পাক হুমকি	৪১১
৮.১৯	শাক সবজী ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য ঢাকায় বর্তমানে স্বাভাবিক	৪১১
৮.২০	৮টি নৌযান বোঝাই চাল, গম, চিনি ও তেল এসেছে-ঢাকায় বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী	৪১১
৮.২১	ঢাকায় জীবন স্বাভাবিক এটা মিথ্যা কথা: ডাক নেই হাট নেই বাজার নেই অফিস নেই: রাস্তায় লোক নেই আছে শুধু সন্ত্রাস	৪১২
৮.২২	Dacca N'gonj mills start work in double shifts	৪১৩
৮.২৩	ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থা	৪১৩
৮.২৪	নবরূপে ঢাকার প্রাচীনতম ব্যবসাকেন্দ্র চকবাজার	৪১৪
৮.২৫	In Dacca fear gives way to sullenness	৪১৫
৮.২৬	Fear Still Reigns in Dacca 3 Months After the Onslaught	৪১৬
৮.২৭	ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থার চেহারা	৪১৭
৮.২৮	Dacca residents "are all afraid"	৪১৮
৮.২৯	ঢাকা শহরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত	৪১৯
৮.৩০	ঢাকা বিচ্ছিন্ন নগরী	৪১৯
৮.৩১	ছাত্রবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়	৪২০
৮.৩২	অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার নমুনা। শিক্ষকদের হয়রানি অব্যাহত	৪২০
৮.৩৩	ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত	৪২১
৮.৩৪	অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী	৪২২
৮.৩৫	মহানগরী ঢাকা অবরুদ্ধ	৪২২
৮.৩৬	সাবেক ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড	৪২৩
৮.৩৭	ভীত সন্ত্রস্ত ঢাকা	৪২৩
৮.৩৮	মৃত নগরী ঢাকা	৪২৪
৮.৩৯	ঢাকা এখন অবরুদ্ধ নগরী	৪২৪
৮.৪০	অন্ধকারের অতলে ঢাকা শহর	৪২৫
৮.৪১	আজ থেকে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। কেরোসিনের কৃত্রিম সংকট চরমে উঠেছে	৪২৬
৮.৪২	ঢাকা এখন ফ্যাসিষ্টদের কবলে	৪২৬
৮.৪৩	ঢাকার অভ্যন্তরে	৪২৮
৮.৪৪	ঢাকায় হানাদার জল্লাদের নতুন কৌশল	৪২৮
৮.৪৫	ঢাকা আজ এক বিচ্ছিন্ন নগরী	৪২৯
৮.৪৬	রোকেয়া হলে ডাকাতি	৪৩০
৮.৪৭	এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির অর্থ কি?	৪৩১
৮.৪৮	ইহাদের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা আছে?	৪৩২
৮.৪৯	ঢাকায় চাপা আনন্দের সঞ্চার	৪৩২
৮.৫০	ঈদের বাজার সরগরম	৪৩৩
৮.৫১	ঢাকা ডায়েরী	৪৩৩
৮.৫২	ঢাকা বস্তুত: বিচ্ছিন্ন নগরী	৪৩৪
৮.৫৩	দখলীকৃত ঢাকা অন্যান্য শহর থেকে বিচ্ছিন্ন	৪৩৪
৮.৫৪	ঢাকায় জনগণ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে	৪৩৫
৮.৫৫	শহরবাসী দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে	৪৩৫
৮.৫৬	Mosquitoes, Malaria and Mold	৪৩৬
অধ্যায়-৯ : ঢাকায় গেরিলা অপারেশন		৪৩৯
৯.১	ঢাকার পতন নিকটবর্তী	৪৪৫
৯.২	ঢাকা দখলের জন্য মুক্তি ফৌজের অভিযান	৪৪৫
৯.৩	টিক্কা খাঁকে জীবিত প্রমাণের চেষ্টা	৪৪৫
৯.৪	টিক্কা খানের মৃত্যু রহস্য	৪৪৬
৯.৫	ঢাকা বেতারকেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণাধীন	৪৪৬
৯.৬	ঢাকায় গভর্নর হাউস, সচিবালয় প্রাঙ্গণ, নিউমার্কেটে হাবিব ব্যাংকে মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর আক্রমণ: হতাহত	৪৪৬
৯.৭	ঢাকায় গেরিলা তৎপরতার সামরিক স্বীকৃতি	৪৪৬
৯.৮	ঢাকায় মুক্তিফৌজের হাতে ১৪ জন পাকসেনা নিহত ১টি পেট্রল পাম্প ২টি সিনেমা হল ১টি ফেরী ধ্বংস	৪৪৭
৯.৯	ঢাকা মুক্তিফৌজের গেরিলা হানায় সরকারী শিল্পসংস্থার ভবন বিধ্বস্ত	৪৪৭
৯.১০	BENGALI GUERILLAS STEP UP BOMBING	৪৪৭
৯.১১	DACCA SECTOR	৪৪৯
৯.১২	MUKTI FOUJ COMMANDOS KNOCK OUT POWER PLANTS	৪৪৯
৯.১৩	POWER IN DACCA REPORTED CUT OFF	৪৫০
৯.১৪	E. PAKISTANIS CUT DACCA ELECTRICITY	৪৫১
৯.১৫	REUTER CORRESPONDENT REPORTS FROM DACCA	৪৫২
৯.১৬	সকল রণাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা সম্প্রসারিত : বহু পাক সেনা হতাহত	৪৫২
৯.১৭	Pakistan Rebels blast Dacca power plants	৪৫৪
৯.১৮	খোদ ঢাকা শহরেই	৪৫৪
৯.১৯	East Pakistan rebels cut gas supply in Dacca	৪৫৪
৯.২০	মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে ঢাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন	৪৫৫
৯.২১	FOREIGNERS GIVEN WARNING IN DACCA	৪৫৫
৯.২২	Rebels tell East Pakistanis to flee Dacca	৪৫৭
৯.২৩	ঢাকায় প্রহরায় জোরদার ব্যবস্থা	৪৫৮
৯.২৪	DACCA RESISTANCE	৪৫৮
৯.২৫	ঢাকা ও কুমিল্লা শহর ঘিরে মুক্তিবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ: বিপর্যয় সৃষ্টি	৪৫৮
৯.২৬	মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে দিশেহারা পাক ফৌজ	৪৫৯
৯.২৭	দিনে জঙ্গী কবলে, রাতে মুক্তি সেনার ঢাকায় অবিরাম গেরিলা আক্রমণে খান সেনাদের আতঙ্ক, মনোবল ভগ্ন	৪৫৯
৯.২৮	Explosions at Hotel Intercon.	৪৫৯
৯.২৯	Maulana Madni shot dead by Indian agents	৪৫৯
৯.৩০	In Dacca : 20 Injured	৪৬০
৯.৩১	GUERRILLAS BOMB DACCA HOTEL	৪৬০
৯.৩২	ভারতীয় চরের গুলিতে নেজামে নেতা মাদানী নিহত	৪৬১

৯.৩৩ মাওলানা মাদানী দাফন সম্পন্ন ৪৬২
৯.৩৪ ইন্টারকনে বোমা: এক ব্যক্তি গ্রেফতার ৪৬২
৯.৩৫ স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার সভায় বোমা বিস্ফোরণ ৪৬২
৯.৩৬ 'THE BANGLADESH GUERILLA' ৪৬২
৯.৩৭ বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতা ঢাকা শহর এখনও আংশিক নিষ্প্রদীপ ৪৬৪
৯.৩৮ ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর কার্ফু জারী ৪৬৪
৯.৩৯ রণাঙ্গন সংবাদ ৪৬৫
৯.৪০ ঢাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের সম্মুখ সংঘর্ষ ৪৬৫
৯.৪১ গেরিলা আক্রমণের মুখে বাংলাদেশে পাক সেনাদের মনোবল আর বেশি দিন অক্ষুণ্ন রাখা যাবে না ৪৬৫
৯.৪২ ঢাকার অদূরে ৯ জন ভারতীয় চর নিহত বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার ৪৬৬
৯.৪৩ ঢাকা শহরে ৪৬৬
৯.৪৪ ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক তৎপরতা হানাদার কসাইবাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত ৪৬৭
৯.৪৫ সাবাস! ৪৬৭
৯.৪৬ DACCA SECTOR ৪৬৭
৯.৪৭ DACCA SECTOR ৪৬৮
৯.৪৮ ঢাকা শহরে দিনে-দুপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি ৪৬৮
৯.৪৯ ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ ইয়াহিয়ার নুরুল হুদা খতম ৪৬৯
৯.৫০ মন্ত্রীর এক হাত ও এক পা ৪৬৯
৯.৫১ গাড়ীতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে মন্ত্রী আহত ৪৬৯
৯.৫২ East wing minister injured in blast ৪৭০
৯.৫৩ Dacca Bank looted ৪৭১
৯.৫৪ মন্ত্রীর গাড়ীতে বোমা: আটক দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৪৭১
৯.৫৫ গেরিলাদের আক্রমণে ঢাকার পোস্তাগোলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র বিধ্বস্ত ৪৭১
৯.৫৬ রণাঙ্গনের খবর ৪৭২
৯.৫৭ মহানগরী ঢাকা অবরুদ্ধ ৪৭২
৯.৫৮ ১২ই অক্টোবর মওলানা ইসহাক হাসপাতাল ত্যাগ করবেন ৪৭৩
৯.৫৯ রাজাকার হত্যার অভিযানে কয়েক ব্যক্তি গ্রেফতার ৪৭৩
৯.৬০ ঢাকায় ডেপুটি কমিশনার, খাদ্য কমিশনার নিহত ৪৭৩
৯.৬১ DACCA EXPLOSIONS ৪৭৪
৯.৬২ MOMEN SHOT IN STOMACH: RUSHED TO HOSPITAL ৪৭৪
৯.৬৩ মোমেন খান গুলিতে নিহত ৪৭৫
৯.৬৪ মোমেন খানের দাফন সম্পন্ন ৪৭৫
৯.৬৫ মোনেম খান খতম ৪৭৬
৯.৬৬ ঘটনা সম্পর্কে জাহাঙ্গীর আদেলের ভাষ্য ৪৭৬
৯.৬৭ নেতৃবৃন্দের শোক ৪৭৭
৯.৬৮ এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৪৭৮
৯.৬৯ Politician is shot dead in Dacca ৪৭৯
৯.৭০ প্রাক্তন গভর্ণর মোনায়েম খাঁ নিহত ৪৭৯
৯.৭১ গেরিলাদের অব্যর্থ গুলিতে মোনেম খাঁ খতম ৪৭৯
৯.৭২ Dacca guerrillas start offensive ৪৮০
৯.৭৩ Bomb blast near qamarunnessa gate ৪৮১
৯.৭৪ মতিঝিলে বোমা বিস্ফোরণ ৪৮১
৯.৭৫ রণাঙ্গন: হাজারো আঘাতেও ঢাকা মাথা নোয়াবার নয় ৪৮২
৯.৭৬ ঢাকায় তৎপরতা ৪৮২
৯.৭৭ ঢাকার গেরিলা তৎপরতা ৪৮৩
৯.৭৮ ঢাকা আর দূরে নয় মুক্তিবাহিনীর সম্মুখ-আঘাত আসন্ন ৪৮৩
৯.৭৯ অপরাজেয় ঢাকা ৪৮৩
৯.৮০ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ: ৩ জন আহত ৪৮৩
৯.৮১ আমিন ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে বিস্ফোরণ ৪৮৪
৯.৮২ ডিআইটি ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় বোমা বিস্ফোরণ ৪৮৪
৯.৮৩ ঢাকার বুকে গেরিলা যোদ্ধাদের শত্রু নিধন অভিযান অব্যাহত ৪৮৪
৯.৮৪ MUKTI BAHINI ACTIVE IN DHAKA ৪৮৫
৯.৮৫ রাজধানীতে পাক বাহিনী কোনঠাসা ৪৮৫
৯.৮৬ Dacca besieged ৪৮৬
৯.৮৭ গভর্নর মালিক আহত। ঈদের দিন ঢাকায় প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ ৪৮৭
৯.৮৮ ঢাকা ইলেকশন কমিশন অফিসে বোমা নিক্ষেপ ৪৮৮
৯.৮৯ BOMB EXPLODES IN ELECTION COMMISSION OFFICE ৪৮৮
৯.৯০ ঢাকার অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা বেড়েছে ৪৮৯
৯.৯১ বিদেশীদের দৃষ্টিতে ঢাকা শহর ও মুক্তিবাহিনী ৪৮৯
৯.৯২ GUERRILLAS START STREET WAR IN EAST PAKISTAN ৪৯০
৯.৯৩ ঢাকা থেকে পাক মেজর অপহৃত ৪৯১
৯.৯৪ Two city banks looted ৪৯২
৯.৯৫ শাহজাহানপুরে স্টেনগানের গুলিতে ৩জন নিহত ৪৯৩
৯.৯৬ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজে বোমা বিস্ফোরণ ৪৯৪
৯.৯৭ GUERRILLAS CUT OF DACCA POWER ৪৯৪
৯.৯৮ গুলীতে ৫ জন হতাহত ৪৯৫
৯.৯৯ SHAJAHANPUR ৪৯৫
৯.১০০ Explosion damage Siddhirganj Power station ৪৯৬
৯.১০১ Bomb explodes in DU Arts Building ৪৯৭
৯.১০২ শান্তিবাগে আততায়ীর গুলিতে ৪ জন নিহত ৪৯৭
৯.১০৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেনেড আক্রমণ ৪৯৮
৯.১০৪ Dacca reports news sabotage by Guerrillas ৪৯৮
৯.১০৫ দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে শান্তিবাগে ৬ ব্যক্তি হতাহত ৪৯৯
৯.১০৬ বোমা: বোমা: বোমা: নির্বাচনী প্রহসন খতম ৪৯৯
৯.১০৭ এবার নির্বাচন কমিশনের অফিসই খতম ৪৯৯
৯.১০৮ মোনেমের লাশ উধাও ৫০০
৯.১০৯ The Dacca commandos ৫০০
৯.১১০ Bomb explodes in PIA building ৫০১
৯.১১১ 20 Children injured ৫০২
৯.১১২ ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ: একজন দুষ্কৃতকারী নিহত ৫০২
৯.১১৩ Four hurt in Dacca Varsity bomb blast ৫০২

৯.১১৪ Bengal guerrillas Step up number of assassinations and beombeings ৫০৩
৯.১১৫ Engine derailed ৫০৫
৯.১১৬ Explosion inside School ৫০৫
৯.১১৭ আজিমপুর গার্লস স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ ৫০৫
৯.১১৮ "শুরু হইয়া গিয়াছে সুলতানুদ্দিন খতম" ৫০৬
৯.১১৯ গ্রীন রোডে গুলীবর্ষণ ২ ব্যক্তি হতাহত ৫০৬
৯.১২০ বায়তুল মোকাররমে বোমা ৫ ব্যক্তি নিহত ৬০ জন আহত ৫০৬
৯.১২১ মার্কিন সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে ঢাকা নগরী ৫০৮
৯.১২২ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত কাফন তৈরী হচ্ছে ৫০৯
৯.১২৩ Siddhirganj explosion: 4 arrested ৫০৯
৯.১২৪ Dacca business centre shaken by bomb blast ৫০৯
৯.১২৫ Five Killed, 54 hurt in Baitul Mokarram blast ৫১০
৯.১২৬ বিস্ফোরণে পিআইএ অফিস ৫১১
৯.১২৭ Attendance in Schools normal despite blasts ৫১১
৯.১২৮ Bomb blast at girls school ৫১২
৯.১২৯ বায়তুল মোকাররম মার্কেটে বোমা বিস্ফোরণ পাঁচ জন নিহত: ৫৪ জন আহত ৫১২
৯.১৩০ ঢাকায় আবার কারফিউর হিড়িক ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু ৫১২
৯.১৩১ ঢাকার প. জার্মানীর কূটনীতিক নিহত ৬১৩
৯.১৩২ রণাঙ্গন ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বাড়ছেই ৫১৩
৯.১৩৩ ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে কার্ফু ৫১৩
৯.১৩৪ Daring Guerrilla operatioan in Dacca ৫১৪
৯.১৩৫ দিশেহারা শত্রু সৈন্যরা এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণ ৫১৪
৯.১৩৬ ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণে সরকারী অফিস বিধ্বস্ত ৫১৫
৯.১৩৭ গুলশানে দুষ্কৃতিকারীদের গুলিবর্ষণ ৫১৫
৯.১৩৮ DACCA SECTOR ৫১৬
৯.১৩৯ ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ ২ পুলিশ নিহত ৫১৬
৯.১৪০ ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর দাপট ৫১৬
৯.১৪১ ঢাকায় ৪ জন নিহত ৫১৭
৯.১৪২ বোমা বিস্ফোরণে আহত দু'ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি ৫১৭
৯.১৪৩ সোবহানবাগে বোমা বিস্ফোরণ ৫১৭
৯.১৪৪ শহরে একটি ব্যাঙ্কের মহিলা শাখায় ডাকাতি ৫১৭
৯.১৪৫ বালিকা বিদ্যালয়ের বাগানে বিস্ফোরণ ৫১৭
৯.১৪৬ পাক মোটর্সের কাছে বিস্ফোরণ ৫১৮
৯.১৪৭ ধানমণ্ডি মডেল হাইস্কুলে বোমা ৫১৮
৯.১৪৮ ঢাকা ও চট্টগ্রামে বোমা বিস্ফোরণ: ঢাকা রেডিও কার্যত অচল ৫১৮
৯.১৪৯ Civilians in Dacca await fight to death by encircled Pakistan troops ৫১৮
৯.১৫০ DACCA-COMILLA-CHITTAGONG SECTOR ৫১৯

অধ্যায়-১০ : বাঙালির চূড়ান্ত যুদ্ধ-বিজয় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ৫২১
১০.১ পুতুলদের পদত্যাগ ৫২৭
১০.২ আতঙ্ক: পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ ৫২৮
১০.৩ লিয়েনের জন্য নিয়াজীর নতুন কৌশল ৫২৮
১০.৪ বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা শত্রু কবল মুক্ত ৫২৯
১০.৫ ফরমান আলী-ইয়াহিয়া মতভেদ ঢাকার দিকে মিলিত বাহিনী সর্বাত্মক অভিযানে পাক সামরিক মহলে বিভ্রান্তি ৫২৯
১০.৬ বিমান হামলার সময় কি করতে হবে ৫৩০
১০.৭ ঢাকার পতন আসন্ন ৫৩০
১০.৮ মিত্রবাহিনীর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকার পতন শুরু ৫৩১
১০.৯ ঢাকায় ৭টি শত্রু বিমান ধ্বংস ৫৩১
১০.১০ ঢাকার আকাশে বিমান যুদ্ধ ৫৩১
১০.১১ I watch Dacca air raids ৫৩২
১০.১২ তেজগাঁও কুর্মিটোলায় আক্রমণ ৫৩৩
১০.১৩ লাকসামের পতন, লক্ষ্য ঢাকা ৫৩৪
১০.১৪ বিমান হামলাকালে বাইরে থাকা নিজের জন্যেই বিপদজনক ৫৩৪
১০.১৫ ঢাকায় ত্রাসের রাজত্ব পাক হানাদাররা পুনরায় গণহত্যায় লিপ্ত ৫৩৫
১০.১৬ Dacca eats by Candlelight after day of strafing ৫৩৬
১০.১৭ Dacca watching the war and waiting ৫৩৮
১০.১৮ ফেণী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা দখল, খানেরা প্রায় অবরুদ্ধ ৫৪০
১০.১৯ মুক্তি বাহিনীর বিমান বহর ৫৪০
১০.২০ Indian Air raid delays evacuation from Dacca ৫৪১
১০.২১ Dacca paralyzed as Indian planes continue attack ৫৪১
১০.২২ ঢাকা ও মোমেনশাহী ভারতীয় বিমানের নাপাম বোমাবর্ষণ ৫৪২
১০.২৩ Inside the besieged city ৫৪৩
১০.২৪ ভারতীয় কাপুরুষোচিত হামলা ঢাকায় জাতিসংঘের রিলিফ বিমান বিধ্বস্ত ৫৪৩
১০.২৫ ভারতের বেপরোয়া বোমাবর্ষণ সম্পর্কে বিবিসি-শত শত নিরীহ লোক নিহত ৫৪৪
১০.২৬ প্রাচ্যের নাজী দখলকৃত নয়া বার্লিন ঢাকা নগরী মিত্র শক্তির হাতে অবরুদ্ধ মুক্তি সমাসন্ন ৫৪৪
১০.২৭ Indian bombing kills 75 at Karawan Bazar ৫৪৫
১০.২৮ মুক্তি সংগ্রাম ঢাকার দ্বারপ্রান্তে ৫৪৬
১০.২৯ 150 children dies as orphanage is bombed ৫৪৮
১০.৩০ মুক্তির দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ শত্রু সর্বত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতেছে: ঢাকার উদ্দেশে ত্রিমুখী অভিযান ৫৪৮
১০.৩১ রহমতে আলম এতিমখানা বিধ্বস্ত কাওরান বাজারে ভারতীয় বোমাবর্ষণে ৭৫ জন নিহত ৫৫০
১০.৩২ তেজগাঁওয়ে বেসামরিক অঞ্চলে ভারতীয় বোমাবর্ষণ : দেড়শত লোক নিহত ৫৫১
১০.৩৩ COLLECTIVE FINES TO BE IMPOSED IN DACCA ৫৫১
১০.৩৪ হোটেল ইন্টারকন ও হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষিত ৫৫২

১০.৩৫ বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে নিয়াজী ৫৫২
১০.৩৬ সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ক্ষতি হয়নি ৫৫৩
১০.৩৭ ক্ষতি হয়নি ৫৫৩
১০.৩৮ ঢাকায় একটি ভারতীয় মিগ বিধ্বস্ত: ২টি ক্ষতিগ্রস্ত ৫৫৪
১০.৩৯ NIAZI APPEARS AT INTERCONTINENTAL ৫৫৪
১০.৪০ Neutral Zone in city ৫৫৫
১০.৪১ Indians cross wide river and drive on Dacca ৫৫৫
১০.৪২ Indian forces clear roadway to Dacca ৫৫৮
১০.৪৩ AIR RAIDS ON DACCA CONTINUE ৫৫৮
১০.৪৪ Bombing halt before final attack ৫৫৯
১০.৪৫ Pakistani troops prepare for siege of Dacca ৫৬০
১০.৪৬ Dacca 'to fall next week' ৫৬১
১০.৪৭ ঢাকাস্থ পাক বেতার চিরস্তব্ধ মিত্রশক্তি নগরীর উপান্তে উপনীত স্থলে জলে অন্তরীক্ষে শত্রু ৫৬১
১০.৪৮ Dacca Dairy ৫৬২
১০.৪৯ Day 8: Closing in the capital ৫৬৫
১০.৫০ Foreign evacuees tell of Bengali's flight from Dacca as Indian troops advance ৫৬৬
১০.৫১ India suspends her air strickes on Dacca after appeal from the city's defenders ৫৬৯
১০.৫২ Pakistan refuses to allow Dacca evacuation airlift ৫৭১
১০.৫৩ Dacca evacuation balked by Pakistan ৫৭২
১০.৫৪ 5000 Indians drop by Dacca ৫৭৩
১০.৫৫ Indian Troops paradropped near Dacca ৫৭৩
১০.৫৬ ভারতীয় গোলার আওতায় ঢাকা জওয়ানেরা শহরের উপকণ্ঠে ৫৭৫
১০.৫৭ Dacca like last days of Babylon ৫৭৬
১০.৫৮ Only 5000 troops left in Dacca ৫৭৭
১০.৫৯ THE FAÇADE ৫৭৮
১০.৬০ Guerrillas said to be fighting inside Dacca ৫৭৯
১০.৬১ DACCA COUNTS THE HOURS TO DESTRUCTION ৫৮১
১০.৬২. Tiger is waiting for the kill ৫৮২
১০.৬৩ LULL ON THE WESTERN FRONT PAKISTAN ARMY HEADS FOR CERTAIN DEFEAT IN EAST. DACCA DEFENDERS UNPREPARED AND OUTWITTED ৫৮৩
১০.৬৪ ঢাকায় পাকবাহিনীর প্রস্তুতি ৫৮৪
১০.৬৫ ঢাকার মুক্তি যে কোন মুহূর্তে যশোর ও কুমিল্লার পর খুলনা ও চাঁদপুর মুক্ত ৫৮৪
১০.৬৬ বাংলাদেশে ৫০০০ পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে ঢাকা অবরোধ জোরদার হচ্ছে: আঘাত অত্যাসন্ন ৫৮৫
১০.৬৭ ঢাকায় অবরুদ্ধ পাক সেনা প্রধানদের মধ্যে তীব্র অন্তর্বিরোধ: একজন নজরবন্দী ৫৮৫
১০.৬৮ 'Battle of Dacca' Near ৫৮৬
১০.৬৯ বগুড়া মুক্ত চট্টগ্রাম ও ঢাকার গভর্নরের প্রাসাদ জ্বলছে। ঢাকা দখলের লড়াই ৫৮৬
১০.৭০ ঢাকায় পাক-জঙ্গীশাহীর অসামরিক প্রশাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়ল ৫৮৯
১০.৭১ DACCA LEADERS RESIGN AND SEEK ASYLUM ৫৯০
১০.৭২ India orders a cease-fire on both fronts after Pakistani surrender in the East ৫৯২
১০.৭৩ East Pakistan regime resigns as Indian jets raid Dacca ৫৯৪
১০.৭৪ 47 Americans in Dacca ৫৯৫
১০.৭৫ Dacca comes in range of Indian artillery fire ৫৯৭
১০.৭৬ Indians smash through Dacca's outer defenses ৫৯৮
১০.৭৭ Resign and hand control of Dacca to Pakistani army ৫৯৮
১০.৭৮ Guerrillas wait ৬০০
১০.৭৯ Decision rest with army chief ৬০০
১০.৮০ Indians moving into Dacca: Governor resigns ৬০১
১০.৮১ Two pronged thrust threatens Dacca ৬০২
১০.৮২ 1000 West Pakistani officers disarmed ৬০২
১০.৮৩ Niazi given a few hours to surrender ৬০৩
১০.৮৪ নিরাপদ এলাকা ও খালি বাড়িতে পাক সৈন্যের ঘাঁটি ঢাকার ভিতরে ভারতীয় কামান গোলা দাগছে ৬০৫
১০.৮৫ পাকিস্তান হার মানল, নিয়াজির বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ ৬০৬
১০.৮৬ INDIAN REPLIES TO DACCA CEASE-FIRE INQUIRY WITH MORNING DEADLINE FOR ARMY'S SURRENDER ৬০৬
১০.৮৭ ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোর্তিময় ৬০৯
১০.৮৮ ঢাকা আমাদের মহানগরীর সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা ৬০৯
১০.৮৯ INDIA SUSPENDS DACCA BOMBING AFTER APPEAL FROM DEFENDERS BUT CALLS FOR FULL SURRENDER ৬১০
১০.৯০ Mortar fire blasts surrounded Dacca ৬১২
১০.৯১ SURRENDER DEADLINE ৬১৩
১০.৯২ Dacca talks on terms for cease fire in East ৬১৩
১০.৯৩ General 'Tiger' refuses terms for Surrender ৬১৪
১০.৯৪ JOY AND MARIGOLDS ৬১৫
১০.৯৫ নিয়াজীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ৬১৬
১০.৯৬ East Pakistan Surrenders India hails free Bangaldesh ৬১৭
১০.৯৭ বাংলার বুকে তিমির রাত্রির হলো অবসান ৬২১
১০.৯৮ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ঢাকার উপর প্রচণ্ড আক্রমণে পাক-বাহিনীর ত্রাহি চিৎকার ৬২২
১০.৯৯ Battle of flowers for Indians in Dacca ৬২৩
১০.১০০ Dacca dances as Yahya's army gives in ৬২৪
১০.১০১ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বিজয়ী সেনাপতি লে. জে. অরোরার আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ ৬২৪

১০.১০২	The march into Dacca: last clash and victory. 2 men at a table	৬২৫
১০.১০৩	Joy is mixed with terror in free Dacca	৬৩০
১০.১০৪	Liberation day for people of Dacca	৬৩০
১০.১০৫	We fight on: Says Yahya	৬৩১
১০.১০৬	Deadline beaten by 10 minutes	৬৩১
১০.১০৭	ঢাকা শহরে বিজয়োৎসব স্বাধীন হল বাংলাদেশ	৬৩২
১০.১০৮	Surrender a great victory for Bangladesh	৬৩২
১০.১০৯	১৭ই ডিসেম্বরের মুক্ত মহানগরী ঢাকা	৬৩২
১০.১১০	In Dacca, the Killings persist amied revelry	৬৩৩
১০.১১১	Trying to restore order	৬৩৪
১০.১১২	How Dacca fell: the inside story	৬৩৫
১০.১১৩	SURRENDER TERMS PLEDGE PROTECTION	৬৪২
১০.১১৪	রাহুমুক্ত বাঙলাদেশ	৬৪৩
১০.১১৫	শত্রু মুক্ত ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী	৬৪৪
১০.১১৬	ঢাকা বিজয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা-প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ	৬৪৪

উপসংহার	৬৪৭
পরিশিষ্ট - ১	৬৫১
পরিশিষ্ট - ২	৬৫৩
পরিশিষ্ট - ৩	৬৫৪
পরিশিষ্ট - ৪	৬৫৫
পরিশিষ্ট - ৫	৬৫৯

ভূমিকা

ক. ঢাকা শহর পরিচিতি

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়। ঢাকাসহ এ প্রদেশের ব্যাপক উন্নয়ন হয় ১৯০৫-১১ সালে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে এই অগ্রগতির ধারায় বাধা পড়ে। যদিও ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তার, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ফলে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকা শহর পূর্ব বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পাশাপাশি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয় ঢাকা। 'অনুশীলন সমিতি', 'শ্রীসংঘ', 'দিশারী সংঘ' নামে সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর ঢাকাকে তৎকালীন পূর্ব বাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কারণে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ও অবকাঠামো সম্প্রসারিত হয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ২,৭৩,৪৫৯ যা ১৯১১ সালে ছিল ১,০৮,৫৫১। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৬২,০০৬ জনে।[১]

আজ ঢাকার যে বিস্তার তা কিন্তু একাত্তরে ছিল না। আজ যেটি পুরান ঢাকা নামে খ্যাত তা দেশ বিভাগের (১৯৪৭) আগে জমজমাট শহর ছিল। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চল থেকে নতুন ঢাকার পত্তন হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জরাজীর্ণ ও জনাকীর্ণ পুরান ঢাকা থেকে লোকজন বের হয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে। সরকার নতুন অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন নতুন এলাকায় গড়ে তোলে। আজিমপুর, নিউমার্কেট, নিউ ইস্কাটন, পুরানা পল্টন, কমলাপুরে স্থাপনা ও আবাসন গড়ে ওঠে পঞ্চাশের দশক থেকে। ১৯৫৩ সালে ধানমণ্ডি এলাকা এবং ১৯৬০-এর দশকে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, তেজগাঁও, গুলশান এলাকা সম্প্রসারণের অধীনে আসে। পুরানা পল্টন থেকে নয়াপল্টন পর্যন্ত এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশক থেকে রাজারবাগ ও শান্তিনগর এলাকায় বেশ কিছু স্থাপনা গড়ে ওঠে। কমলাপুর ও তেজগাঁও রেললাইন স্থাপনের ফলে ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের যোগাযোগ সম্প্রসারণ ঘটে। তেজগাঁও ঢাকা সদর সাব-ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর দক্ষিণে মূল ঢাকা শহর, উত্তরে কুর্মিটোলা, পশ্চিমে মিরপুর এবং পূর্বে রূপগঞ্জ অবস্থিত। আবাসিক এলাকা হিসেবে বনানী গড়ে ওঠে ১৯৬৪ সালে। ষাটের দশকে ঢাকার শুধু আবাসিক সম্প্রসারণই ঘটেনি, রেল ও সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিস্তার লাভ করে। ঢাকা শহরের উন্নয়ন দেখভালের জন্য ১৯৫৩ সালে গড়ে ওঠে ডিআইটি (ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট)। এর অধীনে নারায়ণগঞ্জকে আনা হলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পাশাপাশি উত্তরে টঙ্গীর আগ পর্যন্ত যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে ওঠে।[২]

ঢাকার সম্প্রসারণে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ভূমিকা রয়েছে। ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের বড় অংশ অকৃষিজীবী হওয়ায় পাকিস্তানের বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী যেমন- আদমজী, ইস্পাহানী, আগা খান গ্রুপ পূর্ববঙ্গে বিনিয়োগ শুরু করে। পাকিস্তান

সরকারের সহযোগিতায় অবাঙালি ব্যবসায়ীরা টঙ্গী, তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর ফলে দ্রুত ঢাকার আশপাশে শহর সম্প্রসারিত হয়। ঢাকা উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্তের মিশ্র শহরে পরিণত হয়।

ঢাকা শহরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার মূল লক্ষ্য হচ্ছে– ১৯৭১ সালে ঢাকার সীমানা চিহ্নিত করা। ঢাকা বলতে উত্তরে মিরপুর আমিনবাজার ব্রিজের আগ পর্যন্ত, কুর্মিটোলা, উত্তর-পূর্বে বনানী, ডেমরা, দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে মোহাম্মদপুর-রায়েরবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও এসব এলাকার আশপাশে শহরের আবহ ছিল। যেমন- ডেমরার আশপাশের অঞ্চল, কিংবা কমলাপুর-বাসাবোর পেছনে মাণ্ডা, বনানীর পেছনে সাঁতারকুল, কুর্মিটোলার পেছনে আজকের উত্তরা, উত্তরখান, দক্ষিণখান কিংবা মোহাম্মদপুরের পেছনে বছিলা, মিরপুর সংলগ্ন হরিরামপুর, আমিনবাজার, ডেমরার পর নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ, ইছাপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, ডেমরা সংলগ্ন ডিএনডি বাঁধের বিস্তৃত অঞ্চলে স্থানীয় ও ঢাকার চাকুরে ও কর্মজীবীদের মধ্যে নিম্নআয়ের এবং স্থানীয় বহু লোকের বসবাস ছিল। ১৯৭১ সালে ঢাকা পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দখলে থাকায় ঢাকা সংলগ্ন এসব অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল ও অপারেশন পরিকল্পনার ঘাঁটি ছিল।

সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামে গবেষণা কর্মে এভাবে আমরা শুধু শহর ঢাকার মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনাবলি যা গণমাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজটি করতে গিয়ে নির্মমও হতে হয়েছে। যেমন- অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যায় শুধু ঢাকার অংশ তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকার বাইরে এমনকি আশপাশের গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের কোনো প্রতিবেদন এখানে আনা হয়নি। আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখা ঢাকা শহর হওয়ায় এপ্রিলে ঢাকা সংলগ্ন ভয়াবহ জিঞ্জিরা গণহত্যা আলোচনায় আসেনি। অন্যদিকে আমিনবাজার ব্রিজের দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত ঢাকা শহর সীমাবদ্ধ থাকায় এর উত্তরাংশ তথা সাভার, নরসিংদী, নবাবগঞ্জ, সিংগাইর কিংবা ঢাকা সংলগ্ন নারায়ণগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ যা ঢাকার সঙ্গে খুবই নিবিড়ভাবে যুক্ত, তা আলোচনায় আনা হয়নি। আমরা বর্তমান গবেষণায় শুধু ২৫ মার্চ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের প্রতিবেদন ও সংবাদ অন্তর্ভুক্ত করেছি।

খ. মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ঢাকা শীর্ষস্থান দখল করে আছে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে ঢাকা নেতৃত্ব প্রদান থেকে শুরু করে এর সাফল্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করার কারণে বাঙালি জাতি ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে এগিয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ৩ মার্চ ঢাকায় ডাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক ভাষণের মাধ্যমে মুলতবি করেন। এরপর তিন সপ্তাহ ধরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী দুর্বার অসহযোগ আন্দোলন। ১-২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা ছিল পাকিস্তান প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন নগরী। ১ মার্চ বিকেলেই

পূর্বাণী হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পরদিন ঢাকা শহরে এবং ৩ মার্চ সারা বাংলাদেশে হরতালের ঘোষণা দেন। এছাড়া ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় ৩-৬ মার্চ প্রতিদিন ভোর ছয়টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত হরতাল পালনের ডাক দেন। আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে বাংলাদেশের অস্তিত্ব জানান দেয়। সেদিন থেকে আওয়ামী লীগের আহ্বানে হরতালে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। ঢাকার আন্দোলন দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২ মার্চ পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ সান্ধ্য আইন জারি করলেও তা ভঙ্গ করে জনগণ রাস্তায় নেমে আসে এবং মিছিল করে। ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে গুলি চালিয়েও আন্দোলন স্তব্ধ করা যায়নি। ৩ মার্চ শুধু ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ২৩ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়। ৭ মার্চ বিকেল ৩.২০ মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিসহ দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা দেন। তিনি সামরিক শাসন প্রত্যাহার, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেন। সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ ও দেশকে শত্রুমুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– এই ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দেন। এই বক্তৃতার নির্দেশনা পেয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। সারা দেশে মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ৮ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হয় কঠোর অসহযোগ আন্দোলন, উৎকণ্ঠিত বিশ্ব পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নেয়। ৮ মার্চ ১৭৮ জন ব্রিটিশ ও পশ্চিম জার্মানির নাগরিক ঢাকা ত্যাগ করেন।[৩] এরপর প্রায় প্রতিদিনই বিদেশিরা ঢাকা ত্যাগ করতে থাকেন। জাতিসংঘের মহাসচিব উ-থান্ট বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের স্টাফ ও তাদের পরিবারকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশের পরিস্থিতির রাজনৈতিক মোকাবিলার পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার অস্ত্রের মাধ্যমে সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়। জেনারেল টিক্কা খানকে 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক এবং পরে গভর্নর করা হয়। পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন সামরিক নির্দেশনাবলির মাধ্যমে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করলেও আন্দোলন ক্রমেই বেগবান হয়। বাড়ি ও অফিস-আদালতে কালো পতাকা উত্তোলন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করে। সিএসপি, ইপিসিএস কর্মকর্তা, কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে প্রাক্তন সৈনিক সংগঠনসহ সবাই এর সঙ্গে একাত্ম হন। ১৩ মার্চ ১৯৭১ সামরিক আইনের ১১৫নং আদেশে ১৫ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের এবং পরে আরো এক আদেশবলে সব কর্মচারীকে চাকরিতে যোগদানের নির্দেশ দিলেও[৪] বাঙালিদের বড় অংশকে কাজে যোগদান করানো যায়নি।

এ সময় সংবাদপত্রগুলো জনগণের মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৪ মার্চ দৈনিক পত্রিকাগুলো "আর সময় নেই," "Time Is Running Out" শিরোনামে এক যৌথ সম্পাদকীয়তে

জানায়, "আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ এক বাক্যে বলতে চাই, জাতি আজ চরম সংকটে নিপতিত। ....আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক সমাঝোতায় পৌঁছার জন্য নিবেদন জানাচ্ছি।"

পাকিস্তান সরকার একদিকে জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে বাঙালির আন্দোলন দমনে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয়, অন্যদিকে প্রতারণার জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠকের সূচনা করে। সামরিক প্রহরায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলন এবং আলোচনা একসঙ্গে চালিয়ে যায়। ১৬-২৪ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত প্রথম মুজিব-ইয়াহিয়া পরে ভুট্টো আলোচনায় যোগ দিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা করলেও তা ব্যর্থ হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সকালে প্রেসিডেন্ট ভবনে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার মধ্যে বৈঠক হয়। যেখানে বঙ্গবন্ধুকে ডাকা হয়নি। ওইদিন বিকেলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা সেনানিবাসে যান এবং রাত আটটায় সেখান থেকে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। এর আগেই বাঙালি নিধনের জন্য "অপারেশন সার্চলাইট" পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে যান।[৫] ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পূর্বপ্রস্তুতিসহ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পিলখানা, রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরান ঢাকা, ঢাকার অন্যান্য স্থানসহ সারা দেশের উল্লেখযোগ্য শহরে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালায়। বঙ্গবন্ধুকে সে রাতে গ্রেপ্তার করে। তবে তিনি গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে দখলদার বাহিনীর "শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে[৬] স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ২৬ মার্চ পরিষ্কার ঘোষণার মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়ার পর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর ন'মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

পাকিস্তান সরকার শুধু গণহত্যার মাধ্যমে নয়, সংবাদপত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে কার্যত পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ২৬ মার্চ কম্পোজ হওয়া সত্ত্বেও কোনো পত্রিকা প্রকাশ করা হয়নি। বিদেশি সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকে রাখা হয়। দিনরাত ঢাকা শহরে জারি করে কারফিউ, বাঙালির স্বাধীনতার কণ্ঠস্বর *দ্য পিপলস*, *ইত্তেফাক* পত্রিকা অফিস আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ২৬ মার্চ সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হলে ঢাকাবাসী শহর ত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটতে থাকে। কড়া সেনা প্রহরায় বিদেশি সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে সরাসরি বিমানে তুলে দেওয়া হয়। ঢাকার আশপাশের গ্রাম এবং পরে নিজ নিজ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় ঢাকাবাসী। ঢাকার আশপাশেও পাকবাহিনী অপারেশন চালায়। ২৫ মার্চের পরপর কিছু কিছু প্রতিরোধ দেখা দিলেও প্রতিরোধকারী নিরস্ত্র বাঙালিরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলে সম্পূর্ণ ঢাকা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। ২৮ মার্চ ঢাকায় টিক্কা খানের ১৫ দফা নির্দেশনা অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ, প্রেসে সেন্সরশিপ জারি, সব কর্মচারীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই নির্দেশনায়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। হরতাল, ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।
অবরুদ্ধ ঢাকা হয়ে যায় ভুতুড়ে শহর। এপ্রিল থেকে সান্ধ্য আইন শিথিল করা হলেও কার্যত অঘোষিত সান্ধ্য আইন চলে। ন'মাস জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পিডিবিসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলো শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ বিভিন্ন সহযোগী বাহিনীর ব্যানারে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর দখলদারিত্ব ও নৃশংসতার সহায়ক হয়।
অবরুদ্ধ ঢাকায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সরাসরি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ছিল অসম্ভব। সে বিবেচনায় ২ নম্বর সেক্টরের আওতায় গড়ে ওঠে গেরিলা দল। প্রায় ১০০টি ছোট-বড় অপারেশনের মাধ্যমে ঢাকার গেরিলারা পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসরদের ক্ষতিসাধন ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে রাখে। সরকার এসব অভিযান গোপন রাখতে চাইলেও বিদেশি গণমাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়লে সরকার এগুলো বিভিন্নভাবে সেন্সর করে প্রকাশ করে। ঢাকায় স্বাভাবিক অবস্থার প্রচারণা বারবার চালায়। প্রকাশ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নানান আলোকচিত্র। বাজারে বিশাল ভিড়, সিনেমা হলে টিকিটের লাইন, পার্কে শিশুদের কোলাহল, পরীক্ষার হলে মনোযোগী শিক্ষার্থী, শিশুদের কলতান সব পাতানো খেলা চলতে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ সত্ত্বেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা আয়োজন করেও জনমনে কোনো আস্থা আনা সম্ভব হয়নি। নভেম্বর থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তান বাহিনীর বিপর্যয়ের প্রভাব ঢাকায়ও পড়ে। ঢাকার চারদিকে বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে গেরিলারা ঢাকা পরিবেষ্টিত করে রাখে। যদিও এ সময় বড় কোনো অভিযান গেরিলারা করেনি। তবে ডিসেম্বরে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে গেরিলারা জালের মতো ঢাকাকে ঘিরে ফেলে। মিত্রবাহিনীর সড়ক, নৌ ও বিমানপথে আক্রমণে পর্যুদস্ত পাক সেনারা সেনানিবাস ও ছাউনিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। চূড়ান্ত পর্বে তথাকথিত বেসামরিক গভর্নর ডা. আবদুল মালিকের সরকার ১৪ ডিসেম্বর পদত্যাগ করলে পাকিস্তান সরকারের পূর্ব পাকিস্তানে বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। পরদিন টিকে থাকার শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ ২৪ বছরের পাকিস্তানের শোষণ-শাসনের অবসান ঘটে। যে ঢাকা থেকে স্বাধীনতার ডাক দেওয়া হয়, সেখানেই মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় বাঙালি জাতির নতুন পথচলা।

তথ্য সূত্র

১. *শরীফ উদ্দিন আহমেদ, এ.কে.এম. গোলাম রব্বানী, "মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ঢাকা শহর, জন বিন্যাস, জন মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি", দ্রষ্টব্য মোহীত-উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০, পৃ. ২৫। ভূমিকা রচনায় এ প্রবন্ধটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধকারদের প্রতি ঋণ স্বীকার করছি।*

২. *ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ. ৩০-৩৫*

৩. *আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, "ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ: ঘটনাপঞ্জি '৭১", দ্রষ্টব্য মোহীত-উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত পৃ. ৩২৯*

৪. *হারুন-অর-রশিদ, সাব্বির আহমেদ, "ঢাকায় পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতা", দ্রষ্টব্য মোহীত-উল আলম ও আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত পৃ. ৮৯*

৫. *সিদ্দিক সালিক (ভাষান্তর মাহমুদল হক), নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮, পৃ. ২১৪-২১৯*

৬. *হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪, পৃ. ১*

অধ্যায়-১

একাত্তরে অবরুদ্ধ ঢাকার সংবাদপত্র

ক. ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার চিন্তাধারা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালে ঢাকায় উল্লেখযোগ্য ১০টি দৈনিক পত্রিকা ছিল। এগুলো হচ্ছে: বাংলা পত্রিকা *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংবাদ*, *দৈনিক সংগ্রাম*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক পূর্বদেশ*, ইংরেজি *পাকিস্তান অবজারভার*, *মর্নিং নিউজ*, *দ্য পিপলস* এবং উর্দু *দৈনিক ওয়াতন*।

এসব পত্রিকার মধ্যে হামিদুল হক চৌধুরীর আল হেলাল পাবলিকেশন্সের মালিকানাধীন ছিল *অবজারভার*, *পূর্বদেশ* ও *ওয়াতন*। প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী এর মালিক এবং বরাবর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ কারণে তাঁর মালিকানাধীন পত্রিকা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ধারার বাহক। ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ থেকে *অবজারভার* এ ধারা অনুসরণ করে। মুসলিম লীগের মুখপত্র *দৈনিক আজাদের* সঙ্গে সংঘাতের কারণে পত্রিকাটি সরকারের রোষানলে পড়ে। ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি প্রথমবারের মতো নিষিদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের টিকিটে নির্বাচনে হামিদুল হক জয়ী হলে পত্রিকাটি প্রকাশের অনুমতি পায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে তিনি আওয়ামী লীগের বিরোধী অবস্থান নিলে পত্রিকায় এর প্রভাব পড়ে। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈষম্যের কথা বললেও পত্রিকাটি আওয়ামী লীগের ৬ দফাবিরোধী ছিল। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০-এর নির্বাচনে পত্রিকাটি ছিল আওয়ামী লীগবিদ্বেষী। *পূর্বদেশ* ও *ওয়াতন* যথারীতি একই ধারার পত্রিকা ছিল। পত্রিকা তিনটিই হামিদুল হক চৌধুরীর মতো মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছিল।

দৈনিক আজাদ ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯ অক্টোবর প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশ শুরু করে। মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আকরম খাঁ এর প্রকাশক ছিলেন এবং এটি শুরু থেকে এ দলটির মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় এটি বিপরীতমুখী নীতি ও সাম্প্রদায়িক ভূমিকা পালন করত। প্রতিক্রিয়াশীল এ পত্রিকাটি রবীন্দ্রসংগীত, মেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিরোধিতা করেছে, আবার ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আগরতলা মামলায় কখনো কখনো বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য '৬০ ও '৭০-এর দশকে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কামরুল আনাম খাঁ এলে এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সমর্থন করে। যদিও মুক্তিযুদ্ধে এ পত্রিকাটি দৈনিক সংগ্রামের পরই পাকিস্তানপন্থি নীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সরকারি মালিকানাধীন *মর্নিং নিউজ* ১৯৪২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে এটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থক পত্রিকাটি শুরু থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে বারবার জনগণের রোষানলে পড়ে। আইয়ুব আমলে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট গঠিত হলে *মর্নিং নিউজ* পত্রিকাটি একযোগে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় বিক্ষুব্ধ বাঙালিরা *মর্নিং নিউজ*

অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। *দৈনিক পাকিস্তানও* ছিল ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা এবং এ কারণে এটি সরকারপন্থি। ১৯৬৪ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সরকারপন্থি হলেও ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও পরবর্তী সময়ে বাঙালি জনমতের পক্ষের কিছু সংবাদ ছাপে। এর কারণ পত্রিকাটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন অনেক প্রগতিশীল সাংবাদিক।

ইত্তেফাক সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১৯৪৯ সালে শুরু করলেও আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এর প্রকাশক হন এবং এটি আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে মুসলিম লীগ সরকারবিরোধী ভূমিকা পালন করে। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এর সম্পাদক ও মালিক হলে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সমর্থক হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে *ইত্তেফাক* ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ কারণে সরকারি রোষানলে পড়ে এবং ১৯৪৯-৫১ সাল পর্যন্ত ৩ বার বন্ধ করে দেওয়া হয় পত্রিকাটি। ১৯৫৩ সালে *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পত্রিকাটি হয়ে ওঠে স্বাধীনতার প্রতীক।

জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক *দৈনিক সংগ্রাম* রাজনৈতিক কারণে শুরু থেকে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিপক্ষে সব সময় অবস্থান নেয়। পত্রিকাটি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে ছিল সিদ্ধহস্ত, বিশেষ করে '৬০-এর দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। একাত্তরে এ ধারা অব্যাহত রাখে এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শীর্ষ পত্রিকায় পরিণত হয়।

চারটি পত্রিকা *দৈনিক ইত্তেফাক*, *মিল্লাত*, *সংবাদ* এবং ইংরেজি *দ্য পিপলস* বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে *মর্নিং নিউজ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *সংগ্রাম*, *পূর্বদেশ* পাকিস্তানপন্থি।

একাত্তরে সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা আলোচনার আগে সংক্ষেপে পত্রিকাগুলোর অবস্থান জানা প্রয়োজন। ১৯৪৯-৫৮ সময়কালে সংবাদপত্র পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকে এগিয়ে এলে দেশ বিভাগের পর সংবাদপত্রের যে স্থবিরতা ছিল তা কেটে যায়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের কারণে সেই ধারা নষ্ট হয়। সামরিক শাসন-যন্ত্র সংবাদপত্রকে নিজেদের ক্ষমতার প্রধান অন্তরায় হিসেবে মনে করে। শুরু হয় সংবাদপত্রের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ। ১৯৫৮ সালে জারিকৃত ২৪নং রেগুলেশনে প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ, লেখনীর মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর জন্য ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য ১৯৬০ সালে করা হয় 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' এবং ১৯৬৩ সালে 'প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, (সংশোধনী) অধ্যাদেশ। ১৯৬২ সালে সংবাদপত্রের ওপর থেকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করলে *দৈনিক পূর্বদেশ*, *দৈনিক ইত্তেফাক* (১ জুন ১৯৬৬-১৯৬৯, ৯ জুন পর্যন্ত নিষিদ্ধ), *দৈনিক সংবাদ*, *দৈনিক আজাদ*, *দ্য পিপলস* ৬ দফা ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভূমিকা রাখে। এমনকি ট্রাস্টের পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তানও* মাঝেমধ্যে সরকারি বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে জনমতের প্রতিফলন ঘটায়।[১] *আজাদ* মুসলিম লীগ প্রভাবিত পত্রিকা হলেও আইয়ুববিরোধী ভূমিকা পালন করে *ইত্তেফাকের* মতোই পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা পায়। শুরুতে ভাসানী ন্যাপ সমর্থক *দৈনিক সংবাদ* তুলনামূলকভাবে সতর্ক ভূমিকা পালন করলেও বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কাজ করে। আওয়ামী লীগ সমর্থন করায় তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বারবার হুলিয়ার শিকার ও বন্দি হন। *মর্নিং*

নিউজ ভাষা আন্দোলনের মতোই '৬০-এর দশকেও বাঙালির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে *ইত্তেফাক* সরাসরি আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারাভিযান চালায়। *মর্নিং নিউজ*, *অবজারভার* নেয় বিপক্ষে অবস্থান।

'৭০-এর নির্বাচনের পর পাকিস্তান সরকার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় সারা বাংলাদেশে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এ সময় বেশির ভাগ পত্রিকাই আওয়ামী লীগের পক্ষ অবলম্বন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ এক বেতার ভাষণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। শুরু হয় আওয়ামী লীগের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন। আন্দোলনের খবর ২ মার্চ থেকেই প্রকাশিত হয় গুরুত্বসহকারে। *দৈনিক ইত্তেফাকের* শিরোনাম ছিল "জনতার সংগ্রাম চলবেই", *দৈনিক সংবাদের* শিরোনাম "এসো জনতার ঐক্যে, এসো মুখরিত সখ্যে"। ৪ মার্চ *দৈনিক ইত্তেফাকের* রাজনৈতিক ভাষ্যকার লেখেন "জয় বাংলার জয়" প্রতিবেদন। একই পত্রিকার সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল "ক্ষান্ত হউন"। অন্যদিকে মার্চের উত্তাল দিনে *দৈনিক সংবাদ* অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ৭ মার্চ *দৈনিক সংবাদের* সম্পাদকীয় ছিল "বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন"। আন্দোলনের জোয়ারে বাঙালির আন্দোলনবিদ্বেষী *মর্নিং নিউজ*, *দৈনিক সংগ্রাম* আন্দোলনের খবর গুরুত্বসহকারে ছাপতে থাকে। *দৈনিক পাকিস্তানের* অধিকাংশ সাংবাদিক আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সহমত পোষণ করেন। মার্চের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় লিখে পত্রিকাগুলো আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে। এছাড়া মার্চের প্রথম সপ্তাহেই সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ইউনিয়ন, সাংবাদিক সমাজ, সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন, সংবাদপত্র হকার সমিতি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।[২]

যতই দিন এগোতে থাকে পত্রিকাগুলোও জনমতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। রাজনৈতিক সংকট নিরসনের নামে জেনারেল ইয়াহিয়া একাত্তরের ১৪ মার্চ থেকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠক করেন। এ আলোচনার প্রাক্কালে ১৫ মার্চ বাংলাদেশের ৪টি পত্রিকা *আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার*-এর অভিন্ন শিরোনাম ছিল "আর সময় নাই" শীর্ষক এক যৌথ সম্পাদকীয়। এতে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই যে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উপায়, তা জোর দিয়ে বলা হয়। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের সংবাদ সব পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়।

খ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পত্র-পত্রিকায় গৃহীত সরকারি নীতিমালা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে সারা দিনের খবর পরদিন পত্রিকায় প্রকাশের কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল। কিন্তু মধ্যরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বন্ধ হয়ে যায় সংবাদপত্রের কাজ, স্তব্ধ হয় সংবাদপত্রের কণ্ঠ। এরপর পত্র-পত্রিকাগুলোর অবস্থা পাল্টে যায়। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর পর সরকার পত্রিকার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেয় এবং পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও সরকারের প্রচার প্রপাগান্ডার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখায়। দেশে যেমন প্রেস সেন্সরশিপ আরোপ করা হয় তেমনি বিদেশি মিশনের

প্রকাশনা দপ্তর ও বিদেশি পত্রিকার জন্যও তা প্রযোজ্য হয়। সরকার ২৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান থেকে সব বিদেশি সাংবাদিক বের করে দেয়। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রায় ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন। তাদের মধ্যে মিশন নরেট ও লুই হেরেন গোপনে থেকে গেলেও পরে গ্রেপ্তার হন। এর মধ্যেও বিদেশি সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রচার করেন। পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমের মধ্যে ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইন্দোনেশিয়া বেশি সোচ্চার ছিল। স্বাধীনতার পক্ষে পত্রিকাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তান সামরিক জান্তা আক্রমণ ও ধ্বংস করে। সামরিক বাহিনীর গোলার আঘাতে *দ্য পিপলস*, *গণবাণী* প্রথম আক্রান্ত হয়। *পিপলস* অফিসে কর্মরত ছয়জন সাংবাদিক ও কর্মী সেদিনই নিহত হন। ২৬ মার্চ *দৈনিক ইত্তেফাক* ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। ২৮ মার্চ *দৈনিক সংবাদ* অফিসে আগুন দিয়ে হত্যা করা হয় সাংবাদিক শহীদ সাবেরকে। এ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক এসব পত্রিকা ছাড়াও সংবাদ সংস্থা এনা, ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ঢাকাবাসীর মতো সাংবাদিক ও কর্মীরা জীবন বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান, কেউ কেউ পরের মাসে মুজিবনগর সরকারে যোগ দেন।

এতকিছুর পরও নিজেদের অপকর্ম ঢাকার কৌশল হিসেবে ২৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণমাধ্যমকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জারি করেন ৭৭ নম্বর সামরিক বিধি। এতে–

১. নিম্নলিখিত বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়:

ক. পাকিস্তানের অখণ্ডতা বা সংহতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সমালোচনা বা সমালোচনার চেষ্টা;

খ. সামরিক শাসন প্রয়োগ, তা চালু বা অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনার চেষ্টা;

গ. জনসাধারণের মনে আতঙ্ক বা হতাশা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারণা অথবা

ঘ. সশস্ত্র বাহিনী (অর্থাৎ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী) পুলিশ ও সরকার এবং তার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা,;

ঙ. পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কিংবা কোনো অঞ্চলের বিরুদ্ধে অথবা পাকিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা;

চ. ইসলাম ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো চেষ্টা এবং

ছ. কায়েদে আজমের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবমাননার চেষ্টা।

২. ৭৭ নম্বর সামরিক বিধিতে আরো বলা হয়:

> 'কোনো ব্যক্তি সংবাদপত্রে বা কাগজে বা অন্য কোনো দলিলে এমন কিছু মুদ্রণ বা প্রকাশ করতে পারবে না যার মধ্যে পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো নেতা অথবা কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা ও ঝোঁক রয়েছে।' আইনে আরো বলা হলো– 'সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা, ভীতি ও উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো রাজনৈতিক বিষয় প্রকাশ করা যাবে না, এই কানুনের

খেলাফ হলে সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ড দেওয়া হবে।'[৩]

বিধি জারির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের খবর, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের খবর যাতে ছড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য স্থাপিত হয় সেন্সরশিপ হাউস। পত্রিকার ডামি এখানে পাঠানোর পর তা পাস হওয়ার পরই পত্রিকায় ছাপা যেত। ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর টিক্কা খানের বদলে ডা. আবদুল মোত্তালিব মালিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করা পর্যন্ত ৭৭ নম্বর সামরিক বিধির মাধ্যমে সংবাদপত্র প্রকাশ হতো। তবে ১ সেপ্টেম্বর নতুন ৮৯ নম্বর সামরিক বিধি জারি হলে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত এর মাধ্যমে পত্রিকা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি ছিল কেন্দ্রীয় তথ্য দপ্তরের অধীনে। এর বাইরে ছিল ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ, যার দায়িত্বে ছিলেন মেজর সিদ্দিক সালিক। এ বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ছিলেন জেনারেল রাও ফরমান আলী। সরকারি গণমাধ্যম এপিপি পরিবেশিত সংবাদ, প্রতিবেদন ছাড়া সবকিছু সেন্সরশিপের আওতায় ছিল। সংবাদের প্রত্যেকটি আইটেম লগ বুকে এন্ট্রি হতো। কোনটা অনুমোদিত এবং কোনটা বাতিল তা উল্লেখ থাকত। অনুমোদিত আইটেমের গায়ে সিলমোহর মেরে লিখে দেওয়া হতো 'পাসড অথবা ইয়েস'। আর বাতিল সংবাদে দাগ দেওয়া হতো 'নো'।[৪]

২৬ মার্চ সামরিক বিধি জারির পর পত্রিকা ধীরে ধীরে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তানপন্থি পত্রিকা অগ্রাধিকার পায়। হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন দুটি পত্রিকা *অবজারভার, পূর্বদেশ* ২৯ মার্চ, ট্রাস্ট পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয়। কিছু কিছু পত্রিকা এপ্রিলে প্রকাশিত হলেও *সংবাদ, দ্য পিপলস* বের হয়নি।[৫] এক্ষেত্রে জামায়াতের মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* ছিল পাকিস্তান সরকারের বিশ্বাসের তালিকায় এক নম্বরে। ট্রাস্ট পত্রিকার সাংবাদিকদের বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকলেও *সংগ্রাম* পত্রিকার সবাই পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। এ পত্রিকার নিউজ আইটেম বেশিরভাগ 'নো' হয়নি। পত্রিকার যোগাযোগ ছিল শীর্ষ সামরিক কর্তাদের সাথে। মুক্তিযুদ্ধকালে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হলো পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ নিউজ দখলদার কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত। এগুলোর সূত্র ছিল সরকারি গণমাধ্যম এপিপি বা অ্যাসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান।[৫] ২/১টি ছিল রয়টার্স সূত্র। সরকারি নিউজের অংশ ছিল প্রেসনোট, সামরিক বিধি ইত্যাদি।

হেদায়েত হোসেন মোরশেদ তাঁর গ্রন্থে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতিপয় প্রেস অ্যাডভাইসের ভাষা উদাহরণ দিয়েছেন।

১৩ জুলাই ১৯৭১

১. কাউকে চাবকানো হচ্ছে অথবা ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে এ ধরনের ভীতি উদ্রেককারী কোনো ছবি তা দেশি হোক কিংবা বিদেশি হোক, পত্রিকায় ছাপানো যাবে না।

২. বিস্ফোরণের খবর ছাপা যাবে না। কোনো ছবি যাবে না। সরকার প্রদত্ত খবর ও ছবি ছাড়া (যদি প্রদান করা হয়) এ সম্পর্কে অন্য কোনো খবর বা ছবি ছাপা যাবে না। এ ব্যাপারে পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য জানানো হবে। জুলাই, ১৯৭১ (সঠিক তারিখটি আমার ডায়েরিতে লেখা নেই, তবে এটা জুলাই মাসে দেয়া হয়)।

৩. আগে 'তথাকথিত' লিখলেও এখন থেকে নিম্নলিখিত শব্দগুলো লেখা যাবে না– মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী, গণবাহিনী, বাংলাদেশ, জয় বাংলা।

জুলাই-আগস্ট প্রদত্ত অ্যাডভাইস

সঠিক তারিখ লেখা নেই–

১. বঙ্গোপসাগরে যে জাহাজ দুর্ঘটনা হয়েছে তার কোনো খবর ছাপানো যাবে না।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১:

১. পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনামূলক কোনো খবর ছাপা যাবে না।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১:

১. শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর বাবা-মা, তাঁর পরিবার সম্পর্কে কোনো খবর ছাপা যাবে না।

২. 'বাংলাদেশ' হেডিং-এ ব্যবহার যাবে না।

৩. 'মুক্তিফৌজ' বা 'মুক্তিবাহিনী' শব্দগুলো ব্যবহার করা যাবে না। এগুলো বদলে 'বিদ্রোহী' অথবা 'ভারতীয় এজেন্ট' ব্যবহার করতে হবে।

৪ নভেম্বর ১৯৭১:

১. বিস্ফোরণের খবর প্লেডাউন করতে হবে অর্থাৎ প্রমিনেন্ট করে দেয়া যাবে না।

২. বিস্ফোরণের ছবি ছাপাতে হলে আগে '...' সাহেবের কাছ থেকে পাস করিয়ে নিতে হবে।

৬ নভেম্বর ১৯৭১:

১. বোমা ও নিহতদের খবর এখন থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো যাবে না।

২. শহরে আইন-শৃঙ্খলাজনিত কোনো খবর ছাপাতে হলে আগে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অফিস সময় ছাড়া সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত তাকে বাসায় পাওয়া যাবে।

মি. লেঘারি
এ আইজি (ক্রাইম)
ফোন : সরাসরি-২৫৮৪৩১ ও ২৫৮৭৮২
এবং
পুলিশ পিবিএক্স-২৪৪২৩৯/৩৩

পাকিস্তান সরকার এতকিছুর পরও সাংবাদিকদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। বরং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন করায় তাঁদের জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হয়। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিতে হয় সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুউদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শেখ আবদুল মান্নান (লাডু ভাই), সৈয়দ নাজমুল হক, শিব সাধন চক্রবর্তী, শহীদ সাবের, চিশতি হেলালুর রহমান, মোহাম্মদ, আখতার সেলিনা পারভীনসহ অনেককে।

তথ্য সূত্র

১. মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ১৯৭
২. কে.এম. শহীদুল হক, "একাত্তরের অবরুদ্ধ ঢাকার সংবাদপত্র", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ মার্চ ২০১২
৩. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *অবরুদ্ধ সংবাদপত্র ৭১ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল*, ঢাকা: নওরোজ, ১৯৮৩, পৃ. ১০-১১
৪. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।
৫. দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস (সম্পাদনা), *সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, একাত্তরের ঘাতকদের জবান জুলুম ষড়যন্ত্র চিত্র*, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৩, পৃ. ২০

অধ্যায়-২

পত্র-পত্রিকার পরিচয় ও প্রকৃতি

মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্র নিয়ে বেশকিছু কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও রয়েছে। দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের সংকলন, বিষয়ভিত্তিক সংকলন এবং পত্রিকা নিয়ে কিছু গবেষণা গ্রন্থ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নয়, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নিয়েও পত্রিকা সংকলন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতার পত্রিকা সংকলন কিংবা পত্রিকার ওপর ভিত্তি করে ঘটনাপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে। তবে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলাদা এ ধরনের কোনো দলিল সংকলন বা পত্রিকা সংকলন নেই। যেসব কাজ হয়েছে এর মধ্যে কোনো কোনোটিতে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পত্রিকার ভাষ্য এসেছে। অথচ ঢাকা থেকে শুধু মুক্তিযুদ্ধ শুরু নয়, ঢাকার ঘটনাপ্রবাহ, পাকিস্তান সরকার এবং সরকারের ব্যর্থতা, বাংলাদেশ সরকারকে সাফল্যজনক অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশের বড় অংশ শত্রুমুক্ত হলেও ঢাকার পতনের আগ পর্যন্ত জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও এ ব্লকের দেশগুলো রাজি হয়নি। অন্যদিকে ঢাকার পতন না ঘটিয়ে পাকিস্তান সরকার যুদ্ধবিরতি চেয়েছে। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল আত্মসমর্পণ এড়িয়ে অথবা পরাজয় এড়িয়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা। পাকিস্তান সরকারের এ কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছে একাত্তরের ১৫ ডিসেম্বর ঢাকার পতন এবং সবশেষে পরদিন আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। ঢাকার এই গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা বর্তমান গবেষণায় ঢাকার সংবাদকেন্দ্রিক পত্রিকা প্রতিবেদনগুলোকে এক জায়গায় বিষয়ভিত্তিক নিয়ে এসেছি। কাজের বিশালতার কারণে আমরা এখানে পত্রিকার সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, ফিচার, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিনি।

সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ: গবেষণায় আমরা তিন ধরনের পত্রিকাকে বেছে নিয়েছি।

১. ঢাকা ও করাচি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা
২. অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তাঞ্চল, মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা
৩. বিদেশি পত্র-পত্রিকা।

১. ঢাকা ও করাচি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

একাত্তরের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু করার পর পাকিস্তান সরকার বিদেশি সাংবাদিকদের বহিষ্কার, দেশি সংবাদপত্রের ওপর ৭৭ নম্বর সামরিক বিধি জারির মাধ্যমে সংবাদপত্রের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া ৮৯ নম্বর সামরিক বিধি জারি, ২৬ মার্চ সেন্সর-শিপ হাউস স্থাপন করে। ডিসেম্বর পর্যন্ত সেন্সরশিপ হাউস নানা পদ্ধতিতে পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সময়কে মোটামুটি ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১. মার্চ-জুন, ২. জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ৩. অক্টোবর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ঢাকার একটি উর্দু ও দুটি ইংরেজি পত্রিকা বাদে সব প্রকাশিত হতো বাংলায়। মেজর সিদ্দিক সালিকের তত্ত্বাবধানে, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর পরিচালনায় সেন্সরশিপ হাউস কাজ চালাত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে একটি সেল। জুন পর্যন্ত ঢাকা ও করাচির পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলাদের খবর

কঠোর সেন্সরশিপের কারণে জানা যায়নি। জুলাই থেকে গেরিলাদের অপারেশনের সংখ্যা বেড়ে গেলে মুজিবনগর, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসিসহ বিদেশি গণমাধ্যমে তা প্রকাশ করতে শুরু করলে সরকার এতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেও ১৯ জুলাই রাতে সেন্সরশিপ হাউস থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো বিস্ফোরণের খবর প্রকাশিত হবে না।[১]

তবে আগস্ট থেকে ঢাকা শহর গেরিলাদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হলে সরকার কিছুটা খণ্ডিত ও বিকৃত আকারে হলেও তথ্য প্রকাশ করতে অনুমতি দেয়। ১১ আগস্ট হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেরিলারা বিস্ফোরণ ঘটালে পরদিন এর খবর বের হয় এভাবে, "গত বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ল্যাবরেটরিতে তিনটি বিস্ফোরণে তিনজন বিদেশি আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।" পাশাপাশি পাকসেনা ও দালালদের মনোভাব অটুট রাখতে 'অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ দুষ্কৃতকারী গ্রেফতার' কিংবা আত্মসমর্পণ করেছে এ ধরনের সংবাদ ছাপা হয়।

প্রথমদিকেই দেশি পত্রিকার মধ্যে *দ্য পিপলস*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* আংশিক বা পুরো পুড়িয়ে ফেলে। সরকার নিয়ন্ত্রিত *দৈনিক পাকিস্তান*, হামিদুল হক চৌধুরীর আল হেলাল প্রেসের *পূর্ব দেশ*, পাকিস্তান *অবজারভার* বের হয় দ্রুত। ২৯ মার্চ এ দুটোর পাশাপাশি সরকার নিয়ন্ত্রিত ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং* নিউজ প্রকাশিত হয়। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ পত্রিকার অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, ইংরেজি দু'টো দৈনিকের হচ্ছে একই খবর, একই মেকআপ। শুনেছি অবজারভার ছাপার সেই প্লেটেই শুধু মাস্ট হেড বদলে বসানো হয় মর্নিং নিউজের মাস্ট হেড। তারপর ছাপা হয় মর্নিং নিউজ।[২] অবজারভার প্রকাশনা থেকে উর্দু *দৈনিক ওয়াতন* বের হতো যার পাঠক ছিল শুধু উর্দুভাষী বিহারি ও পাকসেনারা। এসব পত্রিকার একটি বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাংবাদিক ছিলেন। পরিস্থিতির চাপে তারা পত্রিকার কাজ চালালেও মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিবনগর সরকারকে নানান তথ্য দিয়ে সহায়তা করতেন। পাকিস্তান পুলিশের কেন্দ্রীয় স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সামরিক গোয়েন্দা দপ্তর তদন্ত করে সাংবাদিকদের ১৯ জনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতার অভিযোগ আনে। তাদের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান, তোয়াব খান ও নির্মল সেন ঢাকা ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগ দেন। *পূর্বদেশ* মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এতে এক পর্যায়ে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন চৌধুরী মঈনুদ্দীন। জামায়াতে ইসলামীর সদস্য মঈনুদ্দীন ছিলেন আলবদর বাহিনীর অপারেশন ইনচার্জ। মুক্তিযুদ্ধে হানাদার আলবদর বাহিনীর হাতে ১৩ জন সাংবাদিক শহিদ হন।

জামায়াতে ইসলামীর *দৈনিক সংগ্রাম* এক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে আস্থাভাজন পত্রিকা ছিল। জামায়াতে ইসলামীর নেতারা এখানে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় লিখতেন। এছাড়া পাকিস্তানপন্থি খবর ছাপার ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি ছিল না। জামায়াতে ইসলামীর একাত্তরের ভূমিকা জানার জন্য এই পত্রিকাই যথেষ্ট। এ পত্রিকায় জামায়াতের খবর, নেতাদের সাক্ষাৎকার ফলাও করে ছাপা হতো। এ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মতিউর রহমান নিজামী, কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ অনেকের মানবতাবিরোধী অপরাধে পরিচালিত মামলায় এই পত্রিকায় তাদের ভাষ্য থেকে একাত্তরে তাদের ভূমিকার চিত্র ফুটে ওঠে। অবরুদ্ধ ঢাকায় সাংবাদিকদের বড় অংশ

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলেও ব্যতিক্রম ছিল *সংগ্রাম*। গণহত্যার শুরু থেকে পত্রিকাটি শুধু এর সমর্থক ছিল না বরং পাকিস্তান সরকার ও বাহিনীর সব কর্মকাণ্ডের উসকানিদাতা ছিল পত্রিকাটি। জেনারেল টিক্কা খানকে পত্রিকাটি "ইসলাম ও পাকিস্তানের রক্ষক" হিসেবে অভিহিত করে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। "২৫ মার্চ দেশপ্রেমিক ও ইসলামপ্রিয় সেনাবাহিনী দেশ ও ইসলামকে যেভাবে রক্ষা করেছে" তার প্রশংসা করা হয়েছে পত্রিকায় বহুবার।
গণহত্যা, শরণার্থী সমস্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এ পত্রিকার মতে বিদেশি ষড়যন্ত্র, ভারত ও ইসলামের শত্রুদের অপপ্রচার। মৃত রাজাকারকে 'শহীদ' এবং মুক্তিযোদ্ধাদের 'দুষ্কৃতকারী', 'ভারতের দালাল', দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি অভিধায় আখ্যা দেয়। *সংগ্রামের* বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে উধাও হলেও বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় মাসের পত্রিকা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আলী আকবর টাবী *দৈনিক সংগ্রাম* বই থেকে মোটামুটি একাত্তরের সংগ্রামের ভূমিকা জানা যায়। মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, কামারুজ্জামান, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিচারে **১৯৭১** সালের দৈনিক পত্রিকা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ করে *দৈনিক সংগ্রাম* **১৯৭১** সালে গোলাম আযমের প্রায় ৭৫টি বক্তৃতায় পাকিস্তানের সংহতি, রাজাকারদের ট্রেনিং উদ্বোধন বা সনদ বিতরণসহ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তব্য রয়েছে। গোলাম আযমের রায়ে ব্যাপকভাবে *দৈনিক সংগ্রাম*, *আজাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *পূর্বদেশ*, '৭১-এ তাঁর দেওয়া বক্তব্য দলিল হিসেবে তুলে ধরা হয়। প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এসব পত্রিকার যেসব অংশ প্রদর্শিত হয় তাঁর ওপর আনীত সব অভিযোগের সপক্ষে এগুলো প্রদর্শনের ফলে বিচার প্রক্রিয়া সহজ হয়ে যায়। এভাবে জামায়াতের শীর্ষ সব নেতা বিশেষ করে মতিউর রহমান নিজামী, কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বিচারেও এসব পত্রিকায় তাদের দেওয়া ভাষ্য, লেখা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চৌধুরী মঈনুদ্দীনের ফাঁসির যে রায় হয় সেখানেও তার কর্মকাণ্ড, স্বাধীনতার পর প্রকাশিত তার সম্পর্কে প্রতিবেদন থেকে যথেষ্ট উপাত্ত সংগৃহীত হয়। আল হেলাল পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রভাবশালী সদস্য থাকায় তার অফিস স্বাধীনতাবিরোধীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদেরও নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে সামরিক জান্তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, বৈঠক এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের মতদ্বৈধতা হলে তিনি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন। ১৯ জুন পাকিস্তানের যে প্রতিনিধিদল পিন্ডিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি তাদের নেতৃত্ব দেন। তিনি দেশের ভেতর ও বাইরে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যাপক সাংগঠনিক সফর করেন। এজন্য পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে দৈনিক ভাতাও পেতেন। স্বাধীনতার কিছু আগে তিনি দেশত্যাগ করে পাকিস্তানে যান। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠন করেন তার তিনি প্রধান সাক্ষী। একই পত্রিকা গ্রুপে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে যোগ দেন চৌধুরী মঈনুদ্দীন। পূর্বদেশ স্টাফ রিপোর্টার পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরীর মাস্তান এবং আলবদর বাহিনীর অপারেশন ইনচার্জ।

চৌধুরী মঈনুদ্দীন বুদ্ধিজীবী অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি জেনারেল ফরমান আলীর ঘনিষ্ঠজন হিসেবেও পরিচিত ছিল। হানাদার বাহিনীর আস্থাভাজন আরো একজন ছিলেন প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার কফিল আহমদ। তিনি মেজর সালিকের সঙ্গে সরাসরি কাজ করতেন।
ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে *দৈনিক পাকিস্তান*, *Pakistan Observer*, *Morning News*, *দৈনিক পূর্বদেশ*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সমাচার*, *Pakistan News Digest*, *পাকিস্তান সমাচার*, *দৈনিক সংগ্রাম*, *দৈনিক আজাদ* উল্লেখযোগ্য। করাচি থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে *The Dawn*, *Morning News* থেকে কিছু প্রতিবেদন এখানে নেওয়া হয়েছে। করাচির পত্রিকার সেন্সরশিপ না থাকলেও মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সংবাদ ছাপাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করত।

২. অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তাঞ্চল, মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, কলকাতা, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনকারী পত্রিকার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, সাময়িকী, বুলেটিন অথবা নিউজ লেটারধর্মী। পত্রিকাগুলো সাইক্লোস্টাইল করে, হাতে লিখে কিংবা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ডে ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে এ ধরনের ৩৫টি পত্রিকার উল্লেখ আছে। যদিও গবেষক হাসিনা আহমেদ এ পর্যন্ত অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুক্তাঞ্চল ও মুজিবনগর থেকে ৬৪টি পত্রিকার সম্পাদকসহ নামোল্লেখ করেন।

সারণি-১

মুক্তাঞ্চল, মুজিবনগর ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

পত্রিকার নাম		সম্পাদক/পরিচালকের নাম
১.	অমর বাংলা	এ বি ছিদ্দিকী
২.	অগ্রদূত	আজিজুল হক
৩.	অভিযান	সিকান্দার আবু জাফর
৪.	অগ্নিবাণ	-
৫.	আমার দেশ	খাজা আহমদ
৬.	আমোদ	মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী
৭.	ইশতেহার	-
৮.	উত্তাল পদ্মা	মুহাম্মদ আবু সাহিদ খান
৯.	ওরা দুর্জয় ওরা দুর্বার	বাংলাদেশ সরকার, তথ্য ও প্রচার দপ্তর
১০.	গণমুক্তি	মওলানা ভাসানী
১১.	গ্রেনেড	'বিচ্ছু' গেরিলা বাহিনী
১২.	জয় বাংলা (১)	আহমদ রফিক
১৩.	জয় বাংলা (২)	এম. জি. হায়দার রহমতউল্লাহ
১৪.	জয় বাংলা (৩)	মুক্তিফৌজ

পত্রিকার নাম		সম্পাদক/পরিচালকের নাম
১৫.	জয় বাংলা (৪)	আব্দুল বাসিত
১৬.	জন্মভূমি	মোস্তাফা আল্লামা
১৭.	জাগ্রত বাংলা	বাঙ্গালী (ছদ্মনাম)
১৮.	জাতীয় বাংলাদেশ	এ এম এম আনোয়ার
১৯.	দাবানল	মো. জিনাত আলী
২০.	দুর্জয় বাংলা	তুষার কান্তি কর
২১.	দেশ বাংলা	ফেরদৌস আহমদ কোরেশী
২২.	ধূমকেতু	অমর সাহা
২৩.	নতুন বাংলা	অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ
২৪.	প্রতিনিধি	আহমেদ ফরিদউদ্দিন
২৫.	বঙ্গবাণী	কে. এম. হোসেন (খন্দকার মকবুল হোসেন)
২৬.	বাংলার কথা	ওবায়দুর রহমান
২৭.	বাংলার বাণী	আমির হোসেন
২৮.	বাংলার ডাক (১)	দীপক রায় চৌধুরী
২৯.	বাংলার ডাক (২)	সুশীল সেনগুপ্ত
৩০.	বাংলার মুখ	ছিদ্দিকুর রহমান আশরাফী
৩১.	বাংলাদেশ (১)	আবুল হাসান চৌধুরী
৩২.	বাংলাদেশ (২)	অধ্যক্ষ শেখ আব্দুর রহমান
৩৩.	বাংলাদেশ (৩)	এস. এম. ইকবাল, মিন্টু বসু, হেলালউদ্দিন
৩৪.	বাংলাদেশ (৪)	কীর্তি (মিজানুর রহমান)
৩৫.	বাংলাদেশ (৫)	আব্দুল মতিন চৌধুরী
৩৬.	বাংলাদেশ (দৈনিক ৬)	কাজী মাজহারুল হক
৩৭.	বাংলাদেশ (৭)	ফেরদৌস খুরশিদ
৩৮.	বাঙলাদেশ	আমিনুল হক বাবুল
৩৯.	বিপ্লবী বাংলাদেশ	নুরুল আলম ফরিদ
৪০.	মায়ের ডাক	সালেহা বেগম
৪১.	মুক্তি বাংলা (১)	আবুল হাসনাত সাআদাত খান
৪২.	মুক্তি বাংলা (২)	

পত্রিকার নাম		সম্পাদক/পরিচালকের নাম
৪৩.	মুক্তি (১)	শরিফউদ্দিন আহমেদ
৪৪.	মুক্তি (২)	সাহাবুদ্দিন খান
৪৫.	মুক্তিযুদ্ধ	কমিউনিস্ট পার্টি
৪৬.	রণাঙ্গন (১)	রণদূত (ছদ্মনাম)
৪৭.	রণাঙ্গন (২)	খন্দকার গোলাম মোস্তফা
৪৮.	রণাঙ্গন (৩)	-
৪৯.	লড়াই	গোলাম সাবদার সিদ্দিকী
৫০.	স্বদেশ	-
৫১.	স্বাধীনতা (প্রতিরোধ)	অরুনাভ সরকার
৫২.	স্বাধীনতা	পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (চট্টগ্রাম)
৫৩.	স্বাধীন বাংলা (১)	সরকার কবীর খান
৫৪.	স্বাধীন বাংলা (২)	জাহানারা কামরুজ্জামান/ এস. এ. আল মাহমুদ চৌধুরী
৫৫.	স্বাধীন বাংলা (৩)	খোন্দকার সামসুল আলম দুপু
৫৬.	স্বাধীন বাংলা (৪)	-
৫৭.	স্বাধীন বাংলা (৫)	আ. ন. ম. আনোয়ার
৫৮.	স্বাধীন বাংলা (৬)	আবদুর রহমান
৫৯.	সংগ্রামী বাংলা (১)	এমদাদুল হক
৬০.	সংগ্রামী বাংলা (২)	মাইকেল দত্ত
৬১.	সাপ্তাহিক বাংলা	সরকার কবীর খান
৬২.	সোনার বাংলা (১)	ওবায়দুর রহমান
৬৩.	সোনার বাংলা (২)	এম. এ. শাহ (শাহ মোদাব্বির আলী)
৬৪.	সোনার বাংলা (৩)	

এসব পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রতিবেদন, ফিচার, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, কবিতা, গল্প, সাক্ষাৎকার, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ছাপা হতো। ২/১টি পত্রিকায় কার্টুন প্রকাশ হতো। এসব পত্রিকা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে ব্যাপক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে।

পত্রিকা বেশি সংখ্যায় ছাপা না হওয়ায় একটি পত্রিকা অনেকে পড়তেন এবং এক শরণার্থী শিবির থেকে আরেক শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে যেত। গোপনীয়তার জন্য অনেক

সময় এগুলো অবরুদ্ধ বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেখে দেওয়া হতো। এগুলো পৌঁছে যেত স্বাধীনতাকামী বাঙালির হাতে। হাসিনা আহমেদ তাঁর বইয়ের প্রতি খণ্ডের ভূমিকায় পত্রিকাগুলোর বণ্টন, ব্যবস্থাপনা, প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে যে সব পত্রিকা থেকে প্রতিবেদন নেওয়া হয়েছে সেগুলোর পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হলো:

জয় বাংলা: জয় বাংলা নামে মোট ৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে '*দৈনিক জয় বাংলা*' যার সম্পাদক ছিলেন রহমতউল্লাহ। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ নওগাঁ থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এক পৃষ্ঠার এই দৈনিক পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা বের হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১। পত্রিকার সম্পাদক দাবি করেন *দৈনিক জয় বাংলা* স্বাধীন বাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা।[৩] পত্রিকাটি ছোট আকারের হলেও শুধু নওগাঁ নয় কলকাতাও পৌঁছে যেত। নওগাঁ শহর হানাদার বাহিনীর কবলে পড়লে এর ছাপার কাজ কলকাতা থেকে হয়। এ পত্রিকাটিতে উত্তরবঙ্গের খবরই বেশি প্রকাশ হতো। ঢাকার তেমন খবর এতে ছিল না। এ পত্রিকাটির ওপর ভিত্তি করে রহমতউল্লাহর সম্পাদিত একপাতা *দৈনিক জয় বাংলা* (জয় বাংলা প্রকাশনী, ১৯৯০) বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র *সাপ্তাহিক জয় বাংলা* মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১১ মে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় সবকিছুতে উন্নতমানের সাংবাদিকতার পরিচয় ছিল। ১১ মে প্রথম সংখ্যা বের হয় এবং শেষ সংখ্যা ১৬ ডিসেম্বর। প্রথম সংখ্যার বড় শিরোনাম ছিল "এ যুদ্ধ আমাদের সকলের" এবং শেষ সংখ্যা "মহানগরীর সরকারী বেসরকারি ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা"। ঢাকা শহরের মুজিবনগরের প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিবেদন বের হয়েছে জয় বাংলার। এখানে এ পত্রিকায় ২৩টি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। *স্বাধীনতা সংগ্রামে জয় বাংলা* (জয় বাংলা পত্রিকার সংকলন) শিরোনামে (ঢাকা: বুক মার্ট ১৯৭১) বই আকারে *জয় বাংলা* প্রকাশিত হয়েছে।

স্বদেশ: গোলাম সাবদার সিদ্দিকীর সম্পাদনায় বাংলাদেশের বর্ণালী প্রেস থেকে *স্বদেশ* প্রকাশিত হতো, পত্রিকাটি জাতীয়তাবাদী বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে প্রচারিত হতো। ১১ জুন প্রথম বের হয় যার সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল "আমাদের লক্ষ্য মৃত্যু অথবা জয়লাভ"। অবরুদ্ধ ঢাকার বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২২ অক্টোবর এমনি একটি শিরোনাম ছিল "মৃত নগরী ঢাকা"। শেষ সংখ্যা পাওয়া যায় ১৪ ডিসেম্বর যার শিরোনাম ছিল "আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হউন"।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ: সম্পাদনা করেন আবুল হাসান চৌধুরী, ঢাকার রমনা থেকে। "মন্ত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ (২৫ অক্টোবর ১৯৭১)", "ঢাকায় চাপা আনন্দের সঞ্চার", "বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে ঢাকা বেতারের অপপ্রচার" শিরোনাম থেকে বোঝা যায় পত্রিকাটি বেশ কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

বাংলার বাণী: আমির হোসেন সম্পাদিত *বাংলার বাণী* তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের পত্রিকা ছিল। বেশ কিছু প্রতিবেদনে ঢাকা শহর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানা যাবে।

মুক্তিযুদ্ধ: *পূর্ব* পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। মুক্তিযুদ্ধ প্রেস থেকে প্রকাশিত ১৯ ডিসেম্বর শেষ সংখ্যা বের হয় যার শিরোনাম ছিল 'মুক্তির শুভ দিনে'। বরিশাল থেকে রফিক হায়দার কর্তৃক *বিপ্লবী বাংলাদেশ* প্রকাশিত হতো। *সাপ্তাহিক জন্মভূমির* সম্পাদক ছিলেন মোস্তফা আল্লামা, মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত

হতো। নতুন বাংলার সম্পাদক ছিলেন ন্যাপ নেতা মোজাফ্ফর আহমদ এবং এটি ন্যাপের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। অবরুদ্ধ ঢাকা, গেরিলা তৎপরতার ওপর বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৬ সেপ্টেম্বরের শিরোনাম ছিল 'ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত'। *মুক্তবাংলা* এবং *সাপ্তাহিক বাংলা* সিলেট থেকে প্রকাশিত হতো।

মুজিবনগর থেকে *The Nation*, *Bangladesh Today*, *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা*, *বাংলাদেশ নিউজ লেটারস* বের হতো। ফরিদ এস. জাফরি সম্পাদক ছিলেন বাংলাদেশ *নিউজ লেটারস* এর। *বাংলাদেশ টুডে* মুজিবনগর সরকারের লন্ডন বাংলাদেশ মিশন থেকে পাক্ষিক ভিত্তিতে বের হতো। *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* (সাপ্তাহিক) বাংলাদেশ স্ট্যায়ারিং কমিটি লন্ডন থেকে বের হতো। *বাংলাদেশ* বের হতো কে. এম. আলমগীরের সম্পাদনায় আমেরিকা থেকে। এছাড়া *Sphulinga* (স্ফুলিঙ্গ) বাংলাদেশ সমিতি কুবেক বের করত। *বাংলাদেশ নিউজ লেটারস* মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। লন্ডন থেকে এ.টি.এম. ওয়ালী আশরাফ প্রকাশিত *জনমত* ছিল বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে আরো একটি জনপ্রিয় পত্রিকা, আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার প্রকাশিত পত্রিকার নাম *বাংলাদেশ পত্র*। এছাড়া অনিয়মিত কিছু পত্র-পত্রিকা আমেরিকা, কানাডা থেকে বের হতো। তবে এতে ঢাকা সংক্রান্ত তেমন তথ্য থাকত না।

এই গবেষণায় মুক্তাঞ্চল, মুজিবনগর, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ১৪টি পত্রিকার ঢাকার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রতিবেদন গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, *বাংলার বাণী*, *সাপ্তাহিক বাংলা*, *জন্মভূমি*, *মুক্তিযুদ্ধ*, *স্বদেশ*, *মায়ের ডাক*, *দেশ বাংলা*, *সাপ্তাহিক বাংলা*, *অগ্রদূত*, *নতুন বাংলা*, *সাপ্তাহিক বাংলাদেশ* এসব পত্রিকার কোনো কোনোটি একই নামে বা কাছাকাছি নামেরও ছিল। পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পেশাদার সাংবাদিকতার ছাপ ছিল না। এ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হাসিনা আহমেদ পত্রিকাগুলোর চেতনার সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, "পত্রিকাগুলো নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালিদের প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করতে যথেষ্ট সাহস, শক্তি ও মনোবল জুগিয়েছিল। অনেক সীমাবদ্ধতার পরও সেই সময়ের পত্রিকাগুলো ছিল অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, সবকিছু আচ্ছন্ন করা হতাশার বিরুদ্ধে সাহসী সোচ্চার ঘোষণা।[৪]

৩. বিদেশি পত্র-পত্রিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান সামরিক জান্তা সেন্সরশিপ আরোপের পাশাপাশি ঢাকায় অবস্থানরত ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটক করে ফেলে। ২৭ মার্চ তাদের ৩০ জনকে সেনা প্রহরাধীনে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। এর আগে তাদের নোটখাতা, ক্যাসেট, ফিল্মের রোল কেড়ে নেওয়া হয়। এতসব সতর্কতার মধ্যেও দ্য ডেইলি *টেলিগ্রাফের* প্রতিবেদক সাইমন ড্রিং এবং বার্তা সংস্থা *এপি'র* আলোকচিত্রী মিশেল লরেন্ট হোটেলের ছাদে লুকিয়ে থাকেন এবং একদিন পর ২৭ মার্চ ঢাকা শহর ঘুরে দেখেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ২৭ বছর বয়স্ক সাইমন ড্রিং বর্ণনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা। সাইমনের ভাষায়, "আমি আরো যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছি, কিন্তু এত বর্বর ও বীভৎস হত্যাকাণ্ড আর কোথাও দেখিনি।" তিনি ঢাকা থেকে করাচি হয়ে ব্যাংকক যান এবং ৩০ মার্চ *ডেইলি টেলিগ্রাফে* সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেন যা থেকে ঢাকার গণহত্যার চিত্র বিশ্ববাসী জেনে যায়। এটাই ছিল ২৫ ও ২৬ মার্চ কোনো বিদেশি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতি পাকিস্তানের পক্ষে হলেও পত্রিকা *নিউইয়র্ক টাইমস*,

ওয়াশিংটন পোস্ট, *বাল্টিমোর সান*, *নিউজ উইক*, *টাইম ম্যাগাজিন*, *ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর*, *ইভিনিং স্টার*, *সানডে স্টার*, *ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ* বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহু প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ফিচার প্রকাশ করে। এগুলো মার্কিন জনপ্রতিনিধি, সরকারি মহল, জনগণকে বাংলাদেশের পক্ষে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। মার্কিন জনগণ পাকিস্তানকে অস্ত্র প্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে, অস্ত্রবাহী জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। *ওয়াশিংটন পোস্ট* ৫ জুলাইয়ের শিরোনাম থেকে বোঝা যায়, মার্কিন জনগণ ও গণমাধ্যম কতটা আমাদের পক্ষে ছিল। শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানের জন্য মার্কিন অস্ত্র একটি গ্লানির ইতিহাস'।

যুক্তরাজ্যের বিবিসি এবং পত্রিকাগুলো ছিল বাঙালির কণ্ঠস্বর। ব্রিটিশদের মধ্যে বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সৃষ্টিতে বিবিসি শীর্ষস্থান দখল করে ছিল। মার্ক টালি, বিবিসির ঢাকা প্রতিনিধি নিজাম উদ্দিন আহমদের (শহিদ) কণ্ঠের জন্য বাঙালি স্বাধীনতাকামীরা অধীর আগ্রহে থাকত, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মতো মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস বিবিসি ছিল বাঙালির সঙ্গী। যুক্তরাজ্যের পত্রিকার মধ্যে *টেলিগ্রাফ*, *গার্ডিয়ান*, *দ্য লন্ডন টাইমস*, *দ্য সানডে টাইমস*, *ডেইলি মিরর*, *সানডে টেলিগ্রাফ* বাংলাদেশ নিয়ে প্রচুর প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

এরপর বলতে হয় ভারতের পত্র-পত্রিকার কথা। আকাশবাণী কলকাতার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মিশে গিয়েছিলেন বাঙালির সঙ্গে। এই গণমাধ্যমের প্রতিবেদকের কণ্ঠের জন্যও বাঙালি অপেক্ষা করত প্রতিদিন। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা শুরু থেকেই বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস বাঙালি শরণার্থী, মুক্তিযোদ্ধাদের এসব পত্রিকা অনুপ্রেরণা জোগায়। এক্ষেত্রে বাংলা পত্রিকাগুলো মুক্তাঞ্চল ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ভারতের *অমৃতবাজার পত্রিকা*, *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, *হিন্দুস্থান টাইমস*, *স্টেটসম্যান*, *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*, *ফ্রন্টিয়ার*, *যুগান্তর*, *কালান্তর* এবং আগরতলার *দৈনিক সংবাদ*, *সাপ্তাহিক সমাচার* সবচেয়ে বেশি খবর ছাপে।[৫] পত্রিকাগুলো শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেই সমর্থন করেনি, ভারত সরকারের বিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিরও সমালোচনা করে। শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পত্রিকার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। ২৮ মার্চ *অমৃতবাজার পত্রিকা* আশঙ্কা করে বাংলাদেশব্যাপী গণহত্যা শুরুর ২/৩ দিনের মধ্যেই ১ লক্ষ লোক হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে। ১০ এপ্রিল একই পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশ হয়। একই পত্রিকা ২৮ মার্চ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান জানায়। *যুগান্তর* ৫ জুন এই দাবি জোরালোভাবে জানায়। পত্রিকাটি পরদিন শিরোনামে বলে, "বাংলাদেশের ব্যাপারে শুধু বিশ্ববিবেক নয়, দেশের বিবেক জাগাতে হবে"। ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি দিলে একই পত্রিকার শিরোনামে বলা হয়, "বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেল জয় বাংলা ধ্বনির মধ্যে ভারতের ঘোষণা"। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারেও পত্রিকা সোচ্চার ছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিশেষ করে ১২ ডিসেম্বর থেকে পত্রিকায় স্বাধীনতার আবহ সৃষ্টি হয়। ১৫ ডিসেম্বর *আনন্দবাজারের* শিরোনাম থেকে বোঝা যায় যুদ্ধ শেষ। ১৬ ডিসেম্বর পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল, "পাকিস্তান হার মানল", আর *যুগান্তরের* শিরোনাম ছিল "নিয়াজীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ"।

ভারতীয় পত্রিকা মাঝে মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনও ছাপে। যেমন *দৈনিক কালান্তর*

পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রতিবেদন ইউএনআই ও বিদেশি সংবাদ সংস্থার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কখনো কখনো গুজবনির্ভর হয়ে পড়েছে। এতে কিছু বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে। যেমন- ১ এপ্রিল ঢাকা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণাধীন, টিক্কা খানের মৃত্যু নিয়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে শিরোনামে 'টিক্কা খানকে জীবিত প্রমাণের চেষ্টা' (২/৪/৭১), 'টিক্কা খানের মৃত্যু রহস্য' (৪/৪/৭১)। শেষ প্রতিবেদনটি এমনভাবে প্রকাশ হয় যাতে ঘটনাটি একেবারে সত্যি মনে হয়। এতে বলা হয়, টিক্কা খান ট্যাংকের পাশে বসা লে. কর্নেল সামসুদ্দিনকে জনগণের ওপর গোলাবর্ষণের আদেশ দেন। কিন্তু সামসুদ্দিন তা অস্বীকার করেন। খান সাহেব রিভলভার বের করলে আরো ক্ষিপ্ত হাতে তার রিভলভার থেকে গুলি ছুড়ে টিক্কাকে আহত করেন সামসুদ্দিন। পরে টিক্কা খান নার্সিং হোমে মারা যান। *অমৃতবাজার পত্রিকা* এই খবরটি ২৮/৩/৭১ তারিখে ছাপে।

মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা রাখলেও *দি ইন্দোনেশিয়া*, *জাকার্তা টাইমস*, ইন্দোনেশিয়ান *অবজারভার*, *ইন্দোনেশিয়া রায়া*, মালয়েশিয়ার *দ্য স্টেইটস টাইমস*, *দ্য স্টেইটস ইকো*, *ইরানের কায়হান ইন্টারন্যাশনাল*, মিসরের *আল আহরাম* বেশ কিছু প্রতিবেদন ছাপে যেখানে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ ঘটে। *জাকার্তা টাইমসের* ১৫ এপ্রিল শিরোনাম 'গণহত্যা বন্ধ কর', *দ্য স্টেইটস টাইমসের* ১০ জুন সম্পাদকীয় 'বাংলাদেশ সমস্যা একটি বৈশ্বিক সমস্যা', ৩০ আগস্ট *ইন্দোনেশিয়ান অবজারভারের* সম্পাদকীয় 'নজিরবিহীন ট্র্যাজেডি'। এসব পত্রিকায় শরণার্থী সমস্যা সমাধান, গণহত্যা বন্ধ, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্যাংকক, জাপান, রাশিয়ার পত্রিকায় বাংলাদেশের সংবাদ ছাপা হয়। জাপানের দুটি পত্রিকা বাংলাদেশের পক্ষে সোচ্চার ছিল। তবে বিদেশি পত্রিকার সাংবাদিকরা ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারায় তারা মুক্তাঞ্চল, পাকিস্তানের সরকারি তথ্য, পাকিস্তান বেতার, আকাশবাণী, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ভারতীয় পত্রিকা ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকার ওপর বেশি নির্ভর করেছে। এতে কোনো কোনো পত্রিকার তথ্যের বিভ্রান্তি, অসত্য তথ্য পরিবেশন, প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটেছে।

একাত্তরের মার্চে বিদেশি সাংবাদিক বহিষ্কারের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তারা প্রবেশ করতে পারেননি। তবে মুক্তাঞ্চল, সীমান্তবর্তী এলাকা, কলকাতা, আগরতলা, শরণার্থী শিবির, রণাঙ্গন, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিজ নিজ পত্রিকায় তারা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। মে মাসে ৬ জন বিদেশি সাংবাদিককে আমন্ত্রণ করে ঢাকা নিয়ে আসা হয়। যদিও তারা ফিরে গিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তা পাকিস্তান সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। লুই ক্রার *টাইমস ম্যাগাজিনে* ২৪ মে, অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস ১৩ জুন *সানডে টাইমসে* 'জেনোসাইড' শিরোনামে যে প্রতিবেদন ছাপেন তাতে সরকারের থলের বেড়াল বেরিয়ে আসে। বিশ্ববাসী গণহত্যা শুরুর দু'মাস পর জানতে পারে তখনও কি পরিমাণ গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশে ঘটানো হয়েছে। সাংবাদিকদের মধ্যে কেউ কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা, সাইকেল, মটরসাইকেল, হেঁটে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সেনা নজরদারি এড়িয়েও ঢাকা প্রবেশ করেছেন। দু'জন ব্রিটিশ সাংবাদিক কলিন স্মিথ, যার প্রতিবেদন 'The Fading Dream of Bangladesh' ১৮ এপ্রিল *দি অবজারভারে* প্রকাশিত হয়। অন্যজন আমেরিকান সাংবাদিক ড্যান কগিন। তাঁর প্রতিবেদন 'Dacca city of Dead' *টাইম ম্যাগাজিনে* ৩ মে প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তান সরকার শুধু অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ওপর নজরদারি, সেন্সরশিপ আরোপ করেনি। বিদেশি সাংবাদিকদের ওপর মে মাসে সীমিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেও তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়নি। শুরু থেকেই সাংবাদিকদের দমননীতির বিরোধিতা বিদেশি সাংবাদিক ও তাদের পেশাদার সংগঠনগুলো করে এসেছে। *দ্য টাইমস* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এ. এম. রজেনথাল ঢাকা থেকে সাংবাদিকদের বহিষ্কারের সমালোচনা করে পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানান। এতে বলা হয় যে, *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর প্রতিনিধি সিডনি শনবার্গসহ ত্রিশ জন সাংবাদিককে বহিষ্কার আন্তর্জাতিক প্রেস ফ্রিডমের সকল রীতিনীতির লঙ্ঘন। ২৮ মার্চ এ পত্রিকাটির এক প্রতিবাদলিপিতে সাংবাদিকদের তল্লাশি, নথিপত্র ও ফিল্ম বাজেয়াপ্তের প্রতিবাদ জানানো হয়। তবে এতে কোনো ফল হয়নি। পাকিস্তান সরকার দেশীয় সংবাদপত্রের মতোই বিদেশি সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহে বিধিনিষেধ আরোপ করে রাখে। এর ফলে বিদেশি পত্র-পত্রিকা আরো প্রতিবাদমুখর হয়। মার্চ থেকে এপ্রিলে বিদেশি সংবাদপত্রে বিশেষ করে মার্কিন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জাপানের সংবাদপত্রের প্রতিপাদ্য ছিল– ২৫ মার্চে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বন্দি অবস্থায় ঢাকা শহরের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা। অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শী সাইমন ড্রিং, মিশেল লরেন্টের বর্ণনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার গণহত্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। আর্মির টহল এড়িয়ে তারা হোটেলের খাবারবাহী গাড়িতে করে এসব এলাকা ঘুরে দেখেন, হোটেলের বাঙালি কর্মচারীরা তাদের সহায়তা করেন। পৃথিবীব্যাপী পাকিস্তান সরকারের বিদেশি সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন, দুর্ব্যবহার সমালোচনার সম্মুখীন হলে মে মাসের শুরুতে সরকার মুখ খোলে। সরকার সাংবাদিকদের বিড়ম্বনায় দুঃখ প্রকাশ করে। পাশাপাশি বিদেশি সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংবাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়। একজন সরকারি মুখপাত্র ৫ মে যৌক্তিকতা দেখান যে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে সেন্সরশিপ আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আকবর খান বলেন, বিদেশি সাংবাদিকরা বাস্তবতাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে এবং তাদের চমৎকার সেনাবাহিনীর নামে কুৎসা রটনা করছে। এর পরপরই ৬ জন বিদেশি সাংবাদিককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তারা অ্যাসোসিয়েট প্রেস, রয়টার্স, টাইম, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, চায়নিজ কমিউনিস্ট প্রেস এজেন্সি, জিন হুয়ার সাংবাদিক।

যদিও তাদের ওপরও পাকিস্তান সরকার আস্থা রাখতে পারেনি। এ দলের একজন ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন ৮ মে *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে* যে সংবাদ প্রকাশ করেন এতে শুরুতেই বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাওয়া সেন্সর করা সংবাদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রতিবেদন লিখেছেন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ। তিনি ছিলেন কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিষয়ক প্রতিবেদক। যুদ্ধের খবর সংগ্রহে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। ৮ মার্চ ঢাকায় এসে ২৭ মার্চ বহিষ্কৃত হন। *নিউইয়র্ক টাইমসের* দিল্লি ব্যুরো চিফ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ঢুকে পড়েন মুক্তাঞ্চলে, প্রত্যক্ষ করেন বিভিন্ন অভিযান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জুনে পুনরায় বাংলাদেশে আসেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে আবার বহিষ্কার করে। ডিসেম্বরে যশোর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন।[৬] ঢাকার গণহত্যা তিনি যেটুকু দেখেছেন এর ভিত্তিতে ২৫ মার্চ গণহত্যার খবর বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেন। মুক্তিযুদ্ধের ওপর তাঁর ৩৬টি প্রতিবেদন তাকে আমাদের কাছের মানুষে পরিণত করেছে। লেখক-গবেষক মফিদুল

হক যথার্থই বলেছেন, নয় মাসজুড়ে যেসব রিপোর্ট সিডনি শনবার্গ করেছিলেন, গোটা দুনিয়ার সামনে তা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বাস্তবতাকে মেলে ধরে। তার মতো করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিষয়ে একাদিক্রমে এত রিপোর্ট আর কোনো সংবাদদাতা করেননি।[৭]

সিডনির ভাষায় নতুন সংবিধান দিয়ে আলাপ-আলোচনার ভণিতার আড়ালে তারা (পাকিস্তান সরকার) সাদা পোশাকে সৈন্য পাঠাতে থাকে ঢাকায়। ২৫ মার্চের ভেতর সম্পন্ন হয়েছিল তাদের প্রস্তুতি। রাত নেমে আসার সাথে সাথে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনকামী আন্দোলনের ওপর শুরু হলো আক্রমণ। এটা ছিল পুরোপুরিই পাইকারি হত্যাকাণ্ড। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে মিলিটারি কর্তৃক আটক অন্যান্য বিদেশি সাংবাদিকের সঙ্গে একাদশ তলার জানালা থেকে আমিও দেখি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসা গোলা এবং এর ফলে রাতের আকাশকে আলোকিত করা আগুনের লেলিহান শিখা। আমাদের নিচের রাস্তায় কিছু ছাত্র মিছিল করে এগিয়ে আসছিল। তারা উচ্চকণ্ঠে স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছিল। জিপের ওপর বসানো মেশিনগানের গুলি তাদের কচুকাটা করে ফেলল।[৮]

এছাড়া বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, নিকোলাস টোমালিন, ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউন, হ্যাজেলহাস্ট, মাইকেল হরেন্সবি, ডেভিড লুসাক, অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, পিটার গিল, ক্লেয়ার হলিনওয়ার্থ, মিশান জে কুবিক, রোজেন ব্লুম, রবার্ট টেইলর, রবার্ট গ্রাহাম, ডোনাল্ড সিম্যান, কলিন স্মিথ, জেমস পি স্টারবা, মার্টিন উলকেট, কলিন ল্যাগাম খবর পরিবেশনে সোচ্চার ছিলেন।

ভারত থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে বাঙালিদের কাছে জনপ্রিয় ছিল দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, কালান্তর, সংবাদ। এসব পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মুক্তিকামী মানুষ তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে। ভারত সরকারকে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে এ দুটি পত্রিকা অনবরত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধ/নিবন্ধ রচনা করে চাপ দেয়। যুগান্তর কংগ্রেস সমর্থিত পত্রিকা হওয়ায় এ পত্রিকাটি সরকারের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনকে আরো বেগবান করে। ভারত গমনকারী শরণার্থীদের মধ্যে একটি বড় অংশ ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করে। এ অঞ্চলের পত্রিকা *দৈনিক সংবাদ* ছিল জনপ্রিয় বাংলা পত্রিকা। বাঙালিদের দাবি-দাওয়ার সপক্ষে সংবাদ পরিবেশন করে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করত পত্রিকাটি। ২৫ মার্চ গণহত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের হরতাল পালন এ অঞ্চলের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহমর্মিতার প্রমাণ দেয়। অন্যান্য পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, হিন্দুস্থান টাইমস, ফ্রন্টিয়ার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, স্টেটসম্যান, দ্য হিন্দু, টাইমস অব ইন্ডিয়া মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন দেয়। বিদেশিদের বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় এসব পত্রিকার সাংবাদিকদের সহায়তা নিয়ে অনেক প্রতিবেদন পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়। বিশ্ব জনমত গঠনেও ভারতের পত্রিকা ভূমিকা রাখে।

ডিসেম্বরে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যেই ৫০ জন বিদেশি সাংবাদিক ঢাকায় এসে জড়ো হন। যৌথবাহিনীর ঢাকার আশপাশে অবস্থান নেওয়ার সময়ই তারা ঢাকা আসেন। ঢাকা হয়ে ওঠে বিশ্ব গণমাধ্যমের মূলকেন্দ্র। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যান। জাতিসংঘ, বিভিন্ন দেশ যখন তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য ঢাকা থেকে নিয়ে যেতে থাকে তখন সাংবাদিকরা দলে দলে ঢাকা আসেন। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ঢাকায় সরাসরি যুদ্ধ, পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ,

ঢাকাবাসীর উৎকণ্ঠা, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্ববাসী বিদেশি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারে। *নিউইয়র্ক টাইমস* আত্মসমর্পণের বিষয়টি বেশি কাভারেজ দেয়। সিডনি শনবার্গ যুদ্ধের শুরুতে যেমন সোচ্চার ছিলেন এবারও সেই ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে এক সাথে ঢাকা প্রবেশ করেন। *নিউইয়র্ক টাইমস* ঢাকায় ১২৫ জন বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবেদনটি ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশ করলে বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। আরো এক সপ্তাহ বিদেশি পত্রিকা বিভিন্ন অঞ্চলের গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্ববাসীকে ২৫ মার্চের পর বড় ধরনের হত্যাযজ্ঞের সংবাদ পরিবেশন করে।

তথ্য সূত্র

১. প্রেস সেন্সরশিপ, সেন্সর হাউস সংক্রান্ত আলোচনার জন্য হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের *অবরুদ্ধ সংবাদপত্র ’৭১ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল*, ঢাকা: নর্সাস ২০০৪ থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। গবেষক এই গ্রন্থকারের কাছে ঋণী।
২. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২
৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ২
৪. হাসিনা আহমেদ (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭, পৃ. ২০
৫. কলকাতার বাংলা পত্রিকার ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ বশির আহম্মেদ ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও কলকাতার সংবাদপত্র’, অজয় রায় সম্পাদিত, *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (৩য় পর্ব) ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২; পৃ. ১২; মোনায়েম সরকার ‘মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা’, অজয় রায় সম্পাদিত, *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, ঢাকা বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ. ৪২৮-৪৫৯; মুনতাসীর মামুন, হাসিনা আহমেদ *সম্পাদিত গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ষষ্ঠ*, সপ্তম, অষ্টম, ত্রয়োদশ-অষ্টাদশ এবং একবিংশ খণ্ডে কলকাতার বাংলা পত্রিকার সংকলন এ খণ্ড থেকে পত্রিকাগুলোর মুক্তিযুদ্ধের প্রতিবেদন সংবাদ, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় পাওয়া যায়।
৬. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* বার্তা, ১৮ জুলাই ২০১৬
৭. সিডনি শনবার্গ (মফিদুল হক সম্পাদিত), *ডেটলাইন বাংলাদেশ নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ.২৫
৮. *ঐ*, ভূমিকা, পৃ. ২৫

অধ্যায়-৩

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুক্তিযুদ্ধের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করায় অবরুদ্ধ ঢাকার পত্র-পত্রিকা মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতীয় দালাল, অনুপ্রবেশকারী, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে। এক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার, মুক্তাঞ্চল এবং সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়েছে বিদেশি পত্র-পত্রিকার ওপর। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়াসহ বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে ঢাকার গণহত্যা, অবরুদ্ধ জীবনযাত্রা, পাকিস্তান সরকার ও বাহিনীর তৎপরতা, গেরিলা অপারেশন, স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা, বিদেশি সংস্থা ও সংগঠনের ভূমিকা, ডিসেম্বরে চূড়ান্ত যুদ্ধ ও পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ জানা যায়। পত্রিকার প্রতিবেদনে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। পাকিস্তান সরকার দেশের স্বাভাবিক অবস্থার প্রমাণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিবেদন, সিনেমা হল, হাটবাজার ও রাস্তাঘাটে মানুষ চলাচলের দৃশ্য, ক্লাসরুমে স্বাভাবিক ছাত্র উপস্থিতি কিংবা পরীক্ষায় শতভাগ উপস্থিত থাকার খবর ও ছবি প্রায়ই ছাপাত। অন্যদিকে বিদেশি পত্র-পত্রিকা, মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকার প্রতিবেদনে দেশের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠত। অনেক সময় বিদেশি পত্রিকার প্রতিবেদকদের সরকারি ছত্রছায়ায় বিভিন্ন এলাকা ঘোরানো হতো। তারাই দেশে ফিরে গিয়ে পত্রিকায় প্রকৃত অবস্থা ফাঁস করে দিতেন। মুক্তাঞ্চল, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, ভারত ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় ঢাকা বা বিভিন্ন এলাকা সফর শেষে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো। তাতে সরকারের থলের বিড়াল বের হয়ে যেত।

ক. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনগুলোকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা হয়েছে:
খ. ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ
গ. ঢাকায় পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতা
ঘ. ঢাকায় স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা
ঙ. ঢাকায় বিদেশি দূতাবাস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা
চ. অবরুদ্ধ ঢাকার জীবনযাত্রা
ছ. ঢাকায় গেরিলাদের তৎপরতা
জ. বাঙালির চূড়ান্ত যুদ্ধ-বিজয়, পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ

অধ্যায়-৪

ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ

বিষয়বস্তুর পরিচিতি

বঙ্গবন্ধুর '৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' আহ্বানে সারা দেশে একদিকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি চলতে থাকে, অন্যদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের ভান করেন। ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে কুক্ষিগত করে রাখার শেষ চেষ্টা চালায়। অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাঙালিকে দমনের চেষ্টা হিসেবে ৩ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম.বি সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। ৭ মার্চ টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর নিযুক্ত হলে এই তৎপরতা দ্রুতগতি লাভ করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের বদলি করে বিভিন্ন সেনানিবাস, পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। ১৪-২৪ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার ভান করে অভিযানের প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান। এসময় গণহত্যার দলিল 'অপারেশন সার্চলাইট' চূড়ান্ত হয়। ১৯ মার্চ থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের নিরস্ত্র করার জন্য ব্যক্তিগত অস্ত্রও জমা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওইদিনই প্রেসিডেন্ট ঢাকা সেনানিবাসের সামরিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেন।

অবশ্য অপারেশন সার্চলাইটের প্রস্তুতি মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়। অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনার আগে 'অপারেশন ব্লিটস' শীর্ষক একটি পরিকল্পনার 'শক অ্যাকশন'-এর কথাও কোনো কোনো উৎসে জানা যায়। যদিও এ পরিকল্পনাটি মার্চের শুরুতে বাদ দিয়ে টিক্কা খানের দায়িত্বভার গ্রহণের পর অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। তবে নতুন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'শক অ্যাকশন' প্রসঙ্গটি চলে আসে। এখানে বলা হয়েছে, "অপারেশন পরিচালিত হবে শক অ্যাকশনের সঙ্গে চরম ধূর্ততা, আকস্মিকতা, ধোঁকাবাজি ও ক্ষিপ্রতার মিশেল ঘটিয়ে।"[১] পাকিস্তান বাহিনীর ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং ৫৭ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অপারেশন সার্চলাইট নামে সামরিক অভিযানের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। ১৭ মার্চ চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানের নির্দেশে জেনারেল রাজা পরদিন ঢাকা সেনানিবাসে জিওসি অফিসে অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। পাঁচ পৃষ্ঠার এই পরিকল্পনাটি রাও ফরমান আলী নিজ হাতে লেখেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪-২৫ মার্চ জেনারেল হামিদ, জেনারেল এ. ও মিঠঠা, কর্নেল সাদউল্লাহ হেলিকপ্টারে বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৩১ ফিল্ড কমান্ডে উপস্থিত থেকে অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। এ অভিযানকে সফল করার জন্য ইতোমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দু'জন ঘনিষ্ঠ অফিসার মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ. ও মিঠঠাকে ঢাকায় আনা হয়।

অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। ঢাকা শহরের পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার, রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সব পুলিশের নিয়ন্ত্রণ, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ, স্টেট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার, ঢাকা শহরের যাতায়াত ও শহর নিয়ন্ত্রণ করার কথা এতে বলা হয়। এতে রাজারবাগ নিরস্ত্রীকরণ, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ ছিল। ঢাকার বাইরে এ অপারেশনের নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সার্বিকভাবে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান।

অপারেশন সার্চলাইট অভিযান শুরুর সময় নির্ধারিত ছিল ২৬ মার্চ রাত ১টা। কিন্তু ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে কোনো ইতিবাচক ফল না পেয়ে সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান। সে রাতেই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিকামী বাঙালি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এবং এ.এ.কে নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক মন্তব্য করেছেন যে, বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির আগেই পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পৌঁছার লক্ষ্যে অভিযান এগিয়ে ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে শুরু হয়। অবশ্য ৫ আগস্ট প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ ২৬ মার্চ ভোরে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। শ্বেতপত্রে উল্লিখিত এ তথ্যকেও অভিযান এগিয়ে আনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অপারেশন সার্চলাইটে বলা হয়:

১. একযোগে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন শুরু হবে।
২ সর্বাধিক সংখ্যক রাজনীতিক ও ছাত্রনেতা, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার চরমপন্থিদের গ্রেপ্তার করতে হবে।
৩. ঢাকার অপারেশনকে শতভাগ সফল করতে হবে। এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে হবে।
৪. সেনানিবাসের নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।
৫. যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, বৈদেশিক কনসুলেটসমূহের ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিতে হবে।
৬. ইপিআর সৈনিকদের নিরস্ত্র করে তদস্থলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের অস্ত্রাগার পাহারায় নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের হাতে অস্ত্রাগারের কর্তৃত্ব দিতে হবে।
৭. প্রথম পর্যায়ে এ অপারেশনের এলাকা হিসেবে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর ও সিলেট চিহ্নিত করা হবে। চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, রংপুর ও কুমিল্লায় প্রয়োজনে বিমানযোগে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
৮. অপারেশন সার্চলাইটে ঢাকা শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়ে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়:

৯. পিলখানায় অবস্থিত ২২নং বালুচ রেজিমেন্ট বিদ্রোহী ৫ হাজার বাঙালি ইপিআর সেনাকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করবে।
১০. আওয়ামী লীগের মুখ্য সশস্ত্র শক্তির উৎস রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এক হাজার বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করবে।
১১. ১৮নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট শহরের হিন্দু অধ্যুষিত নবাবপুর ও পুরান ঢাকা এলাকায় আক্রমণ চালাবে।
১২. ২২নং বালুচ, ১৮ ও ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বাছাই করা একদল সৈন্য আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী শক্তিকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল), জগন্নাথ হল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল আক্রমণ করবে।
১৩. বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমান্ডো সৈন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আক্রমণ ও তাকে গ্রেপ্তার করবে।
১৪. ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী ও সংশ্লিষ্ট বসতি (মোহাম্মদপুর-মিরপুর) নিয়ন্ত্রণে রাখবে।
১৫. শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এম ২৪ ট্যাংকের একটি ছোট স্কোয়াড্রন আগেই রাস্তায় নামবে এবং প্রয়োজনে গোলাবর্ষণ করবে।
১৬. উপর্যুক্ত সৈন্যরা রাস্তায় যেকোনো প্রতিরোধ ধ্বংস করবে এবং তালিকাভুক্ত রাজনীতিবিদদের বাড়িতে অভিযান চালাবে।[২]

পাকিস্তানি সৈন্যরা ১১.৩০ মিনিটে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে ফার্মগেটে মিছিলরত বাঙালিদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা ঘটায়। এরপর পরিকল্পনা মোতাবেক একযোগে পিলখানা, রাজারবাগে আক্রমণ চালায়। রাত ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান করাচির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগত পাকিস্তান পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে থেকে অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। পরদিন ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ভুট্টো সেনাবাহিনীর আগের রাতের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।' ইয়াহিয়া খানসহ সামরিক কর্মকর্তাদের সবাই অভিযানের প্রশংসা করেন। এমনকি ৫ আগস্ট পাকিস্তান সরকার যে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে, তাতে ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানকে 'অত্যাবশ্যকীয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় ২৫ মার্চ রাতের অভিযানে প্রকৃত হতাহতের হিসাব পাওয়া যায় না। বিদেশি সাংবাদিকদের ২৫ মার্চ অভিযানের পরপর দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। দেশি সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় এ সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লুকিয়ে থাকা তিন বিদেশি সাংবাদিক আর্নল্ড জেটলিন, মিশেল লরেন্ট, সাইমন ড্রিংয়ের প্রতিবেদন থেকে সে রাতের ভয়াবহ নৃশংসতা কিছুটা জানা যায়। সাইমন 'ডেটলাইন ঢাকা' শিরোনামে *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় ৩১ মার্চ যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাতে তৎকালীন ইকবাল হলের ২০০ ছাত্র,

বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় শিক্ষক ও তাদের পরিবারের ১২ জন নিহত হওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয়। পুরান ঢাকায় পুড়িয়ে হত্যা করা হয় ৭০০ লোককে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সূত্র থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে ওই রাতে শুধু ঢাকায় ৭ হাজার বাঙালি নিহত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল আক্রমণ করা হয় গভীর রাতে। প্রথমে পাকিস্তানি বাহিনী তৎকালীন ইকবাল হলে (জহুরুল হক হল) আক্রমণ চালায়। এ হলটি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। বেশিরভাগ ছাত্রনেতা এখানে থাকতেন। ছাত্ররা তাদের সাধারণ অস্ত্র নিয়ে প্রতিহত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। পাকসেনারা কক্ষে ঢুকে গুলি করে অনেক ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করে। একইভাবে জগন্নাথ হলেও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। শত শত ছাত্রের লাশ সেদিন জগন্নাথ হলের সিঁড়িতে, বারান্দায় ও রাস্তায় স্তূপ হয়ে পড়েছিল। ছাত্রদের হত্যার পর মাঠে গণকবর দেয়। ছাত্রী হল রোকেয়া হলে পাকসেনারা চালায় নির্মম পাশবিক নির্যাতন। স্টাফ কোয়ার্টারে ঢুকে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষককে হত্যা করে। ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। রোকেয়া হলে ৪৬ জনকে হত্যা করে। ২৫-২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র, কর্মচারী নিহত হন। জহুরুল হক হল সংলগ্ন রেলওয়ে বস্তিতে সেনাবাহিনী আগুন দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরান ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়েরবাজার, গণকটুলী, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। এ আক্রমণে পাকবাহিনীর সাথে অংশ নিয়েছিল পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী বিহারিরা। অন্যদিকে ২৫-২৭ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় ঢাকা আক্রমণ ছাড়াও রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট, খুলনা, যশোর, পাবনা, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন পুলিশ ব্যারাক, থানা আক্রমণ করে পুলিশ হত্যা করে এ স্থানগুলোও তাদের নিজেদের দখলে নেয়। পুলিশ ও ইপিআর স্থাপনায় শুরুতেই পাকবাহিনী পরিকল্পনা মোতাবেক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

২৫ মার্চ রাতে ও পরের কয়েকদিন তৎকালীন ইংরেজি দৈনিক *দ্য পিপলস*, *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ* পত্রিকার অফিসে আগুন দেওয়া হয়। এতে বহু পত্রিকাকর্মী আগুনে পুড়ে নিহত হন। ২৫ মার্চের গণহত্যা সম্পর্কে যাতে পত্রিকায় সংবাদ প্রচার করতে না পারে সেজন্য দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের আগেই বন্দি করে রাখা হয় এবং ২৭ তারিখে বিদেশি সাংবাদিকদের তাৎক্ষণিক দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।[৩] অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ২৫ মার্চ রাত দেড়টায় (২৬ মার্চের প্রথম প্রহর) বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাসা থেকে পাকবাহিনী গ্রেপ্তার করে। যদিও তিনি গ্রেপ্তারের আগেই স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ঢাকার মোহাম্মদপুর রায়েরবাজার, কল্যাণপুর বাস ডিপো, মিরপুরের শিয়ালবাড়ী, বাঙলা কলেজ, হরিরামপুর, চিড়িয়াখানা, নূরি মসজিদ, বধ্যভূমিতে হাজার হাজার লোককে এনে হত্যা করা হয়। রমনা পার্ক, মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, মিল ব্যারাক, সেগুনবাগিচা মিউজিক কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ধলপুর, তেজগাঁও এমএমএ হোস্টেল, পুরান এয়ারপোর্ট সেনানিবাসের গুদাম ছিল নির্যাতন

কেন্দ্র। নাখালপাড়ার এমএনএ হোস্টেলের প্রত্যেক কক্ষ নির্যাতনের জন্য ব্যবহার করা হতো। এখানে নির্যাতন করা হয় সুরকার আলতাফ মাহমুদ, গেরিলা রুমী, আজাদসহ অনেককে, যারা আর ফিরে আসেননি। নির্যাতন কেন্দ্রে আটককৃতদের মধ্যে ২/১ জন ভাগ্যবান ছাড়া অধিকাংশকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে। ঢাকায় গণহত্যার কন্ট্রোল রুম ছিল দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে পরিচিত নির্মাণাধীন সংসদ ভবনে সেনা কর্তৃপক্ষের দপ্তর। এই কন্ট্রোল রুমে প্রাপ্ত গোপন তারবার্তার রেকর্ডকৃত অংশ থেকে গণহত্যার জন্য দেওয়া নির্দেশে তাদের সাফল্য সম্পর্কে জানা যায়। ২৫-২৬ মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস বিশেষ করে ১০-১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় রাজাকার ও আলবদরদের সহায়তায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঢাকায় দৈনিক প্রায় ৩০-৬০টি স্পটে হামলা চালায় পাকিস্তান বাহিনী।[৪]

গণহত্যার জন্য মার্শাল হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় দ্বিতীয় ক্যাপিটালে (আগারগাঁও)। ঢাকায় গণহত্যায় নিয়োজিত পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সুসজ্জিত করা হয়।

"ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ" সংক্রান্ত প্রথম চারটি প্রতিবেদনে ঢাকার গণহত্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা রয়েছে। প্রথম দলিলটি ভারতের *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায় ২৭ মার্চ প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল 'Emergence of Bangladesh, Bangladesh Declares Freedom-Rahman's Step Follows Army Crackdown-Civil War Erupts in East Pakistan-Awami League Leaders go underground". এখানে ২৫-২৬ মার্চ ঢাকাসহ বাংলাদেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, তাঁর নেতৃবৃন্দসহ আত্মগোপনে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণাকে এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার অভিযান, কারফিউ ঘোষণাসহ ১৬টি নির্দেশনার উল্লেখ আছে। প্রতিবেদনটি দাবি করে বিগত ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১০,০০০ পাকসেনা অবতরণ করেছে। তাদের ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর পাঠানো হয়েছে। *টাইমস* একই দিন অনুরূপ মন্তব্য করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। অবশ্য এ প্রতিবেদনে ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা, বঙ্গবন্ধুর ওপর তার ক্ষোভ, বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ আছে। পত্রিকাটি বাংলাদেশের অবস্থাদৃষ্টে একে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে উল্লেখ করে। *জাকার্তা টাইমস* ২৯ মার্চ একটি প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পাশাপাশি টিক্কা খানের মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করে। প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে এতে বলা হয়, লে. জেনারেল টিক্কা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন। এই খবরটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও পরিবেশন করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। যদিও পরবর্তী সময়ে এই তথ্যটি সঠিক নয় বলে অন্যান্য উৎসে জানা যায়। এমনকি বিবিসি ৭ এপ্রিল টিক্কা খানের জীবিত থাকার তথ্য দেয়। একই পত্রিকায় ৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার নিশ্চিত করে। ইতোমধ্যে সব পত্রিকায়ই তাকে গ্রেপ্তারের সংবাদ পরিবেশন করে। এতদিন পাকিস্তান সরকার গ্রেপ্তারের খবর গোপন রাখলেও এখন তা প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করার খবরও পরিবেশিত হয়। ৩০ জনের বেশি সাংবাদিককে বহিষ্কারের সংবাদ এতে প্রকাশ করে। *নিউইয়র্ক টাইমসের* পরিচালক

ঢাকায় *টাইমসের* প্রতিনিধি সিডনি শনবার্গসহ সব সাংবাদিকের বহিষ্কারের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পত্র দেন বলে এতে উল্লেখ আছে।

ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সংক্রান্ত তৃতীয় প্রতিবেদনের শিরোনাম 'TROOPS TAKE OVER'. প্রতিবেদক জন ই. ওডরুফ ২৫-২৬ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় কীভাবে পাকিস্তান বাহিনী টিক্কা খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোর উপস্থিতিতে গণহত্যা চালিয়েছে, এর একটি বর্ণনা দিয়েছেন। গণহত্যার পর পাকিস্তান বাহিনীর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে ইয়াহিয়া খান মন্তব্য করেন, 'I am proud of them', *বাল্টিমোর* সানে ২৮ মার্চ প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় গণহত্যার একটি বিবরণ মিলবে। *নিউইয়র্ক টাইমস* মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে বহু প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'IN DACCA, TROOPS USE ARTILLERY TO HALT REVOLT' প্রতিবেদনে প্রখ্যাত সাংবাদিক সিডনি এইচ. শনবার্গ ঢাকার গণহত্যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যে ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হয় তিনি তাদের অন্যতম। ভারতের বোম্বে থেকে পাঠানো এই প্রতিবেদনটি বাঙালির প্রতি পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা বিশ্ববাসীকে জানান দেয়। ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকবাহিনীর গণহত্যার মোটামুটি চিত্র সিডনির লেখায় ফুটে ওঠে। এতে এক স্থানে বলেন, উত্তর ঢাকায় অবস্থিত আমাদের হোটেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বাঙালিদের সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন আধা সামরিক বাহিনী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ব্যারাকসহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশাল দহনযজ্ঞ দেখা যাচ্ছিল। এতসবের পরও "বীর বাঙালি এক হও' স্লোগানে ইন্টারকন্টিনেন্টালের উল্টোদিকে শপিং সেন্টার এলাকার বাঙালি তরুণদের প্রতিবাদ, তাদের ওপর গুলিবর্ষণ, বাঙালির দাবির পক্ষে সোচ্চার পত্রিকা 'দ্য পিপলস'-এ অগ্নিসংযোগ– সব বর্ণনা করেছেন সিডনি শনবার্গ। এই প্রতিবেদনে ঢাকার পাশাপাশি জেনারেল ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানে গমন, পাকিস্তান সরকারের সারা দেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিবরণও আছে।

সাংবাদিকরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বের হতে চাইলে তাদের হুমকি দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয় তাদের হুমকি দেওয়া হয় এই বলে– "I can handle you, I can kill my own people, I can kill you" সিডনি উল্লেখ করেন, বিমানবন্দরে তাদের তুলে দেয়ার আগে তাদের কাছ থেকে ক্যামেরার নেগেটিভ বাজেয়াপ্ত করা হয়। *নিউইয়র্ক টাইমসের* ২৮ মার্চ প্রতিবেদনে বিদেশি সাংবাদিকদের বহিষ্কার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। Henry S. Bradsher-এর প্রতিবেদনটি ছিল মর্মস্পর্শী যার শিরোনাম 'DACCA IS BURNING' (প্রতিবেদন নং ৪.৬)। এ প্রতিবেদন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা সম্পর্কে জানা যাবে। ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, তা সিডনি এইচ শনবার্গের ২৮ মার্চ *নিউইয়র্ক টাইমসের* একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। 'Slicks against Spears against Tanks East in Pakistan' শিরোনামে ৪.৭ নম্বর প্রতিবেদন থেকে বিস্তারিতভাবে বাঙালির প্রতিরোধ চিত্রটি ফুটে ওঠে। ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের পর বাঙালির প্রতিরোধ জানতে সিডনির এই প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ। ঘরে তৈরি বন্দুক, লাঠি ও বল্লমে সজ্জিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর বিপরীতে সুসজ্জিত পাকবাহিনী ব্যবহার করে বিমান, বোমা, ট্যাঙ্ক ও ভারী কামান। এ

প্রতিবেদনে মার্চের শুরু থেকে বাঙালির বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র প্রস্তুতি, তা বিস্তারিত জানা যাবে। বাঙালি জাতি কেন বিদ্রোহ করল এরও বিবরণ বাদ যায়নি। সিডনি প্রতিবেদনটিকে স্পষ্টই বাঙালির দাবির প্রতি সমর্থন যেমন রয়েছে, তেমনি পাকবাহিনীর তৎপরতা যে বিশেষ কাজে দেবে না, তাতে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ভাষায় "শেষ পর্যন্ত ভূ-প্রকৃতিই হয়তো নির্ধারক উপাদানে পরিণত হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনার মতো সেনাবাহিনী আরো কিছুকাল তাদের কব্জায় রাখতে পারলেও দেশের গভীর অভ্যন্তরে তাদের কার্যকরভাবে অনুপ্রবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।" আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিরোধ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকার প্রকৃত চিত্র এসব প্রতিবেদনে পাওয়া গেলেও ভারতীয় পত্রিকার কোনো কোনোটি কিছুটা উচ্ছ্বাসমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যা বাস্তবসম্মত ছিল না। ৪.৮নং প্রতিবেদনটি *অমৃতবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়েছে যেখানে লে. জেনারেল টিক্কা খানের নিহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক গভর্নর টিক্কা খানের ওপর আক্রমণ এবং রাত ৮.১৫ মিনিটে তার মারা যাওয়ার খবর ছাপে। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়– ঢাকা মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, বরিশাল ও খুলনায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের ঘিরে রেখেছে। এতে আরো বলা হয়, ঢাকায় হাজার হাজার জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা ক্যান্টনম্যান্ট ঘিরে রেখেছে। তবে এ সংবাদ কোনো প্রতিবেদনই সমর্থন করে না।

সাংবাদিক রবার্ট টেইলর *সিডনি মর্নিং হ্যারাল্ডে* ২৯ মার্চ প্রকাশ করেন, '26-HOUR CHRONICLE OF THE DACCA DRAMA' *(প্রতিবেদন নং-৪.৯)* প্রতিবেদন। এতে ২৫ মার্চ রাত ১১টা থেকে পরদিন দুপুর ১:৪৫ পর্যন্ত ঢাকার অবস্থা জানা যাবে। এখানে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভূমিকা, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, কারফিউ জারি সবকিছু জানা যাবে। সাংবাদিকদের জোরপূর্বক বিমানে তুলে দেওয়ার আগে তল্লাশি করে নেগেটিভসহ অন্যান্য মূল্যবান কাগজ রেখে দিলেও টেইলর তাঁর পকেটে নোটবই গোপনে লুকিয়ে রাখেন। এর ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন রচনা করেন। সাইমন ড্রিং তখন ঢাকায় অবস্থানরত অন্য একজন সাংবাদিক। *ডেইলি টেলিগ্রাফে* ২৯ মার্চ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রতিবেদন 'CASUALTIES LIKELY TO BE HEAVY' *(প্রতিবেদন নং-৪.১০)*। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করে তিনি যতটা প্রত্যক্ষ করেন-এর ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। বারবার বাইরে যেতে চাইলেও প্রহরারত সেনা সদস্যগণ তাকে বাধা দেয়। একপর্যায়ে গুলি করার হুমকি দেয়। গণহত্যা প্রত্যক্ষ না করলেও সারা ঢাকার অগ্নিসংযোগের বিবরণ এ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। অপারেশন সার্চলাইটে বিশেষভাবে এখানে আক্রমণ চালানোর কথা উল্লেখ ছিল। সেই মোতাবেক ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে আক্রান্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মিশেল লরেন্টের 'At Dacca University the Burning Bodies of Students Still Lay in Their Dormitory Beds. Mass Grave Had Been Hastily Covered'...*(প্রতিবেদন নং-৪.১৪)* থেকে জানা যায়, শুধু ঢাকায় দুদিনে ৭০০০ লোক হত্যার শিকার হয়। এ প্রতিবেদনে তিনি

জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে (জহুরুল হক হল) ২০০ জনের হত্যার কথা উল্লেখ করেন। পুরান ঢাকার হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসের কথাও উল্লেখ করেন। *অ্যাসোসিয়েট প্রেসের* প্রতিবেদক ও ফটোগ্রাফার লরেন্টকেও ক্যামেরার ফিল্ম রেখে বিমানে তুলে দেয়। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন* ৩০ মার্চ যে প্রতিবেদনটি *(প্রতিবেদন-৪.১৫)* প্রকাশ করে তাতেও ঢাকার চিত্র ফুটে ওঠে।

শুধু পশ্চিমা গণমাধ্যমেই নয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশের গণহত্যার ওপর বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দেশটির জনপ্রিয় দৈনিক *ইন্দোনেশিয়া অবজারভার* ৩০ মার্চ 'TANKS, ARTILLERY ATTACK DACCA' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে (প্রতিবেদন নং-৪.১৭)। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরান ঢাকার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ ফুটে উঠেছে। সাইমন ড্রিং *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় ব্যাংকক থেকে যে প্রতিবেদনটি পাঠান তা ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন নং-৪.১৮)। এতে ২৫-২৬ মার্চ ঢাকার বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন। এখানেও ঢাকায় প্রায় ৭০০০ লোক হত্যার কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন প্রথম দুদিন চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোরসহ মোট হত্যার শিকার হন ১৫,০০০ বাঙালি। তবে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালির কিছু প্রতিরোধের কথাও উল্লেখ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০ জন ছাত্র, ৭ জন শিক্ষক হত্যার কথাও উল্লেখ করেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পুরান ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, *ইত্তেফাক* যেখানে আশ্রয়ের জন্য ৪০০ বাঙালি অবস্থান করছিল সেখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। দ্বিতীয় দিন কারফিউ শিথিল করলে ঢাকাবাসী নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দলে দলে গ্রামের দিকে ছুটে যায়, তা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে তাদের দোসররা এসব ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নেয় বলে সাইমন ড্রিং উল্লেখ করেন। *গার্ডিয়ান* ৩১ মার্চ 'Dacca's Army of Death' শিরোনামে *(প্রতিবেদন-৪.২৪)* সংবাদ প্রকাশ করে। আইনের ছাত্র শামসুল আলম চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি এই প্রতিবেদনে ঢাকার ধানমণ্ডি, নিউমার্কেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে জানা যায়। লুইস হেরেন *টাইমস* (লন্ডন) পত্রিকায় ২ এপ্রিল যে প্রতিবেদন *(প্রতিবেদন-৪.২৫)* প্রকাশ করেন, তাতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর পাকবাহিনীর আক্রমণের বিষয় গুরুত্ব পায়। ওতে জগন্নাথ হল, রেসকোর্স ময়দান সংলগ্ন কালীবাড়ি, পুরান ঢাকার হিন্দু এলাকায় গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন।

কিছু কিছু প্রতিবেদনে ভিত্তিহীন তথ্যও প্রকাশ পায়। যেমন– *জাকার্তা টাইমস*-এ *(প্রতিবেদন-৪.২৮)* ৩ এপ্রিল যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে বঙ্গবন্ধুর ২৫ মার্চ পালিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। যদিও পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা শুরু থেকে প্রকাশ করেছে।

সাংবাদিকদের বহিষ্কার করলেও কিছু কিছু বিদেশি যারা বিভিন্ন কাজে ঢাকায় ছিলেন তাদের ভাষ্য থেকেও ঢাকার অবস্থা জানা যায়। এমনি একটি প্রতিবেদন ৪ এপ্রিল জাপানের *Mainichi Daily News* প্রকাশ করে যার শিরোনাম ছিল 'Dacca is City of Mass Graves'. ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার হারকিউলিস বিমানে ১০০ জন বিদেশি যাদের মধ্যে ব্রিটিশ, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ড ও সুইডিশ নাগরিক ছিলেন তাদের কাছ থেকে সব নোটবুক, ফিল্ম ও অন্যান্য দলিলপত্র রেখে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ গৃহবধূ

প্রতিবেদককে জানান, তিনি বিমানবন্দরের দু'পাশে গণকবর দেখেছেন। তিনি রাস্তায় নারী, পুরুষ ও শিশুর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। গৃহবধূ একজন পাকিস্তানি বিমান কর্মকর্তার কাছে শিশু হত্যার কারণ জানতে চাইলে অফিসারটি তাকে ধমকে বলে– 'better to kill them because otherwise they will grow up into anti Pakistani'। একজন কানাডিয়ান প্রতিবেদককে জানান, ঢাকা এখন কবরস্থান ছাড়া কিছু নয়।

টাইমের ৫ এপ্রিল প্রতিবেদনটি একটু ভিন্নধর্মী *(প্রতিবেদন নং-৪.৩৩)*। এতে ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর গণহত্যার শুরুতে বাঙালির 'জয় বাংলা' স্লোগানে কিছু প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা, গ্রেপ্তার, গণহত্যার শুরুতে সাংবাদিকদের হোটেলে গৃহবন্দি করে রাখা– এসবের পাশাপাশি পাকিস্তানি পাবলিক রিলেশন অফিসার সিদ্দিক সালিকের ভূমিকা জানা যাবে। ভারতীয় সাংবাদিক নারায়ণ চৌধুরীর ১০ এপ্রিল *অমৃত বাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায় *(প্রতিবেদন নং-৪.৩৪)*। সংক্ষিপ্ত এই প্রতিবেদনে বুদ্ধিজীবীদের নাম উল্লেখ না থাকলেও হত্যাযজ্ঞের একটি ধারণা পাওয়া যায়। প্রতিবেদক Dennis Neeld অবশ্য ঢাকার গণহত্যা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন *টাইমস* (লন্ডন) পত্রিকায় ১৩ এপ্রিল *(প্রতিবেদন-৪.৪১)*। এতে গণহত্যার শুরু থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে ১০০০০ সৈন্য বাংলাদেশে আসার তথ্য জানানো হয়। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৩০০-৫০০ লোকের হত্যার তথ্যটিও এতে উল্লেখ করেন। টাইমস *Peter Hazelhurst*-এর 'Witness to a massacre in East Pakistan' শিরোনামে (প্রতিবেদন নং-৪.৪০) একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তিনি ২৫ মার্চ থেকে তিন দিনের গণহত্যার বিবরণ এতে তুলে ধরেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের একজন ছাত্র যিনি গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। জগন্নাথ ও ইকবাল হলের (জহুরুল হক হল) গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও কলাবাগান, ধানমণ্ডি, নিউ মার্কেট এলাকার গণহত্যা সম্পর্কেও বিবরণ রয়েছে। এতে বলা হয়, জগন্নাথ হলে ২৫ মার্চ ৩৫ জন ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করা হয়। যেসব শিক্ষক ২৫-২৬ মার্চ শহিদ হন তাদের সম্পর্কেও এ প্রতিবেদন থেকে জানা যাবে।

ব্রিটিশ সাংবাদিক কলিন স্মিথের প্রতিবেদন (প্রতিবেদন নং-৪.৪৬) থেকে ঢাকার টেলিযোগাযোগ, বিমান যোগাযোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়, প্রতিদিন করাচি থেকে ১৭৫ জনের একটি বিমান ঢাকা আসছে। তাদের প্রায় সবাই সেনাসদস্য। প্রতিবেদনে বলা হয়, আমেরিকান কনসুলেট থেকে তিনি জেনেছেন– গণহত্যার প্রথমদিকে ৬০০০ লোককে ঢাকায় হত্যা করা হয়, যাদের মধ্যে ছাত্র ৩০০-৫০০ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যাকাণ্ড, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সদর দপ্তরে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত এ প্রতিবেদনে আছে। ঢাকার জনজীবনের অচলাবস্থা, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল বন্ধ থাকার বিবরণও বাদ যায়নি। বিহারিদের গণহত্যায় প্রধান ভূমিকা পালনের কথাও উল্লেখ আছে।

ভারত থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদ*, *যুগান্তর*, *আনন্দবাজার পত্রিকায়* বেশ কয়েকটি গণহত্যার প্রতিবেদন রয়েছে। ২ মে পত্রিকার এক প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ভেঙে সেখানে পাকসেনাদের মসজিদ বানানোর তথ্য জানা যায় (প্রতিবেদন নং-

৪.৫০)। ঢাকার মিরপুরের অবাঙালিরা ২৫ এপ্রিল ২টি যাত্রীবাহী বাস সেনানিবাসে নিয়ে যায়। এরা ঢাকা ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবেদনে *(প্রতিবেদন* নং-৪.৫১) তাদের প্রায় ২০০ জনের মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করেছে।

মার্চে পাকসেনাদের অপারেশনের সময় বিদেশি সাংবাদিকদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হলেও মে মাসে সীমিত আকারে সেনা প্রহরাধীনে সাংবাদিকদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। আমেরিকান সাংবাদিক ডান কগিন মে মাসে মটর সাইকেল, ট্রাক, বাস ও বাইসাইকেলে চড়ে যা দেখে যান তা মে মাসে তার ভাষায়– "Dacca, city of the dead" (প্রতিবেদন নং-৪.৫২)। তার মতে, ইতোমধ্যে ১০০০০ লোক সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। গ্রামে পালিয়ে যাওয়ার সময় ফেরি, লঞ্চ, নৌকায়ও তারা আক্রান্ত হয়। সেনাবাহিনীর হাতে ১৮টি বাজারের মধ্যে ১৪টি ধ্বংস হয়। এ প্রতিবেদনেও পুরান ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র হত্যাকাণ্ড, ব্যবসায়ী রণদা প্রসাদ সাহা, যোগেশ চন্দ্র ঘোষের হত্যার উল্লেখ করেন। হিন্দু অধ্যুষিত ঢাকার গণহত্যার খবর এখানে বিস্তারিত পাওয়া যায়। *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের* ৮ মে *(প্রতিবেদন নং-৪.৫৩)* প্রতিবেদনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের গণহত্যা সম্পর্কে মতামত জানা যায়। টিক্কা খানের মতে, ২৫ মার্চ মাত্র ১৫০ জন ছাত্র ঢাকায় মারা যায়। ২০,০০০ লোকের হত্যার খবরকে তিনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। এই প্রতিবেদকসহ *রয়টার*, *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস*, *চায়না কমিউনিস্ট প্রেস এজেন্সির* সাংবাদিকরা টিক্কা খানের সাক্ষাৎকার নেন। ঢাকার জনজীবনের অস্বাভাবিক চিত্রও এ প্রতিবেদনে জানা যায়। প্রতিবেদক বলেন, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল খুললেও ২০ ভাগের বেশি স্টাফ যোগ দেয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ডের কথা অস্বীকার করে টিক্কা খান দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলেও মন্তব্য করেন। প্রতিবেদক টিক্কা খানের ভাষ্যকে সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেন।

মে মাসে পাকিস্তান সরকার নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে ৬ জন বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকায় আনে। যদিও তাদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েট প্রেসের রোজেন ব্লুম শেষ পর্যন্ত ফাঁস করে দেন ঢাকার ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র। *দৈনিক আনন্দ বাজার* পত্রিকায় ১০ মে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ডান কগিনের (টাইমস) (প্রতিবেদন নং-৪.৫৫) মন্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় সারা ঢাকাকে দীর্ঘকালের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে। টিক্কা খান অবশ্য আশাবাদী, এই বিপর্যয় কাটাতে তাদের এক বছর সময় লাগবে। ঢাকার ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর অভিযানকে টিক্কা খান বিহারিদের বাঁচাতে করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। অন্যদিকে ছাত্ররা পাল্টা গুলি চালালে সেনাবাহিনী ব্যবস্থা নেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। জগন্নাথ হল, ইকবাল হল (জহুরুল হক হল) পরিদর্শন করে রোজেন ব্লুমের ভাষ্য (প্রতিবেদন নং-৪.৫৬)- জগন্নাথ হলের প্রাচীরে এখনও কামানের গোলার চিহ্ন রয়েছে। ভস্মীভূত কক্ষগুলো উন্মুক্ত আকাশের দিকে হাঁ করে আছে। ইকবাল হল (জহুরুল হক হল) এর সব ক'টি ক্ষতচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু মোছা যায়নি। তার সারা দেহে শুধু বুলেট ও কামানের গোলার দাগ। টিক্কা খান গণহত্যার কথা অস্বীকার করলেও সাংবাদিক পিটার হ্যাজেলহার্স্ট (Hazelhurst) *টাইমসের* ২ জুনের প্রতিবেদনে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনার প্রধান ব্যক্তি জেনারেল টিক্কা খানের রেডিও মেসেজটি প্রকাশ করেন (প্রতিবেদন নং-৪.৬০)। ঢাকায় পাকবাহিনীর ২৫ মার্চ অপারেশনে টিক্কা

খানের সঙ্গে অপারেশন অফিসারের কথাবার্তা এতে রেকর্ড করা হয়। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে রাতে ৩০০ জনকে হত্যার খবর জানা যায়। এছাড়া রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ ঢাকার ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র পাওয়া যায়।

২০ জুন ১৯৭১ *সানডে টাইমসের* দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন নং-৪.৬২)। বিশিষ্ট সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস রচিত এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের গণহত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন, ৩৬ জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এসডিও হয় নিহত না হয় আহত হন, কাউকে কাউকে পাকিস্তান বদলি করা হয়। পুলিশের মহাপরিদর্শক তসলিম আহমদকে পাকিস্তান বদলি করা হয়। প্রতিবেদনে পাকবাহিনীর পাশাপাশি রাজাকারদের তৎপরতার বিবরণ রয়েছে। আইডি কার্ড চেক করে চলাচল, গাড়ি চেক, বিভিন্নভাবে চেক পোস্টে থামিয়ে তল্লাশি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তার করে সেনানিবাস কিংবা টর্চার সেলে নেওয়া হতো। এর মধ্যে ঢাকার গেরিলাদের তৎপরতা ঘটত যা প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। জগন্নাথ কলেজের ছাত্র শংকরকে হিন্দু হওয়ার কারণে ধরে নিয়ে মসজিদে গলা কেটে হত্যার তথ্যটি এ প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। সামরিক ও বেসামরিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ও প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। পাকসেনারা মিটফোর্ড হাসপাতালের ২ জন ডাক্তারকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। পাকবাহিনী চিকিৎসকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ তারা আহত বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। পাকবাহিনীর এ ধরনের তৎপরতার ফলে চিকিৎসক সংকটের কারণে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায় বলে প্রতিবেদক উল্লেখ করেন। হত্যা ছাড়াও পাকসেনা ও রাজাকারদের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়, লুটের বিবরণও রয়েছে। প্রতিবেদনের শেষে রয়েছে ঢাকার শ্বাসরুদ্ধকর জীবনযাত্রার কাহিনি। মুক্তিযুদ্ধে ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনী গণহত্যা ছাড়াও পাইকারি হারে গ্রেপ্তার করে। ভাগ্যবান কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ ফিরে আসেননি। গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রকৌশলী, চিকিৎসকদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত *বাংলার বাণী* ও *নতুন বাংলার* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের নির্যাতন সম্পর্কে জানা যায় (প্রতিবেদন নং-৪.৭১ থেকে ৪.৭৬)। ১৮ ডিসেম্বর *সানডে টাইমস*, ১৯ ডিসেম্বর *ইভিনিং বুলেটিন* থেকে ঢাকায় ডিসেম্বরে সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায় (প্রতিবেদন নং-৪.৮০ থেকে ৪.৮২, ৪.৮৩ থেকে ৪.৮৫)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা ত্যাগে বাধ্য করা হলে তারা স্বদেশে গিয়ে ২৫, ২৬ মার্চ নিজের চোখে দেখা গণহত্যার প্রকৃত চিত্র বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন। মে মাস থেকে পাক সরকার নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে সাংবাদিক আমদানি করলেও তারা দেশে ফিরে ঢাকাসহ সারা দেশের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরেন। এর ফলে বাংলাদেশে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ, মার্কিন ও ভারতীয় পত্র-পত্রিকা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

প্রতিবেদন

৪.১ EMERGENCE OF BANGLADESH

Bangla Desh Declares Freedom- Rahman's Step Follows Army Crackdown- Civil War Erupts In East Pakistan- Awami League Leaders go underground.

Pakistan's Eastern Wing, rechristened the independent State of Bangladesh by Sheikh Mujibur Rahman in a clandesting Radio Broadcast, was in the throes of a civil war on Friday with West wing troops resorting to force to regain control and the people, aided by the East Pakistan Rifles and the police, resisting the attempt, reports UNI.

Heavy fighting was going on in Dacca, Chittagong, Sylhet, Comilla and other towns, according to reports from across the border gathered by UNI bureaus in Shillong and Calcutta and correspondents close to the border in the eastern sector. Casualties were believed to be heavy.

Mr. Rahman and other Awami League leaders had gone underground, according to highly reliable reports received in Gauhati by PTI and UNI. Later reports said Pakistan troops went hunting for them but could not find them.

Speaking over "Swadhin Bangla" (Free Bengal) Betar Kendra, Mr. Rahman later proclaimed the birth of an independent Bangladesh.

The declaration was made shortly before General Yahya Khan went on the air in the West wing to announce that the army had been instructed to reassert the Government's authority in the East wing. He called Mr. Rahman and his followers traitors.

Mr. Rahman in his broadcast declared definitely: "We shall not die like cats and dogs, but shall die as worthy children of Bangla Ma (Mother Bengal)", adding, "The flag of Bangladesh is flying in all villages of Bangladesh."

The broadcast said personnel of the East Bangla regiment, the East Pakistan Rifles and the entire police force had surrounded West Pakistani troops in Chittagong, Comilla, Sylhet, Jessore, Barisal and Khulna.

Heavy fighting was continuing it said.

An announcer on the clandestine radio station evidently located in the northern region of East Bengal, said, "The Sheikh has declared the 75 million people of East Pakistan as citizens of the sovereign independent Bangladesh."

The broadcast called upon the people of free Bangladesh to continue the current movement till the last enemy soldier was vanquished. It said Mr.

Rahman was the only leader of the people of independent Bangladesh and his commands should be obeyed by all sections of people to save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistanis.

Mr. Rahman in his broadcast asked the people to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh.

May Allah bless you and help in your struggle for freedom from the enemy he said.

FREEDOM AT ALL COSTS

Mr. Rahman said : “Pakistan armed forces suddenly attacked the East Pakistan Rifle base at Pielkhana and Rajarbag police station in Dacca at zero hours on March 26, killing a number of unarmed people. Fierce fighting is going on with East Pakistan Rifles at Dacca.”

“People are fighting gallantly with the enemy for the cause of freedom of Bangladesh. Every section of the people of Bangladesh in asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh. May Allah bless you and help in your struggle for freedom from the enemy, Jai Bangla.”

The first victim of the military crackdown in the province was Dacca Betar Kendra, the world’s only source of news from East Pakistan. Troops seized the radio station early on Friday and announced a 24-hour curfew in Dacca and its surrounding areas.

When the radio came back on the air it announced itself as “Radio Pakistan Dacca” and broadcast 16 martial orders.

All flights between Karachi and Dacca have been suspended and teleprinter links between the two cities cut.

At least 10,000 West Pakistani troops have landed at Chittagong and Chalna (Khulna district) during tha last 24 hours. They arrived in the five ships and have since been dispersed to the three cantonments in Dacca, Comilla and Jessore. This brings the total number of troops in East Pakistan to 70,000.

Source: *The Statesman (Delhi),* 27 March 1971

৪.২ DECLARES E. PAKISTAN INDEPENDENT HEAVY FIGHTING AS SHEIKH MUJIBUR

Civil war raged in the eastern region of Pakistan last night after a radio broadcast announced that Sheikh Mujibur Rahman had proclaimed it an independent republic. President Yahya Khan outlawed the Sheikh’s Awami League and denounced the Sheikh himself as a traitor whose crime, “would not go unpunished”.

Political activity throughout Pakistan has been banned and an indefinite curfew has been imposed on the eastern wing.

Official communications between East Pakistan and the rest of the world have been cut. The only news about the day's dramatic developments came in clandestine radio bulletins broadcast from Dacca and from reports by travelers crossing into India.

The Press Trust of India, quoting reports from the East Pakistan-India border, said that Dacca, the capital of the eastern wing, had become a “battlefield”. It also quoted Sheikh Mujibur’s claim that West Pakistan troops had been surrounded in six cities.

Source: *The Times,* 27 March 1971

৪.৩ TROOPS TAKE OVER

By John E. Woodruff

Two days of shooting and burning, the West Pakistan Army has abruptly arrested East Pakistan's slide toward independence by turning Dacca into a city of gunfire and flame.

By the time President A. M. Yahya Khan announced last night the end of his cautious, two-year- old experiment in democracy, the Army already had shot its way into control of the East Pakistan capital, leaving huge fires visible in all directions, and reportedly clapped Sheikh Mujibur Rahman, elected leader of East Pakistan’s 75 million people, in jail.

In all the rounds of automatic weapons fire only a few shots were heard that seemed clearly to suggest that anyone was returning the army’s fire.

In the few incidents witnessed by newsmen, soldiers fired heavy machine guns at empty-handed civilians without warning. Deaths or other casualties could not be confirmed.

The first sign that something more than a breakdown of the talks was taking place came with a report that President Yahya had left the heavily fortified Presidentail House in Dacca about 5.45 p.m. An inquiry at the gate about two hours later produced, from the civilian guard in charge of the reduced troop detachments still there, the reply: “This is a very bad time to ask that question (about the President’s whereabouts)”.

At 11 p.m soldiers began to round up newsmen on the ground of the Intercontinental Hotel and order them inside with threats to shoot. Automatic weapons fire began in various parts of the city. A telephone call to Sheikh Mujib’s house at 12.20 a.m yesterday was answered by a calm voice that said the Sheikh was in bed.

This morning Karachi radio spoke specifically of the Sheikh’s whereabouts for the first time, claiming that he and five of his lieutenants were arrested about an hour and 10 minutes after that phone call. The telephones

at the hotel went dead about 10 minutes after the call.

Meanwhile, troops at the hotel tore down the green, red and gold flag of Bangladesh that had been flying nearby and burned piles of them on the lawn.

The first artillery rounds were heard and seen about 1 a.m Friday, in the direction of the new camps of Dacca University where Bengal student leaders long have been active.

Between 25 and 30 truckloads of troops drove past the hotel towards the campus, about a mile and a half away. Prolonged reports of automatic weapons fire resounded from the campus direction soon after.

A few more artillery rounds landed in that direction around 2 a.m and by 2.30 two large buildings were in flames, the first really huge blaze of the night. Bengali journalists at the hotel identified them from a 10th floor window as Iqbal and Mohsin Halls, regarded as hotbeds of Awami League student activity.

About 2.15 troops from the hotel guard moved across the street to an alley leading to the office of an impecunious but popular English language newspaper, *The People*, which had been outspoken and often totally irresponsible in its vilification of the government.

Two wrecked cars from a wrecking garage in the alley previously had been dragged into an inpromptu barricade, and the troops fired hundreds of rounds into the cars before they moved in to remove them. At one point, voices from the second's floor of the garage shouted "Bengalis unite", and the troops responded with hundreds of rounds of rifle and machine gun fire.

At this point a group of about 15 empty handed students came down the boulevard beside the hotel shouting defiantly.

The soldiers turned the jeep mounted machine gun toward the youths and opened fire. The students scattered and ran away, pursued by several jeeploads of soldiers.

Then the troops returned to the garage from which the unity slogan had come. They tore off the doors and sent a few men inside. When they emerged a few seconds late a small fire was burning near the door. It quickly spread and consumed the garage and all its contents.

The soldiers moved down the alley toward the newspaper office firing all the way. When they reached the entrance, they shouted warnings but they were spoken in Urdu, the language of West Pakistan, which is not widely understood in East Bengal. No one emerged, and the soldiers fired a rocket into building, poured hundreds of rounds into it with automatic weapons and the machine guns.

Tearing off the door they entered for a few seconds then left the office

and one next to it in flames. On their way back to the hotel grounds, they shouted "narai takbir" a Muslim shout meaning "Victory for God" that is associated with the Pakistan movement.

They also shouted "We have won the war" in Urdu. Two of them then came inside the hotel about 4 a.m and got a jug of tea to take out.

By this time, half a dozen large fires blazed in every direction and at about 4.15 a.m the largest fire of the night broke out in the direction of the cantonment of the East Pakistan Rifles.

This fire burned for hours, and for the first half hour it was punctuated by dozens of large bright Hashes and explosions similar to those made by an exploding amunition dump. At its height, it appeared to cover two acres or more. It sent flame licking high into the sky for hours, and a column of smoke rose hundreds of feet into the air.

About 5.20 a. m six Chinese made T-54 tanks rumbled up to the hotel, where they stayed for about 20 munites. One had its cannon aimed directly at a corner of the hotel the whole time. Soon afterward, a large truck passed, its bed piled several feet deep with American-made carbines and Communist-bloc AK-model automatic rifles.

The heavy weighting of old fashioned American-made weapons, from the decade of heavy American military backing for Pakistan that began in 1955, strongly suggested that some less trusted unit such as the ones with heavy Bengali enrollment had been either disarmed or relieved of its spare weapons.

Sporadic firing continued throughout the day, and at dawn trucks with loudspeakers went through the neighbourhoods shouting toward the houses. The occupants hastily scrambled on to their rooftops and hauled,' down the Bangladesh flags and the black mourning flags they had been displaying for the dead of earlier clashes.

The first broadcast warning of the holocaust was issued by Dacca radio in midmorning yesterday, in a terse announcement that a curfew would be in effect until further notice. An officer said later in the day that loudspeakers had been used throughout the city to warn people to stay in their houses. The night before, no such warning was witnessed during the firing near the hotel.

Mr. Bhutto and his party left the hotel about 8.30 a.m under their accustomed heavy guard of soldiers and Punjabi civilians carrying Communist-bloc automatic rifles. Mr. Bhutto wore a gray suit and a stern countenance and said twice "I have no comment to make".

A lieutenant colonel came to the hotel in the morning, afternoon and evening and identified himself as commander of a 2 square mile area includ-

ing the hotel grounds. In the afternoon, he told the hotel's managements it would be permitted to have foreigners he repeated that word three times before completing the sentence swim in the pool.

About 6 p.m correspondents in the hotel started receiving telephone calls advising that Lt. Gen. Tikka Khan, the martial law administrator, suggested that they leave. Major Siddiq Salik, the military government's public relations man, told a reporter who inquired about the 'advisory' nature of the calls: “Some advice is obligatory.”

The lieutenant colonel was asked repeatedly why the newsmen had to leave and said, after dodging the question several times: “We want you to leave because it would be too dangerous for you. It will be too bloody.”

By 8 p.m the last newsman of the more than 30 staying at the hotel was loaded into one of the four waiting Dodge army trucks but the procession waited so that the newsmen could listen to President Yahya’s speech in which he announced that the Awami League had been banned and accused Sheikh Mujib of treason.

General Yahya praised...West Pakistani soldiers in East Pakistan and said:

“I am proud of them.”

Then the trucks, led and followed by truckloads of rifle-bearing soldiers, moved toward the airport, past overturned baricades of trees clay pipes, and junk, past several burning alleys of squatter shacks, where Sheikh Mujib’s picture had been on virtually every wall, and past three truckloads of armed soldiers who sat watching the fires at one village.

Source: *The Baltimore Sun,* 28 March 1971

8.8 IN DACCA, TROOPS USE ARTILLERY TO HALT REVOLT

Civilians Fired on sections of Dacca are set ablaze

Sydney H. Schanberg

Mr. Schanberg was one of 35 foriegn newsmen expelled Saturday morning from East Pakistan. He cabled this dispatch from Bombay, India.

The Pakistan Army is using artillery and heavy machine guns against unarmed East Pakistani civilians to crush the movement for autonomy in this province of 75-million people.

The attack began late Thursday night without warning. West Pakistani soldiers, who predominate in the army, moved into the streets of Dacca, the provincial capital, to besiege the strongholds of the independence movement, such as the university.

There was no way of knowing how many civilians had been killed or

wounded. Neither was any information available on what was happening in the rest of the province, although there had been reports before the Dacca attack of clashes between civilians and West Pakistani soldiers in the interior.

From the hotel which is in North Dacca, huge fires could be seen in various parts of the city, including the university area and the barracks of the East Pakistan Rifles, a para-military force made up of Bengalis, the predominant people of East Pakistan.

Some fires were still burning and sporadic shooting was continuing early this morning when the 35 foreign newsmen were expelled from Dacca.

“My God, my God,” said a Pakistani student watching from a hotel window, trying to keep back tears, "they're killing them. They’re slaughtering them.”

Homes set a fire

On the ride to the airport in a guarded convoy of military trucks, the newsmen saw troops setting fire to the thatched-roof houses of poor Bengalis who live along the road and who are some of the stanchest supporters of the self-rule movement.

When the military action began on Thursday night, soldiers, shouting victory slogans, set ablaze large areas in many parts of Dacca after first shooting into the buildings with automatic rifles, machine guns and recoilless rifles.

When the foreign newsmen, all of whom were staying at the Intercontinental Hotel tried to go outside to find out what was happening they were forced back in by a heavily reinforced army guard and told they would be shot if they tried to step out of the building.

The fire began to increase in the vicinity of the hotel and at 1 a. m it seemed to become very heavy all over the city.

At 1.25 a.m the phones at the hotel went dead, shut down by order of the military guard outside. The lights on the telegraph office tower went out at about the same time. Heavy automatic-weapons fired could be heard in the university area and other districts.

Attack at Shopping Bazaar

At about 2.15 a.m a jeep with a mounted machine gun drove by the front of the hotel, turned left on Mymensingh Road and stopped in front of a shopping bazaar with its gun trained on the second floor windows. A dozen soldiers on foot joined those on the jeep, one group carrying some kind of rocket piece.

From the second floor suddenly came cries of “Bengalis, united!” and soldiers opened fire with the machine gun, spraying the building indiscrim-

inately. The soldier then started moving down an alley adjacent to the bazaar, firing into and then overturning cars that were blocking the alley. The scene was lit by the soldier's flashlights, and to the newsmen watching from the 10th floor of the Intercontinental, it was an incredible drama.

As the soldiers were firing down the alley, a group of about 15 or 20 young Bengalis started along the road toward them, from about 200 yards off. They were shouting in defiance at the soldiers, but seemed unarmed and their hands appeared empty.

The machine gun on the jeep swung around toward them and opened fire. Soldiers with automatic rifles joined in. The Bengalis youths scattered into the shadows on both sides of the road. It was impossible to tell whether any had been wounded or killed.

The soldiers then turned their attention back to the alley. They set a spare parts garage on fire and then moved on to what was apparently their main objective the office and press of the People, an English-language daily paper that had strongly supported Sheikh Mujib and ridiculed the army.

Shouting in Urdu, the language of West Pakistan, the soldiers warned any persons inside that unless they surrendered they would be shot. There was no answer and no one emerged. The troops then fired a rocket into the building and followed this with small arms fire and machine guns bursts. Then they set fire to the building and began smashing the press and other equipment.

Moving further along, they set ablaze all the shops and shacks behind the bazaar and soon the flames were climbing high above the two-storey building.

Shortly after 4 a.m the shouting cased somewhat, but artillery rounds machine gun bursts could be heard occasionally. Tracer bullets from a long way off flew by the hotel.

At 4-45 a.m, another big fire blazed, in the direction of the East Pakistan Rifles headquarters.

At 5-45, in the hazy light of dawn six Chinese-made T-51 light tanks soldiers riding on them rumbled in to the city and began patrolling main throughfares.

The intermittent firing and occasional artillery bursts continued through yesterday and early today, right up to the time the newsmen were expelled.

Helicopters wheeled overhead yesterday morning, apparently on reconnaissnace. Four helicopters given to Pakistan by Saudi Arabia for relief work after last November's cyclone and tidal wave in East Pakistan were reported being used for the military operation in the province.

Yahya in West Pakistan

At 7 a.m the Dacca radio, which had been taken over by the army, announced that President Agha Muhammad Yahya Khan had arrived back in West Pakistan and would address the nation at 8 p.m

Shortly after 8 a.m, a black 1959 Chevrolet with an armed escort of troops in jeeps and trucks pulled up in front of the hotel. This convoy was to take Zulfikar Ali Bhutto and his party to the airport to fly back to West Pakistan.

Mr. Bhutto, the dominant political leader of West Pakistan, opposed Sheikh Mujib's demands for East Pakistan autonomy.

It is generally accepted that his opposition, supported or engineered by the army and business establishment in West Pakistan, was what forced the crisis. Mr. Bhutto, who is aware that the Bengalis largely blame him for their present troubles, came into the lobby flanked by civilian and army bodyguards with automatic weapons. He looked frightened and brushed off all newsmen's questions with, "I have no comment to make."

At 10 a.m the radio announced the new martial orders. Every time newsmen in the hotel asked officers for information, they were rebuffed. All attempts to reach diplomatic missions failed. In one confrontation, a captain grew enraged at a group of newsmen who had walked out the front door to talk to him. He ordered them back into the building and to their retreating backs, he shouted, "I can handle you. If I can kill my own people, I can kill you."

Crisis Reported Controlled

Shortly afterward, the military government sent word to the hotel that foreign newsmen must be ready to leave by 6-15 p.m. The newsmen packed and paid their bills, but it was 8-20, just after President Yahya's speech, before their convoy of five trucks with soldiers in front and back, left for the airport.

Just before leaving, the lieutenant colonel in charge was asked by a newsman why the foreign press had to leave. "We want you to leave because it would be too dangerous for you", he said, "It will be too bloody." All the hotel employees and other foreigners in the hotel believed that once the newsmen left, carnage would begin.

"This isn't going to be hotel," said a hotel official, "it is going to be bloody hospital".

At the airport, with firing going on in the distance, the newsmen's luggage was rigidly checked and some television film, particularly that of the British Broadcasting Corporation, was confiscated.

Source: *The New York Times,* 28 March 1971

৪.৫ ARMY EXPELS 35 FOREIGN NEWSMEN FROM PAKISTAN
By Grace Lichtenstein

Military authorities expelled 35 foreign newsmen from East Pakistan yesterday after confining them to a hotel in Dacca for more than 48 hours.

Soldiers of the Pakistani Army threatened to shoot the newsmen if they left the Intercontinental Hotel in North Dacca, from which they could see troops firing on unarmed civilians who supported the East Pakistani rebels.

Before they were put on a plane to Karachi, the newsmen, including *The New York Times,* correspondent, Sydney H. Schanberg, were searched and their notes, films and files were confiscated.

They represented newspapers and other media in the United States, Australia, Britain, Canada, France, Japan and Russia.

While in Dacca, the newsmen were prevented from filing any dispatches or contacting diplomatic missions.

Mr. Schanberg reported that when the lieutenant colonel in charge of the area around the hotel was asked why the foreign press had to leave, he replied, "We don't have to explain. This is our country."

Then as he turned away, smiling contemptuously, he added: "We want you to leave because it would be too dangerous for you. It will be too bloody."

A. M. Rosenthal, Managing Editor of *The Times,* protested in a telegram to the Pakistani Government. The telegram said:

"Stunned by unwarranted and unprecedented expulsion of New York Times correspondent Sydney Schanberg and more than 30 other foreign correspondents from Dacca Contrary to all principles of international press freedom. Mr. Schanberg and others were confined to the Intercontinental Hotel in Dacca under threat that they would be shot if they left the building in performance of their journalistic duties."

"They were subsequently expelled from the country after confiscation of their papers and film. Can only believe that this must have been error on part of military authorities? Trust that your Government will rectify this situation immediately."

Source: *The New York Times,* 28 March 1971

৪.৬ DACCA IS BURNING
BY HENRY S. BRADSHER

Star Staff Writer

DACCA, East Pakistan- Dacca is Burring

The army of the West Pakistan minority which controls Pakistan is using the torch, heavy machine guns and artillery to establish its control over the majority political party and the most populous wing of the two-part nation.

The leader of the majority party, Sheikh Mujibur Rahman, has been arrested. Pakistan's President and army commander Gen. Agha Mohammed Yahya Khan, accused him of treason.

The validity of reports about subsequent clandestine radio broadcast of messaged from Rahman is uncertain.

But a reported message from him calling upon East Pakistan's People to fight "enemy forces" the Pakistani army from the Western part of the country- and proclaiming the East Independent, are consistent with Rahman's attitude of what would happen in the event the army cracked down on the East.

Indications available to foreign correspondents before they were deported forcibly from East Pakistan by the army early yesterday were that the people are fighting the army in some 1.5 million persons and throughout the region of more than 75 million people were unclear.

But provincial reports, before the army opened fire on civilians in a crackdown beginning Thursday night, indicated a number of clashed already had occurred.

Despite a curfew, shooting was still being heard around Dacca early yesterday. Thick black smoke rose from two large sections of Dacca's crowded old city. At least five large fires were seen early Friday.

Correspondents who were kept at gunpoint in their hotel from deportation saw troops deliberately set fire to several buildings where the eastern regional newspaper was published and defiant slogans were shouted.

First Report From Dacca

The army deliberately was burning places where resistance was encountered. There was no estimate of casualties available.

The army's move came almost three weeks after the people of East Pakistan, Under Rahman's leadership, had begun to defy the civil power of Yahya Khan's Central government. This defance, in the form of noncooperation and the establishment of a parallel government under Rahman, was to enforce demands that the majority be given autonomy for the Eastern region of the nation.

Campus Attacked

Yahya Khan and Rahman had been negotiating over the autonomy demand for nine days when the president secretly flew back to West Pakistan and the army seized control of the city with heavy firepower. The army's weapons included Chinese-supplied T-54 light tanks, recoilless rifles, heavy machine guns and automatic weapons.

Yahya Khan made a radio address to the nation Friday night on the situation which raised the question of whether he had been negotiating in good faith or only stalling during an army buildup.

Students led the movement to organize resistance.

Ammunition Trucks

So far as the correspondents held in the hotel could see, one of the first places the army attacked in the early hours of Friday was the dormitory area of Dacca University's new campus.

Heavy firing was heard from there, including artillery or recoilless rifles. After a while, several buildings, apparently including main dormitories, were ablaze.

The army also attacked the headquarters of the East Pakistan Rifles, a paramilitary force of Bengalis, and of the police. They were two armed forces which might have offered organized resistance to the army. Some big fires early Friday probably were at those headquarters.

Army Shooting to Kill

Friday afternoon, four trucks passed the hotel carrying boxes of ammunition and several hundred rifles headed together, apparently taken from the police or the East Pakistan Rifles. Like other military convoys morning on the deserted with rifles leveled at the road sides.

There is no doubt the army is shooting to kill at the slightest sing of resistance. A major told reporters before the crackdown began that the army was not equipped with tear gas.

"If we move in, it will be shooing," he said.

Correspondent Threatened

Another officer threatened a foreign correspondent at the hotel with being shot if he failed to stay indoors.

"If we can shoot our own people there certainly is no reason why I can't shoot you", he said.

Source: *The Evening Star,* 28 March 1971

৪.৭ SLICKS AND SPEARS AGAINST TANKS IN EAST PAKISTAN

By Sydney H. Schanberg

New Delhi, March 28. The people of East Pakistan, armed with sticks, spears and homemade rifles, are mounting a resistance movement against a military force from West Pakistan that is armed with planes, bombs, tanks and heavy artillery.

The resistance, which began after a surprise attack on the civilian population by the Government force three nights ago, sprang from a non-violent drive for provincial autonomy.

The East Pakistanis tried to claim the majority political power they had won in the elections last December, and the army moved to prevent this.

Earlier this month, Maj. Siddiq Salik, public relations officer for the martial-law administration in East Pakistan, was telling foreign newsmen about the role of the Pakistani Army in dealing with disobedient civilians.

"Then you call in the army," said the tall West Pakistani officer, "it's a last resort. The army would shoot to kill."

The remark was prophetic. Two weeks later, starting last Thursday night, the Pakistani Army apparently began killing anybody who moved in the streets of Dacca or who shouted defiance from a window. The troops used artillery, machine guns, recoilless rifles and rockets against East Pakistani civilians to crush the Bengali movement for self-rule.

It seems certain that thousands of Bengalis will be killed, but their dedication to the self-rule movement and to their leader, Sheikh Mujibur Rahman, is deep so deep that it is questionable whether what is virtually a foreign army from a region 1,000 miles away can control East Pakistan indefinitely.

The army comes from the West, big business is concentrated there, the per capita income is higher, and prices are lower. Everything is better for the 55 million West Pakistanis than for the 75 million East Pakistanis.

Many Bengalis, as the people of East Pakistan are known, had fled the city in the last few weeks for home villages in the interior.

Foreign newsmen, including this correspondent, were expelled from East Pakistan on Saturday. Their film and notebooks were confiscated in thorough body and luggage searches.

Most of the East's foreign exchange earnings and taxes went for development projects in the West and for the support of the army which consumes more than 60 per cent of the national budget. Fewer than 10 per cent of the troops are Bengalis.

The army has acquired most of its weapons from the United States, the Soviet bloc and Communist China. So far, none of the major powers have criticized the army's action in East Pakistan.

Heavy secrecy surrounded the political talks in Dacca whose break down was followed by the army's surprise attack. But the bits and pieces that have come to light make it clear that the power establishment in the West never intended to let Sheikh Mujib win a significant measure of autonomy for East Pakistan President Aga Mohammed Yahya Khan whose image as a potentially decent general, sympathetic to the Bengali's grievances, has changed drastically said that the talks had broken down because Sheikh Mujib refused to let an agreement be negotiated at a session of the newly elected National Assembly. But Sheikh Mujib knew that he had to get an agreement in writing before the Assembly met.

The talks dragged on for 10 days and the Bengali "bush telegraph" said that they were taking too long, that something was wrong.

During this time, Sheikh Mujib and his Awami League defied the martial-law administration by leading a non-violent movement of non-cooperation with the virtually unanimous support of the population.

Sheikh Mujib's followers took over certain Government agencies, closed others and ignored directives, such as the one that ordered civilian defense employes to report to work or face 10 years "rigorous imprisonment."

The green, red and gold flag of Bangladesh Bengali for Bengal Nation was unveiled and militant students and workers began demanding complete independence, not simply semi-autonomy.

But those buoyant days for the Bengalis ended quickly. After initial reports of progress the talks slowed and fears of an army crackdown revived.

Troops were flown in daily from West Pakistan and many Bengalis began to believe that the negotiations were being deliberately prolonged to give the Government in West Pakistan time to get heavy reinforcements to the East.

Clashes between civilians erupted in several towns and a number of deaths were reported. Sheikh Mujib denounced what he called "a reign of terror" in a statement distributed last Thursday just before 7 p.m. Four hours later, the troops moved into the streets and began firing.

Source: *The New York Times,* 28 March 1971

৪.৮ GENERAL TIKKA KHAN SHOT DEAD DACCA, KHULNA BOMBED. A LAKH FEARED KILLED. FREEDOM FIGHTERS IN MASS ACTION

Agartala, March 27: After two days of mounting deaths and destruction, the situation in the East Pakistan civil war was crystallizing tonight with the Sheikh's Bangladesh forces in a commanding position everywhere except in the three major Cantonments of Dacca, Comilla and Jessore as many as 100,000 people are feared killed.

Major Zia Khan, Chief of the Bangladesh Liberation Army declared over the free Bangladesh Radio tonight that Bangladesh would be rid of the Pakistani military administration in two or three days.

The Radio Pakistan announcement of Mr. Rahman's arrest (which was later denied by Free Bangla radio) infuriated Dacca residents who stormed the official residence of Lt. Gen. Tikka Khan, Martial Law administrator and shot him dead.

Reliable information reaching here said that flames and smoke danced on Dacca with a population of about ten lakhs and also in Comilla and Khulna where the defending West Pakistanis employed tanks, planes and helicopters in a desperate bid to retain their hold.

Lt. Gen Tikka Khan, martial law administrator of East Pakistan died in a nursing home at 8.15 p.m after being seriously injured when freedom fighters stormed his Dacca residence, reports reaching.

With most of the road and rail links completely cut off by the Sheikh's forces, the movement of West Pakistani troops has been ground to a halt.

Grim fighting was reportedly in progress for control of the dreaded city of Dacca which is feared to have taken a toll of more than two thousand lives in the current fighting. Hundreds of wounded were lying under the debris of shattered homes, the report said.

Reports from inside the troubled land, broadcast by the Free Bangla Radio Stations and corroborated by other sources across the border, said bombs were dropped over Dacca and Khulna. In the bombing of Dacca a large hospital was destroyed and most of its in patients were killed.

There was no means of estimating the casualties, believed to run into thousands and fast mounting higher.

The use of tanks and aircraft suggesting the beginnings of a war of attribution followed successful immobilization of troops by the freedom fighters by raising wood and brick barricade across streets in almost all towns, by blowing

up bridges over the rivers and streams crisscrossing the land and by dismantling railway tracks and destroying railway stations.

The Pakistani authorities claimed the army had established effective control over the whole of East Pakistan and conditions were fast returning to normal, but unwittingly confirmed the impediments in their way when they broadcast a new martial law order calling for removal of all barricades on pain of destruction of all buildings within 10 yards of such obstructions.

The army authorities claimed that the father of the newborn Republic Sheikh Mujibur Rahman, whom President Yahah Khan had yesterday charged with treason, had been arrested, but the free Bangla Radio stations at least three of them were on the air at different times during the day asserted he was safe and free one of them carrying a live broadcast by him assuring the people he was in full command of affairs and exhorting them to carry on the fight.

A steamer carrying arms and ammunition was seized by about 1,000 Bangladesh freedom-fighters at Nawabganj, a sub-divisional town on the bank of the Ganga, reports reaching at Krishnanagar said tonight.

Mr. Mujibur Rahman in a proclamation broadcast over a free Bangla Radio, promised to permit the West Pakistani troops to return home safely if they surrendered to the liberation forces with their arms. He warned that if they failed to do ‘freedom-fighters will avenge the blood of Bengalis with blood’.

In another proclamation, he declared that anyone in Bangladesh who helped the ‘foreign’ West Pakistani army would be tried by people’s courts.

A Free Bangla broadcast said members of a West Punjabi regiment under a siege by Bengali regiment and freedom-fighters since yesterday, had started surrendering. A Baluchi regiment deployed in Bangladesh was said to have defied their West Punjabi commanders.

A fierce battle raged in Dacca for the second successive day for control of the Dacca Radio, seized by the army when it started the intensive military operations on Thursday night. Casualties on both sides were put at 2,500.

The voice of America said unarmed people in Dacca, the largest city of Bangladesh, had been met by tanks. It also said the Awami League headquarters had been destroyed in the fighting.

One indication of the heavy casualties suffered by the freedom-fighters was a free Bengal radio appeal for blood donations to save the lives of injured liberation force members. Young men were urged to go to the blood bank at the Dacca medical college, which was in the hands of the liberation forces.

Maulaua Abdul Hamid Bhashani, leader of the leftwing National Awami Party, today directed members of his peasant organization, estimated to number 50,000, to join the liberation force in Bangladesh.

Radio Pakistan, monitored here this morning, claimed, however, that the situation in East Pakistan had been brought well under control and the curfew at Dacca was “being lifted”. The Radio continued to broadcast the provisions of martial law orders enforced yesterday and warned the people against their violation.

A number of foreign nationals in Dacca and other places in Bangldesh were injured in firings by West Pakistani troops the free Bangla Radio said today.

Source : *Amrita Bazar Patrika,* 28 March 1971

৪.৯ 26-HOUR CHRONICLE OF THE DACCA DRAMA
U.P.I, Report, Hongkong March 29, 1971

Robert Taylor of UPI

11 p.m Thursday March 25: I go downstairs to the hotel lobby with a cable I have just written about a statement by Sheikh Mujibur Rahman warning of “grave consequences” if action against the population by the army continues. I am planning to take a taxi to the cable office to file it but I find a crowd miling around in the lobby. There are soldiers in battle dress, helmets and carrying weapons outside. The hotel staff is placing a blackboard with the notice, “Please do not go outside,” talked on it in front of the door.

Someone has left a copy of a statement by the Sheikh calling for a general strike on Saturday pasted to the blackboard. Other correspondents say they have been ordered back inside the building by the soldiers when they tried to leave. The captain in charge of guards says that anyone who goes outside will be shot.

11.15 p.m: Everyone is trying to figure out what is hapening. One theory is that the guards are there to protect West Pakistani political figure Zhulfikar Ali Bhutto, who is hated in Bangla Desh and is staying on the top floor of the hotel. Another theory is that a military coup is under way because President Yahya Khan has not taken a hard enough line to suit some generals. As time passes, it begins to look more like coup. Convoy’s of troops are seen passing the hotel twice during the evening.

I have tried to call the personal number of a key aide to the President to check on rumours that he has left Dacca and someone has picked up the receiver on the other end and hung it up again without speaking. I call a local

news agency and ask if they have any idea what has happened. They don't and cannot leave their office.

Bangla Desh Flag Burnt

Midnight: Some British diplomats arrive. They say, they were on their way home from a party and were stopped by soldiers and then brought to the hotel. They have seen army road blocks at various places around the city. A Bengali who lives downtown telephones and says that hundreds of civilians are pouring into the area, some of them armed with wooden staves, iron rods and other makeshift weapons. I reach Asrar Ahmad, a Pakistani correspondent for UPI. He is also trapped in his hotel and cannot get to the cable office. Soldiers outside the hotel pull down the Bangla Desh flag and burn it.

12.50 a.m: After several tries, a phone call gets through to Sheikh Mujib's home and political headquarters. The unidentified person who answers the phone says the Sheikh is at the house and that the Awami League has road blocks on approaches to it. He says they have heard that two Awami League volunteers have been killed by soldiers at one road block. Calls to western diplomats show that they have been unable to find out what is happening either.

1 a.m: The Bengali who called earlier calls back and says that he hears the sounds of machine guns in the downtown area. He has shut himself in his house. A short time later the telephones go dead. Sounds of automatic weapons fire begin to be heard clearly punctuated by heavier explosions. Later, I see some recoilless rifles mounted on army jeeps.

3 a.m: Soldiers carrying torches are seen going toward the offices of "The People" newspaper near the hotel. There is some shouting and firing and the office is set on fire. "The People" is an English language newspaper which has been highly critical of the Government. Later, there are more sounds of firing near the hotel and what sounds like shouts and cheers but I cannot see what is going on from where I am. Heavy firing continues in all directions.

Columns of Smoke

Sunrise: The firing has quietened down and the streets are deserted. A huge column of smoke rises from the direction of the university. If troops have attacked there with heavy weapons, the carnage will be tremendous. The students at the university live in dormitories that hold about 400 each.

7 a.m: Several of us go up to the 11th floor where Bhutto is staying. There are two of his bodyguards carrying assault rifles standing in the hallway. A member of Bhutto's party comes into the hall and says they have no idea what has happened. He says Bhutto is asleep and instructions are to wake him at 7.30.

8 a.m: A radio broadcast carries a report from Karachi that President Yahya has returned to West Pakistan and will broadcast to the nation at 8 p.m tonight. The coup theory appears to be debunked. The telephones are still out.

8.30 a.m: Word passes that Bhutto is leaving as a car and a camouflaged military bus appear outside the lobby. Soldiers pour into the lobby, Bhutto appears, wearing gray suit and blue tie, but won't say anything. He keeps repeating "I have no comment to make" as he strides out his car. His bodyguards get in on either side of him and stick that muzzle of their rifles out the window. The way they constantly keep their fingers on the trigger makes everybody nervous.

An aide to Bhutto says that when his advisers returned from a meeting at the Presidential residence at 5 p.m, the day before, they knew that chances for a political settlement were dead. It isn't clear whether this is because Bhutto doesn't agree with the agreement that Yahya and the Sheikh reached or whether Yahya has been getting pressure from the army. Bhutto's people probably want it thought that it was because their boss didn't agree.

We trail out onto the sidewalk as Bhutto departs and soldiers order us inside. A lieutenant colonel says we cannot leave the hotel. The captain in charge tells a staff member of the hotel in Urdu that he doesn't care whether we are foreigners or not. He will shoot us if we don't go inside. We go back inside. The captain tells the assistant manager of the hotel, a Pakistani, that he will be shot if a Pakistan flag is not raised within 15 minutes.

Then he leaves. Hotel employees produce a Pakistan flag and try to raise it, but are forbideen to go outside by soldiers. Apparently all armies are alike.

9 a.m: A radio broadcast says that a 24 hours curfew is in effect and that anyone on the street will be shot on sight. It says a special announcement will be made at 10 a.m. The hotel manager to produce a cook from somewhere who makes coffee and breakfast for those who want it.

10 a.m: The flag is raised on the hotel roof. The hotel manager, a German, grins and says, "We keep all kinds of flags handy." The special announcement turns out to be a series of martial law orders, but the curfew is not mentioned.

Firing at Random

Noon: From upstairs windows you can see patrols of jeeps and tanks moving through the deserted streets. They appear to be firing at random. As they go there are two more big smoke columns, one of them looking as though it is coming from the part of downtown where the Awami League office is. It is frustrating to see all this and not be able to communicate it to the outside

world. Shortwave radio news broadcasts show that no word of the army's move has yet reached the outside world.

12.30 p.m: The lieutenant colonel who talked to us earlier comes back and decides that we can use the swimming pool to while away the time. He issues orders that foreigners only can use the pool and that Pakistanis must stay inside. He won't answer questions about what is happening in the city or at the university and says "relax, have a swim, enjoy yourselves". The afternoon passes quietly with occasional sounds of gunfire. A new column of smoke appears on the southern edge of the city. You can see flames billowing upward in this one as the sun goes down.

8.15 p.m: I go down to the lobby after listening to Yahya's radio speech calling Sheikh Mujib's non-co-operation movement an "act of treason" and banning his Awani League and find the lobby deserted. Correspondents have been ordered to leave and bundled into army trucks for the airport as the speech was starting. Somehow I was missed. Troops at the hotel call for a patrol to take me to the airport. The patrol is a jeep driven by a mustachioed young lieutenant in a flat, world war style helmet followed by a weapons carrier filled with troops. They put my suitcase into the weapons carrier. The lieutenant asks his radio operator to go to the back seat of the jeep and I climb in next to him.

Houses Shuttered

I ask how long he thinks the situation will continue and he says that he just follows orders. Then, he adds suddenly, that "Everything will work out all right here". He turns to me and grins, "We will fix these people," he says.

1 p.m: I get my customs check and the inspector tells me he is under "special orders" when I tell him that we were already checked in Dacca. He confiscates my notebooks, carbon copies of cables I have filed from Dacca, newspaper clippings and any scraps of paper he can find in my suitcase, including letters from my wife. He then seizes 14 rolls of unexposed film I have in my camera bag and puts everything in brown manila envelopes. When I ask about it, he says it will be sent to me by mail. I ask when, and he shrugs his shoulders. "Later", he says, He declines to issue a receipt.

1.45 p.m: I catch my flight to Bombay and consider myself lucky that although I have lost my notebooks, I still have a story which I wrote before leaving Dacca in my hip pocket. One other correspondent on the plane was subjected to a personal search and lost the copy he had hidden.
(U.P.I. REPORT, Hongkong- Mach 29, 1971).

Source: *The Sydney Morning Herald,* 29 March 1971

৪.১০ CASUALTIES LIKELY TO BE HEAVY
Simon Dring

Heavy civilian casualties can be expected from the Army takeover of East Pakistan. The shelling of the capital, Dacca, has been cold-blooded and indiscriminate although there was almost no sign of armed resistance.

Heavy artillery shook my hotel Intercontinental Hotel as the Army moved into the city and I could see buildings burning in the distance.

The sound of machine gun fire was coming from the direction of the Dhaka University where the students include extremist elements of Sheikh Mujibur Rahman's Awami League.

It is not yet clear whether there have also been widespread arrests but many observers believe that Sheikh Mujib will be one of the first military detainees.

Key areas attacked

The shelling, which started late on Thursday night, left Dacca and many other towns at least temporarily under Army control by Friday.

There were three hours of unprovoked shooting in Dacca after Government troops had taken control at midnight. They attacked key areas of the city and by morning several buildings were ablaze.

Streets were deserted on Friday but there were scattered outbursts of small arms fire and shelling during the day as tanks and trucks loaded with troops in camouflaged combat dress moved through the capital.

Judging from the clashes in Dacca the number of dead and wounded among civilian populations of important towns will be very high, with light Army losses.

Communications between Dacca and the rest of the province and also the outside world have been severed and it is impossible to tell in Dacca how the occupation is proceeding.

The Army takeover came only hours after the collapse of talks to try to resolve the constitutional crisis.

Army commanders refused to explain what was happening on Thursday, except to say: "We are assuming control."

By 8 p.m on Thursday it was obvious the crunch was about to come. The number of troops surrounding my hotel, the Intercontinental, were doubled.

All was peaceful until 11 p.m. when a Punjabi artillery captain suddenly came in and said that nobody was to leave.

He said: "I have my orders. I do not know what is happening. All I know is that if you come outside, I will shoot you."

Soon afterwards, scattered firing could be heard although cars were still moving in the streets and people were hurrying home.

The hotel closed the bar and restaurant and tried to send staff home but a curfew prevented them leaving.

No information could be obtained from telephoning embassies, and the editor of an anti-Government paper commented: “The Bengal dream is fading and I expect my paper to close, too.”

As the firing in Dacca intensified early on Friday morning there were reports that Awami League supporters were milling in streets and trying to build barricades. Most of the early shooting was from the airport area.

Mr Zulfiqar Bhutto, the West Pakistan political leader was kept under close surveillance at the hotel until he was flown out of Dacca with his aides on Friday morning, a puzzled and nervous man.

Gen. Tikka Khan, martial law administrator for East Pakistan said over Dacca radio on Friday that defiance of the administration had assumed alarming proportions beyond normal control of civilian police and solders steps had taken to arrest the situation.

Source: *The Daily Telgraph,* 29 March 1971

৪.১১ BANGLA DESH REPUBLIC PROCLAIMED ARREST OF MUJIBUR DENIED
General Tikka Khan Killed?

Tanks rimbled through the streets of Dacca, East Pakistan capital Saturday, as the civil population continued their resistance to the army takeover.

According to reports reaching Calcutta from across the Pakistani border at least 10,000 persons were killed in Friday’s fighting.

The ruling East Pakistani Awami League party under Sheikh Mujibur Rahman is seeking autonomy from West Pakistan and the Sheikh defined President Yahya Khan Friday by declaring the province Independent as Bangla Desh (Bengal Nation) Republic.

According to reports there are now 70,000 Pakistani troops in the Eastern province and more are being brought in “to punish the enemies of Pakistan”.

Observers believe the Pakistani central government will see all its millitary power to crush the uprising and maintain the territorial integrity of the country.

East Pakistan is difficult territory for troops, crisscrossed with rivers,

and the President is understood to be under pressure from armed forces' chiefs to use air cover for what “hawks” call “sacred killing for integrity”.

In a message to East Pakistani Sheikh Mujibur said: “We shall not die like cats and dogs but shall die as worthy children of Mother Bengale.”

There were conflicting reports about the fate of the “Sheikh, who had been arrested according to Pakistan Radio.”

Other sources denied this.

Police were reported in mutiny and thousands of women demonstrating the streets in defiance of the existing martial law banning all demonstrations.

From the Indian State of Tripura, across the border from Pakistan, automatic weapon fire could be heard and in one area about 200 East Pakistani freedom fighters, pursued by the West Pakistani troops crossed into India.

East Pakistan has appealed to the United Nations, Afro-Asian countries and “freedom loving nations” for support against the “colonial domination and the ruthless dictatorship of West Pakistanis”.

The East Pakistan rifles regiment was reported to be fighting troops from West Pakistan in support of the “Liberation Army”men.

The army was reported using armoured vehicles and tanks in Dacca, Narayanganj, Comilla, Rangpur, Khulna and Jessore where resistance was stiff.

General Tikka Khan shot dead

The Press Trust of India news agency reported the governor of East Pakistan, Lieutenant-General Tikka Khan, was shot dead in Dacca Saturday.

It said the General, also martial law administrator in East Pakistan, was killed while directing army operations against the secessionist forces of Sheikh Mujibur Rahman.

The agency said its report of General Tikka's death was based on a broadcast from the clandestine “Voice of Independent Bengal” radio station somewhere in East Pakistan.

Arrest of Mujibur denied

Suporters of Sheikh Mujibur Rahman, leader of the East Pakistan breakway movement, Saturday denied a government radio report that he had been arrested.

The denial came in a broadcast from a secret radio station somewhere in East Pakistan. Which Sheikh Mujib has declared independent as the state of Bangla Desh.

The earlier report over the official Radio Pakistan said the Sheikh was arrested at his home in Dacca early Friday morning.

The secret radio also said Saturday that members of the Shikh's Awami League had captured the town of Comilla, about 100 kilometres (60 miles) southeast of Dacca and close to the Indian territory of Tripura.

A message from the United News of India News Agency quoted reports from across the border that Sheikh Mujib had himself been heard on the air long after the time he was said to have been arrested.

According to reliable reports received by the Press Trust of India News Agency (PTI) Pakistan Air Force planes Saturday bombed East Pakistan town of Comilla.

Dacca Radio taken over

Earlier Friday the Army took over Dacca radio and cut off all contact with the outside world. But in Chittagong, where the fighting was reported to be the heaviest, "freedom fighters" succeeded in seizing control of the local radio station and continued broadcasting.

Source: *The Djakarta Times,* 29 March 1971

৪.১২ East Pakistan under Army Control Mujibur under Arrest? Foreign Journalists Expelled

Pakistan martial law authorities announced that the army controlled East Pakistan, but radio reports monitored it was reported from New Delhi in India said they had asked West Pakistan to send in more troops.

Official radio Pakistan Karachi reported Sunday night that calm now prevailed in most cities and the countryside and martial law authorities had ordered Dacca Banks to reopen from Monday.

A mob had been dispersed in Khulna and in Chittagong the situation continued to improve, the radio said.

The Press Trust of India (PTI) quoted Dacca radio, taken over by West Pakistani troops on Friday, as saying that martial law authorities in East Pakistan had asked for troops reinforcements from the western region.

Mujibur Seized

The Pakistan Government said Sheikh Mujibur reported to have been seized by troops on Friday night, was still under arrest at unknown place. No charge against him have been announced.

There were wildly contradictory reports on the fate of secessionist leader Sheikh Mujibur Rahman.

Many observers who were in East Pakistan duing the past few days believe he is in prison. Martin Hadley of the Guardian the first British journalist to arrive back in London from Dacca, said he was almost certain that the East Pakistani leader was being held by the Central Government.

Awami Accounts in Banks Frozen

President Yahya Khan has banned Pakistanis from membership or helding office in the outlawed Awami League and froze Party accounts in the banks.

In a martial law order issued Sunday he also prohibited the propagation of the Party's manifesto calling for a separate Bengali state for East Pakistan.

The order demanded that any person of bank having party funds submit details of any transactions made from such funds since Friday.

ICRC Team to Dacca

A foureman of the International Red Cross Committee (ICRC) left Geneva Sunday to try to reach East Pakistan to find out the relief needs of victims of the fighting.

They took a radio with them in the hope of maintaining direct contact with the Geneva headquarters of the ICRC.

The all-Swiss team, headed by Michel Martin were flying to Karachi, in West Pakistan, from where they will try to go to Dacca, the East Pakistan capital.

Bangla Desh Relief In London

East Pakistanis in London and Birmingham demanding the recognition of Bangla Desh, East Pakistan as a separate and independent state.

Seven thousand Bengalis drawn from all parts of Britain's industrial midlaids massed in a Birmingham suburb and declared their allegience to Bangla Desh and East Pakistan leader, Sheikh Mujibur Rahman.

During the rally a group of West Pakistani began to shout objections and scuffles broke out. Police intervened and made nine arrests. One man was treated for a stab cut in the hand.

Journalists Expulsion

Reports from Washington said several American Journalists had been expelled from East Pakistan and put on a plane for Ceylon.

A number of US newspapers Saturday night confirmed that their correspondents have been thrown out by the army.

These include Henry Bradsher of the Washington Evening Star, and staff of the New York Times, the Baltimore Sun and Newsweek Magazine.

New York Times director A.M. Rosenthal cabled Pakistani President Yahya Khan protesting against the "unwarranted" expulsion from Dacca of Times correspondent Sydney Schanberg and more than 30 other journalists- **Reuter and APP.**

Source: *The Djakarta Times,* 30 March 1971.

৪.১৩ E. PAKISTAN CONTINUES RESISTANCE BOMBS, PARATROOPS USED TO QUELL REVOLT TIKKA KHAN DEAD? MUJIBUR FREE?

New Delhi, March 29 (AP)

Sheikh Mujibur Rahman's forces appeared Monday to be keeping up their fight for an independent Bengali nation despite a massive display of strength by the Pakistan armed forces.

Official Indian sources said the 51-year old Awami League leader was free and the chief East Pakistan martial law administrator, Liutenant General Tikka Khan, was dead- according to independent information received by the Indian Government.

The Pakistan Government radio station in the western provincial capital city of Lahore said the "situation in East Pakistan continued to be fully under control."

But authoritative Indian sources questioned this claim and said that the Pakistan armed forces were continuing to bomb some parts of the province and had used paratroopers for the first time to quell the continuing revolt.

While official sources did not disclose the source of their information, it was presumed that Indian military units based near the border with East Pakistan were able to monitor flights of air planes and Pakistani militrary wirreless sets.

The Indian sources said the Pakistani parartroopers appeared to be trying to wipe out five clandestine transmitters broadcasting messages on behalf of the Sheikh Mujib.

There were no independent reports from East Pakistan following the expulsion of all foreign correspondents by the Pakistan Government and the imposition of stiff press censorship to the rest of the country.

RADIO STATION

Indian monitors said the Dacca radio station, which the army took over early last Friday morning, mysteriously went off the air for about seven hours.

Sheikh Mujib's clandestine radio said a stiff battle was under way for control of the station. However, it went back on the air late Monday and identified itself as "Radio Pakistan"- indicating the army was still in control.

One Indian news agency, Press Trust of India, said the Sheikh's forces had recaptured Dacca, but this acount was discounted because there was no corraboration from the local radio station.

The clandestine radio also reported that the Awami League forces had captured two of the province's three military Cantonments- Comilla and

Jessore- and were battling for possession of the only remaining one, in Dacca.

The radio continued to brodcast an anouncement that an estimated 300,000 persons, mostly unarmed civilians, had been killed since the fighting broke out late Thursday.

Source: *The Indonesian Observer,* 30 March 1971.

৪.১৪ 'AT DACCA UNIVERSITY THE BURNING BODIES OF STUDENTS STILL LAY IN THEIR DORMITORY BEDS... A MASS GRAVE HAD BEEN HASTILY COVERED...'

From Michel Laurent

(An Associated Press photographer who evaded the Army in Dacca and toured the devastated areas.)

Dacca, March 29. In two days and nights of shelling by the Pakistani Army perhaps 7,000 Pakistanis died in Dacca alone.

The Army, which attacked without warning on Thursday night with American supplied M24 tanks, artillery and infantry, destroyed large parts of the city.

Its attack, was aimed at the university, the populous Old City where Sheikh Mujibur, the Awami League leader, has his strongest following and the industrial areas on the outskirts of this city of 1,500,000 people.

Touring the still-burning areas of fighting on Saturday and Sunday it was obvious that the city had been taken without warning. At the university burning bodies of some students still lay in their dormitory beds. The dormitories had been hit by direct tank fire.

A mass grave had been hastily covered at the Jagannath Hall and 200 students were reported killed in Iqbal hall. About 20 bodies were still lying in the grounds and the dormitories. Troops are reported to have fired bazookas into the medical college hospital, but the casualty toll was not known.

Despite claims by the central Government in West Pakistan that life is returning to normal in Dacca, thousands are fleeing the city with only the belongings they could carry. Some pushed carts loaded with food and clothes. Only a few persons have returned to Government jobs, despite the orders of the military regime.

Resistance to the Army has been negligible. Pakistanis are obeying military orders to turn in weapons.

The Pakistan national flag is again flying from most Government buildings. It had been replaced in the past 10 days by the green red and yellow "Bangladesh" (Bengal Nation) flag of independence.

In the Old City, large parts of which were destroyed, elderly men and women Poked among the smouldering ruins of their homes.

Army lorries and armoured cars patrolled the almost deserted Streets. Cars were pasted with Pakistan flags to avoid drawing fire from Army patrols.

Bodies still lay sprawled in the streets where they had been caught in the Army cross fire. Shanty towns by the railway had been burnt down.

The people still appeared stunned by the shooting and deaths. The Government went to extreme lengths to prevent a large contingent of foreign journalists from witnessing the Army's intervention and the subsequent violence.

Thirty-five foreign correspondents were detained in the Dacca Intercontinental Hotel and only this reporter and British correspondent evaded the Army cordon and subsequent deportation of newsmen to Bombay. Later the Army at Dacca airport frisked me and seized film and notes on Dacca. At Karachi, the police forced me to strip, my luggage was searched again, and film was seized. - A.P.

Source: *The Times,* 30 March 1971.

৪.১৫ DACCA CIVILIANS STUNNED BY KILLINGS, WITNESS SAYS

Dacca (A.P):- Michel Laurent (Photographes, A.P) After two days and nights of shelling in which perhaps 7,000 Pakistanis died in Dacca alone, the Pakistan Army appears to have crushed Sheikh Mujibur Rahman’s 25 days of defiance in East Pakistan.

The army, which attacked without warning on Thursday night with infantry, artillery and American-supplied M-24 tanks, destroyed large parts of the city.

Its attack was aimed at the university, the populous old city, where Sheikh Mujib, the Awami League leader, had his strongest following, and the industrial areas on the outskirts of the city of 1.5 million people.

Tours of the battle areas on Saturday and Sunday gave the impression that obviously the city had been taken without warning. The battle areas were still burning.

At the university, some student's bodies still lay in their dormitory beds. The dormitories had taken direct hits of tank shells.

A mass grave had been hastily covered at the Jaggernath College [Jagannath Hall], where 200 students were reported killed in Iqbal Hall [Zahurul Haque Hall]. About 20 bodies were still lying on the ground and in the dormitories.

Bazookas Used

Troops reportedly fired bazookas into the medical college hospital but the casualty toll was not known.

Despite claims by the central government in West Pakistan that life is returning to normal in Dacca, thousands were fleeing the city with only the belongings they could carry. Some pushed carts loaded with food and clothes. Only a few persons had returned to government jobs despite the orders of the military regime.

Sheikh Mujib, whose campaign could have ended in the secession of East Pakistan, appeared to have suffered a serious setback.

Resistance to the army throughout had been negligible. Pakistanis were obeying military orders to turn in weapons.

Bodies continued to sprawl in the streets where they had been caught in the army crossfire. Shantytowns by the railroad had been burned down.

The people still appeared stunned by the shooting and death. Many were bewildered by President Yahya Khan's broadcast accompanying the troops’ intervention, a broadcast in which Gen. Yahya branded Sheikh Mujib “a traitor” and said all supporters of the Awami League were traitors.

The Pakistan national flag was again flying from most government buildings. It had been replaced in the preceding ten days by the green, red and yellow Bangladesh (Bengali Nation) flag of independence.

In the old city, large parts of which were destroyed elderly men and women poked among the still-smouldering ruins of their homes.

Army trucks and armoured cars patrolled the almost deserted streets.

Cars were pasted with Pakistani flags to avoid drawing fire from army patrols.

Source: *International Herald Tribune,* 30 March 1971

৪.১৬ 7,000 KILLED IN 2-DAY FIGHTING, SAYS REPORT

Correspondent Arnold Zeitlin reported on his arrival in Ceylon yesterday from Dacca, that the Government troops were in full control of the provincial capital.

Zeitlin said between 5,000 and 7,000 people were believed killed in fighting on Friday and Saturday.

Sheikh Mujib was reported in army custody. Thousands fled the city, Zeitlin said. Joe Schlesinger, a Canadian Broadcasting Corp. correspondent, also reported that “the army was clearly in control” when he left Dacca early on Saturday.

Source: *The Straits Times,* 30 March 1971.

৪.১৭ TANKS, ARTILLERY ATTACK DACCA
DIRECT HITS ON UNIVERSITY & INDUSTRIAL AREAS.

Dacca. East Pakistan, March 29 (AP) The Pakistan army attacked the Bengali Independence movement in Dacca without warning Thursday night and took the people by surprise.

The army's American M-24 tanks artilery and infantry destroyed large parts of East Pakistan's largest city and provincial capital.

The chief targets were the university, the populous old city where Sheik Mujibur Rahman and his Awami League were strongest and the industrial areas on the outskirts of the city of 1.5 millon people.

Perhaps 7,000 persons were killed in the provincial capital alone.

Touring the still burning battle areas Saturday and Sunday, one found the burned bodies of some students still in their dormitory beds.

The tanks had made direct hits on the dormitories.

A mass grave had been hastily filled in at the Jaganath College: 200 students were reported killed in Iqbal hall. About 30 bodies were still lying on the ground and in the dormitories.

Troops reportedly fired bazookas into the medical college hospital but the casuality toll there was not known.

Thousands fled the city with only what they could carry. Some pushed carts loaded with food and clothes.

Only a few persons returned to government jobs despite the orders of the millitary regime.

Sheikh Mujib, whose electoral success in December encouraged him to seek autonomy for East Pakistan, was reported under arrest.

His campaign, which could have ended in the secession of East Pakistan, appeared to have suffered a serious setback.

Resistance to the army was reported negligible. The people are obeying military orders to turn in weapons.

The Pakistan national flag is again flying from most government buildings. It had been replaced in the past 10 days by the green, red and yellow Bangla Desh- Bengali Nation-flag of independence.

In the old city, elderly men and women poked among the ruins of their homes. Army trucks and armoured cars patrolled the almost deserted streets. Cars were pasted with Pakistani flags toward of fire from army patrols. Bodies sprawled in the Streets. Shantytowns in the railroad had been burned down. The people appeared stunned. Many were bewildered by President Agha Mohammed Yahaya Khan's broadcast branding Sheikh Mujib and all supporters of the Awami League traitors.

The government went to extreme lengths to prevent a large contingent of foreign newsmen from witnessing the violences.

Thirty-five foreign correspondents were detained in the Intercontinental Hotel and only this photographer and a British correspendent evaded the army cordon.

At the Dacca airport troops frisked me and seized my film and notes. At Karachi, police forced me to strip, my luggage was searched and unexposed film was seized.

Source: *The Indonesian Observer,* 30 March 1971

৪.১৮ TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN
7,000 slaughtered: Homes burned
By Simon Dring in Bangkok,
Who was in Dacca during the fighting

"In the name of "God and a United Pakistan."

Dacca is today a crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, cold-blooded shelling by the Pakistan Army, as many as 7,000 people are dead, large areas have been levelled and East Pakistan's fight for independence has been brutally put to an end.

Despite claims by President Yahya Khan, head of the country's military government, that the situation is now calm tens of thousands of people are fleeing to the countryside, the city streets are almost deserted and the killings are still going on in other parts of the province.

But there is no doubt that troops supported by tanks control the towns and major population centres and that resistance is minimal and so far ineffective.

Even so people are still being shot at the slightest provocation, and buildings are still being indiscriminately destroyed.

And the military appears to be more determined each day to assert its control over the 73 million Bengalees in the East wing.

It is impossible accurately to assess what all this has so far cost in terms of innocent human lives. But reports beginning to filter in from the outlying areas, Chittagong, Comilla and Jessore put the figure, including Dacca, in the region of 15,000 dead.

Only the horror of the military action can be properly gauged the students dead in their beds, the butchs is in the markets killed behind their stalls, the women and children roasted alive in their houses, the Pakistanis of Hindu religion taken out and shot en masse, the bazaars and shopping areas razed by fire and the Pakistan flag that now flies ever every building in the capital.

Military casualties are not known but at least two soldiers have been wounded and one officer killed. The Bengali uprising seems to be well and truly over for the moment. Sheikh Mujibur Rahman was seen being taken away by the Army and nearly all the top members of his Awami League party have also been arrested.

Armoured attack

Leading Political activists have been taken in, others have been murdered and the office of two newspapers which supported the Sheikh's movement have been destroyed. But the first target as the tanks rolled into Dacca on the night of the 25th was the students.

An estimated three battalions of troops were used in the attack on Dacca one armoured, one artillery and one infantry. They started leaving the barracks shortly before 10 p.m.

By 11 p.m. firing had broken out and the people who had started hastily ercoting makeshift barricades overturned cars, tree stumps, furnitured, concrete piping became early casualties as the troops rolled into town.

Sheikh Mujib was telephoned and warned that something was hapening, but he refused to leave his house. "If I go into hiding they will burn the whole of Dacca to find me," he told an aide who escaped arrest.

200 students killed

The students were also warned but those who were still around later said that most thought they would only be arrested.

Led by American-supplied M24 World War 11 tanks, one column of troops sped to Dacca University shortly after midnight. Troops took over the British Council library and used it as a fire-base to shell nearby dormitory areas.

Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti government students' union, as shells slammed into the building and their rooms were sprayed with machine gun fire.

Two burnt out rooms, others were scattered outside and more floated in a nearby lake. An art student lay sprawled across his easel.

Seven teachers died in their quarters and a family of 12 were gunned down as they hid in an outhouse.

The military removed many of the bodies, but the 30 still there could never have accounted for all the blood in the corridors of Iqbal Hall.

At another hall the dead were buried by the soldiers in a hastily-dug mass grave and then bulldozed over by tanks.

People living near the university were caught in the fire too and 200 yards of shanty houses running alongside a railway line were destroyed.

Army patrols also razed a nearby market area, running down between the stalls, killing their owners as they slept. Two days later, when it was possible to get out and see all this, some of the men were still living as though asleep, their blankets pulled up over their shoulders.

In the same district the Dacca Medical College received direct bazookas fire and a mosque was badly damaged.

Police HQ attacked

As the university came under attack columns of troops moved in on the Rajarbag headquarters of the East Pakistan police on the other side of the city.

Tanks opened fire first and then the troops moved in and levelled the men's sleeping quarters, firing incendiary rounds into the building.

It was not known, even by people living opposite, how many died, but out of the 1,100 police based there, not many are believed to have escaped.

As this was going on other units had surrounded the Sheikh's house. When contacted shortly before 1 a.m. he said he was expecting an attack any minute and that he had sent everyone except his servants and a bodyguard away to safety.

A neighbour said that at 1.10 a.m. one tank, an armoured car and trucks loaded with troops drove down the street firing over the house.

"Sheikh, you should come down," an officer called out in English as they stopped outside.

Sheikh Rahman replied by stepping out on to his balcony and saying "Yes," I am ready but there is no need to fire all you need to have done was call me on the telephone and I would have come."

The officer then walked into the garden of the house and told the Sheikh: "You are arrested." He was taken away, along with three servants, an aide and his bodyguard who was badly beaten up when he started to insult the officer.

Documents taken

As he was driven off presumably to Army headquarters the soldiers moved into the house, took away all documents, smashed everything in sight, locked the garden gate, shot down the green, red and yellow "Bangladesh" (Free Bengal) flag and drove away.

By 2 a.m on the 26th fires were burning all over the city. Troops had occupied the university and surrounding areas and were busy killing off students still in hiding and replacing independence flagsen with Pakistani national standards.

There was still heavy shelling in some areas but the fighting was noticeably beginning to slacken. Opposite the Intercontinental Hotel, a pla-

toon of troops stormed the empty offices of Dacca's People newspaper, burning it down along with most houses in the area and killing alone night watchman.

Shortly before dawn most firing had stapped and as the sun came up an eerie silence settled over the city, deserted and completely dead except for the noise of the crowds and the occasional convoy of troops.

But the worst was yet to come. At midday, again without any warning, columns of troops poured into the old section of the city where more than a million people live in a sprawling maze of narrow, winding streets.

For the next 11 hours they proceeded systematically to devastate large areas of the old town where Sheikh Mujib had some of this strongest support among the people in Dacca.

English Road, French Road, Niar Bazaar, City Bazaar meaningless names but home to thousands of people were burnt to the ground.

"They suppenly addeared at the end of the street, said. One old man living in the French Road Niar Bazaar area. "Then they drove down it firing into all the houses."

The leading unit was followed by soldiers carrying cans of petrol. Those who tried to escape were shot. Those who stayed were burnt alive. About 700 men, women and children died there that day I midday and two o'clock.

The same was repeated in at least three other areas, all of them covering anything up to half an square mile or more.

As they left the soldiers took those dead they could away with them in trucks and moved on to their next larget. Police stations in the old town were also attacked.

"I am looking for my constables," a police inspector said on Saturday morning as he wandered through the ruins of one of the bazaars. "I have 240 in my district and so far have found only 30 of them all dead.

One of the biggest massacres of the entire operation in Dacca took place in the Hindu area of the old town. There the soldiers made the people come out of their houses and then just shot them in groups.

This area, too, was eventually razed.

The troops stayed on in the old city in force until about 11 p.m on the 26th, driving about with local Bengali informers.

The soldiers would fire a flare and the informer would point out the house of staunch Awami League supporters. The house would then be destroyed either with direct tank or recoilless rifle fire or with a can of petrol.

Meanwhile, troops of the East Bengal Regiment were being used in the suburbs to start moving out towards the industrial areas of the city Tongi

and Narayanganj-against centres of Leftist support for the Sheikh.

Firing continued in these areas until early on Sunday morning but the main bulk of the operation in the city was completed by the night of the 26th almost exactly 24 hours after it began.

One of the last targets was the Bengali language daily newspaper Ittefaq. Over 400 people had taken shelter in its offices when the fighting started.

At 4 o'clock on the afternoon of the 26th four tanks appeared in the road outside. By 4.30 p.m the building was an inferno. By Saturday morning only the charred remains of corpses were left.

As quickly as they appeared the troops disappeared off the streets. On Saturday morning the radio announced the curfew would be lifted from 7 a.m until 4 p.m

It then repeated the martial law regulations banning all political activity announcing Press censorship and ordering all government employees to report back for work and for all privately- owned weapons to be handed in. Magically the city returned to life and panic set in. By 10 army with pulls of black smoke still hanging over large areas of the old town and out in the distance towrads the industrial areas, the streets were packed with fleeing people.

Thousands flee.

By car, in rickshaws but mostly on foot carrying their possessions with them the people of Dacca were leaving. By midday they were on the move in their tens of thousands.

"Please give me a lift, I am an old man," "In the name of Allah help me," "Take my children with you," came the pleas.

Silent and unsmiling they passed and saw what the Army had done. It had been a through job, carefully planned and meticulously executed and they looked the other way and kept on walking.

Down near one of the markets a shot was heard. Within seconds 2,000 people were running, but it had only been someone going to join the queues already froming to hand in their weapons.

The Government offices remained almost empty. Most employees were leaving for their villages.

Those who were not fleeing wandered aimlessly around the smoking debris of what were once their homes, lifting the blackened, twisted sheets of corrugated iron used in most shanty areas as roofing materials to save what they could from the ashes.

Nearly every other car, if it was not taking people out into the countryside, was flying a Red Cross and convoying dead and wounded to the hospitals.

And in the middle of it all occasional convoys of troops would appear,

the soldiers peering unsmiling down the muzzles of their guns at the silent crowds,

On the Friday night as they pulled back to their barracks, they shouted "Narai Takbir," an Old Persian war cry meaning "we have won the war."

On Saturday when they spoke it was to shout "Pakistan Zindabad" "Long live Pakistan."

Most people took the hint. Before the curfew was reimposed the national flag of Pakistan, apart from patrol, was the hottest selling item on the market.

As if to protect their property in their absence, the last thing a family would do before they locked up their house would be to raise the flag.

At four o'clock the streets emptied again, the troops reappeared and silence fell once more over Dacca.

But firing broke out again almost immediately. "Anybody out to doors after from will be shot," the radio had announced.

A small boy running across the street outside the intercontinental two minutes after curfew was stopped, slapped four times in the face by an officer and taken away in a jeep.

Another unfortunate night-watchman this time at the Dacca Club left over bar from the colonial days, was shot when he went to shut the gate of the club.

A group of Hindi Pakistanis living around a temple in the middle of the racecourse were all killed, apparently for no reason at all except they were out in the open.

And refugees who came back into the city when they found roads leading out were blocked by the Army told how many had been killed as they tried to walk across country to avoid the troops.

Beyond those road blocks is more or less a no man's land, wheren the clearing operations are still going on. What is happening out there is anybody's guess except the Army's.

Many people took to the river to try to escape the crowds on the roads. But they run risk of being left stranded waiting for a boat when curfew fell.

Where one such group was sitting on Saturday afternoon, there were only bloodslains next morning.

"Traitors" Charge

Hardly anywhere was there evidence of organised resistance to the troops in Dacca or anywhere else in the province. Even the West Pakistani officers scoffed at the idea of anybody putting up a fight.

"These men," said one Punjabi lieutenant "could not kill us if they tried."

"Things are much better now," said another officer.

"Nobody can speak out or come out. If they do we will kill them. They have spoken enough. They are traitors and we are not. We are fighting in the name of God and a united Pakistan."

The operation apparently planned and led by Gen. Tikka Khan, the West Pakistani military governor of the East has succeeded in driving every last drop of resistance out of the people of Bengal.

Only the propaganda machine or the Indian Government is keeping the fight going apart from a Leftist underground group operating clandestine "Bangladesh" radio somewhere outside Dacca.

Even if time erases the scare that marks the end of the dream that the people of East Pakistan thought was democratically theres, it will take more than a generation before they live down the fear instilled in their minds by the tragic and horrifying massacres of last week.

If anything is to be salvaged from the ruins of Sheikh Mujib's movement, it is the realisation that the Army is not to be under estimated again and that for all the speech making of president Yahya; about the returning of power to the people, the regime did not really. Ever intned to abide by the results of any election fairly won or not.

Source: *The Daily Telegraph ,* 30 March 1971

৪.১৯ পাক-নাজি বাহিনীর সঙ্গে ঢাকায় মুক্তিফৌজের যুদ্ধে স্টালিনগ্রাদ রচনা
লক্ষ প্রাণ বলি চূড়ান্ত অত্যাচারের বিশ্ব রেকর্ড : মুক্তিফৌজ অগ্রগামী

আগরতলা ২৯ শে মার্চ: ঢাকার পথে পথে মরণপণ লড়াই করে মুক্তিবাহিনী বিজয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা রাষ্ট্রের স্টালিনগ্রাদে পরিণত হয়েছে। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে রক্তের স্রোত ঢাকার পথে পথে। কোণঠাসা অবস্থায় পাকবাহিনী ট্যাঙ্ক, বিমান ও আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করছে।

তারা বাংলার পবিত্র তীর্থপীঠ মুজিবরের ধানমণ্ডির বাসভবনটি কামান দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নিশ্চিহ্ন করেছে। ঢাকায় জনবসতি গুলিতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। একমাত্র ঢাকাতেই নিহতের সংখ্যা এক লক্ষের ওপর। কামানের মুখে ওরা সব উড়িয়ে দিয়েছে। কুমিল্লার হাসপাতাল থেকে আহতদের টেনে বের করে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করেছে। মা-বোনদের তারা নির্বিচারে পশুর মতো ব্যবহার করছে। বাংলাকে ওরা ধর্ষণ করছে। তবু বাংলার মুক্তিফৌজ এগিয়ে চলেছে চরম লক্ষ্যের দিকে। রাত দশটায় আকাশবাণী কলিকাতার সংবাদে সেই আকাঙ্ক্ষিত সংবাদটি এসেছে, ঢাকা বেতার কেন্দ্র হানাদার বাহিনীর কবলমুক্ত। আজ বিকেলের পর থেকেই ঢাকা বেতার কেন্দ্র স্তব্ধ। স্তব্ধ হবার আগে যন্ত্র সঙ্গীতের পর কোরান পাঠ- তারপর নিশ্চুপ।

ঢাকা বেতার কেন্দ্র স্তব্ধ হবার পর জনতার উল্লাসে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে।

ভারতীয় রাত সাড়ে দশটায় পাকবাহিনী মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কোন গোপন স্থান থেকে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা পরিচালিত করতে চেষ্টা করছে।

ফলে আকাশবাণীর সংবাদ স্বাধীন বাংলার সংবাদ ও ভুতুড়ে বেতার কেন্দ্রের সংবাদ অনেকের মনে বিভ্রান্তি আসতে পারে। কিন্তু ঢাকায় বিজয়ী মুক্তি ফৌজের অগ্রগতি রয়েছে। আমাদের সীমান্তসূত্র সংবাদ দিচ্ছে ঢাকার ৮০ ভাগ মুক্তিফৌজের দখলে।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ* ৩০ মার্চ ১৯৭১

৪.২০ ইত্তেফাক অফিসে আগুন ধ্বংস

স্বাধীন বাংলার অন্যতম মুখপত্র দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা ইয়াহিয়া সৈন্য বাহিনী গতকাল ট্যাঙ্কের গোলায় নষ্ট করে দিয়েছে। মরিয়া পাকবাহিনী এখন হাসপাতাল, পত্রিকা কলেজের ওপর আক্রমণ করছে।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৪.২১ HOW ARMY TANKS BLASTED A CITY
By Michel Laurent

Associated Press photographer Michel Laurent was in Dacca, the capital of East Pakistan, when the Pakistani army cracked down on the Bengali independence movement. Newsmen were confined to the hotel. But Laurent evaded the ban and toured devastated areas of the city before being finally deported with other newsmen over the weekend).

Dacca, East Pakistan (AP)- The Pakistani army attacked the Bengali independence movement in Dacca without warning Thursday night and took the people by surprise.

The army's American M24 tanks, artillery and infantry destroyed large parts of East Pakistan's largest city and provincial capital.

The chief targets were the university, the populous Old City where Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League were strongest, and the industrial areas on the outskirts of the city of 1.5 million people.

Perhaps 7000 persons were killed in the provincial capital alone.

Touring the still burning battle areas Saturday and yesterday, one found the burned bodies of some students still in their dormitory beds.

The tanks had made direct hits on the dormitories.

A mass grave had been hastily filled in at the Jagannath College (Jagannath Hall) 200 students were reported killed in Iqbal Hall. About 20 bodies were still on the ground and in the dormitories.

Troops reportedly fired bazookas into the medical College hospital but the casualty toll there was not known.

Thousands fled the city with only what they could carry. Some pushed carts loaded with food and clothes. Only a few persons returned to government jobs despite the orders of the military regime.

Source: *The New York Times,* 30 March 1971

৪.২২ U.S, USSR, INDIA SEEKING END TO E. PAKISTAN FIGHTING
DACCA UNDER ARMY CONTROL
New Delhi, March 30, (AP)
DACCA QUIET

A planeload of 60 Yugoslavs arrived here from Dacca Tuesday enroute back to Belgrade with the first eyewitness reports of the situation in the provincial capital since Sunday, when the last group of foreign correspondents was expelled.

The Yugoslavs representing families of engineers and technicians working in Dacca, said the army was in full control of the city and that there did not appear to be any resistance.

The streets are full of soldiers and the people are moving about,' said one technician. Some shops are closed, but many are open. There is food, but not like before.

A French tourist who flew out Dacca on the same plane said:

"The whole city is under army control now there are no signs of resistance in the city."

The evacuees did not have any reports on the situation in the rest of the province. United News of India said in a dispatch from the Indian border town of Krishnagar, 50 miles (80 km) North of Calcutta, that according to a message received from Awami League sources, Sheikh Mujib's wife and daughter have taken refuge in a foreign consulate in Dacca.

The message, according to the agency, said the consulate was from a country 'sympathetic to, the cause of the Bangla people' but did not dentify the country.

Other unconfirmed reports from across the border had said the Sheikh's Dacca residence was burned down by army troops Monday.

Source: *The Djakarta Times,* 31 March 1971

৪.২৩ ঢাকায় একটানা তিনদিন আগুন

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে স্বদেশের পথে একজন ফরাসীও এই সঙ্গে দিল্লি আসেন। তিনি বলেন, ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর আক্রমণের তারিখ থেকে একনাগাড়ে তিনদিন তিনি ঢাকা শহরে আগুন জ্বালাতে দেখেছেন।

সূত্র: *পিটিআই, ইউএনআই*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

৪.২৪ Dacca's Army of Death

Martin Adeney, eyewitness A BENGALI student who arrived back in London Yesterday after escaping from Dacca on Monday has allezed that the Pakistani Army had deliberately fired shanty slums and then shot down families as they ran out.

Mr. Shamsul Alam Chowdhury who is studying law 51 the inner Temple. Described the troops action genocide, "People are being butchered. It is worse than Hitler. He didn't kill the German people. In Dacca troops have been killing unarmed people intentionally.

Mr. Alam was staying with a friend in the residential quarter of Dacca called Dhanmondi not far from the house of Sheikh Mujibur Rahman when the army started its assault on the city last Thursday night. The next day he said the areas was indiscriminately machine gunned by posing seeps and that he and his friend were only protected by a folid was about the house. Next door a family fled leaving a servant boy aged about 12 who had been shot in the back of the head. "I asked if he was dead and then went in my night-clothes to the house. I found the floor covered with his blood and brought him in my arms back to the house where he died four hours last. My dressing gown is still stained with his blood."

When curfew was lifted he and his friend drove out in search of petrol one the way he claims to have seen many dead bodies in the streets. "Most were men, old men and young men. People who just happened to be on the streets or who lived in buts on the street. Other people at the petrol station told me of hundreds of bodies lying-in the streets; Some brought leaves to cover their faces.

On Monday morning he went by rickshaw to the chief student hostel. Iqbal hall which had been the target for army artillery fire. Inside he saw bodies of students still lying on their beds in night clothes. In one courtyard scavenging crows were pecking at a pile of rotting bodies.

He was told that the janitor had been found dead on arusstairs floor with one child clasped in his arms, and another gripping his hand the provost and Head Tutor had both been killed.

The Principal of Dacca college Dr. G. C. Dev had they said, been approached by soldiers who asked him why the bulding was flying a black flag. He said the students had been responsible. They replied " you did not control it", and shot him.

Mr. Alam said he had seen troops firing almaestly and killing women and children, A third of the staff at Dacca university were killed and students were lying dead on their beds one thousand East Pakistani police were dead- " Just butchered with sten guns," he said.

Outside the New market large modern shopping area he saw the huts of families burnt down.

Of side, asspparretly gunned down as they ran out, were the bodies of the quitters "Soldiers were rooming about stopping cars and asking people if they had guns." It was constant terror.

Mr. Alam claims that he was given a message by Sheikh Mujib on Wednesday "that if thins went the other way" he should get out and carry his appeal to the British public to come so their aid as they had done at the time of the cyclone.

" I have come out for three reasons. Because I thought I could not go back to my home in Chittagong. Because I am unarmed, otherwise would flag with anything had, And because I though I would do a better service outside if I could get out.

"This is not the end. It is the beginning. At first People were stunned at the size of the message. Now I am sure that each and every Bengali hates the Punjabi Military brute and will fight to the last."

Mr. Alam promised that he would help to take the matter to the united Nations. He plans to visit Mr. Heath "I would be failing in my duty I did not."

Source: *The Guardian,* 31 March 1971

৪.২৫ Govt. Troops and Liberation Army Engaged in Fierce Fighting
Chittagong on Fire
SEATO Rules out Intervention

Fierce fighting was reported Tuesday between east Pakistani troops and the Bengal Desh 'Liberation Army' for several key towns in East Pakistan, but the official Pakistan Radio in Karachi said the situation was generally calm and under control.

The reports, quoted by the Press Trust of India (PTI) said the "Liberation Army" had gained control of much of the capital Dacca, including the radio station.

Battle for Dacca Airport

According to All India Radio Tuesday, Pakistani troops and followers of breakaway East Pakistan leader Sheikh Mujibur Rahman were battling for control of Dacca airport.

But Pakistan Radio denied any fighting and said all was quiet in Dacca and other cities.

A broadcast by Radio Bangla Betar Kendra (Bengali radio station) claimed Sheikh Mujibur's men had captured the cities of Rangpur, Khulna

and the cantonments of Comilla and Jessore.

Radio Betar Kendra said big fires raged in the major East Pakistani port city of Chittagong Monday night after clashes between government troops and citizens left many dead.

The Japanese news agency Kyodo said the reports had been received from Japanese ships anchored at the port.

Dacca returns to normal?

Radio Pakistan said the curfew had been lifted for 12 hours in Dacca Monday and that life was returning to normal. Government offices, banks and some shops were open and no incidents had been reported.

The Radio admitted security forces were called out to suppress "armed miscreants" at the main port of Chittagong, but said suitable action had been taken.

According to All India Radio, paratroopers had been used for the first time. News Agencies said several areas in East Pakistan had been serially bombarded.

Evaquees' Report.

A group of 60 Yugoslavs, mostly women and children, who were evacuated from Dacca Tuesday, said the East Pakistan capital was mostly quiet although large numbers of soldiers were on the streets.

The group was brought out in a special Yogoslav plane which touched down briefly at New Delhi Airport Tuesday evening on its way back to Belgrade.

A Yugoslav Foreign Ministry official, Alexander Stanic, said it had been decided to evacuate the women and children, whose husbands work in Dacca as technicians, because of the situation.

"Things are certainly not normal there", he said, but did not elaborate.

Stanic flew from Belgrade on the Ilyushin 18 aircraft, during his brief stay in Dacca, he had seen not in control of the airport he said.

A few correspondents were allowed into the transit lounge at Delhi airport.

SEATO intervention ruled-out.

In Bangkok spokesman for the South East Treaty Organization Tuesday ruled out the possibility of a SEATO intervention in the East Pakistan conflict.

'SEATO' regards the present crisis in Pakistan as a purely internal matter the spokesman said in press interview.

He added that there were no indication that the current crisis would affect the status of Pakistan's membership in the organization.

The spokesman further said that one possible area of the conflict could affect the organization: since 1960, SEATO as operated the world's largest cholera research center in Dacca with a 800 man staff.

So far, there have been no reports that the center's activities have been disrupted, he added.

Source: *The Djakarta Times,* 1 April 1971.

৪.২৬ Political and Intellectual Leaders Being Wiped Out in War of Genocide

By Louis Heren

The Pakistan Army is alleged to have waged a war of genocide in East Pakistan. The objective is said to be the elimination of the political and intellectual leadership, and it might well have been achieved.

Old religious enmities are also said to have been revived. Thousands of Hindus are alleged to have been slaughtered by Muslim troops.

This and other charges were made in London yesterday by a young man who left Dacca earlier this week after spending the past two years there. For many reason his name cannot be revealed, but I know him to be a level-headed and responsible man.

He confirmed that Shaikh Mujibur Rahman, the East Bengal leader escaped the carnage, but 11 members of his bodyguard were killed.

The Shaikh was arrested by troops last Thursday, held in the Adamji school for two days, and then flown to West Pakistan. He is believed to be held in Multan.

According to this informant, a systematic pattern of physical and psychological destruction became apparent even during the first night of fighting on March 25. Soon after, it became clear that certain groups had been selected to be the victims of completely unrestrained brutality.

These included Awami League leaders, students (who are the most radical members of the League), professors and their families, and any Hindu who could be found.

The Army commanders had apparently concluded that the students were the nucleus of a future Bengali independence movement. The professors represented the East Pakistan intelligentsia, vital for the administration of a future independent Bengal.

The reason for killing the Awami League leaders was selfevident. As for the Hindus, my informant is convinced that the troops were led to believe that they were the malign force behind the secessionist movement.

No single observer could possibly have observed all that went on dur-

ing the five days of fighting, but what follows was actually seen.

At the University of Dacca, the residential dormitory Jangannath Hall was reserved for Hindu students. Tank tracks led to the wall of the compound, which had been blasted down.

Outside the building there was a fresh mass grave. Inside blood streamed from every room which had also been looted. There were bodies of six savagely-killed men in the servant's quarters nearby.

In ths apartments of the faculty staff, children were seen shot dead in their beds. The dead bodies of what appeared to be the entire family of a senior professor were found in another apartment.

Outside were seen the bodies of students still clutching lathis, or bamboo staves, in their hands. There were bloody footprints on the central staircase, and splotches of blood trickled down the outside wall of the building.

In two of the old city's largest bazaars, one entirely Hindu and the other predominantly so, the stench of dead and burning bodies was so overpowering that the survivors walked about with cloths over their noses. At least seven or eight bodies were seen in the rubble of ruined buildings and on refuse dumps.

In one House, my informant saw the still warm corpse of a man who had been shot to death minutes before. It was surrounded by his wailing wives.

This is what was actually seen. What follows is an account of what happened during the five days of the fighting. Parts of it are report received by the informant from friends before he left Dacca.

The Army moved in, in force, to occupy key points of the town shortly before midnight on March 25, President Yahya Khan had departed for Karachi only a few hours before, and the assumption was that the troops acted on his personal instructions.

According to official spokesmen, the Army had been warned of a plot to barricade all the approaches to the cantonment shortly after the President's departure. Barricades had certainly gone up throughout the city, and from midnight until noon the next day, Dacca echoed with the sounds of firing from heavy artillery, heavy machine-guns and other automatic weapons.

Throughout the night, there was the glare of large fires and tracer bullets.

By dawn, a large pall of smoke covered much of the city and drifted slowly northwards towards the wealthy suburb of Gulshan. Fires were also seen in the Bihari area, the scene of communal friction earlier in the month.

"Shoot to kill" curfew was imposed upon the city on March 26. Soldiers were seen firing with automatic weapons at the house of Colonel

Osmani, a retired Bengal Army officer.

Shooting and fires continued through the night, but less violently and the curfew was relaxed for five hours on Saturday March 27.

During a walk through the newer part of the city, destroyed barricades and squatters, huts were seen every-where.

In the older part of the city, near the police lines, there was complete destruction everywhere. It was understood that the only strong resistance to the Army took place here, with the help of policemen and troops of the East Pakistan Rifles. They were said to have been mas sacred for their temerity.

Refugees were already beginning to leave the city. Most of them carried only a small bundle of clothes.

The curfew was again lifted on Sunday to allow families to buy food but the New Market was almost completely destroyed.

At the Ramna racecourse, the two small villages and shrines of 'Hindu herdsmen were burnt and utterly destroyed. Many bodies were seen in the rubble, and the few remaining villagers were dazed and terrified.

The conclusion drawn was that East Pakistan would be without political and intellectual leadership for at least a decade, and perhaps a generation.

Source: *The Times (London)* 2 April 1971.

৪.২৭ Peaceful Condition Restored. Curfew in Dacca to be lifted. India Calls for End of Massacre

The official Pakistan radio as reported from New Delhi said Wednesday night that peaceful conditions have been restored throughout East Pakistan.

But the radio stated for the first time that a large number of people left the province because of "terror tactics of miscreant."

They had now approached the authorities for travelling facilities to return to the east.

The radio said half the shops were now open in Dacca, the water supply was satisfactory and electricity had been restored to most area. Chittagong was gradually returning to normal and port facilities were intact.

Old Dacca under Mujibor's Control?

Official sources in Delhi said the Sheikh Mujibur's supporters controled the old Dacca while the center of the city was still in the hands of the Pakistani Army.

The Pakistani Army was said to have used Russians and Chines made tanks in servral sectors.

Thirty five engineers of the “Libration Army” were reported to be repairing the Dacca radio station, damaged during its “recapture” two days ago.

Menwhile popular protests aganist Pakistan government's military action in its eastern wing contimed in various parts of India.

Curfew in Dacca to be Lifted

Martial law authorties announced curfew in Dacca will be lifted for twelve hours every day from six a.m to six p.m till further order.

Restrictions on assembly of five or more persons will however remain inforce upto April 15.

In addition to two major English dailies Pakistan Observer and Morning News two Bengali newspapers Dainik Pakistan and Purbo Desh have resumed publication.

Source: *The Djakarta Times* 2 April 1971.

৪.২৮ Liberation Army Controls Dacca. India Accused of Infiltrating Arms Socialists Interntional Appeal to U Thant

The Awami League claimed again Thursday they had complete control of Dacca, according to “Free Bengla” Radio monitoried in Assam close to the Border. The radio at one point said a battle was raging round Dacca airport.

The “Army of Liberation” also claimed they captured three civilian airports at Rangpur, Noahatta and Cox’s Bazar, near Chittagong.

Mujibur Escapes?

According to an officer of East Pakistan customs Awami League leader Sheikh Mujibur Rahman who is under arrest according to the Pakistan Government, had escaped an hour before troops came to arrest him in Dacca.

Though the East Bengalis were generally friendly to people coming across the border, they seemed edgy and looked with suspision at people who did not speak Bengali. Any non-Bengali speaking Moslems in the area and in the Indian border areas of West Bengal are immediately suspected.

At Bangaon, in West Bengal’s 24 Parganas district, a plainlooking village couple were beaten up Thursday morning by people claiming they were either spies or fleeing West Pakistanis from “Bangla Desh” the couple were later taken for interrogation by police.

Source: *The Djakarta Times,* 3 April. 1971

৪.২৯ ইত্তেফাক পত্রিকার চিফ রিপোর্টার নিহত

কৃষ্ণনগর, ২ এপ্রিল (ইউ এন আই)- আওয়ামী লীগ সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, গত বুধবার ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আওয়ামী লীগের সরকারি মুখপত্র ইত্তেফাকের চিফ রিপোর্টার তাহেরুদ্দিন ঠাকুরকে গুলি করে হত্যা করেছে। শ্রীঠাকুর জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত হলে বৈদেশিক সাংবাদিকদের কাছ থেকে ইতিপূর্বে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা গত ২৫ মার্চ ইত্তেফাক অফিসে আগুন লাগায়। ফলে সেখানে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারাও জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১

৪.৩০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিসীম ক্ষতি

নয়াদিল্লী ২ এপ্রিল (ইউএনআই)- গত ২৫ মার্চ মধ্য রাত্রিতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে যে হত্যালীলা চালিয়েছে তাতে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কম করে ৯ জন আকাদমিশিয়ান অ্যাকাডেমিশিয়ান আছেন। এখানে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে মৃতদের মধ্যে আছেন:

১। ড. হবিবুল্লা (এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রধান), ২। ড. জিনত আলী (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান), ৩। ড. সারওয়ার মুরশিদ (ইংরেজি বিভাগের প্রধান), ৪। ড. কবীর চৌধুরী (বাংলা আকাদমীর ডিরেক্টর), ৫। ড. হানিরুদ্দিন (ভুল নাম, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান)। ইতিপূর্বে জানা গিয়েছিল যে, দর্শন বিভাগের প্রধান ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, রাষ্ট্র বিভাগের প্রধান ড. মুজফফর আমেদ চৌধুরী (ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী), ড. এ, রসিদ ও ড. এ, সারফকেও (সরাফত আলী) হত্যা করা হয়েছে।

জিন্নাহ, ইকবাল হক, রোকেয়া হক ও জগন্নাথ হলে ছাত্র হোস্টেলগুলি মেশিনগান দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং এতে বহু ছাত্র নিহত হয়েছেন বলে জানা গেল।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১

৪.৩১ PAKISTAN IS EXTERMINATING THE BENGALIS

By John E. Woodruff

Less than four months ago, the West Pakistan Army said it could not send soldiers and helicopters to East Bengal to save survivors of the cyclone that took hundreds of thousands of lives in the mouth of the Ganges. If troops and helicopters were moved from West Pakistan, India might attack, the Army said. By the time the Army Statement was issued, India was increasing its offers of relief aid for the cyclone victims.

Today, that same West Pakistan Army shows every sign of being prepared to send its last soldier to more populous East Bengal, if necessary, in an all-out effort to shoot to death the results of last December’s elections.

No room remains for doubt as to the Punjabi-dominated Army’s determination to go the whole distance.

For the only justification that could ever emerge for the grisly scenes

of a week ago Thursday and Friday would be a total victory of bullets over the non-violent attempts of the Bengalis to put in power the men they had elected in polling sanctioned by the Army.

Newsmen Toured Carnage

Correspondents interned last week at the plush Dacca Intercontinental Hotel could see only fragments of what was talking place outside a few soldiers shooting into civillian buildings, a machine-gun opening up on a dozen empty handed youths, the Army setting fire to civilian business places.

But two European newsmen evaded the Army and stayed behind a few extra days and they managed to tour some of the carnage before they were found out and expelled.

Their reports have confirmed the worst fears of those who were only able to surmise the meaning of cannon reports and prolonged bursts of machinegun and automatic-rifle fire coming from the new campus of Dacca University, where two burning buildings lighted the sky for hours with their flames.

Slum Residents Killed

Hundreds of students were burned up in their beds and hundreds more were buried in a mass grave, according to reports filed by the two newsmen who said they toured the scene.

They also confirmed previous reliable diplomatic reports that large stretches of bamboo slums were surrounded and set a fire, their residents shot when they tried to flee.

The only bond between West Pakistan and East Bengal other than the West Pakistan Army itself is the Muslim faith, for which the divided country was created as a haven against Hindu-Muslim religious murders when India was partitioned.

Even today, the Army exercises its authority in the name of "the Islamic state of Pakistan". Yet burning a human being, alive or dead, is unequivocally forbidden by the Mohammedan faith. It is also a favourite crime charged to Hindus by West Pakistani Muslims.

Such attacks upon fellow Muslims in the name of an Islamic state can be vindicated; even in the eyes of other Mohammedan countries from which West Pakistan is apparently already seeking aid, only by a total military victory. And any military victory will require growing, not diminishing, bloodshed as the Bengalis unified to a man for the first time in decades struggle to resist.

Clues as to how coolly the West Pakistanis had calculated their plan to shoot and burn the Bengalis into submission are provided by the personal actions of some West Pakistani politicians at the Hotel Intercontinental on the night the holocaust started.

Source: *The Baltimore Sun,* 4 April 1971

৪.৩২ DACCA IS CITY OF MASS GRAVES

SINGAPRORE (AFP) - A British housewife flown out of East Pakistan Friday arrived here describing Dacca as City of mass graves.

She was among some 100 evacuees-40 British nationals, smaller groups of Canadians, Australians, New Zealanders an Swedes and two Dutchmen airlifted from Dacca aboard a British Royal Air Force Hercules transport.

All had films, notebooks or other documents confiscated by Pakistan authorities before they boarded the plane, and most refused to talk with newsmen here for fear of reprisals against relatives remaining in East Pakistan.

One British woman, however, disregarding warnings from RAF officer to keep silent, declared; "I saw mass graves on both sides of the road as we were driven to the airport."

"She told of seeing 'decomposed bodies strewn all over the streets in Dacca and on they way to the airport, mostly women and children."

"It is horrible" the woman said, she asserted that she asked a Pakistani Air Force officer at the airport why children had to be massacred and was told it was "better to kill, them" because "otherwise they will grow up into anti Pakistanis."

A Canadian man, who also refused to be named, said Dacca was "quiet as a graveyard." The silence was broken only by "occasional gunfire" or by "the rumbling, of tanks of the streets and the drone of low-flying military aircraft."

The evacuees were professional men or their families for the most part. Many arrived here in pyjamas, saying they had received only a few minutes notice before leaving. More evacuees were expected to arrive Saturday and Sunday.

Friday's arrivals indicated that the army controlled Dacca, though trouble continued in the outskirts and country. They said they had been confined to their house for several days prior to departure.

Source: *Mainichi Daily News (Tokyo),* 4 April 1971.

৪.৩৩ PAKISTAN: TOPPLING OVER THE BRINK

In Dacca, army tanks and truckloads of troops with fixed bayonets came clattering out of their suburban base, shouting "Victory to Allah," and "Victory to Pakistan." TIME correspondent Dan Coggin, who, along with

other newsmen, was subsequently expelled from Pakistan reported: “Before long, howitzer, tank, artillery and rocket blasts rocked half a dozen scattered sections of Dacca. Tracers arched over the darkened city. The star am chatter of automatic weapons was punctuated with grenade explosions, and tall columns of black smoke lowered over the city. In the night came the occasional cry of ‘Joi Bangla (Victory to Bengal)’, followed by a burst of machinegun fire.”

The army ordered a strict 24-hour curfew in Dacca, with violators shot on sight. But soon the Free Bengal Revolutionary Radio Centre, probably somewhere in Chittagong crackled into life. Over the clandestine station, Mujib proclaimed the creation of the “sovereign, independent Bengali nation,” and called on its people to “resist the enemy forces at all costs in every corner of Bangladesh.” The defiant words, however, lacked military substance. At 1.30 a.m the following day, soldiers seized the Sheikh in his home. Meanwhile, scattered dotting broke out West Pakistan to protest the prospect of prolonged military rule.

The rupture in Pakistan stemmed from the countrys’ first experiment with true democracy. After it was founded in 1947, Pakistan was ruled on the basis of a hand-picked electorate; Martial Law was imposed after an outbreak of rioting in 1969. During those years, Pakistan was divided by more than geography. Physically and psychologically the 58 million tall light skinned people of the West identified with the Islamic unity and integrity. There are, of course, valid arguments for keeping a nation united; it usually makes economic, diplomatic and military sense. But the enmity between Pakistan's two wings, separated by more than 1,000 miles of Indian territory, had become so virulent as to reduce such notions of unity to mere fiction.

Terror

When the army decided to strike, it attacked without warning. Truckloads of troops spread out through Dacca under the cover of darkness with orders to use maximum force to stamp out all resistance. Houses were machine gunned at random; tanks firing on the apparent whim of there commanders, clanged through the streets. It was a blatant exercise in terror and vengeance. There can never be any excuse for the son of firepower we saw and heard being directed against unarmed civilians. There can be no excuse for the merciless burning of the shanty homes of some of the world's most impoverished people.

And we had already seen too much to suit the Pakistani Army. “You must pack and be ready to go in a half hour” Major Saddiq [Siddiq], the army’s uninformative Public Relations Officer, told all the foreign correspondents in Dacca. “Are we being expelled?” I asked, “I would not use that

words”, he replied “But you are all leaving.”

Two hours later, we were herded into four army trucks and taken under guard to Dacca's airport, where we were searched and most of our notes and films confiscated. A Pakistan civilian jetliner flew us to Karachi in West Pakistan, where we were searched again. My type-writer and radio were dismantled and two rolls of film I had hidden in the radio's battery compartment were seized. I was then taken into another room, and stripped and a packet of film that I was carrying in my underwear was taken. “You will have only your memory left”, a police official chortled cheerfully.

Source: *The Times,* 5 April 1971.

৪.৩৪ MASSACRE OF INTELLECTUALS
Narayan Chaudhury

The marauding forces of Yahya Khan let loose on Bangladesh have razad the Dacca University to the ground. It is said that the Rajshahi University also has shared the same fate at the bands of Pakistan borders.

The grim story of destruction of the Dacca University does not end with the demolition of the buildings including total complex of class rooms, laboratories libraries, students’ halls, staff quarters etc., situated inside the campus of the University, side by side with the wartors ravages of this beautiful seat of learning is also reported the almost unbelievable but nevertheless true story of the butchery of about fifty professors who taught in this premier university. These professors, among whom there are some top intellectuals of East Bengal, are believed to have fallen to the bullets or mortar fire of barbarous ememy.

To those who have seen the Dacca University with its imposing structures and sprawling green lawns spread over a vast area of Ramna and its adjacent neighbourhoods the news of its having been destroyed by West Pakistani army action itself must have appeared an inconsolable loss. The loss is rendered many more times unberable when we hear of the massacre of some of the most distinguished academicians of the university along with its physical ruination. We are shocked beyond measure at the exhibition of this uncalled for savagery by the Pakistani Army.

Source: *Amrita Bazar Patrika*, 10 April 1971

৪.৩৫ DACCA SHOOTING GOES ON

The Pakistan army, two weeks after its massacre began in East Bengal and crushed resistance in Dacca is still systematically searching areas of the city, carrying out arrest, shooting, looting, and setting fire to buildings.

Food supplies have almost run out apart from a few vegetables grown within the city boundaries; most areas are without electricity and water, and all commercial and government vehicles have been commandeered by the military.

The information comes from reliable witnesses who left Dacca this week, one of them reports that on Thursday morning, 13 days after the army first moved in, heavy smoke from new fires was rising over the old city.

The omnipresent Army is carrying out the normal duties of the police, many of whom have been killed. The army gives all its instructions of the streets in Urdu-the language of West Pakistan which few Bengalis speak.

A full week after the army's action early in the morning of April 2 or 3, a brutal assault took place on the satellite township of Ginjira, largely a collection of tin shacks which lies across a river from Dacca University to which many university staff and students had fled.

According to one man who reached London, two or three aircrafts were used in the attack and people, including his relations, were machine gunned by troops.

Among those know to have by died is Tofail Ahmed, the former student leader who has been given much of the credit for toppling president Ayub Khan. He was elected as an Awami League member of the National Assembly in December and had been used as a moderating go between for the League and the Students League.

A reliable witness, himself being sought by the army, told me that every night areas are systematically cordoned of and searched. Some people are shot or taken away and some homes are set on fire and looted by troops and West Pakistani.

One area not yet given this treatment is the middle class Dhanmondi suburb and little had happened at Gulshan, another residential area close by.

Source: *The Guardian,* 10 April 1971.

৪.৩৬ পাক সৈন্যের সপ্তাহব্যাপী দৃষ্টান্তহীন নির্বিচার গণহত্যা ঢাকা প্রত্যাগত ছাত্র নেতার রোমহর্ষক বিবরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১০ এপ্রিল: ঢাকায় ইয়াহিয়া ফৌজ ২৪ মার্চ (২৫ মার্চ) থেকে সপ্তাহব্যাপী যে নির্বিচার হত্যা চালিয়েছে, হিটলারি গণহত্যা ছাড়া তার আর কোনও তুলনা মেলা ভার। সীমান্তের ওপারে ঢাকা ছেড়ে আসা ছাত্রলীগের সম্পাদক শ্রী শাজাহান সিরাজের কাছ থেকে ইয়াহিয়া ফৌজের ওই গণহত্যার বিবরণ পাওয়া গেল। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ইয়াহিয়া ফৌজ মানুষ মারার আনন্দেই মানুষ খুন করেছে। কারণ একটিই, তারা বাংলাদেশের মানুষ।

২৫ মার্চ সন্ধ্যার পরেই খবর আসছিল যে ইয়াহিয়া ফৌজ হামলা চালাতে পারে। শাজাহান সিরাজ জানান রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ হাইকোর্টের কাছে তিনি প্রথম ৪-৫ টি সাঁজোয়া গাড়ী দেখতে পান। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ৪০-৫০টি লরি ভর্তি সৈন্য পুরান ঢাকা শহরে এসে জড়ো হয় এবং রাত ১২টা নাগাদ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে তারা হামলা করে। পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়। তখন ট্যাঙ্ক এনে পুলিশ লাইনের উপরে গোলাবর্ষণ করা হয়। প্রায় ২০০ পুলিশ সেখানে মারা যায়। এরপর একের পর এক থানায় গিয়ে পুলিশদের দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়। একই সঙ্গে সব ক'টি দমকল কেন্দ্রে গিয়ে দমকল কর্মীদেরও গুলি করে মারা হয়। উদ্দেশ্য-এর পর তারা যে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করবে, তা নিভানোর জন্য যাতে দমকলকর্মী না থাকেন। রাত ২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সদরঘাট টার্মিনালে সেনাবাহিনী নির্বিচারে একটানা গুলিবর্ষণ করে। এই রাতেই কত মানুষ যে মারা গিয়েছে, তার কোনও হিসাব জানা নেই।

২৬ মার্চ ভোর হতেই সাধারণ মানুষ ট্রাক, বাস, ঠেলাগাড়ি, রিক্সা করে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলি মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে এনে জড়ো করতে থাকে। সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে এক হাজারেরও বেশি মৃতদেহ জড়ো হয়। তার মধ্যে প্রায় ২০০ দমকল কর্মীর মৃতদেহও ছিল। এই সময়ে হঠাৎ ইয়াহিয়া বাহিনীর কিছু সৈন্য এসে চারপাশ ঘিরে বাইরে থেকে কোনও মৃতদেহ নিয়ে আসা বা সেখান থেকে কোনও মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ মিলিটারি আবার শহরের সমস্ত রাস্তায় নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। কোনও মৃত ব্যক্তির দেহ তুলে নেবার জন্য কেউ রাস্তায় এগিয়ে এলে তাকেও গুলি করে মারা হয়। পুরান ঢাকার প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে এইভাবে ৫০-৬০ জনের মৃতদেহ জমে ওঠে।

ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া ফৌজ ইকবাল হল (জহুরুল হক হল) এর প্রতিটি ঘরে ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করে। জগন্নাথ হলটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। ঐ হলে যে সব ছাত্র ছিলেন, তাদের একজনও বাঁচেন নি। সেখানকার প্রোভোস্ট, ডিন ড. সাহাবুদ্দীন [সঠিক নাম নয়] প্রমুখ এবং তাদের পাশাপাশি সব বাড়ির সমস্ত মানুষকে সৈন্যরা হত্যা করে। ইকবাল হলের কাছে যে স্টাফ কোয়ার্টার আছে সেখানে প্রতিটি কোয়ার্টারে ঢুকে কোথাও বা শুধু অধ্যাপকদের কোথাও কোথাও বা বাড়ির সকলকে হত্যা করে। ড. ইউনুস আলি (সঠিক নাম নয়), ড. জি, সি, দেব, ড. শরিফ (সঠিক নাম নয়) প্রমুখ এইভাবে নিহত হন।

ইকবাল হল সংলগ্ন দুটি বস্তি এলাকা, সেখানে প্রায় ৫০ হাজার গরিব মানুষের বাস-সেখানে সৈন্যরা দু'দিক দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আতঙ্কিত মানুষ আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বস্তির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মেশিনগান চালিয়ে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে তাদের মেরে ফেলা হয়। তেজগাঁও বস্তি এলাকা ও শ্রমিক এলাকাগুলি এভাবেই নিঃশেষ করা হয়। সারা রাত ধরে অগ্নিসংযোগ আর নরহত্যা চলতে থাকে।

পরদিন, ২৭ মার্চ সকালে অবস্থা মোটামুটি শান্ত থাকে। এই সময়ে হাজার হাজার আতঙ্কিত মানুষ বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরায় চলে যেতে থাকে। বেলা ১২টা নাগাদ হঠাৎ মিলিটারি সদরঘাট টার্মিনাল এসে সেই ত্রস্ত মানুষগুলির ওপর আধঘণ্টা ধরে গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হতাহত করে।

এরই পাশাপাশি, 'ওল্ড টাউনের' বড়ো বড়ো দোকানগুলির তালা ভেঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাওয়া লোকদের বন্দুক দেখিয়ে বাধ্য করে দোকান লুট করতে এবং সেই "লুট" এর ছবি তুলে রাখা হয়।

এদিন রাতে শাঁখারি পট্টিতেও মিলিটারি আগুন লাগিয়ে দেয়া ঘর থেকে বার হয়ে আসা মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলে। এদিন শেষরাতে মিটফোর্ড হাসপাতাল খালি করে দেবার জন্য নির্দেশ দেয়- ইয়াহিয়া সৈন্যদের আস্তানা গড়ার জন্য।

২৮ তারিখ নদীর পাড় থেকে হঠাৎ মিলিটারি সরে যায়। এই সময় আক্ষরিকভাবেই ঢাকা শহর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা থেকে গ্রামের দিকে চলে যান। গ্রামবাসীও অকৃপণ সহৃদয়তায় খাদ্য, দুধ প্রভৃতি নিয়ে এগিয়ে আসেন সেই সব ত্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য।

২৯ মার্চ মিলিটারি তালিকা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির খোঁজ করতে শুরু করে এবং রাতে বিভিন্ন বাড়ি থেকে মহিলাদের তারা জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

৩১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় এই অবস্থা চলে। ১ এপ্রিল সন্ধ্যার পর মিলিটারি হঠাৎ নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে হানা দেয়। ভোর বেলা শুরু হয় গুলি-গোলাবর্ষণ। নদীর ধারের বহু বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। হাজার হাজার মানুষ দৌড়ে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর গিয়ে গ্রামে আশ্রয় নেন। এই পলায়মান মানুষের উপরে মিলিটারি গুলি চালায়। সিরাজ বললেন, এখানে কত হাজার মানুষ যে মরেছে বলতে পারবো না। মাঠের যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি মানুষ পড়ে রয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ;* ১১ এপ্রিল ১৯৭১

৪.৩৭ PAKISTAN: ROUND 1 TO THE WEST

"There is no doubt" said a foreign diplomat in East Pakistan last Week, "that the word massacre applies to the situation". Said another Western official: "It's a veritable bloodbath. The troops have been utterly merciless."

As Round of Pakistan's bitter civil war ended last week, the winner predictably was the tough West Pakistan army, which has a powerful force of 80,000 Punjabi and Pathan soldiers on duty in rebellious East Pakistan. Reports coming out of the East via diplomats, frightened refugees and clandestine broadcasts varied wildly. Estimates of the total dead ran as high as 300,000. A figure of 10,000 to 15,000 is accepted by several Western governments, but no one can be sure of anything except that untold thousands perished.

Mass Graves

Opposed only by bands of Bengali peasants armed with stones and bamboo sticks, tanks rolled through Dacca, the East's capital, blowing houses to bits. At the University, soldiers slaughtered students inside the British Council building. "'It was like Chengis Khan," said a shocked Western official who witnessed the scene. Near Dacca's marketplace, Urdu-speaking government

soldiers ordered Bengali-speaking townspeople to surrender, and then gunned them down when they failed to comply. Bodies lay in mass graves at the University, in the old city, and near the municipal dump.

Source: *Time Magazine,* 12 April 1971

৪.৩৮ Pakistan: Death of an Ideal
The Awakening of a People

Early last month, when riots erupted in East Pakistan, Newsweek correspondent Loren Jenkins flew to Dacca to cover the Bengali struggle for national autonomy. When civil war flared up and the Pakistani Army put the region under total censorship, Jenkins, along with all other foreign newsmen, was expelled from the country. On his return to Beirut last week, Jenkins filed this personal report on East Pakistan's tragic ordeal:

He stood under a hot noon sun, beads of sweat clinging to his forehead around the edge of his slicked-back greyhair. His eyes were red from faligue, but his face glowed with pride and hope. Only minutes before, a mob of students from the Dacca Medical School had swirled through the green iron gates into the garden of his modest home in the Dacca suburb of Dhanmondi. The impassioned young people shouted "Joi Bangla". ("Victory to Bengal") to demonstrate their support for Sheikh Mujibur Rahman, 51-year old leader of East Pakistan's 75 million people. His spirits soaring, Mujib (as he is called by everyone in East Pakistan) turned to our group of foreign correspondents in his garden and spoke with excitement: "My people are united, they cannot be stopped. Do you think machine guns can really extinguish the spirit and the soul of my people?"

Only 36 hours after Mujib uttered those words, Pakistan's army dominated by the Punjabis of West Pakistan, suddenly weighed in with its own ruthless answer, with bloody and sometimes indiscriminate use of its massive firepower the army won the first round. And with Mujib's fate in doubt (he was variously reported to be under army arrest or safe in hiding), East Pakistan's brief fighting for independence was smashed for the moment at least. But the memory of that experience, the amazing unity of purpose that it forged among Bengalis will linger on, growing apace with the bitter resentment that must inevitably flow from the federal army's outright occupation of East Pakistan. For last month in Bangladesh the "Bengal Nation" as Mujib's supporters renamed East Pakistan, there occurred a strange and powerful awakening of a people who have been exploited, reviled, humiliated and cheated by the Punjabi minority since Pakistan was founded more

than 23 years ago.

In a sense, credit for this awakening must go to President Mohammad Yahya Khan, who forced the showdown by cancelling last month's scheduled opening of the newly elected National Assembly, in which Mujib's Awami League had won a majority. Seeing Yahya's sudden action as yet another Punjabi maneuver to deny East Pakistan's aspirations for greater autonomy, Bengali nationalists clashed with federal troops in the trappings of an independent state. Overnight, the green and white flag of Pakistan seemed to disappear in Dacca, in its place rose a new Bengali flag, designed by Dacca University students, a bottle green banner bearing a red circle and within the circle a yellow map of East Pakistan.

Terror

When the army decide to strike, it attacked without warning. Truckloads of troops spread out through Dacca under the cover of darkness with orders to use maximum force to stamp out all resistance. Houses were machingunned at random tanks firing on the apparent. Whim of their commanders, clanged through the streets. It was a blatant exercise in terror and vengeance. There can never be any excuse for the sort of firepower we saw and heard being directed against unarmed civilians. There can be no excuse for the merciless burning of the shanty homes of some of the world's most impoverished people.

And we had already seen too much to suit the Pakistani Army "You must pack and be ready to go in a half hour" Major Siddiq, the army's uninformative Public Relations Officer, told all the foreign correspondents in Dacca", "Are we being expelled?" I asked, "I would not use that words", he replied. "But you are all leaving."

Two hours later, we were herded into four army trucks and taken under guard to Dacca's airport, where we were searched and most of our notes and films confiscated. A Pakistan civilian jetliner flew us to Karachi in West Pakistan, where we were searched again. My type-writer and radio were dismantled and two rolls of film I had hidden in the radio's battery compartment were seized. I was then taken into another room and stripped and a packet of film that I was carrying in my underwear was taken. "You will have only your memory left", a police official chortled cheerfully.

Source: *News Week*, 12 April 1971

৪.৩৯ THOUSANDS STILL FLEEING FRIGHTENED DACCA
From Dennis Neeld

Dacca, April 11. A forest of green and white Pakistani national flags flutters today over this cowed and submissive city. The flags of Bangladesh, the

independent state 75 million Bengalis aspired to set up in the eastern wing of Pakistan, have been hauled down or burned. To display one now would risk summary execution.

President Yahya Khan's troops patrol the city in jeeps and commandeered trucks, their rifles and sub-machineguns at the ready. In the teeming working class districts they roam through a black wilderness of ashes and charred bamboo stumps. The huts burnt like matchwood when the army stormed in to crush the secessionist movement of Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Awami League, on the night of March 25.

Diplomats in Dacca estimate that up to 6,000 people were killed in a well-prepared assault. The crack of rifles shots still punctuates the night as troops round up Awami League officials, intellectuals and other prominent Bengalis. "This is Gestapo rule", one western diplomat commented. "The army has committed mass murder."

While the army turns a blind eye, looting by non-Bengalis from West Pakistan is common place. Thousands of families are still fleeing the city to return to their native villages.

Dacca University remains closed. Student dormitories are strewn with the litter of violence and pocked with bullet holes. Neutral observers estimate that between 300 and 500 students were shot and killed when they attempted to resist the army's takeover of the city.

Eyewitnesses claim that many were lined up against a wall and mown down by machineguns. At least eight prominent faculty professors were shot and killed.

The East Pakistan police have been disarmed, as have survivors of the East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles who led the resistance. Family are held prisoner.

Dacca is clamped under a 9 p.m to 5 a.m *curfew*. To avoid the attention of foraging troops and gangs of non-Bengali looters, many families sit at home at night with their house lights extinguished.

Most senior civil servants are back at their desks although many of their employees have stayed away from work. Shops have reopened and essential services are functioning almost normally.

Troops from West Pakistan continue to pour in by air to step operations against areas of the country still held by the secessionists.

About 10,000 are believed to have arrived since President Yahya Khan's attempt to keep his country intact. It brings their strength to an estimated 35000. Previous reports that there were some 70,000. West Pakistani troops in the province are regarded as exaggerated.

Street sellers are doing a roaring trade in Pakistani national flags, the

symbol here of surrender. “No one speaks above a whisper of Bangladesh. We have put up Pakistani flag only for fear of the gun” said our Bengali farmer “Bir Bangladesh is still in our hearts.”

Source: *The Times,* 13 April 1971

8.80 WITNESS TO A MASSACRE IN EAST PAKISTAN
An account of three-day of carnage at Dacca University Peter Hazlehurst

An Account of Three Days of Carnage at Dacca University A student who survived the three days of carnage at Dacca University last month has given an eyewitness account of how the West Pakistani Army systematically shot down students and lecturers who were trapped in the encircled dormitories.

“I jumped out of the dormitory window and hid in the top of the tree for the night,” he told a science lecturer at Notre Dame College, Dacca, who has now sought asylum in Calcutta.

“The firing continued. In the morning there was a lull and I saw some Pakistani soldiers giving orders to the terrified bearers. After a while I saw the bearer dragging the bodies of students and lecturers towards the football ground.

“They were ordered to dig a huge grave. The Pakistani soldiers told the eight or nine bearers to sit down. After a while they were ordered to stand and line up near the grave. The guns fired again and they fell next to the bodies of my friends.”

Yet, contrary to previous reports, the dormitories of the Jagannath Hall and the Iqbal Hall, the centres of student political activity and the Army’s main target of attack, were almost, deserted. The Army had sent in almost 1,000 men with machineguns, artillery and mortars to attack the estimated 600 students in the two halls. But most of the students had returned home and not more than 40-terrified students and the academic staff were trapped in the two halls by the military on the night of March 25 when the Army moved into Dacca University. Countless numbers of students from adjoining colleges are also reported to be dead.

The science lecturer starts his story on the night of March 25 when it became evident that the talks between President Yahya Khan and political leaders in East Pakistan had broken down.

“At about 11.30 p.m. the sounds of heavy firing woke us. We heard Army trucks racing towards the university about a mile away. At first I heard heavy firing of light arms and artillery coming from the university but later it seemed to spread all over the city. We lay down on the floor and at about

three o’clock we heard a mobile loudspeaker van passing through the streets announcing that curfew had been imposed. The firing continued throughout the night but the intensity dropped during the morning.

“In the morning the Army announced over Radio Pakistan that martial law had been reimposed. The firing continued throughout the day and we stayed in the house. In the afternoon we heard sporadic firing and saw a huge column of smoke rising above the university.”

“Shortly after eight o’clock on Friday night the firing intensified all over the city. We did not know what was happening but a little later we heard All India Radio announce that civil war; had broken out.

“Jet planes whizzed over the city and we heard the clatter of machineguns and cannons from all pans of the city. Firing continued throughout the night and the next morning (Saturday) Radio Pakistan came on the air briefly to announce that the curfew had been lifted for seven hours.”

“We left the house and ran towards Mirpur Road. In the distance I saw some soldiers on top of the Kalabagan Girls’ High School. We set off towards Sheikh Mujib’s house. On the way we were told that Bacchu, a good student footballer, who was one Mujibur Rahman’s bodyguards, was dead. We went to see his body at his house. When we approached Mujib’s house we saw that it was surrounded by Army troops and we turned back.”

“We turned towards the university full of foreboding. As we passed the science laboratory on the way to New Market I saw the body of a man who was presumably the Imam laying on the doors of a nearby Mosque. As we approached New Market, trucks of soldiers with machineguns trained on the people passed down the road.”

“At the market itself we saw burnt out shops and huts of the shopkeepers. There were many charred bodies lying in the ruins. We also saw some bodies of pavement dwellers who had apparently been shot in their sleep.”

“We turned off towards Iqbal Hall on the university grounds and saw many dead bodies in the nearby colony of rickshaw pullers and newspaper vendors. I rushed straight towards Jagannath Hall (the headquarters of the East Pakistan Students’ Union) which had been the main target of attack. A passing student told me that Dr. Gobinda Chandra Deb, head of the department of philosophy had been killed.”

“I saw many bodies of the colony of poor washermen attached to the university. Women were weeping over bodies of children. I saw tank tracks leading up to the hostel. As we passed the football ground I was shown a communal grave covered with fresh earth. We ran on to Jagannath Hall. I saw the body of the gatekeeper, Dukki Ram, lying at the entrance. Portions

of the northern hall had been blown away. It was a bloodbath inside. They had dragged bodies of students outside and trails of blood led us to the dormitories. A blood spattered mosquito net in the one dormitory was still burning; parts of the roof had been blown away. I met a friend who had survived the attack. He told me that he had jumped out of a window when the Army had fired on the hall with cannons and machineguns."

The student managed to climb up the tree and conceal himself in the foliage. He told the science lecturer that about 35 students were asleep in Jagannath Hall when the army attacked. From his hiding place in the tree top he saw bodies of his friends being dragged to a communal grave by university servants who were then lined up and shot.

The lecturer continued: "We saw that the canteen and the servants quarters had been burnt down. There were pools of blood everywhere. We went down to the compound surrounding the hall. There is a bachelor teacher's residential quarters. We found Mr. Anadwaipayan Bhattacharya, a lecturer in applied physics, lying dead. The door to the home of Dr. Chandra Debs was locked and a pool of dry blood covered the doorstep."

"We heard that Dr. Abdur Rezzak, reader in political science, and Dr. Juottrmoy Guha Thakurta, reader in English, had been killed. There was no sign of them but we found pools of blood-outside their flat (the lecturer said that he had eventually found, Dr. Thakurta in the Dacca Medical Hospital. Dr. Thakurta had been shot through the neck and was paralysed. My informant says he died a few days later)."

"We ran to Salimullah Hall and the Iqbal Hall (headquarters of the students wing of the Awami League). The walls looked like a sieve. We were mid that there were many casualties. Someone warned us that the curfew was to be reimposed and we made our way home. On the way we saw that the front of the Dacca Medical College had been shelled."

On the Sunday, the lecturer and other friends began to search hospital wards for survivors. A wounded student who had been shot through the neck at Jagannath Hall said that the Army had encircled the building and had suddenly opened fire with machineguns and mortars. "At first they attacked the ground floor and then the First floor. Nine of us hid on the roof, but they knew we were there and troops came up the next morning. They lined the nine of us up on the edge of the roof and, began shooting. I was shorter than the rest of my friends which probably saved my life. As I felt something hit my neck I dropped and pretended I was dead," he told the lecturer.

The injured also said that Professor Sarafatulla of the mathematics department, Professor Khadem Hossain of the physics department, and Professor Manirujjaman, head of the department of statistics had been killed.

"Wherever we went we saw signs of destruction and death. As we left the university at Jinnah Hall we saw that huts of poor people had been razed to the ground. Nobody spoke and I saw students turning back towards the university with tears in their eyes."

Source: *The Times,* 13 April 1971

৪.৪১ 250 Mile Trip into East Pakistan

(Editor's Note: The writer of the following dispatch has just returned to Calcutta after a six day 250-mile trip into East Pakistan, traveling through areas controlled by the rebels and other areas held by Pakistan's Army).

By Dennis Neeld, Calcutta, India. April 13 (AP):

The past two weeks of bloody violence in East Pakistan may be the birth pangs of a new nation, but the 75 million people of the province have much to learn about the arts of war if they are to wrest Independence from their rulers in the West.

The Bengalis, generally a docile race of clerks and peasant farmers, are pitted against the martial people of the Punjab, who make up the tough core of President Agha Mohammed Yahya Khan's Pakistani Army. If proud words were weapons the Bengalis would be a race of conquerors. But they are learning that flowery speeches do not win battles.

Everywhere along a circuitous 250-mile (400 km) route traveled by this correspondent from the Indian frontier to the provincial capital of Dacca, off ? Limits to newsmen since March 25, the people of Bangla Desh as the new name that means Bengali Nation- clamoured to cutout the ties binding them to the Western Wing of the predominantly Moslem Country carved out of what was British India in 1947.

Local officials who had provided a guide to take this correspondent and photographer on the way to Dacca tried to call off the trip. They said the gunboats would intercept the little flat-bottom canoe and blow it out of the water. Finally the araft srit off in brilliant moonlight. Midway across, searchlights were sported in the dislane and there was the sound of approaching ship's engines.

The guide jumped overboard and scrambled to a nearby mudflat. But it was gunboats never put in an appearance. On the Eastern Bank there and the Pakistani standard flew from every other village hut. East of the river, support for Bangla Desh was strong, but villagers were a fearful test helping foreign newsmen might bring tourble to their community.

"We fly there Pakistan flag but Bangla Desh is in our hearts" one village elder said, "We have no guns to fight, what else can we do against an army with tanks and planes?"

We finally reached Dacca by way of a maze of muddy backway donkey care rides, by bus and on foot.
Hundreds of people still are leaving that city for fear of trouble yet to come. They move out on bicycles, on foot and jammed into rickety buses. The roof of every bus is laden with refugees and their belongings.
In the provincial capital, which have the savage brunt of the army's bid to crush the liberation movement, whole blocks of huts have been reduced to ashed and charred bamboo stumps.
People still grub among the ruins to salvage a few belongings.
Pakistani troops stand guard at every intersection and patrol the streets in commandeered trucks.
Diplomats estimate up to 6,000 people died in Dacca, perhaps 700 of them students at Dacca University. In the wake of the bloodshed, Dacca is a city of fear.
Non-Bengali civilians from East Pakistan take advantage of the situation to loot and kill. The army stands by of openly condones the violent, neutral observers reported.
The head of a Government Department and his family trundled their belongings through the streets on a handcart. They said they live in a predominantly Non-Bengali neighborhood and had been threatened with death.
Together with thousands of others, the family took refuge in Dacca's big residential school at Dhanmondi, a well-to-do district of the city. They claim others were less fortunate. "Many were hacked to pieces," the official said. "Some were buried alive." Hundreds are said to have died in the March 25 fighting, and the killing continues. The bodies of three office workers in the government electricity authority were found at the river side last Friday. They had been shot, a European resident of Dacca reported an entire family of six on his street was murdered.
"Shooting goes on every night", reported one diplomat. "There has been mass murder and now there is Gestapo rule."
Prominent Awami League members still are being sought. The Government has announced the arrest of Party Leader Sheikh Mujibur Rahman, but his whereabouts are unknown. Speaking privately, several diplomats express the belief he may already be dead. Awami Legue sources have confirmed Mujib's capture but won't admit it publicly.
"The news should raise the freedom forces by 50 percent," said one top official who escaped to India.
The Intercontinental, Dacca's Principal Hotel has been taken over by the military, and accommodation for the clandestine visitor is difficult.
This correspondent and Laurent spent the night on the floor of a servants

room resting on a bundle of rags. In Dacca the fear of informers is acute and betrayal a constant danger. The shortest route from Dacca to the Indian frontier is due east across the Lackhya river. A taxidriver was in struckted to avoid the army and set this correspondent across by canoe.
He drove straight to a military picket guarding the regular ferry, whether it was a genuine mistake caused by language difficulty is problematical.
A final jeep across plowed field delivered this correspondent and photographer Laurent to an Indian border railroad station and a two-hour to Calcutta.
Source: *Indonesian Observer,* 13 April 1971

৪.৪২ Dacca city of fear

THIS DESPATCH was written by Associated Press Correspondent DENNIS NEELD in Calcutta after his return from a six-day, 250 miles trip into East Pakistan, travelling through areas controlled by the indepence forces of Sheikh Mujibur Rahman and others held by the Pakistan army.

CALCUTTA, Wednesday:

The past two weeks of bloody violence, in which and estimated 6000 people died, have made Dacca a city of fear. Non-Bengali civilians from East Pakistan are taking advancing of the situation to loot and kill. The army stands by or openly condones the violence, neutral observers reported.

The head of a government department and his family trundled their betening through the steets on a hand. They said they have an predominantly non-Begali neighuorhood and had been threatened with death.

At the height of the trouble their non-Bengali neighbours clambered over the garden wall brandishing knives and hatchets they said.

Together with thousands of other, the family took refuge in Dacca's big residential school at Dhanmondi, a well-to-do district of the city. They claim others were less fortunate.

"Many were hacked to pleces," said the man. "some were"

Pakistani troops now stand guard at every intersection and patrol the streets of the provincial capital in commandeered trucks.

'Persecuted'

But Hindus are being singled out for persecution, Hundreds are said to have died in the March 25 fighting and the killing continues.

The bodies of three office workers in the government electricity authority were found at the riverside last Friday. They had been shot.

A European resident of Dacca reported an entire family of six on his street was murdered.

"Booting goes on every night" reported on Diplomat. "There has been mass murder and now there is Gastapo rule" .

Prominent Awami League members still are being sought. The government has announced the arrest of party leader Sheikh Mujibur Rahman, but whereabouts are unknown speaking privately several diplomats express the belief he may already be dead.

Source: *Evening Standard,* 15 April 1971

৪.৪৩. ভয়বিহ্বল ঢাকা নগরী
এ.পি সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (এ.পি) সাম্প্রতিক রক্তপাতের পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা এখন আতঙ্কের নগরী।

পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর নাগরিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নির্বিবাদে লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, সৈন্যরা নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ দেখে যাচ্ছে।

একটি সরকারি দপ্তরের প্রধান সপরিবারে একটি ঠেলাগাড়ি চেপে তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তারা বলেছেন, প্রধানত: একটি অবাঙ্গালি প্রধান এলাকায় মৃত্যুভয়কে প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী করে সেখানাকার মানুষ কাল কাটাচ্ছেন।

শহরের একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল ধানমণ্ডির একটি বড় আবাসিক স্কুলে আরো কয়েক হাজারের সঙ্গে তারা আশ্রয় লাভ করেছেন। তারা বলেছেন, অন্যরা তাদের চেয়ে একটু কম ভাগ্যবান। কারণ, অনেককেই ক্রমে ক্রমে মেরে ফেলা হচ্ছে। কাউকে কাউকে জীবন্ত কবর দেওয়া হচ্ছে।

হিন্দুদের জবাই করার জন্য বেছে রাখা হয়েছে। শত শত হিন্দুকে মেরে ফেলা হয়েছে। হত্যালীলা চলছে।

সরকারী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের তিন অফিস কর্মচারীর মৃতদেহ গত শুক্রবার নদীর ধারে পড়েছিল। তাদের গুলি করে মারা হয়েছে।

ঢাকার এক ইউরোপীয় নাগরিক বলেছেন, ছ' জনের একটি পরিবার তাদের বাড়ির রাস্তাতেই খুন হয়েছেন।

একজন কূটনৈতিক: প্রতি রাতেই গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাদের খুঁজে ফিরছে সৈন্যের দল।

মুক্ত অঞ্চলের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ঢাকা পৌঁছে দেবার জন্য এ.পি'র সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারকে একটি ছোট নৌকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন গাইড দিয়েছিলেন। সুন্দর জ্যোৎস্নার রাত। ঢাকায় যাবার জন্য সেই নৌকায় চেপে তাঁরা যাত্রা করলেন।

মাঝদরিয়ায় জলের ওপর আলো পড়ল, শোনা গেল চলমান নৌ-ইঞ্জিনের শব্দ। কিন্তু এ আসল সঙ্কেতধ্বনি নয়। গানবোট এল না।

পদ্মার পূর্বতীরের গ্রামগুলিতে বাঙলাদেশের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থনের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামবাসী ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। তাদের ভয় বিদেশি সাংবাদিকদের সাহায্য করলে যদি কিছু বিপত্তি ঘটে।

তারা বললেন, "পাকিস্তানি পতাকা ওড়াচ্ছি বটে। কিন্তু অন্তরে আমাদের বাঙলাদেশ

বিরাজ করছে। সৈন্যের ট্যাঙ্ক আর বিমানের বিরুদ্ধে আমরা আর কিই বা করতে পারি।"

অনেক পথ ঘুরে, গোলকধাঁধা পেরিয়ে গাধায় টানা গাড়িতে, কখনও বাসে চেপে, কখনও হেঁটে সাংবাদিকদ্বয় ঢাকায় পৌঁছলেন।

শত শত লোক এক অজানা আশঙ্কায় প্রতিদিন শহর ছেড়ে যাচ্ছেন। তারা কেউ সাইকেলে, কেউ বা হেঁটে, অনেকে বাসে চেপে চলে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটি বাস উদ্বাস্তু আর তাদের আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি।

ঢাকার সবচেয়ে বড় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এখন সামরিক কর্তৃত্বে। গোপন ভ্রমণকারীদের পক্ষে আসন জোগাড় করা কঠিন ব্যাপার।

ঢাকায় ইনফরমারের ভয় রয়েছে আর বিশ্বাসঘাতকতা একটা স্থায়ী বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টাঙ্গি চালকরাও পারতপক্ষে সৈন্যদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা শহর থেকে এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ডেনিসনাল্ড দ্বিতীয় কিস্তির সংবাদ পাঠিয়েছেন। সেই সংবাদে উপরোক্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুপুরী ঢাকা থেকে দু'সপ্তাহ আগে সমস্ত বিদেশি সাংবাদিককে জোর করে বের করে দেবার পর শ্রী নাল্ডই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য এ শহরে আসেন। শ্রী নাল্ডের সঙ্গে একই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্টও ছিলেন। গতকাল তিনি প্রথম কিস্তির সংবাদ পাঠিয়েছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১

৪.৪৪ ইয়াহিয়া বাহিনীর নৃশংসতা
একদিনে ঢাকা হাইকোর্টের ১১ জন বিচারপতি নিহত

(বিশেষ প্রতিনিধি)

নয়াদিল্লী ১৪ এপ্রিল- এখানে প্রাপ্ত বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, ইয়াহিয়া বাহিনীর নৃশংস তাণ্ডবলীলায় 'বাঙলাদেশ' এর রাজধানীতে ঢাকা হাইকোর্টের মোট ২১ জন বিচারপতির মধ্যে ১১ জন একদিনে অর্থাৎ ২৯ মার্চ তারিখে নিহত হয়েছেন [তথ্যটি সঠিক নয়]

কয়েকজন বিচারপতির পরিবারের অপরাপর সভ্যদেরও একই সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের একটাই কারণ-ইয়াহিয়া বাহিনীর উন্মত্ত অভিযান শুরুর আগে ইসলামাবাদের নির্দেশ অমান্য করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ দানে বিচারপতিদের অস্বীকৃতি।

একই সূত্রে জানা গেল, বিচারপতিদের ধরে এনে হত্যা করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সুপরিকল্পিতভাবে কার্যকরী করা হয়। যেসব বিচারপতিকে হত্যা করার কথা তাদের নামের তালিকা আগে থেকে প্রস্তুত করে 'হত্যা' প্রকল্প আকস্মিকভাবে ঝটিকাগতিতে রূপায়ণ করা হয়েছিল।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১

৪.৪৫ আরও একটি মিথ্যা প্রচার

পশ্চিম পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা শহর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বলে যে, মিথ্যা দাবি

করছেন তার আর একটি নমুনা পাওয়া গেছে।
পাক রেডিও প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগের কর্মীদের বুধবার ২৪ এপ্রিল কাজে যোগ দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন।
গত মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পাক-ফৌজের বর্বরতার অন্যতম কেন্দ্র। অনেক বিভাগীয় প্রধানকে হত্যা করা হয়েছে এবং ছাত্রাবাসের মধ্যে ছাত্রদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।
ঐ আদেশের সঙ্গে শহরে কারফিউর সময় দেড় ঘণ্টা কমানো হলো বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, তারিখ: ১৮ এপ্রিল ১৯৭১

৪.৪৬ THE FADING DREAM OF BANGLADESH
Colin Smith

Colin Smith the first British newspaperman to reacry Dacca since the foreign, Press was expelled, reports on his hazardous journey to East Pakistan's capital.

He was accompanied by one Mr. Abdur Rashid who acted as guide up to Dacca. Calcutta, 17 April– Troops from West Pakistan, loyal to General Yahya Khan, the country's military ruler, are now rolling up the map of Bangladesh. They have ended, for the time being, Bengali dreams of secession and freedom in East Pakistan.

Inspite of their passionate hopes, the unwarlike Bengalis have been no match for the frontier solders from the West-traditionally the best and most ruthless warriors on the Indian subcontinent.

But after a 200-mile journey through the tragic landscape of Bangladesh, I am sure that from now on president Yahya will hold his eastern province only by force and that his rule will be harassed by continual resistance, however, ill-organised and futile it may be the Bangladeshies will never forget or forgive the happenings of the past few weeks.

At about lunch time on Good Friday, I reached Dacca, the occupied capital of East Pakistan, isolated from the rest of the world on the orders of Yahya Khan. With me was Romano Cagnoni, an Italian freelance photographer based in London.

We had taken four days to travel the 100 miles there from the Indian border in jeeps, trucks, ox-carts, canoes, and for one memorable three miles stretch by pony. Apart from an Italian newsman shot through the chest during the fighting on 25 March and too weak to be expelled with the other foreign reporters, we were the first foreign journalist in the city for over a fortnight. Cagnoni had hidden his cameras in two assorted biscuits packets. We wore clean short-sleeved shirts, borrowed from a missionary, in order to lend

more credibility to our claim that we were technicians working for the Water and Power Development Authority.

What we saw in Dacca, and in the countryside in the week we spent travelling to and from it, convinced us that there would be no popular travelling to and from it, convinced us that there would be no popular uprising in the capital for the moment. Memories of what the soldiers' guns can do are too recent.

Hiding Arms

The war is now really coming to the end of its first phase the noational struggle, when patriotism over-rode all political considerations and Awami Leaguer and Maoist fought, in theory anyway shoulder to shoulder against a common foe. The second phase is just beginning: a classic guerrilla operation waged by the Left with all the eruptions in East Pakistan society this will mean.

One of our first calls in Dacca was to the British Council, the driver of our baby taxi a sort of rickshaw pulled by a motor scooter having mistaken this for the British High Commission. There was a large Union Jack on the door which, we learn later, had not stopped the four police guards in the building from getting shot.

When we reached the High Commission itself, some tempers were on edge. A senior British official in dark glasses shouted that our arrival would get them all killed and probably ourselves as well.

Another man said that it wasn't in their interests for people in Britain to know what was going on. They knew what was going on and that was all that was necessary.

All telex and telephone communications between Dacca and the outside world are cut and the Commission's staff, most of whom had evacuated their families, had just received their first mail for six weeks.

The only civilian aircraft landing at Dacca the Boeings belonging to Pakistan International Airways Each carries 175 young men who travel in white shirts and khaki trousers, but put on the rest of their uniform when they land. Passengers trying to book PIA flights to Dacca from Karachi are told the aircraft are full of officials.

At the American Consulate, things were a little more relaxed and cold beers and a wall map were produced. Like most of the diplomats we spoke to, the Americans were generally agreed that the West Pakistan troops had killed about 6,000 men, women and children, among them 300 to 500 students.

Some of the West Pakistan units seem to have been possessed by bloodlust directed against the Hindus of East Pakistan, recalling the mas-

sacres of 1947, at the time of Partition. The bodies of uncircumcised Hindu men have been found with their penis cut off.

Dacca is an old city of corrugated iron, bamboo, mud and stone. Some parts are so tumble down that they could probably shelled for half an hour without making much noticeable difference. One phosphorous grenade or incendiary bullet into one of its bamboo slums and you've burned down a neighbourhood. Twenty-five blocks, perhaps more, were destroyed in this way.

The day after the slaughter, the city's population of crows- dirty, fat, grey birds seemed to double, and though the bodies were quickly removed, the birds have stayed on, flapping and cawing above the deserted streets.

The normal population of Dacca city of 800 mosques is two million; two-thirds have fled to the countryside and those who remain live in terror of the military. The green and white Pakistan flags flying everywhere over the Bengali city are simply tokens of defeat and surrender. Some Pakistan Army officers do not seem to be restrained by a code of honour any more stringent than one drawn up by Attila, the Hun.

The killing began at the University about one in the morning. The students in bed in their residential halls heard the Army vehicles approaching. Most of them thought the military were coming to make a few more arrests.

A few of the militants made sure that the rifles they had collected from the townspeople over the past few weeks were well hidden. Nobody thought he would have to fight. Nobody had more than a few rounds of ammunition, anyway.

Suddenly searchlights were played on the windows, dazzling the students so that they had to squint and turn away. Then came the Punjabi and Baluchi soldiers with their Chinese AK-47 automatic rifles, smashing the window glass with their butts and spraying the dormitories with fire.

A few students got to the rooftops where they managed to squeeze off one or two shots with their old bolt-action rifles before they were picked up in the searchlights and killed. Others came running out screaming, with their hands up, only to be stood against the walls of their halls and mown down with machinegun fire from tanks and armoured cars. Survivors were finished off with the bayonet.

Lecturers killed in the attack were: Dr. G.C. Deb, head of the Department of Philosophy; Dr. A.N. Maniruzzaman, head of the Statistics Department; and Dr. Obinosor Chackrobharti, reader of the English Department and Provost of Jagannath Hall, the only Hindu residential hall. Five other lecturers whose names I was not able to collect are also thought to be dead. Dr. Innas Ali head of the Physics Department is said to be seriously injured.

Resistance at the H.Q. of the East Pakistan Rifles (border police) and city police stations was bloody, but short- lived. Even so, the West Pakistanis are said to have been surprised at the ferocity of the fighting. The races who formed the elite of Britain's Indian Army now live in West Pakistan and share the Imperial Englishman's contempt for the artistic little Bengalis, who usually manage to kill people only when they are scared or angry, as they are now.

Rape, Loot And Murder After Dark

Strolling through the crowded bazaars of Dacca, with our guides constantly trying to stop curious crowds from gathering round us and attracting the attention of Army patrols, Radio Pakistan's claims of 'business as usual' seemed reasonable enough. We came across some gutted buildings, but by European standards of devastation the damage was trifling.

Only when we reached the newer, central part of the city did we see the machinegun posts at every crossroads and rows of empty houses in the Hindu districts, where some of the worst killing is said to have taken place in the sacred name of Islam.

But even the areas where the heaviest fighting took place have been tidied up with astonishing speed. Only fresh horrors- like the layers of rotting bodies discovered by the staff of the Intercontinental Hotel in the city tip along the Narayanganj road give some idea of the true picture.

There is a shortage of almost everything, from kerosene to food. Prices of some goods have almost doubled. The city's Holy Family Hospital, run by American missionaries, closed down a week ago when its stocks ran out.

The tanks have left the city for the moment. Apparently they went through it so many times that their tracks wore out and they had to be carried off on transporters. The *curfew* has been relaxed until 9 p.m but most citizens consider it unsafe to walk the streets after dark because West Pakistani soldiers have taken to robbing people of their watches and wallets at gunpoint.

During the day, troops patrol the streets in jeeps and trucks. There are also some armed Bihari volunteer rushing about in commandeered vehicles. If the West Pakistanis are ever forced out of Bangladesh, then, in the name of humanity they should take the Biharis with them, otherwise the Bengalis will surely massacre them.

These Urdu-speaking Muslims from the Indian State of Bihar came to East Pakistan as refugees in 1947, to escape Hindu persecution during the partition troubles. The Biharis, mostly traders, soon took over vacant shops left by Hindus, who had run the other way. Now the Biharis have repaid

Bengali hospitality by acting as scouts and guides for the West Pakistanis, who are also Urdu-speaking and with whom they feel a greater solidarity.

There are Army checkpoints everywhere in Dacca, though luckily, in most cases only the officers can understand English. A soldier stopped me outside the Dacca Improvement Trust offices and demanded identity papers. He accepted my passport as good enough though it had no entry stamp for East Pakistan. It was a long moment.

A 19-year old student told me he was stopped on his bicycle by an aggressive young Baluchi, about his own age, who demanded to know why he wasn't flying the Pakistan flag from his handlebars. The soldier eventually let him go when he declared his willingness to have Pakistan written in capital letters in blood on his shirt. 'I told the Baluchi I didn't have a knife myself and offered him my ann for his bayonet. He let me go.'

Now that the fighting is over in the capital, West Pakistani soldiers have taken to entering houses after dark to rape, loot and murder. Girls are sometimes spared if they can recite Muslim prayers. Proof of circumcision is demanded from the men.

Source: *The Observer,* 18 April 1971.

৪.৪৭ Dacca Vice-Chancellor on Massacre of His students

The Vice Chancellor to Dacca University has now been in London for a little over three weeks. An unremarkable enough fact, until the dreadful realization dawns that last month tanks of the Pakistan army move against his campus and slaughtered his students in their beds.

Abu Sayed Chowdhury is also a senior judge to the Dacca High Court, the highest court in East Pakistan "I should really say East Bengal now". So far during his stay here, he has spoken only to friends among British lawyers and academics about the university he let behind him last week, he gave mandrake his first Press interview.

Mr. Justice Chowdhury left Dacca on February 18 to lead Pakistan delegation to the Human Rights Commission in Geneva. He acknowledges the irony. "We spoke about self determination in Zambia and South Africa. Now I find that the people of East Bengal have suffered in a manner that has no parallel in human history simply for claiming that they should ruled themselves and should not be ruled by West Pakistan."

With him he brought his family. "Not that I had any idea that something like this would happen. My wife wanted to see our son who is studding for his GCE here, and so our two young children came, as well".

The Human Rights Commission finished its deliberations as the tanks

rolled in East Pakistan. Chowdhury leaned as much when he touched down at Heathrow, but four days passed before Simon During Reported in *the Daily Telegraph* that his university had been shelled and that his students and teachers had been gunned down.

"For all that time I was stunned, and I felt a pain here." He touched his chest. "Then, when confirmation came, the suffocating atmosphere was lifted. Immediately I passed into tear, and wept like a child, I told my wife, and she wept."

Dacca University is the largest in Pakistan with a teaching staff of 600 and 10000 students. Fewer than 5000 of them he says play any active role in politics and in his experience they do so peacefully. Many of the rest are "poor children from the country side" who are obliged to live in the University halls of residence and who offered the army a sleeping target on the night of march 25.

Mr. Justice chowdhury does not even know the fate of one hall for 500 women students which was to have been opened on March 1. "I appointed the Provost and grace strict orders that its opening date was not to be postponed for my return. Accommodation you see, was desperately shor, but then the National Assembly was postponed. And the whole of life in Dacca closed down."

He is, however, a quite certain about the part that the British Government must now play, and he will be putting his case before a gourd of Conservative back benchers this week his argument is taul.

"To pursue the ideal of a united Pakistan after all this is to pursue a mirage. There are tow alternatives. The first is to persuade President Yahya Khan to withdraw, the army, to release Sheikh Mujibur Rahman and to allow him to frame a constitution for East Bengal. The second is to allow the president to eliminate the intelligents try along with Sheikh Mujib, and then autarchy and confusion will continue to reign. This striation cannot be seen as an internal affair when people have been bombed continuously for two weeks."

He is equally certain that he cannot return to Dacca until the regime has changed. As a judge it would be impossible, "How can anyone now go to the High Court with a petition to set aside a Government order." There is no rule of law now there is a Government of might.

As a Vice-Chancellor it would be too harrowing. "when they killed my students, I had no face to return. You see my students love me and I loved my students. If I can't remedy the wrong that's been done to the, How could I go and show my face?"

And having told all this the British press, he wouldn't be very welcome, either.

Source: *The Sunday Telegraph,* 18 April 1971

৪.৪৮ বেগম আলীর কাছ থেকে ঢাকায় গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

কূটনৈতিক মিশনের প্রধান জনাব এম হোসেন আলীর পত্নী আজ ইউএনআই-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সৈন্যদলের নৃশংস গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ তুলে ধরেন। প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন "শহীদের রক্ত কখনও বৃথা যায় না। ঐ রক্তই বাঙলাদেশ" এর জনগণকে জয় অর্জনে সাহায্য করবে।

বেগম আলী জানান, ঢাকা শহরের আজিমপুরে নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাক ফৌজ যখন মেশিনগান চালিয়ে হত্যার তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল তখন সেই দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে তিনি দুহাতে মুখ ঢেকেছিলেন। ঐ সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা বাড়ির ছাদে উঠে দেখলেন রাজপথে ২২টি মৃতদেহ পড়ে আছে।

"নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করে জেনারেল ইয়াহিয়া বোধহয় পশু শিকারের উদ্দীপনা অনুভব করেন।"

তিনি আরো জানান, পাকিস্তানি জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসে অস্বীকৃতির জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে ২৫০০ জন ডক শ্রমিককে একদিনে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ঐ বন্দর ঘুরে এসে জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানালে ইয়াহিয়া বলেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।"

বেগম আলীর মতে, পাকিস্তানি সমর বাহিনী তরুণীদের রক্ষিতা এবং তরুণদের জুতো পলিসওয়ালারূপে ব্যবহার করছে। তারা 'বাঙলাদেশ' কে ক্রীতদাসদের দেশে পরিণত করতে চায়।

উত্তরসূরিকে নেতৃত্বহীন করার জন্য তারা বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের ব্যাপকহারে হত্যা করছে।

তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, মিশনের চারজন অফিসার বেশ কিছুদিন আগে এক মাসের ছুটিতে গিয়েছিলেন। ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার ছয় সপ্তাহ পরেও তাঁরা ফেরেননি।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ২০ এপ্রিল ১৯৭১

৪.৪৯ IN DACCA: CITY UNDER ARMY CONTROL
Awami League Forms Provisional Govt.

(Editor's Note: The following dispatch was writen by AP correspondent Arnold Zeitlin who left Dacca Sunday).

Colombo, March 28 (AP): AT LEAST five to seven thousand people are believed to have been killed in and around Dacca during two nights and a day of fighting as the Pakistan Army suppressed Sheikh Mujibur Rahman's 25-day defiance of the military regime. Dacca was Sunday completely under army control.

Reliable sources said that the Sheikh was held in custody along with "most of the leaders of the now banned Awami League, which had swept to an overwhelming majority in the December general election."

Thousands people were fleeing Dacca which remained under curfew, although it had been lifted for a few hours Sunday.

Some government workers reported to their jobs on Saturday as

ordered by the army, but most of them did not show up or had fled Dacca.

Radio Pakistan said Sunday night that 'calm now prevails' throughout East Pakistan, but Sheikh Mujibur Rahman's followers said they were winning the three-day-old civil war and had formed a provisional government.

With no relaxation of press censorship in Pakistan. There was no way to confirm the confilicting reports.

The radio controlled by the central government of President Agha Mohammed Yahya Khan said "No untoward incidents ocurred in Dacca and other major cities in the province."

At the same time, it indirectly acknowledged for the first time since the fighting broke out that there had been trouble in the port city of Chittagong which unconfirmed reports had said was held by Sheikh Mujib's followers.

"The situation in Chittagong continues to improve and is well lander control," the radio said. It had formerly not made any reference to trouble in the city.

Sheikh Mujib's clandestine 'Free Bangla Radio', however, said that the Pakistan navy shelled Chittagong Sunday night to soften resistance.

The radio said troops who had arrived by ship three days ago from Karachi finally disembarked but had to fight their way into the city, firing machineguns.

The radio also claimed that the Shiekh's supporters were in control of the towns Rangpur, Jessore and Comilla. It did not mention about other cities.

The official radio of Yahya Khan's government said the situation in East Pakistan was so well under control that all banks would re-open Monday and that a curfew would be relaxed in Dacca, the capital, from 7 a.m to 5 p.m.

It also said that the provincial martral law chief, Lieutenant Genaral Tikka Khan, whom Indian reports had earlier said was dead, had met with senior civil servants and the consul-general of Nepal and Japan.

In another development, the Sheikh's clandestine radio announced the formation of a provisional government in Bangla Desh Bangali Nation- and it appealed to other countries to extend immediate recognition.

Austaralian Broadcasting Commission correspondent Don Hook said Sunday that he and 34 other foreign newsmen expelled from East Pakistan had their notes and film confiscated by Pakistani authorities.

"You will have only your memory to rely on", he quoted "one security official as telling the newsmen."

Hook, who is based in New Delhi, said the correspondents were searched three times- when they left Dacca early Saturday, when they

arrived in Karachi and again when they left Karachi for foreign destinations.

He said that the search of entire group was so thorough at Dacca that it took about hours to complete.

Hook said the correspondants were detained in the Dacca intercontinental Hotel when fight broke out in the city late Thursday, but were not mistreated.

Radio Pakistan has said Sheikh was arrested at 1.30 on Friday from his residence.

Hook said some of the newsmen who flew to Karachi from Dacca tried to seek asylum in Colombo when the Pakistani aircraft stopped at Colombo airport for refueling.

But he said the plane flew to Karachi with all the correspondents who were then allowed to leave for other countries.

Hook said as he drove towards Dacca airport huge fires could be seen in the distance, towards Dacca University. All the road were heavily guarded by troops, he added.

In Beirut, Newsweek correspondent Loren Jenkins, one of newsmen expelled from Dacca said the army's action Friday was an exercise in terror designed to frighten people. The army apparently thought such a show of force would keep them from continuing their campaign of non-cooperation on with the government.

Jenkins said automative weapons fire began in Dacca about midnight Thursday and became general about an hour later, followed by artillery fire which seemed to be aimed at the university campus, apparently because the students were the only ones thought to have army of any strength.

Bengalis tried to stop the army's advances by making barricades from chopped down trees or over turned cars, but Jenkins said these were bulldozed out of the way.

Source: *The Indonesian Observer,* 29 April 1971.

৪.৫০ শহীদ মিনার ভেঙ্গে দিয়ে মসজিদ গড়ে ভণ্ডামী

আগরতলা ১লা মে: বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে পাক নাজী বাহিনী ভেঙ্গে ভূমিসাৎ করে দিয়েছে।

ঐ শত শহীদের রক্তস্নাত শহীদ মিনারকে ভেঙ্গে পাকবাহিনী ক্ষান্ত হয়নি মুসলিম ঐতিহ্য দেখবার জন্য একটি মসজিদের মত গড়েছে এবং রাইফেলের নলের ডগায় বাঙালি মুসলমানদের এনে ওখানে নামাজ পড়তে বলছে এবং তার ছবি তুলে বাইরে সহজ জীবনের চিত্র দিচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ২ মে ১৯৭১

৪.৫১ ঢাকায় দু'শ বাস যাত্রীকে সেনানিবাসে টেনে নিয়ে খুন

আগরতলা ১লা মে: গত ২৫ শে এপ্রিল তারিখে ঢাকায় মীরপুরে দুটি যাত্রীবাহী বাসকে অবাঙালি জনতা আটকে সামরিক নিবাসে নিয়ে যায়। পরে বাস দুটিকে ফেরত আসতে দেখা যায়। ঢাকা থেকে আগত জনৈক সামরিক ব্যক্তি জানান ওই দুই বাসে যে সব যাত্রী ছিলেন তারা সবাই বাঙালি এবং তারা ঢাকা ত্যাগ করছিলেন। তিনি জানান যে এদের সকলকেই খুন করা হয়েছে। দুটি বাসে যাত্রী সংখ্যা কম করে হলেও অন্তত দু'শ ছিল।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)* ২ মে ১৯৭১

৪.৫২ DACCA, CITY OF THE DEAD

Within hours after launching a tank-lad offensive in Dacca and other East Pakistani cities on the night of March 25, the Pakistan army imposed a virtual blackout on the brutal civil war in Bangladesh (Bengal state) by expelling foreign newsmen, TIME Correspondent Dan Coggin, who was among them, recently trekked back from India by honda, truck, bus and bicycle to become the first American journalist to visit Dacca the fighting started. His reports:

Dacca was always a fairly dreary city, offering slim pleasures beyond the Hotel Intercontinental and a dozen Chinese restaurants that few of its 1,500,000 people could afford. Now, in many ways, it has become a city of the dead. A month after the army struck, unleashing tank guns and automatic weapons against largely unarmed civilians in 34 hours of wanton slaughter. Dacca is still shocked and shuttered, its remaining inhabitants living in terror under the grip of army control. The exact toll will never be known, but probably more than 10,000 were killed in Dacca alone.

Perhaps half the city's population has fled to outlying villages. With the lifting of army blockades at road and river ferry exists, the exodus is resuming. Those who remain venture outdoors only for urgent food shopping. Rice prices have risen 50% since the army reportedly started burning grain silos in some areas. In any case, 14 of the cities, 18 food bazaar were destroyed. The usually jammed streets are practically empty, and no civil government is functioning.

"Kill the Bastards!" On every rooftop, Pakistan's green-and-white flags hang limply in the steamy stillness. "We all know that Pakistan is finished," said one Bengali, "but we hope the flags will keep the soldiers away." As another form of insurance, portraits of Pakistan's late founder Mohammed Ali Jinnah, and even the current President Agha Mohammed

Yahya Khan, were displayed prominently. But there was no mistaking the fact that the East Pakistanis viewed the army's occupation of Dacca as a set-back and not surrender. "We will neither forgive nor forget," said one Bangali. On learning that I was a sangbadik (journalist), various townspeople led me to mass graves, to a stairwell where two professors were shot to death, and to scenes of other atrocities.

The most savage killing occurred in the Old City, where several sections were burned to the ground. Soldiers poured gasoline around entire blocks, igniting them with flamethrowers, and then mowed down people trying to escape the cordons of fire. "They're coming out!" a Westerner heard soldiers cry, "Kill the bastards!"

One Bengali businessman told of losing his son, daughter-in-law and four grandchildren in the fire. Few apparently survived in the destroyed sections 25 square blocks of the Old City. If they escaped the flames, they ran into gunfire. To frighten survivors, soldiers refused to allow the removal of decomposing bodies for three days, despite the Moslem belief in promote burial, preferable within 24 hours to free the soul.

The dead of Dacca included some of East Pakistan's most prominent educators and businessmen, as well as some 500 students. Among at least seven University of Dacca professors who were executed without apparent reason was the head of the philosophy department, Govinda Chandra Dev, 65, a gentle Hindu who believed in unity is diversity. Another victim was Jogesh Chandra Ghosh, 86, who did not believe in banks, was dragged from his bed and shot to death by soldiers who looted more than $1 million in rupes from his home.

Looting was also the motive for the slaying of Ranada Prasad Saha, 80, one of East Pakistan's leading jute exporters and on of its few philanthropists; he had built a modern hospital offering free medical care at Mirzapur, 40 Miles north of Dacca. Dev, Ghosh and Saha were all Hindus.

"Where are the *Maloun* (Cursed ones)?" rampaging soldiers often asked as they searched for Hindus. But the Hindus were by no means the only victims. Many soldiers arriving in East Pakistan were reportedly told the absurdity that it was all right to kill Bengali Moslems because they were Hindus in disguise. "We can kill anyone for anything," a Punjabi captain told a relative. "We are accountable to no one."

Source: *The Times,* 3 May 1971.

৪.৫৩ EAST PAKISTAN MILITARY CHIEF DENIES SLAUGHTER OCCURRED

Dacca, East Pakistan, May 7 (NYT)- Gen. Tikka Khan, the military governor of East Pakistan, said today that his staff had estimated that 150 persons were killed in Dacca on the night of March 25, when the army moved to reassert control over the province.

The general speaking at a reception, said that other estimates of the number of people killed, ranging up to 10,000, were wildly exaggerated.

In addition to this correspondent Gen. Khan saw five others. The represented the Associated Press, Reuters, Time Inc., The Financial Times of London and Hsinhua, the Chinese Communist press agency.

The sprawling city of Dacca, situated on a flood plain crisscrossed by the countless streams and rivers making up the Ganges River Delta, appeared peaceful.

Vehicular traffic was fairly heavy, although most shops remained shuttered. It has been estimated that half the city's population fled to villages and forests when the fighting began. Even Dacca's Intercontinental Hotel was operating with only 20 per cent of its normal staff.

Some Bengali slum dwellers complained to newsmen that the outside world had not been told of the "massacre" here,

Known To be Tough

Gen. Khan is known as a particularly tough army commander and has been accused by opponents of having ordered indiscriminate killing in Dacca and elsewhere on the night of March 25.

"We are accused of massacring students," he said, "but we did not attack students or any other single group, When we were fired on, we fired back.

"The university was closed and anyone in there had no business being there," the general continued. "We ordered those inside to come out, and were met with fire". Naturally, we fired back.

"I have always believed that if you take strong measures immediately, you avoid getting casualties as things go on."

The military governor said that armed resistance to government forces in East Pakistan had practically disappeared and he was thinking soon of ending the curfew in Dacca. He conceded, however, that the vital railroad from the port of Chittagong on the Bay of Bengal to the interior was still not running because many bridges had been dynamited and because of other obstructions.

"Our main task now is to forgest what is past and work to rebuild East

Pakistan," the General said. "If the entire population works hard, we hope to accomplish this in one year."

Gen. Khan said East Pakistani separatists had surrendered in large numbers or were simply leaving their weapons along roads and disappearing. He saw no possibility of the emergence of a guerrilla war here, although Indian infiltrators could continue to foment trouble, he said.

The governor said food was in adequate supply, although distribution remained a problem.

Source: *International Harald Ttribune,* 8 May 1971.

৪.৫৪. বিদেশির চোখে আজকের ঢাকা অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে এক নিষ্প্রাণ নগরী

আমার চোখের সামনে এক নিষ্প্রাণ নগরী, তার সারা দেহে গভীর ক্ষতচিহ্ন, রক্তের দাগ। নিতান্তই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে স্বাভাবিক জীবনের দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে।

ঢাকা থেকে শুক্রবার এ কথাই লিখে পাঠিয়েছেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর সংবাদদাতা শ্রীরোজেন ব্লুম। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর এই প্রথম একদল বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা শহর দেখার সুযোগ দেওয়া হলো।

সরকারি আতিথ্যে ও সরকারী উদ্যোগে বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা শহর দেখানো হয়।

সামরিক প্রশাসক টিক্কা খান তাঁদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন।

এদের মধ্যে ছিলেন সংবাদ সংস্থা 'রয়টার' ও 'এ পি-র' প্রতিনিধি, লন্ডন 'ফিনানসিয়াল টাইমস', 'নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন' এবং 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সির' প্রতিনিধিরা, সংখ্যায় মোট ছয়জন।

পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারকার্যে বিভ্রান্ত না হয়ে 'ঘটনাস্থলে এসে সরেজমিনে তদন্ত করতে' সাংবাদিকদের অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, 'আপনাদের পাঠানো কোন সংবাদের ওপরই সেন্সরের ধরা পড়বে না, যা দেখবেন, তাই রিপোর্ট করবেন।'

ঢাকা থেকে 'রয়টারের প্রতিনিধি রিপোর্ট' করেছেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহ বা বিপ্লব উচ্ছেদ করার জন্য পাক সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক ছয় সপ্তাহ আগে। কিন্তু, আজও ঢাকার বিমানবন্দরে সৈন্যরা বিমান-বিধ্বংসী কামান আকাশের দিকে তাক করে পরিখায় অবস্থান করছে। করাচি থেকে জেট বিমানে করে ঢাকা বিমানবন্দরে নামবার কালে সৈন্যদের সদাসতর্ক প্রহরা চোখে পড়ল। নিকটেই একটি রেডার-ঘাঁটিও দেখলাম।

বিমানবন্দরের আশেপাশে জনশূন্য কতকগুলি ভাঙা বাড়ি। বিমানে বসেই আমাদের পথপ্রদর্শক পাকিস্তানি সরকারি কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকগুলি গেল কোথায়?

জবাবঃ সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে রাস্তায় নেমে আসার আগে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

রোজেন ব্লুম তাঁর বার্তায় বলেছেনঃ যে দিকেই তাকাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, অর্থনৈতিক বিপর্যয় সারা শহরটিকে দীর্ঘকালের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে।

সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে সে কথা বলতেই তিনি স্বীকার করলেন, সব দিকে অবস্থা অনুকূল থাকলেও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে অন্তত এক বছর লেগে যাবে।

রোজেন ব্লুম আরও জানাচ্ছেনঃ ঢাকায় সেনাবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে কিন্তু কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ দোকান-পাট ও ঘরবাড়ি আজও বন্ধ রয়েছে। কিন্তু সেগুলির ওপরে পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে, একটি দু'টি নয়, হাজার হাজার পাকিস্তানি পতাকা। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কোনো উৎসুক মন আগ্রহবশে সেগুলি তুলে দেয়নি, সংকোচের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেগুলি ওড়ানো হয়েছে।

ঢাকার গণহত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে টিক্কা খান বললেনঃ এ কথা আপনাদের জানাতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু, সত্যই এক ব্যাপক হত্যালীলা ঘটে গিয়েছে- এই হত্যায় বলি হয়েছেন যাঁরা পাকিস্তানের সমর্থক, যাঁরা সরকারের সমর্থক- সোজা কথায়, বাঙালিরা অবাঙালিদের হত্যা করে নৃশংস উল্লাসে মেতে উঠেছিল।

টিক্কা খান বলেনঃ বহু ছাত্রও নিহত হয়েছেন। কিন্তু, ব্যাপারটি বুঝে নিন। ছাত্রদের হাতের অস্ত্র ফেলে দেবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ জানানো হলে ছাত্ররা তাতে কর্ণপাত করল না। পাল্টা গুলি চালালো সৈন্যদের ওপর। নিতান্ত বিপন্ন হয়েই সৈন্যরা ছাত্রদের ওপর আঘাত হানতে বাধ্য হলো। প্রথম রাত্রেই একমাত্র ঢাকা শহরে প্রায় দেড় শত বিদ্রোহী বাঙালি নিহত হলো।

নির্দোষ নর-নারীকে হত্যা করা হচ্ছে শুনেই সৈন্যরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন, তার আগে পূর্ব পাকিস্তানের কারও গায়ে একটুও আঁচড় লাগতে দেওয়া হয়নি।

একটি ঘটনার কথা শুনুন। পাঁচ শত অবাঙালিকে একটি ঘরের মধ্যে পুরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একজনও রক্ষা পাননি।

রোজেন ব্লুম বলছেনঃ ঢাকার দশ লক্ষ অধিবাসীর-যাদের সর্বদাই রাস্তায় ভিড় করে থাকতে আমি আগে দেখেছি-একটি অতি-নগণ্য অংশই আজ শহরে রয়েছে। ঢাকা রেসকোর্সের সবুজ ঘাসের আস্তরণের মধ্যে রমনা কালীবাড়ি ঘিরে যে হিন্দু পাড়াটি ছিল, আজ সেখানে কতগুলি দগ্ধ ও বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেই শ্মশানভূমির আকাশে কতগুলি কাক, নিচে পোড়াবাড়ির গা-ঘেঁষে কয়েকটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে, মনে হলো, তারা নতুন ভিখারি।

ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশেই সৈন্যদের বিবর-ঘাঁটি দেখতে পেলাম। আজ বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র এই বিমানবন্দর। বিদ্রোহীরা চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে ঢাকার রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

রোজেন ব্লুম বলছেনঃ আমরা দু'জন সাংবাদিক সরকারি ব্যবস্থার সুযোগ না নিয়ে নিজেরাই একখানা ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়লাম শহরের পুরোনো মহল্লা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য যে সকল স্থানে লড়াই চলেছিল, সে দিকেই। নবাবপুর রোড

ধরে ট্যাক্সি ছুটে চলছে, পথের দু'পাশে দগ্ধ, অর্ধদগ্ধ ও বিধ্বস্তগৃহের দীর্ঘ সারি।

একজন বাঙালিকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন: গভর্নমেন্ট যে কী করেছে, তাই দেখে যান। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনার দেশের গভর্নমেন্ট এমন নীরব কেন? এখনও বুড়িগঙ্গায় মৃতদেহ ভাসছে।

বুড়িগঙ্গার সে জায়গাটিতে আমাদের দু'জনকে নিয়ে যাবার অনুরোধ তিনি মানলেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি বহুলাংশেই অক্ষত রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ছাত্রাবাসের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণের স্বাক্ষর আজ রয়েছে।

জগন্নাথ হলের প্রাচীরে এখনও কামানের গোলার চিহ্ন রয়েছে। ভস্মীভূত কক্ষগুলি উন্মুক্ত আকাশের দিকে হাঁ করে আছে।

'ইকবাল হল'-এর সব কয়টি ক্ষতচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু মোছা যায়নি। তার দেহজুড়ে কেবলই বুলেট ও কামানের গোলার দাগ।

যেদিকেই তাকাই, পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। ব্যাপারটি প্রথমে বুঝতে পারিনি। একজন বাঙালিকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন: পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে জান-মান-ধনসম্পদ বাঁচাবার ওই একটি মাত্র পথই রয়েছে এবং সেটি হল, পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া।

জেনারেল টিক্কা খান বললেন: সারা পূর্ব পাকিস্তান আজ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যদিও ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা সর্বদাই থেকে যাচ্ছে।

দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা লড়াইয়ের সম্ভাবনাও রয়েছে, যদিও সেটা ঠিক এ মুহূর্তেই আরম্ভ হবে বলে মনে হয় না।

টিক্কা খান আরও বলেন: যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। কোন কোন সেতু এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে যে, সেগুলি মেরামত করতে এক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যাবে।

টিক্কা খান আরও বলেন: লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার পর্যন্ত বাঙালি পাক সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ বাঙালি তাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

টিক্কা খান আরও বলেন; ঢাকার ৫ শত অ-বাঙালিকে একটি বাড়িতে পুরে আগুনে পুড়িয়ে মারছিল, কিন্তু বদলা নেওয়া হতে পারে আশঙ্কায় সে সংবাদ পশ্চিম পাকিস্তানিদের কানে পৌঁছানো হয়নি। কামান দাগিয়েছিলাম বলেই না বিদ্রোহীদের আস্তানা থেকে বের করে আনা সম্ভব হলো।

ঢাকার প্রত্যহ রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে ভোর ৪-৩০ মি: পর্যন্ত কারফিউ রয়েছে। টিক্কা খান এই 'সুসংবাদ' ঘোষণা করেন যে, পয়গম্বরের জন্মদিন উপলক্ষে দু'দিনের জন্য কারফিউ বেমালুম তুলে নেওয়া হচ্ছে। এ উপলক্ষে জনসভা ও শোভাযাত্রার অনুমতিও দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১০ মে ১৯৭১

৪.৫৫ বিদেশি সাংবাদিকের দৃষ্টিতে ঢাকা নগরী

২৫শে মার্চ, সেই ভয়াল রাত্রিতে ঢাকা নগরী থেকে যে সব বিদেশি সাংবাদিককে বের করে দেওয়া হয় তাদের মধ্যে আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম-এর সংবাদদাতা ডান কগিনও ছিলেন। ঢাকার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কোন খবর যাতে বাইরে বিশ্বের মানুষ না জানতে পারে, একথা ভেবেই জঙ্গীশাহী ঢাকায় থাকতে দেননি কোন বিদেশি সাংবাদিককে। সর্বপ্রকার খবরের ওপর পাকিস্তান সরকার চেয়েছিলেন নিষেধাজ্ঞার কালো পরদা টাঙ্গিয়ে দিতে। সারা পৃথিবীর মানুষকে বোকা বানাতে। তাদের নাদীর শাহী অত্যাচারের কুকীর্তি ঢেকে রাখতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। একাধিক সাংবাদিক মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে পরে সীমানা পেরিয়ে ঢুকে পড়েন বাঙলাদেশের মধ্যে; সংগ্রহ করে আনেন এবং এখনও আনছেন নানা খবর। আর এই সব খবর সৃষ্টি করছে বিশ্ব জনমত। ধিক্কার উচ্চারিত হচ্ছে ইয়াহিয়া সরকার ও তার জঙ্গি চক্রের বিরুদ্ধে। টাইম পত্রিকার সাংবাদিক ডান কগিন পশ্চিম বাঙলা থেকে হুন্ডায় চড়ে প্রবেশ করেন বাঙলাদেশে। তারপর বাসে, ট্রাকে, সাইকেলে চেপে পৌঁছান ঢাকা শহরে। সেখান থেকে আবার খবর সংগ্রহ করে ফিরে আসেন ভারতে। তিনিই প্রথম মার্কিন সাংবাদিক যিনি ঢাকায় গিয়ে নিজে চোখে দেখে বাইরের বিশ্বে ইয়াহিয়া শাহীর কুকীর্তির কথা বিশ্ব সমক্ষে তুলে ধরছেন।

কগিন লিখেছেন

ঢাকা এখনও মৃত নগরী। সামরিক আক্রমণের এক মাস পরেও সরকারি দপ্তরে, অফিস আদালত কিছুই চালু করা সম্ভব হয়নি। কত লোক মারা গিয়েছে তার হিসাব এখনও দেওয়া চলে না। হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে সামরিক আক্রমণে। ঢাকা শহরের অর্ধেক কি তার বেশি লোক পালিয়ে গিয়েছে শহর ছেড়ে। শহরে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে দারুণ ভাবে। শহরের ১৮টি বাজারের মধ্যে ১৪টি পুড়িয়ে দিয়েছে পাক সামরিক বাহিনী। যে সব পথে একসময় মানুষের ভিড়ে পথ চলা দায় হত, সে সব পথ আজ প্রায় জনশূন্য। বিজন পথে, পথ চলতে ভয় করে।

শহরের বাড়িগুলির মাথায় মাথায় উড়ছে পাকিস্তানের পতাকা। অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জিন্নাহ এমনকি ইয়াহিয়া সাহেবের বড় বড় ছবি। কিন্তু এসবই বাহ্যিক। প্রত্যেকটি বাঙালির মনে জ্বলছে আগুন। তারা মনে করছেন, যুদ্ধে তাদের হার হয়নি। তারা আপাতত পিছিয়ে গিয়েছেন মাত্র। একজন বাঙালি আমার কথার উত্তরে বলল, "আমরা ভুলে যাব না কখনও এই স্মৃতি। আমরা কখনও ক্ষমা করবো না ওদের।"

আমি সাংবাদিক একথা জানতে পেরে শহরের অনেকে আমাকে নিয়ে চলল দেখাতে সেই সমস্ত স্থানগুলি, যেখানে মাটিতে খাদ খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে বহু লোককে কবর। আমি জানতে পারলাম, ধর্মপ্রাণ মানুষও রেহাই পায়নি হত্যাযজ্ঞ থেকে। মসজিদ থেকে জুম্মার নামাজ পড়ে বের হবার সময় গুলি করে মারা হয়েছে বৃদ্ধকে। সেনাবাহিনীকে বোঝান হয়েছে বাঙালি মুসলমানরা আসলে ছদ্মবেশী হিন্দু। শুধু এই নয়, ঢাকায় একাধিক নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ৫০০ ছাত্রকে মেরে ফেলা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে পুরান ঢাকার। সেখানেই ঘটেছে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও জঘন্য হত্যাকাণ্ড। পুরান ঢাকার একাধিক অংশ বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে তার ওপর গোলা ছুড়ে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। মানুষ যখন বাইরে পালাতে যায়, তখনই তাদের ওপর মেশিনগান থেকে ছোড়া হয় গুলি।

কিন্তু তথাপি মানুষের মনোবল ভেঙ্গে যায়নি। যেখানেই আমি গিয়েছি সর্বত্র লক্ষ্য করেছি মানুষের অবাক করা মনোবল। তাদের সকলেরই এক প্রতিজ্ঞা কীভাবে পাকবাহিনীকে উৎখাত করে দেশকে চিরতরে মুক্ত করা যাবে;

কগিন মন্তব্য করেছেন, বর্ষাকাল আসছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে ভয়ঙ্কর সংকট। ইসলামাবাদকে হয়তো বুঝতে হবে, কেবল গায়ের জোরে একতা রক্ষা করা যায় না এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্না ঠিক এমনি পাকিস্তানের কথা কখনও চিন্তা করেননি। (টাইম, ৩রা, ১৯৭১)

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ১১ মে ১৯৭১

৪.৫৬ Scars of Bloodshed in Dacca
By Mort Rosenblum, Dacca

Dacca, E. Pakistan, May 6 (AP)

The first foreign newsmen allowed into Dacca since the March 26 rebellion found Thursday a sullen city limping back to life with deep scars of bloodshed.

Pakistan Army units completely control the Eastern capital. “Thousands of tiny green and white Pakistani flags hand limply over rows of shops: many shuttered but some open- and homes.”

Tikka said his own troops had to kill students and others who he said fired when the Pakistan army tried to disarm them. He said about 130 rebels were killed in Dacca the first night.

Signs everywhere underscored the crippling economic damage which Tikka said could take at least a year to put right if all conditions remained favourable.

“I am sorry to say there was quite a lot of massacre,” said Martial law administrator Lt. Gen. Tikka Khan, “Mainly directed against pro-Pakistani and pro-regime elements. Bengalis against non-Bengalis”.

He referred to widely confirmed accounts of mass killings of non-Bengali people including women and children by indigenous Bengalis, whipped up by political development from March I which led to civil war by the month’s end.

Only a scant portion of Dacca's one milion inhabitants are on the normally teeming streets.

Reporters found only crows and a few begging children among the

charred and crumbling Hindu settlement of Ramna Kali Bari nestled in the midst of Dacca’s grass clogged racecourse.

Hindus were reportedly hustled by both Bengalis and army troops as alleged conspirators in this heavily Moslem nation. Many are believed in hiding or across the border as refugees to India.

Almost no soldiers patrol the streets. A single sentry peers over the wall of Radio Pakistan.

An anti-aircraft emplacement is dug in by the runway at Dacca International Airport which now is the major link to the outsids world. The rebels cut rail and road communications with the port of Chittagong.

Six foreign newsmen arrived from Karachi Thursday (Associated Press, New York Times, Reuter, Time Magazine, Financial Times, and New China News Ageny) on a conducted tour...

Subjected to censorship was in force

They were the first group allowed in since the military authorities bundled off about 40 journalists March 26 after taking their notes, copy and film.

Since then several newsmen have visited Dacca by land, avoiding the army.

Two newsmen of the sanctioned party Thursday took a separate tour in a taxi through Dacca, visiting the old city, the university and other areas where action had been reported.

Along the Nawabpur Road one Bengali pointed to long stretches of charred and shattered buildings and said: Look what the government has...

Dacca University was mostly undamaged but two dormitories which the army had said housed rebel militants bore signs of massive attack.

Jaganath Hall still has gaping artillery holes in it and rooms are burned out. Iqbal Hall has been cleaned up but fire scars still show clearly.

Pakistani flags are erected everywhere and Bengalis say they are for the protection of their property. At the British Council a bedsheet- sized Union Jack covers part of the front wall and a tiny Pakistani flag flutters from a crude pole near by.

Tikka told the newsmen the army controlled all of East Pakistan though there was some threat of Indian infiltration.

He said a longterm guerrilla campaign was a possibility but added it was a remote one.

Major damage was to communications and transport, he said, estimating some key bridges may take up to one month to repair.

He said some 160,000 to 170,000 rebels made the initial fight but now nearly 100,000 of their weapons had been surrendered to the army.

Source: *The Indonesian Observer,* 11 May 1971

৪.৫৭. MASSACRE AND DEVASTATION IN EAST PAKISTAN

by: MORT ROSENBLUM

(Editor's Note: Six correspondents allowed into East Pakistan after a Six-week news blackout found human calamity far beyond what was known. Thise eyewitness report was filed from Bangkok.)

Dacca, East Pakistan, May 11 (delayed) (AP)- Vultures too full to fly perch along the Ganges river in grim contentment. They have had perhaps more than half a million murdered Pakistanis to feed upon since March.

Civil War flamed Pakistan's eastern wing from March 25, Pushing the bankrupt nation to the edge of ruin. Aside from calamitous economic losses, the killing and devastation defy belief.

Reporters were banned from East Pakistan from March 26, 40 newsmen were bundled and stripped of their notes and film, until the government escorted in a party of six on a conducted tour from May 6-11.

Working independently and together, from evidence and eyewitnesses questioned out of official earshot, the following account emerged:

Throughout March, Sheikh Mujibur Rahman's Bengali dominated Awami League harass the military government with a noncooperation campaign to push for autonomy and more benefits from West Pakistan.

Bengalis Killed some West Pakistanis in flurries of chauvinism.

Mujib's Party had won 167 of national assembly seats in recent elections and he was Pakistan's major political figure. But negotiations in Dacca with President A.M. Yahya Khan on restoring civilian rule broke down.

Yahya few back to the West 25. That night the army swept in and East Pakistan was aflame.

Soldiers assaulted two dormitories at Dacca University where radical Bengali students made their headquarters. They used recoilless rifles, then automatic weapons and bayonetes.

They broke into selected professors and students quarters, executing some 14 Faculty members, at least one by mistake. Altogether, more than 200 students were killed.

Army units shelled and set fire to two newspaper offices, then set upon the Bengali population in general. More than a dozen markets were set a fire and at least 25 blocks were devastated in Dacca.

Hindu Bengali jewelry shops in the Shakari Pathe (patti) quarter were blown apart and two traditional Hindu villages inside Dacca racecourse were attacked with almost holy war fury by moslem troops.

Reasoned accounts, projected from body counts at mass graves, say about 10,000 persons were shot dead or burned to death the first few nights in Dacca.

Official spokesmen explained they moved to stop a rebellion planned for 3 a.m. the next morning and insisted no one was killed unless he fired at the army.

But unbriefed officers revealed the rebellion plot was only an as assumption. Eyewitnesses said at least hundreds of victims were women, and thousands were unarmed civilians, gunned down indiscriminately.

"I took firm actions," said Governor Lt. Gen. Tikka Khan, "to prevent heavy casualties later."

Dacca was quickly under army control but Systematic killing and looting continued. On May 2 soldiers went to a suburb and shot every person in sight-20 people-to avenge a train sabotaged two miles (3.2 kilometers) away. Word flashed quickly through the province of 58,000 square miles and 75 million inhabitants, one of the worlds' most densely populated areas, and thousands of Bengali troops in the army, police, and militia and border forces revolted.

Under the banner of the Independent Bangla Desh (Bengal State), Eastern deserters and armed volunteers fought back, seizing wide areas of the provinces which the 11,000 W. Pakistan regulars did not occupy.

Authorities ordered demolished a strip of homes along the railroad from Dacca to Mymensingh, about 90 miles (144 kilometers), turning out some 30,000 families to feed for themselves.

Security is tense in some areas mostly along the Indian border, where remnants of the 'Mukhti Fauj' (Liberation Force) hide.

But little serious threat remains, even of guerilla activity.

The problem now is sullen inactivity. Bengalis wrap Pakistani flags on their clothing and fly them on homes and shops, but their loyalty to the state is far from deep.

Offices now speak of Phase Two selective elimination of person considered dangerous informed sources told reporters Hindus were still being sought out and shot.

Source: *The Indonesian Observer,* 14 May 1971

৪.৫৮ পাক নাজীদের উদ্যোগে রক্ত গণহত্যা, নারী ধর্ষণ...
হাতে পায়ে বেঁধে হত্যায় রেকর্ড

আগরতলা ২১ শে মে: মুক্তিফৌজের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে এখন আবার পাক নাজী বাহিনী নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে হত্যা করতে শুরু করেছে।

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, গত সোমবারে মুক্তিফৌজের গেরিলা আক্রমণের পর পাক সৈন্য বাহিনী এবং তাদের এজেন্টরা ঢাকার আক্রান্ত এলাকাসমূহের লোকজনদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দেহের রক্ত তুলে নিয়ে ৬/৭ জনকে হাতে পায়ে বেঁধে বুড়িগঙ্গার জলে ফেলে দিচ্ছে।

জনসাধারণের রক্ত ভক্ষণের জন্য পাক সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরের সিদ্ধিরগঞ্জ শিবিরে বিরাট ব্লাড ব্যাঙ্ক বসানো হয়েছে। ঢাকায় নাজী বাহিনীর এজেন্ট হিসেবে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আবরণী নামক প্রখ্যাত দোকানের মালিক মোশারফ হোসেন, মোক্তার লাল মিঞা, নবাব নাসিরউদ্দীন, খাজা খয়ের উদ্দীন।

এরা তাদের চেলা চামুণ্ডাদের নিয়ে পাক নাজীদের কম্বিংআপ অপারেশনে যেমন সহায়তা করছে তেমনি নারী নিধনে ও নির্যাতনে সাহায্য করছে। পাক সেনাবাহিনীকে নারী যোগান দেবার এরা দায়িত্ব নিয়েছে।

বস্তুতপক্ষ ঢাকার অভিজাত হোটেলগুলি এখন ব্রথেলে পরিণত হয়েছে। নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন এক মারাত্মক কেন্দ্র সেগুলি। হোটেল আরাম, ড্যাফোডিল, দ্যা প্যালেস, হোটেল ক্যাসিনো, হোটেল আল হেলাল, হোটেল পূর্বাণী এই সব হোটেলে প্রতিদিন ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অভিজাত ঘরের মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ*, ২২ মে ১৯৭১

৪.৫৯ ঢাকায় পাক-সেনারা পাঁচ হাজার ব্যক্তির রক্ত বের করে নিয়েছে

আগরতলা, ২২ মেঃ গত সোমবার ঢাকা শহরে বাংলাদেশ বাহিনী অতর্কিতে গেরিলা আক্রমণ চালানোর অব্যবহিত পরেই পাক-সেনারা শহরের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘিরে ফেলে অন্তত ৫০০০ ব্যক্তির দেহ থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে নিয়েছে।

সীমান্তের ওপার থেকে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। খবরে আরও বলা হয়েছে, বের করে নেওয়া এই রক্ত আহত খান-সেনাদের দেহে ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রক্ত বের করে নেওয়ার পর খান-সেনারা দেহগুলি বুড়িগঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

সাংবাদিক নিহত

আর একটি বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ইত্তেফাক পত্রিকার প্রাক্তন চিফ রিপোর্টার শ্রী খন্দকার আবু তালেব সম্প্রতি অবাঙালিদের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।

সূত্রঃ *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ২৩ মে ১৯৭১

৪.৬০ PAKISTAN REBELS SEND UN EVIDENCE OF DACCA TERROR ATTACK

From Peter Hazelhurst

Calcutta, June 1

Evidence has become available which appears to confirm that the Pakistan Army's operations in Dacca on March 26 were part of a well-organized plan devised to terrorize the inhabitants into submission! Certainly it disproves the claim of the Pakistan Government that its troops only attacked rebels who offered armed resistance.

The evidence is a transcript of monitored radio message passed

between army units during the early hours of the attack. The transcript is now in the hands of the provisional government of Bangladesh, and copies are to be sent to the Secretary General of the United Nations and all heads of government.

Here are some extracts from messages exchanged between control, the headquarters of General Tikka Khan, the military governor, and army units using numerical call signs.

Control : Well done. What do you think would be the approximate number of casualties at the university?

88 : Wait. Approximately 300. Over.

Control: Well done. Three hundred killed? Anybody wounded or captured? Sitrep (situation report). Over.

88 : Believe only in one thing- 300 killed. Over.

Control: Yes. I agree with you. That's much easier. Nothing, asked nothing done. You don't have to explain anything. Once again I would like to give you shabash to all the boys.

77 : Latest from 88- that he is making progress. But there are so many buildings that he has to reduce each one in turn. He has so far suffered no casualties but there is firing against him. He is using everything he has got. Over.

Control : Tell him that his brothers (artillery support) will also be coming shortly, I hope. So those can be utilized for knocking down the buildings. Now on the other side I think Liaquat and Iqbal (students dormitory) is now quiet.

Control : From Imam (the commanding officer) regarding all Bangladesh flags or black flags. Owners of buildings flying these must be warned to remove them at once otherwise they will be persecuted.

Road blocks anywhere will be a criminal offence. Anyone seen indulging in these must be shot at sight. Houses and buildings on either side will be demolished.

88 : Will do. Anything else? Over.

Control : Imam is now with Imam 26. If you need further assistance in any matter you can let him know. Regarding the Buxer (demolition squad) element's. They have started from their base position and will be able to help you immediately after first light to help demolish all the obstacles in front of you. Over.

Control : What about the people's Daily (the Daily People newspaper)? Over.

26 : Blasted. I say again blasted. Our two men seriously wounded have been evacuated.

Control : Any approximation of the other side's casualties? Over.

26 : No. It's difficult to judge at the moment. Places are on fire or have been completely destroyed.

Control : Have you done away with police lines also? Over.

26 : Police lines are on fire. Over.

Control : Good show.

Source: *The Times,* 2 June 1971

৪.৬১ ঢাকায় এখন বাঙালি অফিসারদের হত্যা করা হচ্ছে রক্ত মাখানের শিকার ৪,০০০

ঢাকা ২৩শে মে: মুক্তিফৌজের গেরিলা কমান্ডোদের আক্রমণ পর্যুদস্ত পাকবাহিনী অসামরিক নাগরিকদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিচ্ছে। তাছাড়া উচ্চপদস্থ বাঙালি সরকারী কর্মচারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন সূত্রে যে সংবাদ পাওয়া গেছে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের এস.ডি.ও. মিঃ সামছুদ্দিন পূর্ব বাংলার মুখ্য সচিব মিঃ এস, আলমের ভায়রা। তাছাড়া পাক হানাদাররা পি.আই.এর চীফ অব পাইলট ইন্সট্রাক্টর মিঃ ইস্কান্দার এবং পিএটি'র চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত তাদের কোন হদিস মেলেনি।

বহু সরকারী আমলাকেও বাড়ী থেকে ডেকে নেয়া হচ্ছে কিন্তু তারা আর বাড়ীতে ফিরছেন এমন সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের চারজন অধ্যাপক ডাক্তারকে পাক হানাদাররা বন্দী করেছে। তাদের অপরাধ হল তারা একজন আহত মুক্তিফৌজের সদস্যকে চিকিৎসা করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন অবাঙালি ডাক্তার, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের আগরতলার সংবাদদাতা স্থানীয় দুর্গাবাড়ী শরণার্থী শিবিরে সদ্য ঢাকা প্রত্যাগত শরণার্থীর বিবরণ অনুসারে জানিয়েছেন গত ১৭ই মে থেকে ২২শে মে তিন অন্যূন চার হাজার মৃতপ্রায় মানুষকে বুড়িগঙ্গার জলে হাত, পা, চোখ বাধা অবস্থায় ফেলে দিতে দেখেছেন। এসব হতভাগ্যকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গিয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত বের করে মৃতপ্রায় অবস্থায় তাদের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই নবাগত শরণার্থীর বাড়ী পাগলা গ্রামে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ৩ জুন ১৯৭১

৪.৬২ POGROM IN PAKISTAN TEACHERS, WRITERS, JOURNALISTS ELIMINATED MAGISTRATES SHOT, DOCTORS DISAPPEAR, GESTAPO-LIKE RAIDS, RAPE, EXTORTION.

LAST WEEK the Sunday Times published a first hand report by Anthony Mascarenhas about the excess of the Pakistan Army in East Pakistan. Now we have had news- more up to date and detailed and perhaps even more horrifying of what is happening in East Pakistan. This is not by Anthony Mascarenhas, but it comes to us from academic and professional sources we know to be unimpeachable.

A NEW campaign of terror has begun in East Pakistan. Its aim is to eliminate any possibility of another secessionist uprising or political challenge to the unity of the state.

The Military government in Dacca has ordered a two-pronged followup to its defeat of the Bangla Desh forces in the field. First, all public servants, teachers, writers, journalists and industrialists are being screened.

Second, anyone considered potentially dangerous is being "eliminited". Army intelligence has already begun arresting and interrogating teachers, journalists and other influential Bengalis. A list of suspects, thought to be either supporters or sympathisers of the secessionist Awami League has been prepared.

They are being classified in three categories- white, grey and black. The white will be given clearance. The grey will lose their jobs and may be imprisoned. The black will be shot.

Action against the Civil Service has already begun and 36 Bengali District Magistrates and sub-divisional officers have either been killed or have fled to the otherside.

When army units entered the towns of Comilla, Rangpur, Kushtia, Noakhali, Faridpur and Serajganj, the local magistrates and the superintendents were shot out of hand.

Civil servants on the grey list have been transferred to West Pakistan- They include Taslim Ahmed, Inspector-General of Police. When the army struck Dacca on the night of 25th March, the police revolted and fought for 18 hours.

A new element in the regime of terror is the Gestapostyle pick-up. Some of those wanted for questioning are arrested openly. Others are called to the army cantonment for interrogation. Most of them do not return. Those who do are often picked up again by secret agent known as RAZAKARS, a term used by the volunteers of the Nizam of Hyderabad who resisted the

Indian takeover of the State in 1948. Razakars literally means duty to the king or State.

By night and day parts of Dacca are sealed off by troops searching for Hindus, Awami Leaguers and students. Everyone must carry an identity card. Cars are stopped and searched and the entrances to the city are blocked by checkposts.

If the jawan (infantryman) at the post finds anyone without an identity card and is in no mood to listen, a trip to the cantonment may follow.

Dacca is freequently shaken by bomb blasts after which security is tightened and areas searched for "miscreants" the army term for members of the MUKTI FOUJ (liberation army).

Whatever the army has completed its task of clearing an area of "miscreants" it is replaced by the militia. These are tough forntier people who are considered more ruthless and less disciplined than the regular army. They are paid three rupees (about 18p) a day and are lured to East Pakistan by the promise of booty.

The persecution of East Pakistan's Hindu minority and the surviving elements of its Bengali nationalism has a quality of casual horror about it.

Shanker, a college student of Jagnnath College, escaped to a nearby village on 27th March. Two months later he returned alone to see what remained of his home at Thatari Bazar. Two non-Bengalis spotted him, shouted "Hindu", "Hindu" and chase developed. The boy was caught and taken in procession to the mosque where his throat was cut.

Abu Awal, the district magistrate at Bhola had the reputation of being a loyal government servant. He protected the non-Bengali population when the Awami League rose in revolt and prevented the Police Nation armoury from falling into the hands of the Mukti Fouj.

When they attacked on 1st May, he went to receive them. The Brigadier in charge of the action asked him to resume his post. He had hardly turned his back on the officers, when a sepoy shot him with a rifle.

About a dozen Bengali army officers were transferred to West Pakistan. They said goodbye to their families and reported at Dacca Airport to board a PIA flight to Karachi. Their families have not to fat heard from them. When they inquired at Army headquarters they were told that they had deserted. The mutilated body of a major was delivered to his family with a letter of regret that he had commited suicide.

The whereabouts of Brig. Majumdar, one of the best known Bengali officers, is unknown. He stayed with his Punjabi colleagues when his Bengali troops revolted in Chittagong. When his family asked about him, they were told that any inquiry would invite trouble.

On the night of June 2, an army jeep entered the Dhanmondi residential area of Dacca. A government officer called Huq was dragged out of his house and taken to Kurmitola army cantonment.

His wife telephoned Shafiul Azam, civilian head of the East Pakistan government who contacted army headquarters and was told no one called Huq had been brought in.

An industrialist, Ranada Saha, was told to arrange a gala evening for army officers at his village home in Mirzapur. He went to discuss the arrangements and did not return.

Troops surrounded the house of a civil servant called Amin. He was taken away in an army truck with his aged parents, his wife and three children. His brother was an officer in Bengal Regiment which revolted and is now leading the Bangla Desh resistance near Comilla. The Amin family returned two days later without Mr. Amin.

A captain enterted Mitford Hospital in Dacca with two soldiers on 15th May went to Ward Two and led away Dr. Rahman and another of his colleagues. They were told they were needed to work in Mymensingh. Their whereabouts are now unknown.

Other troops went to American-run Holy Family Hospital but there were no surgeons, there. The hospital is now considering closing down because many of its doctors have fled including the renowned child specialist, Dr. M. N. Huq.

At Sylhet, all doctors except Surgeon-General Dr. Shamsuddin, fled across the border when the army entered the town. A major found Dr. Shamsuddin in the hospital theatre and shot him point blank.

Most of the senior Bengali officers of the PIA are missing after being picked up, including Mr. Fazlul Huq, Deputy Managing Director for East Pakistan and Captain Sekander Ali, chief sector pilot. Since the military takeover the airline has dismissed about 2,000 Bengalis.

Razakars have seized the two children of Major Khaled Mosharraf of the Bengal Regiment who deserted to the Mukti Fouj. The children aged six and four were first taken as hostages by the army. Their mother escaped to India. The children were released but then retaken.

Relatives of missing persons believe that the Razakars are junior army officers working independently in league with non-Bengalis. Some families have received ransom demands and one case is known of money being paid without success.

The Razakars have now extended their operations from murder and extortion to prostitution. In Agrabad in Chittagong, they run a camp of young girls who are allocated nightly to senior officials. They also kidnapped girls

for their parties. Some have not returned. Ferdausi, the leading Bengali singer, narrowly escaped a similar fate when army officers entered her home. Her mother telephoned a general whom she knew and military police were sent to her rescue.

A recent development is the return to duty, duress, of a number of Intelligence Department official who went absent in March in response to Sheikh Mujibur Rahman's call for non-cooperation with the federal government.

They are now obliged to submit the names of "undesirable persons" to the army, which is taking care not to pick up the wrong people as it did on the nights of 25th and 26th March.

On those two nights, the army killed more than 20 University professors. Of these, Dr. Moniruzzaman of the Physics department was shot dead instead of his namesake in the Bengali Department; Mr. Monaim of the English Department was similarly killed instead of Mr. Munir, also of the Bengali Department.

Some University teachers reported for duty on 1st June at the instigation of General Tikka Khan, the Martial Law Administrator, but some of them have since fallen into the hands of the RAZAKARS.

The activities of RAZAKARS are known, if not overtly approved, by the military administration. Occasionally, they are a source of concern. Recently the administration managed to induce a few hundred jute workers to resume production in Dacca. On 29th May three of their trade union leaders were taken away in an army jeep. By the following day the workers had fled.

The PROBLEMS of return for the 6 million refugees seem insuperable. In Dacca, Jessore, Rangpur, Ishurdi, Khulna and Chittagong their houses and shops have been taken over by non-Bengalis.

Backed by the army on 28th April, they cleared Mirpur and Mohammadpur, two residential districts covering 15 square miles in Dacca, of their entire Bengali population, killing everyone who had ignored an advance warning to leave.

In Jessore soldiers surrounded the house of Mr. Masihur Rahman, an Awami League member of the National Assembly, and non-Bengali civilians went in killing everyone. A 10-year old boy jumped from the first floor and was shot in mid-air by a sepoy.

Organisations caring for the refugees who came into East Pakistan at the time of Partition and the Razakar backed 'Peace Committee' are publishing press notices inviting applications for "allotment" of shops and houses left by Bengalis.

In Chittagong locked shops and houses in Laldighi and Reazuddin Bazar were broken open by the army and handed over to non-Bengalis. Nearly all sequestered property now has signboards and name-plates in Urdu, the language of West Pakistan.

In the villages the houses have been distributed among members of the right wing Jamat-e-Islam and Muslim League which were humiliated in the last election by the Awami League.

All Hindu bank accounts have also been frozen, together with those of suspected Awami League supporters. The manager of the British National & Grindlays Bank in Dacca was the only banker to have queried the directive.

Bengalis have also been forbidden to approach major railway, port and dock installations. When 5,000 labourers returned to work in Chittagong docks on 1st May, they were driven away. The installations are now run by military, naval and non-Bengali personnel.

Senior railway officers in Chittagong were shot and the workers colony burnt down. In Dacca, Ishurdi and Syedpur no Bengali dares approach a railway junction.

At Dacca and Chittagong airports, 250 porters were flown in from West Pakistan to replace the Bengalis.

Three thousand Punjabi police now patrol Dacca while Khyber Rifles from the North-West Frontier and Rangers from the West Pakistan border, man police stations outside.

Most of the 10,000 militiamen in East Pakistan Rifles who revolted in March have either crossed the border or are hiding in the villages. Those who responded to an amnesty call surrendered in Dacca on 15th May, they were seen being driven away in open trucks blindfolded with their hands tied behind their backs.

A few days later hundreds of naked corpses were found in the river Buriganga and Sitalakhya.

The East Pakistan Rifles have now been renamed the Pakistan Defence Force and hundreds of Biharis have been recruited. They are now being trained with rifles and machine-guns at Peelkhana.

On 28th May, in the Khilgaon district of Dacca, 100 suspects were picked up after a bomb damaged a non-Bengali shop.

At Motijheel, a non-Bengali demanded 10,000 rupees (about 600 Pounds) from his neighbour, threatening to hand him over to the army if the money was not paid within 24 hours.

A radio and camera retailer in Stadium market, Dacca found his stock missing on the 12th May, and reported the incident to the Martial Law

Headquarters. That night during curfew, the shop was set on fire.

Begum Majeda, a housewife, was fetching water from a street tap. Two Punjabi policemen tried to lift her on to a truck. She screamed and the Punjabis were beaten off with sticks and stones. That night whole of the Bashabo area was set on fire.

It is now considered unsafe to wear wristwatches on the streets in Dacca and transistor radios and television sets are kept hidden at home. Soldiers sell looted transistors, TV sets and wristwatches at between 3 and 6 pounds each on the streets.

One officer Colonel Abdul Bari has deposited one crore of rupees the equivalent of 833,000 pounds at the State Bank of Pakistan.

Efforts are now being made to clean the cities up, just before the sponsored visit to Dacca of a small party of foreign journalists in May. The bodies of students were removed from Jagannath Hall and Iqbal Hall in the University Campus and debris was cleared away from the shelled areas of Shakharipatty, Tantibazar, Shantinagar and Rajarbagh.

Schools and colleges have reopened but there are few students. One school with 800 students before the fighting reopened with only ten.

Most young people between the ages of 16 and 26 have crossed the border to join the MUKTI FOUJ Training camps.

Their widespread fear is that to be young in East Pakistan is to be killed. They nurture the hopes also that they may one day live in a free **BANGLADESH** of them had the money to buy it. Some families squatted near the river, offering their utensils for sale. These were their last belongings.

There was an acute shortage of drinking water. District officials had grown panicky; some of them said one or two cases of cholera had already been reported and if the congestion was not relieved, this would turn into an epidemic. Trucks arrived occasionally to take groups of refugees to camps. Cycles, brought along by some across the border, were tied on the side of the trucks. Women, children and fatigued old men scrambled aboard, guided by energetic young men who kept up their spirits despite everything. Some were too tired to speak: occasionally, I saw one or two people craning out their necks from a speeding truck and vomiting.

Camps were being set up in different areas, but the authorities found it difficult to cope with the rush till the first week of May. Some of them said the population of Tripura was about to double.

Most refugees belonged to the poor peasantry but there were middle class and some rich families as well. Most of them came to Agartala town from where some proceeded to Calcutta while others put up with relatives

and acquaintances. There were affluent lawyers and doctors and engineers who had trekked for days on end along devious routes to dodge the marrauding West Pakistani soldiers. A lawyer left behind his two houses and three cars and entered Agartala with his wife and son. A film actress, who bad been signed for more than 3 dozen films, walked through rain and mud for 48 hours and came to Agartala. An architect came from Dacca with his wife and child, expecting to get killed any moment on the way.

Not every one of them was, however, depressed. It was an inspiring experience for me to meet a group of teachers and writers from Bangladesh at the Polytechnic Institute at Agartala. Some of them were from Chittagong University where they had helped Mukti Fauj fighters and seen action. Each family was cooped up within a single room of the institute, where the food was cooked and all members slept. Evidently, they were used to good living in Bangladesh, but this catastrophe did not appear to affect their spirits much.

Source: *Sunday Times,* 20 June 1971

৪.৬৩ Sullen but Pacified: The mood in Dacca
From Martin Woollcott, Dacca, June 22

The capital of East Pakistan is a sullen but pacified city, which has seen little trouble in the past few weeks other than sporadic bomb throwing.

But outside Dacca, and not only in the border regions the army still faces the almost impossible task of guarding a vulnerable communications system and rural economy against sabotage by the guerrilla groups of Mukti Fouj, who still have bases in the interior of the province.

Diplomatic sources believe one be which is yet to prove particularly effective is situation in the Goapalganj swamp are in the south of Faridpur District. Mukti Fouj are also in the Madhupur Forest Reserve, almost in the center of the country, between Dacca and Mymensingh.

One report stated that Awmi League fighter emerged from the resave at the end of last and occupied the small town of Tangail to the shortly forcing the police to withdraw. The army later re-garrisoned the town.

Observers hare can see no alternative for the Yahya government but to continue military occupation and control. The new police force, largely recruited from Biharis and form West Pakistan, is still only about 1500 strong.

Claims Now quiet although a bomb thrown outside the Intercontinental hotel some days ago narrowly missed a British jute buyer blowing up the car he was about to center.

Dacca is quite, rather too quiet for a Bengali city, and there are protests of President Yahya on sale in the bazaar. But the people appear sulky and drained of emotion, Unexpectedly they come up to in public places and tell that you must go to or Iqbal University, Halls or to the now razed Hindu shantytown at Shakhari, Some even make out list on bits of paper.

In Jahagnath Hall a small boy points out what could be blood. Stains on the steps. The hospitality may now be burred, but virtually all observers here are convinced it runs very.

Source: *The Guardian,* 23 June 1971

৪.৬৪ FEAR AND HATRED IN DACCA
By CLARE HOLINGWORTH

[Who is one of the first reports to arrive in East Pakistan since its boarders were re-opened to the press]

In Dacca

The West Pakistan Army has effectively restored order in Dacca, capital of East Pakistan, but fear, hatred and even passive resistance remain.

And in the country side within 10 miles of Dacca Bangladesh freedom fighters last well attacked the town of Tangail their first operation mounted inside East Pakistan since martial law was introduced in March.

.... In fact a new way of Hindu refugees is trying to leave East Pakistan, reportedly as a result of suppressive military action west of Dacca.

Confirmation that the Army is still active in their "clearing" operations comes from Dacca's main hospital where 50 seriously people are admitted.

.... Here in Dacca life appears almost normal during the morning when shops and offices are open, but only about a quarter open in the afternoon except of the moslem Bazar.

I was stopped twice at road block within half a mile, and my car was carefully searched by members of the civil Armed Force, a new Para military organization which has replaced the East Pakistan Rifles most of whom have joined the Bangladeshi freedom fighters.

There are armed patrols of their new force every 70 to 80 yard of the but up are, coopering with the newly enlisted police force,

Numerous military aircraft flying north from Dacca suggest that efforts are being made to round up Bangladesh fighters in Madhupur Forest 25 miles north. All road through the 400 square mile forest have been closed since Thursday and insurgents there has made seven or eight attacks on Tangail and surrounding villages.

Foreign diplomats complain of ambushed and mines on roads in almost all frontier areas, and until recently hand grenades were thrown regularly it obsess agree security in provincial town is not as good as in Dacca.
Source: *Daily Telegraph*, 23 June 1971.

৪.৬৫ INDIAN HOSTAGE IN DACCA
PLEA FOR RELEASE OF CHILDREN

HOSTAGES

The Indian Deputy High Commissioner in Dacca, Sen Gupta, the major character in a diplomatic struggle between India and Pakistan has pleaded for the release of the children in the diplomatic group impounded by Pakistan.

Gupta and 241 other Indian diplomats, their wives and children under restriction in May, are virtually prisoners in their homes here.

They are the pawns in a diplomatic dispute over the transfer of staff here and in Calcutta where at least 100 Pakistanis are stranded, of them more than 50 claimed allegiance to the secessionist East Pakistan state of Bangla Desh.

Gupta told the Associated Press in the first interview since the Pakistan government ordered him confined May 3: 'I am very unhappy about the children who are cooped up to apartments.'

The Pakistan Army is guarding his two-storey vila. It has refused him permission to even have a barber. Gupta has not had his hair cut for more than two months.

He said that once a day, a servant is allowed in the company of two armed guards to buy food at near by market. But he has not even been allowed to buy milk.

Nevertheless he said that he is better off than most other mission members who are cramped, two to three in a room, in houses elsewhere in Dacca.

Gupta said that members of several diplomatic missions sought to see him but were refused. The out going U.S Consul-General Archer Blood and the British Deputy High Commissioner Frank Sergeant were permitted to wave him farewell.

The dispute started in April when East Pakistan members of Deputy High Commissioner M. Hussan Ali, declared their allegiance to secessionist Bangla Desh.

The Pakistan claimed the Indian government refused to cooperate with the newly-appointed mission head, Mehdi Masud.

They also demanded the right to interview each defector privately before agreeing to a reciprocal exchange of Mission personnel. The Pakistanis closed the Calcutta mission and ordered the Dacca high commission closed April 26.

BOMB SCARE

Predawn explosions Tuesday in the provincial capital of Dacca revived a bomb scare as reports of renewed fighting filtered in from the East Pakistani border.

The blasts shock the Eastern part of the city about 0400 hours local time shortly after arrival of the first foreign newsmen since the military lifted a ban against them Saturday, claiming law and order was under control here. No report of damage or casualties was available.

Pakistan sources said the explosions were the first since Friday night in a continuation of a service starting about a month after the army cracked down March 25 against Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League political party.

Source: *The Indonesian Observer,* 25 June 1971.

৪.৬৬ THREE MONTH LATER, FEAR STILL REIGNS IN DACCA

Dacca (NYT): People talk with foreigners in a whisper and keep looking behind them to see if anyone is listening. Soldiers and special police-brought from West Pakistan, more than 1,000 miles away stop and search cars and buses and persons carrying bundles.

Arrests are made and denied. When families ask the martial law authorities what has happened to a son or father, the army replies that he was released after questioning and that if he has not returned home, then maybe he has fled to India.

Many persons listen to the clandestine Bangladesh (Bengal Nation) Radio every day, although the penalties are severe.

This is the nervous and unhappy flavor of Dacca, capital of East Pakistan; three months after the army launched its offensive to try to crush the Bengali autonomy movement throughout the province.

The tinny is clear in control of this city, but "normality"- the word the government uses to describe conditions here does not exist.

Dacca today can best be described as a city under the occupation of a military force that rules by strength, intimidation and error, but which has been unable to revive an effective civil administration.

Only about half of Dacca's 1.5 million inhabitants are here. Most of

the others have fled to the interior or to India and many thousands no one knows the exact number have been killed by the army.

Although people are trickling back to the city, a great many shops are still closed. Most of those that open close before dark out of fear of looting and harassment by the military and those civilians working with the military.

Traffic is thin. At times of day that were once rush hours, cars move with relative case through the narrow streets of the old city. In the past, they would have been delayed for as long as an hour.

This week, for the first time since the army assault began on March 25, the government has permitted foreign newsmen to enter East Pakistan and travel around unescorted.

Much of the rubble from the attack, carried out with tanks and rockets and other heavy weapons, has been cleaned up by the authorities. Enough remains, however, to suggest the havoc that prevailed in the city.

The foreign community here has come to refer wryly to the razed areas as "Punjabi urban renewal"--a reference to the preponderance of Punjabis, or West Pakistanis, in the army.

The bulk of the destruction is in the old city, the home of most of Dacca's poor. They were stanch supporters of the Awami League party, which won a majority in the election last December for a National Assembly on a platform of more self-rule for East Pakistan. The party is now banned.

Block upon block once crowded with flimsy huts with tin roofs are now long, empty, dusty. Only a heap of debris here and there indicates that any thing, once stood there.

Some brick and cement buildings that were too badly damaged to repair are being torn down by the government to removeal! Evidence of the holocaust.

The authorities are in fact doing a considerable amount of facelifting. Bulldozers push the wreckage off these charred plains. Bullet and shell gouges in nearby houses are being patched and painted over.

There has been patching and painting also at the university and at the Bengali police barracks two of the army's special targets. But one quarter-mile stretch of older, one-story police barracks still looks as it did on the morning after the attack-burned and smashed to the ground by heavy fire. An estimated 700 Bengali policemen were killed in that army attack.

In the old city, the authorities are erecting new brick shops on some of the razed areas and leasing them to businessmen. One area of wholesale shops that was burned out is being rebuilt by the original owners.

The atmosphere here, as it is everywhere else, is of fear. Some shopkeepers, to keep the army from harassing them, have displayed signs in their

window that read "Crush India." Everybody flies the Pakistani flag.

Few people will talk openly on the streets, but as the visitor's car passes alongside, they whisper things through the open car window. "All was burned," one old man said out of the side of his mouth.

Many Hindu shopkeepers, most of whom sold sweets, have either fled or been killed. Their shops have been given to non-Bengali Moslems and others who are siding with the army.

The Hindu minority, in particular, has been harassed by the army. The West Pakistani Moslem establishment has long considered the Hindus untrustworthy people whose real allegiance has been with predominantly Hindu India. Of the 6 million East Pakistanis who have fled to India to escape the army, 4 million or more are Hindus.

The authorities are demolishing Hindu temples, regardless of whether there are any Hindus to use them.

The houses of persons who have fled whether Hindus or members of the Moslem majority are being given to 'loyal' citizens. In some cases, persons who are still here have been forced out of their homes.

Auto license plates have been changed form Bengali script to English, as part of the campaign to suppress Bengali culture.

Not too many soldiers are visible on the streets, but their substitutes are -policemen from West Pakistan, dressed in charcoal-coloured shirts and berets. They spend much of their time searching vehicles, presumably for homemade bombs and other weapons.

Bengali guerrillas have been throwing bombs and carrying out; other terrorist activities in Dacca, but the insurgency is still sporadic and not well organized.

Reports continue to circulate through the city of the army picking up Bengalis for interrogation, and sometimes killing them.

Many of the reports, though widely believed in the foreign community, are hard to confirm firsthand.

One senior civil servant and his entire family were taken recently to the army cantonment for questioning. All were later released except for his son. His father has been unable to find out what has happened to his son.

"Now you will see everything," a young Bengali whispered to a foreign newsman in a downtown shop. "What they have done you cannot know. Women, everything, I am a Hindu and I have changed my name to a Christian one and have put my family in a Christian house. We are grateful you have come. We are praying you can help us."

Source: *Internatinal Herald Tribune,* 28 June 1971.

৪.৬৭ ঢাকার চতুর্দিকে পাক সৈন্য দলের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি

অনিল ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৮ই জুলাই: পূর্ববঙ্গের সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিমানঘাঁটি, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং অস্ত্রাগারের কাছে স্থায়ীভাবে বিমানবিধ্বংসী কামান বসিয়েছে। এছাড়া মিরপুরের চিড়িয়াখানায় কুর্মিটোলার নবনির্মিত বিমানঘাঁটিতে এবং ঢাকা শহরের বৃহত্তম শিল্প এলাকাগুলিতেও বিমানবিধ্বংসী কামান বসানো হয়েছে।

সম্প্রতি ঢাকা থেকে আগত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই সংবাদ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, বহু স্থানে তারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত বাঙ্কার তৈরি করেছে। ঐ বাঙ্কারগুলির উচ্চতা সাধারণ বাঙ্কার থেকে বেশি এবং ওপর থেকে এগুলিকে বাড়ির ছাদের মতো মনে হয়।

ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী অন্যান্য স্থানের যে রাস্তাগুলি আছে সেগুলির প্রত্যেকটির ওপর অন্তত তিনটি স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। তেজগাঁও স্টেশন থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত রেল লাইনের দুই দিকে বাঙ্কার তৈরি করা হয়েছে। গভর্নর হাউস পাহারা দেবার জন্য মেশিনগানসহ যত অস্ত্র আগে ছিল তার সংখ্যা এখন বাড়ানো হয়েছে।

আরও প্রকাশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেকার যুবক ভিখারি এবং দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে যাতে তারা বিভিন্ন সামরিক কাজকর্মে সাহায্য করতে পারে। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা কলেজ, মিউজিক কলেজ এবং নতুন পরিষদ ভবনে অস্থায়ী সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছে। অবাঙ্গালি বাস ড্রাইভার, কন্ডাকটর এবং বেকারদের রাত্রে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলেও ঐ প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ৯ জুলাই ১৯৭১

৪.৬৮ Inside Bangladesh

Report from Dacca

One of our correspondents has just returned from Dacca and he brings us a fresh account of that embattled city, whose people, he says, are full of hope and grimly determined to continue the struggle.

On the evening of July 4, one Captain and three or four soldiers of the Pakistan Army were seriously injured at New Market. The soldiers were standing around helping themselves to some mangoes when the Captain drew up in his jeep and got out to join in the spoils. As soon as they had formed a group all by themselves one of the Bangladesh Forces guerrillas threw a grenade right into them. The Pakistanis were severely hurt and in the confusion the guerrilla slipped away. No civilians were hurt as Bengalis are always careful to maintain a safe distance from Pakistani soldiers. At first the Dacca people used to keep away from the soldiers because they were afraid

of them but now-a-days they stay away from them because they realize that all Pakistanis are today no more than targets for the surprise attacks of the Bangladesh Forces. These surprise attacks like the grenade incident described above, are greatly appreciated by the citizens of Dacca who recount the latest stories to each other with pride and joy.

The military authorities are still relying heavily on curfews. In the area from Daudkandi, a town about 50 miles from Dacca, to Jatrabari, on the outskirts of Dacca, there is a curfew in force from 6.00 pm to 4.00 am (which has never been lifted in the last three months).

In Dacca city itself the curfew was lifted for a few weeks but it has been re-imposed following recent grenade attacks. Comilla is under curfew every day from 9.00 p. m to 4.00 a. m and the whole town has been without electricity for the last two weeks as a result of guerilla attacks on key power stations. A portion of Dacca, near Kamalapur is also blacked out.

The morale of the people of Dacca remains incredibly high. They listen to Radio Bangladesh avidly and seem to participate vicariously in all of the actions of the Mukti Fouj, fully expecting it to liberate Dacca city any day. So high is the fighting spirit of these quiet belligerents that every aeroplane that appears over Dacca is taken to be from the Bangladesh Air Force.

The people of Dacca are quick to reject any suggestion of a political settlement short of full independence. They reserve their special wrath for any puppet government that may set up. "We would rather remain slaves to the West Pakistanis than be ruled by Bengali traitors" is a typical comment.

In the face of this civilian hostility and the persistent attacks of the Bangladesh forces the Occupation Army is nervous and jittery. They have tried all kinds of security measures but none of them seem to work. One such tactic is that they have set up 10 check posts in and around Dacca and between 3.30 p. m and 6.00 p. m they make an extensive search of every single car that goes through. But this huge effort is totally wasted because they have not caught any Mukti Fouj yet. Another way the Pakistanis are trying to thwart the Mukti Fouj is by increasing their troop strength. To this end they have recruited large numbers of non-Bengalis and Muslim Leaguers and supplied them with arms. However, these people do not make very impressive warriors and the Pakistan Army is not likely to fare very well with their help.

On the way back from Dacca a convoy of 34 trucks coming from Chittagong was spotted by our correspondent. This convoy included two trucks which were filled solely with dead bodies. This is the way things are going.

Source: *Bangladesh, (Mujibnagar),* Vol. 1, No. 3, 14 July 1971.

৪.৬৯ FOREIGNERS GIVEN WARNING IN DACCA

DACCA, Pakistan, July 24: Foreigners here were warned this week to avoid Chinese restaurants which have apparently become the latest targets for separatist guerrillas.

The guerrillas clandestine radio station presumably broadcasting from neighbouring India, was said to have reported this week that two West Pakistani officers were killed by mukti bahini, or freedom fighters who threw a bomb into a Chinese restaurant here.

The bombing of Chinese restaurants apparently has political or national significance except that they are popular among upper-class Pakistanis and army officers.

During the last two weeks bombs or grenades have exploded every night in Dacca, Thursday night three powerful blasts were heard, but their origin could not be determined.

Movie Houses Warned

The guerrillas have said that movie theaters in East Pakistan where the price of admission includes a government tax will be attacked. Bengali separatists sought to disrupt the Government's examination early this week for students seeking the equivalent of high school diplomas, throwing several grenades at examination places forcing sources said that only about a quarter of the registered applicants showed up to take the examination.

The most serious incident of the last week was a coordinated bombing attack Monday night against five power transformer stations here.

According to technical of severs, two of the stations were destroyed, another was moderately damaged and two were highly damaged.

The explosions left most of the city of Dacca without electricity for nearly a day and power was restored by routing current around the damaged stations.

Source: *The New York Times,* 25 July 1971.

৪.৭০ ধরপাকড় অব্যাহত

মুজিবনগরে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, দখলকারী বর্বর জঙ্গীশাহী কর্তৃক বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রহিয়াছে। বিগত একপক্ষ কালের মধ্যে ঢাকাতে ১১ জন অধ্যাপক, শিল্পী ও আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রহিয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমেদ শরীফ, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব শহীদুল্লাহ, জনাব আবুল খায়ের প্রমুখ। কিছুদিন আগে বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক জনাব আলতাফ মাহমুদকে তাহার শহীদবাগস্থ বাসভবন হইতে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

সূত্র: *বাংলার বাণী*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৪.৭১. নতুন করিয়া বুদ্ধিজীবী গ্রেপ্তার শুরু
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকাসহ বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে আবার নূতন করিয়া শিক্ষক, শিল্পী, আইনজীবী সাংবাদিক তথা বুদ্ধিজীবী গ্রেপ্তার করা হইতেছে। জঙ্গীশাহীর নির্যাতনের ফলে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

গত পক্ষ কালের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষকসহ কয়েকজন শিল্পী ও আইনজীবী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গ্রেপ্তারকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে জনাব আহমদ শরীফ, জনাব আবুল খায়ের, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব শহীদুল্লাহ প্রমুখ রহিয়াছেন।

পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে অবস্থিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী শিবির হইতে প্রেরিত এক পত্রে জানান হয় যে, সম্প্রতি বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক জনাব আলতাফ মাহমুদকে ঢাকায় তাহার শহীদবাগস্থিত বাসভবন হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঐ একই পত্রে জানান হয় যে, বরিশালের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব আব্দুস সাত্তার হাওলাদারকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বলা হয় যে, এইসব গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তারকৃতদের আর কোন হদিস পাওয়া যাইতেছে না।

সূত্রঃ *নতুন বাংলা,* ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৪.৭২ ২৫ মার্চের অনুরূপ ঢাকায় আবার গণহত্যা

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১৯ নভেম্বরঃ গত পরশু ঢাকায় পাক সামরিকচক্র কারফিউ জারী করে ২৫ মার্চ-এর ঢং-এ আর একদফা ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে। বাঙালাদেশ সরকারের সূত্রে এই সংবাদ এখানে পাওয়া গেল।

ঢাকায় পাঁচটি থানাই সেনাবাহিনীর একজন করে ব্রিগেডিয়ারের হাতে তুলে দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে এই হত্যা অভিযান চালানো হয়েছে।

জানা গেল, ট্রাক বোঝাই পাক সৈন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে প্রায় ১ হাজার মানুষ খুন করেছে এবং আরো বহু সহস্র মানুষকে বন্দী করে তাদের উপরে বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছে।

পাক ফৌজের এই ক্ষিপ্ত আক্রমণের পিছনে অবশ্য মুক্তি বাহিনীর হাতে ক্রমবর্ধমান আক্রমণে বিপর্যস্ত মরিয়া মনোভাবেরও পরিচয় মেলে। মুক্তি বাহিনীর মার খেয়ে সাধারণ মানুষ হত্যা করে পাক ফৌজ এই ভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে।

সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তর,* ২০ নভেম্বর ১৯৭১।

৪.৭৩ কামরুদ্দীন আহমদ ও সর্দার ফজলুল করিম বন্দী
(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বাঙালাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ওপর পাকবাহিনীর আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় দখলদার পাকিস্তানিরা বর্মার প্রাক্তন পাকরাষ্ট্রদূত ও আওয়ামী লীগের সমর্থক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রী কামরুদ্দীন আহমদ এবং বাঙলা অ্যাকাডেমির সাংস্কৃতিক বিভাগের অধ্যক্ষ সর্দার ফজলুল করিমকে গ্রেপ্তার করেছে। বাঙালাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রে এই সংবাদ জানা গেল। সর্দার করিম বাঙালাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তিনি পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তর,* ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৪.৭৪ বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বন্দী
নিজস্ব সংবাদদাতা

বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে আবার নতুন করে শিক্ষক, শিল্পী, আইনজীবী সাংবাদিক তথা বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার করার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষকসহ কয়েকজন শিল্পী ও আইনজীবী বন্দী হইয়াছেন। গ্রেপ্তারকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে জনাব আবুল খায়ের, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার, জনাব আলতাফ মাহমুদ এবং ঢাকা বেতারের নাট্যকার জনাব আলী মনসুরও রয়েছেন।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক বাংলা,* ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৪.৭৫ অধিকৃত এলাকায় বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমন নীতি অব্যাহত
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দখলীকৃত এলাকার অসামরিক গভর্নর ডা. মালেকের সরকারকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বর্বর জঙ্গীশাহী সরকার বাঙালি শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর অব্যাহতভাবে দমননীতি চালাইয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি জল্লাদী বর্বরতার শিকার হইয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. হবিবুল্লাহ, বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান ও ইমিরেটোস অধ্যাপক ডা. মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ড. মনিরুজ্জামান আগামী ছয় মাস কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী করিতে পারিবেন না বলিয়া হুকুম জারী হইয়াছে।

ইহা ছাড়া রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিবার অভিযোগে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. কুদরত-ই-খুদা, ড. নীলিমা ইব্রাহিম ও ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে ড. আবুল খায়ের, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, বেশ কিছুদিন পূর্বে জঙ্গীশাহীর বর্বর সৈন্যরা মর্নিং

নিউজের চীফ রিপোর্টার জনাব শহীদুল হক, ঢাকা বেতারের সাইফুল বারি, এ,পি,পি'র জনাব মোজাম্মেল হক ও সি,পি,আই-এর নাজমুল হকসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে ধরিয়া লইয়া যায়। পরে তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সামরিক সরকার বাঙালি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অবাঙ্গালী চীফ সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ ও চীফ সেক্রেটারী আমদানী করিয়াছে।

সূত্র: *বাংলার বাণী*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৪.৭৬ Inside Bengal: the terror with two faces

[STRICT censorship in East Pakistan makers in almost impossible to learn be that is happening there. Smuggling news dispatches out of the country is a difficult and dangerous operation. The Sunday Times has obtained the report printed below, but because of the prevaling conditions is unable to identify the writer what can be said is that the report is recent and absolutely retable.]

AN ESTIMATED 800 Mukti Bahini (Bangladesh Guerrillas) operating in Dacca have launched a series of daylight bomb attacks on public building foreign the Pakistan army into tight defensive positions in the city.

On October 19, a bomb explosion at 10.57 a.m outside the Habib Bank building in Motijeel the city's main business centre, killed five people, injured 13 others and wrecked seven cars, one taxi and town cycle, rickshaws. Next day another bomb exploded on the fourth floor of the State Bank building down the road. No one was killed but the explosion rocked the building. Which also houses the local officers of the World Bank.

On October 10, there were several explosions in the Demra area where the jute warehouses are located. Causing a big fire. Two nights earlier, mortar bombs landed on the administration block of the cholera hospital.

It is also reported that Pakistan army losses in East Pakistan have risen from 18 to 129 per day.

Carpenters are employed full time in the cantonments making coffins for officers who, presumably get shipped home to West Pakistan for burial.

The present daylight bomb attacks have broken a three week full in the activities of the Mukti Bahini after 80 of them were captured in Dacca by the Pakistan Army authorizes around September 15. The big haul was result of information extracted "under pressure" from two of their members who had been arrested earlier. Now the Mukti Bahini guerrillas are back more daring.

For its part, the Pakistan Army has considerably strengthened security measures in the city, particularly in and around Dacca Airport. These are as much a precaution against guerrilla activity as against the threat of war with India.

Pillboxes have been built on the roads of houses along the airport road. The airport buildings have been painted over with camouflage grey. Firing embrasures have been constructed around the airport PIA Boeings. Once used to come in the land majestically flying over the Intercontinental Hotel with all lights blazing., Now they have changed their approach pattern to take them as much as possible over water and they fly in without navigation lights.

With the Bangladesh radio promising an increase in Mukti Bahini activity. Dacca was reported to be "poised on the knife-edge of expectancy" work in government offices is slowing down again and streets are deserted at night except for the cars of foreign residents and army men.

The authorities have begun digging 350 shallow tubewells as a precution against disruption of the city's water supply, which now comes from a single station pumping river water into the mains. Blackouts and air raid drills were started from September 24.

Foreigners in Dacca and others parts of East Pakistan who have hitherto been relatively safe, are now in double jeopardy. On the one hand they are subject to harassainent and personal attack by razakars. These Para-military bully boys early this month severely beat up an English missionary, Mr. Davaid Rowland's who was traveling in Mymensingh to visit his congregation. On the other expatriates would be the target of deliberate attack by the Mukti Bahini if suspected of any liaison with the martial law authorities.

Recently the Save the Children Fund workers in Bholna were told they could proceed with their work only as long as they had no dealings with the army and as little as possible with the administration.

Reports reaching Dacca suggest that 10000 Mukti Bahini guerrillas are one currently operating in East Pakistan. In recent mothts they have blown up 165 bridges damaged five ships in Khulna and Chittagong, destroyed a 1600-ton barge with 4000 bales of jute an Narayangaj, and destroyed a power sub-station at Dacca. On August 27 eight razakars were killed and 15 wounded when the Mukti Bahini mined their Gulshan Parade ground.

The army, for its part, is reported to have "barrowed" 20 UN jeeps delivered in Chittagong several weeks ago. It has not yet been able to make the Chittagong-Comilla highway safe for regular traffic. As a result the dock-sheds a Chittagong are said to be bursting with goods.

Some of these stocks are said to be rotting shed "F" was reported sealed because of the smell of rotting wheat. Little of this is mentioned in the Pakistan Press, which continues to report that the army is in full control of the province.

Source: *The Sunday Times,* 31 October 1971.

৪.৭৭. ২৫শে মার্চের পুনরাবৃত্তি

গত ১৭ই নভেম্বর অধিকৃত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র পুনরায় কার্ফিউ জারী করে। মুক্তিসংগ্রামীদের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে জঙ্গীশাহী দুটো শহরেই ২৫শে মার্চের কায়দায় জনসাধারণের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনো একটি দালালী সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মুক্তি-সংগ্রামীদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তারা বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালায়। প্রকাশ, তাদের না পেয়ে পাক সৈন্যরা বহুসংখ্যক নিরীহ লোককে হত্যা করে, অনেকের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং বেশ কিছু সংখ্যক নির্বিবোধ নাগরিক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রকেও ধরে নিয়ে যায়। ফলে কার্ফিউ তুলে দেবার পরপরই জনসাধারণ নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন। এবারকার অভিযানে শত্রুসেনা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সরাসরি সংঘর্ষে দুপক্ষের প্রচুর হতাহত হয় বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুক্তিসংগ্রামীরা বহু এলাকাকে শত্রুকবলমুক্ত করেছেন। নোয়াখালীতে একটি এফ-৮৬ পাকিস্তানি জেট প্লেনও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, জঙ্গীশাহী বিশ্বজনমতকে ধাপ্পা দেবার জন্যে ২৭শে ডিসেম্বর ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের যে গোঁজামিল অধিবেশন বসানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেটা পুরোপুরি বানচাল করে দিয়ে তার আগেই বাংলাদেশের সর্বত্রই গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু করার জন্য মুক্তিবাহিনী যে দুর্বার অভিযান চালিয়েছেন ঢাকার এই সরাসরি সংঘর্ষ তারই একটি অংশ।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক বাংলা*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭১।

৪.৭৮. প্রতিক্ষার অছিলায়

ঢাকা, ৩০ নভেম্বরঃ ঢাকার চারপাশের গ্রামগুলি পাকফৌজ কর্তৃক নিশ্চিহ্ন বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নারকীয় অত্যাচারের তালিকায় আরও একটি ব্যাপার যুক্ত হল। দখলদাররা ঢাকাকে ঘিরে অনেকগুলি গ্রাম নিশ্চিহ্ন করেছে। গ্রামবাসীদের মেরেছে আগুনে পুড়িয়ে, বোমা মেরে এবং গুলি করে। হিন্দুদের বাড়িগুলি ছিল তাদের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য। পাকবাহিনীর হাতে কম করেও তিনশ জন প্রাণ হারিয়েছে।

এই বর্বর দখলদারদের দ্বারা ঢাকা যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। ঢাকাকে বাঁচাতে হলে তার চারপাশে ছয় কিলোমিটার গভীর একটি ব্যূহ তৈরি করতে হবে। তাই ওই গ্রামগুলি সাফ করা হয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৪.৭৯. ঢাকায় আবারো গণহত্যা

ঢাকা থেকে সংবাদে প্রকাশ, পাক দখলদার বাহিনী ঢাকা শহরের চারপাশের গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করে আনুমানিক ৩০০ মানুষকে হত্যা করেছে। উদ্দেশ্যঃ মুক্তি বাহিনীর কমান্ডোদের অভিযান রোধের জন্য ঢাকা শহরের চারপাশ ঘিরে তিন কিলোমিটার গভীর একটা নিরঙ্কুশ প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করা। এই সব গ্রামের যাঁরা কোনোক্রমে বাঁচতে

পেরেছেন, তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত থেকে প্রায় ৫০০ পাক ফৌজ তিন দফায় একের পর এক গ্রাম ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। বাড়িগুলোর ওপরে হাত-বোমা ছোঁড়ে। যারা সেই বোমার বিস্ফোরণে মরে নি, তাদের গুলি করে মারা হয়েছে।
সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা)*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৪.৮০ Bodies of Intellectuals Found in Dacca

DACCA (UPI): A scene of incredible horror unfolded here Saturday morning with the discovery of mutilated bodies of a score of leading Bengali Intellectuals who disappeared from their homes over the past week.

At least 20 bodies were found scattered in shallow pounds and depressions in a deserted brickyard near the Bihari community of Mohamemdpur on the outskirts of the city.

It was feared that as many as 250 more bodies would be unearthed in the area.

The bodies found had their hands tied behind their backs. All bore bullet wounds and at least a dozen had been brutally butchered.

Family members identified two of the bodies as those of Dr. F. Rabbi, chief cardiologist of Dacca Medical College and Dr. Munier Chowdhury, head of the department of Bengali Language at Dacca University.

Beginning about one week ago non-Bengali razakars (pro-Islamabad irregulars) and members of the Al-Badar, Student wing of the rightist Moslem party Jamat-e-Islam, arrested and took away leading professors and journalists and other Bengali intellectuals.

Among those missing and tentatively identified as one of the bodies discovered Saturday morning was Nizamuddin Ahmed, a Bengali Journalist who worked part time for a number of foreign news agencies including United Press International and the British Broadcasting Corporation.

Local people reported that the brickyards and the area near an old mosque at Mohammedpur had been used for disposal of bodies by Pakistani Army and militiamen over a period of months. They said some executions took place-at the site but most were carried out elsewhere in four concentration camps around the city.

"There is no explanation for this butchery, except that the Pakistanis were trying to annihilate Bengali the people who would have helped build a free Bangladesh, a young Mukti Bahini (Bangladesh volunteer) officer told UPI at brickyard.

Another young Bengali pointed at the mosque half a mile away and said, "There are hundreds maybe thousands more buried in-these sandpiles. We can't get over there right now to search because the Biharis are forted up

there with guns and they shoot anybody trying to get in there."

The black crows of Dacca swarmed the area, flocking to peck at the decomposed bodies of a Nation's intelligentsia.

Source: *The Sunday Times,* 18 December 1971.

৪.৮১ Intellectuals' Slaughtered in Dacca; West Pakistan Irregulars Blamed

United Press International

A scene of horror unfolded in Dacca yesterday with the discovery of the mutilated bodies of as score of leading Bengali intellectuals who disappeared from their homes during the last week of the 14-day war between India and Pakistan.

At least 20 bodies were found scattered in shallow ponds and depressions in a deserted brickyard near the Bihari community of Mohammedpur on the outskirts of Dacca, provisional capital of liberated East Pakistan.

It was feared that more bodies would be unearthed in the area.

The bodies found yesterday had their hands tied behind their backs. All bore bullet wounds. At least a dozen had been butchered.

One of the bodies was tentatively identified as that of Nizamuddin Ahmed, A Bengali journalist who worked part time for several foreign news agencies, including United Press International and the British Broadcasting Corporation.

2. Scientists' Bodies

Family member's indentified two bodies as those of Dr. F. Rabbi, Chief cardiologist of Dacca Medical College, and Dr. Munier Chowdhury head of the department of Bengali language at Dacca University.

Beginning about one week ago non-Bengli Razakars, or irregular West Pakistani soldiers, and members of the Al badar student wing of the rightist Moslem party Jamat-E Islam arrested and took away leading professors and journalist and other Bengali intellectuals in Dacca.

Residents reported that the brickyards and the area near a old mosque at Mohammedpur had been used of disposal of bodies by Pakistani army and militiamen over a period of months.

They said same executions took place at the site, but most were carried out elsewhere in four concentration camps around the city.

"There is no explanting for this butchery except that the Pakistanis were trying to annihilate Bengali intellectuals the people who would have helped build a free Bangladesh (Bengal land), a Bangladesh leader said.

Another Bengali pointed at the mosque half a mile away and said.

"There are hundreds, may be thousands more buried in these sandpiles."

The Black crows of Dacca swarmed the area. Flocking to peck at the bodies.

As the grisly discoveries were made, Indian and Pakistan accused each other of violating their day-old cease-fire with a series of border attacks on the Western front.

Military spokesmen in India's Western command headquarters at jullaunder, Reported a total of six incidents since the start on the cease-fire at 8 p.m (9.30 a.m. EST) Friday. They said two involved attacks of battalion size or larger, and classified them all as "major attacks" by Pakistani forces.

Pakistan Replies

A military spokesman in New Delhi, however, characterized the incidents as "very minor" and said the truce had been a success so far.

"These are normal things that go on after a cease-fire," said the spokesman, Maj. Gen. M. G. Batra.

The spokesmen both at jullaunder and New Delhi said that all Pakistani "violations" had been repulsed.

A Pakistani miltary spokesman quoted by Radio Pakistan last night said Indian forces were reported to have violated the cease-fire in "many areas".

The spokesman said the two main violations occurred in Wagha-Attari and Hussanilala along the western cease-fire line. He said similar Indian violations were reported in the Rajasthan sector in the desert area at the southern anchor of the Western front.

Source: *Evening Bulletin,* 19 December 1971.

৪.৮২ পাক ফৌজের গোপন ঘাঁটি থেকে ৫১ জন তরুণী উদ্ধার

ঢাকা ২৮ ডিসেম্বর-আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহযোগিতায় ভারতীয় সৈন্যরা গত কয়েকদিনে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কয়েকটি গোপন স্থান থেকে ৫১ জন তরুণীকে উদ্ধার করেছে।

যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের অধিকাংশের বয়সই ১৪ থেকে ৩০ বছর। তাদের তালাবদ্ধ ঘরে পাওয়া যায়। পাক সৈন্যরা ঐসব যায়গায় তাদের আটকে রেখেছিল। ঐসব তরুণীরা তাদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে।

একমাত্র ঢাকা থেকেই তিন হাজারেরও বেশি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস ঐসব মেয়ের পূনর্বাসন ও দেখাশোনার ভার নিয়েছেন।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১*

৪.৮৩ DACCA MURDERS EXPOSED BENGAL'S ELITE DEAD IN A DITCH

Before they surrendered at Dacca on Thursday, the Pakistani Army arrested and then shot more than 50 of the city's surviving intellectuals, scientists and businessmen. It was a closely planned elimination of elite Bengali citizens, carried out as a sudden military operation. It must therefore have been done with the full knowledge of the Pakistan high command, including the commanding officer, General Niazi.

The discovery of the bodies can only increase tension in Dacca, make revenge killings and riots more likely, and possibly even cause friction between the Mukti Bahini guerrillas and the Indian Army.

If the occupying forces have to calm down on the liberated Bengalis, they could come to resent even Indian occupation; and there are small signs of this ominous development already in Dacca.

The murdered intellectuals were discovered in some isolated clay pits on the outskirts of the town at a place called Rayar Bazer. I actually saw 35 bodies there, in a decomposed condition which indicates they were killed four or five days ago. There are probably many more, and from kidnap reports, some in Dacca are putting the number of killed as high as 150.

UPI reports that among the victims were Dr. F. Rabbi, chief cardiologist of Dacca Medical College, and Dr. Munier Chowdhury, head of the Department of Bengali Language at Dacca University.

The killing ground is a brickfield beyond the middle-class Dacca district of Dhanmondi. It is an oddly desolate place, despite the water hyacinths which float on the blue-white clay pools.

Hundreds of Dacca citizens came here today, walking along the mud dykes to view the bodies, many of them looking for their own relatives.

The kidnapping was apparently done early in the morning last Tuesday, when squads of Punjabi soldiers drove to selected addresses, and took away men and women under anned guard. Probably they were taken to the Rayar Bazar's brickfields and immediately shot, lined up along the mud dykes so as to fall into the pools.

There they still lie, with clay dust on them, beginning to decompose. There is one skeleton on a dyke picked dramatically bare by the Dacca dogs.

The Bengali crowds are circulating among these pools in a strange, gentle fashion. They don't seem angry here. Elsewhere they are wild. But here they were walking, talking in a gentle murmur, like tourists in a cathedral.

At one pool there was a particularly large crowd, and the biggest pile

of corpses. Here a Moslem, his mouth wrapped in his wool scarf, was howling and, kecning. It sounded like the Muazzin call to prayer.

We asked the man his name. He said he was Abdul Malik, a Dacca businessman. In the water before him he had recognised the bodies of his three brothers Badruzzaman, Shahjahan and Mulluk Jahan. They lay side by side. They too were Dacca businessmen. It was a family firm. He had no other brothers.

"The Pak army came for them at seven o'clock in the morning on Tuesday," he said. "Just by chance, I had gone out early."

At this moment my companion began to cry. He was a Dacca student, named Najiur Rahman, who brought me to the brickfields. He was looking for his brother-in-law, a Dr. Amuniadinh, who is one of Dacca's most eminent citizens.

He is head of the Bengal Research Laboratories, with an Oxford PhD, and he was last seen at 7 o'clock on Tuesday morning when the Pakistan army took him away.

"I'm sorry, I must leave you, and look," said Rahman. His woollen scarf was now also around his face.

I was in Dacca for only three hours yesterday and during that time the news had scarcely spread. The crowds were excited but quite good-natured, still waving to Indian troops and racing up and down in cars.

But there has been a great deal of shooting, particularly at night. Correspondents at the Intercontinental Hotel confirms that the atmosphere is explosive. The Bengalis allege that the hated Biharis, those "foreigners" from across the border who long ago came to settle here because they were Muslims, have been helping the Pakistani troops to murder Bengalis.

This was precisely what led to a riot and massacre of Bihari civilians in Jessore when I was there eight months ago.

This murder of Dacca intellectuals is infinitely worse than anything that happened at Jessore. Therefore some kind of retribution is almost inevitable.

Apart from swiftly gathered hearsay in Dacca, and the evidence of other journalists in Dacca that such killings have been taking place, I can offer only the evidence of the two boys who drove me back to Dacca airport.

Both were Mukti Bahini. One, Parvez Mamasalck, told me proudly he had been Bihari-hunting the day before.

"We heard shooting," he said. "We knew it was those Bihari bastards killing our boys. We closed in on them in a circle. Two of us with steps rushed into their house. The Biharis had climbed a tree in the garden.

"They shot them down like crows from a branch. Of course we kill

them, they killed us." That was only one of three Bihari killing parties Parvez had been on since the surrender. He is nineteen.

The other boy was Masin Dinhammed Mintu. He is 23, student of social welfare at Dacca University. "We are freedom fighters," he said. "We now really know how to kill for freedom."

I asked him what he would do if the Indian army stopped him fighting Biharis, or carrying his gun, or if they imposed a curfew. "They cannot do that," he said. "They will not. They will leave very soon and we shall be masters."

But then he thought about it and I asked him what might happen if the Indian army stayed-and never went?

"Then we shall fight them! Just as we fight all oppressors all occupiers. We are freedom fighters."

Meanwhile the actual Pakistani army, now, under close Indian guard at the cantonment, is still fully armed, just in case. As and when Dacca fully learns about the massacre, and how carefully and deliberately the Pakistani army must have done it, there must be real trouble.

Whatever is to happen, it becomes increasingly difficult to feel any sympathy for the defeated Pakistani army. That an officially disciplined military force should commit murder in this childish, useless, mad fashion is incredible. If the wholesale random killing this newspaper has called genocide is appalling, there is something even more obscene about "elitocide," the deliberate selection of a nation's finest, cleverest, most distinguished men and women to be killed, just to ruin that nation's future.

Pakistan was finished in Bangladesh long before last Tuesday. The staff officers who planned this murder must have known that. Therefore the massacre was an attempt to bring down Bangladesh with Pakistan. It has long been suspected that the bluff soldiers of the Punjabi desert harbourred a fierce racial hatred for Bengalis. It seems they harbour intellectual jealousy as well, and have expressed it with mass murder.

Source: *The Sunday Time,* 19 December 1971

৪.৮৪ 125 elite slaughtered in Dacca
By CLARE HOLLINGWORTH in Dacca

THE cream of the country's intellectuals who should now be helping to create the State of Bangladesh were found yesterday bayoneted, Garroted or shot dead in a outside Dacca.

At least 125 doctors, professors, writers and teachers lay face sown in

blood- red pools of water. All had their hands tied behind their backs.

Sobbing relatives were among thousands who walked out into katasur brickfields to identify men and women.

Almost unrecognizable from hideous wonds. Most were found 400 yards from a strongpoint still held by Razakars, who with minority groups like the Biharis served the West Pakistan administration.

Two of them who fell into the sands of Mukti Fouj guerrillas admitted killing some of the victims and were beaten to death.

Mourners fired at

Razzakars, who are holed up in a mosque fired at mourners who tried to get closer to identify scores of other bodies strewn across fields within rifle range.

The intellectuals were coldly executed about four days ago most were arrested in their homes, two days before Pakistan surrendered because they were leading opponents of Islamabad.

Thousands of Pakistani troops still have weapons in their barracks in the cantonment area because the Indian Army lears for their safety if they are disarmed.

Four Russian built Indian tanks protected the Intercontinental Hotel last night from a threatened attack by the Mukti Fouj, who are demanding that the former Governor, Mr. A. M. Manik an other members of the West Pakistan administration should be taken from the Red Cross neutral zone into custody.

Source: *Sunday Telegraph,* 19 December 1971

তথ্য সূত্র

১. মফিদুল হক, "ঢাকায় পাকবাহিনী ও দোসরদের বন্দি শিবির ও নির্যাতন কেন্দ্র," দ্রষ্টব্য মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা* ১৯৭১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০ পৃ. ১৩৪

২. সিদ্দিক সালিক (ভাষান্তর মাসুদুল হক), *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল*, ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮, পৃ. ২১৪-২১৭

৩. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ২২৪-২২৫

৪. ঢাকার গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণের জন্য এম.এ. হাসান, "ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সামরিক, আধা সামরিক, পুলিশ, ইপিআর (২৫ মার্চ ১০ এপ্রিল) ও জনপ্রতিরোধ," দ্রষ্টব্য মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), পৃ. ৮১

অধ্যায়-৫
ঢাকায় পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতা
১. পাকবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ঢাকা

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশের অবস্থা উত্তাল হলে পাকিস্তান সরকার এ অঞ্চলকে ঘিরে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের দমন করার জন্য জেনারেল ইয়াকুবের বদলে টিক্কা খানকে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার, সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়। তাঁর নেতৃত্বেই ২৫ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে গণহত্যার সূচনা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে অস্ত্র আনার কাজও ২৫ মার্চের আগে সম্পন্ন হয়। জনযুদ্ধকে মোকাবিলা করার জন্য যুদ্ধ উপযোগী সামরিক কাঠামো এরই মধ্যে তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর ৮০ হাজার নিয়মিত সৈন্য, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত ২৪,০০০ মিলিশিয়া ও রেঞ্জার, ২৪,০০০ বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী, ৫০,০০০ রাজাকার, আলবদর ও আলশামস পাকিস্তান রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হলে এর পরিচালক হিসেবে আরো ছিলেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহানজেব আরবাব, মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া, মেজর জেনারেল এ ও মিঠ্ঠা খান, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান ও লে. জেনারেল এস জি এম পীরজাদা। ১০ এপ্রিল থেকে এ দলে যুক্ত হন লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি। ২৫ মার্চ শুরু হওয়া গণহত্যা চলে নয় মাসব্যাপী। ওই রাতেই পাক সেনারা ঢাকা দখল করে। মার্চ মাসের মধ্যেই সেনানিবাস দখল এবং এপ্রিল থেকে গ্রামেগঞ্জে পাকবাহিনী ছড়িয়ে পড়ে।[১]

পাকিস্তান সামরিক জান্তা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের মার্চের শুরু থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। ২৫ মার্চ থেকে ৩০ লক্ষ বাঙালি তাদের হত্যার শিকার হয়। দুই লক্ষ মা-বোন তাদের হাতে পাশবিক নির্যাতন ভোগ করে। এপ্রিলের মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি কমিটি ও পরের মাসে রাজাকার বাহিনী গঠনের পর পাকবাহিনী তাদের সহায়তায় গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। মূলত পাকিস্তান সরকার নিয়মিত সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী ও সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়ে বিভিন্ন বেসরকারি কমিটি, পাকিস্তানপন্থি দলের সমন্বয়ে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে অনুমতি দেয়। এদের যে কোনো লোককে হত্যা করার অনুমতি দিয়ে একটি স্বীকৃত সরকারের সকল নিয়মকানুন ভঙ্গ করে। এদের কাজ ছিল পাকিস্তানের পক্ষে সভা-সমাবেশ, মিছিল, বাংলাদেশের অনুগতদের খুঁজে বের করা। পাকবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলে এ শূন্যতা পূরণে ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চের মধ্যে পাকিস্তান থেকে ১০ হাজার সৈন্যও নিয়ে আসা হয়।

২. সামরিক বিধি জারি

পাকিস্তান সরকার ন'মাস নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সামরিক বিধির আশ্রয়

নেয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে এর অনেক সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সামরিক বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। এ বিধানগুলোর কয়েকটি একাত্তরের মার্চের উত্তাল দিনে দেওয়া হয়। ১ মার্চ দেওয়া সামরিক আইন বিধিতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে পত্রিকা, বই এবং ছবি ছাপা ও লিখলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের শাস্তি, ১০ মার্চ সামরিক বিধিতে সামরিক বাহিনীর চলাচলে কিংবা নৌ, বিদ্যুৎ বা পানি সরবরাহে বাধা দিলে শাস্তির ঘোষণা দেয়। ১৩ মার্চ দেয়া ঘোষণায় সামরিক ও বেসামরিক সরকারি চাকুরে কেউ কর্মে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে ১০ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করে। মূলত বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিধি জারি করা হয়। তবে ২৫ মার্চ টিক্কা খান ১৫টি সামরিক বিধি জারি করে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ, মিছিল সমাবেশ জমায়েত নিষিদ্ধ, প্রেস সেন্সরশিপ জারি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (মুক্তিবাহিনী) নিষিদ্ধ করেন। এর পরদিনই আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ এবং এ দলের অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। ২৭ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতি করলে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগের ৮৮ জনের আসন, বঙ্গবন্ধুসহ সকল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের আসন বাতিল ঘোষণা করা হয়।

৩. উপনির্বাচন

পাকিস্তান সরকারের ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের সদস্যদের আসন শূন্য করে একাত্তরের ১২-১৩ ডিসেম্বর উপনির্বাচন ঘোষণা করে। ৯ অক্টোবর জারি করা বিধিতে এ নির্বাচনে বাধা দিলে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত এই পাতানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

৪. পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র

৫ আগস্ট সামরিক সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এতে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলা হয়। এতে দেশের দুরবস্থার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তান বাহিনী নয় বরং আওয়ামী লীগই যে হত্যা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল এটাই ছিল তথাকথিত শ্বেতপত্রের মূল বক্তব্য। যদিও দেশপ্রেমিক বাঙালিমাত্রই এটি প্রত্যাখ্যান করে।[২]

৫. ডা. মালিক মন্ত্রিসভা

বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে পাকিস্তান সামরিক জান্তা জেনারেল টিক্কা খানের বদলে সেপ্টেম্বরে ডা. আবদুল মোতালিব মালিকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতিকদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। তাঁরা সামরিক জান্তার পক্ষ নিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন বিবৃতি বক্তৃতা ও আদেশের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। ঘাতক রাজাকার, আল বদর, আল শামস এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের দ্বারা গণহত্যাকে এসব মন্ত্রী সমর্থন দেয়। ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর হাউসে বিমান আক্রমণ হলে ডা. মালিক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। চূড়ান্তভাবে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতার দলিলের মধ্যে বেশির ভাগ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, সরকারের উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক ব্যক্তির বক্তৃতা, সরকারি ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রতিবেদনের চেয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সরকারি নির্দেশ, অধ্যাদেশ বেশি। একাত্তরের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক প্রধান জেনারেল টিক্কা খান একটি সামরিক নির্দেশ জারি করেন। এ ঘোষণায় প্রকাশ্যে ও ঘরোয়া সকল সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রেস সেন্সরশিপের আওতায় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, ধর্মঘট, কর্মবিরতি নিষিদ্ধ, জ্বালাও-পোড়াও, পুলিশ, ইপিআরের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ২৫ মার্চের ঘোষণাটি *দৈনিক সংবাদ* (আগরতলা) ২৬ মার্চ প্রকাশ করে (প্রতিবেদন নং-৫.১)। অবশ্য ওইদিন ঢাকা থেকে কোনো পত্রিকা বের হয়নি। *পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার* ২৬ মার্চ সংখ্যায় সেনাবাহিনীর এই নির্দেশ (১১৮-১৩১ নং নির্দেশ) জানা যাবে। চতুর্থ দলিলটি ছিল ২৬ মার্চের সামরিক নির্দেশ (১৩৩-১৩৪ নং নির্দেশ)। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণের ওপর ভিত্তি করে (প্রতিবেদন-৫.২) *দ্য টাইমস* ২৭ মার্চ প্রকাশ করে 'PRESIDENT SAYS TRAITORS MUST BE PUNISHED' শিরোনামে প্রতিবেদন। এখানে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য রয়েছে। এরপর বেশ কয়েকদিনের বিরতির পর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের দলিল রয়েছে। ইতোমধ্যে পাকিস্তান বাহিনী চরম দমননীতি চালিয়ে ঢাকার কর্তৃত্ব নিজের দখলে নিয়ে আসে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত ধর্মভিত্তিক দলের নেতারাও পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসে। ৬ এপ্রিল *জাপান টাইমস* (প্রতিবেদন নং-৫.৫) কারফিউ শিথিল করা এবং পিডিপির সভাপতি নুরুল আমিনের সঙ্গে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈঠকের খবর প্রকাশ করে। তবে পত্রিকাটিতে ভুলক্রমে নুরুল আমিনকে ন্যাপের নেতা হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। একই দিন সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামা প্রকাশিত হয় (দলিল-৫.৭)। এতে ঢাকা নগরবাসীকে কলেরা ও বসন্তের টিকা গ্রহণ এবং বেআইনিভাবে দখলকৃত জমি সরকারের কাছে পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ৭ এপ্রিল *দৈনিক আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেনের আত্মসমর্পণের খবর প্রকাশ করে (প্রতিবেদন নং-৫.৮, ৫.৯)।

টিক্কা খান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ৭ মার্চ দায়িত্ব নিলেও ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী গভর্নর হিসেবে সেদিন শপথ করাতে অপারগতা প্রকাশ করলে সেদিন তিনি শপথ নিতে ব্যর্থ হন। অবশ্য ৯ এপ্রিল শেষ পর্যন্ত টিক্কা খান শপথ নেন। এ সংক্রান্ত ছোট একটি খবর *দৈনিক পাকিস্তান* পরদিন প্রকাশ করে (*প্রতিবেদন-*৫.১০)। পাকিস্তান বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে প্রাণভয়ে ঢাকা নগরবাসী নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। সরকারি কর্মচারীরাও এর থেকে রেহাই না পাওয়ায় অনেকে পালিয়ে যান। ১৩ এপ্রিল সরকারি এক নির্দেশে ২১ এপ্রিলের মধ্যে তাদের চাকরিতে যোগদান, অন্যথায় বরখাস্তের ঘোষণা দেওয়া হয় (প্রতিবেদন নং-৫.১২)। পরদিন আরো একটি সরকারি নির্দেশে যে সকল কর্মচারী ছুটির পরও কর্মস্থলে যোগ দেবে না, তাদের পলাতক হিসেবে দেখিয়ে গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয় *(দলিল-৫.১৪)।* ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারের এসকল নোটিশ কোনো কাজে না আসায় তাদের বিরুদ্ধে ১৪২নং নির্দেশ জারি করে বরখাস্ত ছাড়াও দণ্ড প্রদানের আবারো হুমকি দেওয়া হয়।

পাকবাহিনীর দমননীতির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ছিল না। যদিও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৭ মার্চ থেকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায় সরকার এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত করে (প্রতিবেদন ৫.১৫)। তবে স্কুল খোলার সরকারি নির্দেশে কিছু কিছু স্কুল খোলা হলেও উপস্থিতি ছিল খুব কম। ১৬, ১৮ এপ্রিল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের স্কুল খোলার তথ্য *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা *(প্রতিবেদন-৫.১৮ ও ৫.১৯)* প্রকাশ করে। টিক্কা খানের ১৮ এপ্রিল দেওয়া বেতার, টিভি ভাষণ পরদিন প্রকাশ করে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক। *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকায় প্রকাশিত এ ভাষণ দেশের পরিস্থিতি, খাদ্য পরিস্থিতি প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচনা করে সশস্ত্র বাহিনীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করে (প্রতিবেদন নং-৫.২০)।

সামরিক কর্তৃপক্ষ এরপর দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর আইন প্রয়োগ শুরু করে। ২১ এপ্রিল *দৈনিক পাকিস্তান* সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ৫ জনের হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রকাশ করে (প্রতিবেদন ৫.২২ ও ৫.২৩)। এতে তাজউদ্দীন আহমদ, তোফায়েল আহমেদসহ ৫ জনের বিভিন্ন দণ্ডবিধির আওতায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রকাশ হয়। সরকারি নির্দেশ পালন করে কর্মচারীরা দলে দলে কাজে যোগদান করেছে বলে ২২ এপ্রিল *আজাদে* খবর বের হয় (প্রতিবেদন-৫.২৪)। যদিও প্রকৃত অবস্থা ছিল ভিন্ন। ইতোমধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গেরিলা দল গঠন ও পাকবাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সরকার ১৪৮ নং সামরিক বিধি জারি করে *(প্রতিবেদন-৫.২৭)।* এতে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করলে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এপ্রিল থেকেই সরকার বহির্বিশ্বে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা প্রচারের জন্য কারফিউ শিথিল করে। ২৯ এপ্রিল, ১৬ মে ২টি প্রতিবেদনে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হয়। ৪ মে ছাত্রনেতা রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, মন্টু সলীম মহসিনের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ *দৈনিক পূর্বদেশে* ১৪ মে প্রকাশ পায়। সামরিক শাসনকে গতিশীল করার জন্য ৪ জন সহকারী আইন প্রশাসক ও উপ-সামরিক আইন প্রশাসকদের নতুন ক্ষমতা ও দায়িত্বের খবর প্রকাশিত হয়। একইভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা দেখানোর জন্য স্কুলের পাশাপাশি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দেয়। ১২ মে *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ মে *মর্নিং নিউজ*, ১৮ মে *দৈনিক পাকিস্তান* এবং ২১ মে *পূর্বদেশে* এসব খবর বের হয় (প্রতিবেদন-৫.৩৬, ৫.৪০, ৫.৪৪ ও ৫.৪৫)। ২৮ মে *(প্রতিবেদন-৫.৪৯) দৈনিক পাকিস্তান* প্রকাশ করে ঢাকা ত্যাগকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এখন ফিরছেন শিরোনামে প্রতিবেদন। একই পত্রিকা ৩ জুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা সম্পর্কে ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি প্রকাশ করে। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামীকরণের জন্য ভার্সিটি শিক্ষা পুনর্বাসন কমিটি গঠন করে। জুনের মধ্যে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যোগ দেবেন না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়। ১ জুন প্রকাশিত এক তথ্য বিবরণীতে ১৫ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও বলা হয়। এছাড়া গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করা হয়। শিক্ষকদের অনেকে ১ জুন যোগ না দেওয়ায় সময় বাড়িয়ে ১৫ জুন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকার এতই চিন্তিত ছিল যে ১ জুন একটি নির্দেশে ক্যাম্পাসের খালি জায়গায় নির্মিত বস্তি, অনুমোদনহীন বাড়ি খালি করার নির্দেশ দেয় (প্রতিবেদন নং-৫.৫৮)।

গেরিলাদের তৎপরতায় পাকবাহিনী পর্যুদস্ত হতে থাকলে তাদের দমনে কঠোর নির্দেশ দেয়। মার্চে যে সকল কয়েদি জেলখানা থেকে পালিয়ে ছিল তাদের এবং বেআইনি অস্ত্রধারী ও অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করে। তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামের বিচার ও তাদের ১৪ বছরের জেলের খবর *সংগ্রাম* প্রকাশ করে (প্রতিবেদন-৫.৬৪ থেকে ৫.৬৫)। অবরুদ্ধ ঢাকার মিল-কারখানাও ছিল প্রায় বন্ধ। জুন মাসে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়। সরকার নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও শ্রমিকরা চাকরিতে যোগ দেয়নি। ১৯ জুন *দৈনিক পাকিস্তানে* প্রকাশিত একটি নোটিশে ৩০ জুনের মধ্যে শ্রমিকরা কাজে যোগদান না করলে, তাদের বরখাস্তের ঘোষণা দেওয়া হয়।
জুন-জুলাই মাসে সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক অবস্থা প্রমাণের জন্য ব্যর্থ কিছু পদক্ষেপ নেয়। এসএসসি পরীক্ষা জুলাই থেকে শুরু হয়। সরকারের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেও ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে গেরিলারা আক্রমণ চালিয়ে পরীক্ষা ভণ্ডুলের চেষ্টা চালায়। সরকারি ও বেসরকারি পত্রিকায় বড় করে পরীক্ষা সম্পর্কিত খবর ছাপায়। সরকার আরো ঘোষণা করে কোনো সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা নেওয়া হবে না। ঢাকার ২৯টি সেন্টারে ৪০০৬ জন পরীক্ষা দেয় বলে *পাকিস্তান অবজারভার* ১৭ জুলাই সংবাদ প্রকাশ করে (প্রতিবেদন-৫.৭৯)। *দৈনিক পাকিস্তান* ২৯ জুন প্রকাশ করে রবসহ ছয় নেতার ১৪ বছর কারাদণ্ড। এছাড়া মন্টু খসরুসহ তিন ব্যক্তির সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ১ আগস্ট *দৈনিক পাকিস্তানে* খবর বের হয়। তাজউদ্দীন আহমদকে শুধু ১৪ বছরের সাজা দেওয়া হয়নি ২৫ জুলাই বিশেষ সামরিক আদালতে তার সম্পত্তি নিলামে বিক্রির নোটিশ দেয় (প্রতিবেদন-৫.৮১ থেকে ৫.৮৩)।
জুন-জুলাই মাসে ভারত থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা প্রবেশ করে এবং বেশ কিছু সফল অভিযান চালায়। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাই তল্লাশি, সতর্কতা বাড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের ভয় দেখানোর জন্য নিরীহ লোকজনকেও হয়রানি, গ্রেপ্তার করে। নতুন করে কারফিউ দিয়ে বাড়ি বাড়ি তল্লাশিও চলে। গুজবে কান না দেওয়ার জন্য এবং ইসলামে গুজব সম্পর্কে আয়াত উল্লেখ করে তা পরিহারের জন্য আহ্বান জানানো হয়। কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে প্রত্যেক পত্রিকায় তা প্রকাশ করে। ১৪ আগস্ট *দৈনিক পাকিস্তানে* 'ঢাকায় আপত্তিকর পোস্টার বিলির দায়ে কয়েক ব্যক্তি গ্রেফতার', ঢাকার দোলাইরপাড় থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার শীর্ষক সংবাদ প্রচার করে (প্রতিবেদন নং ৫.৮৯ থেকে ৫.৯২)। গেরিলাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য আগস্টে সরকার নতুন নতুন বিধি জারি করে। ১৯ আগস্ট *দৈনিক পাকিস্তানের* বিশেষ ফৌজদারি আদালত গঠনের ক্ষমতা, এলাকার সামরিক আইন প্রশাসককে দেওয়ার খবর ছাপা হয়। পাশাপাশি রাজাকারদের আইনগত বৈধতা দেওয়া হয় এ মাসে। রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারির সংবাদ *দৈনিক ইত্তেফাকে* ২৭ আগস্ট প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন-৫.১০০, ৫.১০২, ৫.১০৩, ৫.১০৫, ৫.১১০, ৫.১১২)। সামরিক আইন বিধি *দৈনিক আজাদে* বের হয় (প্রতিবেদ-৫.৯৪, ৫.৯৭ থেকে ৫.৯৯)। এ মাসে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া ডা. এ. এম মালিকের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বেসামরিক সরকার গঠন করে। তিনি গভর্নর হিসেবে শপথ নেন ২ সেপ্টেম্বর। তার দায়িত্ব গ্রহণ, ভাষণ,

মন্ত্রিসভার নাম, পরিচয় সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ মন্ত্রিসভা গঠন হলেও এটি জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। সরকার বেসামরিক প্রশাসনকে পাশ কাটিয়ে একের পর এক অধ্যাদেশ জারি করে। *পাকিস্তান অবজারভারে* ১২ অক্টোবর সামরিক কর্তৃপক্ষের ৯৪ নম্বর আদেশ প্রকাশিত হয়।
পাশাপাশি সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেপ্তার, নির্যাতন নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে দেয়। ছাত্রদের ক্লাসে ফিরে আসার শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খানের আহ্বান তেমন সাড়া জাগায়নি। ৪ জন অধ্যাপকসহ ৫৯ জন অফিসারকে ১৪ বছরের জেল দেওয়া হয় যা *দৈনিক আজাদে* ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন নং-৫.১২৬-৫.১২৮)। নভেম্বরের শেষ দিকে সারা দেশে পাকবাহিনীর বিপর্যয় ঘটে। ঢাকায় গেরিলাদের প্রতিহত করতে নতুন করে কারফিউ জারি ও নিষ্প্রদীপ মহড়া শুরু হয় (প্রতিবেদন নং-৫.১১১, ৫.১১৩)। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ থেকে ভারতীয় বাহিনীর অভিযান শুরু হলে সরকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। *দৈনিক পাকিস্তানের* ১০ ডিসেম্বর সংখ্যায় এ সংবাদটি বের হয়। ১০ তারিখেই জেনারেল নিয়াজী পালিয়ে গিয়েছেন এমন গুজব রটে যায়। ওইদিন তাই নিজের উপস্থিতি জানান দিতে তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে উপস্থিত হন। *মর্নিং নিউজ* এর ১১ ডিসেম্বর সংখ্যায় এ সংক্রান্ত সংবাদটি পাওয়া যায়। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় পাকিস্তান সরকারের টিকে থাকার শেষ চেষ্টা হিসেবে যে সব পদক্ষেপ নেয় এ সংক্রান্ত ১০টি প্রতিবেদনও রয়েছে।

৫.১ মধ্যরাত্রে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সমাবেশ সামরিক প্রশাসকের নির্দেশ জারী রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণাদেশ

ঢাকা ২৬ শে মার্চ: সামরিক শাসনে 'বি-জোনের' প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খানের নামে এক আদেশ জারী করে আজ সকাল সাড়ে নটায় (ভাঃ সময়) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সর্ব প্রকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সভা, সমিতি নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারের উপর সেন্সর জারী করা হয়েছে, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরৎ দেবার আদেশ জারী করা হয়েছে এবং একান্ত জরুরী প্রয়োজনে পুরোপুরি ক্ষমতা সামরিক প্রশাসকের কর্তৃপক্ষের।

১১৮ নং ধারা বলে কোন সংবাদ, পোস্টার, বিবৃতি বা বিজ্ঞাপন বা কোন ভাষণ কোন ছাপাখানা থেকে ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১১৯ নং ধারা বলে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন সংবাদ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট রেডিও, টেলিপ্রিন্ট বা টেলিভিশনযোগে প্রকাশ বা প্রচার সামরিক প্রশাসক 'জোন বি'র অনুমতি ছাড়া করা যাবে না।

১২০ ধারা বলে পি.আই.এ. ছাড়া সমস্ত সরকারী, বে-সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে।

১২১ নং ধারায় পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১২২ নং ধারায় সামরিক বাহিনীর সদস্য, পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ছাড়া এবং কূটনৈতিক কর্মীরা ছাড়া অন্য কেউ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারবে না। যে সব অসামরিক ব্যক্তির কাছে এ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আছে তাদের অবিলম্বে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে।

১২৩ নং ধারায় সমস্ত ব্যাংকে 'ক্লোজড ডাউন' ঘোষণা করা হয়েছে। এসব ব্যাংকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত কোন লেনদেন চলবে না এবং ব্যাংকে গচ্ছিত ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সমস্ত সম্পত্তিই সীল বন্ধ করে রেখে দেয়ার আদেশ জারী করা হয়েছে।

১২৪ নং ধারায় কোন ব্যক্তিই আধা সামরিক বাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মতো সংগঠনে যোগ দিতে পারবে না।

১২৫ নং ধারায় লাঠি, রামদা, লোহার রড বা কোন ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১২৬ নং ধারায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ আগামী ৭৫ ঘণ্টার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোন ধর্মীয় সমাবেশের জন্য পূর্বাহ্নে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

১২৭ নং ধারায় সমস্ত রকমের ধর্মঘট, লক আউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১২৮ নং ধারায় কোন বিদেশি কোন অস্ত্র হস্তান্তর বা হস্তান্তরে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন সাহায্য করতে পারবে না।

১২৯ নং ধারায় লুটতরাজ, হামলা অগ্নি সংযোগের চেষ্টা বা এ ধরনের কাজে উস্কানী দেয়া বা ধ্বংসাত্মক কাজ ও বিচ্ছিন্নতাগামিতা বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

১৩০ নং ধারায় যে কোন জুনিয়র কমিশন অফিসারের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী যে কোন স্থানে তল্লাশী চালাতে পারবেন।

১৩১ নং ধারায় বেসরকারী মালিকানাধীন সর্ব প্রকার টাইপ মেশিন, সাইক্লোস্টাইল মেশিন অবিলম্বে জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এসব আদেশ অমান্য করা হলে সামরিক আইনের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী আইন অমান্যকারী ব্যক্তিকে ১ বছরের জন্য কারাদণ্ড বা ততোধিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ,* (আগরতলা), বিশেষ সংখ্যা, ২৬ মার্চ ১৯৭১।

৫.২ PRESIDENT SAYS TRAITORS MUST BE PUNISHED

Delhi, March 26: Sheikh Mujibur Rahman tonight proclaimed East Pakistan the Sovereign Independent People's Republic of Bangladesh, according to a clandestine radio report monitored near the East Pakistan border.

The Press Trust of India (P.T.I) published the report which was monitored at Agartala, in the Indian territory of Tripura, about 56 miles east of Dacca. P.T.I said that the broadcast was not made by the Sheikh himself but by an unidentified announcer.

The broadcast said that troops of the East Bengal Regiment, the East

Pakistan Rifles, and the æentire police force" had surrounded West Pakistan troops in Chittagong, Comilla, Sylhet, Jessore, Barisal and Khulna, and that heavy fighting was continuing.

A Later message said that forces loyal to Sheikh Mujibur had captured the Chittagong station of Radio Pakistan forcing troops to retreat after fierce fighting.

It added that West Pakistan forces were hunting for Sheikh Mujibur, who was said to have gone underground after the fighting began.

[Reports from Calcutta said Sheikh Mujibur had crossed into Indian Territory pursued by Pakistani troops. The Indian defense Ministry denied that any Pakistani forces had crossed the frontier.]

The broadcast called upon the people of æfree Bangladesh" to continue their movement for independence æuntil the last enemy soldier has vanished". It said that the Sheikh was æthe only leader of the people of independent Bangladesh" and his command should be obeyed to save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistan.

Opposition Members of India's Parliament urged the Government to give the East Pakistani æfreedom fighters" total support. Government spokesman replied that the situation was being watched closely; there was to be a Cabinet meeting tomorrow, and the chief of the Indian Army staff had cancelled his appointment and returned to Delhi.

President Yahya Khan said in a nationwide radio broadcast tonight that the Sheikh's Awami League, which won an overwhelming majority of seats in East Pakistan in the elections for the National Assembly in December, would be completely banned.

He said that the Sheikh had flouted the authority of the Government and attacked the integrity of Pakistan. æThis crime will not go unpunished".

He described the Sheikh's action in staring his non-cooperation movement as an act of treason, He and his party have defied the lawful authority for over three weeks. They have insulted Pakistan's flag and defied photographs of the father of the nation. They have tried to run a parallel Government. They have created turmoil, terror and insecurity.

Of his recent talks in Dacca with the Sheikh Mujib he said; æHis obstinacy, his obduracy and absolute refusal to talk sense lead to only one conclusion, the man and his party are enemies of Pakistan. They want East Pakistan to brake away completely from Pakistan."

He assured Pakistanis that his aim remained the same- ænamely, the transfer of power to the elected representatives of the people. As soon as the situation permits, I will take fresh steps towards the achievement of this objective."

Meanwhile, he said, all political activity throughout Pakistani would be banned, there would be a complete censorship of the press and a curfew would be imposed on Dacca and all other cities of East Pakistan.

The martial law authorities said later, according to monitored reports that any one seen on the streets during the hours of curfew would be shot on sight.

Source: *The Times,* 27 March 1971.

৫.৩ MARTIAL LAW ORDERS BY LT. GEN. TIKKA KHAN, SPK. PSC. MLA ZONE 'B' ZONE 'B' ORDER

1. Whereas a grave situation has arisen in East Pakistan in which open defiance of the present administration, infringement of the MLRs/MLos as a consequence of unbridled political activity to the Jeopardy and integrity of Pakistan has assumed an alarming proportion beyond the normal control of the civil administration. Police and EPR, and whereas in the irterest of national security it is expedient to effectively arrest the deterioting situation. now therefore, 1, Lt. Gen. Tikka Khan Spk, do hereby brue the following ML orders.

MLO No. 117 Political activity of any kind whatever is banned in East Pakistan. No person shall attend or organise or make a speech either in the open or indoor nor any person shall take part in any procession of whatever nature.

MLO No.118 No news speech, poster or leaflet shall be published in the press or announced on TV or radio without prior censorship by the Authority appointed in this behalf.

MLO No. 119 No news or views bearing or likely to have a bearing in the political developments or law and order situation in East Pakistan be published bed broadcast or telecast or otherwise spread or communicated in by manner without prior censor by the censorship centres set up at headquaters MLA Zone 'B' and sub-administrators ML in this behalf. The acceding of such news or views include the transmitting of messages through be media of teleprinters, radio transmitters possessed by private individual banks, missons or other allied services or agencies.

MLO No. 120 All persons employed in whatever capacity in all the Govermment, Semi Govt. Semi autonomous or autonomous bodies, excluding the PIA shall report for duty to their respective departments by 1000 in 27.3.71 of the issue of this order failing which their services are liable to be terminated followed by trial in a military court for non-compliance of is

order. Heads of the departments will submit names of absentees to keeping General civil affairs.

MLO No. 121 All educational institutions throughout East Pakistan shall till further orders remain closed.

MLO No. 122 No person shall be in possession of fire arms, immunition, explosives. All such persons excluding diplomatic staff shall immediatly surrender such weapons to the nearest police station within 24 hours of the issue of this order and get proper receipts. This order shell not apply to members of armed forces, civil armed forces and at police after verification licenced fire arms will be returned to the owners.

MLO No. 123 All banks in the province of East Pakistan Shall Class down forth with and cease money transaction including foreign exchange until notified to the contrary. The closing down of the banks will be include freezing of all accounts and sealing of individual locked.

MLO No. 124 No person shall indulge in activities aimed, at order sing or taking the form of armed para military or volunteer corps of auxiliary forces.

MLO No. 125 No person shall carry any lathi, iron: or any other lethal or formidable weapon which can cause an injury to a person.

MLO No. 126 Assembly of five or more persons is prohibited till next 72 hours after lifting of the curfew. Permission may be sought for religious rites.

MLO No. 127 Strikes, lockouts and agitations in educational institutions government officers, public utility works and installations, avices and industrial concerns in the province of East Pakistan shall be prohibited with immediate effect.

MLO No. 128 No foreigner working or residing in East Pakistan shall passes or distribute weapons of any type or description to any one in East Pakistan overtly or covertly without prior written permission of the MLA.

MLO No. 129 No person shall loot 'gherao' 'jallao' or indulge is arson or in acts of sabotage, or subversion or indulge in any international activity or create disaffection amongst the police or EPR of any other law enforcing agency.

MLO No. 130 Army personnel are authorised to make a search of any place, shop, residence or abode for the purpose of recovering at weapon or subversive literature provided the searching party shall consist of less than one commissioned officer and two other ranks. The term commissioned officer includes a junior commissioned officer.

MLO No. 131 All owners of cyclostyling and reproduction machines shall deposit such machines with the headquarters of sub-administrators

martial law within 24 hours of the issue of this order.

2. Disobedience of any of these orders shall attract the provisions of MLR-25 which prescribes maximum punishment of ten years R. I, or as specified in relavant MLRs.

Place: Dacca, date: 25 March, 1971.

Source: *The Pakistan Observer,* 28 March 1971.

৫.৪ MLO 132 ON 'DIRECTIVES' OF DEFUNCT AL MLO BY LT. GEN. TIKKA KHAN SPK. PSC. MLA. ZONE 'B' ML ZONE 'B' ORDER NO. 132.

All govt. and Semi govt. departments including banks or autonomous or semi-autonomus bodies or other functionaries in the province of East Pakistan who were directly or indirectly hitherto been complying with the instructions contained in the so called 'Directives' issued by the (defunct) Awami League, shall forthwith cease adhering to said the 'Directives' and return to the normal way of functioning as per the law of the land or procedure prescribed for the functioning of such departments or bodies, failure to comply with their order shall be punishable under the provisions of MLR-25 which prescribes maximum punishment of ten years R. I.

MLO No. 133 Road blocks or barricades or construction or making of ditches on public highway or roads or rail or runways hampering the movement of vehicles or any other means of transportation is forbidden. Houses or buildings or constructions situated within a radius of 100 yards on either side of such an obstructions shall be liable to be demolished and inhabitants will be subject to punitive action for causing such obstruction under the provisions of MLR-25 which prescribes maximum punishment of ten years R. I.

Place. Dhaka, Date 26 March, 1971.

MLO No. 134 Whereas the funds of the Awami League are contribution of the members of the public and whereas it is necessary to ensure that the said funds in East Pakistan are not used or utilised in a manner pre-judicial to public interest. Now therefore I, Lt. Gen. Tikka Khan MLA, Zone 'B' hereby direct that:

(a) All transactions of the said fund in East Pakistan shall stand frozen with immediate effect,

(b) No person shall, here in after operate the accounts of the said fund except the accordance with the orders issued by me in this behid (after an inquiry into the affairs of the said fund has been made under my directions).

(c) Banks or firm or concern shall within three-day from the date of issue of this order, surrender the assets and subrait to this headquarters, the account of the said fund held by them setting out the details of deposits in and withdrawal from such accounts.

Place: Dacca, Date 26 March, 1971

Source: *The Pakistan Observer* (Dacca) 28 March 1971

৫.৫ Martial Law officials order shortening of curfew in Dacca Area Political Leaders Meet to show support for Govt

NEW DELHI (UPL) –Martial law authorities in East Pakistan Monday ordered a further shortening of the curfew in the capital of Dacca and said they had called remaining political figures together for a show of solidarity on the side of the Government.

Radio Pakistan, in a morning news broadcast monitored in New Delhi, said that curfew in Dacca would be enforced from 7:30 p.m Until 5 a.m staring Monday, a reduction of two hours.

The radio also said that the martial law administrator in East Pakistan, Lt. Gen. Tikka Khan, met Sunday with what if described as group of 12 prominent political leaders from the province.

The meeting included no members of Sheikh Mujibur Rahman a Awami League which was outlawed by president Yahya Khan following the sheikh's three-week non-cooperation movement and the seizure of the capital by army troops March 25.

Among those mentioned by the broadcast who attended the session, the most prominent was Nurul Amin, a former chief minister of East Pakistan and the leader of the National Awami party.

Source: *The Japan, Times,* 6 April 1971.

৫.৬ মৃত্যুপুরী ঢাকা পাকিস্তান সৈন্যদের বীভৎস তাণ্ডব সম্পর্কে বৃটিশ মহিলা

সিঙ্গাপুর, ৩ এপ্রিল (এ.পি): "আমার বাড়ি থেকে ঢাকা বিমান-বন্দরে আসার পথে অসংখ্য মৃতদেহ মাড়িয়ে আসতে হয়েছে। যে-দিকেই চোখ যায় শুধু মৃতদেহ। রাস্তার দুধার জোড়া মৃতস্তূপ। অধিকাংশই শিশু আর নারী। এক কথায় গোটা শহরটা যেন কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। একটু বাড়িয়ে বলছি না- কিছু না হলেও অন্তত তিন লাখ মারা গিয়েছে।" সিঙ্গাপুরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এক বৃটিশ মহিলা। বাঙলাদেশ ছেড়ে এসেছেন। ঘর ছেড়ে আসার সময় শুধু যেটুকু চোখে দেখেছেন তাই সাংবাদিকদের কাছে ব্যক্ত করলেন। তিনি ছাড়াও আরো একশো জন শরণার্থী সিঙ্গাপুরে এসেছেন। "কেন আপনারা শিশুদের মারলেন? একজন বিমান বাহিনীর অফিসারকে জিজ্ঞেস

করলাম।”
উত্তরে তিনি বললেন, “মাতৃপিতৃহীন শিশুদের রাখলে তারা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী হয়ে বেড়ে উঠবে। তাই প্রতিহিংসা দমনের এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।”
বাঙলাদেশ ছেড়ে-আসা মহিলাদের অধিকাংশ কোন মন্তব্য করতে চান নি। যারা মন্তব্য করেছেন তারাও নাম প্রকাশ করতে চান নি।
সেই বৃটিশ ভদ্রমহিলা বললেন, “আমাদের নাকের ডগায় বন্দুক রেখে বলা হল পূর্ব-পাকিস্তানের কথা কোথাও প্রকাশ করবেন না। আর যদি করেন, তবে এই শেষবারের মত এ দেশ দেখে নিন।”
সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

৫.৭ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের ঘোষণা ও নির্দেশ

গতকাল সোমবার সামরিক কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়া রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র হইতে নিম্নলিখিত ঘোষণা ও নির্দেশাবলী জারী করা হয়।

(ক) সান্ধ্য আইন চলার সময় ঘরের ভিতর আলো জ্বালাইয়া রাখার উপর কোন বিধিনিষেধ নাই। সান্ধ্য আইন চলাকালীন সময়ে জনগণ নিজ নিজ গৃহে স্বচ্ছন্দে তাহাদের গৃহকাজ চালাইয়া যাইতে পারেন।

(খ) ঢাকা পৌরসভার ভ্যাক্সিনেটর ও টিকাদারগণ যাহারা বর্তমান ঢাকা শহরের বাহিরে ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ ও বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া চলিয়াছেন তাহাদের অবিলম্বে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মেডিক্যাল কলেজ, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও আইয়ুব হাসপাতালে রিপোর্ট করিয়া শহরাঞ্চলে টিকাদানের কাজে যোগদান করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে শহরের জনগণকে অবিলম্বে কলেরা ও বসন্তের টিকা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে।

(গ) সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, বিভিন্ন রাস্তাসংলগ্ন অসংখ্য বাসগৃহের সম্মুখে ও আশেপাশে ময়লা ও আবর্জনার স্তূপ জমিয়া থাকার ফলে যানবাহন চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। বাড়ীর আশেপাশে জমিয়া থাকা ময়লা আবর্জনা আগামী ১লা এপ্রিলের মধ্যে পরিষ্কার করার জন্য প্রতিটি গৃহের মালিকের প্রতি নির্দেশ জারী করা হইয়াছে।

(ঘ) অপর এক ঘোষণায় জনগণ কর্তৃক বেআইনীভাবে সরকারী ও পৌরসভার জবরদখলকৃত জমি অবিলম্বে পরিত্যাগ এবং উক্ত জবরদখলকৃত জায়গাসমূহে নির্মিত কাঠামো ও দোকানপাটসমূহ অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলার নির্দেশ জারী করা হইয়াছে। অন্যথায় উক্ত বাড়ী ঘরের কাঠামো ও দোকানপাট সমূহ সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে এবং পৌরসভার পক্ষ হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.৮. ড. কামাল হোসেনের আত্মসমর্পণ

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট সদস্য ড. কামাল হোসেন ঢাকায় কর্তৃপক্ষের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

গতকাল মঙ্গলবার সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.৯ Kamal Hussain Surrenders

A leading member of the defunct Awami League, Dr Kamal Hussain, has surrendered himself to the administration in Dacca.

The Martial law Authorities in Dacca yesterday.

Source: *The Morning News,* 7 April 1971

৫.১০. গভর্নর পদে জেনারেল টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, এসপিকে গতকাল (শুক্রবার) গভর্নর ভবনের এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি.এ. সিদ্দিকী, এসপিকে।

এপিপি'র এই খবরে বলা হয় যে, কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয় এবং শপথ গ্রহণের সাথে সাথেই জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, কূটনৈতিক মিশনের সদস্যগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১১ নয়া সামরিক বিধি জারী

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, কিংবা কোন সামরিক আইন প্রশাসক অথবা সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক এই স্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন।

৫। যদি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কিংবা কোন সামরিক আইন প্রশাসক অথবা এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কোন উপ-সামরিক আইন প্রশাসক বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে (বি জেড এল) ধারার ১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন নির্দেশ জারী করা হইয়াছে এবং নির্দেশ যাহাতে কার্যকরী না হইতে পারে তাহার জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে, তাহা হইল:

(ক) উল্লিখিত ব্যক্তি যে প্রথম শ্রেণীর এলাকায় সাধারণভাবে বসবাস করিয়া থাকে তাহার নিকট একটি লিখিত রিপোর্ট দিতে হইবে এবং উহার পর উক্ত ব্যক্তি এবং তাহার সম্পত্তির বিরুদ্ধে ১৮১৯ সালের ফৌজদারী আইনের ৮৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারা

প্রয়োগ করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতারী পরওয়ানার পলাতক আসামী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

(খ) বিজ্ঞাপিত নির্দেশে উল্লেখিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরূপিত নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হওয়ার আদেশ করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি যদি এই নির্দেশ পালনে অসমর্থ হইয়া প্রমাণ করিতে না পারে যে, এই পালন তাহার পক্ষে সংযুক্ত হয় নাই এবং সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসারের নিকট হুকুম পালনের অসমর্থতার কারণ ও সে কোথায় ছিল তাহা জানাইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। (ক) কোন ব্যক্তি এই বিধি অনুযায়ী কোন নির্দেশ ভঙ্গ করিলে তাহাকে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয়বিধ দণ্ড দেওয়া যাইবে।

(খ) অত্র বিধি অনুসারে কোন নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া ২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রদত্ত মুচলেকা বাজেয়াপ্ত হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিতে কিংবা কেন জরিমানা দেওয়া যাইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে এবং যদি পর্যাপ্ত কারণ দর্শান না হয় ও জরিমানা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আদালত ১৮১৮ সালের ফৌজদারী আইনের ধারা বলে যে উপায়ে উক্ত জরিমানা আদায় করিয়া থাকে, সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইবে।

স্বা: জেনারেল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, রাওয়ালপিন্ডি, ৯ই এপ্রিল ৭১,

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। - **এপিপি**

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১০ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১২ সকল কর্মচারীদের ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ

পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের আগামী ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন বলে গতকাল এপিপি পরিবেশিত খবরে জানানো হয়েছে।

এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, যে সকল কর্মচারী সর্বশেষ আগামী ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হবেন তাদেরকে ১২০ নম্বর সামরিক নির্দেশ মোতাবেক শাস্তি প্রদান ছাড়াও চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে। প্রেস নোটের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

লক্ষ্য করা গেছে যে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের গত ২৭শে মার্চ কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ কাজে যোগদানে ব্যর্থ হয়েছেন।

পূর্ববর্তী নির্দেশ পালনে অনেক কর্মচারীর সত্যিকারের অসুবিধাসমূহ বিবেচনা করে সরকার সহানুভূতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছেন ও এ যাবত কোন প্রকার শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছেন। এখন যেহেতু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ও অসুবিধাসমূহ অনেকাংশ দূরীভূত হয়েছে সেহেতু সকল সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের সর্বশেষ আগামী ২১শে এপ্রিলের

মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অন্যথায় ১২০ নম্বর সামরিক নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে শাস্তি প্রদান ছাড়াও তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১৩ দুষ্কৃতিকারীদের সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ

ঢাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সাথে সাথে ঢাকার কোন কোন এলাকায় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী শান্তিপ্রিয় লোকদের ওপর জবরদস্তি ও তাদেরকে হয়রানি করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তাদের কেহ কেহ নিজেদের সামরিক বাহিনীর লোক বলে ভুয়া পরিচয় দিচ্ছে। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ এ সকল ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে জানানো হয়েছে।

জনগণের সুবিধার জন্য ঢাকায় নিম্নলিখিত অভিযোগ কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয়েছেঃ

ক) সদর দফতর, উপ-সামরিক আইন প্রশাসক, সেক্টর-১, সেন্ট্রাল সার্কিট হাউস, মগবাজার রোড। টেলিফোন নং- ৩১০৩৪১/২৬১, ৩১০৩৪১/৩২৬, ৩১০৩৪১/৫৭৭, ২৫৭৮০১ ও ২৫৭৮০২।

খ) সদর দফতর, সহকারী উপ-সামরিক আইন প্রশাসক, সিএন্ডবি স্টোর বিল্ডিং, ময়মনসিংহ রোড (ফার্মগেটের নিকট)। টেলিফোন নং- ৩১০৩৪১/৪৭৭, ৩১৩০০৯ ও ৩১২৮১১।

গ) সাব-সেক্টর সদর দফতর বাওয়ানী জুট মিল, ডেমরা। টেলিফোন নং- ২৮৩৬০৮।

ঘ) সাব-সেক্টর সদর দফতর, গার্লস হাইস্কুল, ধানমণ্ডি। টেলিফোন নং ৩১০৩৪১/৪৪০।

ঙ) সাব-সেক্টর সদর দফতর জগন্নাথ কলেজ, সদরঘাট। টেলিফোন নং ২৪৩৩৮২।

চ) সাব-সেক্টর সদর দফতর গুলশান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। টেলিফোন নং- ৩১৩০৬২। এ সকল অভিযোগ কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে মিলিটারী পুলিশের একটি করে ক্ষুদ্র দলও থাকবে। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যে কোন প্রকার ভুয়া পরিচিতি ও শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে সাথে সাথে সংবাদ দেয়ার জন্য সকল নাগরিকের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১৪ কাজে যোগ না দিলে পলাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব সামরিক বাহিনীর লোক ছুটিতে রহিয়াছে ও ছুটি উত্তীর্ণ লোক ছুটিতে রহিয়াছে ও ছুটি উত্তীর্ণ হইবার পর এখনও যাহারা তাহাদের ইউনিট সমূহে কাজে যোগদান করে নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদেরকে অবিলম্বে নিজ নিজ ইউনিট বা নিকটস্থ সামরিক ইউনিটে রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশদান

করা হইয়াছে। অন্যথায় তাহাদেরকে পলাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে বলিয়া আজ এখানে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এপিপি।

সূত্র : *দৈনিক আজাদ,* ১৪ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১৫ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত

ঢাকা, ১৬ই এপ্রিল: সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানান যাইতেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড যথা-কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর ও রাজশাহী বোর্ডের ১৯৭১ সালের এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষাসমূহ পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে। উল্লেখ্য যে, ২২ শে এপ্রিল ও ১৯শে মে হইতে যথাক্রমে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষা সমূহ শুরু হওয়ার কথা ছিল।

ঘোষণায় বলা হয় যে, উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহর তারিখ পরে ঘোষণা করা হইবে।- এপিপি

সূত্র : *দৈনিক আজাদ,* ১৫ এপ্রিল ৭১

৫.১৬ প্রদেশের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে ১৪২ নং সামরিক আইন আদেশ জারী

ঢাকা, ১৪ই এপ্রিল: পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল টিক্কা খান অদ্য সামরিক আইনের নিম্নলিখিত ১৪২ নং আদেশ জারী করেন। নিম্নে আদেশগুলি দেওয়া হইল–যেহেতু চলতি আর্থিক সালের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নাই; এবং যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মঙ্গলের উন্নয়ন কার্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে ও সাফল্যের ব্যবহার অত্যাবশ্যক; এবং যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ে উন্নয়ন সমাপ্ত করার জন্য আর্থিক সালের আর মাত্র দশ সপ্তাহ অবশিষ্ট রহিয়াছে। এবং যেহেতু বর্তমানে প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক সালের অবশিষ্ট কালের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের কার্যই সমাপ্ত নহে, পর্যাপ্ত ...

আজ এক সরকারী হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, পূর্বাঞ্চল তার ও যোগাযোগ অঞ্চলের (ঢাকা) জেনারেল ম্যানেজার গত ১৩ই এপ্রিল এক প্রেস এশতেহারে টি আই সি, টি আই পি ও সি আই পি সহ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ডিপার্টমেন্টের যে সকল কর্মচারী এখনও অনুপস্থিত রহিয়াছেন তাহাদিগকে সর্বশেষ ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রেস এশতেহারে আরো বলা হয় যে, গত ২৭শে মার্চ সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কতিপয় কর্মচারী এখনও কাজে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। অনেক কর্মচারীদের প্রকৃত অসুবিধা বিবেচনা করিয়া টি এন্ড টি বিভাগ উপরোক্ত নির্দেশের ব্যাপারে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং অসুবিধাসমূহ অনেকখানি কমিয়াছে। সে কারণে, এই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে অনুপস্থিত কর্মচারীদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা ছাড়াও ১২নং সামরিক আইন বিধি মোতাবেক দণ্ড প্রদান করা হইবে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ১৫ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১৭ উপ-সামরিক আইন প্রশাসক সেক্টর ১ এর সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত

ঢাকা ১৭ই এপ্রিল: উপ-সামরিক আইন প্রশাসক সেক্টর ১-এর সদর কার্যালয় সেন্ট্রাল সার্কিট হাউস হইতে দ্বিতীয় রাজধানীতে এম এন এ হোস্টেলের নিকট স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং নয়া টেলিফোন নম্বর হইতেছে:–

বেসামরিক-৩১২২৯১, ৩১২৪১, ৩১১১৩, ৩১২৪৩, ৩১১৮১, ৩১১১৩. আর্মি-৩২৬, ৫৭৬, ৫৭৭, ২৬১ ও ৪৪১ এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ১৮ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১৮ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বালিকা বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় খুলিয়াছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

দুই মাসাধিকাল বন্ধ থাকার পর গতকাল শনিবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বালিকাদের হাই স্কুলসমূহ পুনরায় খুলিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের একজন সহকারী ডিরেক্টর জানান যে, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বালিকাদের হাইস্কুলগুলি খোলার প্রথম দিনেই ছাত্রীদের উপস্থিতি আরও বাড়িয়ে উৎসাহব্যঞ্জক। স্কুলগুলিতে সোমবারে ছাত্রীদের উপস্থিতি আরও বাড়িবে বলিয়া তিনি আশা করেন। প্রসঙ্গক্রমে জানান যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সাথে সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বালকদের হাইস্কুল সমূহে ছাত্রদের উপস্থিতি জনিত পরিস্থিতির আরও উন্নতি হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চলতি মাসের প্রথম দিকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খুলিয়াছে। গতকাল ঢাকা শহরের মাদ্রাসাগুলিও চালু হইয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ১৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.১৯ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের স্কুলসমূহ খোলার সময় তালিকা

ঢাকা, ১৭ই এপ্রিল: ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সকল পর্যায়ে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়সমূহ নিম্নবর্ণিত সময় তালিকার মধ্যে পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় আগামী ২৬শে এপ্রিল সোমবার শিক্ষকগণকে কাজে যোগদান করিতে হইবে:

আগামী ১লা মে হইতে শনিবার সকল ছেলেমেয়েকে ক্লাশে যোগদান করিতে হইবে।

(খ) বালকের সেকেন্ডারী স্কুলসমূহ (জুনিয়র হাইস্কুল, হাইস্কুল ও ফাজিল স্টাডান্ড পর্যন্ত মাদ্রাসা)।

শিক্ষকগণকে আগামী ১লা মে শনিবার কাজে যোগদান করিতে হইবে। ছাত্রদের আগামী ৮ই মে শনিবার ক্লাসে যোগদান করিতে হইবে। (গ) বালিকাদের সেকেন্ডারী স্কুল (জুনিয়র হাই স্কুল ও হাই স্কুল):

আগামী ৮ই মে শনিবার শিক্ষকদের কাজে যোগদান করিতে হইবে। সকল ছাত্রীকে আগামী ১৫ই মে শনিবার হইতে ক্লাসে যোগদান করিতে হইবে।

শিক্ষকগণ কাজে যোগদানের পর ছাত্রদের ক্লাসে যোগদানের সময় পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন।

ঢাকা বিভাগের জনশিক্ষা সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্র ও শিক্ষকদের দৈনন্দিন হাজিরা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি পরিদর্শক টিম গঠন করিবেন। মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির যে ক্ষেত্রে যেরূপ) তাহাদের আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। - এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২০ রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের ভাষণ

জাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণে দেশপ্রেমিক জনগণকে তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে : টিক্কা খান

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল টিক্কা খান জাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্তব্য পালনের জন্য পূর্বাঞ্চলের দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত এক বিশেষ ভাষণে তিনি বলেন, যারা পাকিস্তানের কল্যাণ কামনা করেন, তাদের কাজ করে যাবার ব্যাপারে ভয়ের কিছুই নেই।

জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী সকল অনুপ্রবেশকারী, দুষ্কৃতিকারী এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উক্ত ধরনের লোকদের আশ্রয় না দেয়ার জন্য তিনি নাগরিকদের হুশিয়ার করে দেন। কেননা, অন্যথায় তাদেরও ক্ষতি হতে পারে।

গভর্নর বলেন, প্রদেশে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে দুষ্কৃতিকারী যাতে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, তা নিশ্চিত করাই হচ্ছে জনগণের কর্তব্য। এ ব্যাপারে তিনি প্রত্যেকের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেন।

নিচে লে: জেনারেল টিক্কা খানের বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো:

আমার প্রিয় ভাইসব,

আসসালামু আলাইকুম।

বিচ্ছিন্নতা এবং হিন্দুস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য গোলাম বানানোর চক্রান্তের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কর্তব্য পালনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে ডাকা হয়েছে। বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ অনুসৃত কার্যকলাপ এ উপমহাদেশে বহু কোরবানীর বিনিময়ে মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে অর্জিত আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো।

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনকারী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গুটিকয়েক গলাবাজ, উচ্ছৃঙ্খল এবং মারমুখী ব্যক্তি বলপ্রয়োগ এবং জানমালের প্রতি হুমকির মাধ্যমে অধিকাংশ লোকের কণ্ঠকে চেপে ধরে রেখেছিলো এবং আওয়ামী

লীগকে ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করেছিলো। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যারা এই দলে আছেন, তাদের সবাই দেশের সংহতি ও অখণ্ডত্বের বিরোধী। যারা পাকিস্তানের মঙ্গল কামনা করেন, তাদের ভয়ের কিছুই নেই। জাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে অন্যান্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্তব্য পালনের জন্য আমি তাদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনী, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুলিশের কিছু লোক তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন।

ছুটিতে ছিলেন এমন কিছু লোক পুনরায় কাজে যোগ দেননি; কিছু লোক তাদের পরিবারের লোকদের দুশ্চিন্তায় ইউনিট ত্যাগ করেছেন কিন্তু কিছু লোক তাদের উচ্চাভিলাষী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা যারা তাদের উচ্চাশা পূরণ করতে চেয়েছিলেন তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যারা তাদের কাজে পুনরায় যোগদান করবেন এবং যারা দুষ্কৃতিকারী ও দেশের শত্রুদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নিকটস্থ সামরিক বাহিনীর নিকট রিপোর্ট করবেন তাদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। আমি তাদের এ সুযোগ গ্রহণের উপদেশ দিচ্ছি। অন্যথায় তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

গত মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীরা অফিসের কাজে যোগদান করতে পারেননি। কেননা, তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। যে পরিস্থিতিতে তারা কাজে যোগদান থেকে বিরত ছিলেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছি। বর্তমানে দুষ্কৃতিকারী এবং ফ্যাসিবাদীদের উৎখাত করা হয়েছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন তাদের নিঃসংকোচে আন্তরিক এবং খোলাখুলিভাবে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করা উচিত।

বাহিনী এবং অন্যান্য আইন ও শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা অনুপ্রবেশকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি সকল নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন উক্ত লোকদের আশ্রয় না দেন, অন্যথায় তারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করতে পারেন। আমরা জানমালের লোকসান এড়াতে চাই, কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতিকারী গৃহে এবং শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করছে। যার দরুন কিছু নিরপরাধ লোকেরও হয়রানি হতে পারে। দুষ্কৃতিকারীরাই এর জন্য দায়ী। তাদের আশ্রয় দেবেন না। আপনাদের বাড়ি এবং এলাকা থেকে তাদের বের করে দিন।

খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। দেশে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে এবং আরো খাদ্যদ্রব্য আসছে। কিন্তু খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটলে সাধারণ জনগণের ভয়ানক কষ্ট হবে। জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে খাদ্য সরবরাহে দুষ্কৃতিকারীরা যাতে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে তা নিশ্চিত করা। আমি এ ব্যাপারে সবার পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে এই মর্মে আশ্বাস দিচ্ছি যে, দেশপ্রেমিক জনগণের সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনী আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে হবে। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২১ সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদান সম্পর্কে প্রেসনোট

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্র এবং বেতার ও টেলিভিশনে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, সরকারী বিভাগ, ডাইরেক্টরেট, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীকে সর্বশেষ ১৯৭১ সালের ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে অন্যথায় ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ জারীকৃত ১২০ নম্বর সামরিক আইন আদেশ অনুযায়ী শাস্তিদান ছাড়াও তাদের বরখাস্ত করা হবে। এটা অনুধাবন করা হয়েছে যে, বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন এলাকায় যোগাযোগের অসুবিধার জন্য কোন কোন কর্মচারীর পক্ষে নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগদান সম্ভব নাও হতে পারে। এই সকল কর্মচারীকে নিকটবর্তী জেলা বা মহকুমা সদর দফতরে তাদের নিজস্ব বিভাগীয় অফিসে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। নিকটবর্তী জেলা বা মহকুমা সদর দফতরে কোন বিভাগের কোন অফিস না থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিকটবর্তী ডেপুটি কমিশনার বা মহকুমা অফিসারের কাছে হাজির হতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে তাদের উল্লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী শাস্তিদান করা হবে।

উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী যে সকল কর্মচারী নিজেদের স্বাভাবিক কাজের স্থান ছাড়া অন্য স্টেশনে কাজে যোগদান করবেন তারা তাদের স্বাভাবিক কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য শীঘ্রই নিজেদের অফিসে হাজির হবেন। এটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে নিজেদের অফিসে কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত তাদের বেতন দেয়া হবে না।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ২১ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২২ সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট ৫ জনকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা লে: জে: টিক্কা খান ঢাকা, বাকেরগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের পাঁচ ব্যক্তিকে আগামী ২৬ শে এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীতে এক নম্বর সেক্টরের সামরিক আইনের সাব-এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নিকট হাজির হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সামরিক আইনবিধি ও সামরিক আদেশ অনুযায়ী আনীত কতিপয় অভিযোগের জবাবদানের জন্য তাদের হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হাজির হতে ব্যর্থ হলে এর এম. আর. ৪০ অনুযায়ী তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার পি আই ডির এক হ্যান্ড আউটে এই খবর পরিবেশন করা হয়। যে পাঁচ ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে তারা হলেন ঃ

তাজউদ্দিন আহমদ, ৭৫১, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।
তোফায়েল আহমদ, গ্রাম- কোরালিয়া, পো:- খৈয়ারহাট, জেলা:- বাকেরগঞ্জ।
এস. এম. নজরুল ইসলাম, লাঙ্গুল শিমুল, পো:- কান্দানিয়া, জেলা:- ময়মনসিংহ।
আব্দুল মান্নান, মনসুর ভিলা, ১১০, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।
আবিদুর রহমান, স্বত্বাধিকারী, দি পিপল, ঢাকা।

উপরোক্ত ৫ ব্যক্তিকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ২২৩ক, ১৩১ ও ১৩২ ক, ধারা এম এল আর ৬, ১৪, ১৭ ও ২০ ও এম এলও 'খ' অঞ্চলের ১২৪ নং এবং ১২৯ নং

ধারা বলে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে। এদের সকলের বিরুদ্ধে এই সব ধারা বলে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৫নং অভিযুক্তকে (আবিদুর রহমান) 'খ' অঞ্চলের এম এলও-র ১১৭ ও ১১৯ নং ধারা সাথে গঠিত এম এল আর ১৯নং ধারা বলে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ২১ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২৩ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ সকাশে হাজির হওয়ার নির্দেশ

ঢাকা, ২০ শে এপ্রিল: 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল টিক্কা খান ঢাকা, বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের ৫ ব্যক্তিকে আগামী ২৬শে এপ্রিল সকাল ৮টার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ সামরিক আইন উপ-প্রশাসকের দফতরে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামরিক আইনে বিধি ও আদেশের আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে গৃহীত কতিপয় অভিযোগে উত্তরদান করিতে হইবে। উক্ত ব্যক্তিগণ হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে তাহাদিগকে সামরিক আইনের ৪০ নং বিধিমতে তাহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হইবে।

নোটিশের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:-

সামরিক আইনে ৪০ নং বিধিমতে আমার উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের ভিত্তিতে আমি লে: জেনারেল টিক্কা খান এসপিকে, পিএসসি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে আপনাদের আদেশদান করিতেছি যে, (১) তাজউদ্দিন আহমদ, ৭৫১ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা (২) তোফায়েল আহমদ খৈয়ারহাট, জেলা-বাকেরগঞ্জ (৩) এস এম নজরুল ইসলাম, লাঙ্গুল শিমুল, পো: কান্দানিয়া, জেলা ময়মনসিংহ (৪) আবদুল মান্নান, মনসুর ভিলা, ১১০নং সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা (৫) আবিদুর রহমান, প্রোপ্রাইটর 'দি পিপল, ঢাকা প্রমুখকে সামরিক আইন উপপ্রশাসকের দ্বিতীয় রাজধানীস্থ দফতরে ২৬শে এপ্রিল সকাল ৮টার সময় হাজির হওয়ার নির্দেশদান করিতেছি। আপনাদেরকে পাকিস্তান পেনাল কোডের ১২১, ১২৩ ক, ১৩১ ও ১৩২ এবং সামরিক আইন বিধি ৬, ১৪, ১৭ ও ২০ এবং 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন আদেশের ১২৪, ১২৯ নং আইনের আওতায় গৃহীত অভিযোগসমূহের উত্তরদান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ৫নং অভিযুক্ত আবিদুর রহমানকে সামরিক আইন বিধির ১৯ নং এবং 'খ' অঞ্চল সামরিক আইন আদেশের ১১৭ ও ১১৯ নং আইনের আওতায় গৃহীত অভিযোগসমূহের উত্তরদান করিতে হইবে। উপস্থিত না হইলে সামরিক আইন বিধির ৪০ নং ধারা মতে তাহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হইবে।- এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ২১ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২৪ গতকালের ঢাকা আরও কর্মচারীর কাজে যোগদান

ঢাকা, ২১শে এপ্রিল: সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের পর আজ এখানে আরও সরকারী বিভাগ, ডাইরেক্টর স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী কাজে যোগদান করিয়াছেন।

তাহাদের কেহ পদব্রজে এবং ট্রেন, বাস, কোচ, স্কুটার, রিকশা, স্টীমার, লঞ্চ,

ফেরী ও নৌকাযোগে কাজে যোগদানের জন্য আগমন করেন।

গোলযোগকালে তাহারা তাহাদের গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রধানত যোগাযোগ ব্যবস্থার আংশিক বিচ্ছিন্নতার দরুন তাহাদের কার্যস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। আজ সকালে বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও অফিসগামীরা বাস স্পটগুলিতে ভিড় জমান এবং সড়কসমূহে সকল প্রকার বেসরকারী যান চলাচলের ফলে শহরটি ব্যস্ত রূপ ধারণ করে।

ক্রমাগত স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসার ফলে ব্যাংকে, ইন্সুরেন্স ও অন্যান্য সার্ভিসে এজেন্সী সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতেছে এবং শহর ও শহর গলীতে আরও দোকান-পাট হোটেল ও রেস্তোরাঁ খুলিয়াছে।

ব্যবসায়িক কাজ ও জীবনের এক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে জনগণ সকল দিক চলাফেরা করিয়াছেন। ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিসে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে।

আজ বাজারগুলিতে আরও কেনা বেচা চলে। বাজারে দিন দিন চাউল, ডাল, তারকারি, ফল, ডিম, মাছ ও গোশতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরাহ্ণে বহু ব্যক্তি তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের গৃহে বেড়াইতে যান। সিনেমা দর্শক সান্ধ্য শোতে ভিড় জমান এবং শিশুরা আনন্দ ও কলরবে মাতিয়া উঠে। -এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২২ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২৫ গুজবে কান দেবেন না
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে

জনমনে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী ও গুজব রটনাকারী মারাত্মক রকমের গুজব ছড়াচ্ছে। প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের অবগতির জন্য গতকাল শুক্রবার রাতে এক সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, প্রদেশে বিশেষ করে ঢাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেবে না এবং সকল শান্তিপ্রিয় নাগরিকের জানমালের হেফাজত করবেন।

গুজব রটনাকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সকল নাগরিককে গুজব রটনাকারীর নাম অভিযোগ কেন্দ্র অথবা উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের কাছে জানাতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২৬ গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান

ঢাকা ২৩শে এপ্রিল:– পাকিস্তান এছলামিক রিপাবলিক পার্টির প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নুরুজ্জামান জনসাধারণের প্রতি গুজবে উৎসাহদান না করার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, গুজব রটনার ফলে শুধু জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা ব্যাহতই হইবে না, ইহা দ্বারা

জনসাধারণের শত্রুরাই লাভবান হইবে। গুজব প্রচারকারীরা জনগণ ও রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। যাহারা এখনও ঢাকায় ফিরিয়া আসেন নাই মাওলানা সাহেব তাহাদের বিনা দ্বিধায় ফিরিয়া আসিতে আবেদন জানায়াছেন।

কোরানের দৃষ্টিতে গুজব

কোরানের দৃষ্টিতে গুজব শীর্ষক এক আলোচনায় আজ অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ গুজবের সত্যতা যাচাই না করিয়া জনসাধারণের উহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঢাকাস্থ এছলামী একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত এবং অধ্যাপক সাহেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় একাডেমীর ডিরেক্টর জনাব আহমদ হোসেন এবং মওলানা আবদুল খালেক অংশগ্রহণ করেন। কোরান শরীফ ও মহানবীর (দ:) শিক্ষার উদ্ধৃতি দিয়া জনাব হোসেন বলেন, মোনাফেকগণ তৎকালে ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করিয়া এছলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিত।

এছলামের প্রথম যুগের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিয়া তিনি গুজব সম্পর্কে জনসাধারণের কোরান ও মহানবীর (দ:) শিক্ষা অনুসরণের আহ্বান জানান। এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২৭ ১৪৮ নং সামরিক আইন আদেশ

ঢাকা, ২৩শে এপ্রিল: কোন ব্যক্তি যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিলে এম এল ও ১৪৮ নং অনুযায়ী তাহাকে সর্বাধিক শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি সামরিক আইন প্রশাসক 'খ' অঞ্চলের সদর দফতর হইতে এই বিধি ঘোষণা করা হইয়াছে। যেসব এলাকায় এ ধরনের ক্ষতি সাধন করা হইবে উহার চতুষ্পার্শের অধিবাসীদের বিরুদ্ধেও সংশ্লিষ্ট সামরিক আইন বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ১৪৮ নং এমএলওর বিবরণ:

১। কোন ব্যক্তি বা জনসমষ্টি সড়ক, রেলপথ, খাল এয়ারোড্রাম, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ওয়্যারলেস ইন্সটলেশন অথবা যে কোন সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি অথবা কাজে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার বিরুদ্ধে সামরিক বিধির ১৪৮ মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.২৮ MLO 148 ISSUED DEATH PENALTY FOR DAMAGE TO GOVT. PROPERTY

Any person who causes damage to the means of communication vital installations or Government property will be liable to punishment which may extend to death penalty, according to MLO 148 issued from Headquarters of Martial Law Administrator, Zone 'B' the other day reports APP.

Inhabitants of surrounding area where the damage is caused, will also be liable to punitive action under relevant MLR and MLO.

Following is the text of MLO 148

1. Any person or group of persons causing damage, tempering with or interfering with working of the roads railways, canals, aerodromes, telegraph, telephone, wireless installations or with any Government Property will be liable to legal action under MLR-14 which prescribes the maximum punishment of death.

2. Inhabitants of the surrounding area of all or any such affected place or places will render themselves liable to punitive action Collectively under MLR-25 read with MLO Zone 'B' order No. 133.

Source: *The Pakistan Observer,* 27 April 1971.

৫.২৯ সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে

কোন ব্যক্তি যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করে তাহলে তাকে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে প্রকাশিত ১৪৮ নম্বর সামারিক আইন আদেশ মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং এই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে বলে গতকাল সোমবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

যেখানে সব সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হবে তার পরিবেষ্টিত এলাকায় অধিবাসীদের বিরুদ্ধেও সংশ্লিষ্ট সামরিক আইন বিধি ও সামরিক আইন আদেশের অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশিত ১৪৮ নম্বর সামরিক আইন আদেশের পূর্ণ বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

কোন ব্যক্তি বা দল রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, খাল, বিমানবন্দর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ওয়্যারলেস প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন সরকারী সম্পত্তির কাজে অন্যায় হস্তক্ষেপ ও ক্ষতি করলে ১৪৮ নম্বর সামরিক আইন বিধির অধীনে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

এ ধরনের কোন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা এলাকাসমূহের পরিবেষ্টিত অধিবাসীদের বিরুদ্ধে 'খ' অঞ্চলের ১৩৩ নম্বর সামরিক আইন আদেশসহ ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধির অধীনে সমষ্টিগতভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ এপ্রিল ১৯৭১।*

৫.৩০ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ শিথিল

ঢাকা, ২৮শে এপ্রিল: সামরিক আইন সদর দফতর সেক্টর-১ হইতে প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ঢাকায় বলবৎ সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আজ হইতে আরও শিথিল করা হইয়াছে।

প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, নয়া সময়সূচী হিসাবে রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে

ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিবে।

মসজিদে প্রাতঃকালীন নামাজ পাঠে মুছল্লীদের সুবিধার জন্য সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও শিথিল করা হইল বলিয়া প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়।- এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.৩১ মীরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত

ঢাকা, ২৮শে এপ্রিল: পি আই ডি কর্তৃক প্রচারিত এক হ্যান্ড আউটে বলা হইয়াছে যে আজ সকালে ঢাকা শহরের মীরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় কিছু সংখ্যক সমাজবিরোধী লোক হয়রানি, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজে লিপ্ত হয়।

আইনানুগ নাগরিকদের নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কর্তব্যরত সেনা-বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ফলে ৭ জন গুণ্ডা নিহত ও ৪৫ জন গ্রেফতার হইয়াছে।

ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধের উদ্দেশ্যে সামরিক আদালতে তাহাদের বিচার হইবে এবং আদর্শ শাস্তি দেওয়া হইবে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৫.৩২ কৃষি কাজে ব্যাঘাত ঘটালে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হবে

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ গতকাল শনিবার ঢাকায় এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি চাষীদের হয়রানি এবং তাদের স্বাভাবিক কৃষি কাজে ব্যাঘাত ঘটালে ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কতিপয় এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা চাষীদের বোরো ধান কাটা এবং পাট ও আউশ ধান বোনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করার খবর পাবার পর এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, উক্ত দুষ্কৃতিকারী এবং রাষ্ট্রদ্রোহীরা প্রদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত এবং সাধারণ মানুষের সম্ভাব্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে। বিশ্বের পাটের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে সরিয়ে দেয়ার ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তারা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

কর্তৃপক্ষ চাষীদের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন এবং উক্ত প্রকার হয়রানিমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে নিকটবর্তী সামরিক আইন সদর দফতরে অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট রিপোর্ট করার উপদেশ দিয়েছেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২ মে ১৯৭১।

৫.৩৩ উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে ৭ ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

‘খ’ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক সাত ব্যক্তিকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১ ও ১৩২ ধারা ও ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক বিধি মোতাবেক তাদের সকলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাবদানের জন্য আগামী ১০ই মে সকাল ৮টার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীতে ১ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এদের মধ্যে তিন ব্যক্তিকে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ২২৪ ধারা মোতাবেক আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে। নিম্নে তাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা দেয়া হলোঃ

(১) এ. এস. এম. আব্দুর রব, পিতা আব্দুল বারেক, সাং- চর জাঙ্গালিয়া, থানা রামগতি, নোয়াখালী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাকসু ইকবাল হল, ঢাকা।

(২) আব্দুল কুদ্দুস ওরফে মাখন, পিতা মোহাম্মদ আব্দুল আলী, সাং মুরাইল, থানা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা কুমিল্লা, জেনারেল সেক্রেটারী, ডাকসু, ইকবাল হল, ঢাকা।

(৩) নূরে আলম সিদ্দিকী, পিতা নুরুন্নবী সিদ্দিকী, ঝিনাইদহ, যশোর, প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় কমিটি, ইপিএসএল, ইকবাল হল, ঢাকা।

(৪) শাহজাহান সিরাজ, পিতা মৃত আব্দুল গণি মিঞা, সাং টাঙ্গাইল শহর (জেনারেল সেক্রেটারী ইপিএসএল), ইকবাল হল, ঢাকা।

(৫) খায়রুল এনাম ওরফে খসরু, পিতা সৈয়দ মোহাম্মদ কাইয়ুম আলম, ১৫৯ (পুরাতন) এবং ২৩ (নতুন), পল্টন, ঢাকা।

(৬) মোস্তফা মহসীন ওরফে মন্টু, পিতা মৃত তিলজাহান, ৩০২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

(৭) সলীম মহসিন, পিতা মৃত প্রোন তিলজাহান, ৩২০ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

৫, ৬ ও ৭ নম্বরের ব্যক্তিদের পাকিস্তান দণ্ডবিধির ২২৪ ধারা মোতাবেক আনীত অভিযোগের জবাব দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে তারা সকলে বা তাদের কেউ উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে ৪০ নম্বর সামরিক বিধি মোতাবেক তাদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার করা হবে বলে এক সরকারী হ্যান্ড আউটে প্রকাশ।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ মে ১৯৭১।

৫.৩৪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলেছে

শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক গত রোববার থেকে ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় খুলেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাদের ক্লাসে যোগদান করেছে বলে গতকাল সোমবার ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।

রাজনীতির ব্যাপারে আর সময় অপচয় না করে অধ্যয়নে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য ছাত্রদের পিতামাতা ও শিক্ষকবৃন্দ তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

লৌহজং থানা বিশেষ করে বিক্রমপুরের পশ্চিম অংশে অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ এ ব্যাপারে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

কোন কোন এলাকায় ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিষ্কার করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীর গাত্র থেকে অবাঞ্ছিত পোস্টার ইত্যাদি অপসারণ করতে এবং জাতিগঠনমূলক কাজ যেমন তাদের নিজেদের এলাকায় চলাচল সুবিধার জন্য ব্রিজ ও সড়ক ইত্যাদি মেরামত করতে দেখা যায়।

পিপিআই এ খবর পরিবেশন করেছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ মে ১৯৭১

৫.৩৫ ঢাকায় নিহতের সংখ্যা মাত্র দুশ (!) ইসলামাবাদ

নয়াদিল্লী ৬ই মে, পূর্ব বাংলায় সামরিক বাহিনী যে নির্বিচার গণহত্যা চালিয়েছে সে কথা সরাসরি স্বীকার করলেও প: পাক সামরিক সরকারের গোয়েন্দা প্রধান ম: আকবর খান বলেছেন যে, গত ২৬ শে মার্চ সেনাবাহিনী ঢাকার কোন কোন অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা চালিয়েছিল। সামরিক বাহিনীর সেই অভিযান হাজার হাজার নয় শয়ে শয়ে নয় মাত্র দুশ ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলে মি: খান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। সামরিক বাহিনী অভিযান চালিয়েছিল প্রধান আওয়ামী লীগের ঘাঁটিগুলিতে। মি: খানের মতে সেগুলো ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, আওয়ামী লীগ অফিস এবং পুলিশ লাইন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ*, ৭ মে ১৯৭১

৫.৩৬ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে

ঢাকার মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের উপস্থিতি বাড়ছে

ঢাকা শহরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো খোলার পর থেকে ছাত্রদের হাজিরা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গত শনিবার এসব স্কুল খুলেছে। পিপিআইএর খবরে প্রকাশ, শিক্ষা ডাইরেকটরেটের এক সূত্র থেকে জানানো হয় যে, কতিপয় স্কুলের ছাত্র উপস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক। প্রত্যেকদিন উপস্থিতি বেড়ে চলেছে। শিক্ষকদের উপস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে সূত্রটি জানায় যে, সরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের উপস্থিতি শতকরা আশিভাগেরও বেশি। বেসরকারী স্কুলসমূহেও শিক্ষকদের উপস্থিতি উৎসাহজনক এবং প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা বাড়ছে, রাজধানীর সাথে অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আবহাওয়া উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মহলটি আশা প্রকাশ করে যে, এক সপ্তাহ বা তার কাছাকাছি সময়ে শহরের মাধ্যমিক স্কুলসমূহে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

উল্লেখযোগ্য যে, মার্চ মাসের প্রথম দিকে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় থেকে তরুণ সমাজের অনিশ্চিত ভাগ্যের কথা ভেবে তাদের অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এসব স্কুলে এখন আবার খোলায় জাতি ও জাতির বংশধরদের শুভেচ্ছাকামীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

পিপিআইএর একজন সংবাদদাতা শহরের কয়েকটি স্কুলে ঘুরে দেখেছেন। তারা

সেখানে দেখতে পেয়েছেন যে, ছাত্ররা নিজ নিজ ক্লাসে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছে। ছাত্ররা বেশ উৎসাহের সাথে স্কুল প্রাঙ্গণ ও তাদের ক্লাসঘর পরিষ্কারও করছে।

এই সংবাদদাতা কয়েকজন অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করেন। অভিভাবকগণ স্কুল খোলাকে প্রকৃত ভালো কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তারা বলেন যে, জাতি ও তার ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কোন শুভেচ্ছাকামীই শিক্ষাক্ষেত্রের অনিশ্চিত অবস্থা সহ্য করতে পারেন না।

সামরিক কর্তৃপক্ষ আগামী ১৫ই মে প্রাদেশিক মাদ্রাসাসমূহে খোলার দিন ধার্য করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ মে ১৯৭১।

৫.৩৭ কর্ণেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ

ঢাকা, ১৩ই মে (এপিপি)। 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক আগামী ২০শে মে সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানী ১ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হবার জন্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এম,এ,জি ওসমানীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১ এবং ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যেই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক যে আদেশ দেন নীচে তা দিয়ে দেয়া হলোঃ-

১। ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি 'খ' অঞ্চলে সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান এস, পি, কে, পি এস সি আপনি কর্ণেল এম, এ, জি, ওসমানীকে (অবসরপ্রাপ্ত) আপনার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১ ও ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে ১৯৭১ সালের ২০ শে মে সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীর ১ নম্বর সেক্টরের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হতে আদেশ দিচ্ছি।

২। যদি আপনি উপরের উল্লেখ মত হাজির হতে ব্যর্থ হন তা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আপনার বিচার করা হবে।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৪ মে ১৯৭১

৫.৩৮ ৭৯ নং সামরিক আইন
সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ৪ জন কমান্ডারের নিয়োগ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৪ই মে– অদ্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৭৯ নং সামরিক আইন বিধি অনুসারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৪ জন কমাণ্ডারকে সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন:- লেঃ জেনারেল এ,এ,কে, নিয়াজি, জোন–বি, মেজর জেনারেল বি-এম মুস্তাফা জোন 'ডি', মেজর জেনারেল চৌধুরী নাসির আহমদ জোন-ই, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা

জোন-এফ।

উপরোক্ত ৭৯ নং সামরিক আইন বিধির দ্বারা ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ইস্যুকৃত ৭৪ নং সামরিক আইন বিধির সংশোধন করা হইয়াছে। - এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৫ মে ১৯৭১।

৫.৩৯ ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও দুই ঘণ্টা হ্রাস

ঢাকা, ১৫ই মে; ঢাকার সান্ধ্য আইনের মেয়াদ এখন হইতে আরও দুই ঘণ্টা হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ আজ এখানে ঘোষণা করিয়াছেন।

আজ হইতে রাত সাড়ে দশ ঘটিকার পরিবর্তে মধ্য রাত্রি হইতে সান্ধ্য আইন বলবৎ হইবে এবং আগামীকাল ভোর সাড়ে চার ঘটিকার পরিবর্তে ভোর ৪টায় সান্ধ্য আইন তুলিয়া লওয়া হইবে। -এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৬ মে ১৯৭১।

৫.৪০ Secondary Schools for girls open in city Narayanganj

Secondary Schools for in Dacca and Narayanganj and yesterday (Saturday) satisfactory attendance a lapse of over two months Deputy Director of Publication. East Pakistan told yesterday that the attended the secondary Schools for in Dacca and Narayanganj ævery encouraging" when situations started function the æfirst day today". They were expecting more attendence in the schools on next.

Deputy Director said the situation in the Schools boy which reopened earlier further improved this with the return of male. The primary schools, secondary schools for boys reopened on May 1 and May 9 repsectively. The Madrassa in the city have also started functioning from yesterday.

The educational institution of the province remained close since early March for the outlwed. Awami League's non- cooperation movement.

Source: *The Morning News*, *16 May 1971*

৫.৪১. Curfew retained by two hours

The *Curfew* in Dacca has been further relexed by two hours with immediate effect martial law authorities announced here yesterday, reports APP. From tonight, Curfew will bee, reimposed at midnight instead of 10.30 p m. and lifted tomorrow morning at 4 a.m instead of 4.30 a.m

Source: *The Morning News,* 16 May 1971.

৫.৪২ উপ-সামরিক শাসনকর্তাদের নয়া ক্ষমতা প্রদান

খ অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের উপ-সামরিক শাসনকর্তাদের পুলিশ অফিসার বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন বলে গতকাল সোমবার এক সরকারী হ্যান্ড নোটে বলা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের ঘোষণার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১। প্রধান সামরিক শাসনকর্তার জারীকৃত ১৯ নং সামরিক আদেশ মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আমি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান।

এতদ্বারা খ অঞ্চলের উপ-সামরিক শাসনকর্তাদের পুলিশ অফিসার বা যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, আটক, হাজতে আটক ও জেলে প্রেরণ এবং অপরাধের তদন্তসহ ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সালের আইন) মোতাবেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছি।

২। উপরোক্ত সামরিক আদেশটির ৩ নং অনুচ্ছেদটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই আদেশ বলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া, বা কোন কাজ করা বা ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট সহ কোন আদালতে সেসবের চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ মে ১৯৭১।

৫.৪৩ উপ-সামরিক আইন প্রশাসকদের নয়া ক্ষমতাদান

ঢাকা, ১৭ই মে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আইন প্রশাসক লে. জে. টিক্কা খান প্রদেশের উপ-সামরিক আইন প্রশাসকদের পুলিশ অফিসার অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারদান করিয়াছেন। নিম্নে উক্ত বিজ্ঞপ্তির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল:-

১৯৭১ সালের প্রধান সামরিক আইন-প্রশাসকের সামরিক আইন আদেশ অনুযায়ী আমার উপর ন্যস্ত ক্ষমতা বলে আমি লে: জে: টিক্কা খান 'খ' অঞ্চলের উপসামরিক আইন প্রশাসকদেরকে ১৮১৮ সালের ফৌজদারী-কার্যবিধি মোতাবেক পুলিশ অফিসার ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারদান করিতেছি। এই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা যে কোন ব্যক্তিকে হাজতে আটক, হাজতে প্রেরণ সিভিল প্রিজনে প্রেরণ ও গ্রেফতারসহ অপরাধের তদন্ত কার্যেও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। আলোচ্য সাময়িক আইন আদেশের প্রতি সংশ্লিষ্ট সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে যে, এই আদেশের অধীনে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, কোন কিছু করা হইয়া থাকিলে অথবা ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টসহ কোন আদালত কর্তৃক বা আদালতে আপত্তি উপস্থাপন করা যাইবে না। এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৮ মে ১৯৭১।

৫.৪৪ গার্লস স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, গতকাল সোমবার ঢাকা নগরী ও নারায়ণগঞ্জ শহরের মাধ্যমিক স্কুলসমূহে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্রী তাদের স্ব স্ব ক্লাসে যোগদান করেছে।

গত মার্চ থেকে এসব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর গত শনিবার আবার খুলেছে। ২ মাস বিরতির পর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা নিয়মিত তাদের ক্লাসে যোগদান করেছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে যে, গতকাল সোমবার স্কুলগুলোতে ছাত্রীদের ক্লাসে যোগদানের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সপ্তাহেই স্কুলের বাদবাকী ছাত্রীরা তাদের ক্লাসে যোগদান করবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছে।

গত শনিবার থেকে প্রদেশের মাদ্রাসাগুলোতে ক্লাস শুরু হয়েছে এবং মাদ্রাসায় ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা বেশ সন্তোষজনক।

নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা নগরীর সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় গত ১লা মে থেকে এবং মাধ্যমিক বয়েজ স্কুলগুলোতে ৯ই মে থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়েছে।

মার্চে আন্দোলনের সময় বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিল।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ মে ১৯৭১।

৫.৪৫ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত

ঢাকা ২০শে মে (এপিপি)। প্রাদেশিক সরকার আগামী ২রা আগষ্ট থেকে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আজ এখানে প্রকাশিত এ প্রেসনোটে বলা হয়েছে।

প্রেসনোটের পূর্ণ বিবরণ:

নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী পলিটেকনিক ও অন্যান্য কারিগরী ইনস্টিটিউটসহ সমস্ত কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) পলিটেকনিক ও অন্যান্য কারিগরী ইনস্টিটিউটসহ সমস্ত সরকারী কলেজ মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং ঢাকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়।
শিক্ষকদের ১৯৭১ সালের ১লা জুন কাজে যোগদান করতে হবে।
১৯৭১ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ক্লাশ শুরু হবে।

(খ) বেসরকারী কলেজসমূহ (ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ)।
শিক্ষকদের ১৯৭১ সালের ১লা জুন কাজে যোগদান করতে হবে।
১৯৭১ সালের ২রা আগষ্ট থেকে ক্লাশ শুরু হবে।

নির্ধারিত তারিখ থেকে ক্লাশ শুরু করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা তাদের কাজে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

নির্ধারিত তারিখে কাজে যোগদান না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২১ মে ১৯৭১।

৫.৪৬. হাতবোমা নিক্ষেপকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে

ঢাকার সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ গতকাল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন যে, সম্প্রতি যে সকল লোক শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে দেশী হাতবোমা নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।

এপিপির খবরে প্রকাশ, এই প্রেক্ষিতে এ যাবত ১০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ আরো বলেছেন যে, দুষ্কৃতিকারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা হবে। তারা আরো আশ্বাস দিয়েছেন যে, এ ধরনের দেশপ্রেমিক নাগরিক ও তাদের পরিবারবর্গের জীবন, সম্পত্তি এবং মান-সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ মে ১৯৭১।

৫.৪৭ Universities and Colleges in E. Pakistan reopen on Aug. 2

Teachers of all the Government educational institutions in the province will report for duty on June 1 while the classes will be started August 2, it was officially announced in Dacca yesterday afternoon, reports PPI.

The announcement further said that the teachers of all non-Government colleges of both intermediate and degree will report for duty on July 1 while the classes will be started from August 2.

A press note issued in Dacca yesterday said: æIt has been decided to reopen all colleges including polytechnics and other technical institutes, medical colleges, engineering colleges and all universities in the province in accordance with the time schedule noted below:

(a) All government colleges, including polytechnics and other technical institutes, medical colleges, engineering colleges and all universities including East Pakistan Agricultural University, Mymensingh and East Pakistan University of Engineering and Technology, Dacca:

(i) Teachers to report for duty on 1st June, 1971.

(ii) Classes to be held from 2nd August, 1971.

(b) Non-government colleges (both intermediate and degree colleges):

(i) Teachers to report for duty on 1st July, 1971.

(ii) Classes to be held from 2nd August, 1971.

Necessary preparations and arrangements for holding the classes from the scheduled dates shall be made by the teachers during the period from the date of their resumption of duty to the date fixed for the commencement of the classes.

Failure to resume duties on the date fixed shall render the teacher concerned liable to termination of his service.

Source: *The Morning News,* 25 May 1971

৫.৪৮ আপত্তিকর কাগজপত্র সামরিক আইন দফতরে জমা দেয়ার নির্দেশ

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ৫১নং সামরিক আইন বিধির অধীন সকল আপত্তিকর বই, পোস্টার, প্যাম্পলেট অথবা প্রচারপত্র ইত্যাদি নিকটতম সামরিক আইন সদর দফতরে জমা দেয়ার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

নীচে ৫১ নং সামরিক আইন বিধির পূর্ণ বিবরণ পুনরায় দেয়া হলো–

প্রদেশগুলোর জনগণের মধ্যে অথবা পাকিস্তানের কোন অঞ্চল বা অংশের জনগণের মধ্যে পাকিস্তানের নাগরিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায়, দল, শ্রেণী বা বিভাগের মধ্যে শত্রুতা, খারাপ ধারণা বা ঘৃণা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে– এমন কোন বই, প্যাম্পলেট, পোস্টার, প্রচারপত্র বা অন্য কোন কাগজপত্র কোন ব্যক্তি প্রকাশ, মুদ্রণ বা প্রচার করতে অথবা কোন ব্যক্তির কারণে তা প্রকাশ, ছাপানো বা প্রচার করা যাবে না অথবা কারো মালিকানাধীন এরূপ কোন বই, প্যাম্পলেট, পোস্টার, প্রচারপত্র বা অন্য কোন কাগজপত্র আঁকতে পারবে না অথবা কোন ব্যক্তি কথায়, ইঙ্গিতে বা পড়া যায় এমন পদ্ধতিতে এমন কোন বিবৃতি দিতে বা প্রচার করতে পারবে না যাতে কায়েদে আজমের প্রতি অসম্মান অথবা যা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৮ মে ১৯৭১।

৫.৪৯ ঢাকা ত্যাগকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকরা এখন ঢাকা ফিরছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষক সাম্প্রতিক গোলযোগকালে ঢাকা ছেড়ে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১লা জুন চাকরীতে যোগ দেবার জন্যে তারা এখন ফিরে আসছেন।

বার্তা সংস্থা পিপিআই এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে একজন অধ্যাপক বলেন, অতীতের ক্ষতি পূরণ করার জন্যে তাদেরকে এখন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে শিক্ষকদের প্রায় সবাই মে মাসের শেষ নাগাদ ঢাকায় ফিরে আসবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ মে ১৯৭১।

৫.৫০ Army's order in Dacca
Joseph Galloway

Dacca is well under control and life is slowly returning to normal in the daytime.

Major General Rao Farman Ali, chief of civil affairs of East Pakistan, told newsmen about two-thirds of Dacca's 1,600,000 citizens are going about life normally.

The rest, he said, fled to the countryside. He said the army now is

dropping pamphlets and urging them to return, guaranteeing them no harm.

Farman said reports that there had been an army massacre in Dacca were ævicious propaganda".

æThat night (March 25) we had machine gun posts firing into the air at several points. We wanted to frighten, not to kill," he said.

Farman said the army set out to neutralise Bengali police, and the East Pakistan Regiment.

He said 38 police, about students and only three soldiers were killed in the clashes.

æIn all, our estimates and our headcount taken in the hospital in Dacca total 150," he said.

Farman said: æWe have moved back into the various towns and cities restoring order. It has taken us five weeks but now we have complete control of every inch of East Pakistan."

Shops and cars in Dacca, Jessore and Khulna have blossomed with stickers saying. æCrush India", Farman complained: æAll those refugee camps in India have millitary training camps alongside them. They will try to come back and they will get a beating."

Bridges

Farman estimated three bridges on the vital Dacca-Chittagong railway will be back in service by June 10. He said by June 15, all technical and administrative steps would have been taken to return the situation to normal. But the æhuman factor" made this difficult.

It was difficult, for instance, to obtain replacements for the thousands of technicians who were killed in the uprising.

Farman said, the army will have to provide guards at factories and mills to preassure the workers of security.

He concluded, æThe army has done its duty which in any country is to defend the soverigtry and teritorial integrity."

Asked about troop strength, Farman said: æIt is enough- for external and internal problems." -UPI.

Source: *The Straits Times,* 29 May1971.

৫.৫১ ভার্সিটি শিক্ষা পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন

ঢাকা ২৯ শে মে (এপিপি)। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য গভর্নর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন।

ড. সাজ্জাদ হুসাইন, ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ড. হাসান জামান, ডিরেক্টর, জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো, ড. মোহর আলী, সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব এ, এফ, এম, আব্দুর রহমান, সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ড. আব্দুল বারী, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডা. মকবুল হোসেন, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. সাইফুদ্দিন জোয়ারদার, সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুপারিশ করবেন:-

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস।

সিলেবাসকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য ইহার সংশোধন। এবং

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সুবিধাজনক অন্যান্য সুপারিশ।

১৯৭১ সালের ৩১ শে আগস্টের আগেই কমিটিকে ইহার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করতে হবে।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ,* ৩০ মে ১৯৭১।

৫.৫২ ঢাকা জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ক্লাস শুরু হয়েছে

ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ ঢাকা জেলার সকল মাধ্যমিক স্কুল তিন মাস বন্ধ থাকার পর গতকাল শনিবার আবার খুলেছে।

বিপুল সংখ্যক ছাত্র ক্লাসে যোগ দিয়েছে বলে বোর্ডের একজন মুখপাত্র পিপিআইকে জানিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা শহরের স্কুলগুলো আগেই খুলে গেছে।

মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ মহকুমা থেকেও এই একই ধরনের খবর পাওয়া গেছে। মানিকগঞ্জে এমন কি ছাত্রীরাও ক্লাসে যোগ দিয়েছে।

প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলী তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা জীবনে পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অত্যন্ত তৎপর রয়েছে বলে বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে।

মহকুমা অফিসারেরা খুব শিগগিরই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবেন। উল্লেখযোগ্য যে মহকুমা অফিসারেরা বেসরকারী হাইস্কুলগুলোর চেয়ারম্যান।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির যেসব সদস্য ও যেসব শিক্ষক বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। রাজনীতি ও অবাঞ্ছিত শিক্ষকদের কবল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করার জন্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ও মহকুমা হাকিম এই ধরনের শিক্ষকদের অবিলম্বে অপসারণের জন্যে তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ৩০ মে ১৯৭১।

৫.৫৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ১৫ই জুনের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ

ঢাকা, ৩১শে মে। অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মচারী সর্বশেষ ১৫ই জুনের

মধ্যে কাজে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহারা আপনা হইতেই বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষকগণ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগণসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীদের তাহাদের স্ব-স্ব কাজে গত ২১শে এপ্রিল, '৭১ সালে যোগদানের জন্য বলা হইয়াছিল। শিক্ষকদের ১লা জুন, '৭১ সালে কাজে যোগদান করিতে বলা হইয়াছে।—এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১ জুন ১৯৭১।

৫.৫৪ আজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা কাজে যোগ দেবেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপকগণ কাজে যোগদান করবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত চ্যান্সেলর জনাব এ এফ এম আব্দুল হক ও পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এম এ নাসের গতকাল সোমবার জানিয়েছেন সকল শিক্ষক ঢাকার বাইরে ছিলেন। তারাও প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে ঢাকা ফিরেছেন। ভাইস-চ্যান্সেলরদ্বয় আশা প্রকাশ করেন, প্রায় সকল অধ্যাপকই আজ থেকে অফিসে যোগদান করবেন।

উল্লেখ্য, আগামী ২রা আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ক্লাস শুরু হবে।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব কর্মচারী ১৫ই জুনের মধ্যে কাজে যোগ দেবেন না স্বাভাবিকভাবেই তাদের চাকরী থেকে অপসারিত বলে গণ্য করা হবে এবং যে যে পদে তারা বহাল ছিলেন সেগুলিকে শূন্য বলে বিবেচনা করা হবে।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এপিপি জানিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে বিভাগীয় প্রধানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিসার ও শুধুমাত্র শিক্ষকরা ছাড়া অন্যান্য সকল কর্মচারীকে ১৯৭১ সালের ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছিল।

শিক্ষকদের ১লা জুন কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

সূত্র : *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ জুন ১৯৭১।

৫.৫৫ E. Wing Varsities to hold exams from August 15

Due to recent disturbances examinations in the Universities which were commenced earlier could not be completed.

As normally has been restored all Universities are authorized to hold the incomplete examinations any day commencing from 15th August 1971. According to their convenience, this will also apply to the other normal examination, including M B B S Examinations due to be held by them.

The Universities shall draw up the programme of the examinations in consultation with the local M L authorities and the Deputy Commissioners.

Source: *The Morning News,* 1 June 1971.

৫.৫৬ No summer Vacation this year

The Director of Public instruction of the East Pakistan Government has directed all affiliated educational institutions of the province not to observe summer vacation during the year reports PPI.

The decision has been taken in view of the closure of the institutions during the last two months and to make up the loss sustained due to the break-up of studies. The students will have to pay their school tuition fees during the months of March and April and similarly the teachers shall have to be paid during the said period.

Meanwhile reports received here from different parts of the province said that the educational institutions have been functioning normally.

Source: *The Morning News,*1 June 1971.

৫.৫৭ DU employees asked to join duties by June 15

The syndicate of the Dacca University at a meeting held in Dacca yesterday has decided that any employees of the university failing to join by June 15th the lates will stand automatically removed from service and the post held by them will be considered as vacant, reports APP.

A press release of the university says: Officers including heads of departments of Dacca University and other employees excepting the teachers were asked by the authorities to join their respective duties by April 21, 1971. The teachers were asked to report for duty on June 1, 1971.

Source*: The Morning News,* 1 June 1971.

৫.৫৮. বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অননুমোদিত ঘরবাড়ি ১৫ই জুনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলার নির্দেশ

ঢাকা, ১লা জুন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ক্যাম্পাসের খালি জায়গায় নির্মিত অননুমোদিত ঘরবাড়ির মালিক এবং বসবাসকারীদের আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া জমি খালী করিয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উত্তর দিকে নিউ শাহবাগ, মীরপুর রোডের পার্শ্বে পশ্চিমে রেলওয়ে লাইন পার্শ্বে এবং খাসমহল জমিতে, দক্ষিণে পিলখানা রোড, ফুলার রোড এবং সেক্রেটারীয়েট রোডের পার্শ্বে এবং পূর্ব দিকে কলেজ রোড, ময়মনসিংহ রোড এবং আর্টস ইনস্টিটিউট ও নয়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণের পার্শ্বে কতিপয় খালি জায়গায় নির্মিত অননুমোদিত ঘরবাড়ির মালিক এবং বসবাসকারীদের ১৯৭১ সালের ১৫ই জুনের মধ্যে তাহাদের ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া জমি খালি করিয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় এই সকল ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং এই ব্যাপারে কোন ক্ষতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী হইবেনা।- এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২ জুন ১৯৭১।

৫.৫৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্পর্কে ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধি জারি

গতকাল বুধবার খ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খান কর্তৃক জারিকৃত ১৪৯ নম্বর সামরিক বিধির বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

(১) ১৯৭১ সালের ২১শে মে স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সময়সূচীমত বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলা হবে।

(২) নির্ধারিত তারিখে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কাজে যোগদান করবেন। অতিরিক্ত ১৫ দিন সময়ের মধ্যে (গ্রেস পিরিয়ড) পুনরায় কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে তারা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার গণ্য হবেন এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ২৫ নম্বর সামরিক বিধি অনুসারে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে।

(৩) এই নির্দেশ বলে খ অঞ্চলের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের জারিকৃত ১২১ নম্বর বিধি বাতিল করা হল।

এপিপি এ খবর পরিবেশন করেছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ জুন ১৯৭১।

৫.৬০ পলাতক কয়েদীদের গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা

ঢাকা, ৩রা জুন। চলতি সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হইতে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় পলাতক কয়েদী ও বিচারাধীন আসামীদের পুনরায় গ্রেফতারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া আজ এখানে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, স্বার্থান্বেষী মহলের দ্বারা বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় আট হাজার কয়েদী পলায়ন করিয়াছে। তাহারা জনগণের বিষয়সম্পত্তি জীবন ও নিরাপত্তার প্রতি আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এতদুদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিতেছেন। এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৪ জুন ১৯৭১।

৫.৬১ পলাতক আসামীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা

জনসাধারণের মধ্যে যে কেউ দণ্ডপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন আসামীদের পুনরায় ধরিয়ে দিতে পারবেন তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় সরকারীভাবে একথা ঘোষণা করা হয় বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত মার্চ মাসের গোলযোগের সময় কায়েমী স্বার্থবাদীরা বিভিন্ন জেল থেকে প্রায় ৮ হাজার অপরাধীকে মুক্ত করে দেয়। এসব মুক্ত অপরাধী জানমালের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার ডেপুটি কমিশনারদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সমর্পণ করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ জুন ১৯৭১।

৫.৬২ বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারকারীদের পুরস্কার দেয়া হবে

বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ অথবা সরাসরি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও সমর্পণের জন্য সরকার জনসাধারণকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একটি সরকারী হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে এপিপি এ কথা জানান।

নিম্নলিখিতভাবে পুরস্কার দেয়া হবে ঃ

ক) কোন তথ্য সরবরাহের কালে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হলে প্রতিটি অস্ত্রের জন্য ৫ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

খ) সরাসরি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র সমর্পণের জন্য ১০ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ ডেপুটি কমিশনারদের কর্তৃত্বাধীন তহবিলে প্রদান করা হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৫ জুন ১৯৭১।

৫.৬৩ ১০০ ও ৫০০ টাকার পাক নোট বাতিল ঘোষণা
বাংলাদেশের উপর ইয়াহিয়ার বোমা বিস্ফোরণ

ঢাকা ৭ই জুন- ইয়াহিয়া বাংলাদেশের মানুষের উপর আরো একটা বড় আঘাত হানলেন। এতে অনেকেই পথে বসে যাবে। পাক সামরিক সরকার আজ এক ঘোষণায় জানিয়েছেন যে পাঁচশ ও একশ টাকার নোট আজ মধ্যরাত্রি থেকে বাতিল করা হয়েছে।

এই বাতিলের কারণ হিসেবে সামরিক সরকার বলেছেন যে, বাংলাদেশের 'সাম্প্রতিক গোলযোগের সময়' বহু ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারী লুট করা হয়েছে এবং এসব টাকা ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে। এবং পাকিস্তানের পণ্যও ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ফলে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পাক মুদ্রার মূল্য হ্রাস পেয়েছে, ফলে সরকার বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণকে জানান হয়েছে যাদের কাছে এসব বাতিল নোট রয়েছে তারা যেন নিজের নামধামসহ পাঁচশ টাকার নোটের জন্য ৮ ও ৯ই জুন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে স্টেট ব্যাংক, ট্রেজারী, ডি.সি. থানা সার্কেল অফিসার বা তহশীলদারের কাছে জমা দেন। একশ টাকার নোটের জন্য ৮, ৯ ও ১০ই জুন সকাল ৯টা থেকে রাত নয়টার মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই টাকার মালিককে উপযুক্ত রসিদ দেয়া হবে এবং উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের মূল্য ফেরৎ দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে সামরিক সরকার স্টেট ব্যাংকসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমস্ত কর্মচারীদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ জারী করেছেন। পাক অর্থনীতিবিদদের নিয়ে ইয়াহিয়ার ঘন ঘন বৈঠকের একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। পাক সরকার একশ ও পাঁচশ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করেছেন। এতে করে বাংলাদেশের মানুষ আরো সর্বস্বান্ত হবেন। কারণ ব্যাংক থেকে টাকা কবে ফেরৎ পাওয়া যাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। এই নোট বাতিলের অন্যতম কারণ যেটা অনুমান করা হচ্ছে তা হলো-এই নোটিশের মধ্য দিয়ে এক ঝটকায় টাকা তুলে নেয়া। এই টাকার বিকল্প নোট সরকারের যুদ্ধের কাজে আসবে। তাছাড়া এতে একটা বিরাট তহবিলও গড়ে উঠবে। লুটের টাকা কিছু ফেরৎ পাওয়া যাবে। আর ভারতে আগত শরণার্থী যারা টাকা কিছু সঙ্গে এনেছেন তারা বিপাকে পড়বেন। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা নিয়ে ফ্যাসাদে পড়বে। সরকারী অনুমোদিত ও অননুমোদিত ভারতীয় বাট্টাদারেরা সর্বস্বান্ত হবেন।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ* (আগরতলা), ৮ জুন ১৯৭১।

৫.৬৪ বিশেষ সামরিক আদালতের রায়
তাজউদ্দিন আহমদ ও নজরুল ইসলামসহ ৫ ব্যক্তির ১৪ বছরের কারাদণ্ড

১ নম্বর বিশেষ সামরিক আদালত বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দসহ ৫ ব্যক্তিকে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন এবং তাদের বিষয় সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা থেকে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, এসব লোক সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে বিচারের জন্য হাজির না হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুসারে বিচার করা হয়।

এই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেনঃ (১) জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা। (২) জনাব তোফায়েল আহমদ, বোয়ালিয়া, জেলা বাকেরগঞ্জ, (৩) জনাব এ, এম, নজরুল ইসলাম, লাঙ্গল শিমুল জেলা মোমেনশাহী, (৪) জনাব আবদুল মান্নান, ১১০ সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা এবং (৫) জনাব আবিদুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা 'দি পিপল' ও ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরীর বাসিন্দা।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ জুন ১৯৭১

৫.৬৫ তাজউদ্দিন ও অন্যান্যদের ফৌজদারী আদালতেও বিচার করা হবে

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধির অধীনে ঢাকার সাত মসজিদ রোডের জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, বাকেগঞ্জ জেলার বোয়ালিয়ার জনাব তোফায়েল আহমদ, ময়মনসিংহ জেলার লাঙ্গল শিমুলের জনাব এ, এম, নজরুল ইসলাম, ঢাকা জেলার ১১০ নম্বর সিদ্ধেশ্বরী জনাব আবদুল মান্নান এবং 'দি পিপল'-এর মালিক ও ঢাকা জেলার সিদ্ধেশ্বরীর জনাব আবিদুর রহমানকে ১৪ বছরের সশ্রমকারাদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে আনীত প্রধান প্রধান অভিযোগের জন্য পরে ১২১ নম্বর পাকিস্তান দণ্ডবিধি অর্থাৎ ৫ নম্বর সামরিক আইন বিধির অধীনে তাদের বিচার করা হবে বলে গতকাল বুধবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ জুন ১৯৭১

৫.৬৬ আপত্তিকর পুস্তক-পুস্তিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ

সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে তাহাদের নিজেদের স্বার্থে আপত্তিকর পুস্তক-পুস্তিকা, পোস্টার অথবা প্রচারপত্র ইত্যাদি নিকটবর্তী সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত ৬৯টি পুস্তকের একটি তালিকাও প্রণয়ন করিয়াছেন। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জনস্বার্থে জানাইয়াছেন যে, আপত্তিকর পুস্তক, পুস্তিকা, পোস্টার অথবা প্রচারপত্র প্রকাশ, মুদ্রণ, প্রচার অথবা অধিকারে রাখা ৫১নং সামরিক বিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় এবং উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। (পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত পুস্তকের তালিকা আগামীকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইবে।)

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ জুন ১৯৭১।

৫.৬৭ 'জয় বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' চিহ্নিত নোট সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট

গতকাল সোমবার এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, এ বিষয়টি সরকারের গোচরে আনা হয়েছে যে, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীরা তাদের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার অংশ হিসাবে বিপুল সংখ্যক কারেন্সী নোটে 'জয় বাংলা' অথবা 'বাংলা দেশ' অথবা অনুরূপ কোন কথা লিখে অথবা চিহ্নিত করে অথবা ছাপ দিয়ে বসিয়ে অথবা এমবস করে এবং নোটের ওপর এমবস করে অথবা স্ট্যাম্প মেরে 'ঢাকা' কথাটি বসিয়ে সেগুলো বাজারে ছেড়েছে। জনগণকে হুশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে যে এ সমস্ত নোট বিহিত অর্থ (লিগ্যাল টেন্ডার) নয়, এবং এগুলোর কোনই মূল্য নেই।

১৯৭১ সালের ৭ই জুনের ৮১ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে কোন ভাষায় উপরোক্ত চিহ্নের অস্তিত্ব রয়েছে এরূপ কোন কারেন্সী নোটের মূল্য দাবী অথবা গ্রহণ করতে পারবেন না।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ জুন ১৯৭১।

৫.৬৮ ঢাকার রাস্তাগুলোর নাম পরিবর্তন

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির গত ১৪ই জুনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসক শহরের কতকগুলো রাস্তা, গলি এবং উপ-গলির নতুন করে নামকরণ করার বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন, বয়স্ক ব্যক্তি, শান্তি কমিটির সদস্য এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করেন। এই আলোচনার পর তারা জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের আলোকে ঐ রাস্তা এবং গলি, উপ-গলির নতুন নামকরণ করেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নতুন নামগুলোর পরিচিতির জন্য প্রধান প্রধান জায়গায় বাংলা, ইংরেজী এবং উর্দুতে নামফলকের ব্যবস্থা করবেন।

নীচে পুরাতন নামগুলোর পাশে নতুন নামগুলো দেওয়া হলো। প্রথমে পুরাতন এবং পরে হাইফেন দিয়ে নতুন নামগুলো উল্লেখ করা হলো। রোড, শাখারীনগর লেন-গুলবদন স্ট্রীট, ধলকানগর লেন-ইসমাইল স্ট্রীট, কেশান ব্যানার্জী রোড-আলীবর্দী রোড, নবীনচাদ গোস্বামী রোড, বখতিয়ার খিলজি রোড, কালীচরণ সাহা রোড গাজী সালাহ উদ্দীন রোড, সতীশ সরকার রোড-নওয়াব আলী রোড-অক্ষয় দাস লেন সাহেব-ই-আলম স্ট্রীট, দীন নাথ সেন রোড-হায়দর আলী রোড, মালাকাটোলা লেন নোমানী স্ট্রীট, বেরতী মোহন দাস রোড-শহীদ আলাউদ্দিন রোড, বসন্ত কুমার দাস রোড, আবদুল হামিদ চৌধুরী রোড, মদন মোহন সাহা লেন দৌলত কাজী স্ট্রীট, আনন্দদাস লেন আবদুস সামাদ স্ট্রীট। (অসম্পূর্ণ)

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ জুন ১৯৭১।

৫.৬৯ ৩০শে জুন পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে যোগদানের সুযোগদান

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন যে ৩০শে জুনের মধ্যে কোন শ্রমিক কাজে ফিরে আসলে তাকে তার আগের কাজেই নিয়োগ করা হবে এবং তার চাকুরীর ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কাজে অনুমোদিত অনুপস্থিতি ছাড়া অন্য কোন রকমের অভিযোগ না থাকলেই এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

যেসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে, মালিকদেরকে ৩০শে জুনের মধ্যে তাদের তালিকা স্ব স্ব সামরিক আইন সদর দফতরে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে যেসব শ্রমিককে অনুমোদিত অনুপস্থিতি ছাড়ার কারণে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার কথা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে কাজে নেওয়া হবে না।

কর্তৃপক্ষ যদি কলকারখানায় উৎপাদন কার্য চালিয়ে যাবার ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন থাকেন এবং শ্রমিকদের কাজ যদি এখনও মিল চালুর কাজে হার [অস্পষ্ট] করতে সক্ষম না হয়ে থাকে তাহলে কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক আইনেই শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দিতে পারবে।

কাজে অনুপস্থিতির কারণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল- এমন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত শ্রমিকগণ বরখাস্ত করা এবং পরে তাদের চাকুরীর ধারাবাহিকতার সুবিধা দিয়ে নতুন করে কাজে রীতি মোটেই সঙ্গত নয়।

অনুমোদিত অনুপস্থিত হয়েছে, অভিযোগ দায়ের করা হবে কিংবা সাসপেন্ড করা কেবলমাত্র তাদেরকেই চাকুরীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চাকুরী আবার গ্রহণ করা হবে।

যেসব শ্রমিক কাজে যোগদান রিপোর্ট করে আবার অনুপস্থিত রয়েছে তাদের ব্যাপারে মালিকরা দক্ষতার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে দেখবেন।

যদি এই ধরনের অনুপস্থিতির কারণ কর্মচারীর আয়ত্তের বাইরে হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার ব্যাপার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ জুন ১৯৭১।

৫.৭০ ভুয়া সামরিক অফিসারদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

সামরিক বা পুলিশ অফিসারদের ভুয়া পরিচয় দিয়ে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রাণী করছে এইরূপ অব্যহিত ব্যক্তিদের সতর্ক থাকার জন্য সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ জনগণকে পরামর্শ দিয়েছেন।

এপিপির খবরে প্রকাশ, উক্ত ব্যক্তিরা বেআইনীভাবে জনগণকে আটক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে কিংবা অন্যভাবে তাদের আতঙ্কিত করে তোলে বলে খবর পাওয়ার পর সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ উক্ত পরামর্শ দেন।

কর্তৃপক্ষ জানান যে, প্রার্থিত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যথাবিহিত গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা রুজু করা হয় এবং নিকট আত্মীয়দের খবর দেয়া হয়।

২য় নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী ভুয়া পরিচয়দান অপরাধ এবং সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ২য় সামরিক বিধি নিচে দেয়া হল ঃ

যে কোন ব্যক্তি সামরিক বাহিনীর অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার, পেটি অফিসার বা চীফ পেটি অফিসার বা পুলিশ, অন্য কোন সরকারী কর্মচারীর ভুয়া পরিচয় দিলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৩ জুন ১৯৭১।

৫.৭১ ছাত্রনেতাসহ ছয় জনের ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকার এক নম্বর বিশেষ সামরিক আদালত বিশিষ্ট ছাত্রনেতাগণসহ ছয় ব্যক্তির প্রত্যেককে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে: এ এস এম আবদুর রব, চান্দজাঙ্গালিয়া, থানা-রামগতি, নোয়াখালী, সহ-সভাপতি ডাকসু, ইকবাল হল, ঢাকা; আবদুল কুদ্দুস ওরফে মাখন, মুরাইল, থানা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা কুমিল্লা, সাধারণ সম্পাদক, ইকবাল হল, ঢাকা; নূরে আলম সিদ্দিকী, ঝিনাইদহ, যশোর, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি ইপিএসএল, ইকবাল হল, ঢাকা; শাহজাহান সিরাজ, টাঙ্গাইল

শহর, সাধারণ সম্পাদক, ইপিএসএল, ইকবাল হল ঢাকা, খায়রুল ইনাম ওরফে খসরু ১৫৯ (পুরাতন) ২৩ (নতুন) পল্টন ঢাকা ও মোস্তফা মোহসিন ওরফে মন্টু, ৩০২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

তাদের অনুপস্থিতিতে ৪০ নম্বর সামরিক শাসন বিধি অনুযায়ী তাদের বিচার করা হয়েছে। কারণ তারা নির্ধারিত তারিখে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এখনো বিদ্যমান এবং গ্রেফতারের পর তাদের মামলায় সোপর্দ করা হবে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৭১।

৫.৭২ ১৪৭ নম্বর সামরিক আদেশ সংশোধন

গতকাল শনিবার আন্তঃসার্ভিস জনসংযোগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, সম্প্রতি “খ” এলাকার সামরিক শাসনকর্তার সদর দফতর থেকে জারীকৃত ১৫২ নম্বর সামরিক আদেশের অধীনে ঢাকাস্থ একটি সামরিক আদালত সংক্রান্ত ১৪৭ নম্বর সামরিক আদেশ সংশোধন করা হয়েছে। নীচে ১৫২ নম্বর সামরিক আদেশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল ঃ

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিলে জারিকৃত ‘খ’ এলাকার ১৪৭ নম্বর সামরিক আদেশ নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা হল এবং সব সময়ই এটাকে সংশোধন বিবেচনা করতে হবে। দুনম্বর অনুচ্ছেদে যেখানেই ঢাকা বিশেষ সামরিক আদালত নম্বর ১ কথাটি রয়েছে সেখানেই তার পরিবর্তে ঢাকা বিশেষ সামরিক আদালত নম্বর ‘১ক’ কথাটি ব্যবহার করতে হবে।

খ) তিন নম্বর অনুচ্ছেদকে বাতিল গণ্য করতে হবে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ জুলাই ১৯৭১।

৫.৭৩ সামরিক উপ-সেক্টর পুনর্গঠন: নয়া উপ-সেক্টর গঠন

গতকাল শনিবার আন্তঃসার্ভিস যোগাযোগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, সম্প্রতি ‘খ’ এলাকার সামরিক শাসনকর্তার সদর দপ্তর থেকে জারীকৃত ১৫১ নম্বর সামরিক আদেশ অনুযায়ী এক নম্বর সামরিক সেক্টরের ৯ নম্বর উপ-সেক্টর পুনর্গঠন ও ১৩ নম্বর উপ-সেক্টর সৃষ্টির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ১৫০ নম্বর সামরিক আদেশ সংশোধন করা হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ জুলাই ১৯৭১।

৫.৭৪ এস,এস,সি পরীক্ষা
অনুপস্থিতদের সাপ্লিমেন্টারীর সুযোগ দেওয়া হইবে না

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চলতি বৎসরের এসএসসি পরীক্ষায় যে সকল প্রার্থী অনুপস্থিত থাকিবেন তাহাদের জন্য কোন রকম সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে না।

গতকাল সোমবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য

প্রকাশ করা হয়। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চলতি বৎসরের এস,এস,সি পরীক্ষা আগামী ১৫ই জুলাই শুরু হইবে। ঢাকা, মোমেনশাহী, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলা সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র ঢাকা বিভাগে এই বোর্ডের আওতাভুক্ত রহিয়াছে। পুলিশ বিভাগ পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৩ জুলাই ১৯৭১।

৫.৭৫ অদ্য ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু
পরীক্ষার্থীদের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গৃহীত

ঢাকা, ১৪ই জুলাই। অদ্য অপরাহ্নে এখানে প্রকাশিত এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় যে, আগামীকাল ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের যে এস এস সি পরীক্ষা শুরু হইবে উহার জন্য সরকার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কেন্দ্রসমূহে গমনাগমনের পথগুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য প্রধান প্রধান রাজপথগুলিতে পুলিশের টহলদার বাহিনী মোতায়েন করা হইবে।

প্রেসনোটে আরও বলা হয় যে, ছাত্রদের প্রতি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের গুজবে কান না দেওয়ার উপদেশ দেওয়া যাইতেছে এবং তাহারা যেন কোন প্রকার ভয়-ভীতির আশঙ্কা না করিয়া তাহাদের নিজেদের স্বার্থে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।– এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৫ জুলাই ১৯৭১।

৫.৭৬ চলতি বৎসর ৭৩৪৪১ জন ছাত্র পরীক্ষা দিবে

ঢাকা ১৪ই জুলাই।–শিক্ষা বিভাগের জনৈক মুখপাত্র প্রকাশ করেন যে, আগামীকাল হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা সুচারুরূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। মুখপাত্র সাংবাদিককে জানান যে, বোর্ডের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পরীক্ষার্থীগণ তাহাদের এডমিট কার্ড গ্রহণ করিয়াছে।

বোর্ডের অধীন বিভিন্ন স্কুল হইতে সর্বমোট ৭৩ হাজার ৪৪১ জন প্রার্থীকে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৩ হাজার ৬৪০ জন ১৯৭০ সালের সিলেবাস এবং ৫১ হাজার ৮০১ জন ১৯৭১ সালের সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষা দিবে।

মুখপাত্র আরও জানান যে, পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ঢাকা শহরটিকে ৪টি এলাকায় ভাগ করা হইয়াছে। ঢাকা শহরের বাহিরে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হইতেছে ৩৮টি। ইহা ছাড়া ঢাকা বিভাগের বাহিরে আরও ৫টি পরীক্ষা কেন্দ্র রহিয়াছে। কেন্দ্রগুলি রাজশাহী, লাহোর. করাচী কোয়েটা ও এছলামাবাদে অবস্থিত।

ঢাকা, মোমেনশাহী, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর জেলা ঢাকা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত।–এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৫ জুলাই ১৯৭১।

৫.৭৭ ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার হতে ঢাকা বোর্ডের সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা শুরু হয়েছে। রাজধানী ঢাকা শহরে যাবতীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাধীনে প্রথম দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের সম্মুখে এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে গমনকারী রাস্তাসমূহে পুলিশ সহায়তার জন্য রাজাকার বাহিনীও বিভিন্ন কেন্দ্রের সম্মুখে নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশের গাড়ীও টহল প্রদান করে।

গতকাল সকাল ৯টা হতেই শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে পরীক্ষার্থীগণের কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাদের অভিভাবকগণও সঙ্গে আগমন করেন। পরীক্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত অভিভাবকরা কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষা করেন। পরীক্ষার ঘণ্টা পড়ার পর তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। সকাল ১০টা হতে বেলা একটা পর্যন্ত ভার্নাকুলার প্রথম পত্র এবং বেলা দুটা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, জানা গেছে যে প্রশ্নপত্র মোটামুটি সহজই হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, ঢাকা শহরে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকার বাইরে কোন কেন্দ্র হতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার কোন খবর তিনি পাননি।

ঢাকা শহরে মোট ৪টি জোন এবং শহরের বাইরে আরও ৩৮টি জোন রয়েছে। এ বছর ঢাকা বোর্ডের অধীনে হিউম্যানিটিজ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও বিভিন্ন গ্রুপে মোট ৭৩ হাজার ৪শ ৪১ জন পরীক্ষার্থী তাদের পরীক্ষার ফি জমা দিয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ জুলাই ১৯৭১।

৫.৭৮ শান্তিপূর্ণভাবে প্রথম দিনের এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চলতি বৎসরের এস এস সি পরীক্ষা গতকাল বৃহস্পতিবার এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে শুরু হইয়াছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত ঢাকা, টাঙ্গাইল, মোমেনশাহী ও ফরিদপুর–এই ৪টি জেলার ৪২টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে। স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সকল কেন্দ্রে যথোপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গতকাল ঢাকা শহরে সকল কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং পরীক্ষাদানে তাহারা কোনরকম অসুবিধার সম্মুখীন হয় নাই। বিরতির সময় অভিভাবকরা পরীক্ষা কেন্দ্রের সম্মুখে সমবেত হন এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের নাস্তা করান।

ঢাকা বিভাগের অন্যান্য শহরেও স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১৬ জুলাই ১৯৭১

৫.৭৯ 4006 SSC Candidates appear in 29 city centres

(A Staff Correspondent)

A total number of 4006 candidates appeared at the Dacca Board SSC examination in 29 centres in Dacca city on Thursday the first day of examination, according to authoritative sources on Friday.

In our yesterday's (Friday) issued we gave the total number of 3764 candidates appeared in 27 city centres. We could not give the number of two other centres at we did not get it.

Source: *The Pakistan Observer,* 17 July 1971.

৫.৮০ তিনটি নয়া সামরিক আইন আদেশজারী
দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতারের জন্য রাজাকারদের ক্ষমতাদান

ঢাকা, ২১শে জুলাই। কয়েকদিন পূর্বে ঢাকাস্থ 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর হইতে সামরিক আইনের ১৫৭, ১৫৮ এবং ১৫১ নং আদেশ জারী করা হইয়াছে।

নিম্নে সামরিক আইনের আদেশগুলির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল:

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইনের ১৫৭ নং আদেশ

সামরিক আইনের ১৩৫ নং আদেশে পুনর্গঠিত 'খ' অঞ্চলে সামরিক আইনের ১২২ নং আদেশ নিম্নলিখিতভাবে আরও পুনর্গঠিত হইল:-

১। কোন ব্যক্তির নিকট লাইসেন্স বিহীন আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ কিম্বা বিস্ফোরক দ্রব্য থাকিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিকট লাইসেন্স করা আগ্নেয়াস্ত্র থাকিলে তাহা যথাযোগ্যভাবে সংশ্লিষ্ট থানার অনুমোদন ক্রমে ও স্ব স্ব অঞ্চলের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য এক জেলা হইতে অন্য জেলায় গমন কালে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারা যাইবে।

২। এই আদেশ সেনা বাহিনীর লোকজন, বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। এতদ্বারা 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইনের ১২৩, ১৩১ এবং ১৪২ নং আদেশ বাতিল করা হইল।

আদেশগুলি নিম্নলিখিত তারিখ হইতে বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইনের ১২৩নং আদেশ-২রা এপ্রিল ১৯৭১।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইনের ১৫৯ নং আদেশ

১। অপরাধী বলিয়া ঘোষিত কিংবা আত্মগোপনকারী অপরাধী, পলায়িত আসামী কিম্বা লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্রধারী অথবা ধ্বংসাত্মক ও নাশকতা কার্যে লিপ্ত কোন ব্যক্তি, কোন থানা, ডাকঘর ইউনিয়ন কাউন্সিল, ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে কিংবা সড়ক, রেলপথ, খাল, বিমানবন্দর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে অথবা জামিনের অযোগ্য কোন মামলার সহিত জড়িত যে কোন ব্যক্তিকে রাজাকার কিংবা জনগণের যে কেহ গ্রেফতার করিতে পারিবে।

২। এইভাবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে কোন পুলিশ অফিসার কিংবা কোন পুলিশ অফিসারের অনুপস্থিতিতে নিকটবর্তী থানায় হাজির করিতে হইবে।

৩। পুলিশ অফিসার কিংবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট হাজির করা মাত্র তাহার বিরুদ্ধে আইন অনুসারে মামলা দায়ের করিতে হইবে।–এপিপি

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৫ জুলাই ১৯৭১।

৫.৮১ আজ তাজুদ্দিন প্রমুখের সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়

ঢাকা, ২৪শে জুলাই। ১ নং বিশেষ সামরিক আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং অপর দুই ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি সরকার কর্তৃক আগামীকাল ২৫শে জুলাই এখানে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। কৃতকার্য বিডারদিগকে বিড বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর নিলামস্থলেই বিডের সমুদয় অর্থ জমা দিতে হইবে। মালপত্রসমূহ সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের দিয়া দেওয়া হইবে। তবে কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন বিড গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানের অধিকার কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত থাকিবে। তিন জন অভিযুক্ত ব্যক্তির সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ইতিমধ্যেই ক্রোক করা হইয়াছে। ২৫শে জুলাই যে সব অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা হইবে উহাদের মধ্যে আসবাবপত্র, স্টিল আলমিরা এবং পুস্তক রহিয়াছে। নিলামের কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাজুদ্দিন আহমদের সম্পত্তিসমূহ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকাস্থ ৭৫১ নং সাতমসজিদ রোডে বেলা ২টায় বিক্রয় হইবে।

২। "দি পিপলের' মালিক আবিদুর রহমানের সম্পত্তি ২৫১/বি, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ২২নং রোডে বেলা ১২টায় বিক্রয় হইবে।

৩। ঢাকা জেলার, ১১০ সিদ্ধেশ্বরীর মনসুর ভিলার আবদুল মান্নানের সম্পত্তি বেলা ৪টায় রমনা থানায় বিক্রয় হইবে। নীলামের নোটিশ ইতিমধ্যেই ঢাকার ৪টি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তাজুদ্দিন আহমদের স্থাবর সম্পত্তি ঢাকার ৭৫১ নং সাতমসজিদ রোডস্থ ৯ কাঠা ১ ছটাক জমির উপর নির্মিত দুইতলা দালানটিও আগামী ২৮শে জুলাই বেলা সাড়ে ১১টায় নিলাম বিক্রয় হইবে। বিডারগণ আগামী ২৬শে এবং ২৭শে জুলাই বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্যন্ত দালানটি দেখিতে পারেন। যে কোন বিড গ্রহণ অথবা আগ্রাহ্য করার অধিকার কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত থাকিবে।

জনাব তাজুদ্দিন, এম এন এ, নজরুল ইসলাম, তোফায়েল আহমদসহ অনুপস্থিত ৪ জনের সহিত তাহাদের ৪০ নং সামরিক বিধির অধীনে ঢাকা। ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত হবে। আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সকলেই দোষী বলিয়া প্রমাণিত হন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ১৪ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও তাহাদের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। "খ" অঞ্চলের সামরিক প্রশাসন কর্তৃক দণ্ডাদেশ অনুমোদিত হওয়ার পর গত ৭ই জুন বিশেষ সামরিক আদালতে তাহাদের যথাযথভাবে আদেশ জারী করেন। অবশ্য জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ও অপর ৪ জনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ রহিয়া গিয়াছে। গ্রেফতারের পর তাহাদের বিচার অনুষ্ঠিত হইবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ জুলাই ১৯৭১।

৫.৮২ মন্টু খসরুসহ তিন ব্যক্তিকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ

উপ-সেক্টর ঢাকা-১ এর সহকারী উপ-সামরিক শাসনকর্তা একটি মামলায় বিচারের ব্যাপারে তিন ব্যক্তিকে ১৯৭১ সালের ১৬ই আগস্ট তার সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, গতকাল শনিবার ঢাকায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি ব্রিগেডিয়ার বশির আহমদ, ডিএসএমএলএ উপ-সেক্টর-১ ঢাকা, আপনাদের অর্থাৎ (১) মনু ওরফে দলিলউদ্দীন ওরফে আব্দুল গনি, পিতা মরহুম মোহাম্মদ আলী, ৪৩/৪৭, খাজে দেওয়ান সেকেন্ড লেন, থানা লালবাগ ঢাকা। (২) খসরু ওরফে কামরুল আনাম খান, পিতা সৈয়দ আনাম খান, ৩ নম্বর ফার্স্ট লেন, নতুন পল্টন, আজিমপুর, থানা লালবাগ, ঢাকা এবং (৩) মন্টু ওরফে মোস্তফা মোহসিন ওরফে মোস্তফা মোর্শেদ, পিতা মরহুম প্রফেসর মীর জাহান, ৩০২ নম্বর এলিফ্যান্ট রোড, লালবাগ থানা, জেলা ঢাকা - এই তিন ব্যক্তিকে লালবাগ থানায় ১৯৭১ সালের ২০ শে এপ্রিলে ১৬ (ক) এবং পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৪৮/৩০২ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত মামলার ব্যাপারে ১৯৭১ সালের ১৬ই আগষ্ট ঢাকাস্থ এমপিএ হোস্টেলে আমার সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।" "যদি আপনারা হাজির হতে ব্যর্থ হন তবে ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী আপনাদের অনুপস্থিতিতেই আপনাদের বিচার হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৮৩ হোটেল শাহবাগ পাঁচজন কর্মচারীকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী আদালতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আমি ব্রিগেডিয়ার বশির আহমদ ডিএসএমএলএ উপ-সেন্টার-১, ঢাকা আপনাদের অর্থাৎ ঢাকাস্থ হোটেল শাহবাগের কর্মচারী (১) মোহাম্মদ ইদ্রিস, পিতা মরহুম গণি হাওলাদার বাজোপীত থানা চাঁদপুর, জেলা কুমিল্লা (১) আবদুল ওহাব খান, পিতা মরহুম তাজউদ্দীন খান, দাউদপুর, থানা রূপগঞ্জ, জেলা ঢাকা, (৩) আবদুর রহমান, পিতা মরহুম আতর আলী, জিরতলী, থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী, (৪) ভুলো মিয়া, পিতা মরহুম আলী বখশ, নজরপুর, থানা সেনবাগ, জেলা নোয়াখালী এবং (৫) মালেক রহমান, পিতা মরহুম আওয়াজ আলী, ভবানীপুর, থানা দেবীদ্বার জেলা কুমিল্লা এই পাঁচজনকে ১২ নম্বর সামরিক বিধি এবং পাকিস্তান দণ্ডবি-ধির ১৪৩/৩৩৩/৩৫৩ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত ৫৬ (১১) ৭০ নম্বর মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯৭১ সালের ১৭ই আগস্ট সকাল ১০টায় এমপিএ হোস্টেলে আমার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

যদি আপনারা এই নির্দেশ অনুযায়ী হাজির হতে ব্যর্থ হন, তবে ৪০ নম্বর সামরিক বিধি অনুযায়ী আপনাদের অনুপস্থিতিতেই আপনাদের বিচার করা হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৮৪ Classes resume at Varsities, Colleges today

By A Staff Correspondent

Classes in all the Universities and Colleges of East Pakistan resume today (Monday). Classes in these educational institution remained suspended since March 1 of the current year.

The educational institutions which reopen their usual functions from today are: the University of Dacca, the University of Rajshahi, the University of Chittagong, the Jehangirnagar Muslim University, the East Pakistan University of Engineering and Technology, Dacca, the Agricultural University, Mymensing, the Medical Colleges and about 400 degree and intermediate colleges. The teachers of these educational institutions earlier reported to their respective institutions for resuming their duties.

The secondary Schools reopned on June 1 and meanwhile, the SSC examination of the Board of Intermediate and Secondary Education, Dacca, was held in the month of July.

The provost of the Shahidullah Hall of the Dacca University told me on Sunday night that accommodation of the students in the hall had been arranged by the University from Sunday. The provosts of the other halls of the University could not be contacted.

Source: *The Pakistan Observer,* 2 August 1971

৫.৮৫ University classes resume

(By A Staff Correspondent)

With almost 100 percent teaching staff present, all the general engineering and agricultural universities and Medical, technical, degree and Intermediate colleges of the province of East Pakistan resumed their classes on Monday. The classes in all these educational institutions remained suspended since March 1 of this year.

In the residential halls of the university, the arrangements for accommodating the students were complete.

When contacted over telephone the Vicc-Chancellor of Chittagong University told me on the day that all classes were held.

As regards the teaching staff the V C told me that 61-teacher out of 75 have already reported for duty. He said that many of the final year examinees were found studying in the university library.

Source: *The Pakistan Observer,* 3 August 1971

৫.৮৬ বিস্ফোরক দ্রব্যাদিসহ ঢাকায় ৬ ব্যক্তি গ্রেফতার

গতকাল (বুধবার) এপিপি পরিবেশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, পুলিশ দুইটি পৃথক ঘটনায় ঢাকা শহর হইতে বিস্ফোরক দ্রব্যসহ ছয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে।

গত ১৪ই জুলাই একটি পুলিশ পেট্রল পার্টি আহসান উল্লাহ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। উক্ত ব্যক্তি ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার হাসারা গ্রামের লাল মোহাম্মদ সিকদারের পুত্র। ঢাকার সূত্রাপুর লোহারপুলের নিকট দিয়া সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফিরার সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেফতার করে। তাহার হাতব্যাগের মধ্যে হাতবোমা, এ্যান্টি পার্সোনেল মাইন, টি এন টি স্টোল ডিটোনেটর, ফিউজ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায়।

তদন্ত করিয়া জানা যায় যে, আহসান উল্লাহ অপর তিনজন ভারতীয় এজেন্টের সহিত আগরতলা ক্যাম্পে ট্রেনিং গ্রহণ করে। এসএসসি পরীক্ষা ভণ্ডুল করার জন্য তাহাদের পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। এ ব্যাপারে আরও তদন্ত চালাইয়া ২৭২ নং যাত্রাবাড়ি হইতে মোহাম্মদ ইয়াসিনের পুত্র নুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়।

অপর এক ঘটনায় ১৩৮, লুৎফর রহমান লেন হইতে নবী উল্লা নামক একজন ভারতীয় এজেন্টকে ৩রা জুলাই গ্রেফতার করা হয়। ৫১, লুৎফর রহমান লেন হইতে জনৈক আব্দুল মজিদ এবং তাহার সহিত ১৪৩, লুৎফর রহমান লেন হইতে আব্দুল কাদের, ১৫, লুৎফর রহমান লেন হইতে হাবিব উল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়। আব্দুল মজিদের দোকান হইতে একটি এন্টি পার্সোনেল মাইন উদ্ধার করা হয়।

সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ আগস্ট, ১৯৭১

৫.৮৭ ঢাকায় মুক্তিফৌজের কর্তৃত্বজারী
কার্ফু জারীঃ জঙ্গীরা বে-সামাল

(বিশেষ প্রতিনিধি) মুক্তি বাহিনী ঢাকায় কার্ফু জারী করে সমস্ত নাগরিকদের শহর ছেড়ে গ্রামে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। মুদ্রিত প্রচারপত্র, পোস্টারিং-এর সাহায্যে মুক্তি বাহিনী ঘোষণা করেছেন যে, বাংলার নাগরিকরা যেন যুদ্ধের প্রয়োজনে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যান। আটাশে জুলাইয়ের মধ্যে মুক্তি বাহিনী অসামরিক জনতাকে সরে যাবার আহ্বান জানালে শহর প্রায় খালি হয়ে গেছে। আজ ঢাকা থেকে সদ্য আগত এক শিল্পী এ সংবাদ দিয়ে বলেন ঢাকা নগরী এখন কাঁপছে। তিনি জানান হাঁটা পথে সবাই চলছে। লঞ্চগুলি দেখলে মনে হয় বুঝি জলে ডুবে যাবে তবু সৎ নাগরিকরা মুক্তি বাহিনীর আহ্বানে শহর ছেড়ে গ্রামে চলছে।

ঢাকা বিমানবন্দরের তৎপরতা এখন স্তিমিত। দল বেঁধে সেনারা হাঁটে। সেটাও ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। স্কুল-কলেজের দ্বার একটাও খোলেনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজাকার বাহিনীর ট্রেনিং ফিল্ড। বিকেলের পর রাজপথে সেনারা বের হয় না। মুক্তি বাহিনী ক্রমশঃ সাহসিকতার সাথে ঢাকায় ভীষণ চাপ দিচ্ছে। ফলে সাধারণ নাগরিকরা আরো সক্রিয় হয়ে উঠছে। সম্প্রতি টুঙ্কু আব্দুর রহমানকে মুক্তি বাহিনীর ভয়ে ঢাকার প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়নি।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ* (আগরতলা), ৪ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৮৮ ১৮ ও ৭৬ নং সামরিক বিধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রধান সামরিক শাসনকর্তা কর্তৃক ১৯৬৯ সালের জারীকৃত ১৮ নম্বর সামরিক আইন বিধি এবং চলতি সালের মার্চ মাসে জারীকৃত ৭৬ নম্বর সামরিক আইনবিধির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১৯৬৯ সলের ২৫ মার্চ প্রধান সামরিক আইন শাসনকর্তার জারীকৃত ১৮ নম্বর বিধি নিম্নরূপ:

ধর্মঘট, লক আউট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে কেউ ধর্মঘট করলে বা ধর্মঘটে সাহায্য করবে বা ধর্মঘট প্রচার করবে সেই দণ্ডণীয় হবে। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯৭১ সালের ২৪ শে মার্চ প্রধান সামরিক আইন শাসনকর্তার ৭৬ নম্বর সামরিক বিধিতে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া কোন সভা আয়োজন বা অনুষ্ঠান করবে না কিংবা ধর্মীয় শব মিছিল বা বিবাহ মিছিল ছাড়া কোন বিক্ষোভ বা মিছিল সংগঠন বের করবে না। ৭৬ নম্বর সামরিক বিধি লজ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৮৯ গুজবে কান দিবেন না গুজব রটনা শয়তানের কাজ

মিথ্যা একটি জঘন্য পাপ এবং গুজব রটনা করা জঘন্য মিথ্যার আর একটি রূপ। এছলামের প্রাথমিক যুগে এক শ্রেণীর বিধর্মী মোনাফেক নানা প্রকাররের অশান্তি বিশৃংখলা সৃষ্টি করিত। আল্লাহতা'লা মুছলমানদিগকে ইহাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সতর্ক করিয়া দেন। এসকল মোনাফেক আন্দাজে কথা বলিত এবং লোকের মনে বিভিন্নভাবে সংশয় সৃষ্টি করিত। তাহাদের এরূপ কর্মকে পবিত্র কোরআন ও হাদীছে স্পষ্টভাবে শয়তানের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কোন বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু জানা না থাকিলে আন্দাজে তাহা বলা উচিত নয়। এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করাও ঠিক নহে। এসম্পর্কে আল্লাহতা'লা বলেন:-

যে বিষয়ে তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস নাই আন্দাজে তাহা বলিয়া বেড়াইও না। কেননা চোখ, কান ও অন্তর-এসমস্তরই জওয়াবদিহি করিতে হইবে।

বেহুদা অর্থহীন কথা বলা ও প্রচার করা গুজব রটনার শামিল। আল্লাহ বলেন:-

নিশ্চয় সে সকল মোমেন সফলকাম হইয়াছে যাহারা নিজেদের নামাজে অনুনয় বিনয় করে ও আল্লাহকে ভয় করে এবং যাহারা অপ্রয়োজনীয় বেহুদা কথাবার্তা হইতে বিরত থাকে।

সংশয় সৃষ্টির মাধমে যাহারা গুজব রটনা করে তাহাদের এই কার্য্যকে পাপ কার্য্য আখ্যায়িত করিয়া আল্লাহ বলেন:-

"হে মোমেনগণ! অধিক সংশয় সৃষ্টি হইতে বিরত থাক, কেননা কোন কোন সংশয় পাপ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত।"

হাদীছ শরীফে সংশয় সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। হজরত

আবু হোরায়রা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করিম (ছ:) বলিয়াছেনঃ

"(সত্য সম্পর্কে) তোমরা সংশয় সৃষ্টি হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা সংশয় মিথ্যা কথাস্বরূপ।"-

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) বর্ণনা করেন যে, রাছুলুল্লাহ (ছঃ) বলিয়াছেন।-

"শয়তান মানুষের আকার ধারণ করিয়া লোকের কাছে আসে এবং তাহাদের মধ্যে মিথ্যা কথা প্রচার করে। ফলে তাহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠে যে, আমি এক ব্যক্তির নিকট এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, তাহার চেহারা দেখিলে চিনি, কিন্তু তাহার নাম বলিতে পারিনা।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৭ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯০ ঢাকায় আপত্তিকর পোস্টার বিলির দায়ে কয়েক ব্যক্তি গ্রেফতার

ঢাকা শহর ও তার আশে-পাশে আপত্তিকর বিজ্ঞপ্তি ও পোস্টার বিলি করার দায়ে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল সরকারীভাবে এ কথা জানা গেছে। এপিপি এ খবর পরিবেশন করে।

আরো জানা গেছে, এইসব ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথায় আমল না দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ শান্তিকামী নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯১ ঢাকার ধোলাই পার্ক থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার

কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার ধোলাই পার্কে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছেন বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশের একটি সম্মিলিত দল বৃহস্পতিবার রাতে ধোলাই পার্ক এলাকার একটি বাড়ীতে হানা দেয়।

তারা বাড়ীটির কাছে পৌছলে দুষ্কৃতিকারীরা টের পেয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যাবার সময় ১টি দুই ইঞ্চি মর্টার, ৮টি হাতবোমা, ৩৪টি মাইন, কার্তুজ ও দেড় মণ বিস্ফোরক দ্রব্য ফেলে রেখে যায়। এসব অস্ত্রশস্ত্রের গায়ে ভারতীয় চিহ্ন রয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯২ আপত্তিকর প্রচারপত্র রাজধানীতে কয়েক ব্যক্তি গ্রেফতার

ঢাকা, ১৩ই আগস্ট– ঢাকা শহর ও শহরতলীতে আপত্তিকর প্রচারপত্র ও পোষ্টার বিলির দায়ে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া আজ এখানে সরকারীভাবে জানা গিয়াছে।

কর্তৃপক্ষ শান্তিপ্রিয় জনগণকে এই ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় কান না দেওয়ার জন্যও উপদেশ দিয়াছেন। -এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৪ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯৩ গভর্নরের আশ্বাস ক্লাসে যোগদানকারী ছাত্রদের রক্ষা করা হবে

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান পাকিস্তান প্রিয় ছাত্রদেরকে দ্ব্যর্থহীন আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে ক্লাসে যোগদানকারী ছাত্রদের দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হবে।

গভর্নর বলেন, ছাত্রদের উচিৎ তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলা এবং নিজেদের দেশের প্রয়োজনীয় ও দেশপ্রেমিক নাগরিকে পরিণত করা।

বার্তা সংস্থা পিপিআই এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে গভর্নর টিক্কা খান এই মর্মে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক ছাত্র সর্বদা অবশ্যই এ কথা অনুধাবন করবে যে তাদের মূল্যবান সময় ও শক্তি যদি আর একটুও বিনষ্ট হয় তবে তা হবে দেশের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। গভর্নর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যে সময় নষ্ট হয়েছে তা পুষিয়ে নেবার জন্য এবং দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন।

শিক্ষা শৃঙ্খলার মান বজায় রাখার জন্যে তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্ব আরোপ করেন।

অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করে গভর্নর বলেন, বিপুল সংখ্যক ছাত্র ইতিমধ্যে ক্লাসে যোগ দিতে শুরু করেছে এবং আরো বহু ছাত্র ক্রমে ক্রমে আসছে। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকদের উপস্থিতির সংখ্যা অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯৪ আইনবিধি জারী
বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠনের ক্ষমতাদান

রাওয়ালপিন্ডি, ১৮ই আগস্ট (এপিপি)। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পূর্বাহ্নিক অনুমোদনক্রমে এক বা একাধিক বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠনে যে কোন এলাকার সামরিক আইন প্রশাসককে ক্ষমতাবান করার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আজ ৮৮নং সামরিক আইনবিধি জারী করেছেন।

উক্ত বিধি মোতাবেক যে কোন এলাকার যে কোন সামরিক আইন প্রশাসক এক বা একাধিক বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠন করতে পারবেন এবং উক্ত আদালতসমূহে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত যে কোন অপরাধের বিচার করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

তফসিলঃ ১। ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯ নং সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী অপরাধ এবং

২। পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২০-খ, ১২১, ১২১-১, ১২২, ১২৩-ক, ১২৪-ক, ১৩৮, ১৪০, ১৪৭ ২১৬, ২২৩, ২২৫, ৩০৪, ৩০৪-ক, ৩০৭, থেকে ৩৩৮, ৩৪১, ৩৬৮, ৩৭৬, ৩৮৪ থেকে ৩৯২ থেকে ৩৯৮, ৪৪৯, ৪৬০।

৩। তফসিলের ২ ধারায় নির্দিষ্ট যে কোন অপরাধের সাথে একত্রে মিলিতভাবে হলে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩৪, ১০৯, ১৪৯ নং ধারা।

একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেজর পদের নিচে নয় এমন বা সমপর্যায়ের পদের সশস্ত্র বাহিনীর একজন অফিসারের সমন্বয়ে বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠিত হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯৫ ঢাকা শহরের বুকে মুক্তি বাহিনীর কার্ফু
জারীঃ ১৪ই আগস্ট হানাদাররা নাজেহাল

(নিজস্ব প্রতিনিধি) আগরতলা ১৯শে আগষ্ট : সীমান্তসূত্রে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরী ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৬ ঘন্টার সান্ধ্য আইন জারী করে পঃ পাক হানাদার বাহিনীর তথাকথিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কার্যত ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, মুক্তি বাহিনী এক আদেশ জারী করে ১৪ই আগষ্ট সকাল ৬টা থেকে ১৫ই আগষ্ট বেলা ১২টা পর্যন্ত বৈদ্যেরবাজার থেকে কাইকারটেক রোড, সোনারগাঁও থেকে সি.এণ্ড বি রোড ও বৈদ্যেরবাজার থেকে আনন্দবাজার এলাকায় সান্ধ্য আইন ঘোষণা করে। স্থানীয় অসামরিক জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং পাক হানাদারদের তথাকথিত স্বাধীনতা উৎসব পালনও এসব এলাকায় আদৌ হয়নি। একই দিনে সোনারগাঁও অগ্রসরমান দুটি হানাদার যান গেরিলাদের মাইনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। ফলে ১১ জন হানাদার ও ৩ জন রাজাকার ঘটনাস্থলেই মারা যায়। কুমিল্লার কটকবাজারে হানাদারদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ৯ জন হানাদারকে নিহত করেছেন এবং বহু হানাদার ঐ আক্রমণে আহত হয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ* (আগরতলা), ২০ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯৬ রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারী

গতকাল (শনিবার) এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রদেশে রাজাকার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। নতুন অর্ডিন্যান্স পূর্ব পাকিস্তান রাজাকারস অর্ডিন্যান্স-১৯৭১ নামে পরিচিত।

এই অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে ১৯৪৮ সালের আনসার এ্যাক্ট বাতিল করা হইয়াছে এবং আনসার সংস্থার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, উহার তহবিল, দেনা ও কাগজপত্র নতুন অর্ডিন্যান্স কার্যকরী করার দিন হইতে রাজাকারস সংস্থায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজাকারগণ কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। প্রাদেশিক সরকারের জেনারেল কন্ট্রোল ও নির্দেশ অনুযায়ী রাজাকার বাহিনী পরিচালিত হইবে।

সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯৭ ১৬৭নং সামরিক আদেশ জারী

খ-অঞ্চলের সামরিক আইন সদর দফতর থেকে ১৬৭ নম্বর সামরিক আইন আদেশ জারী করা হয়েছে। এই আদেশে ১৬১ নম্বর সামরিক আইন আদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন

অর্ডিন্যান্স কথাটির স্থলে ১৬১ নম্বর সামরিক আইন আদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স আদেশ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩০ আগস্ট ১৯৭১।

৫.৯৮ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক ৮৯নং সামরিক আইন বিধি জারী

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সামরিক আইন প্রশাসন ৮৯নং সামরিক আইন বিধি জারী করিয়াছেন। এই বিধি অবিলম্বে কার্যকরী হইবে বলিয়া অদ্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ৮৯নং সামরিক আইন বিধির পূর্ণ বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(১) কোন ব্যক্তি এমন কোন বিবৃতি, গুজব অথবা রিপোর্ট প্রদান, প্রকাশ অথবা প্রচার করিতে পারিবেন না;

(২) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চালু অথবা অব্যাহত জারীর বিরুদ্ধে সমালোচনার শামিল হইতে পারে অথবা

(গ) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ও হতাশার সৃষ্টি করিতে পারে অথবা সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; অথবা

(ঘ) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক অথবা কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ অথবা সশস্ত্র বাহিনী অথবা সরকার কিংবা উহাদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা সৃষ্টি করিতে পারে অথবা বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতে পারে অথবা অসন্তোষ সৃষ্টি করা অথবা অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে পারে; অথবা

(ঙ) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের কোন অঞ্চল অথবা কোন অংশের জনসাধারণ অথবা সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, শ্রেণী অথবা পাকিস্তানের নাগরিকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে (অস্পষ্ট) উল্লেখ করিতে পারে অথবা ঘৃণা করিতে পারে; অথবা

(চ) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ইসলাম ধর্মের পক্ষে আপত্তিকর হইতে পারে; অথবা

(ছ) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কায়েদে আজমের অপমান হইতে পারে; অথবা

(জ) প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের শোভনীয় ও ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে।

২। ইতিপূর্বে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জারীকৃত ৬, ১৭, ১৯ ও ০১ সামরিক আইন বিধি এমতাবস্থায় বাতিল করা হইল। কিন্তু তা (অস্পষ্ট) করা হইলেও (ক) উহাদের কোনটির পূর্বেকার কার্যকারিতা অথবা উহাদের দ্বারা কোন যথাযথভাবে সম্পাদিত কার্যবিধি হইবে না; অথবা

(খ) এই বাতিলকৃত (অস্পষ্ট) সমূহের আওতাভুক্ত কোন অনুষ্ঠানের জন্য কোন (অস্পষ্ট) বাজেয়াপ্তকরণ অথবা প্রদত্ত অকার্যকরী হইবে না।

৩। যে কেহ এই বিধির যে কোন ধারা লঙ্ঘন করিলে তাহাকে ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিদ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.৯৯ ৯০নং সামরিক আইন বিধি জারী

রাওয়ালপিণ্ডি, ২রা সেপ্টেম্বর। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ৩১ শে আগস্ট, ৭১ ৯০ নং সামরিক আইন বিধি জারী করেন। উক্ত বিধিটির বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ-

(১) ১নং সামরিক বিধি যাহা ৬৪নং বিধি পুনর্গঠিত হইয়াছে এবং যাহা সময় সময় সংশোধিত হইয়াছে অনুচ্ছেদ ক-২ এর, ১নং ৪নং অনুপ্যারা স্থলে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"(এ) জোন বি লে. জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজী, এইচ জে, এস, পি, এল, এস, সি"

(২) ৭৪ নং সামরিক আইন বিধি যাহা সময় সময় সংশোধিত হইয়াছে, উহার অনুচ্ছেদ (ক) ১নং প্যারা স্থলে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ হইবে:

২রা সেপ্টেম্বর, '৭১ হইতে বিধি বলবৎ হইবে। " (এ) জোন "বি"- এ জেনারেল এম, রহিম খান কিউ" ২রা সেপ্টেম্বর '৭১ হইতে বিধিটি বলবৎ হইবে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০০ নয়া গভর্নর হিসেবে ডাঃ এ, এম, মালিকের শপথ গ্রহণ

পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর ডা. এ, এম, মালিক গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিকেলে গভর্নর ভবনের দরবার কক্ষে এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী গভর্নরকে শপথ গ্রহণ করান।

শপথ গ্রহণের পর গভর্নর ডা. এ, এম, মালিক এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রদেশের প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার আশীর্বাদ ও বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, আজকের এই দিনের পাকিস্তানের বিশেষ করে পাকিস্তানের সংকটময় মুহূর্তে প্রদেশের প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছি। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে ও সকল বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমি চেষ্টা করব।

তাঁকে এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর গভর্নর সেনাবাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জে. এ, কে, নিয়াজী সহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনাকীর্ণ ছিল। সমাজের সকল স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রদেশের দু'জন সাবেক গভর্নর ছিলেন। এরা হলেন জনাব সুলতান উদ্দীন আহমদ ও জনাব আব্দুল মোনায়েম খান।

অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব আবুল কাসেম, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, জনাব খান এ সবুর, জনাব শামসুল হুদা, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব এ, এস, এম, সোলায়মান, জনাব আব্দুল জব্বার খান, পীর মোহসেনু-দ্দিন, আনোয়ারুল হক, জনাব হাফিজুদ্দিন, জনাব দোহা, জানব কিউ এম রহমান,

নওয়াব হাসান আসকারী, জনাব এম, এম, ইস্পাহানী, বিচারপতি জনাব আমিন আহমদ এবং বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি (পত্রিকায় বিচারপতি লেখা), বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লেখকগণও উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক সমাচার*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০১ নিয়াজীর নয়া দায়িত্বভার গ্রহণ

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী গতকাল শুক্রবার খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে আরো বলা হয়েছে যে, মেজর জেনারেল রহিম খান গতকাল 'খ' অঞ্চলের সহকারী সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০২ নয়া গভর্নরের শপথ গ্রহণ

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হইয়াছে: ডা. আব্দুল মোতালিব মালিক গতকাল (শুক্রবার) বৈকালে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯ তম গভর্নর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। গভর্নর ভবনের দরবার হলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি.এ সিদ্দিকী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ডা. এ এম মালিক লে: জেনারেল টিক্কা খানের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশ্বাস এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে ডা. মালিককে গভর্নর নিয়োগ করা হইয়াছে। তিনি যথা সম্ভব শীঘ্র প্রেসিডেন্টের নিকট তাহার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নামের তালিকা পেশ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালক লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী, জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পীকার আব্দুল জব্বার খান, সাবেক গভর্নর জনাব আব্দুল মোনেম খান ও জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী, খান এ সবুর, জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব জহিরুদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম আযম, পীর মোহসিন উদ্দিন, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব এ. এস. এম, সোলায়মান, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবর্গ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়।

শপথ অনুষ্ঠান শেষে দরবার হলের পার্শ্ববর্তী ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালক লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজীসহ গভর্নর সেখানে যান এবং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট প্রদত্ত 'গার্ড অব অনার' পরিদর্শন করেন।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০৩ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নয়া গভর্নরের সংক্ষিপ্ত ভাষণ

আল্লাহর রহমত ও জনগণের সহযোগিতাই আমার কাম্য

ঢাকা ৩রা সেপ্টেম্বর- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. এ এম, মালিক আজ আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করেন এবং গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণের পর সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে ডা. মালিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজনের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাহার কাজে যাহাতে সফলতা লাভ সম্ভব হয়, সে জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও জনগণের সহযোগিতার দ্বারাই তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। গভর্নর মেহমানদের সহিত খোলাখুলিভাবে আলাপ করেন। মেহমানরা তাহাকে অভিনন্দন জানান এবং তাহাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। মেহমানদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণের সময় গভর্নর এই সংকটকালে তাহার দায়িত্বভার পালনের জন্য সকলের সদিচ্ছা, শুভেচ্ছা ও সাহায্য কামনা করেন। গভর্নর হাউজ হইতে ডা. মালিক হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন। সেখান হইতে তিনি তিনজন জাতীয় নেতা শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাওয়াজা নাজিমুদ্দিনের মাজারে যান এবং ফাতেহা পাঠ করেন। **- এ পি পি**

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০৪ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতি জঙ্গীশাহীর নির্দেশ

(জয় বাংলা প্রতিনিধি)

ইয়াহিয়ার রক্ত খেকো সামরিক জান্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, বাংলা একাডেমীর একজন গবেষক, ১৩ জন সি, এস, পি এবং ৪৪ জন ই,পি,সি, এস অফিসারকে তাদের সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার ফতোয়া জারী করেছে।

শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী. অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ইংরেজী বিভাগের প্রধান ড. সারোয়ার মোর্শেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. মাজহারুল ইসলাম এবং বাংলা একাডেমীর গবেষক জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন। সামরিক আদালতে হাজির অন্যথায় অনুপস্থিতিতে তাঁদের বিচারের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সামরিক জান্তা যে ১৩ জন সি,এস,পি অফিসারকে তাদের বেয়নেটের সামনে কণ্ঠনালী এগিয়ে দিতে বলেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন জনাব আসাদুজ্জামান, সৈয়দ আবদুস সামাদ, জনাব তৌফিক এলাহী, জনাব কুদরত এলাহী, জনাব নুরুল কাদের খান, জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরী, জনাব রফিক উদ্দিন আহমদ, জনাব ওয়ালি উল ইসলাম, জনাব কামাল সিদ্দিকী, জনাব আকবর ও জনাব সাহাদাৎ হোসেন।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০৫ গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক এর বেতার ভাষণ

আমার প্রিয় দেশবাসীগণ,

জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ শুরু করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আমাকে এই প্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিযুক্ত করেছেন। গভর্নর হিসাবে আমার একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রদেশের অভ্যন্তর ও বহিঃশত্রু থেকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হুমকি প্রদেশের শান্তির বিঘ্ন ঘটিয়েছে এবং অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করেছে। আমার জীবনের সায়াহ্নে এই গুরুদায়িত্ব আমি শুধু এই জন্যই তুলে নিয়েছি যাতে যে দেশের প্রতিষ্ঠা ও সংহতির জন্য আমারও ক্ষুদ্র অবদান ছিল, সেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনের কাজে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করতে আমি যেন পিছপা না হই।

প্রিয় দেশবাসীগণ, আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি এই জন্য যাতে প্রদেশের শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়, যাতে করে আমরা এমন এক মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারি যেখানে বিভিন্ন সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, যেখানে জনসাধারণ ও দলসমূহ পরস্পরের সঙ্গে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও একই প্রদেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে একত্রে বসবাস করতে পারবেন। যে অন্ধবিদ্বেষ আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী, আসুন আমরা তা পেছনে ফেলে রেখে নূতন যাত্রা শুরু করি। এই যাত্রাপথকে সহজ ও সুগম করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এর পূর্ণ সুযোগ এখন আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সকল ভীতি, সন্দেহ ও তিক্ততা দূর করে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আমি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন আমি আবারও বলছি আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। এ সময় পরস্পরকে দোষারোপ করা, কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া কিংবা মনে ক্ষোভ পোষণ করার সময় নয়। এখন অতীতের সমস্ত দোষ ও অভিযোগ বিস্মৃত হয়ে পুনর্গঠনের কাজে সবাইকে সামিল হতে হবে যাতে জাতি আবার শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে।

আজকের যুবক শ্রেণীতো জানে না যে, নতুন এক জাতির বাসভূমি আমাদের হয়েছে, কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যখন অবিভক্ত ভারতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে তখন আমরা একটা পৃথক আবাসভূমি দাবী করতে বাধ্য হলাম। এই কাজ সহজসাধ্য ছিল না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদেরকে পদানত করে রাখাই শোষকদের গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। আমাদের শত্রুরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সঙ্গবদ্ধ ছিল। এমনকি নতুন ও প্রাণবন্ত এই রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরও তারা আমাদের উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করার প্রাণ চেষ্টা করেছে। সবচেয়ে মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের শত্রুরা পাকিস্তানের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায়নি। যা হোক আমরা কিছুতেই মাতৃভূমিকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেব না। আবার যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে

আমাদেরকে ব্যবহার করতে চায়, তাদের কাছে আমাদের অস্তিত্বকে বিকিয়ে দিতে অথবা অর্থনীতিকে বন্ধক দিতে আমরা রাজী নই। শত্রুর হাতে আমরা ক্রীড়নক হতে চাই না তাই আমরা এমন কিছু করবো না যা কিনা জাতীয় আত্মহত্যার সামিল হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে সব যুবক সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছেন, তাদের এখন ফিরে আসা উচিত। এ তাদেরই দেশ এবং একে পুনর্গঠন করার দায়িত্ব তাদেরই। আমি তাদের ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তাদের প্রত্যাবর্তনে বাধাদানের উদ্দেশ্যে যে সকল মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা গুজব রটনা করা হচ্ছে তাতে যেন তারা কর্ণপাত না করেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের বাস্তুত্যাগীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার ও সমবেদনা প্রকাশ না করে, বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে তাদের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। সর্বোপরি যারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায় তাদের রাজনৈতিক গুটি হিসেবে বাস্তুত্যাগীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে তাই নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আপনারা জানেন যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ছাড়াও প্রেসিডেন্ট সমস্ত প্রকৃত নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সীমান্তের উভয় পাড়ে এবং ভারতে অবস্থিত বাস্তুত্যাগী শিবিরগুলিতে গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিকিক ও আইডিবি ও পাকিস্তানে অবস্থিত অভ্যর্থনা শিবিরগুলিতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার কথা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতের অসম্মতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনকারীদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমরা সীমান্তের এপারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনে সম্মত হয়েছি। আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদের দায়িত্ব পালনকালে আমি জনগণের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য সকল প্রচেষ্টা চালাবো। যারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গমনের জন্য কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। যাদের বাসগৃহ, দোকানপাট ও জীবিকার উপায় বিনষ্ট হয়েছে তাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সর্বপ্রকারের আর্থিক ও প্রশাসনিক সাহায্য করা হবে। যাদের সম্পত্তি বেআইনীভাবে বেদখল হয়েছে কিংবা যাদের সম্পত্তি সাময়িকভাবে অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের দেয়া হবে। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টির সম্মুখেই আমাদের পুনর্বাসনসূচী রূপায়ণ করা হচ্ছে এবং এই কাজ যাতে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেদিকে আমি কড়া নজর রাখবো।

এই সুযোগে আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, পাকিস্তানের অন্যান্য নাগরিকদের মত তারাও নাগরিকত্বের সমঅধিকার অধিকারী। স্বদেশে পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য

প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের বাড়ীঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি সম্প্রদায় বিষয়ক মন্ত্রীপদ আমি গ্রহণ করেছিলাম। আমি তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত আছি। কাজেই যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার অবিচার না করা হয়, সেদিকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবো। লিয়াকৎ-নেহেরু চুক্তি মোতাবেক ভারত সরকারের মন্ত্রী মি: সি সি বিশ্বাস ও পাকিস্তান সরকারের উজীর হিসেবে আমি মিলিতভাবে কাজ করেছি যাতে উভয় দেশের উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়। এখন পুনরায় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কেন সম্ভবপর হবে না তার কোন কারণ আমি দেখতে পাই না। এই বিরাট মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য আশু ব্যবস্থাদি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি এই বিষয়ক ভারতীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব বৈঠকে মিলিত হতে রাজী আছি। প্রকৃত সদিচ্ছা ও মানবিক দুর্গতির প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি থাকলে এই সমস্যা সমাধানে আমাদের অপারগ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

অতঃপর আমি আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়কে এটা উপলব্ধি করতে বলবো যে, তারা হলেন পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তারাই হলেন জাতির ভবিষ্যৎ স্থপতি। সুতরাং তারা যাতে ভবিষ্যতে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা উচিত। কোন ভয়, ভীতি বা কোন ভ্রান্ত ধারণা তাদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত করুক তা কারুর কাম্য নয়। কারণ এ মনোভাব কোন জাতির পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। অপরপক্ষে এর ফলে সমাজ দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়। আমার যৌবনের প্রাক্কালে কিছু সময়ের জন্য আমিও বাঙ্গালীর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি উপলব্ধি করলাম যে সন্ত্রাসবাদের অর্থই হোল আমার দেশবাসীর জন্য ধ্বংস ও মৃত্যু এবং এই নীতি অনুসরণ করলে আমরা কোন লক্ষ্যেই উপনীত হতে পারব না। তাই আমি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বজাতির অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংসামূলক পথ বেছে নিলাম। এবং আমি নিজেও দেখেছি যে নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংসামূলক আন্দোলন খুবই ফলপ্রসূ। সেকালে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী নেতৃবৃন্দও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও সি, আর দাস ও মতিলাল নেহেরুর মত বড় বড় নেতারা স্বরাজ পার্টি গঠন করেন এবং আইন পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। আমি সাধারণভাবে যুবকদের এবং বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যেন তারা পাকিস্তানের পুনর্গঠন ও উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হন।

শ্রমিক ও মজুরদের এক আজীবন সেবক হিসেবে আমি শ্রমিক ও মালিক উভয় সম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ করবো যেন তারা দেশের অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একযোগে কাজ করেন। শ্রমিকদের এটা বুঝতে হবে যে, কলকারখানা বন্ধ হলে প্রকারান্তরে তাদেরই সমূহ ক্ষতি। এবং এর ফল জনসাধারণকেই ভোগ করতে হয়। মজুররা যাতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করতে পারেন এবং যাতে তাদের ওপর কোন প্রকার জুলুম বা হয়রানী, ভীতি প্রদর্শন অথবা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, সেদিকেও আমি লক্ষ্য রাখবো। এই ব্যাপারে আমি আপনাদের আমার ব্যক্তিগত আশ্বাস দিচ্ছি। আপনাদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব আপনারা কাজে যোগদান করুন। মালিকদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুখী শ্রমশক্তি ছাড়া শিল্পের উন্নতি বা অর্থনীতির বিকাশ সাধিত হতে পারে না।

বর্তমানে প্রধান সমস্যা হলো প্রদেশের প্রতিটি লোকের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা। দুঃখের বিষয় হলো যে, উপর্যুপরি বেশ কিছু বছর ধরে এই প্রদেশ খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল হয়ে পড়েছে। এ বৎসর এই খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে, কারণ উৎপাদনহ্রাসের আশঙ্কা রয়েছে। তাই বর্তমান আর্থিক বছরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান ও বিদেশ থেকে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করেছি। প্রদেশব্যাপী সরবরাহ কেন্দ্রসমূহ মারফত খাদ্যশস্য চলাচল ও বণ্টন ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রদেশের প্রত্যেক অঞ্চলের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর সবিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। উপকূলীয় জাহাজ ও অভ্যন্তরীণ নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নদী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে আমন ধান ওঠার আগ পর্যন্ত আগামী ৪ মাসে, মাস প্রতি দেড় লক্ষ থেকে দুলক্ষ টন খাদ্যসামগ্রী বন্দর থেকে বণ্টন কেন্দ্রসমূহে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটকথা নিয়মিত খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার ফলে যে কোন বিশেষ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য চাহিদা মেটানোর পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির মূল কারণ এটা নয় যে খাদ্য দ্রব্যের অনটন রয়েছে। আসল সমস্যা হলো, যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসুবিধা, আর তার কারণ হলো প্রদেশে সাম্প্রতিক গোলযোগের ফলে রেলগাড়ী ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসুবিধা। বন্দর থেকে খাদ্যসামগ্রী প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। গোলযোগের আগে শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী খাদ্যদ্রব্য রেলগাড়ীর সাহায্যে পাঠানো হচ্ছে। এই ব্যাপারে বন্ধুরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু উপকূলবর্তী জাহাজ সরবরাহ করে আমাদের খাদ্যশস্য বণ্টনের কাজে বিশেষ সহায়তা করেছেন। খাদ্য সরবরাহের কাজে এই অতিরিক্ত ব্যবস্থার ফল হবে এই যে, চট্টগ্রাম থেকে অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরগুলিতে সরবরাহের পরিমাণ ৩ গুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে চট্টগ্রাম থেকে চলাচলের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে।

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নত করবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে ট্রাক আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১০০ থেকে ১৫০টি ট্রাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটা বলা হচ্ছে যে, খাদ্যশস্যের সরবরাহ থাকলেও অনেকের পক্ষে ক্রয় করার ক্ষমতা থাকবে না। সরকার এই সমস্যা সম্পর্কেও সচেতন রয়েছে। এবং ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু করা হয়েছে যার ফলে সহজ কায়িক শ্রমকে কাজে লাগানো হচ্ছে। উপদ্রুত অঞ্চলে কাজ সৃষ্টি করে লোকজনের আসার পথ সুগম করে দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের কষ্ট লাঘব করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে এই কাজের খাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে আরো টাকা দেওয়া হবে। বর্ষার শেষে গ্রামাঞ্চলে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার জন্য বাজেটে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে,

এই টেস্ট রিলিফের কাজ তার অতিরিক্ত।

গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর ফলে আমাদের অর্থনীতিতে বড় রকম ক্ষতি সাধন হয়েছে। মার্চ মাসে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল এবং তারপরে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পুনরুদ্যমে চালু করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে বহু পন্থা অবলম্বন করেছে এবং এর ফলে অনেকটা উন্নতিও দেখা দিয়েছে। বড় বড় কারখানাগুলি উৎপাদন ক্ষমতাও বর্ধিত হচ্ছে। বন্দরগুলিও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জুন ও জুলাই মাসে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর থেকে মোট ১৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানীর পরিমাণ নেহাত খারাপ নয়। ব্যাংকগুলি পুনরুদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যও ভালভাবেই চলছে। সুতরাং দেশের অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে আগের পর্যায়ে ফিরে আসবে। এ প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের জন্যে প্রদেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পুনরুজ্জীবন আমার সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সরকারের এই প্রচেষ্টায় আমি প্রদেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

জরুরী মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সরকার ইতিমধ্যেই তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে। এই কাজের জন্য এই বৎসরের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রদেশের উৎপাদন শক্তিকে বাড়ানোর জন্য উন্নয়ন খাতে যে ২৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এই ১৫ কোটি টাকা তার অতিরিক্ত বরাদ্দ। ঢাকায় অবস্থিত উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি বোর্ডের অধীনে সৃষ্ট তহবিল পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দকৃত এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। আশু মেরামত পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সকল প্রস্তাব অনুমোদনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা এই বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে সত্বর স্বাভাবিক কাজ আবার শুরু করার জন্যে কারখানাগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কাঁচামাল আমদানীর জন্য আমদানী নীতিতে সুবিধাদান, ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য স্টেট ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তভাবে সাহায্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্যাংক এক জোট হয়ে কনসর্টিয়াম গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিকিক ও আইডিপিকে দেয় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারখানাগুলির ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও নগদ পুঁজিদানেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোলযোগকালে যে সকল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বীমার টাকা দিয়ে দেবার নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের লোকদের পক্ষে তাদের ব্যবসাকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হবে।

প্রদেশের অর্থনীতির প্রধান বিশেষ অবলম্বন কৃষি ক্ষেত্রে ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা করবার জন্য এ ডি-বি-পিকে বিশেষ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বৎসরের পাটনীতিতে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণকালে মণ প্রতি ২ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে পাট চাষীদের আয়ের পথ সুগম হবে। পাটের এই বর্ধিত মূল্যকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কাঁচা পাট রপ্তানীর ক্ষেত্রে বোনাসের সুযোগও শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুট মার্কেটিং করপোরেশন এবং জুট ট্রেডিং করপোরেশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত

সর্বনিম্ন মূল্যে বহুল পরিমাণ পাট ক্রয় করে। এ কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য এই সংস্থাগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দুই সংস্থার কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সরকার আরও একটি সংস্থা সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করেছেন। তার নাম হবে জুট প্রাইস স্টেবিলাইজেশন করপোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে যে, প্রদেশের সমস্ত বিকল্প পাটের বাজার থেকে পাট ক্রয় করা।

অবশ্য আমি একথা বলতে পারি যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। এখনও এমন অনেক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র রয়ে গেছে যা সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ। যাহোক একথা অনস্বীকার্য যে, আমরা মোড় ফিরাতে সক্ষম হয়েছি এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। আমি আমার দেশবাসীগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা যেন আমাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এই বিরাট কাজে যে শুধু প্রদেশের জনগণ ও প্রদেশের সরকারের কর্মতৎপর হতে হবে তাই নয়, বরং এতে সমগ্র জাতির সম্পদ ও সহায়তার প্রয়োজন হবে। আমি এ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত যে, সম্মিলিত শক্তিশালী ও আত্মপ্রত্যয়ী জাতি হিসেবে পাকিস্তান যাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য এই মহান দেশের আপামর জনসাধারণ একই সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

এবার আমি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলব। আমাদের চারিদিকে এখন যা ঘটছে তাতে জনসাধারণের মনে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। আমি জানি যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই দুঃখ-দুর্দশায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তাদের আমি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। কাজেই সামাজিক পুনর্বাসন অপেক্ষা মানসিক পুনর্বাসন আজ অনেক বেশী জরুরী। কার্য-কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে প্রত্যেকের মনেই ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে। এই অবস্থার অবসান এবং জনগণের মনে সম্পূর্ণ আস্থা ও শান্তি ফিরিয়ে আনা আমার সরকারের প্রধান দায়িত্ব। এই গুরুদায়িত্ব পালনে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আমার বিশ্বাস যে, এই ব্যাপারে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক গোলযোগে শাসন ব্যবস্থারও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আমি আশা করি দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে যাবেন। আমি তাদের এই আশ্বাস দিতে চাই যে, তারা যাতে সুচারুরূপে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন সেজন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে আমি আর একবার আমার পূর্বের কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। যে মুহূর্তে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসারে উপ-নির্বাচন সমাপ্ত করা হবে, সেই মুহূর্তে প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। আজ আমরা আল্লাহর নিকট মোনাজাত করি তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।*

৫.১০৬ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের ১০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদের ৯ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন।

ঐদিনে বিকেল চারটায় গভর্নর ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক গভর্নর এ এম মালিক মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান।

যে ৯ জন এই দিন মন্ত্রী হলেন, তাঁরা ইতোপূর্বে কখনও মন্ত্রীত্ব করেন নি। তবে এদের কেউ কেউ জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

যারা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তাঁরা হলেন, রংপুরের জনাব আবুল কাশেম, বগুড়ার জনাব আব্বাস আলী খান, বরিশালের আখতার উদ্দিন আহমদ, ঢাকার জনাব এ এস এম সোলায়মান, খুলনার মওলানা এ কে এম ইউসুফ, পাবনার মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, কুষ্টিয়ার জনাব নওয়াজেশ আহমদ, নোয়াখালীর জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক।

মন্ত্রীদের মধ্যে জনাব আবুল কাশেম আব্বাস আলী খান, জনাব আখতার উদ্দিন, মাওলানা এ কে এম ইউসুফ ও জনাব এ এস এম সোলায়মান ইতোপূর্বে জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই মন্ত্রীদের মধ্যে নোয়াখালীর জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক শামসুল হক অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে এমএনএ ও এমপিএ নির্বাচিত হন।

ডাঃ মালিকের মন্ত্রীসভার কাউন্সিল মুসলিম লীগের ২ জন (দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাসেম ও বহু পুরাতন কর্মী এডভোকেট নওয়াজেশ আহমদ), জামায়েতে ইসলামের ২ জন (জনাব আব্বাস আলী খান ও মাওলানা এ কে এম ইউসূফ) অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের ২ জন (জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও জনাব শামসুল হক), কে এস পির একজন (জনাব এ এস এম সোলায়মান), নেজামে ইসলামের একজন (মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক), কনভেনশন মুসলিম লীগের একজন (জনাব আখতারুদ্দিন আহমদ) এবং একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ আউংশুপ্রু।

প্রদেশের মনোনীত সংখ্যালঘু মন্ত্রী মিঃ আউংশুপ্রু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার জন্য নির্দিষ্ট বিমানে আরোহণ করতে পারেন নি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর গভর্নর ডাঃ মালিক সাংবাদিকদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁর মন্ত্রীরা সবাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী, ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী, হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ আউংশুপ্রু চৌধুরী পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় গভর্নর ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গভর্নরের মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর জনাব আব্দুল মোতালিব মালিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে মন্ত্রীসভার সদস্যরা ছিলেন।

সূত্রঃ *পাক সমাচার,* ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০৭ মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের দপ্তর বন্টন

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের দপ্তর বন্টন করা হয়েছে।

জনাব আবুল কাশেমকে অর্থ দপ্তরের এবং জনাব আব্বাস আলী খানকে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের এবং অস্থায়ীভাবে আইন ও পার্লামেন্টারী বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্ব পালন করবেন।

জনাব এ এস এম সোলায়মানকে শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ আউংশুপ্রুকে বন, সমবায় ও মৎস্য দপ্তরের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছে। তিনি সংখ্যালঘুদের বিষয়ও দেখাশুনা করবেন।

মওলানা এ কে এম ইউসুফকে দেয়া হয়েছে রাজস্ব দপ্তরের দায়িত্বভার। তিনি অস্থায়ীভাবে পূর্ত, বিদ্যুৎ ও সেচ দপ্তরের দায়িত্বও পালন করবেন।

মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক পেয়েছেন মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সংক্রান্ত দপ্তরের দায়িত্বভার।

জনাব নওয়াজিশ আহমদ খাদ্য ও কৃষি দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুর মজুমদারকে। তিনি সাময়িকভাবে তথ্য দপ্তরেরও দায়িত্ব পালন করবেন।

অধ্যাপক শামসুল হককে সাহায্য ও পূনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি প্রত্যাগত ও গৃহত্যাগী পূনর্বাসনের সমস্যাবলীয়ও দেখা-শুনা করবেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাক সমাচার,* ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০৮ পূর্ব পাকিস্তানে নয়জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের মন্ত্রীপরিষদের নয়জন সদস্য গতকাল শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। প্রাদেশিক গভর্নর ডাঃ এ, এম, মালিক গভর্নর ভবনে অপরাহ্ণ চারটায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। গভর্নর মন্ত্রীপরিষদে বর্তমানে মোট দশজন সদস্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই দশজনের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মনোনীত মন্ত্রী মিঃ আউংশু প্রু পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সময়মত পৌঁছুতে পারেনি বলে গতকাল তিনি শপথ নিতে পারেননি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে "খ" এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী, ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বিএ, সিদ্দিকী, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং চা-চক্রে শেষ হয়।

আরও মন্ত্রী নেয়া হবে

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ, এম, মালিক গতকাল শুক্রবার তাঁর মন্ত্রীপরিষদের দশজন সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। গভর্নরের মন্ত্রীপরিষদের দশজন সদস্যের মধ্যে তিনজন

নির্বাচিত পরিষদ সদস্য রয়েছেন। এরা হলেন স্বতন্ত্র দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মি: আউংশু প্রু, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মো: ওবায়েদুল্লাহ মজুমদার এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য অধ্যাপক শামসুল হক। এ ছাড়া মুসলিম লীগের দু'জন, জামায়াতে ইসলামীর দু'জন, কৃষক- শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও কনভেনশন মুসলিম লীগ দল থেকে একজন করে মন্ত্রী নেয়া হয়েছে।

যারা মন্ত্রীপরিষদের সদস্য মনোনীত হয়েছেন, তাঁরা হলেন:-

১। জনাব আবুল কাশেম,
২। জনাব আব্বাস আলী খান,
৩। জনাব আখতার উদ্দিন,
৪। জনাব এ, এস, এম, সোলায়মান,
৫। মি: আউংশু প্রু
৬। মওলানা এ, কে, এম, ইউসুফ,
৭। মওলানা মো: ইসহাক,
৮। জনাব নওয়াজিস আহমদ,
৯। জনাব মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ মজুমদার এবং
১০। অধ্যাপক শামসুল হক।

আজ প্রথম বৈঠক

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের নবনিযুক্ত মন্ত্রীপরিষদের প্রথম বৈঠক আজ শনিবার সকাল নয়টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। প্রাদেশিক গভর্নর ডা: এ, এম, মালিক মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

আশা করা যায় মন্ত্রীপরিষদের এই প্রথম বৈঠকে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হবে।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ,* ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১০৯ মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবুল কাশেম

মোহাম্মদ আবুল কাশেম ১৯১৩ সালে আসামের গোয়ালপড়ার মানকাচর থানায় সার চিল্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি ১৯৩৮ সালে গৌহাটির কটন কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এলএলবি পরীক্ষা পাশ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করেন।

জনাব কাশেম ১৯৪৬ সালে বেড়ির দক্ষিণ মুসলিম নির্বাচনী এলাকা থেকে আসাম আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং আসাম মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরূপে ১৯৪৬ সালে তৎকালীন বাংলায় নির্বাচনী সফর করেন। ঐ বছরেই তিনি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির হুইপ নির্বাচিত হন।

জনাব আবুল কাশেম আসামে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠন করেন। ১৯৪৭

সালে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। তার গ্রেফতারের পর কলকাতার স্টেটসম্যানে আসামে বসতি উত্থাপন শিরোনামায় প্রকাশিত এক বিশেষ নিবন্ধে জনাব কাশেমকে সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়।

জনাব আবুল কাশেম পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হলো সিলেটের গণভোটে বিজয়। তিনি সীমান্ত কমিশনে আসামের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে চলে আসেন। তার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আসাম সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

জনাব আবুল কাশেম ১৯৫২ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ডের সালারে সুবা ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কাউন্সিল) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। জনাব আবুল কাশেম ১৯৬৫ সালের জুন পর্যন্ত জাতীয় পরিষদে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার হন।

জনাব কাশেম ১৯৬৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানকারী পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।

ওবায়দুল্লাহ মজুমদার

অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ টিকেটে ফেনী থেকে নির্বাচিত এমএনএ জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ মজুমদার নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া থানার উত্তর সাতারায় ১৯২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে তোলাবয়ে আরাবিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তিনি ছাগলনাইয়া হাইস্কুল, ফেনী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ পাশ করেন এবং প্রায় ১৩ বছর যাবৎ ফেনী কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর তিনি মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজে ইংরেজি ও সোসাল স্টাডিজের লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি পটিয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ পদে কাজ করছিলেন।

জনাব মজুমদার ছাত্রলীগ নেতা হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি একবার পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন।

আখতার উদ্দিন আহমদ

জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ ১৯৩০ সালে বরিশালের নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের বিএম কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ডিগ্রী এবং ১৯৫৪ সালে এলএলবি ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৫৮ সালে লিস্কনস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং সেই বছরই ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

জনাব আহমদ পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেন এবং সিলেটের গণভোটে সক্রিয় ভূমিকা নেন। তিনি ১৯৫২-৫৪ সালে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি যুক্তরাজ্যের পাকিস্তানী পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬৩ সালে চীন সফরকারী জাতীয় প্রতিনিধি দলের অস্থায়ী নেতা ছিলেন। তিনি ঝালকাঠি কলেজ এবং বরিশাল জেলার বহু স্কুল ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সভাপতি জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ ঢাকা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র এ্যাডভোকেট।

তিনি কলকাতায় পাকিস্তানের সাবেক ডেপুটি হাইকমিশনার মরহুম নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লার কন্যাকে বিয়ে করেন।

নওয়াজেশ আহমদ

জনাব নওয়াজেশ আহমদ ১৯১৬ খৃস্টাব্দে নদিয়া (ভারত) জেলার কৃষ্ণনগর মহকুমার শ্যামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন এবং কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইন পাশ করেন।

জনাব নওয়াজেশ আহমদ ১৯৩৮ সালে আলীপুরে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং রানাঘাটে বসবাস করতে থাকেন এবং পরে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন।

তিনি রানাঘাট লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং নদিয়া জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি কায়েদে আজমের আহ্বানে খান সাহেব পদবী ত্যাগ করেন।

আজাদী লাভের পর তিনি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি কুষ্টিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এরও চেয়ারম্যান এবং কুষ্টিয়া জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আরো বিভিন্ন পদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন।

এ এম সোলায়মান

জনাব এ এস এম সোলায়মান ১৯২৬ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট।

১৯৫৩ সালে তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষক শ্রমিক পার্টির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঐ দলের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৯ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সিভিল এমপ্লয়িজ ইউনাইটেড কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি নিখিল পাকিস্তান কনফেডারেশন অব লেবারের সহ-সভাপতি হিসাবে কাজ করছেন।

১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তান পরিবার পরিকল্পনা সমিতির জাতীয় কার্যনির্বাহক বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭০ সালে ইন্টারন্যাশনাল পল্লন্ড প্যারেন্টহুড

ফেডারেশনের ইন্ডিয়ান রিজিওনাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে সরকার তাকে পাকিস্তান পরিবার পরিকল্পনা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি সিংহলের পরিবার পরিকল্পনা সমিতির আমন্ত্রণে সিংহল সফর করেন।

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি সাপ্তাহিক আওয়াজ পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

জনাব সোলায়মান ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং জাতীয় পরিষদের চীফ হুইপ নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ ও ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে চীন, ১৯৫৮ সালে লিডারশীপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৬৮ সালে পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে ইরান, ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৬৯ সালে আইসিএফটিইউ-এর এশীয় আঞ্চলিক সংস্থার সম্মেলন উপলক্ষে সিঙ্গাপুর ও ১৯৭০ সালের অক্টোবরে ইউনেস্কো আয়োজিত পরিবার পরিকল্পনা সেমিনার উপলক্ষে সিউল সফর করেন।

শামসুল হক

অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত এমপিএ অধ্যাপক শামসুল হক চট্টগ্রামের সিটি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি সিটি কলেজ, সীতাকুন্ড কলেজ ও নিজামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

অধ্যাপক শাসসুল হক চট্টগ্রাম অর্থনীতি সমিতির চেয়ারম্যান এবং নিখিল পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির সদস্য ছিলেন।

তিনি চট্টগ্রামে বণিক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পাকিস্তান শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহের ফেডারেশনে চট্টগ্রামে বণিক সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন।

অধ্যাপক হক আয়কর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সমাজকল্যাণ সংস্থা পূর্বাচল পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

মওলানা ইসহাক

মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক ১৯৪০ সালে পাবনা জেলার সদর মহকুমার মাধবপূর্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি কামেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৬৯ সালে ইসলামীক স্টাডিজে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি পাবনা জেলা নেজামে ইসলাম পার্টি সভাপতি। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সাম্প্রতিককালে তিনি পাবনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি জেলা শান্তি কমিটির প্রচার সম্পাদক। তিনি পূর্ব পাকিস্তান জমিয়াতুল মোদাররেসিন এর সহকারী সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে সদস্য ছিলেন। তিনি পাবনা ইসলামীয়া ডিগ্রী কলেজ এবং পাবনা ডিগ্রী কলেজের অনারারী প্রফেসর ছিলেন।

আব্বাস আলী খান

জনাব আব্বাস আলী খান বগুড়া জেলার জয়পুরহাট থানায় ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি ১৯২৫ সালে হুগলী মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ করেন এবং ডিসটিংশনসহ গ্রাজুয়েট হন ১৯৩৫ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে।

জনাব আব্বাস আলী দীর্ঘ ৮ বছর তাসাওয়াফ চর্চা করেন। এ সময় তিনি ইসলামী সাহিত্যের উপর বেশ কয়েকটি প্যাম্পলেট ও পুস্তক রচনা করেন। তাসওয়াফ সম্পর্কেও তিনি একটি বই লিখেছেন।

১৯৫৫ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর সহকারী আমীর নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর প্রধান ছিলেন।

মওলানা এ কে এম ইউসুফ

মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯২৬ সালে খুলনা জেলার শরণখোলা থানার রাজোইর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা থেকে টাইটেল ডিগ্রী পরীক্ষায় পাশ করেন।

শিক্ষা শেষ করে মওলানা ইউসুফ মাদ্রাসা শিক্ষকরূপে জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন।

ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সক্রিয় সদস্য। তিনি ১৯৫২ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি খুলনা বিভাগে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে হন প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর জয়েন্ট সেক্রেটারী। বর্তমান তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

মওলানা ইউসুফ খুলনা জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১১০ Malik cut his salary

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, Sept 29: The Pakistan Governor Dr. Malik has decided to forego over 16 per cent of his salary.

The Governor informed meeting of the Council of Ministers today of his decision to reduce his own salary.

It may be mentioned that the Ministers have already decided to reduce their entitlement for furnishing their official residences by 50 per cent. They have also decided to introduce a five to 10 percent cut in their salaries.

Presided over by the Governor, the Council decided to set up a Special Committee headed by the Finance Minister for recommending economy measures in the administrative expenditure of the Provincial Government departments and autonomous bodies.

The Chief Secretary the Addtional Chief Secretary (Development) senior member Board of Revenue and the Finance Secretary will be members of the committee.

The council also discussed various matters pertaining the general administration.

Source: *Daily Dawn (Karachi),* 20 September 1971.

৫.১১১ আজ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া

(স্টাফ রিপোর্টার)

আজ শুক্রবার রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত ঢাকা শহরে নিষ্প্রদীপ মহড়া পালন করা হবে। লালবাগ, সূত্রাপুর কোতোয়ালি, তেজগাঁও, রমনা, মোহাম্মদপুর, মীরপুর, টঙ্গী ও কেরাণীগঞ্জ থানায় নিষ্প্রদীপ মহড়া চলবে। নিষ্প্রদীপ মহড়া শুরু করার জন্যে আড়াই মিনিট কাল উঁচু ও নিচু স্বরে সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক করা হবে এবং মহড়া শেষ হলে আবার আড়াই মিনিটকাল একটানা স্বরে সাইরেন বাজানো হবে।

নিষ্প্রদীপ মহড়াকালে শহরের প্রত্যেক দালান, দোকান, হোটেল, সিনেমার ভেতরের সকল বাতি ও আলো বাদামী রঙের কাগজ বা অন্য কোন প্রকার ঢাকনি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে বাইরে এবং ওপর থেকে আলো দেখা না যায়। সকল প্রকার মোটর গাড়ীর সামনের বাতি বাদামী কাগজ, কার্ড বোর্ড বা মাস্ক দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন সাধারণ হারিকেনের আলোর চেয়ে বেশী আলো না বেরোয়।

হারিকেন নিয়ে বাইরে যেতে হলে চিমনীর উপরের পাঁচ ভাগের চার ভাগ কালো বা নীল রং দিয়ে রঙ্গীন করে দিতে হবে।

এ সময় বিশেষ দরকার না থাকলে ঘরের ভেতরেই থাকতে হবে। দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে হবে। রাস্তা বাইরে বা ছাদে ধূমপান করা চলবে না।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১১২ আজ নিষ্প্রদীপ মহড়া

(স্টাফ রিপোর্টার)

বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার উদ্যোগে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হইবে।

বিমান হামলার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রস্তুত করার জন্য এই ধরনের মহড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নিষ্প্রদীপ মহড়া শুরু হওয়ার সময় আড়াই মিনিট উঁচু ও নীচু স্বরে এবং শেষ হওয়ার সঙ্কেত

হিসাবে আড়াই মিনিট একটানা সাইরেন বাজানো হইবে।

নিষ্প্রদীপ মহড়া চলাকালে জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা বিস্তারিত নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে আইনত: দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

জনসাধারণকে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী পালন করিতে হইবে ঃ

কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন

১। শহরের প্রত্যেক দালান-কোঠা, দোকান, হোটেল, সিনেমা প্রভৃতির ভিতরের সকল বিজলী বাতি ও অন্যান্য আলো বাদামী রং-এর কাগজ বা অন্য কোন প্রকার ঢাকনী দিয়া এমন-ভাবে ঢাকিয়া দিন, যেন বাহির এবং উপর হইতে আলো দেখা না যায়।

২। সকল প্রকার মোটর গাড়ীর সামনের বাতি বাদামী কাগজ কার্ড-বোর্ড অথবা 'মাস্ক' দ্বারা এমনভাবে ঢাকিয়া দিন যেন সাধারণ হারিকেন লণ্ঠনের আলো হইতে বেশী আলো বাহির না হয়।

৩। সাইকেল, রিকশা এবং ঘোড়ার গাড়ীর আলো মোটর গাড়ীর বাতির মত বাদামী কাগজে ঢাকিয়া দিন।

৪। লঞ্চ, স্টীমার ও রেল ইঞ্জিনের বাহিরের সকল আলো এমনভাবে ঢাকিয়া দিন যেন আলোর ছটা উপরের দিকে না যায়। ভিতরের বাতিও বাহির এবং উপর হইতে দেখা না যায়, এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।

৫। হারিকেন লণ্ঠন লইয়া বাহিরে যাইতে হইলে চিমনীর উপরের পাঁচ ভাগের চারিভাগ অংশ কালো অথবা নীল রং-এ রং করিয়া দিন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১১৩ ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক সমাবেশে গভর্নরের বক্তৃতা
শত্রুর কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়: পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা: এ,এম, মালিক পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতা বিনষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত শত্রুদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে গভর্নমেন্ট হাউজে ৩০টি ইউনিয়ন কমিটির প্রতিনিধিত্বশীল নেতা এবং ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের সমাবেশে গভর্নর বক্তৃতাদান করিতেছিলেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ এবং গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খানও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর বলেন যে, শত্রুদের এজেন্টরা তাহাদের অশুভ মতলব অর্জনের জন্য জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করিতে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বানচাল করিতে সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করিতেছে।

গভর্নর বলেন যে, যদিও পরিস্থিতির এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না, বরং সতর্ক থাকিতে হইবে।

ডা: মালিক এই অভূতপূর্ব সংকটের মুখে শান্তি-সম্প্রীতি এবং ঐক্য বজায় রাখিতে এবং দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় নতুন করিয়া সংকল্প গ্রহণের জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন, আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন পাকিস্তান একটি দেশ থাকিবে না আমরা ধ্বংস হইয়া যাইবো। ঈমানের বৃহত্তম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য গভর্নর জনগণের সর্বাধিক সহযোগিতা ও সক্রিয় সাহায্য কামনা করেন।

পরে সাবেক এম,পি,এ এবং ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি জনাব সিরাজুদ্দিন আহমদ ঢাকা শহরবাসীদের পক্ষ হইতে গভর্নরকে আশ্বাসদান করেন যে, পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ঢাকার জনগণ যেকোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রস্তুত আছেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহারা তাহাদের শেষ রক্তবিন্দু দান করিবেন। তিনি বলেন, আমরা মুজাহিদ হিসাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছি এবং যেকোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত আছি।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১১৪ বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় গভর্নর
দুশমনদের ধ্বংসাত্মক কার্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

ঢাকা, ২৮ শে সেপ্টেম্বরঃ- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা: এ. এম. মালিক পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ধ্বংস সাধনে তৎপর দুশমনদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার থাকার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

গভর্নর আজ অপরাহ্নে গভর্নর হাউজে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও ৩টি ইউনিয়ন কমিটির প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে উপরোক্ত আহ্বান জানান। প্রাদেশিক উজিরবর্গ এবং গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী উপস্থিত ছিলেন। ... ঢাকা শহর শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সাবেক এমপিএ জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমদ ঢাকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে গভর্নরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, পাকিস্তান রক্ষার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা এমনকি শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতেও তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বাসভবনে চা-চক্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন তার বাসভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর গভর্নর ডা. এ. এম. মালিককে ২৯ সেপ্টেম্বর এক চা-চক্রে আমন্ত্রণ জানান। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান এবং হল প্রভোস্টগণ উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর ডা: মালিক শিক্ষকদের শিক্ষায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, একদা অসহযোগ আন্দোলনের নামে ক্লাস বর্জন করে মুসলমানেরা এই বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করেছিলো। শিক্ষকগণ গভর্নরকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, "তারা শিক্ষার্থীদের সময় নষ্ট করতে দেবে না। তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।"

সূত্র: *পাক সমাচার*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫.১১৬ শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খান
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান দেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যুব সমাজ যাতে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ও পুরোপুরি পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রশ্নটিকে যদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেয়া হয় তবে যুব সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে যাবে এবং তাদের যে লক্ষ্যস্থল সেই পাকিস্তানের আদর্শ থেকে তারা বহুদূরে সরে থাকবে।

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, ইসলামী অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা ছাড়া আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে পাকিস্তানের পটভূমি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবো না।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সকল ক্ষতির কারণ। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ ও অর্থহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন না করা হলে আমরা কিছুতেই আমাদের ধ্বংসকে রোধ করতে পারবো না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই সব ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তিনি খুব শিগগীরই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলর ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের এক সম্মেলন আহ্বান করতে পারেন। তিনি বলেন, দেশের সাধারণ মানুষও এই চায়।

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, অবশ্য এই পরিবর্তন রাতারাতিই সাধিত হবে না। এই পরিবর্তন হবে পর্যায়ক্রমে এবং দ্রুততার সাথে। রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভবপর নয় এবং তাতে করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে আমরা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার গড়ে তুলতে পারবো আর সেই সাথে গড়ে তুলতে পারবো খাঁটি মুসলমান। তিনি বলেন, ধর্ম মানে শুধু আচার অনুষ্ঠানই নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। আমাদের রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সবই অবশ্যই ইসলামের ভিত্তিতে হতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়েদের যে সহ-শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি বলেন, এ ব্যবস্থা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

সূত্র: *পাক সমাচার*, ১ অক্টোবর ১৯৭১।

৫.১১৭ Dr. Habibullah not dismissed, his job terminated

By A Staff Correspondent

Dr. Habibullah, lately head of the Department of Islamic History, Dacca University has not been dismissed from his post as was reported earlier in this paper on Saturday last, according to a spokesman of the Dacca University.

The Spokeman said, as a matter of fact the services of Dr. Habibullha had been terminated.

Source: *The Pakistan Observer,* 5 October 1971.

৫.১১৮ আরো তিনজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকায় গভর্নর ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আরো তিনজন প্রাদেশিক মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন।

এপিপি ও পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা: এ. এম মালিক শপথ গ্রহণ করান। এই মন্ত্রীরা হচ্ছেন, ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব এ. কে মোশারফ হোসেন (পিডিপি), সিলেটের জনাব জসিম উদ্দিন আহমদ (পিডিপি) এবং কুমিল্লার এ্যাডভোকেট জনাব মুজিবর রহমান (কাইয়ুম লীগ)। এই তিন জনকে নিয়ে গভর্নরের মন্ত্রীপরিষদের সদস্য সংখ্যা হলো তের।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ অক্টোবর ১৯৭১।

৫.১১৯ TEXT of MLR 94
The following is the text of the MLR No. 94.

1. This regulation shall come into force on the 10th day of October 1971 and shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

2. In this regulation unless there is any thing repugnant in the subject or context æpolitical party” includes a group or combination of persons who are operating for the purpose of propagating any political opinion or indulging in any other political activity.

3. No political party or person shall propagate any opinion or act in manner prejudicial to the ideology or the integrity or the security of Pakistan or prejudicial to any of the principles enunciated in article 20 of the Legal Framework Order, 1970 (P.O. No. 2 of 1970).

4. No political party or any person in the course of political activity That:

Use force, violence, intimidation or threats of injury or offer monetary gains in propagating or for securing support for any views.

In any manner cause injury or damage to any person or property.

Interfere in the operation or the functioning of the Public Services, corporations or institutions set up by or under any law.

Seduce, or attempt to seduce from his allegiance or his duty any public servant or any person serving in any corporation or any other institution set up by or under any law.

In any manner, interfere with or cause disruption in the functioning of educational institutions.

Subject any unit of the news media including newspaper offices and presses to pressure of any kind direct or indirect in performance of its functions or

prevent it from projecting its views.

In any manner interfere with the functioning or transgrass the limits of decent and fair criticism of any other political party or its members, or

In any manner cause obstruction in or hinder or propagate against the holding of by-elections to the National Assembly or a provincial Assembly.

5. (1) For the purpose of enabling the Deputy Commissioner or a officer authorised by him in this behalf to take suitable steps for the avoidance of any clash of programmes of and consequent inconvenience to the different parties in the holding of public meetings or taking out of processions of a political nature. Every person who intends to hold such a meeting or take out such a procession shall give reasonable notice of his intention in writing to the Deputy Commissioner or the officer so authorised specifying the date on which and the time and place at which such meeting is proposed to be held and the route through which such procession is proposed to be taken out.

(2) If the Deputy Commissioner or the officers authorised as a force said receives notices under sub-paragraph (1) of more than one such meeting or procession to be held or taken out in the same place or area on the same date he shall after such consultation with the parties concerned as he deems necessary so arrange the programme of the several meetings and processions as to avoid any clash or programme of and consequent in convenience to the parties.

(3) No public meeting or procession of a political nature shall be held or taken out except after giving a notice under sub-paragraph (1) and where a programme has been arranged under sub-paragraph (1) except in accordance with the programme so arranged.

6. No person shall attend a public meeting or join a procession of a political nature armed with any deadly weapons or instrument which can be used as a weapon of offence or carry any article which can be used for causing injury or damage to any person or property.

7. (1) No person while speaking at a public meeting shall-

(a) Use any reasonable matter or expression or,

(b) make any statement calculated to produce feelings of enmity or hatred between people of different regions, communities, races, castes, sects, tribes or between people professing different religions, or,

(c) make any statement calculated to excite people to violence.

(2) No person attending or participating in any public meeting shall carry or display a placard or poster or raise a slogan as referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 8.

8. No person joining a procession of a political nature or a demonstration shall carry a placard or poster or raise a slogan:

Which is calculated to hatred against any religion, comminity, race, class, sect or tribe or between people of different regions or

Which is calculated to incite the people to violence or cause damage to any property.

9. No person shall in any manner obstruct or disturb or cause to be obstructed or disturbed.

A Public meeting or a procession of a political nature held or taken got by any person or a political party.

10. No person shall be a member of office bearer of a political party or hold a public meeting or take out a procession of political nature if he:

has been convicted of an offence other than an offence of a political nature and sentenced by any court of law to transportation or to imprisonment unless a period of five years has elapsed since his release, or

has been removed or dismissed from the service of Pakistan or service of any corporation set up by or under any law unless a period of three years has elapsed from the date of his removal or dismissal such service.

11. Martial Law Regulation No. 76 issued by the Chief Martial Law Administrator is here by cancelled.

12. Whoever contravence any of the provisions of this regulation shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years or with five or with both.

Source: *The Pakistan Observer,* 12 October 1971.

৫.১২০ ঢাকায় ২৩ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ

ঢাকা, ১৮ই অক্টোবর: প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ ব্যক্তি ঢাকায় আসিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহাদের প্রায় সবাই সীমান্তের ওপারে চলিয়া গিয়াছিল। এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশে কাজ করিতেন তাহাদিগকে কাজে পুনর্বহাল করা হইয়াছে এবং অন্যান্যদের জীবনযাত্রা শুরু করার সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে।

নিম্নে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল:

১। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পিতা: ভট্টাচার্য্য, ২। দুলক সাই, পিতা: বাইন কুমার সেন, ৩। আবুবকর, পিতা: সরদার মণ্ডল, ৪। মোহাম্মদ আখতারুদ্দিন, পিতা: হাফেজ শামছুদ্দিন, ৫। বাহারউদ্দিন, পিতা: আব্দুল মান্নান, ৬। সলিম উদ্দিন, পিতা: সোনাই মণ্ডল, ৭। জাহিদুল ইসলাম, পিতা: মৃত রফিকুল ইসলাম, ৮। কবিরুদ্দিন (আনসার), পিতা: মৃত তামাস খান, ৯। আমজাদ হোসেন, পিতা: রস্তম শেখ, ১০। পি এম ৬৬৮ ৩০৭ সিপাই, সৈয়দ আশরাফ হোসেন শাহ, পিতা: মৃত সৈয়দ মানাফ মিয়া, ১১। পাক-৭২৭৭৯ এক্স-এ, সি মঞ্জুর মুর্শেদ, পিতা: ডা: শামসুল হক, ১২। মন্টু খান,

পিতা: মৃত মওলবী আব্দুল হাকিম খান, ১৩। জালালুদ্দীন, ১৪। মনোরঞ্জন শাহ, পিতা: মুরারী মোহন শাহ, ১৫। মোহাম্মদ আলী, পিতা: মোহাম্মদ সরওয়ার আলী, ১৬। মোহাম্মদ আবু আজাল, পিতা: মৃত মতিয়ুর রহমান চৌধুরী, ১৭। খান মোহাম্মদ নাজমুল, ১৮। কিউ আই এম ৬৯৪৫ নায়েক মনিরুদ্দীন, পিতা: মৃত ময়ানস্তা আলী, ১৯। ১৩৩৭১২ সিপাই মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, পিতা: মৃত মোহাম্মদ ইয়ার আলী, ২০। সাফিউর হক, পিতা: মৃত হাজি মোহাম্মদ ইউসূফ, ২১। নায়েক ইনামুল কবির, পিতা: জারসি মিয়া হাওয়ালদার, ২২। কনস্টেবল মুজাফের হোসেন, ২৩। সিপাই আব্দুল রফিক, পিতা: আব্দুল মুলিব।- এপিপি।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭১।

৫.১২১ ছাত্রদের প্রতি ফিরে আসার আহ্বান

প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান গতকাল মঙ্গলবার সীমান্তের এপারে বা ওপারে ছাত্র সমাজের প্রতি নির্ভয়ে দেশে ফিরে এসে তাদের শিক্ষা জীবন শুরুর আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

এপিপির খবরে প্রকাশ এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট যে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন তা আমাদের শুভেচ্ছারই প্রমাণ বহন করছে। তিনি বলেন যে, আমাদের মধ্যে যারা শত্রুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে, শিক্ষা জীবনে তাদের পুনর্বাসন করাই আমার কর্তব্য।

তিনি বলেন যে তার কাছে সব ছাত্রই নির্দোষ। তাদের সকল অপকর্মের জন্যে বিপথগামী নেতৃত্ব ও ভুল শিক্ষানীতিই দায়ী।

বর্তমান সরকার এই শিক্ষা নীতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে ছাত্রদের যাতে একটা বছর নষ্ট করতে না হয়, তার জন্যে কিছু করা যায় কি না, সরকার তা বিবেচনা করে দেখছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২০ অক্টোবর ১৯৭১।

৫.১২২ রাজাকারদের প্রতি জেনারেল নিয়াজী নিঃস্বার্থভাবে জাতির সেবা করুন

ঢাকা, ১৯ শে অক্টোবর (এপিপি): ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের কমান্ডার এবং 'খ' এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী রাজাকারদের শৃংখলা অনুশীলন এবং নিঃস্বার্থভাবে জাতির সেবা করার উপদেশ দেন।

পূর্বাহ্নে জেনারেল নিয়াজী জি, ও, সিকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিংরত রাজাকারদের পরিদর্শন করেন।

জেনারেল রাজাকারদের বলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করা একটি মহত্ত্ব কাজ। এই মহান কাজের জন্য প্রয়োজন উঁচুমানের শৃঙ্খলাবোধ এবং স্বার্থহীন ত্যাগ।

রাজাকাররা তখন দেশপ্রেমমূলক শ্লোগানদান করে এবং পাকিস্তানের শত্রুদের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে।

জেনারেল নিয়াজী তাদের বলেন যে, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বস্তুতপক্ষে তাদের নিজেদের বাড়ী-ঘরের প্রতিরক্ষা। যখন কেউ তার দেশকে রক্ষা করে সে প্রকৃতপক্ষে তার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করে এবং সে তার সন্তানদের স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা বিধান করে।

তিনি বলেন, মানুষ মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার মৃত্যু হলে তার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যায় এবং সে আল্লাহর পবিত্রতম আশীর্বাদ পেতে পারে।

তিনি বলেন, আমরা একটি মুসলিম জাতি যারা এক আল্লাহ, এক নবী এবং এক পবিত্র গ্রন্থে বিশ্বাস করি। তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করে বলেন যে, তারা নিজেদের বিভেদ দূর এবং শত্রুর অশুভ প্রচেষ্টা নস্যাৎ করতে না পারলে চিরদিনের জন্য দাস হয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমার উল্লেখ করে জেনারেল নিয়াজী বলেন যে, যারা ফিরে এসেছেন তাদের ক্ষমা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি দেশপ্রেমিক নাগরিকদের যারা এখনও ফিরে আসেনি তাদের বাড়ী-ঘরে ফিরে আসতে উৎসাহিত করতে এবং শত্রুর ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য জাতির সাথে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে যদি কোন মতভেদ থেকে থাকে তাহলে তা প্রতিবেশীদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করতে না দিয়ে চার দেয়ালের মধ্যেই তার মীমাংসা করতে হবে।

যারা সেতু উড়িয়ে দিয়ে, খাদ্যশস্য অথবা শিল্পদ্রব্য পরিবহণের ক্ষতি করে জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য জেনারেল নিয়াজী জনসাধারণকে উপদেশ দেন।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭১।

৫.১২৩ ৪ঠা নভেম্বর রাজধানীতে নিষ্প্রদীপ মহড়া

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৪ঠা নভেম্বর রাত ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত মিরপুর, টঙ্গি ও কেরাণীগঞ্জ থানাসহ ঢাকা শহরে এক নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য কোন সাইরেন বাজানো হইবে না। প্রাদেশিক সরকারের এক হ্যান্ড আউটে এই তথ্য জানা গিয়াছে।

আগামী ৪ঠা নভেম্বর রাত ৭টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত যে নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠানের কথা রহিয়াছে তাহা এ সময় না হইয়া এই তারিখে রাত সাড়ে ৮টা হইতে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। এই নিষ্প্রদীপ মহড়ায় শুরুতে বা শেষে কোন রকম সাইরেন বাজানো হইবে না।

গতকাল বৃহস্পতিবার পাকিস্তান সরকারের এক হ্যান্ড আউটে এই তথ্য জানানো হইয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৭ অক্টোবর ১৯৭১।

৫.১২৪. ছাত্রদের জামায়াতে নামাজ আদায় করার নির্দেশ

ঢাকা, ৩০ শে অক্টোবর। ছাত্রদের মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং জামায়াতে নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদেরকে স্ব স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে কিংবা নিকটবর্তী মসজিদে সকল কার্যকালীন দিনে জামায়াতে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

৫.১২৫ Four Varsity Professors get 14 yrs.

Four university professors were convicted and each sentenced to undergo 14-year rigorous imprisonment by Special Military Court Dacca, according to a Press release issued here yesterday reports APP.

Fifty per cent of their properties have also been ordered to be confiscated.

The professors were tried in absentia. They were asked to appear before the Court of the SMLA, Sector-6 Dacca on September 8 to answer charges under MLR 25.

Following are the professors: (1) Prof. Mozaffar Ahmad Choudhury, Political Science Department, Dacca University, (2) Prof, Abdur Razzaque, Political Science Department, Dacca University, (3) Prof. Sarwar Morshed, English Department, Dacca University and (4) Prof. Mozaharul Islam Bengali Department, Rajshahi University.

Source: *The Morning News,* 10 November 1971.

৫.১২৬ চারজন প্রফেসর দণ্ডিত

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রফেসরকে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রত্যেককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, তাদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই চারজন অধ্যাপকের বিচার তাদের অনুপস্থিতিতেই করা হয়েছে।

২৫ নম্বর সামরিক বিধির অধীনে আনীত অভিযোগসমূহের জবাবদানের জন্য তাদেরকে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার ৬ নম্বর সেকটরের এসএমএলএ-র আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

দণ্ডিত প্রফেসরগণ হচ্ছেন:

১। প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। প্রফেসর সারোয়ার মুরশেদ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ১০ নভেম্বর ১৯৭১

৫.১২৭ ৪ জন অধ্যাপকসহ ৫৯ জন অফিসারের ১৪ বছর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড

৯ই নভেম্বর। আজ এখানে প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে উক্ত ৪ জন ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, ১৩ জন সি এস পি অফিসারকে বিশেষ সামরিক আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইন বিধি ২৫ অনুসারে গঠিত চার্জে দোষী সাব্যস্ত করেন, এবং দোষী সাব্যস্ত ৪ জন প্রফেসর, ১৩ জন সিএসপি এবং ৪২ জন ই.পি.সি. এস অফিসারের প্রত্যেককে ১৪ বছর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

তাহাদের অর্ধেক সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সামরিক আইনবিধি ৪০ নং অনুসারে তাহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার সম্পন্ন হইয়াছে।

৪ জন ভার্সিটি অধ্যাপক

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালত কর্তৃক ৪ জন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাহাদের প্রত্যেককে ১৪ বছর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উহাদের অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যাপকদের অনুপস্থিতিতেই তাহাদের মামলার বিচার করা হয়। গত ৮ই সেপ্টেম্বর তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট সামরিক আদালতে উপস্থিত হইয়া সামরিক আইনবিধি ২৫ অনুসারে আনীত অভিযোগের জওয়াব দিতে নির্দেশদান করা হইয়াছিল। দণ্ডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের নাম। ১। প্রফেসর মোজাফর আহমদ চৌধুরী, ঢাকা ভার্সিটির রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ।

২। প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক ঢাকা ভার্সিটির রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ।

৩। প্রফেসর সারওয়ার মোর্শেদ, ঢাকা ভার্সিটির, ইংরেজী বিভাগ।

৪। প্রফেসর মোজহারুল ইসলাম, রাজশাহী ভার্সিটির বাংলা বিভাগ।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ১০ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১২৮ ধর্মীয় শিক্ষা কলেজে বাধ্যতামূলক করার প্রশ্ন বিবেচনাধীন

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি পাঠ্যসূচী কমিটি বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে।

নির্ভরযোগ্য মহল থেকে জানা গেছে যে, এই দুই শ্রেণীতে ধর্মীয় শিক্ষা ও পাকিস্তান সম্পর্কিত বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি নির্দেশও জারী করেছেন।

এ ব্যাপারে দেশে চারটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রধানরা এখন ঢাকায় এই বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং এই দুই শ্রেণীর জন্য এই বিষয় দুটির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিষয়ও আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ১৪ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১২৯ ঢাকায় আবার সান্ধ্য আইন

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক গোপন সূত্রে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ যে, হানাদার কবলিত ঢাকা শহরে মুক্তিফৌজের ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে আগামী ২/১ দিনের মধ্যে ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারী করিয়া বাড়ী বাড়ী হানা দিয়া মুক্তিফৌজ দমনের নামে আবার ২৫শে মার্চের কাল-রাত্রির অবতারণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার ৫টি থানাকে ইতিপূর্বে ১০টি থানায় রূপান্তরিত করিয়া প্রতি থানায় একজন করিয়া ব্রিগেডিয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, এই পরিকল্পনা দিয়াছেন ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ছাত্র-জনতা হত্যাকারী খুনী নুরুল আমিন।

সূত্রঃ *বাংলাদেশ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৩০ Rebels Killed in Dacca curfew

BY CLARE HOLLINGWORTH

FOUR rebels were killed after they opened fire on Pakistani soldiers in Dacca yesterday during a house to house search operation by the Army in Dacca, Supported by police and Razakars (Armed home guard).

The search was under the command of deputy martial law administrator Majh Gen. Rahim Khan who said yesterday evening that his forces had taken into custody 138 suspects, discovered 23 hidden rifles, five mines and packets of pro Bangladesh leaflets.

General Rahim explained that the *curfew* was suddenly imposed and the operation begun as a result of intelligence information received of rebels moving into Dacca during the past few weeks.

The Army claim that they have undertaken this operation in response to demands from the public to put an end to terrorist activity which last weekend caused the death of two German diplomats. There has also been rebel harassment of Schools-23 small boys were injured by a bomb explosion last week.

Source: *The Telegraph,* 18 November 1971.

৫.১৩১ Curfew in Dacca

Yahya Khan radio said yesterday a *curfew* had been reemployed in Dacca and 138 people had been detained in an eront do clear the city capital of Bangladesh of miscreants.

The Radio quoted a press note which said Indian agents (a term used for Bangladesh guerrillas) had been killing indiscriminately in shopping centre's, mosques and schools during the last week.

The last *curfew* imposed in Dacca was on March 25 when the Pakistani army cracked down on the movement for independence it was gradually eased and abolished in June Reuter.

Source: *Morning Star,* 18 November 1971.

৫.১৩২ ঢাকায় ১৫ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ: ৪ জন ভারতীয় চর নিহত শহরে দুষ্কৃতিকারী নির্মূল অভিযান

ঢাকা, ১৭ই নভেম্বরঃ শহরকে দুষ্কৃতিকারী মুক্ত করার জন্য জনগণের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে আজ ভোর সাড়ে ৫টা হইতে ঢাকা শহরের সীমানার মধ্যে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।

গত সপ্তাহে ভারতীয় চরগণ বিভিন্ন বিপণি কেন্দ্র ও মসজিদে নিরপরাধ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করিয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের কার্যকলাপের বিশেষ লক্ষ্যস্থল হয়। এমনকি কিন্ডারগার্টেন ও স্কুল ছাত্রীরাও তাহাদের হাত হইতে রেহাই পান নাই। ছেলে-মেয়েরা তাহাদের বোমা বিস্ফোরণের শিকারে পরিণত হয়।

সান্ধ্য আইন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ স্বেচ্ছায় সান্ধ্য আইনের নিয়মাবলী মানিয়া নিয়াছে। দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজিয়া বাহির করা ও তাহাদের পাকড়াও করার ব্যাপারে জনগণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিয়াছে। সান্ধ্য আইনের ব্যাপারে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। ১৩৮ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হইয়াছে। গ্রেফতারে বাধাদান ও সেনাবাহিনীর উপর গুলীবর্ষণ করিলে ৪ জন ভারতীয় চর নিহত হয়।

সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার

পরবর্তী খবরে প্রকাশ, ভোর সাড়ে ৫ টায় আরোপিত সান্ধ্য আইন আজ রাত সাড়ে ৮টায় প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৩৩ গেরিলাদের আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত পাকসৈন্য ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন

ঢাকা, ১৭ই নভেম্বরঃ ঢাকা নগরী দখল নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও পাক দখলদারদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে এক স্থানে জমায়েত হয়ে সম্মিলিতভাবে হানাদারদের ঘাঁটি আক্রমণ করেছে বলে জানা গেছে। এর ফলে বহু পশ্চিমা সৈন্য হতাহত হয়েছে। এর সত্যতা পরোক্ষভাবে ঢাকা বেতার থেকে স্বীকার করা হয়েছে।

গেরিলাদের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাক জঙ্গীশাহীর লেলিয়ে দেওয়া বর্বর সৈন্যরা টিকতে না পেরে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারী করেছে। এ সংবাদ ঢাকা বেতার থেকেও প্রকাশ করা হয়েছে। জানা গেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে টহলরত সৈন্যের উপর বেশ কয়েকবার অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে

বেশ কিছু সৈন্যকে হতাহত করেছে।

ঢাকা শহরে হানাদাররা সাঁজোয়া গাড়ী, ট্যাঙ্ক, দূর পাল্লার কামান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে এবং গেরিলাদের খোঁজার নাম করে জোর করে বাড়ী বাড়ী ঢুকে লুট, ধর্ষণ ও নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের বেতার এই অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে ২৫শে মার্চের সঙ্গে তুলনা করেছে।

সূত্রঃ *বিপ্লবী বাংলাদেশ (বাংলাদেশ)*, ২১ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৩৪ প্রেসনোট : ভবন প্রাঙ্গণে অবিলম্বে পরিখা খনন সমাপ্ত করতে হবে

প্রদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিল্ডিংসমূহের মালিক তথা দখলকারীদের অবিলম্বে পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রেসনোটে সরকার জানান: এটা উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন আগে এক সরকারী প্রেসনোটে প্রদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিভিন্ন সুবিধাজনক জায়গায় পরিখা খননের সরকারী সিদ্ধান্তের বিষয় ঘোষণা করা হয়। সরকারের এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ও অপর কতিপয় শহরে অবশ্য কিছু কিছু পরিখা খনন করা হয়েছে। এসব পরিখা বাজার, পার্ক ও রাস্তার পার্শ্বেই প্রধানতঃ খনন করা হয়েছে। পূর্বের নির্দেশ মোতাবেক পাবলিক ও প্রাইভেট বিল্ডিংসমূহের প্রাঙ্গণে খুবই নগণ্য সংখ্যক পরিখা খনন করা হয়েছে। তাই উপরোক্ত ধরণের বিল্ডিংসমূহের মালিক তথা দখলকারীদের এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাচ্ছে এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এপিপি এ খবর পরিবেশন করে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৩৫ তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে
১৭ই নভেম্বর ঢাকা শহরে আটক ব্যক্তিদের কয়েকজন অপরাধ স্বীকার করেছে

গত ১৭ই নভেম্বর ঢাকা শহরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটক ব্যক্তিদের কয়েকজন স্বীকার করেছে যে তারা শহরে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাচ্ছিল এবং তারা ভারতে ট্রেনিং গ্রহণ করেছে।

গতকাল শুক্রবার এপিপির এই খবরে প্রকাশ, এসব দুষ্কৃতিকারীর কাছে স্টেনগান, গ্রেনেড, লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গেছে।

আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক তৎপরতার সাথে যারা কোন রকমে জড়িত নয়, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে যে নাশকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত এসব ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকেরা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিল। তাছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পানির ট্যাংক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো উড়িয়ে দেবারও পরিকল্পনা ছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে যে জনগণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই সান্ধ্য আইন জারী

করা হয়। শহরের দেশ প্রেমিক জনগণ ও আইন মান্যকারী নাগরিকদের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়েই এদের গ্রেফতার করা হয়।

ঈদের জামায়াতে যাতে কোন রকম অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটতে পারে এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিরা যাতে ঈদের আনন্দ- উৎসবকে নস্যাৎ করতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৩৬ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া

রৌমারী ॥ ২৩শে নভেম্বর: ঢাকা গায়েবী বাণী থেকে প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ আগামীকল্য সন্ধ্যা থেকে ঢাকা শহরে নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এই মহড়ার অন্তরালে চলবে পাক সামরিক জান্তাদের পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের পাঁয়তারা।

সূত্রঃ *অগ্রদূত*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৩৭ সরকারের সিদ্ধান্ত
দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার বা খবরের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে

যে সব অনুগত ব্যক্তি দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতারের মতো নির্ভরযোগ্য খবর দেবে বা নিজেরা দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কাছে পেশ করবে সরকার তাদের যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে গতকাল বুধবার এক প্রেসনোটে জানানো হয়েছে।

এপিপির খবরে প্রকাশ, পুরস্কারের হার নিম্নরূপঃ-

দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার অথবা দুষ্কৃতিকারীদের সাথে সফল মোকাবিলার জন্য খবর দেওয়ার জন্যে ৫০০.০০ টাকা।

ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতারের জন্য ৭৫০.০০ টাকা।

রাইফেল, বোমা বা ডুপ্লিকেটিং মেশিন বা অপরাধ করা যায় এমন অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্য ১০০০.০০ টাকা।

দুষ্কৃতিকারী দলের নেতা গ্রেফতারের জন্য ২০০০.০০ টাকা।

বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার অথবা দুষ্কৃতিকারীদলের নেতা গ্রেফতারের জন্য দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বড় অঙ্কের পুরস্কার দেবার বিষয় বিবেচিত হতে পারে।

জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এক হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার মঞ্জুর করতে পারবেন।

দুষ্কৃতিকারীদের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপ হবে:

তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত সদস্য, তথাকথিত মুক্তি বাহিনী ভর্তিতে সাহায্যকারীরা।

স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের খাদ্য, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী।

স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানকারী।

বিদ্রোহীদের 'ইনফরমার' বা বার্তাবাহক রূপে যারা কাজ করে এবং

তথাকথিত মুক্তিবাহিনী সম্পর্কিত নাশকতামূলক লিফলেট, প্যাম্পপেট, প্রভৃতির লেখক বা প্রকাশক।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭১

৫.১৩৮ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ মহড়া বাতিল

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এক নির্দেশবলে ঘোষিত ঢাকায় এক সপ্তাহব্যাপী নিষ্প্রদীপ মহড়া পালনের নির্দেশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।
এপিপি জেলা প্রশাসক কর্তৃপক্ষের এক হ্যান্ড আউটের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকায় কোন নিষ্প্রদীপ মহড়া হবে না।
এক সপ্তাহব্যাপী নিষ্প্রদীপ মহড়া পালনের পূর্বের ঘোষণা নতুন ঘোষণা বলে বাতিল বলে গণ্য হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৩৯ ঢাকায় আবার কারফিউ

নয়াদিল্লী, ২৪ নভেম্বর (ইউ এন আই): আজ ঢাকা শহরে আবার কারফিউ জারি হয়েছে। চলতি সপ্তাহে ঢাকা শহরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কারফিউ জারি হলো। কারফিউ কতক্ষণ স্থায়ী থাকবে ঘোষণায় সে কথা বলা হয় নি। উল্লেখযোগ্য, গত ১৭ নভেম্বর কার্ফু চলাকালীন সময়ে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকাবাসীদের উপর গণনির্যাতন চালিয়েছিল।

সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা)*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

শবে কদর ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ১০ দিনের ছুটির পর গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খুলিয়াছে।

প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও ঢাকা আসিয়া পৌঁছিতেছেন, তবে বৃহস্পতিবার যথারীতি ক্লাস হইয়াছে কিনা সেই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ অফিসার কিছু বলিতে পারেন নাই।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রাবাস, হাজী মুহসিন হল ও জিন্নাহ হলের জন্য এখন পর্যন্ত কোন সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা না হওয়ায় ছাত্ররা নিরাপত্তা অভাব বোধ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪১ গভর্নরের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

সপ্তাহব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. এ এম মালিক ঢাকা ফিরে এসেছেন।

পশ্চিম পাকিস্তান অবস্থানকালে তিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪২ দুষ্কৃতিকারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না ধরিয়ে দিলে ঘটনার জন্য পিটুনীকর দিতে হবে

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় পিপিআই এর খবরে বলা হয় যে ৬ নম্বর সেক্টরের এসএমএলএ শহরের সবকটি থানার অফিসার ইন চার্জকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা যেন জনসাধারণকে নির্দেশ দেন যে যখন যেখানে বোমা বিস্ফোরণ, গুলিবর্ষণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতি ঘটাবে, ঘটনাস্থল থেকে ৫ শত গজের মধ্যে বসবাসকারী জনগণ ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে ঘটনার জন্য পিটুনীকর দিতে হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪৩ গভর্নরের দেশরক্ষা তহবিল

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর। পাকিস্তানের উপর ভারতের নগ্ন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা: মালিক দেশরক্ষা তহবিল খুলিয়াছেন। জাতির প্রতি তিনি উদারভাবে এই তহবিলে দান করার আহ্বান জানান। তফসিলি ব্যাংকসমূহের সকল শাখার প্রতি গভর্নরের দেশ রক্ষা তহবিলে প্রদত্ত দানসমূহ গ্রহণ করার জন্য বিশেষ একাউন্ট খোলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।-এপিপি।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪৪ ঢাকায় নিষ্প্রদীপ পালন

স্টাফ রিপোর্টার

বিমান হামলাকালে বেসামরিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঢাকার নাগরিক সাধারণ এখন প্রতি রাতে নিষ্প্রদীপ পালন করছে। সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত রাজধানী শহরে কোথাও সামান্যতম আলোর রশ্মি চোখে পড়ছে না। এক কথায় ঢাকা শহর এখন সারারাত ডুবে থাকে এক সূচীভেদ্য অন্ধকারে। বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই এই নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

এই সাফল্যজনক নিষ্প্রদীপের মধ্যেও দুই-একটি ছোটখাটো অসুবিধার জন্যে কয়েকটি এলাকার অধিবাসীদের প্রথম দুদিন যথেষ্ট বিচলিত হবার কারণ ছিল তাদের এলাকার স্ট্রীট লাইট।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ঝিগাতলা এলাকার কথা। শুক্রবার রাতে নিষ্প্রদীপকালে সারা এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন রইলেও ঝিগাতলা এলাকার রাস্তার বাতি গুলিকে জ্বলতে দেখা যায়। শুধু সারারাতই নয় পরদিন সারাদিন এই বাতিগুলি জ্বলতে থাকে এবং সন্ধ্যাকালেও এগুলি জ্বলতে থাকলে এলাকার অধিবাসীরা বিচলিত হয়ে উঠে। যাহোক পরে টেলিফোনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এগুলি নিভিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়।

নিষ্প্রদীপকালে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক সিগনালের আলোগুলি নেভানোরও ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে এইসব ট্রাফিক সিগনালের আশপাশের এলাকার অধিবাসীদেরকেও বিচলিত হতে হয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪৫ দোয়া করার আবেদন

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর। গভর্নর ড. এ.এম. মালিক জাতির প্রতি আগামী ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার যোহরের নামাজের পর ভারতের নির্লজ্জ হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বীর সৈনিকদের সাফল্যের জন্য দোয়া করার আবেদন জানাইয়াছেন- এপিপি।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪৬ ঢাকার ডিসি অফিসে সভা
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা

ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর: আজ ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের অফিসে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ অফিসারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক শ্রম ও সমাজকল্যাণ উজির জনাব এ, এস, এম, সোলায়মান।

ডেপুটি কমিশনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করেন।

ডেপুটি কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে জনগণকে গুজবে কান না দেওয়ার জন্য এবং কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

সভায় যোগদানকারী বিশিষ্ট নাগরিকগণ তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে সতর্ক থাকার এবং কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সহযোগিতাদানের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

এ ব্যাপারে তথ্য ও খোঁজ-খবর কন্ট্রোল রুমে দেওয়া যাইতে পারে। টেলিফোন নম্বর হইল ২৪১২৯০ কিংবা সদর মহকুমা অফিস (দক্ষিণ) অথবা এডিসি (সিটি) ঢাকা।

সভায় খাদ্যদ্রব্য, কেরোসিন তৈলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এবং সরবরাহ ও বিলিব্যবস্থা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ডেপুটি কমিশনার ঘোষণা করেন। তিনি মওজুতদার, মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।- **এপিপি**

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪৭ কতিপয় পাঠ্যপুস্তক ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গণসংযোগ বিভাগের এক হ্যান্ড আউটে বলা হয়: বর্তমান চালু ১ম শ্রেণী হইতে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনার জন্য কিছুদিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান সরকার জনাব এ, এফ, আব্দুল হকের নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে কমিটি উহার রিপোর্ট পেশ করে এবং গত ৮ই নভেম্বর মন্ত্রীপরিষদের এক সভায় রিপোর্ট বিবেচনা করা হয়। কিছু পরিবর্তনের পর রিপোর্ট অনুমেদিত হয়।

এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে কিছুসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হইবে এবং বাদ বাকী বইগুলি ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি তুলিয়া ধরার জন্য ঢালিয়া সাজানো হইবে।

মন্ত্রীপরিষদের সভায় এই মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্য করার পূর্বে সকল পাঠ্যপুস্তক ন্যাশনাল একাডেমী অব পাকিস্তান এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫.১৪৮ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

গতকাল বৃহস্পতিবার এক সরকারী হ্যান্ডআউটে বলা হয়েছে, সরকার পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ সব সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সংশ্লিষ্ট সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

তথ্য সূত্র

১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, সাব্বির আহমদ, "ঢাকায় পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর তৎপরতা" দ্রষ্টব্য মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত)। প্রবন্ধকার বিভিন্নভাবে এই প্রবন্ধ থেকে সহায়তা নিয়েছেন লেখকদ্বয়ের কাছে ঋণী।

২. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, ২০১৬, পৃ. ৩০৯-৩১০ আরো দ্রষ্টব্য *Government of Pakistan White* Paper *on the Crisis in East Pakistan*, Islamabad : Printing Corporation of Pakistan press, 1971

অধ্যায়-৬

ঢাকায় স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা

বিষয়বস্তু পরিচিতি

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ যখন প্রথমে প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং পরে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন দেশের একটি অংশ বাঙালি নিধনে এবং স্বাধীনতার বিরোধী ভূমিকা রাখে। তারা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে এবং পাকিস্তান রক্ষার কার্যক্রমে বিভিন্ন মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। কেউ দলীয় ব্যানারে, কেউ সংগঠনের নামে, কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর সহযোগী হয়। অখণ্ড পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তি, শক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও শাসকদের পক্ষে তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন দেয়। এক্ষেত্রে ঢাকা ছিল স্বাধীনতা-বিরোধীদের প্রধান ক্ষেত্র। ঢাকার নির্দেশ, পরিকল্পনা পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারিত হয়ে একাত্তরে ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংস ও নির্যাতনের নৃশংস অধ্যায় রচনা করে।

২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে স্বাধীনতা-বিরোধী এ অংশ প্রকাশ্যে এর পক্ষে অবস্থান নেয়। পাকিস্তান সরকার তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্বের কারণে সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশে সমস্যা বিবেচনা করে এদেশের 'ইসলাম পছন্দ' ও তাদের প্রতি সহমত পোষণকারী দল, ব্যক্তি, সংগঠন নিয়ে কিছু সহযোগী বাহিনী ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ উদ্দেশ্যে এপ্রিল মাসে শান্তি কমিটি, মে-জুন মাসে রাজাকার বাহিনী, সেপ্টেম্বরে আলবদর ও আলশামস বাহিনী ছাড়াও কিছু ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন অংশ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), নেজামে ইসলামী এবং বিহারি বলে কথিত উর্দুভাষীরা এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান সরকারের গড়ে তোলা এই সহযোগী বাহিনীর সবকটির প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা শহর।[১]

১. শান্তি কমিটি

অপারেশন সার্চলাইটের প্রাথমিক কার্যক্রমের অব্যবহিত পরে ৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে পিডিপির (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি) সভাপতি নূরুল আমীনের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি দল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে শান্তি কমিটি গঠনের সূত্রপাত করে।[২] তারা সামরিক কার্যক্রমকে সমর্থন করেন এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসনকে সহায়তার আশ্বাস দেন। এছাড়া জনগণের মধ্য থেকে ভয় ও আতঙ্ক দূর করার লক্ষ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। টিক্কা খান তাদের সহায়তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে 'দুষ্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের' আশ্রয় না দেওয়া এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন। বৈঠক শেষে নেতৃবৃন্দ বেতার ভাষণের মাধ্যমে সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার অঙ্গীকার

করেন। ৯ এপ্রিল ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়।

স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করলেও কোন্দলের কারণে ১০ এপ্রিল একটি অংশ কমিটি থেকে বেরিয়ে যায়। তারা মৌলভী ফরিদ আহমদকে সভাপতি এবং মওলানা নুরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল' নামে ৯ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে।[৩] ১৩ এপ্রিল শান্তি কমিটি বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে প্রকাশ্যে আসে। ১৪ এপ্রিল নাগরিক শান্তি কমিটির এক বৈঠকে এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' রাখা হয়। এছাড়া কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করার জন্য ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। তৎকালীন ৫ এলিফ্যান্ট লেন, মগবাজারে শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপন করা হয়। এর লিয়াজোঁ অফিস ছিল ঢাকা শহরে শান্তি কমিটির কার্যকলাপের মূল ঘাঁটি। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীনতামনা বাঙালিদের চিহ্নিত করে সেনানিবাসে পাকিস্তান বাহিনীর কাছে তাদের নামের তালিকা পৌঁছে দেওয়া ছিল এ কমিটির মূল কাজ। এসব লিয়াজোঁ অফিস ২৪ ঘণ্টা খোলা রেখে বন্দি বাঙালিদের নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নাখালপাড়া লিয়াজোঁ অফিসের প্রধান ছিল মাহবুবুর রহমান গুরহা। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান জল্লাদ আলবদর বাহিনীর আশরাফুজ্জামান খান এ অফিসে নিয়মিত যাতায়াত করত। শান্তি কমিটি বিভিন্ন মিটিং, মিছিল ও জঙ্গি তৎপরতায় উৎসাহদানের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। খুব দ্রুত কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ, সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটির সদস্যরা ঠাণ্ডামাথায় সুপরিকল্পিতভাবে নৃশংসতম গণহত্যায় নেতৃত্ব দেয়। তারা সরাসরি খুন, নারী নির্যাতন, লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ছাড়াও সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনী গঠন করে। এ বাহিনী নির্বাচন, নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ছিল শান্তি কমিটির হাতে। তারা হত্যার পরে নিহতের সম্পত্তি দখল ও প্রতিহিংসার মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করে। সামরিক সরকারের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে তারা নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে এবং ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে এ ধরনের হত্যা ও নির্যাতনে উৎসাহ প্রদান করেন। ১ আগস্ট ঢাকায় ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সভাপতি মনোনীত করে মুসলিম লীগ নেতা মো. সিরাজুদ্দীনকে। মাহবুবুর রহমান গুরহা সহ-সভাপতি ও মো. মনসুর আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় জামায়াত নেতা এবং কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য গোলাম আযম "ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার" জন্য দেশপ্রেমিক জনগণকে শান্তি কমিটির সঙ্গে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রচেষ্টাস্বরূপ দেখা যায়, ১৫ জুন ১৯৭১ তারিখে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঢাকার ২৫০টি রাস্তা ও গলিপথের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়।

সারণি-২
ঢাকার কয়েকটি রাস্তার পরিবর্তিত নাম

আগের নাম		পরিবর্তিত নাম
১.	শাঁখারীবাজার রোড	টিক্কা খান রোড
২.	মাদারটেক	মাজারটেক
৩.	ইন্দিরা রোড	আনারকলি রোড
৪.	এলিফ্যান্ট রোড	আল আরাবিয়া রোড
৫.	বেইলি রোড	বু' আলী রোড
৬.	রায়েরবাজার	সুলতানগঞ্জ
৭.	বসিলা	ওয়াসিলা

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ জুন ১৯৭১

ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে 'শান্তি স্কোয়াড' নামে একটি গ্রুপ গড়ে তোলা হয়। মাথায় সাদা পট্টি বেঁধে এই স্কোয়াডের সদস্যরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে হত্যাসহ লুটতরাজ এবং অগ্নিসংযোগ করে। শান্তি কমিটির মূল কাজ ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করা। আর এ জন্য তারা স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের হত্যার তালিকা প্রস্তুত করে এবং তাদের হত্যা করার কাজে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তা প্রদান করে। শান্তি কমিটির পরিকল্পনা ও নির্দেশেই রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর তৎপরতা পরিচালিত হয়।[৪]

২. রাজাকার

মুক্তিযুদ্ধের সময় উগ্র ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনী গড়ে ওঠে। জামায়াত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনায় একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন কর্মী নিয়ে সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের চলাচল নির্বিঘ্ন করা, মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধি, অবস্থান, চলাচল ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর নেওয়ার জন্য রাজাকার বাহিনীকে কাজে লাগায়। পরে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সামরিক সরকার তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে।
১৯৭১ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১ বা East Pakistan Razakar Ordinance, 1971 জারি করে এবং ১৯৫৮ সালের আনসার অ্যাক্ট বাতিল করা হয়। সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান ২১ আগস্ট এই অধ্যাদেশ বাতিল করেন। অধ্যাদেশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আনসার বাহিনীকে বিলুপ্ত করে এর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, মূলধন ও দায় এবং রেকর্ডপত্র রাজাকার বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। আনসার বাহিনীর অ্যাডজুটেন্টগণ রাজাকার অ্যাডজুটেন্ট নিযুক্ত হন। আর আনসার বাহিনীর অফিসারবৃন্দ রাজাকার অফিসার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মূলত আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় সরকার নতুন আইন

জারি করে। আইনের আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের সকল সক্ষম ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অস্ত্রে সজ্জিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৫]
রাজাকারদের প্রশিক্ষণ পাকিস্তানি সৈন্যরা তত্ত্বাবধান করত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন মাঠ এবং মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মাঠে উচ্চপদস্থ রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল দেড় থেকে দুই সপ্তাহ। প্রশিক্ষণ শেষে লাইনে দাঁড়ানো রাজাকারদের হাতে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল তুলে দেওয়া হতো। প্রত্যেক ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে লাইনে দাঁড়ানো রাজাকারদের কাছে একজন ধর্মীয় নেতা কোরআন শরিফ নিয়ে যেত এবং তারা এটা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করত।
তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা মোহম্মদ ইউনুস রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। এ এস এম জহুরুল হক ছিল রাজাকার বাহিনীর পরিচালক। সহকারী পরিচালক ছিল এম ই মৃধা (সদর দপ্তর), মফিজ ভূঁইয়া (পশ্চিম রেঞ্জ), এম এ হাসনাত (কেন্দ্রীয় রেঞ্জ)। এছাড়া ঢাকা শহর এডজুটেন্ট ছিল ফরিদ উদ্দিন। এ এস এম জহুরুল হক ঢাকা জেলা কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ঢাকা শহর রাজাকার সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে মো. ইউনুস, মওলানা নুরুজ্জামান, আহম্মেদ শওকত ইমরান, গোলাম সরওয়ার। অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র রাজাকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫ হাজার।
রাজাকার বাহিনী শান্তি কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এ বাহিনীর নেতৃবৃন্দ শান্তি কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করত এবং সভার সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনামা পালন করত। এ বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোক অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘ, অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দল ছাড়াও দাগি আসামি, বেকার যুবক এবং মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারিরা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়।
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে সশস্ত্র রাজাকাররা সৈন্যদের চলাচল অবাধ ও নির্বিঘ্ন করত, সেতু-কালভার্ট, সড়ক-যানবাহন, বিভিন্ন স্থাপনা পাহারার মাধ্যমে রক্ষা করত, গেরিলাদের গতিবিধি, অবস্থান, চলাচল ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করে শান্তি কমিটি ও সৈন্যদের কাছে প্রদান করত। সামরিক জান্তা সরকারের 'কাউন্টারইন্সারজেন্সি' (Counterinsurgenay) বাহিনী হিসেবে রাজাকাররা কাজ করত।
মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার সম্পর্কে ভয়-ভীতি ও মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল প্রবল। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় এরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তাদের নৃশংস অত্যাচার-নির্যাতন, নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশিত হলে তাদের সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

৩. আলবদর

এপ্রিল থেকে কাজ শুরু করলেও এ বাহিনী পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে সেপ্টেম্বর মাসে। মুক্তিকামী বাঙালি বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে এ বাহিনী সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। সরকারি কোনো নির্দেশ বা অধ্যাদেশের মাধ্যম অর্থাৎ আইনগত ভিত্তি ছাড়াই সশস্ত্র এ সংগঠন গড়ে ওঠে। তবে সামরিক সরকারের সহায়তায় তারা সংগঠিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে। গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খানের নোটে আলবদরদের সহায়তার কথা উল্লেখ

রয়েছে। রাজাকার, আলবদর বাহিনী গঠনের পরপরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী ছাত্র সংঘের দখলে চলে যায় এবং এগুলো প্রশিক্ষণ ও নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস' মহা আড়ম্বরে সম্মেলন করে পালন করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংঘ ব্যাপক কর্মসূচি পালন করে। সভাপতির ভাষণে সংগঠনের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "পাকিস্তান কোনো ভূখণ্ডের নাম নয়, একটি আদর্শের নাম। এই ইসলামী আদর্শের প্রেরণাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এবং এই আদর্শই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। ইসলামপ্রিয় ছাত্রসমাজ বেঁচে থাকলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকবে।"[৬] একই মাসের ২৩ তারিখে *দৈনিক সংগ্রামে* তিনি বলেন, পাকিস্তান-বিরোধী ব্যক্তিরা শুধু পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন নয় এর মাধ্যমে ইসলামকে উৎখাত করতে চায়। আলবদর বাহিনী প্রথম জামালপুরে প্রকাশ্যে আসে। ২২ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা জামালপুর দখল করলে তৎকালীন মোমেনশাহী ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী গঠিত হলেও ঢাকায় এ বাহিনী গঠনের পর পাক সামরিক জান্তা এর প্রতি দৃষ্টি দেয়। আলবদররা ছিল মেধাসম্পন্ন সশস্ত্র রাজনৈতিক ক্যাডার। ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দ এ বাহিনী গঠন করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে জামায়াতে ইসলামীর নিয়ন্ত্রণে এ বাহিনী পরিচালিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে অবস্থিত এর হেডকোয়ার্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ঢাকায় আলবদর বাহিনীর থানা ওয়ার্ড এমনকি মহল্লা কমিটিও গঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র সংঘের বাছাই– করা কর্মীরা ছিল এর সদস্য। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রধানত আলবদর বাহিনী দায়ী। তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ সহায়তায় এ ঘৃণ্য কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে।
এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আলবদর বাহিনীর কার্যক্রমকে দুই পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত– এ সময়ে ইসলামী ছাত্র সংঘের একটা অংশকে আলবদরে রূপান্তরিত করা হয়। তারা এ সময়ে ছাত্র সংঘ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মিছিলের মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির চেষ্টা করে। আর মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের এবং সমর্থকদের প্রতি সতর্কবাণী প্রদান করে হুঁশিয়ার করে দেয়। এ সময় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'ভারতীয় চর', 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে আখ্যা দেয়।
দ্বিতীয়ত, অক্টোবর থেকে আলবদর বাহিনীর কার্যক্রম বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এ সময় তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের তাদের প্রতিপক্ষ, 'অভ্যন্তরীণ শত্রু', 'ভারতীয় দালাল' ও 'ব্রাহ্মণ্যবাদের দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ তারা এ সময় সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবর্তে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির বিবেককে হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়নে তৎপর হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এবং অক্টোবরের মধ্যেই নেতৃবৃন্দ এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষত মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর মাধ্যমে আলোচনা চূড়ান্ত করে। বাঙালি দালাল বুদ্ধিজীবীরা এ চক্রান্তে যোগ দেয়। এ সময় টার্গেট বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করা, তাদের পরিপূর্ণ নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা, পাকিস্তান সৈন্যদের সার্বিক সহায়তায় তাদের অপহরণ, বন্দি অবস্থায় নির্যাতন এবং সবশেষে হত্যাকাণ্ড– এ সম্পূর্ণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আলবদর

বাহিনীর সদস্যরা। নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে আলবদর সদস্যদের প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ এবং নির্যাতনের নির্দেশ পৌঁছানো হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বুদ্ধিজীবীদের ঠিকানায় চিঠির মাধ্যমে আলবদর বাহিনীর পরোয়ানা পৌঁছে যায়।
এ পরোয়ানাটি ছিল নিম্নরূপ :

শয়তান নির্মূল অভিযান

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের যেসব পা-চাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের দালাল নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তম আবাসভূমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনোটাই আমাদের অজানা নেই। অবিলম্বে হুশিয়ার হও এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিস্তার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।
শনি
উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো সাইক্লোস্টাইল করা এ চিঠি যে সকল বুদ্ধিজীবীর কাছে পৌঁছেছে তাঁদের প্রায় সকলেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আলবদর বাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অপহরণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর যে সকল বুদ্ধিজীবীর বাসায় যেতে হবে তার পৃথক পৃথক তালিকা ইউনিটগুলোকে দেওয়া হয়।
কারফিউর মধ্যে আলবদর সদস্যরা বুদ্ধিজীবীদের বাসায় বাসায় গিয়ে তাদের এভাবে অপহরণ করে প্রথমে মোহাম্মদপুর শারীরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তথা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বিভিন্ন গ্রুপে তাদের কাকরাইল মসজিদ, ধানমণ্ডি হাইস্কুল, এমএনএ হোস্টেলের নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যায়।
অপহরণের সময় বুদ্ধিজীবীরা যে যে অবস্থায় ছিলেন আলবদররা তাঁকে সে অবস্থায়ই ধরে নিয়ে যায়। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠিয়ে, খাবার টেবিল থেকে, প্রার্থনার জায়গা থেকে, লুঙ্গি-গেঞ্জিসহ যে পোশাক পরেছিলেন সেই পোশাকেই নিয়ে যাওয়া হয়। অপহরণের প্রথমেই গামছা কিংবা পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে প্রত্যেকের হাত পেছন দিকে এবং চোখ শক্ত করে বাঁধা হয়। দিনশেষে সন্ধ্যার দিকে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর এ সকল বুদ্ধিজীবীকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। মধ্যরাতে বাসে তুলে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় রায়েরবাজার বধ্যভূমি, শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি, মিরপুর কবরস্থান, জল্লাদখানাসহ বিভিন্ন অজ্ঞাত স্থানে। পরে তাঁদের হত্যা করা হয়।

৪. আলশামস ও অন্যান্য বাহিনী

আলশামস আলবদরের মতোই একটি ডেথ স্কোয়াড। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ আলবদর বাহিনীতে রূপান্তরিত হলে ধর্মভিত্তিক অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আলশামস বাহিনী গঠন করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংগঠনে মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার আধিক্য ছিল। এ বাহিনীর কার্যক্রমও ছিল আলবদর বাহিনীর অনুরূপ। অনেক ক্ষেত্রে আলবদর ও আলশামসের সদস্যরা একত্রে বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে। এছাড়া এ জঘন্য কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল মুজাহিদ, বিহারিসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ।[৭]

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার সংবাদপত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করত স্বাধীনতাবিরোধীদের খবর। এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* ছিল বেশি তৎপর। ২৫ মার্চ পাকিস্তান বাহিনীর অভিযানের পর এক সপ্তাহ জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপিসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলো অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। এসব দল শুরু থেকেই পাকিস্তানের প্রতি অনুরক্ত ছিল। আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ এবং নিজেদের ভরাডুবি দলগুলোকে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখে। পাকিস্তান সরকার নিজেদের সমর্থন ভারী করার জন্য এসব দলগুলোকে কাছে টানে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয় সরকারের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর যোগাযোগ। গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে পিডিপি প্রধান নুরুল আমিনের নেতৃত্বে ১২ সদস্যবিশিষ্ট দলটি প্রথম সাক্ষাৎ করে। এ দলে পিডিপি ছাড়াও জামায়াত, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ছিলেন। ঢাকায় স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা শিরোনামে প্রথম প্রতিবেদনে ৬ এপ্রিল বৈঠকের ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হয়। যা প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। *দৈনিক সংগ্রাম*, *পূর্বদেশ* পত্রিকায় এ খবরটি গুরুত্বসহ একই দিনে ছাপা হয়। মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের একটি বিবৃতি একই তারিখে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ভারতকে পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার হুমকি দেন। এরপর ধর্মভিত্তিক দলগুলো প্রতিযোগিতা করে টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ অব্যাহত রাখে। বেতার ভাষণ ও পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে। মৌলভী ফরিদ আহমদের বেতার ভাষণ (প্রতিবেদন-৬.৪), হামিদুল হক চৌধুরীর বিবৃতি (প্রতিবেদন-৬.৫), মাহমুদ আলীর বিবৃতি (প্রতিবেদন-৬.৭) , সবুর খানের ভাষণ (প্রতিবেদন-৬.১৮) থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না বাঙালির প্রাণের দাবি স্বাধীনতার বিপরীতে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এরপর ধর্মভিত্তিক দলগুলো ব্যক্তিগতভাবে নয়, দলীয়ভাবে টিক্কা খানের সঙ্গে বৈঠক করে এবং বিবৃতি দেয়। এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সামরিক জান্তার সঙ্গে যোগাযোগের ফসল শান্তি কমিটি গঠন। ১১ এপ্রিল এটি গঠনের সংবাদ ফলাও করে সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন নং ৬.১১, ৬.১২, ৬.১৭)। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠনের পর দেশব্যাপী এপ্রিলেই এর তৎপরতা দেখা দেয়। ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড, থানায় কমিটি গঠনের হিড়িক পড়ে যায়। ঢাকায় শান্তি কমিটি গঠনের সংবাদ বিভিন্ন দলিলে প্রকাশিত হয়। শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের টিক্কা খানের সঙ্গে ১৬ এপ্রিল বৈঠকের সংবাদ *দৈনিক পূর্বদেশ* বিস্তারিত প্রকাশ করে। এই খবরটির গুরুত্ব বিবেচনায় *দৈনিক সংগ্রাম* ও *পূর্বদেশের* সংবাদটি এখানে রাখা হয়েছে (প্রতিবেদন নং-৬.২৭ ও ৬.২৯)। শান্তি কমিটি গঠনের পর এর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পাল্টা সংগঠন 'শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদ' গঠিত হয়। এরপর দুপক্ষই সামরিক জান্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য দল ভারী করে। নেজামে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে এছলাম নেতৃবৃন্দ টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যা ১৯ এপ্রিল *দৈনিক আজাদ* ও *দৈনিক সংগ্রামে* প্রকাশিত হয়। তবে দুটি সংগঠনের মধ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপি, নেজামে ইসলামী যুক্ত থাকায় সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ছিল। গঠনের ১ সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা শহর কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়। ১৯৫৪ সালের পর মুসলিম লীগ রাবার

স্ট্যাম্পসর্বস্ব দল হলেও মুক্তিযুদ্ধকালে আবার তৎপর হয়ে ওঠে। এ দলের খাজা খয়ের, কাজী কাদের, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবুল কাসিম ব্যাপকভাবে জনসংযোগ করেন। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন খাজা খয়েরউদ্দিন। এপ্রিলের মধ্যে ঢাকার সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটির সাব-কমিটির বিভিন্ন সভার খবর *দৈনিক আজাদে* ২২ এপ্রিল এবং *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকায় ২৬, ২৭ এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

এপ্রিলের ধারাবাহিকতায় মে মাসেও স্বাধীনতাবিরোধীরা তৎপর থাকে। মে মাসে যে সকল স্থানে শান্তি কমিটি গঠিত হয়নি সেখানেও শান্তি কমিটি গঠিত হয় (প্রতিবেদন নং-৬.৬৬, ৬.৬৭ ও ৬.৬৯)। ঢাকায় রাজাকার বাহিনীর তৎপরতা প্রশিক্ষণ নিয়ে বেশ কিছু প্রতিবেদন রয়েছে। গোলাম আযমের বেশ কয়েকটি বক্তৃতাও রয়েছে। রয়েছে ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামীর বক্তৃতা। মতিউর রহমান নিজামীর বক্তৃতার শিরোনাম 'পাকিস্তান কোন ভূখণ্ডের নাম নয়-একটি আদর্শের নাম' *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ আগস্ট ১৯৭১। জামায়াতের চেয়ে ইসলামী ছাত্র সংঘ বেশি তৎপর হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত সংগঠনটির এক সমাবেশের সংবাদের শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার আহ্বান' *দৈনিক সংগ্রাম* ১৬ আগস্ট ১৯৭১, প্রতিবেদন নং ৬.৮৭।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর গণহত্যার প্রতিবাদে পদত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে সামরিক জান্তার মনোনীত উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন পাকিস্তান রক্ষায় যোগ দেন। সংবর্ধনা সভা ও নাইজেরিয়ার হাইকমিশনারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের সংবাদ *দৈনিক আজাদের* ২৫ ও ২৭ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন নং ৬.৯১, ৬.৯২)।

মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারের সময় গোলাম আযম রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা বারবার অস্বীকার করেন। অথচ জামায়াতের মুখপত্র *সংগ্রামে* তার ভাষণের বহু প্রতিবেদন রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ *সংগ্রামে* প্রকাশিত হয় 'রেজাকার শিবিরে অধ্যাপক গোলাম আযম-সত্যিকার মুসলমানরাই পাকিস্তানের প্রকৃত সম্পদ' শিরোনামে প্রতিবেদন (প্রতিবেদন নং ৬.৯৬) পরদিন একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার অন্য বক্তৃতা যার শিরোনাম ছিল 'কালেমার ঝান্ডা উঁচু রাখার জন্য রেজাকারদের কাজ করে যেতে হবে।' মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস সবচেয়ে বেশি বক্তৃতা ও সমাবেশ করেন গোলাম আযম। ১৭ অক্টোবর *দৈনিক সংগ্রামে* প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম থেকে মুক্তিযুদ্ধে তার দলের অবস্থানও জানা যায়। শিরোনাম ছিল 'বাঙালি মুসলমানদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে হলে পাকিস্তানের সংহতি অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে'। জামায়াতের দলীয় অবস্থান বোঝা যায় ১৪ নভেম্বর দলের প্রেস রিলিজ থেকে। সেদিন ঢাকা শহর জামায়াতের সভায় জেহাদের জন্য তৈরি থাকার আহ্বান জানানো হয়। ২৪ নভেম্বর জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলীর যৌথ বিবৃতি *দৈনিক আজাদ*-এ প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন ৬.১১১, ৬.১১২)। এই সংগঠনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আলবদর বাহিনী। বদর বাহিনীর তৎপরতার কয়েকটি প্রতিবেদনও এ অধ্যায়ে রয়েছে। ডিসেম্বরে পাক বাহিনী পরাজিত হতে থাকলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো আরো তৎপর হয়ে

ওঠে। ৭ ডিসেম্বর তারা ১৭ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা করে। পিডিপি, জামায়াত, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, ওলামারা এতে যোগ দেন। এ সম্পর্কিত খবর ৮ ডিসেম্বর *আজাদ* থেকে জানা যায় (প্রতিবেদন নং-৬.১১৯)।

৪ ডিসেম্বর কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউট ঘোষণা করা হয়। আর এর মধ্যেই আলবদর বাহিনী গণসংযোগ শুরু করে। তারা ব্যানার লাগানো জিপে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং 'ব্রাক্ষণ্যবাদের দালালেরা হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার', 'ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান' প্রভৃতি স্লোগান দেয় এবং নবাবপুর, সদরঘাট, চকবাজার, নাজিরাবাজার, বংশাল, নিউমার্কেট, সেকেন্ড ক্যাপিটাল, মোহাম্মদপুর এলাকায় পথসভা করে এবং মহড়া দেয়। ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করা শুরু করে ১০ ডিসেম্বর থেকে।

৬.১. লে. জেনারেল টিক্কা খানের সহিত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার

'গত রবিবার অপরাহ্ণে জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট নেতার সমন্বয়ে গঠিত এক প্রতিনিধিদল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে।

জনাব নুরুল আমিন ছাড়াও খাজা খয়ের উদ্দিন, জনাব গোলাম আজম, জনাব শফিকুল ইসলাম, মাওলানা নুরুজ্জামান ও মওলবী ফরিদ আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই প্রতিনিধি দলে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নেতৃবৃন্দ প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা এবং জনগণের মন হইতে অহেতুক ও ভিত্তিহীন শঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠন করার জন্য সামরিক আইন প্রশাসকের নিকট প্রস্তাবদান করেন। প্রদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে সামরিক বাহিনী প্রশাসককে পূর্ণ সহযোগিতাদানেরও তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের এবং ভারতের বিদ্বেষপূর্ণ ও ভিত্তিহীন প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

প্রতিনিধি দলের সহযোগিতার আশ্বাসদানের জন্য সামরিক আইন প্রশাসক তাঁহাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রতিনিধি দলকে সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক তাঁহাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রতিনিধি দলকে সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেন। সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অচলাবস্থার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই কঠোরভাবে কাজ করিতে হইবে।

সাম্প্রতিক 'অসহযোগ আন্দোলনে' বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের কথা উল্লেখ করিয়া সামরিক আইন প্রশাসক বলেন যে, তাঁহারা যে চাপে পড়িয়াই এ কাজ করিয়াছেন, উহা তিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। যাহারা এখনও কাজে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাহাদের অবিলম্বে যোগদানের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনকি এই সব কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময়েরও বেতন দানের জন্য তিনি ইতিপূর্বেই নির্দেশ দিয়াছেন।

রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপের ফলে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এইসব ত্বরান্বিত মানসিক কার্যে সরকারেরও সর্বপ্রকারের সম্ভাব্য সাহায্যের তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। প্রদেশে কোনও খাদ্য ঘাটতি নাই বলিয়া জেনারেল টিক্কা খান প্রতিনিধি দলকে জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ার

উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, দুষ্কৃতিকারীরা খাদ্যশস্য প্রেরণে বাধা দিলে কোনও কোনও এলাকা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে পারে বলিয়া তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

এ ধরনের দুষ্কৃতিকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজবিরোধীদের আশ্রয় না দেওয়ার এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট ইহাদের সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়ার কথা পুনরুল্লেখ করেন। তিনি শান্তিপ্রিয় জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতির পুনরুল্লেখ করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২ ভারতীয় প্রচারণার বিরুদ্ধে নুরুল আমীনের হুঁশিয়ারি
"সার্বভৌমত্বের ওপর অন্য দেশের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না"

ঢাকা, ৫ই এপ্রিল-পিডিপি প্রধান ও জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব নুরুল আমীন আজ এক বেতার ভাষণে বলেন, "ভারতীয় সংসদে প্রস্তাব গ্রহণের পর সশস্ত্র ভারতীয় নাগরিকদের পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করিয়ে প্রকাশ্যভাবে আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ উস্কিয়ে দেয়ার খবর আবার প্রমাণ করেছে যে, ভারত অন্য দেশের স্বাধীনতার প্রতি সামান্যই সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হোক বা না হোক, ভারত অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আদৌ দ্বিধাবোধ করে না। পাকিস্তান সরকার ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং আমিও এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ভারত সকল আন্তর্জাতিক রীতিনীতি খেলাপের চরম নজীর স্থাপন করেছে। ভারতের এই সরাসরি হস্তক্ষেপ ও ন্যক্কারজনক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সকল নাগরিক দ্বিধাহীনচিত্তে বলতে চাই যে, আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর অন্য দেশের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে আমরা প্রস্তুত নই। এছাড়া ভারতের সকল প্রচারযন্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিদ্বেষপূর্ণ অপপ্রচার চালিয়ে নিরীহ ও সরল নাগরিকদের উত্তেজিত করে তুলছে এবং তাদের একটি মারাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে চলছে। ভারত উপমহাদেশকে ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা সুখী ও সৎ প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানকে সুনজরে দেখতে পারেনি। ভারত সর্বদা যে কোনও উপায়ে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলোপ করে দেয়ার চেষ্টা করে এসেছে এবং তার সে চেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই ধরনের নীতির যে মারাত্মক পরিণতি আসতে পারে সে সম্পর্কে আমরা ভারতকে স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই এবং এই ধরনের কার্য থেকে তাকে নিবৃত্ত থাকতে আহ্বান জানাই। তাহলে উভয় রাষ্ট্রই পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থান করে আসতে পারবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩ হস্তক্ষেপ নিন্দাঃ ভারতের প্রতি খান সবুরের হুঁশিয়ারি

খান এ সবুর বিবৃতিতে বলেন, এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে শেখ মুজিব ও তাঁর বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৬-দফা পূর্ব পাকিস্তানের সরলপ্রাণ জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তা হলে ভারতীয় অর্থ ও উৎসাহে পরিচালিত ভোটহীন একদল জঙ্গী তরুণের সহায়তায় এবং পথনির্দেশের জন্য সর্বদাই যারা সীমান্তের অপর পারে তাকিয়ে থাকে প্রধানতঃ তাদের উপর নির্ভর করে এবং ফ্যাসিস্ট পন্থা অনুসরণ করে নির্বাচনী

প্রহসনে জিতে পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড করার একটা সূক্ষ্ম পন্থা মাত্র।

সিবিএস-এর (যুক্তরাষ্ট্র) মন্তব্যকার নয়াদিল্লী থেকে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে নির্ভুলভাবে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের নেতা ও তাঁর দলকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে আসছে। ভারতের তৈরী মারাত্মক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ও জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীসহ ভারতীয় নেতাদের মন ও মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু উন্মত্ততা ও হতাশা ভারতীয় নেতাদের পরিমিতিবোধকে যতই আচ্ছন্ন করুক তাদের পাকিস্তানের একেবারেই অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের প্রাথমিক নিয়ম-কানুন ভুলে যাওয়া উচিত নয়। পাকিস্তানের স্বাভাবিক সওদাগরী কার্যক্রম এবং সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ ভারত ও পাকিস্তানের তিক্ত সম্পর্ককে এক নতুন ইন্ধন যোগানোর নামান্তর এবং ভারতের স্মরণ রাখা উচিত যে এই ধরনের উস্কানিমূলক কার্যক্রম একটা প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে এবং তার পরিণতির জন্য তাকেই দায়ী হতে হবে।

মিথ্যা বার বার উচ্চারণ করলে তা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়। ভারতীয় বেতার ও সংবাদপত্রগুলো গোয়েবলসের এই তত্ত্বকেও ম্লান করে দিয়েছে। তারা দৈনিক নির্লজ্জ মিথ্যা কথা প্রচার করে প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের সমাধি রচনা করেছে। তথাকথিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন, জেনারেল টিক্কা খানের মৃত্যু ও মুজিবুর রহমানের অনুগামীদের কাল্পনিক প্রতিরোধ স্বকপোলকল্পিত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে অল ইন্ডিয়া রেডিও বা আকাশবাণী কলকাতার মিথ্যা প্রচারে কর্ণপাত না করার আবেদন জানাচ্ছি। অন্যদিকে দেশে যথাশীঘ্র স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার আবেদন জানাচ্ছি। কারণ বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ প্রায় একমাস দেশে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল তার ফলে সৃষ্ট বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪ মওলবী ফরিদ আহমদের বেতার ভাষণ
"ভারতের প্রতি তীব্র সমালোচনা"

আমাদের প্রিয় দেশ, বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চলকে ধ্বংস করিয়া ভারতের সংযুক্ত ভারত প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ স্বপ্নকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদিগকে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাসে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্র আজ ধীমান জনগণের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা না হইলেও প্রথম হইতেই অল ইন্ডিয়া রেডিও হইতেই বলা হয় যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হইয়াছে এবং মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে ও দেশের বহু অংশে তাহারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

গোড়ার দিকে দুই তিনদিন প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় কোনো প্রকার গণ্ডগোল দেখা যায় নাই। কিন্তু জনগণকে অস্ত্র ধারণের জন্য এই সমস্ত উৎসাহ ও উস্কানী এবং প্রথমে ইচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পাঞ্জাবী ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রিয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণার

ভাব সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের হাজার হাজার সেনাও যে অন্যান্যদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে, এই প্রচারণায় তাহারা সেই বিষয়টিকেই উপেক্ষা করিয়া গিয়াছে।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও ঢাকার পতন, জেনারেল টিক্কা খানকে হত্যা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পরিবেষ্টিত, ঢাকা বিমান বন্দর দখল, শহর নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রভৃতি ভারতীয় প্রচারণার মূল্যায়ন করিতে পারিবে। জনগণের একটি অংশ যদি আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আর কোনও নয়া সমস্যা সৃষ্টিতে উৎসাহিত না হইত তাহা হইলে শক্তি প্রয়োগের এক্ষেত্রে যে সামান্য পরিমাণ শক্তি প্রয়োগের বেদনাদায়ক প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন হইতো না। অসহায় পূর্ব পাকিস্তানি ভাইদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিয়া ভারত দুর্দশা বৃদ্ধিই করিয়াছে মাত্র। ইন্দিরা গান্ধী এবং তাহার সহযোগীগণই পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না।"

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৫ হামিদুল হক চৌধুরীর বিবৃতি
"পূর্ব পাকিস্তান দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে চাহে না"

ঢাকা, ৬ এপ্রিল। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র উজির এবং বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত এক বিবৃতিদান করিয়াছেন:

তিনি এই বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানিগণ আর যাহা দাবি করুক না কেন, তাহারা অবশ্যই দেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করিতে চাহে নাই এবং তাহা সম্প্রসারণবাদী সুবিধার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্বভৌম দেশ হিসেবে পাকিস্তানকে ধ্বংস করা চায় নাই। এই উদ্দেশ্য সাধন এবং বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বোমাবর্ষণের দ্বারা নগরসমূহ ধ্বংস এবং হাজার হাজার মানুষ হত্যার ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানো হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে, আকাশবাণীর খবর পরিবেশনের অর্ধেক সময়ই এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইতেছে, কিন্তু কতক্ষণ এই মিথ্যা প্রচারণা টিকাইয়া রাখা যাইবে বলিয়া জনাব চৌধুরী প্রশ্ন করেন।

পূর্ব পাকিস্তানিগণ যাহা চাহে তাহা মাত্র ১২০ দিন পূর্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে প্রাপ্তবয়স্ক পূর্ব পাকিস্তানিগণ একক জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটদান করিয়াছিল। তাহারা সমগ্র দেশের একক জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে বসা, একক দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং তাহার পর ৫টি প্রদেশের ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি সরকার গঠনের উদ্দেশ্যেই তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সুতরাং এমতাবস্থায় হিন্দুস্থান প্রচারবিদগণ কি করিয়া দাবি করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে? তিনি হিন্দুস্থানী কর্তৃপক্ষের প্রতি এই মর্মে প্রশ্ন করেন যে, তাহারা উক্ত ভিত্তিহীন মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া কি করিয়া বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য প্রদান শুরু করিয়াছেন। অনুরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদী লোকদের সন্ধান পাকিস্তান অপেক্ষা হিন্দুস্থানেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটা অবনতি ঘটে যে তথায় জীবনহানীও ঘটিতে থাকে।

হিন্দুস্থান উপমহাদেশের শান্তির স্বার্থে এবং উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে অনুরূপ আক্রমণাত্মক মনোভাব ত্যাগ করিবে বলিয়া জনাব চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন। পূর্ব

পাকিস্তানের সত্যিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে হিন্দুস্থানের যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহা অনায়াসেই আবাসিক এলাকাসমূহে নিরাপদে অবস্থানকারী হিন্দুস্থানী কূটনীতিবিদদের নিকট হইতে তথ্যলাভ করিতে পারে, যদিও উক্ত এলাকাসমূহ ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আকাশবাণী ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়েছিল।

মার্চ মাসে ৩ সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ হরতালের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় উহাকে পুনরায় স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরাইয়া আনার জন্য দ্বিগুণ শক্তিতে আত্মনিয়োগ করা সকল শ্রেণীর জনগণের দায়িত্ব বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

"যে কোনো সরকারের নিকট হইতে যে কোনো নাগরিক তাহার জানমাল ও পেশার নিরাপত্তা লাভের আশা করিতে পারে। যত শীঘ্র সম্ভব দেশে জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিবৃতির প্রতি মোবারকবাদ জানাই।"

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৬ মাহমুদ আলী'র বিবৃতি
"সশস্ত্র বাহিনী দেশপ্রেমিকদের সার্বিক সহযোগিতা দাবি রাখে"

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদ আলী গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এক বিবৃতি প্রদান করেন। পরামর্শ না করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাড়াহুড়া করে অতি উৎসাহবলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে পার্লামেন্টে প্রস্তাব পেশ করায় ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আপত্তি জানিয়েছেন এবং তার এই আপত্তি খুব সঠিক। ভারতীয় লোকসভা প্রস্তাবটি গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক নীতিকে পদদলিত করেছে। মি. করুণানিধির কণ্ঠ তাই ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বাধীনতা গ্রাস করার বৃহৎ জাতিগুলোর ফ্যাসিবাদী মতলবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভারত যা করেছে তাতে অন্যান্য এশীয় দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টের সর্বসম্মত প্রস্তাবের পর পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র ভারতীয় লোকদের অনুপ্রবেশ আমাদের দেশের পূর্ব অঞ্চলের লোকদের জন্য অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে এনেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়েছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, মানুষের জানমাল বিপন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অন্যথায় তাদের উপর এ বিপদ আসতো না। এর ফলে, পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ভারতীয় সহযোগীরা আমাদের জনগণের জীবনে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করেছিল-আজাদি লাভের পরবর্তী ২৩ বছরে আমরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ একযোগে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ভারতীয় সহযোগী হিন্দু জমিদার, মহাজন এবং আমলারা আমাদের জনগণের যে দুর্ভোগ ও দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল আমরা পূর্ব ও পশ্চিম, পাকিস্তানের জনগণ একযোগে সেটা মোচনের জন্য ২৩ বছর ধরে সংগ্রাম করেছি। যখন পাকিস্তানের মানুষ নতুন করে গণতন্ত্রের ও প্রগতির থেকে যাত্রা শুরু করেছে তখনই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর একটি সশস্ত্র হস্তক্ষেপ চালিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি সে করেছিল আমাদের দেশেই ১৯৬৫ সালে এবং আরও আগে ১৯৪৮ সালে।

ব্রাহ্মণবাদী হিন্দু সমাজের অত্যাচার, অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণতা এবং শোষণের মধ্য থেকেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বের ২৩ বছরে ভারত সব সময় একই শত্রুতার মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান জয়ী হয়ে বের হয়ে এসেছে।

নিঃসন্দেহে ভারতের সর্বশেষ উদ্যোগটাও পাকিস্তান ধ্বংসের প্রয়াসে বার বার ব্যর্থ হতাশাগ্রস্তের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাণান্তর চেষ্টা। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমাদের জনগণ এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্মিলিত শক্তির হাতে পরাজয়ের গ্লানি ভারত ভুলতে পারেনি। তাই সে এখন আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মতভেদের সুযোগ নিয়ে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে যে উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি–সেই লক্ষ্য হাসিল করতে চাচ্ছে। সশস্ত্র তৎপরতাকে উৎসাহদান এবং সাহায্য করা ছাড়াও ভারত তার রেডিওসহ সমস্ত প্রচার মাধ্যমকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদগারের এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্লজ্জ মিথ্যা বানোয়াট বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কাজে নিয়োজিত করেছে।

সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের এবং সহযোগীদের প্রতিরোধ করা এবং তাদের একটি চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী মাঠে নেমেছে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী সকল দেশপ্রেমিক মানুষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার দাবী রাখে। এই সমর্থন যত বেশি হবে তত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, দেশের এই অংশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক তৎপরতা শুরুও সহজ হবে।

আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে আমাদের জনসাধারণ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং জাতির আহ্বানে সাড়া দিবেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৭ সামরিক আইন প্রশাসকের সাথে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা
"প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার কাজে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস"

'গতকাল মঙ্গলবার পূর্ব পাকিস্তানের আরও রাজনৈতিক নেতা 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রদেশে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এক সরকারী হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, সাবেক পররাষ্ট্র উজির জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম, জমিয়তে উলামায়ে এছলামের প্রাদেশিক শাখার সভাপতি পীর মোহসীন উদ্দিন আহমদ ও স্থানীয় বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট জনাব এ. কে. সাদী পৃথকভাবে জেনারেল টিক্কা খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

হ্যান্ড আউটে বলা হয় যে, নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাহারা বলেন যে, প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ভারতের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করিবে। সামরিক আইন প্রশাসক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, কর্তৃপক্ষ শান্তিকামী নাগরিকদের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান অব্যাহত রাখিবে বলিয়া হ্যান্ড আউটে বলা হয়। সামরিক আইন প্রশাসক গত মাসের কর্মতৎপরতার অভাবে প্রদেশের ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থনৈতিক তৎপরতা পূর্ণোদ্যমে চালনার প্রয়োজনীয়তার কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।'

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৮ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আরেকটি পদক্ষেপ
ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ

পাকিস্তান কাউন্সিল লীগের এগারো জন নেতা গত সোমবার সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারত পাকিস্তানের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে আসছে। এর বিশেষ কারণ এই যে, ভারতের অঞ্চল থেকেই দুটো অঞ্চলকে আলাদা করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ভারত মানসিক দিক থেকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, ভারত বিভাগ বাতিল করার জন্য ভারত প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। এমনকি ভারত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের উপর সশস্ত্র হামলাও করেছিল। কিন্তু বীর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ এই জঘন্য প্রয়াসকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাদের জনসাধারণ কখনোই ভুলবে না যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে ভারতীয় মুসলমানদের এই বাসভূমি অর্জিত হয়েছে। কোনো গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এ আত্মত্যাগ করা হয়নি– হয়েছিল ইসলামীক সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শ ভিত্তিক জীবনযাত্রা বাস্তবায়নের জন্য।

পাকিস্তান এখন বিভক্ত হয়েছে বলে ভারতীয় নেতারা যে অভিমত পোষণ করেছেন তা পুরোপুরি ভুল। সমগ্র জনসাধারণ দেশের সংহতি রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং তা জনসাধারণকে দেশের সংহতি ও আদর্শ থেকে কখনোই বিরত করবে না।

ভারতীয় পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আর একটি পদক্ষেপ ছাড়া কিছুই নয়। ভারত তাই তার বেতার মারফত মিথ্যা ও অন্যায় প্রতারণা দ্বারা বিশ্বের জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের জনসাধারণ এই ভিত্তিহীন প্রচারণায় কান দেবেন না।

ভারত আমাদের এই প্রিয় দেশ দখল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাচ্ছে।

আমরা দৃঢ় কণ্ঠে ভারতের এই দুরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রমের নিন্দা করছি। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শত্রুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন (১) পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহসভাপতি এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, (২) পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম (৩) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন, (৪) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হক খান (এডভোকেট), (৫) পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আতাউল হক (এডভোকেট), (৬) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নুরুল হক মজুমদার (এডভোকেট), (৭) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সেরাজুদ্দিন, (৮) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম মুজিবুল হক, (৯) ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নেজামুদ্দিন, (১১) ঢাকা শহর মুসলিম লীগের সম্পাদক এ মতিন (এডভোকেট)।

***সূত্র:** দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১

৬.৯ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতি
"পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না।"

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে প্রতিটি পাকিস্তানির আত্মসম্মানের পরিমাণ যাই হোক না কেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপকে তারা অবশ্যই কঠোর ভাষায় নিন্দা করবে। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দ গতকাল বুধবার ঢাকায় প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে একথা বলেন।

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক জনাব নুরুজ্জামান এবং ঢাকা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সারোয়ার যুক্ত বিবৃতিতে আরও বলেন, পূর্ব পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না। তারা বলেন, পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারত কখনো কোনও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অথবা নীতিবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি।

তাছাড়াও পাকিস্তান, কাশ্মীর এবং ভারতীয় মুসলমানদের বিষয়ে ভারত সব সময় তার নিজস্ব আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। ভারতীয় পার্লামেন্ট সম্পতি সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ২৩ বছরে ফারাক্কা বাঁধ, সকল সীমান্ত এলাকার ক্রমাগত গোলযোগ, বলপূর্বক লক্ষ্মীপুর দখল, বেরুবাড়ী প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা এবং আসাম, ত্রিপুরা ও বত্রিগাছ ছিটমহল থেকে বাঙালী মুসলমান বিতাড়ণের ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের হেয়ালীপূর্ণ বন্ধুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের তথাকথিত সহানুভূতির মধ্যে ব্রাহ্মণ সাম্রাজ্যবাদের দুরভিসন্ধির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বলে তারা জানান।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মরণ রাখা উচিত, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা ভারতকে তাদের প্রধান শত্রু মনে করে এবং তারা ভারতের শিকারে পরিণত হতে আদৌ প্রস্তুত নয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের জানা উচিত যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের শত্রুর কাছ থেকে সহানুভূতি কামনা করে না। জনগণ তাদের অধিকার চায় এবং কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে সেটা হলো সম্পূর্ণরূপে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, অসৎ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দুরভিসন্ধি বর্তমানে ফাঁস হয়ে গেছে। তারা নিশ্চিত করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা কখনো হিন্দু ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। ভারতীয়রা কি মনে করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে, তারা ভারতকে তাদের বন্ধু ভাবে?

কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারদান এবং ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের পূর্বে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিসুলভ একটি শব্দ উচ্চারণ করার ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অবশ্যই লজ্জিত হওয়া উচিত। তারা বলেন, পাকিস্তানের মাটিতে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভারত বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেমের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে।

ভারতীয়দের জানা উচিত, এদেশের জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কখনো ত্রাণকর্তা হিসেবে মনে করেন না। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কোনও

স্থানে দেখামাত্র খতম করে দেবে বলে তারা দৃঢ় আস্থা পোষণ করেন

মুসলিম লীগ

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ. এন. এম ইউসুফ পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় অনুপ্রবেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্তিত্বহীন তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে কোলকাতায় তথাকথিত বিক্ষোভের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

গতকাল বুধবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব ইউসুফ বলেন যে, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত নাক গলাচ্ছে এবং পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় জনগণকে অশান্তির মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য ভারত লোক, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করছে। তাছাড়া ভারতীয় বেতার ডাহা মিথ্যা ভিত্তিহীন প্রচারণার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

মুসলিম লীগ নেতা ভারতকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, '৬৫-এর সেপ্টেম্বর যুদ্ধকালে জনগণের ঐক্যের কথা ভারতের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতের 'অখণ্ড ভারত' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় হামলাকে পাকিস্তানের বিশেষত এর পূর্বাঞ্চলের জনগণ কখনোই বরদাশত করবে না। পরিশেষে মুসলিম লীগ নেতা পাকিস্তানের পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য ভারতীয় কার্যক্রমের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

পীর মোহসেনুদ্দীন

পূর্ব পাকিস্তান জামিয়তে ওলামায়ে ইসলামের (হাজারদী গ্রুপ) সভাপতি পীর মোহসেনুদ্দীন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য দুষ্কৃতিকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পীর সাহেব বলেন যে, গত কয়েকদিন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে ভারতীয় বেতারের কাল্পনিক ও নির্লজ্জ ডাহা মিথ্যা প্রচারণা এবং ভারতের স্বাধীনতা পূর্ব-কালের মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটিয়েছে। তিনি বলেন, এই ভারতীয় কার্যক্রম আমাদের প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন ব্রিটিশ রাজ্যের ছত্রছায়ায় ভারতীয় হিন্দুরা মুসলমানদের সকল অধিকার হরণ করে তাদের মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করেছিল। এই নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্যেই মুসলমানরা পাকিস্তান চেয়েছিল।

পীর সাহেব বলেন, স্বাধীনতার পরও ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বার বার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে সেই একই ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তিনি ভারতকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনো ভারতীয় ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হবে না। বরং তারা ভারতীয় ষড়যন্ত্র বানচাল করে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে সবকিছু বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। তিনি বলেন, বর্তমানে সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জানমালের হেফাজতের জন্যে ব্যস্ত রয়েছে। সেনাবাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষায়ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি এই কাজে সেনাবাহিনীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

মওলানা নূরুজ্জামান

পাকিস্তান ইসলামীক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নূরুজ্জামান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ভারতের নয়া তৎপরতার কঠোর নিন্দা করেছেন এবং ভারতকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাতের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যে কোনও হামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীরা একটি সুদৃঢ় দেয়ালের মতো দাঁড়াবে। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, তারা পৃথক ও স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দেয়নি। তিনি বলেন, পাকিস্তান অর্জনকারী মুসলমানরা জানে কিভাবে তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে।

দেওয়ান বেরাসত

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে মোহজেরিনের সভাপতি দেওয়ান বেরাসত হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য লক্ষ লক্ষ মুহাজির কোনও ত্যাগকেই অতিরিক্ত মনে করবে না। বিবৃতিতে তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপেরও কঠোর নিন্দা করেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১০ ঢাকা জেলা বারের ৫০ জন সদস্যের বিবৃতি

"পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের নিন্দা"

'ঢাকা জেলা বার সমিতির ৫০ জন এডভোকেট এখানে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র বিদ্রোহী প্রেরণের মাধ্যমে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র ব্যক্তি প্রেরণ করিয়া ভারত কেবল সকল আন্তর্জাতিক দায়িত্বই ভঙ্গ করে নাই পক্ষান্তরে পাকিস্তানকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহারা স্বরূপেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, ভারতের বর্তমান আচরণে ভারতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার ব্যাপারে সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চক্ষু উন্মোচিত হওয়া উচিত। ভারতকে উহার হীন চক্রান্ত হইতে বিরত করার জন্য বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতাকামী লোকদের আগাইয়া আসা উচিত।

উপরি-উক্ত এডভোকেটগণ অনুপ্রবেশকারীদের এবং পঞ্চম বাহিনীর লোকজনদের প্রতিরোধ করার জন্য দেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তাহারা দেশের সংহতি বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা হাইকোর্টের অপর ৩৯ জন এডভোকেট ইতিমধ্যেই ভারতীয় কার্যকলাপ নিন্দা করিয়া বিবৃতিদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীগণ হইতেছে জনাব আবদুল মতিন, জনাব মোহাম্মদ আদ্রিস, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জালালুদ্দিন আহমদ, কে, এ, এম তওফিকুল ইসলাম, লস্কর ফকরউদ্দিন আহমদ, এম, ইকবাল আহমদ, মোহাম্মদ আতাউল হক, সৈয়দ সহিদুল হক, কলিমুদ্দিন আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, এ. কিউ.এম শফিকুল ইসলাম এবং জনাব মেসবাহ উদ্দিন।

খেলাফতে রাব্বানী পার্টি

খেলাফতে রাব্বানী পার্টির চেয়ারম্যান জনাব এম এ এম মোফাখখার পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়া বলেন যে, ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে উস্কানী দান করিতেছে। তিনি এই ধরনের কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য ভারতের

প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা রোধের জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পূর্ব পাকিস্তানে যাহা ঘটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বিশ্বের সকল দেশ এমনকি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলও প্রকাশ্যভাবে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ১০ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১১ ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি

নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত শুক্রবার ঢাকায় খাজা খায়ের উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এপিপির খবরে প্রকাশ, কমিটি মঙ্গলবার জোহর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত এক মিছিল বের করবে। কমিটি এক কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। ৯ই এপ্রিল ঢাকায় প্রতিনিধিত্বশীল নাগরিকদের এক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি খাজা খায়েরউদ্দিনকে আহবায়ক মনোনীত করেছেন।

কমিটিতে মোট ১৪০ জন সদস্য রয়েছেন। এই কমিটির বৃহত্তর ঢাকার ইউনিয়ন ও মহল্লা পর্যায়ে অনুরূপ কমিটি গঠনের ক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় এগুলো কাজ করবে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুতস্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কমিটি সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কমিটিতে অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন: এ কিউ এম শফিউল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল জব্বার খদ্দর, মাহমুদ আলী, এম এ কে রফিকুল হোসেন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবুল কাসেম, এম ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, সৈয়দ আজিজুল হক, এ এস এম সোলায়মান, পীর মোহসেনউদ্দিন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর আফসারউদ্দিন, সৈয়দ মোহসিন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ সিরাজউদ্দিন, এডভোকেট এ টি সাদী, এডভোকেট আতাউল হক খান, মকবুলুর রহমান, আলহাজ মোহাম্মদ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, ইয়ং পাকিস্তান সম্পাদক নুরুজ্জামান, মওলানা মিয়া মফিজুল হক, এডভোকেট আবু মালেক, এডভোকেট আবদুল নায়েম ও অন্যান্যরা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের ব্যাপারে হিন্দুস্তানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সভা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছে। এই বিপজ্জনক খেলা যা মহাযুদ্ধের পথে এগুতে পারে লিপ্ত না হওয়ার জন্য এই সভা ভারতীয় নেতাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে।

এই সভা মনে করে যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে হিন্দুস্তান বস্তুতঃপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেম চ্যালেঞ্জ করছে। এই সভা আমাদের প্রিয় দেশের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে। এই চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১২ ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন

ঢাকা ১০ এপ্রিল- নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত শুক্রবার ঢাকায় খাজা খয়ের উদ্দিনকে আহবায়ক করে ১৪০

সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এপিপি'র খবরে প্রকাশ, কমিটি মঙ্গলবার যোহর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত এক মিছিল বের করেন। কমিটি এক কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে কাজ করার পরিকল্পনা করেছে। গত ৯ই এপ্রিল ঢাকায় প্রতিনিধিত্বশীল নাগরিকদের এক সভায় এক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি খাজা খয়ের উদ্দিনকে আহবায়ক মনোনীত করেছেন।

কমিটিতে মোট ১৪০ জন সদস্য রয়েছেন। এই কমিটির বৃহত্তর ঢাকায় ইউনিয়ন ও মহল্লা পর্যায়ে অনুরূপ কমিটি গঠনের ক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় এগুলো কাজ করবে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কমিটি সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিটি প্রথম দফায় এই মাসের ১৩ই এপ্রিল মঙ্গলবার জোহর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদের কাছে পর্যন্ত একটি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত করেন।

কমিটিতে অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন: এ কিউ এম শফিউল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল জব্বার খদ্দর, মাহমুদ আলী, এম.এ. কে রফিকুল হোসেন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, আবুল কাশেম, এম. ফরিদ আহমেদ, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, সৈয়দ আজিজুল হক, এ.এস.এম. সোলায়মান, পীর মোহসেনউদ্দিন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর আফসার উদ্দিন, সৈয়দ মোহসিন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব সিরাজউদ্দিন, এডভোকেট এ,টি, সাদী, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, ইয়ং পাকিস্তান সম্পাদক নুরুজ্জামান, মাওলানা মিয়া মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আবদুল নায়েম ও অন্যান্যরা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সভা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্থানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছে। এই বিপজ্জনক খেলায় মেতে আর একটি মহাযুদ্ধকে ডেকে না আনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছে। এই সভা মনে করে যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে হিন্দুস্থান বস্তুত:পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের দেশপ্রেমে চ্যালেঞ্জ করেছে।

এই সভা আমাদের প্রিয় দেশের সম্মান ও ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জনগণকে এই চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য দেশ প্রেমিক জনগণের প্রতি আকুল আহ্বান জানাচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ,* ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১৩ কনভেনশান মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতি
"পাকিস্তানের সংহতি রক্ষাকল্পে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান"

'ঢাকা শহর মুসলিম লীগের (কনভেনশান) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ নুরুল রহমান, প্রচার সম্পাদক জনাব মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান আবদুল কাদের ও ঢাকা শহর মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটির পাঁচজন সদস্য গত শুক্রবার এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠাইয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, সীমান্তের ওপার হইতে সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশের ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে কোন হস্তক্ষেপকে পাকিস্তানী মাত্রই দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

জনাব নুরুল আমিন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী ঢাকা শহর শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগের প্রতি তাঁহারা পূর্ণ সমর্থন জানান। পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবৃতিতে পাকিস্তানী নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান হয়।'
সূত্র: দৈনিক আজাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১৪ ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি
"পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবে"

১০ এপ্রিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের চারজন নেতা ঢাকায় এক বিবৃতিতে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবে' বলে জানান। এই যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানী ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ ইউনুস, পূর্ব পাক সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এবং ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি সৈয়দ শাহ জামাল চৌধুরী স্বাক্ষর করেন। এ প্রসঙ্গে পত্রিকায় বলা হয়–

'পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের চারজন নেতা গতকাল শনিবার ঢাকায় প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে জাগ্রত ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তার সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবে। এপিপি জানায়, পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধ্বংস করার ভারতীয় দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ছাত্রনেতৃবৃন্দ মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি। আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিত ও অবাঞ্ছিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ভারত পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের জীবন দুর্বিষহ করার হীন মানসে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টির ঘৃণ্য ভূমিকা পালনে মেতে উঠেছে।

একদিকে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ প্রস্তুতি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত বন্ধু সেজে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করার পুরাতন দুঃস্বপ্নে বিভোর হয়েছে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে সম্প্রতি যে উক্তি করেছেন তা থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব গ্রহণ এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ, সীমান্ত বরাবর সৈন্য মোতায়েন ও পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় বেতারের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তথাকথিত "স্বাধীন বাংলা" আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চিরতরে গোলামে পরিণত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।
সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১৫ শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের কন্যা রইসী বেগমের বিবৃতি
"২৬ শে মার্চ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিপদ মুক্তির দিন"

মরহুম শেরে বাংলা এ.কে, ফজলুল হকের কন্যা ও পাকিস্তান জমিয়তুল সিলম-এর প্রেসিডেন্ট রইসী বেগম সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ছিল একটি শত্রুপক্ষীয় ও যুদ্ধংদেহী শক্তির কবল থেকে আমাদের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি

জনগণের বিপদ মুক্তির দিন।

তিনি বলেন, আমাদের প্রিয় পাকিস্তানের সীমান্তের ওপার থেকে শত্রুপক্ষ কর্তৃক সংগঠিত ও প্ররোচিত কতিপয় দেশদ্রোহীদের দ্বারা চরম ভয়ভীতি ও হুমকির মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্ মহান আল্লাহতায়ালা লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত মুসলমানদের সারা রাতের আকুল প্রার্থনা কবুল করেছেন। এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের জাতশত্রুদের সহায়তায় পাকিস্তানের ৭ কোটি জনগণের এ অঞ্চলকে বিশ্বনাথ কালী ও দুর্গার মন্দিরে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, তারা পাকিস্তানের পাকভূমি থেকে সার্বজনীন ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে রইসী বেগম বলেন, 'আল্লাহু আকবরের' স্থলে শেখ মুজিব পৌত্তলিকদের যুদ্ধের শ্লোগান "জয় বাংলা" আমদানি করেছিলেন।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের উদ্দেশ্যপূর্ণ হস্তক্ষেপ নিশ্চয়ই পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব পবিত্রতার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে ভারত সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি বলেন, তারা যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ ধরনের নাশকতামূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাকে তবে পাকিস্তানের জনগণ জানে কিভাবে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হয়।
সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১৬ শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৯ সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এবং দেশের এ অংশের পরিস্থিতি সম্পর্কে হিন্দুস্তানের মিথ্যা প্রচারের জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে গত শনিবার মৌলভী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয় বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে জানানো হয়েছে।

ইসলামীক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নুরুজ্জামানকে কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

কমিটির একজিকিউটিভ সদস্যরা হচ্ছেন ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, জনাব ওয়াজিউল্লা খান, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিক, নবনির্বাচিত এমপিএ জনাব এ, কে, নুরুল করিম ও জনাব মাহমুদ আলী সরকার। কমিটি বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য আগামী ১৪ই এপ্রিল এক বৈঠকে মিলিত হবে।

স্টিয়ারিং কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, কমিটি প্রাদেশিক ও প্রত্যেক জেলা ভিত্তিতে শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদ গঠন করবে। এ পরিষদ প্রত্যেক স্থানে আস্থা ও শান্তি পুনরুদ্ধার, হিন্দুস্তানী বেতারের মিথ্যা প্রচারের জবাব দেয়া, কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলকভাবে হিন্দুস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবিলা করার জন্য জনগণকে শিক্ষিত করা এবং হিন্দুস্তানের মিথ্যা গুজবে কান না দিয়ে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল বিভাগে কাজ শুরু করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করবে।
সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১৭ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য শহরে শান্তি কমিটি গঠন

ঢাকা, ১০ই এপ্রিল (এপিপি): শহরের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে

আনতে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গতকাল জনাব খাওয়াজা খয়েরউদ্দিনকে আহ্বায়ক মনোনীত করে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে শহরের সব শান্তি কমিটিগুলো কাজ করবে।

আগামী মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর শান্তি কমিটি বায়তুল মোকাররম থেকে চক মসজিদ পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা বের করবে।

ঢাকার প্রতিনিধি স্থানীয় নাগরিকদের এক সভায় গতকাল শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি জনাব খাওয়াজা খয়েরউদ্দিনকে কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত করেন। বর্তমানে ১৪০ জন সদস্য নিয়ে এ শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আরো সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইউনিয়ন এবং মহল্লা পর্যায়েও শান্তি কমিটি গঠন করা হবে এবং তারা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে কাজ করবেন। কমিটি শহরের দৈনন্দিন জীবনে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগামী মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করবেন এবং চকবাজার মসজিদে যেয়ে শোভাযাত্রাটি শেষ হবে।

কমিটিতে সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন, জনাব এ,কিউ,এম রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আবদুল জব্বার খন্দর, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব এ,কে, রফিকুল হোসেন, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, জনাব আবুল কাসেম, জনাব ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম সারোয়ার, জনাব সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব এস,এম, সোলায়মান, পীর মহাসিন উদ্দিন, এডভোকেট শফিকুর রহমান, মেজর গোলাম সারোয়ার, জনাব সৈয়দ মোহসীন আলী, এডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব সিরাজউদ্দিন, এডভোকেট আতাউল হক খান, এডভোকেট এ.টি. সাদী, জনাব মকবুলুর রহমান, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আকিল, অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, জনাব নুরুল রহমান সম্পাদক ইয়ং পাকিস্তান, মাওলানা মফিজুল হক, এডভোকেট আবু সালেক, এডভোকেট আব্দুল নঈম প্রমুখ।

ভারতের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতে হীন প্রচারণার তীব্র নিন্দা করে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:- ঢাকা শহর শান্তি কমিটির এ সভা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিন্দুস্থানের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে। এ সভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতকে এ ধরনের বিপজ্জনক খেলায় মেতে আর একটি মহাযুদ্ধকে ডেকে না আনার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করছে।

এ সভা মনে করে যে, হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দেশপ্রেমিকতার প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছে।

এ সভা আমাদের প্রিয় দেশের সম্মান ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য দেশপ্রেমিক জনগণকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আকুল আহ্বান জানাচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১৮ আব্দুস সবুর খানের বেতার ভাষণ
"বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী"

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল: সাবেক জাতীয় পরিষদের সরকারী দলের নেতা জনাব আব্দুস সবুর খান বেতার ভাষণে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসী প্রমাণ করিবে যে, তাহারা দেশের অপরাপর

অঞ্চলের জনগণের ন্যায়ই দেশপ্রেমিক। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা অভিনন্দিত হইবে বলিয়া ভারত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এইসব অনুপ্রবেশকারীদের ছত্রভঙ্গ ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়া ভারতের এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুঃসাহসিক অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

বেতার ভাষণে জনাব আবদুস সবুর খান আরও বলেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগই দায়ী। তিনি বলেন, এই দলের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষাকল্পে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন জনাব সবুর উহাকে অভিনন্দিত করেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.১৯ মৌলভী ফরিদ আহামদ-এর নেতৃত্বে আরো একটি কমিটি গঠন

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল: শান্তিরক্ষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনা এবং দেশের এই অংশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে গত শনিবার মৌলভী ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এছলামিক রিপাবলিক পার্টির সভাপতি মওলানা নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁহাকেই স্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। জনাব কোরবান আলী (বার-এট-ল), জনাব ওয়াজী উল্লাহ খান, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী, চট্টগ্রামের এডভোকেট জনাব এ,কে,এম, নুরুল করিম নির্বাচিত এমপিএ (স্বতন্ত্র), জনাব মাহমুদ আলী কমিটির কার্য্যনির্বাহক সদস্য থাকিবেন। বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য আগামী ১৪ই এপ্রিল কমিটি এক বৈঠকে মিলিত হইবে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সর্বত্র আস্থার ভাব ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় বেতারের মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটি পূর্ব পাকিস্তান শান্তি এ জনকল্যাণ কাউন্সিল সংগঠন করিবে।

কার্যকরীভাবে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবেলা এবং ভারতীয় প্রচারণায় কর্ণপাত না করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহিত করাই হইবে কাউন্সিল সমূহের অন্যতম লক্ষ্য।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১:

৬.২০ গভর্নরের সঙ্গে প্রাদেশিক মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ
"সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস"

ঢাকা, ১২ এপ্রিল: পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের (কনভেনশন) সভাপতি জনাব শামসুল হুদার নেতৃত্বে প্রাদেশিক মোছলেম লীগের নেতৃবৃন্দ অদ্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রাদেশিক লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব এ, এন, এম ইউসূফ, প্রাক্তন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব আব্দুল আওয়াল এবং জনাব মোহাম্মদ হোসেন প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২১ শান্তি কমিটির উদ্যোগে আজ মিছিল

ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটির উদ্যোগে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে আজ বিকাল তিনটায় বায়তুল মোকাররম থেকে এক মিছিল বের করা হবে বলে গতকাল ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রত্যেক মহল্লা থেকে ছোট ছোট মিছিল জাতীয় পতাকা ও ব্যানার বহন করে বিকেল আড়াইটার মধ্যে বায়তুল মোকাররমে হাজির হবে। প্রধান মিছিলটি নবাবপুর রোড, সদরঘাট ও ইসলামপুর হয়ে চকে গিয়ে পৌঁছবে এবং অতঃপর পোস্তা ও লালবাগ রোডের দিকে রওয়ানা হবে। এ মিছিল নিউ মার্কেটের সামনে গিয়ে শেষ হবে। ঢাকার শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রিয় জনগণকে দলে দলে মিছিলে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়েছে বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২২ ঢাকায় শান্তি কমিটির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

'ঢাকা শহর শান্তি কমিটির আহ্বানে ঢাকার শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণ গতকাল (মঙ্গলবার) বিকাল পৌনে তিনটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ হইতে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বাহির হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পবিত্রভূমিতে ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে এই মিছিল বাহির করা হয়।

খাজা খয়ের উদ্দিন, আবদুস সবুর খান, গোলাম আজম ও শফিকুল ইসলাম প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি নবাবপুর রোড, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর, মিটফোর্ড, চকবাজার ও আজিমপুর হইয়া নিউমার্কেটে গমন করে।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া মিছিলকারীরা বিভিন্ন শ্লোগান খচিত শতশত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করে। বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুনে "ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক", "পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ কর", 'ভারত ভারত হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার', 'ভারতীয় এজেন্টরা সাবধান সাবধান' প্রভৃতি শ্লোগান লিখিত মিছিলে জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কায়েদে মিউল্লাত লিয়াকত আলী খান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিরাট প্রতিকৃতি বহন করা হয়। পথিপার্শ্বে ও বিভিন্ন ভবনের উপরে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", "কায়েদে আজম জিন্দাবাদ" প্রভৃতি শ্লোগানের মাধ্যমে মিছিলকারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

মিছিলকারীরা পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ, টিক্কা খান জিন্দাবাদ, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, ভারতীয় এজেন্টরা হুঁশিয়ার, ভারতীয় অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করিব না, "পাকিস্তানকা মতলব কিয়া লাইলাহা ইল্লালাহু", "আমার নেতা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা", "মুসলিম মুসলিম জেগেছে" প্রভৃতি শ্লোগান ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করিয়া তোলে।

মিছিল শেষে খাজা খায়ের উদ্দিন এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে অধ্যাপক গোলাম আজম পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি কামনা করিয়া মোনাজাত করেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২৩ মোসলেম লীগ নেতৃবৃন্দের সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠনের আহ্বান

ঢাকা, ১২ই এপ্রিল। পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের (ফজলুল কাদের গ্রুপ) প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুল হুদা ও সাধারণ সম্পাদক জনাব এ,এন,এম ইউসুফ দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার, সর্বপ্রকার সন্দেহ প্রবণতা দূরীকরণ, মিথ্যা গুজব উত্তেজনা সৃষ্টিকর অলীক কাহিনী প্রচারে বিরত করার উদ্দেশ্যে প্রদেশে সকল পার্টির ইউনিটকে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে লইয়া কমিটি গঠনের জন্য স্ব-স্ব অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানাইয়াছেন।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, এই মুহূর্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশে পরিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। এমতাবস্থায় তাঁহারা দলীয় ইউনিটগুলিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কমিটি গঠনের আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণকে মিথ্যা প্রচারণা ও উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী শোনাইয়া বিভ্রান্ত করা সম্ভব হইবে না। ভারত পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ করায় এদেশের জনগণ একবাক্যে উহার নিন্দা করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য ভারতের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে সংকল্পবদ্ধ রহিয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২৪ শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের বৈঠক
ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য সবকিছু কোরবান করার শপথ

প্রাদেশিক শান্তি জনকল্যাণ স্টিয়ারিং বডি গতকাল ঢাকায় এক আলোচনায় মিলিত হন। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটি প্রধান মওলভী ফরিদ আহমদ। উক্ত সভায় ইসলাম, পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার জন্য কার্যকরী সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তাঁরা ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রু এবং হিন্দুব্রাহ্মণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

মওলভী ফরিদ আহমদ তাঁর ভাষণে প্রাদেশিক কমিটি ও শাখাগুলোর নীতি এবং কার্য পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।

কমিটির উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মওলানা মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, সারা প্রদেশব্যাপী এর কর্মতৎপরতা চলবে। কমিটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, জনআস্থা ও জীবনযাত্রার সব পর্যায়ে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং ভারতীয় চক্রান্ত নস্যাৎ, ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য গোটা পাকিস্তানীদের প্রস্তুত করে তোলা, এপিপি এ খবর পরিবেশন করে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২৫ BIG DACCA RALLY AGAINST INDIAN INFILTRATION
Pledge To Defend National Integrity

A largely attended procession demonstrating against the armed Indian infiltration into East Pakistan was brought out by Dacca people April 13.

Sponsored by Dacca city Peace Committee, the procession came out from Baitul Mukkaram at 2-40 p.m and after parading Nawabpur, Sadarghat, Patuatuly, Islampur, Mirtford, Chowkbazar and Azimpur termi-

nated at New Market.

Prominent political leader including Khawaja Khairuddin, Khan A. Sabur, Prof. Ghulam Azam, Shafiqul Islam and people from all walks of life participated in the procession.

The vice-Presidents of the Pakistan Democratic Party, Mr Farid Ahmed and Mr. Mahmood Ali and the Amir of Jamiat-I-Ulema -i- Islam, Pir Moshinuddin, and the chief of the Krishak Sramick Party, Mr. A.S.M. Suleiman were also Presence.

Braving the inclement, wean precisionists carried hundreds of banners inscribed with the slogans " down with India", "Agents of India Be careful", "Down with Indian Imperialism;" "India stop inflection into East Pakistan". They also carried big size portrait of Quaid- I- Azam, and President General A.M. Yahaya Khan.

Men, women and children standing atop road side buildings greeted the precisionists with the slogan "Pakistan Zindabad", and "Quaid-I-Azam Zindabad", The precisionists chanted the following slogans "Pakistan Zindabad" Quaid-i-Azam Zindabad", "Tikka Khan Zindabad", "Down with Indian Imperialism", "Agents of India be careful", Indian intervention will not be tolerated," "Pakistan Ka Matlab Kia le illeha illah", "India stop infiltration", "My leader your leader prophet Mohammad Mustafa" "Muslims are awakened". At the terminating point Khawaja Khairuddin, in his bried speech thanked the participants for their enthusiastic participation in the procession.

Professor Ghulam Azam offered Munajaat Praying for the solidarity and integrity of Pakistan.

Source: *Pakistan News Digest,* 15 April 1971.

৬.২৬ সাম্রাজ্যবাদী ভারতের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

কেন্দ্রীয় ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক মওলানা জুলফিকার আহমেদ কিসমতী এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও ভারতীয় বেতারের অসত্য প্রচারণার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ভারত হায়দরাবাদ, গোয়া, কাশ্মীর ও জুনাগড়ের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করার দুরভিসন্ধি নিয়ে একদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়েছে অপর দিকে নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

এপিপি জানান, তাঁরা বলেন, এই জঘন্য চেষ্টার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের কাছে আর একবার ভারতের আসল হস্তক্ষেপ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কমিটির সদস্যগণ ভারতীয় হস্তক্ষেপের নিন্দে করেছেন এবং দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের প্রতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক তৎপরতা পুনঃ চালু করা ও গত দু'মাসের গোলযোগ যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে সর্বাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আঞ্চলিক কমিটি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রতি আহ্বান করেছে।

আঞ্চলিক কমিটির সিনিয়র সদস্য জনাব আশরাফ আহমদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়ন

ঢাকা সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব এম এ কাসেম সুলতানপুরী সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি সরকারের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের নিন্দে করে জনাব সুলতানপুরী অবিলম্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হীন ও হিংসাত্মক প্রচারণা হতে বিরত হবার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করতে এদেশের প্রতিটি নাগরিক ভারতকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

নবাবপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটি

গত মঙ্গলবার ঢাকার নবাবপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে এপিপি'র খবরে প্রকাশ। সভায় পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত সরকারের অযাচিত ও দুরভিসন্ধিমূলক হস্তক্ষেপ এবং পূর্ব পাকিস্তান এলাকায় সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করা হয়। পরিশেষে সভায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারের গৃহীত যে কোন ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম

পাকিস্তান সিরাত কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আমিনুল ইসলাম বলেছেন যে, পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ভারত সকল প্রকার আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করেছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি ভারতের খোলাখুলি সমর্থন বিশ্বের কাছে এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানে তার সহযোগীদের সহযোগিতায় একটি সুসংগঠিত চক্রান্তের ছায়া পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করা হয়।

আবদুল মতিন

জাতীয় পরিষদের সাবেক ডেপুটি স্পীকার জনাব এ,টি,এম আবদুল মতিন বলেছেন যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা ও ন্যায় সংগ্রামের প্রতি চীনের দৃঢ় সমর্থনের আশ্বাস পাকিস্তানের সকল দেশপ্রেমিক জনগণের প্রশংসা লাভ করেছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিশ্বের স্বাধীন এবং শান্তিকামী জাতি এ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার্থে চীনের সর্বশেষ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাবে। উল্লেখ্য যে, চীন প্রজাতন্ত্র ইতিমধ্যে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করে। তিনি বলেন, রামরাজ ও অখণ্ড ভারতের প্রবক্তারা যদি তাদের সে স্বপ্ন

বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবে জাতি বর্তমানে তাদের সে দুরভিসন্ধির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও ঐক্যবদ্ধ।

তিনি বলেন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সত্য ও ন্যায় পাকিস্তানের পক্ষে। সুতরাং ইনশাল্লাহ জয় আমাদেরই।

মোহাম্মদ তাহাবুদ্দিন

ঢাকা নবাব ইউসুফ ডিআইটি মার্কেট এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ তাহাবুদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী ভারতের এ হীন দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করা দরকার। যেসব দোকানদারগণ এখনও দোকান খোলেননি তাদের অবিলম্বে দোকান খোলার জন্য অনুরোধ জানান।

এডভোকেট শরাফত হোসেন

মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা ও পাকিস্তান দরদী সংঘের ঢাকা সিটির আহ্বায়ক এডভোকেট শরাফত হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের কুম্ভীরাশ্রুতে কখনই বিভ্রান্ত হবে না এবং যে কোন কিছুর বিনিময়ে তারা পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২৭ গভর্নর সকাশে শান্তি কমিটি
জনগণ ভারতের ঘৃণ্য চক্রান্ত বুঝতে পেরেছে

ঢাকা, ১৬ই এপ্রিল (এপিপি): আজ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকরী সংসদের পক্ষ থেকে জনাব নূরুল আমীনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গভর্নর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের সাথে দেখা করেন।

শান্তি কমিটির সদস্যরা জনগণের মধ্যে আস্থা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তারা যে অগ্রগতি সাধন করেছেন সে সম্পর্কে গভর্নরকে অবহিত করেন। জনসাধারণ যে কতগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্পর্কেও তারা গভর্নরকে জ্ঞাত করেন। আলোচনাকালে কমিটির সদস্যরা গভর্নরকে জানান যে, জনসাধারণ ভারতের ঘৃণ্য চক্রান্ত পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তারা পাকিস্তানের সংহতি এবং অখণ্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে অটল রয়েছেন।

গভর্নর শান্তি কমিটির সদস্যদের এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, জনসাধারণের যথার্থ সমস্যাগুলোয় দৃষ্টি দেয়া হবে এবং অবিলম্বে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গভর্নরের সাথে যাঁরা দেখা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন:–

১। এস,কে, খয়েরউদ্দিন, আহ্বায়ক, ২। এ, কিউ,এম, শফিকুল ইসলাম, ৩। প্রফেসর গোলাম আজম, ৪। মাহমুদ আলী, ৫। জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, ৬। জনাব মোহন মিয়া, ৭। মাওলানা সৈয়দ মতিন, ৮। জনাব আবদুল মতিন, ৯। প্রফেসর গোলাম সরোয়ার, ১০। এ, এস, এম, সোলায়মান, ১১। জনাব এ, কে, রফিকুল হোসেন, ১২। জনাব নুরুজ্জামান, ১৩। জনাব আতাউল হক খান, ১৪। জনাব তোয়াহ-বিন-হাবিব, ১৫। মেজর আফসার উদ্দিন, ১৬। হাকিম ইরতেজাউর রহমান খান আখুনজাদা।

সূত্রঃ *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২৮ নাগরিক শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ

গত বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ যাবত 'নাগরিক' শান্তি কমিটি নামে পরিচিত শান্তি কমিটির নাম পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি রাখা হয়েছে বলে গতকাল বৃহস্পতিবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা এই কমিটির থাকবে। যত শীঘ্র সম্ভব এদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণ যাতে তাদের জীবনযাত্রার পেশা শুরু করতে পারে সেজন্য প্রদেশে অবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কমিটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠনের ব্যাপারেও কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দ্রুত নিষ্ঠার সাথে তৎপরতা চালানো এবং সঠিক ও সৎভাবে নীতির বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ২১ সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেছে। নীচে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নাম দেয়া হলোঃ

জনাব সৈয়দ খাজা খায়েরুদ্দিন, জনাব এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আব্দুল জব্বার খদ্দর, মওলানা সিদ্দিক আহমদ, জনাব আবুল কাশেম, জনাব মোহন মিয়া, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আব্দুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারোয়ার, ব্যারিস্টার আফতাব উদ্দিন, পীর মোহসেন উদ্দিন, জনাব এ এস এম সোলায়মান, জনাব এ, কে, রফিকুল হোসেন, জনাব নুরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, জনাব তোয়াহা বিন হাবিব, মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আফসার উদ্দিন, দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী এবং হাকিম ইরতিজিউর রহমান।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.২৯ গভর্নরের সাথে শান্তি কমিটির সদস্যদের সাক্ষাৎ
জনগণ দেশের সংহতি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে রয়েছে

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল গভর্নর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পরিস্থিতি পুনরায় স্বাভাবিকীকরণ এবং জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে শান্তি কমিটির উদ্যোগে যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে প্রতিনিধিদল গভর্নরকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা জনসাধারণের কতিপয় অসুবিধা সম্পর্কেও গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনা চলাকালে শান্তি কমিটির সদস্যরা গভর্নরকে জানান যে, জনসাধারণ ভারতের হীন চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে রয়েছে।

গভর্নর সদস্যগণকে জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রকৃত সমস্যা পর্যালোচনা ও সেসব সমাধানের উদ্দেশ্যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

শান্তি কমিটির যেসব সদস্য গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করেন তারা হলেন- সৈয়দ

খাজা খয়েরুদ্দীন (আহ্বায়ক), জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আব্দুল জব্বার খদ্দর, জনাব মোহন মিয়া, মওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আব্দুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, জনাব এ এস এম সুলায়মান, জনাব এ কে রফিকুল হোসেন, জনাব নুরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, জনাব তোহা-বিন হাবিব, মেজর আফসার উদ্দীন ও হাকিম ইরতেজাউর রহমান খান।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

৬.৩০ ঢাকা শহর কনভেনশন লীগের কর্মীসভা
"শান্তি কমিটির প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস"

ঢাকা, ১৭ এপ্রিল: গতকাল ঢাকায় ডা. নুরুল রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা শহর কনভেনশন মোছলেম লীগের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা শহর শান্তি কমিটির প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় এক প্রস্তাবক্রমে আমাদের বন্ধুদেশ চীন কর্তৃক পাকিস্তানের সংহতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য চীনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই সভা সেইসব নেতৃবৃন্দের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যাহারা পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ সমর্থনদান করিয়াছেন এবং দেশের শান্তি ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য এই সংকটময় মুহূর্তে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। সভা শহরের জনগণের প্রতি সমাজ বিরোধী দ্বারা পরিচালিত লোকদের চুরি, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার আবেদন জানায়।

সভায় উপস্থিত অসংখ্য কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁহারা হইলেন, জনাব হাকিম ইরতেজনুর রহমান খান আখনজাদা, জনাব আলাউদ্দিন আহমদ, জনাব সামিউল্লাহ সরকার, জনাব আবদুর রহিম সরদার, দেওয়ান আবদুল কাদের, জনাব সেলিম সরদার, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুল মালেক, জনাব আবদুর রহমান, খোন্দকার মোজাম্মেল হক, জনাব নুর মোহাম্মদ চৌধুরী, মোঃ সেলিম খান, মোঃ ফায়েজ বখশ, জনাব গোলাম মোরশেদ, জনাব খওয়াজা আবদুল্লাহ, কে. আবদুল গণি, এস, কে, মাশির, সৈয়দ নাসিরুল হক, জনাব চাঁদ মিয়া সরদার, জনাব আবদুস সালাম সরদার, জনাব তোতা মিয়া সরদার, মোঃ ওয়াহেদুল্লাহ, মোঃ শরিফুদ্দিন আহাম্মদ, মোঃ শাহাবুদ্দিন, মোঃ আবদুর রব হাজী, মোঃ সিদ্দিক চৌধুরী, মোঃ আল্লারাখা ও জনাব আনোয়ারুদ্দিন আহাম্মদ।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩১ শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের কতিপয় তথ্য কেন্দ্র চালু

পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মওলানা নুরুজ্জামান খান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেছেন যে, দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রবিরোধীদের দ্বারা সাধারণ নাগরিকদের কোন দুর্ভোগের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্ন লিখিত তথ্য ও জনকল্যাণ কেন্দ্রগুলো কাজ করবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এ ধরণের তথ্য নাম, ঠিকানা, বাড়ির নম্বর, ঘটনার তারিখ ও সময় সব স্পষ্টভাবে লিখে জানাতে হবে।

মওলানা নুরুজ্জামান খান গুজব, অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা এবং মিথ্যে প্রচারণা থেকে দূরে থাকতে সব নাগরিককে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, এগুলো বিনা কারণে দুশ্চিন্তা ও ভীতির সৃষ্টি করে।

তথ্য ও জনকল্যাণ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে রামপুরা: মেম্বার ইনচার্জ জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার (অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার), ২৭১, মালীবাগ, ঢাকা-২, মেম্বার ইনচার্জ মওলবী ইদ্রিস আহমদ..., ১১ স্টেডিয়াম: মেম্বার ইনচার্জ জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার, ১২ ধানমন্ডি রোড নম্বর পাঁচ, হেড কোয়ার্টারস প্রাদেশিক শান্তি ও জনকল্যাণ কাউন্সিল, ফোন নম্বর ২৫১৭২১১২, গোবিন্দ দাস লেন, আর্মানিটোলা ঃ মেম্বার ইনচার্জ মাওলানা শাহ ইসলামুলউল্লাহ চিশতি, ২ বাসাবাড়ী লেন (ইংলিশ রোডের কাছে): হাকিম মৌলবী তাসাওয়ার হোসেন খান, ৬৬ পাতলা খান লেন ঃ মৌলবী এস, আব্দুল মজিদ, ফোন নম্বর ২৪২৮৮৬, ১২ নবদ্বীপ বসাক লেন: তাজ মোহাম্মদ ও ২৯ উর্দু রোড: হাজী মোম্মদ ইসহাক।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩২ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার কথা পুনরায় ঘোষণা

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ সকল শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জানমাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন। আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতিকারীদের সৃষ্ট গুজবে কান না দেয়ার জন্যও কর্তৃপক্ষ উপদেশ দিয়েছেন।

দুষ্কৃতিকারীদের আশ্রয় না দেয়ার জন্যও কর্তৃপক্ষ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

৬.৩৩ লে. জে. টিক্কা খানের সাথে নেজামে ইসলাম প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম পার্টির একটি প্রতিনিধিদল গত রাতে গভর্নর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পার্টি সহসভাপতি সৈয়দ মাহমুদ মুস্তাফা আল মাদানী এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা গভর্নরকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩৪ শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরদারদের আশ্বাস

সম্প্রতি ঢাকা শহরের নেতৃস্থানীয় সরদারগণের এক বৈঠক প্রাদেশিক সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী ও ঢাকার নবাব জনাব হাসান আসকারীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে এপিপি জানিয়েছেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আবু নাসের, ঢাকা হোটেলের মালিক আলহাজ্ব আব্দুল মাজেদ সরদার ও বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী জনাব সিরাজউদ্দিনসহ শহরের বিশিষ্ট সরদারগণ এ বৈঠকে যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের

সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল যথাক্রমে জনাব ফরিদ আহমদ ও মওলানা নুরুজ্জামান খান বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সরদারগণ শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থনের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

সভায় শহরের সকল সরদারদের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বিক সমন্বয় সাধনের আশ্বাস প্রদান করা হয়।

সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩৫ গভর্নরের সাথে জমিয়তে উলামায়ে এছলাম নেতার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৮ই এপ্রিল। আজ রাত্রে গভর্নর ভবনে জমিয়তে উলামায়ে এছলাম ও নেজামে এছলাম পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মাহমুদ আল মোস্তফা আল মাদানীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলটি প্রদেশব্যাপী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভর্নরকে তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেন।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩৬ শান্তি কমিটির সংযোগ রক্ষাকারীদের নাম

এপিপির খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা নগরীর ইউনিয়ন ও মহল্লাগুলোতে কমিটি সংগঠনের জন্য আহ্বায়ক মনোনীত করেছে। অনেক স্থানে এর মধ্যেই ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইউনিট কমিটিগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে সকল রকমের তথ্য ঢাকার মগবাজারস্থ ৫ নম্বর এলিফ্যান্ট লেনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসে অবশ্যই পৌছাতে হবে। জনগণের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস ২৪ ঘণ্টার জন্যই খোলা থাকবে এবং জনগণের সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্য কমিটির দফতর সম্পাদক জনাব নুরুল হক মজুমদার এডভোকেটকে অফিসে পাওয়া যাবে।

প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি সংগঠনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি রোজই বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। কমিটি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া এবং সব স্থানে ইউনিট শান্তি কমিটি গঠনে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে নেতা ও কর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কমিটি জনগণের নিকট থেকে তাদের সমস্যা ও অসুবিধাদি সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ ও তা লাঘবের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সামরিক সেক্টরের সাহায্য লাভের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কমিটি সদস্যদের মধ্যে থেকে সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিয়োগ করেছে। তারা ইতিমধ্যে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসারদিগকে প্রতিদিন কেন্দ্রীয় কমিটি অফিসে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিয়াজোঁ অফিসারদের নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ

কোতওয়ালী থানা–(১) জনাব আহমদ শাহ, আহসান মনজিল, ১৭ নম্বর আহসানউল্লাহ রোড, ঢাকা, ফোন-২৪৬৩৪০। (২) জনাব সাথী সুলতান, ১২ নম্বর কসাইটোলা, ঢাকা, ফোন–২৫১৩১৫।

লালবাগ থানা– (১) আলহাজ্ব নাজির হোসেন, চেয়ারম্যান, লালবাগ ইউনিয়ন কমিটি, ৫৩ জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা, ফোন–২৫০৬৮১। (২) এস এম হাবিবুল হক, হাউস নম্বর ৬১২, রোড নম্বর ১৮, ধানমন্ডী, ঢাকা, ফোনঃ অফিস-২৫০৮০৬; বাসভবন-২৫৪০৬৪; (৩) জনাব নোয়ার আলী এডভোকেট, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা, ফোন-২৫০২৬১।

সূত্রাপুর থানা–(১) আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন, সাবেক এমপিএ, ৯১, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা, ফোন-অফিস-২৮১৩৪২, বাসভবন-২৮২৫৪০; (২) জনাব মাহতাবউদ্দিন খান, ৫৪ আর কে মিশন রোড, ঢাকা, ফোন-২৪৫৩৩৪; (৩) জনাব ফজলুল হক, ১২ নম্বর ফরাসগঞ্জ, ঢাকা, ফোন-২৫৭৫৯৬; (৪) জনাব তমিজ উদ্দিন, ৩১ নম্বর জরিয়াতলি লেন, ফোন-২৫৭৩৫৬; (৫) আব্দুর রশিদ, ১৬ নম্বর হাটখোলা রোড, ঢাকা, ফোন-২৫০৯০৯।

তেজগাঁও থানা–(১) জনাব ইকবাল ইদ্রিস, ৭৩ ইন্দ্রিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকা, ফোন-অফিস-২৫১১০৭, বাসভবন-৩১০৯৮০; (২) জনাব মাহবুবুর রহমান, ফোন-৩১১১৭১; (৩) এম এস এম হাবিবুল হক, হাউস নম্বর ৬১২, রোড নম্বর-১০, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন-অফিস-২৫০৮০৬, গুরহা বাসভবন-২৩৪০৯৪; (৪) জনাব নোয়াব আলী হেডমাস্টার, আইপি এইচ স্কুল, মহাখালী ওয়্যারলেস কলোনীর পাশে।

মিরপুর থানা– (১) জনাব লায়েক আহমদ সিদ্দিকী, ২৬ এ/সি মিরপুর কলোনী, ঢাকা।

মোহাম্মদপুর থানা–(১) জনাব এম এ বাকের, ৩০/৬, মোহাম্মদপুর কলোনী, ফোন-৩১১৫৩৮; (২) ড. ওসমান, এ ব্লক মসজিদের নিকট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন-অফিস-৩১১২৬৮, বাসা-৩১২৮৯৫; (৩) সৈয়দ মোহাম্মদ ফারুক, কায়েদে আজম রোড, রাফ্ফাতে খান বাড়ির কাছে, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন-২৫৪৮০৮; (৪) জনাব শফিকুর রহমান এডভোকেট, ৬৮ নম্বর ঝিকাতলা, ঢাকা, ফোন-২৪৮৪৬৭; (৫) জনাব আবদুর রহিম চৌধুরী, হাউস নম্বর ৭৯০, রোড নম্বর-১৯, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা, ফোন-৩১১০৩৩।

রমনা থানা–(১) জনাব আতাউল হক খান, এডভোকেট ১৯৭, বড় মগবাজার, ঢাকা; (২) জনাব জি এ খান, এডভোকেট ২৪ নম্বর দিলু রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-২, ফোন-২৫৪০৩৪; (৩) অধ্যাপক এ হাসেম; (৪) জনাব জুলমত আলী খান এডভোকেট, ১ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ফোন-২৫৪৮৫৫; (৫) ডা. মো. আইয়ুব আলী, সি ৫৬৭/এ, চৌধুরী পাড়া, খিলগাঁও, ফোন-২৩৪৮০৮; (৬) এডভোকেট এ ওয়াদুদ মিয়া, শান্তিনগর, ঢাকা।

সূত্রঃ *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২০ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩৭ ঢাকা সমিতির নেতৃবৃন্দের বিবৃতি
স্বাভাবিক পেশাগত কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন

ঢাকা, ১৯শে এপ্রিলঃ ঢাকা সমিতির নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন

প্রকার আশঙ্কা না করিয়া স্বাভাবিক পেশাগত কাজকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন। তাহারা বলেন, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী সদস্যগণ, ঢাকা শহরের সরদারগণ এবং ঢাকা সমিতির কমকর্তাগণ শহরের প্রত্যেক অধিবাসীকে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তাহাদের তল্পিবাহকদের এছলাম ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার প্রতি কর্ণপাত না করার জন্য আবেদন করিতেছি।

আমরা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ঢাকায় পাকিস্তানের এই ভূমিতে ১৯০৫ সালে শাহবাগে পাকিস্তানের বীজ সর্বপ্রথম বপন করা হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে এই ঢাকা শহরেই ভারতীয় ও পাকিস্তানের অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এক নম্বর ঘাঁটি হিসাবে থাকিবে। শহরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কায়েম হইয়াছে এবং আল্লাহর দোওয়াতে নাগরিকগণ শহরে ও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের পরিষদের ক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সহযোগিতায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন।

মৌলভী ফরিদের নেতৃত্বেও পরিচালনাধীন গঠিত পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও জনকল্যাণ পরিষদের কর্মতৎপরতার প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাইতেছি। জানমালের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন প্রকার আশংকা অথবা সন্দেহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক পেশাগত কাজকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকের নিকট আবেদন জানাইতেছি। পরিশেষে আমরা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বীর সশস্ত্র সেনাবাহিনীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বাক্ষরকারীগণ, সিরাজউদ্দীন আহমদ, প্রেসিডেন্ট ঢাকা সমিতি, মাজেদ আলী সর্দার, ঢাকা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ, মওলা বখশ সরদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা সমিতি, এস, এ, ওয়াজেদ আলী, জেনারেল সেক্রেটারী ঢাকা সমিতি ও হাজী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন আহম্মদ।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২০ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩৮ গভর্নরের সাথে কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাক্ষাৎ 'সামরিক জান্তাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস'

'ঢাকা, ১৯শে এপ্রিল: কনভেনশন মোছলেম লীগের সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মালিক মোহাম্মদ কাসিম আজ অপরাহ্ণ গভর্নমেন্ট হাউসে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মোছলেম লীগের উভয় নেতাই প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনায় তাঁহাদের দলের পক্ষ হইতে গভর্নরকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁহারা আলোচনাকালে গভর্নরের সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে সকল শ্রেণীর লোকজন তথা বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের প্রতি দেশ ও জাতির সেবায় আগাইয়া আসার জন্য প্রদত্ত প্রস্তাবের প্রশংসা করেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২০ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৩৯ ঢাকা শহরে সর্দারদের বৈঠক

ঢাকা: ১৮ এপ্রিল: সাবেক প্রাদেশিক উজির ও ঢাকার নওয়াব হাসান আশকারীর বাস ভবনে ঢাকা শহরের শীর্ষ স্থানীয় সর্দারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত সর্দারদের মধ্যে জনাব আবু নাসের, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী আলহাজ্ব আবদুল মাজেদ সর্দার (ঢাকা হোটেলের মালিক) ও সুপরিচিত ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি জনাব সিরাজুদ্দিন, সভায় আমন্ত্রণক্রমে মওলভী ফরিদ আহমদ ও মওলানা মুহাম্মদ নুরুজ্জামান (যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ) বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সর্দারগণ পরিষদের কর্মতৎপরতার সুযোগ ও সেবা সম্পর্কে জানিতে চাহেন তাহারা তাহাদের সম্মুখে যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, সে ব্যাপারে তাহারা কতখানি সহযোগিতা করিতে চান তাহাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা সম্মত হন যে, শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে সকল উদ্যোগ পরিচালিত হইতে হইবে। তাহারা এ ব্যাপারে সকল প্রকার সহযোগিতা ও সমর্থনের নিশ্চয়তা দেন। তাহারা শহরের সকল সর্দারদের একটি বৃহৎ সভার আয়োজন, একটি বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত একযোগে কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২০ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪০ গভর্নর সকাশে কনভেনশান মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ

পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কনভেনশান) সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মালিক মোহাম্মদ কাসিম গতকাল সোমবার বিকেলে গভর্নর হাউসে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এপিপি গতকাল এ খবর পরিবেশন করে।

প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সকল শ্রেণীর জনগণ বিশেষ করে অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি এগিয়ে এসে দেশ ও জনগণের সেবা করার জন্য গভর্নর তার বেতার ভাষণে যে আহ্বান জানিয়েছেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ তার প্রশংসা করেন।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪১ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি কার্যনির্বাহক পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২০ শে এপ্রিল: কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটি গতকাল এক বৈঠকে মিলিত হইয়া প্রদেশের সর্বত্র শান্তি কমিটি গঠনের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এস, কে খায়েরুদ্দিন। কমিটির লালবাগ এলাকায় জনাব এস, হাসিবুল হকের স্থলে জনাব এস মাহবুবুজ্জামানকে একজন লিয়াজো অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। রমনা থানায় লিয়াজো অফিসার হিসাবে ৩৭৫, উত্তর শাজাহানপুরের জনাব ফজলুল হক চৌধুরী, দক্ষিণ কমলাপুরের, শাহ মফিজুদ্দিন, ২২৫, মালিবাগের জনাব আবদুল হাইকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। লালবাগ থানার জনাব আবদুল মালেককে লিয়াজো অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছ।

কেন্দ্রীয় কমিটির দৈনন্দিন কাজকারবার পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের

লইয়া কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। (১) জনাব এ.এম, শফিকুল ইসলাম, (২) অধ্যাপক গোলাম আজম, (৩) জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, (৪) জনাব এ কে, এম সোলায়মান, (৫) জনাব আবদুল মতিন, (৬) এস, কে, খায়েরুদ্দিন।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব এস, কে, খায়েরুদ্দিনের অনুপস্থিতিতে জনাব কিউ এম, শফিকুল ইসলাম, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর এবং মনসুর আলী আরামবাগ এলাকা সফর করিয়া শান্তি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেন। স্থানীয় জনসাধারণ অবিলম্বে শান্তি কমিটি গঠনের কাজ হাতে লইয়াছেন। - **এপিপি**

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২২ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪২ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় শান্তি ইউনিট গঠন

ঢাকা, ২১শে এপ্রিল: মালিবাগ ও শান্তিবাগের অধিবাসীদের এক সভায় জনাব শামসুর খান বেগের সভাপতিত্বে শান্তিবাগ ও মালীবাগে শান্তি ও কল্যাণ স্টিয়ারিং ইউনিট গঠন করা হইয়াছে। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের লইয়া উক্ত ইউনিট গঠিত হয়।

মাওলানা নুরুজ্জামান খান, সভাপতি; মাওলানা নুরুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস।

কার্যনির্বাহক কমিটিতে রহিয়াছেন মেসার্স কে এন শাহাবুদ্দিন, ওয়াহিকর রহমান, আখলাক আহমদ, আবদুল করিম এবং সুলতান মিয়া, মোঃ আলী শিকদার, হাজী আমীরুদ্দিন, আবদুল জলীল, আবদুল গফুর।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২২ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪৩ পূর্ব পাক কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি
রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করুন

গত বুধবার কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দিন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সারা পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে এখন পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রানি করতে শুরু করেছে।

কমিটি জানান, সশস্ত্র বাহিনী জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে।

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি দেশপ্রেমিক জনগণকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের দেশ থেকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে তারা যেন পতাকা হাতে এগিয়ে এসে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

কমিটি জানান, দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে ভয় করার কোন কারণ নেই

কমিটি আশা প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতীয় বেতারের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের গুজবের মধ্যে সঠিক পথ অবলম্বনে সক্ষম হবে।

দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে সশস্ত্র বাহিনী সফলকাম হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এপিপি গতকাল এ খবর পরিবেশন করে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪৪ শান্তি কমিটির সাব কমিটি গঠিত

গত মঙ্গলবার খাজা খয়েরুদ্দিনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকরী কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রদেশে শান্তি কমিটি গঠনের সমস্যাবলী আলোচিত হয়। গতকাল বুধবার বিকেল তিনটার সময় মোহাম্মদপুর গিয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি শান্তি কমিটি গঠন করার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব মাহমুদ আলী, আব্দুল জব্বার খদ্দর ও আবুল কাসেমকে নিয়োগ করা হয়েছে।

কমিটি জনাব হাবিবুল হকের পরিবর্তে জনাব মাহবুবুজ্জামানকে লালবাগ এলাকায় একজন সংযোগ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে। তাছাড়া কমিটি ৩৭৫, উত্তর শাহজাহানপুরের জনাব ফজলুল হক, ১৫১, দক্ষিণ কমলাপুরের শাহ মইজুদ্দিন ও ২২৫, মালীবাগের জনাব আব্দুল হাইকে রমনা থানার এবং ২৩, সেন্ট্রাল রোডের জনাব মসিহল ইসলাম ও জনাব আব্দুল খালেককে লালবাগ থানার সংযোগ অফিসার নিয়োগ করেছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকরী কমিটির দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে:

জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব এ, জে, খদ্দর, জনাব এ এস এম সোলায়মান, জনাব আব্দুল মতিন ও এস এস কে খয়েরুদ্দিন।

খাজা খয়েরউদ্দিনের অনুপস্থিতিতে জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব এ জে খদ্দর ও জনাব মনসুর আলী আরামবাগের জনগণের সাথে সাক্ষাৎ করে শান্তি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা অবিলম্বে অনুরূপ একটি কমিটি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এপিপি এ খবর পরিবেশন করেন।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪৫ জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যোগ

ঢাকা, ২৫ শে এপ্রিল–যত শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজবিরোধীদের প্রতিহত করার ব্যাপারে শিক্ষাদান এবং গুজব রটনাকারীদের মোকাবেলা প্রভৃতি যে সকল লক্ষ্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সম্মুখে রহিয়াছে উহা হাসেলের জন্য জেলা ও মহকুমা সদর দফতরগুলিতে শান্তি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছে বলিয়া আজ এক প্রেস রিলিজে বলা হইয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪৬ শান্তি কমিটি প্রতিনিধিদলের জেলা ও মহকুমায় পাঠানো হচ্ছে

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মিশন পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা সদর দফতরের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের পাঠানো হচ্ছে।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল রোববার এপিপি জানিয়েছে যে,

ইতিমধ্যেই যদি এ ধরনের কোন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে এসব কমিটিকে স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে তাদের নাম পাঠাতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে স্বীকৃত শান্তি কমিটির রিপোর্ট দেবে।

তাছাড়া ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড বের করা হচ্ছে। শহর ও শহরের আশেপাশে আরও ১৬টি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

৬.৪৭ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ব্যাপক তৎপরতা জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠনের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত

দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা, রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রদেশের জেলা ও মহকুমা সদরে শান্তি কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে। গতকাল রোববার এপিপি এই খবর পরিবেশন করে।

কিন্তু কোনো জেলা বা মহকুমার দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই শান্তি কমিটি গঠিত হয়ে থাকলে সেই কমিটির নাম কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অনুমোদনের জন্যে কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাতে হবে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি অনুমোদিত শান্তি কমিটির শাখাগুলোর তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।

শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে শান্তি স্কোয়াড পরিভ্রমণ করছেন।

ঢাকা শহরের আশেপাশে আরো ১৬টি শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। শান্তি কমিটির স্থান ও আহ্বায়কের নামের তালিকা নীচে দেয় হলো:

তেজগাঁও পূর্ব ইউনিয়নঃ মোঃ ফজলুর রহমান, ধানমন্ডি- এস, মোঃ হাবিবুল হক, নারায়ণগঞ্জ শহর- এ, আজিজ সরদার, দিলখুশা ইউনিয়ন- মোঃ মনসুর আলী, জোয়ার শহর ইউনিয়নঃ নোয়াব আলী খান, শরাফতগঞ্জ ইউনিয়ন- গিয়াসুদ্দীন আহমদ, খিলগাঁও ইউনিয়ন- ডাঃ মোঃ আইয়ুব আলী, নবীনগর থানা (কুমিল্লা জেলা)- মৌলবী সেকান্দার আলী, জয়দেবপুর থানা- মোঃ মোস্তান খান, টঙ্গী ইউনিয়ন-আব্দুল মজিদ সরদার, রেকাবী বাজার ইউনিয়ন- ইদরিস বেপারী, মোহাম্মাদপুর ইউনিয়ন- দেওয়ান ওয়ারেস আলী, দিলু রোড মহল্লা- জি, এ, খান, নিউ ইস্কাটন- মজিবুর রহমান, ধানমন্ডি পূর্ব ইউনিয়ন- এম, এ খালেক, মহাখালী মহল্লা- এ, কে, এম, আব্দুল্লাহ খান।

মিরপুর শান্তি কমিটি গঠিত

এপিপি পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ, গত শনিবার মীরপুরের সকল সেকশন ও পুরোনা কলোনীর প্রতিনিধি ও স্থানীয় ব্যক্তিদের এক সমাবেশে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট মিরপুর শান্তি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন মোঃ সামিউদ্দিন খান। এই বৈঠকে মেসার্স আবুল কাসেম, মাহমুদ আলী, আব্দুল জব্বার খদ্দর ও মেজর আফসারুদ্দীনও উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪৮ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রেস বিজ্ঞপ্তি "শান্তি কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে জেলা ও মহকুমাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে"

ঢাকা, ২৫ শে এপ্রিলঃ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মিশন পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা সদর দফতরে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের পাঠান হইতেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রটনাকারীদের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল রবিবার জানান হইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই যদি এই ধরনের কোন কমিটি গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সব কমিটিকে স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় অফিসে তাহাদের নাম পাঠাইতে বলা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট স্বীকৃত শান্তি কমিটি রিপোর্ট প্রদান করবে।

তাহা ছাড়া ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড বাহির করা হইয়াছে।

শহর ও শহরতলীতে আরও ১৬টি শান্তি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

১. পূর্ব তেজগাঁও ইউনিয়ন শান্তি কমিটি- মোঃ ফজলুর রহমান। ২. ধানমণ্ডি ইউনিয়ন শান্তি কমিটি-এস এম হাবিবুল হক। ৩. নারায়ণগঞ্জ শহর শান্তি কমিটি-আবদুল আজিজ সরদার। ৪. দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটি-মোহাম্মদ মনসুর আলী আহম্মদ। ৫. জোয়ার শাহারা ইউনিয়ন শান্তি কমিটি-পেয়ার আলী আহমদ। ৬. শরাফতগঞ্জ ইউনিয়ন শান্তি কমিটি-গিয়াস উদ্দীন আহমদ। ৭. খিলগাঁও ইউনিয়ন শান্তি কমিটি-ডা. মোহাম্মদ আইয়ুব আলী। ৮. নবীনগর থানা শান্তি কমিটি-(কুমিল্লা জেলা) মওলবী সেকান্দার আলী। ৯. জয়দেবপুর থানা শান্তি কমিটি-আবদুল মজিদ সরকার। ১০. জয়দেবপুর থানা শান্তি কমিটি-মোহাম্মদ মোস্তান খান। ১১. রেকাবীবাজার ইউনিয়ন শান্তি কমিটি-ইদ্রিস বেপারী। ১২. মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটি-দেওয়ান ওয়ারেসাত আলী। ১৩. দিলু রোড মহল্লা শান্তি কমিটি-জি, এ খান। ১৪. নিউ ইস্কাটন শান্তি কমিটি-মুজিবুর রহমান। ১৫. পূর্ব ধানমন্ডি শান্তি কমিটি-এম, এ খালেক। ১৬. মহাখালী মহল্লা শান্তি কমিটি-এ.কে.এম আবদুল্লাহ খান।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৪৯ মৌলভী ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সভা

গত শনিবার মৌলভী ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের শান্তি বজায় রাখার জন্য শহর শান্তি কমিটির নির্দেশ মোতাবেক কাজ করার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটির সকল সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি অনুরোধ জানান হইয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৫০ মোহাম্মদ সামীউদ্দিন খানকে আহ্বায়ক করে মিরপুরে শান্তি কমিটি গঠন

গত শনিবার শান্তি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে মিরপুর এক নম্বর সেকশন ও পুরান কলোনীর প্রতিনিধিদের এক সভা দেওয়ান ওয়ারেসাত হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, মোহাম্মদ সামীউদ্দিন খানকে আহবায়ক নির্বাচিত করিয়া ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট এক শান্তি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

সভায় কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য জনাব আবুল কাশেম মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর ও মেজর আফসার উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৫১. ফজলুল কাদের চৌধুরী-এর বেতার ভাষণ "ভারতের হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন"

আসসালামু আলাইকুম

আমি পাকিস্তানের বৃহত্তম সংকটের মুহূর্তে আপনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছি। আমাদের মুসলিম আবাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য উপমহাদেশের লাখো লাখো মুসলমান যে আত্মত্যাগ করেছে তা আপনাদেরও জানা আছে। ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কাজ চালাতে দিয়ে এবং তাদের দালালদের সাহায্যার্থে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আমাদের দেশের রাজনীতিতে খোলাখুলিভাবে ও নির্লজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। রেলপথ, সড়ক ও সেতুগুলো ধ্বংস করে দিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়াই ভারতের মতলব। এসব রেলপথ, সড়ক ও সেতু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পাঠানোর জন্য প্রাণস্বরূপ। আপনারা প্রত্যেকে জানেন, পূর্ব পাকিস্তানে ২০ লাখ টন খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসাই ভারতের ও তার দালালদের উদ্দেশ্য।

ভারত ও তার দালালরা আরো চায় যে, আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক, যাতে করে আমাদের দেশের লোক বেকার হয়ে যায়। কারণ ভারত বিশ্বাস করে যে, আমাদের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে গেলেই ভারতের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করা সম্ভব হবে।

আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ মতদ্বৈততার সমাধান করার অধিকার একমাত্র আমাদের পাকিস্তানীদেরই রয়েছে। ভারতের জানা উচিত যে, কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা, সে পূর্ব অংশেরই হোক বা

পশ্চিমাঞ্চলের হোক, পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও মূল্যবোধ রক্ষার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করবে। আমরা মুসলমানেরা জানি ভারতে বসবাসকারী আমাদের মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হিন্দুরা বিরূপ ব্যবহার করছে। মুসলিম হত্যা ভারতের নিত্যকার ব্যাপার। আমরা মুসলমানরা ভারত ও ভারতের দালালদের মিথ্যা ও হীন প্রচারণায় ভুলতে রাজী নই। আল্লাহর রহমতে জাতির পিতা কায়েদে আজম মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান অর্জন করেছেন। ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী এখানে অবাধে আমাদের জাতীয় জীবন পরিচালিত হবে। পাকিস্তানকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এখানে প্রতিটি নাগরিক ও প্রতিটি অঞ্চল ইনসাফ পাবে।

পাকিস্তান অর্জনে আমারও কিছুটা দান আছে। পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার জন্য আমি আমার জান কোরবান করতে প্রস্তুত। ইসলামী মূল্যবোধই পাকিস্তান অর্জনের মূল লক্ষ্য। আমি সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই যে, পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ধ্বংস করার ম্যানডেট জনগণ কাউকেই দেয়নি।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তান এক ও অবিভাজ্য। পাকিস্তানের জনগণ যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন তারা সবাই পাকিস্তানী। এ ব্যাপারে স্থানীয় অস্থানীয়দের কোন প্রশ্ন নেই, পাকিস্তানে প্রতিটি নাগরিকেরই সমান অধিকার রয়েছে।

ভারত ও তাদের দালালদের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে যে কোন মূল্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমি আমার দেশবাসী ও আমার দলীয় লোকদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। যদি পাকিস্তান টিকে থাকে তবে আমরা টিকে থাকব। কিন্তু যদি পাকিস্তান বিলুপ্ত হয় তবে কে টিকে থাকবে? কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে আমার কোন দ্বেষ নেই। যে পাকিস্তানের শত্রু সে আমার শত্রু, যে পাকিস্তানের বন্ধু সে আমার বন্ধু, পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের প্রশ্নে কোন দরকষাকষি বা রাজনীতি চলতে পারে না। ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে।

মিথ্যা প্রচারণার সাহায্যে জনগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার কাজেও তারা লিপ্ত রয়েছে। ভারতীয় ও তাদের দালালরা যাতে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে এবং জনগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য আমাদেরকে সজাগ হতে হবে।

জনগণের স্বার্থে স্বাভাবিক রেল চলাচল, স্টিমার সার্ভিস, ডাক চলাচল, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন চালু রাখতে হবে। সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মওজুদ রয়েছে। কিন্তু এসব খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অবশ্যই দেশের অভ্যন্তরে পাঠাতে হবে। না হয় জনগণ ভয়ঙ্কর দুর্ভোগে ভুগবে। আমাদেরকে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। যাতে করে আমাদের জনগণ শান্তিতে থাকতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধির স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

আমি আনন্দিত যে, ইতিমধ্যেই জনগণ দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং ভারতীয়দের ও তাদের দালালদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে।

পরিশেষে আমি দেশপ্রেমিক জনগণ ও বীর সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করার কাজে এরা নিয়োজিত রয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি যে,

আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিকের মনে যেন সুচিন্তা ও দেশাত্মবোধ জাগরিত হয় এবং আমরা যেন কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অসদুদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত না হয়ে সর্বদা দেশাত্মবোধ দ্বারা পরিচালিত হই। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১।

৬.৫২ খাজা খয়ের উদ্দিন-এর নেতৃত্বে সভা

১লা মে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকরী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় কমিটির কার্যালয়ে সকাল ১১টায়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়ের উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কমিটি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন, এক ইউনিট শান্তি কমিটিগুলোর কার্যক্রম বিবেচনা করেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২ মে ১৯৭১।

৬.৫৩ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি
স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রদেশব্যাপী অবিরাম কাজ চালাচ্ছেন

জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করার জন্য যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছিল তা জনমনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ২৪ ঘণ্টা কাজ করে যাচ্ছে পি.পি.আই-এর একজন প্রতিনিধি জানিয়েছেন। জনগণের সুবিধার্থে এই কমিটির কার্যক্রমও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গত মাসের ৯ তারিখে ঢাকা নগরীর নাগরিকদের প্রতিনিধিগণ জনাব খাজা খয়ের উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট এই শান্তি কমিটি গঠন করেন। এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখে এই কমিটির উদ্যোগে নগরীতে এক বিরাট মিছিল বের করা হয়।

সপ্তাহকাল সাফল্যের সাথে কাজ চালিয়ে যাবার পর এই কমিটি তার কার্যক্রম সারা পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সম্প্রসারণ করেন। পরে এই কমিটির নাম বদলিয়ে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি করা হয় এবং এর সদস্য সংখ্যা ১৪০ থেকে বৃদ্ধি করে ১৭৫ জন করা হয়।

সারা প্রদেশে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাবার জন্য কমিটি একটি ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদও গঠন করেন।

ঢাকা নগরীতে প্রত্যেক ইউনিয়নে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটিতে একজন আহ্বায়ক এবং ২৫ থেকে ৩০ জন সদস্য আছেন।

ঢাকা শহরে এ পর্যন্ত ৩৬টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আরো গঠন করা হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটিতে আবার মহল্লা কমিটি রাখা হয়েছে যাতে গড়ে ৭ থেকে ৮ জন সদস্য আছেন।

কমিটিতে ৩২ জন সংযোগ রক্ষাকারী জনগণ ও কমিটি সদস্যদের কাছ থেকে অভাব অভিযোগ শুনে তা দূর করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে অন্য অফিসগুলোর সংযোগ রক্ষা করার জন্যও একজন অফিসার নিযুক্ত রয়েছেন। জনগণের কল্যাণের জন্য প্রত্যেকটি অফিসই দিনরাত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে জেলা কাউন্সিল, মহকুমা কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য শান্তি কমিটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ মে ১৯৭১।

৬.৫৪ শাহ আজিজুর রহমান-এর বিবৃতি
"সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করুন"

'ঢাকা, ৩রা মে (এপিপি): জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় সাবেক সহকারী নেতা শাহ আজিজুর রহমান আজ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, পাকিস্তান পুনরায় ভারতীয় নগ্ন হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিধি ও জাতিসংঘের সনদের পরিপন্থী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভারতের বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করে শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে, ভারত শুধু আমাদের ভৌগোলিক সংহতিই বিনষ্ট করতে চায় না তারা আমাদের অর্থনীতিকেও ধ্বংস করে দিতে চায়। বিবৃতিতে তিনি বলেন ভারতের এই হামলার মনোভাবের নিন্দা করার ভাষা নেই।

শাহ আজিজ বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই ভারত এটাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। তিনি বলেন এক শতাব্দীরও বেশী সময় খ্যাতনামা মুসলিম নেতারা ভারতীয় হিন্দুদের সাথে পাশাপাশি বসবাস করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতাদের জন্য তা বাস্তবে পরিণত হয়নি।

এই সময় কায়েদে আজমের গতিশীল নেতৃত্বে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা মুসলিম লীগের পতাকার নীচে জমায়েত হয়। ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লাখ লাখ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। এই সব আত্মত্যাগের ফলে, করুণাময় আল্লাহর ইচ্ছায় ও কায়েদে আজমের বিচক্ষণ নেতৃত্বের বলে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা সব বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করি। জাতির পিতা আমাদের নিকট পাকিস্তান আমানত রেখে গেছেন এবং যে কোন মূল্যে আমাদের তা রক্ষা করতে হবে।

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৪ মে ১৯৭১।

৬.৫৫ তেজগাঁও-এ শান্তি কমিটির সভা

ঢাকা ৪ঠা মে: গতকাল বিকালে তেজগাঁও ইউনিয়ন তেছতরী বাজার এলাকার শান্তি কমিটির সভা তেজগাঁও পলিটেকনিক স্কুল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ফকির আবদুল মান্নান, জনাব এস,এম, জহুরুদ্দীন এডভোকেট, ড. এ এস.এম.এস খান এবং শান্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মাহাবুবুর রহমানসহ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।

শান্তি কমিটির আরেক সভা গত ১লা মে অনুষ্ঠিত হয়। তেজগাঁও এলাকার বহু লোক এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি কমিটির এই উভয় সভাতেই পাকিস্তানের আদর্শ তুলিয়া ধরিতে এবং যে কোন মূল্যে দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় সংহতি উন্নয়নের জন্য এবং সমাজদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহী অনুচরদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করা হইবে না বলিয়া আরেকটি প্রস্তাবে উল্লেখ

করা হয়। শান্তি কমিটির সভায় যোগদানকারী শ্রোতামণ্ডলী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের চিরতরে নির্মূল করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে সমর্পণ করিতে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৫ মে ১৯৭১।

৬.৫৬ মোহাম্মদপুর ও লালমাটিয়া এলাকায় শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত রোববার মোহাম্মদপুর ও লালমাটিয়া শান্তি কমিটির উদ্যোগে প্রাক্তন এমএনএ জনাব আবুল কাসেমের বাসভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে পিপিআই পরিবেশিত খবরে জানা গেছে। সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সমাজবিরোধীদের উস্কানির মুখে তারা এসব এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা পুরাপুরি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, উক্ত এলাকায় পূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তারা সামরিক বাহিনীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন। উক্ত এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য কমিটি জনাব মনিরুদ্দিন আহমদ ও সাবির আলীসহ অন্যান্য সদস্যের স্থানীয় জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৫ মে ১৯৭১।

৬.৫৭ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের তীব্র নিন্দা
সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করুন: শাহ আজিজ

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সাবেক সহকারী নেতা শাহ আজিজুর রহমান গতকাল সোমবার পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা এবং ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করার ব্যাপারে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে দৃঢ়তার সাথে সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এপিপি'র খবরে প্রকাশ, শাহ আজিজুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্তান আবার ভারতের নগ্ন শত্রুতা ও হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। ভারতের এই জঘন্য হামলা ও পাকিস্তানের এলাকায় অনুপ্রবেশের নিন্দা করার যথাযোগ্য ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। পাকিস্তান (ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি) কায়েমের পর থেকেই ভারত এই দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

শতবার্ষিক বছরের বেশি ধরে শ্রদ্ধেয় ও মহান মুসলিম নেতৃবর্গ পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে ভারতের হিন্দুদের সাথে সহ-অবস্থানের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু কংগ্রেসের চরমপন্থীরা তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কায়েদে আজমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও রাজনৈতিকভাবে দলিত মুসলমানরা এক শক্তিশালী জাতিরূপে সংঘবদ্ধ হয়ে এক স্বতন্ত্র আবাসভূমি কায়েমের জন্য মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। ভারতব্যাপী শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লাখ লাখ মুসলমান সেই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। কায়েদে আজমের প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর করুণায় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশটি সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হাসিল করে। জাতির পিতা আমাদের দিয়ে গেছেন এবং আমাদের এই দেশকে রক্ষা করতেই হবে।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা

শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তান কায়েম এবং পরে পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা বিধান ও রক্ষার জন্যে তিনি যা যা করেছেন দেশবাসী তা জানে। বিশ্বের পার্লামেন্টারী ফোরামে তিনি ভারতের শত্রুতার ব্যাপারে পাকিস্তানের বক্তব্য ও কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি পেশ করেছে। তাঁর ঐ বক্তৃতাগুলো কোন কোনটি পাকিস্তান সরকার ছেপেছেন ও প্রকাশ করেছেন। পূর্ণ ও অবাধ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে সার্বিক সুবিধা দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ জোর জবরদস্তি ও প্রতারনার মাধ্যমে সাম্প্রতিক নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই দলটি প্রেসিডেন্টের দেয়া সুবিধাকে ভুল বুঝেছিল। নিজেদের ইচ্ছানুসারে দেশ শাসন করার এবং পূর্ণ গণতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল চরম গোঁয়ার্তুমি অধৈর্য্য ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা তারা নিজেরাই তা হারিয়েছে। আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় সশস্ত্র ও শ্লোগানমুখর উন্মত্ত তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মীরা ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ, বিরোধী মত প্রকাশকারীর কণ্ঠরোধ এবং সকল শ্রেণীর নাগরিক, সংবাদপত্র ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণরূপে তাদের আজ্ঞাবহ করে তোলে। এটা ছিল মাত্র এক দিকে চলার রাজনীতি এক সাথে চল অথবা ধ্বংস হয়ে যাও। এই অবস্থা গত ২৫ মার্চ অনুশোচনার বোধশূন্য অরাজক একনায়কত্ববাদের গ্রাস থেকে অচেতন দেশকে সশস্ত্রবাহিনীর উদ্ধার করা পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।

দেশবাসী সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়েছিল। মানবীয় দৌর্বল্য ও মৃত্যু সবাইকে পেয়ে বসেছিল এবং সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করার মুহূর্তটি পর্যন্ত মাথা নুইয়ে পড়েছিল।

জনাব শাহ আজিজ জানান যে, গত নির্বাচনকালে তাঁকে ও তার কর্মীদের অমানুষিক অপমান ও মারধর করা হয়। লিখিত অভিযোগ ও টেলিগ্রাম করেও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়নি। এমন একটি ধারণা বিরাজিত ছিল যে, প্রকৃত দেশপ্রেম ও বিরোধী মত প্রকাশকারীকে রক্ষা করার মতো কোন সরকার নেই।

ভারতের নিন্দা

জনাব শাহ আজিজ বলেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ২৫ শে মার্চ হস্তক্ষেপ করা ছাড়া সেনাবাহিনীর হাতে অন্য কোন বিকল্প পথ ছিল না। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি রাজনৈতিক সচেতন সম্পন্ন নাগরিক পাকিস্তান সীমান্তে ভারতের অনুপ্রবেশের নিন্দা করবে।

ভারত সকল আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন ও শোভনীয়তাবোধ জলাঞ্জলী দিয়েছে এবং অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা মানার চাইতে লংঘন করাকেই বেশী মর্যাদা দিচ্ছে। আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আচরণ ও জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের বিশ্বাসঘাতকতা আজ সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শাহ আজিজ বলেন: তারা শুধুমাত্র আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতাই বিনষ্ট করার চেষ্টা করেনি, এই মতলব হাসিলের জন্য আমাদের অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টিরও চক্রান্ত করেছে।

সেনাবাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও আল্লাহর অশেষ কৃপায় দেশের অর্থনৈতিক

জীবনের অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস রোধ হয়েছে।

কায়েদে আজম কেবলমাত্র আমাদের জন্যে একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করেননি। তিনি এই রাষ্ট্রকে কায়েমের জন্যে একটি ইসলামী আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা যাতে সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে যেতে পারি এবং পাকিস্তানকে গঠন এবং এর আদর্শ ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারি, সেজন্যে এই সংকটকালে আমাদের আল্লাহতায়ালার করুণা তার পথ নির্দেশনা চাইতে হবে ও মোনাজাত করতে হবে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ মে ১৯৭১।

৬.৫৮ তেজতুরী বাজার শান্তি কমিটির সভা

গতকাল বিকেল ৪টায় তেজগাঁও ইউনিয়ন তেজতুরী বাজার শান্তি কমিটির উদ্যোগে তেজগাঁও পলিটেকনিক প্রাইমারি স্কুলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান গোরা, এডভোকেট এস. এম. জহিরুদ্দিন, ড. এ. এম. খান ও যাকির, আব্দুল মান্নানসহ এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ সভার আয়োজন করেন।

এছাড়া গত পয়লা মে তারিখে শান্তি কমিটির উদ্যোগে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেজগাঁও এলাকার বহু সংখ্যক লোক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সভায় সকল প্রকার বহিরাক্রমণ থেকে পাকিস্তানের আদর্শ, অখণ্ডত্ব ও সার্বভৌমত্ব যেকোন মূল্যের বিনিময়ে রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়। এছাড়া সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের জাতীয় সংহতি নষ্ট করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করারও সংকল্প প্রকাশ করা হয়। সভায় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়। এপিপি এ খবর পরিবেশন করেন।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ মে ১৯৭১।

৬.৫৯ আরো কতিপয় স্থানে শান্তি কমিটি গঠন

বিভিন্ন স্থানে আরো ২৫টি শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে। এপিপির খবরে প্রকাশ, শান্তি কমিটিগুলো এবং সে সময়ের আহ্বায়কদের নাম নীচে দেওয়া হলো:

১. পুরানো মোগলটুলী ইউনিয়ন-জনাব আব্দুর রাজ্জাক। ২. কোন্ডা ইউনিয়ন-জনাব আবদুল হোসেন। ৩. সুভড্যা ইউনিয়ন-আহ্বায়ক, হাজী আবদুস সামাদ বেপারী। ৪. কালিন্দি ইউনিয়ন- জনাব আবদুল ওয়াদুদ, আহ্বায়ক। ৫. যাত্রাবাড়ী ইউনিয়ন-জনাব আব্বাস উদ্দীন আহমদ। ৬. দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন- মো. চান্দমিয়া। ৭. সিদ্দিক বাজার ইউনিয়ন- মো. ইয়াকুব আলী। ৮. মৌলভীবাজার ইউনিয়ন- মো. ইউসুফ। ৯. নারিন্দা ইউনিয়ন-হাফিজউদ্দীন আহমদ। ১০. জিন্দাবাহার ইউনিয়ন-জনাব মো. শেখ। ১১. ফরিদা ইউনিয়ন-জনাব খন্দকার হাবিবুর রহমান। ১২. আজিমপুর ইউনিয়ন-জনাব হাফিজ আবদুল কাসেম। ১৩. কাওয়ামদিয়া ইউনিয়ন-জনাব আজিজুর রহমান। ১৪. সাভার থানা-জনাব আবদুল হালিম। ১৫. শ্যামপুর ইউনিয়ন-জনাব ফজলুল করিম। ১৬. ওয়ারী ইউনিয়ন–জনাব এ রহিম। ১৭. টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়ন-জনাব মজিবুর রহমান

মল্লিক। ১৮. আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন-আলহাজ্ব তাহের আহমেদ, ১৯. টঙ্গীবাড়ী থানা-জনাব সিরাজুল ইসলাম মল্লিক, ২০. নওয়াবপুর ইউনিয়ন–সৈয়দ মহসিন আলী , ২১. ইসলামপুর ইউনিয়ন-জনাব মোহাম্মদ মোবারক হোসেন, ২২. টঙ্গী ইউনিয়ন–জনাব আবদুল মজিদ সরকার, ২৩. জিঞ্জিরা ইউনিয়ন–ওয়ার্ড শান্তি কমিটি, জনাব মো: হোসেন, ২৪. চকবাজার ইউনিয়ন-জনাব মাহবুবুজ্জামান, ২৫. চুড়িহাট্টা মহল্লা-হাজি সলিমুল্লাহ মিয়া

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ মে ১৯৭১।

৬.৬০ ৫৫ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি

"বিদ্বজ্জনদের নির্বিচার হত্যা সংক্রান্ত প্রচারণার দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব"

ঢাকা ১৬ মে: পূর্ব পাকিস্তানের ৫৫ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পী আজ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ভারতের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে নিউইয়র্কে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইউনিভার্সিটি ইমার্জেন্সী যেভাবে সাড়া দিয়াছে তাহাতে আমরা মর্মাহত হইয়াছি।

উক্ত সংস্থার এক বিবৃতিতে ঢাকায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা এক যুক্ত বিবৃতিতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে বলা হয় আমাদের অনেকের নাম গুলিবিদ্ধ ও নিহতদের তালিকায় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু এই তালিকায় উল্লিখিতদের অনেকে ইতিমধ্যে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া প্রোপাগান্ডাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

তাঁহারা বলেন যে, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে গোলযোগের কারণে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের প্রায় সকলেই গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলাম। এই কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ব্যাপকভাবে অমান্য করা হইতেছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেটের উপর নির্বাচনে জয়লাভ করা হইয়াছিল। তারপর চরমপন্থীরা স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে পরিণত করার কাজে লিপ্ত হয়। এই সময় দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করা হইতেছিল। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ছাত্ররা পড়াশুনা করিত না বা খেলাধুলাও করিত না। হলটি একটি গোপন অস্ত্রাগার ও বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজের ট্রেনিং গ্রাউন্ড ছিল। তথায় মেশিনগান ও মর্টারের মত সামরিক সরঞ্জামও রক্ষিত ছিল। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ও ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসবাদিতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের প্রায় সকলে গ্রামে আশ্রয় নিয়াছিলাম। প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসের প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দেয়ার পর আমরা শহরে ফিরিয়া আসি। তবে মনে হইতেছে আমাদের কয়েকজন সহকর্মী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার গত ২৫ এপ্রিল এ সংখ্যার মতে তাহাদের ১৫ জনকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আরো শিক্ষককে প্রলোভিত করার

উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দের জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে তাহারা যুক্ত বিবৃতিতে আরও বলেন যে, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের চরমপন্থীগণ কর্তৃক ন্যায্য দাবীকে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার দাবীতে রূপান্তরের চেষ্টা করিতে দেখিয়া তাহারা মর্মাহত হইয়াছেন। বাঙালি হিন্দু বিশেষ করিয়া কলিকাতার মাড়োয়ারীদের আধিপত্য ও শোষণ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১৯০৫ সালে বাংলার মুসলমানরা পূর্ব বাংলার একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে আমরা পুনরায় গণভোটের মাধ্যমে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সহিত হাত মিলাইয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশাবাদী হওয়ার কারণ রহিয়াছে। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:

ড. সাজ্জাদ হোসেন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, ডা. মীর ফকরুজ্জামান, ডা. কাজী দিন মোহাম্মদ, জনাব নুরুল মোমেন, জনাব জুলফিকার আলী, জনাব আহসান হাবীব, জনাব খান আতাউর রহমান, মিস শাহনাজ বেগম, জনাব আসকার ইবনে শাইখ, মিসেস ফরিদা ইয়াসমীন, জনাব আব্দুল আলীম, জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, জনাব এ. এইচ. চৌধুরী, ড. মোহর আলী, জনাব মুনীর চৌধুরী, ডঃ আশরাফ সিদ্দীকী, খোন্দকার ফারুক আহমেদ, জনাবা এস. এ. হাদী, মিসেস নীনা হামিদ, জনাব এম. এ. সামাদ, মিসেস লায়লা আজুমান্দ বানু, জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, জনাব বেদার উদ্দিন আহমদ, মিসেস ফেরদৌসী রহমান, জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী, জনাব সরদার জয়েন উদ্দিন, সৈয়দ মূর্তজা আলী, জনাব তামিল হোসেন, জনাব শাহেদে আলী, কবি আব্দুস সাত্তার, জনাব ফারুক শায়রে, কবি ফররুখ আহমদ, জনাব আব্দুস সালাম (সম্পাদক পাকিস্তান অবজারভার), জনাব বদরুদ্দীন (সম্পাদক মর্নিং নিউজ), জনাব আবুল কালাম শাসসুদ্দীন (সম্পাদক দৈনিক পাকিস্তান), জনাব ফতেহ লোহানী, জনাব হেমায়েত হোসেন, জনাব বি. রহমান, জনাব মজলুল হোসেন, জনাব আকবর উদ্দীন, জনাব আকবর হোসেন, জনাব এ. এফ. এম. আব্দুল হক, প্রিন্সিপাল এ.কিউ. এম আদম উদ্দীন, জনাব আলী মনসুর, কাজী আফাজ উদ্দীন, জনাব সানাউল্লাহ নূরী, সরদার ফজলুল করিম, জনাব বদিউজ্জামান, জনাব শফিক কবির, মিসেস ফওজিয়া খান, লতিফা চৌধুরী ও জনাব আব্দুল আলী।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ, ১৭ মে ১৯৭১।*

(অনেকেই পরবর্তী সময়ে তাদের বিবৃতিতে স্বাক্ষরের কথা অস্বীকার করেন। মুনীর চৌধুরী স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকবাহিনীর এ দেশীয় সহযোগী আলবদর বাহিনী কর্তৃক ঢাকার হাতীরপুল এলাকার পিতৃগৃহ থেকে অপহৃত হন। পরে রায়ের রাজার বধ্যভূমিতে তিনি নিহত হন।

সরদার ফজলুল করিম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন এবং দেশ মুক্ত হলে ডিসেম্বর মাসে মুক্তি লাভ করেন)।

৬.৬১ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির বৈঠকে ওমরাও খান
"পাকিস্তানের দুশমনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান"

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্যগণ পাকিস্তানের দুশমনদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ওমরাও খান

বৈঠকে ভাষণদানকালে ওমরাও খান বলেন যে, দেশ বর্তমানে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে। সশস্ত্র বাহিনী সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া পাকিস্তান রক্ষা করিয়াছে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, মনে হয় আল্লাহতায়ালা হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বর্ষণ মওসুম অথবা যে কোন সময় হউক না কেন পাকিস্তানের দুশমনদের একই ভাবে শায়েস্তা করা হইবে। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওমরাও খান পাকিস্তানের দুশমনদের অনুসন্ধান কাজে সামরিক বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার জন্য পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন জানান।

পাকিস্তানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সনাক্ত কাজেও সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

তিনি বলেন যে, সাময়িকভাবে রাজনীতির সমাধি রচনা করুন। পাকিস্তান নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত রাজনীতি সৌখীনতা মাত্র। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানে মাত্র দুইটি দল রহিয়াছে পাকিস্তান ও পাকিস্তান দুশমন দল। পাকিস্তান দুশমন দলটিকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তান স্থায়ী হইলে আপনারা রাজনীতি করার যথেষ্ট সময় পাইবেন। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের নিশ্চিহ্ন করা না পর্যন্ত তাহারা শান্তিতে বাস করিতে পারিবেন না। তিনি জনগণকে উপদেশ দেন যে, তাহারা যদি অনুপ্রবেশকারীদের সরাসরি মোকাবেলা করিতে ব্যর্থ হন তবে পিছন দিক হইতে তাহাদের আঘাত করিতে হইবে।

সূত্রঃ *দৈনিক পূর্বদেশ,* ১৮ মে ১৯৭১।

৬.৬২ শান্তি ও সংহতি কমিটির সভা
দেশদ্রোহীদের প্রতি কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে ঢাকার সর্বস্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিদের এক সভা গতকাল সোমবার জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আবুল কাসেমের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) উমরাও খান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বলে এপিপি জানিয়েছে।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন খাজা খয়েরুদ্দিন, জনাব শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আফসার উদ্দিন, জনাব আবুল কাসেম, দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান ও জনাব তোহা বিন হাবীব।

সভায় বক্তৃতাকালে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওমরাও খান বলেন, দেশ

এখন এক মারাত্মক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীরা সীমান্তের ওপার থেকে যে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে তারই ফলে এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্ব দেশকে যে পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে সেখান থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির পক্ষে শক্তি বৃদ্ধির এখনই প্রকৃষ্ট সময়।

তিনি আরও বলেন এখানে এখন যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে আমাদের সকল রাজনৈতিক মত পার্থক্য অবশ্যই বিসর্জন দেয়া উচিত এবং পাকিস্তানের আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানো উচিত।

একটি মহা দুর্যোগ থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে যথা সময়ে দৃঢ়তা ও বীরত্বের সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং যে সকল ব্যক্তির কার্যকলাপ পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার জন্যে প্রতিটি খাঁটি পাকিস্তানীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

খোলাখুলি মতবিনিময় ও আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় এবং কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রস্তাবগুলি পেশ করার জন্যে সভার সভাপতি মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওমরাও খানের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

> বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক সংকট থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে যথা সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এই সভা সশস্ত্র বাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করছে। এবং দেশদ্রোহীদের প্রতি সম্ভাব্য কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাবার সাথে সাথে সভা এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে, সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের মহান দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী শক্তিগুলির মধ্যে গভীর দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং দুষ্কৃতিকারীরা যেখানেই থাকুক সেখান থেকেই তাদেরকে উৎখাতের জন্যে এবং একটি মহান দেশ হিসেবে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যা একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক আন্তরিক ও সুনিশ্চিত প্রচেষ্টা গ্রহণে দেশপ্রেমিক জনসাধারণের এগিয়ে আসা উচিত।

এই সভা এই মর্মে সুপারিশ করেছে যে শান্তি কমিটির তৎপরতা আরো সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এর নাম পরিবর্তন করে শান্তি ও সংহতি কমিটি রাখা উচিত এবং এর লক্ষ্য এখন আরো ব্যাপক আরো পরিষ্কার ও আরো বিস্তৃত করা উচিত। এই সভা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে মনে করে যে একাধিক শান্তি কমিটি গঠন করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে না। এবং বর্তমান অবস্থায় এই অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তানই যে সবার চূড়ান্ত লক্ষ্য সে সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আরো আস্থার ভাব সৃষ্টি করা।

সভায় এই মর্মে সুপারিশ করা হয় যে, সকল স্তরের মানুষের ব্যাপক ও কার্যকরী সমর্থন লাভের জন্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটিতে দেওয়ান ওসারাসাত আলী খান ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কো-অপ্ট করা হলো–(১) জনাব সোলেমান ওসমানী (২) জনাব আনোয়ারুল হক (৩) জনাব নাবির আলী (৪) জনাব

নাঈম মালিক (৫) জনাব এ এইচ মালিক।

কমিটি এই মর্মে আরো সুপারিশ করে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রাদেশিক শান্তি কমিটির জেনারেল বডির সদস্য করে নেওয়া হবে: (১) দেওয়ান ওয়ারাসাত খান, ৮/৩, আওরঙ্গজেব রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭, ফোন: ৩১১৩৪১ (২) জনাব সৈয়দ খাজা খায়রুদ্দিন, নওয়া প্রাসাদ, ঢাকা (৩) জনাব শফিকুল ইসলাম, (৪) প্রফেসর গোলাম আজম, (৫) আফতাব আহমদ খান, ৮/৩, আওরঙ্গজেব রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭, ফোন: ৩১১৩৪১, (৬) জনাব আবুল কাসেম আইয়ুব গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন: ৩১২৭৬৮ (৭) মোহাম্মদ সাবির আলী, ৬/২৮, ব্লক-ডি, কায়েদে আযম রোড, মোহাম্মদপুর (৮) জনাব জহুর আহমদ, ১০/সি, ১১৭/১০, মীর আহমদ, ১০/সি, মির-পুর, ঢাকা, ফোন: ২৪৪৯৬৪৯, ৩৭২৬৬ (৯) মেজর আফসার উদ্দিন (১০) জনাব এ কে রফিকুল হাসান ১০/সি, রোড নং-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন: ২৪৬৮১৭। (১১) জনাব মোজাফর আহমদ, ৩৬/১, পল্লবী, মিরপুর, ফোন: ৩২২৭৬ (১২) জনাব এ এ মল্লিক এভিনিউ-১, ১৫/ডি, মিরপুর, ঢাকা, ফোন: ২৫০৬৫৫, ৩৭২৬৬ (১৩) জনাব এস এম জিয়াউল হক, এভিনিউ ১/১৪, মিরপুর, ঢাকা, ফোন: ২৫০৬৫৫, ৩৭২৬৬ (১৪) জনাব আফতাব আহমদ সিদ্দিকী, ১০-বি এ ১-৪৫ মিরপুর ঢাকা ফোন: ২৫১৮৪৩, ২৫১৪২৯ (১৫) জনাব এ এইচ মালিক ২-এ, ৫ মিরপুর, ঢাকা, ফোন-৩৭২৭৬ (১৬) জনাব মোঃ নুরুল আঈন, ৭বি/এ, সেকেন্ড কলোনী মিরপুর, ঢাকা (১৭) জনাব আনকার মালিক ২-এইচ/২/সি, মিরপুর রোড, ঢাকা, ফোন: ৩৭৩৫৫৯, (১৮) জনাব মকবুল ইকবাল, ন্যাশনাল ট্যানারিজ, হাজারিবাগ, ঢাকা, ফোন: ২৪৩০০৫, ৩১০৭। (১৯) জনাব এস এইচ হাসান ‘প্লট-১৭, রোড নং-৫, ব্লক-এ, সেকশন-২, মিরপুর, ব্লক-এ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা। (২০) জনাব এ এন মালিক, ১০/বিএল-১০৮, মিরপুর, ঢাকা (২১) জনাব আশেয়ারুল হক, ২০/১, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন: ২৮৩৩৭৪ (২৩) জনাব হাসান রাজা সেলস ম্যানেজার মোহাজির ক্যাম্প, ২৮/১, তোপখানা রোড, ঢাকা, ফোন: ২৮৩৩৭৪ (২৪) জনাব সুলমান ওসমানী, বি/৩০৬, শেরশাহ সুরী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ফোন: ৩১১৫৩৮ ও (২৫) জনাব তোহা বিন হাবিব।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ১৮ মে ১৯৭১।

৬.৬৩ শান্তি কমিটির আবেদন দেশের শত্রুদের মোকাবেলা করুন

ঢাকা, ১৭ই মে (এপিপি): পাকিস্তান শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। মিরপুর, লালবাগ ও চকবাজারে আজ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ওমরাও খান, খাজা খয়েরউদ্দীন, জনাব আবুল কাশেম, মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আফসার উদ্দীন, দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মেজর জেনারেল খান বক্তৃতাদানকালে বলেন, দেশ এক সঙ্কটজনক সময়ের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী ঠিক সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, তাদের কার্যাবলী

আল্লাহর দান।

তিনি বলেন, বর্ষা বা অন্য যে কোন ঋতুই হোক না কেন পাকিস্তানের শত্রুদের সমানভাবেই সায়েস্তা করা হবে। পাকিস্তানের শত্রুদের ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীকে সাহায্যদানের জন্য জনাব ওমারাও খান পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সাময়িকভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখার জন্যও তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে রাজনীতি বিলাস। পাকিস্তানের এখন কেবলমাত্র দুটি দলের অস্তিত্ব রয়েছে। এর একটি হচ্ছে পাকিস্তান পার্টি ও অপরটি হচ্ছে পাকিস্তান দুশমন পার্টি। পাকিস্তান দুশমন পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে রাজনীতি করার জন্য আপনারা যথেষ্ট সময় পাবেন। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের ধরিয়ে না দিলে বা তাদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে সাহায্য না করলে শান্তিতে বসবাস করা যাবে না বলে ওমরাও খান জানান।

সূত্রঃ *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৮ মে ১৯৭১।

৬.৬৪ ঢাকায় নাগরিক সভার সুপারিশ শান্তি কমিটির নাম 'শান্তি ও সংহতি কমিটি' রাখার আহ্বান

গতকাল সোমবার পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য ঢাকার সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন এম এন এ জনাব আবুল কাসেমের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ সভায় অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ওমরাও খান সভাপতিত্ব করেন বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

সভায় জনাব খাজা খয়েরুদ্দীন, জনাব শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মেজর আফসার উদ্দীন, জনাব আবুল কাসেম, দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান, জনাব তোয়াহা বিন হাবীব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ওমরাও খান তার ভাষণে বলেন যে, দেশ বর্তমানে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং তার সীমান্তের ওপারের সহযোগীদের সৃষ্ট রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ফলে মারাত্মক সংকটের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছে। এক্ষণে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির উচিত তাদের সর্বশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে দেশকে উদ্ধার করা। জনাব খান বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মতবিরোধ বিসর্জন দিয়ে সাধারণ দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় অবাধ ও হৃদ্যতাপূর্ণ মতবিনিময়ের পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়:

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ পরিচালিত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে তাদের মহান কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্য পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী শক্তিসমূহের মধ্যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়। দুষ্কৃতিকারীদেরকে খুঁজে বের করা এবং

প্রদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক লোকের নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় শান্তি কমিটির কার্যাবলী সম্প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষিতে এর নাম পরিবর্তন করে শান্তি ও সংহতি কমিটি রাখার প্রস্তাব করা হয়। জনগণকে তাদের চূড়ান্ত ভাগ্য হিসেবে পাকিস্তান সম্পর্কে বৃহত্তর আস্থাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কেবলমাত্র শান্তি কমিটি যথেষ্ট নয় বলে এই পরিবর্তন আনয়নের সুপারিশ করা হয়।

এক প্রস্তাবে সকল স্তরের জনগণের পক্ষ থেকে ব্যাপক ও কার্যকরী সমর্থন লাভের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকেও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পথে মত প্রকাশ করা হয়ঃ

১। জনাব সালমান উসমানী ২। জনাব আনোয়ারুল হক ৩। জনাব সাবির আলী ৪। জনাব নঈম মালিক এবং ৫। জনাব এ এইচ মালিক।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিদেরকে প্রাদেশিক শান্তি কমিটির সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ জানানো হয়ঃ ১। দেওয়ান ওয়ারাসাত হোসেন খান, ২। সাইয়েদ খাজা খয়েরুদ্দীন, ৩। জনাব মোহাম্মদ সাবির আলী, ৪। অধ্যাপক গোলাম আযম, ৫। জনাব আখতার আহমদ খান, ৬। জনাব আবুল কাসেম, ৭। জনাব মোহাম্মদ সাবির আলী, ৮। জনাব জহুর আহমদ, ৯। মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন, ১০। জনাব এ কে রফিকুল হাসান, ১১। জনাব মুসাফ্ফার আহমদ, ১২। জনাব এ এ মল্লিক, ১৩। জনাব এস এম জিয়াউল হক, ১৪। জনাব আফতাব আহমদ সিদ্দীক, ১৫। জনাব এ এইচ মানিক, ১৬। জনাব মোঃ নুরুল আমীন, ১৭। জনাব আনজার মল্লিক, ১৮। জনাব মাহবুব ইকবাল, ১৯। জনাব এস এইচ হাসান, ২০। জনাব আনোয়ারুল হক, ২১। জনাব আখতার হামিদ খান, ২২। জনাব হাসান রাজা, ২৩। জনাব সোলায়মান উসমানী এবং ২৪। জনাব তোয়াবা বিন হাবীব।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ মে ১৯৭১।

৬.৬৫ পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলেমায়ে এছলাম ও নেজামে এছলাম পার্টির নেতা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আশরাফ আলীর ঘোষণা "যে কোন মূল্যে ভারতের চক্রান্ত নস্যাৎ করিব"

ঢাকা, ১৮ই মে: পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলেমায়ে এছলাম ও নেজামে এছলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আশরাফ এছলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়িয়া তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকল্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আজ আমাদের উচিত সময়ের ডাকে সাড়া দিয়া আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া সাচ্চা মুসলমান হিসাবে নিজেদেরকে গড়িয়া তোলা। তিনি বলেন, পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপ ও ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার পুনরায় একথাই প্রমাণ করিল যে, ভারত পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মানিয়া নিতে কখনও রাজি নহে।

নেজামে এছলাম নেতা আরও বলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতেই ভারত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বিনষ্ট করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ১৯৬৫ সালে

পাকিস্তানের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদী ভারত এক্ষণে পাকিস্তানকে নস্যাৎ করার এক দুরভিসন্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের একথা জানিয়া রাখা উচিত যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার যত ফন্দিই আটুক না কেন, আমরা তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে নস্যাৎ করিয়া দিব।

তিনি বলেন, আমাদের জনসাধারণ হিন্দুস্তানের আসল স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এখন ভালভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার জন্যই ভারত আমাদের পথঘাট, সেতু ও সরকারী সম্পত্তির অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ,* ১৯ মে ১৯৭১।

৬.৬৬ ঢাকায় ইসলামপুর শান্তি কমিটির অফিস উদ্বোধন

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ খাজা খায়রুদ্দিন গত শুক্রবার ইসলামপুর রোডে মডার্ন হোটেল বিল্ডিং-এ ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির অফিস উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির প্রায় সকল সদস্য, বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিটির আহ্বায়ক, ইউনিট আহ্বায়কবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোবারক হোসেন, সৈয়দ খাজা খায়েরুদ্দিনকে মাল্যভূষিত করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ,* ২২ মে ১৯৭১।

৬.৬৭ টিকাটুলীতে শান্তি কমিটির অফিস উদ্বোধন

ঢাকা, ২৯ শে মে: গতকাল এখানে দারুল ইসলাম মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে খাজা খয়েরুদ্দিন ইউনিয়ন শান্তি কমিটির টিকাটুলী ইউনিয়নের অফিস উদ্বোধন করেন। উক্ত অফিস উদ্বোধনকালে খাজা খয়ের উদ্দিন পাকিস্তানের ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত অনুপ্রবেশকারী ও স্থানীয় অন্তর্ঘাতীদের সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন। ঢাকা শহর কাউন্সিল মোছলেম লীগের সভাপতি ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রাক্তন সদস্য জনাব সিরাজউদ্দীন খান এবং জনাব ফয়েজ বখশও উক্ত সভায় ভাষণ দেন।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ,* ৩০ মে ১৯৭১।

৬.৬৮ শান্তি কমিটির সভায় খাজা খয়েরুদ্দীন-জনগণকে পাকিস্তান বিরোধীদের দমন করতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান সাইয়েদ খাজা খয়েরুদ্দীন বলেছেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য তৎপর ব্যক্তি, শক্তি ও বহিরাগত শত্রু দমন করা আমাদের কর্তব্য। এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর চেয়ে আমাদের দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

জনাব খয়েরুদ্দীন গত শুক্রবার বিকেলে ঢাকা শহরের দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সিক্কাটুলী ইউনিয়নের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা শান্তি চাই। আমরা চাই আমাদের স্বপ্নের দেশ পাকিস্তান বাধাহীনভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

আমরা চাই পাকিস্তানে কায়েম হবে ইসলামী সমাজব্যবস্থা। খাজা খয়েরুদ্দীন বলেন যে, আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় হোক এটাই কামনা করি। বিগত নির্বাচনে এ আশা নিয়েই জনগণ ভোট দিয়েছিল। পাকিস্তান ধ্বংস হোক কিংবা ভারতের কুক্ষিগত হোক এটা তারা কখনো কামনা করেনি। কিন্তু স্বার্থবাদী ও দুষ্কৃতিকারীরা জনগণকে বিপথে পরিচালিত করেছে।

ভারতের হীন অভিসন্ধির তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন যে, তাদের কোন চক্রান্তই ফলবর্তী হবে না। ভারতের মোনাফেকীর স্বরূপ অজানা নয়। ভারত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও অর্থনীতির প্রতি মারাত্মক আঘাত হানার জন্য মরণ বাঁধ ফারাক্কা নির্মাণ করেছে, অথচ আজ সে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণের নামে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে। তার এ কুম্ভীরাশ্রু কোন কাজেই আসবে না। যদি আমাদের হুঁশ না হয় তবে এককালে আমরা যেমন হিন্দুদের নির্যাতনের শিকারে ছিলাম পুনরায় তেমনি হতে হবে। তিনি বলেন, এখন থেকে আর কোন দিন যেন দেশে পাকিস্তান ও ইসলাম বিরোধী কোন দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

কোন গুজবে কান না দিয়ে প্রদেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাবার জন্য শান্তি কমিটির কর্মী ও জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ্যাডভোকেট আবদুল নঈম চৌধুরী। সভায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সংহতি ও উন্নতি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। ঢাকা শহর কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনও সভায় বক্তৃতা করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম,* ৩১ মে ১৯৭১।

৬.৬৯ দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটি গঠন

পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মওলানা নুরুজ্জামান ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট দিলকুশা 'শান্তি এবং কল্যাণ কাউন্সিল' গঠন করেন। জনাব আলীকে সভাপতি, জনাব আব্দুল মালিক এম ইউ সি এবং জনাব আব্দুল মজিদ এম ইউ সিকে সহসভাপতি এবং জনাব আমির বক্স এম ইউ সি কে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এই সভা থেকে ইসলাম এবং পাকিস্তানের শত্রু ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে জনগণকে যুদ্ধের সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ভারতীয় আগ্রাসনের নিন্দা করে সভা থেকে বলা হয় যে, ভারত যেন বিনম্র আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে তার নিজের স্বার্থ এবং বিশ্ব শান্তি রক্ষা করে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান,* ১ জুন ১৯৭১।

৬.৭০ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসের কাজের সময়

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই সময়ের মধ্যে পূর্বেকার প্রদত্ত নোটিশ

অনুযায়ী দোকান এবং বাড়ী বরাদ্দ সম্পর্কিত ফরম জমা ও বন্টন করা হবে। চলতি মাসের ১৫ই জুন আবেদনপত্র দাখিলের শেষ দিন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস রমনা থানার পূর্বদিকে মগবাজার কাজী অফিসের নিকটে ১১৬, বড় মগবাজার, ঢাকা-২-এ অবস্থিত বলে এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৫ জুন ১৯৭১।

৬.৭১. দশ জন বিশিষ্ট ওলেমার বিবৃতি দেশপ্রেমিকদের সামরিক ট্রেনিং প্রদান করুন

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলার দশজন বিশিষ্ট ওলেমা পাকিস্তানের উপর যে কোন ধরনের সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দেশের এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামপ্রিয় দেশপ্রেমিকদের সামরিক ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় পিপিআই ও এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, উক্ত ওলেমাবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন যে সম্ভাব্য সবরকম ভারতীয় হামলা প্রতিরোধের জন্য সরকারের উচিত অনুগত নাগরিকদের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তোলা।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, (১) মওলানা মুফতি দ্বীন মোহাম্মদ খান, সেক্রেটারী, জমিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

(২) মওলানা মোহাম্মদ (হাফেজ্জী হুজুর), প্রেসিডেন্ট, দাওয়াতুল হক, পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা।

(৩) মওলানা সিদ্দিক আহমদ, প্রেসিডেন্ট, জমিয়াতুল ওলেমায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান

(৪) মওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, প্রিন্সিপাল, কাসেমুল উলম, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

(৫) মওলানা মোস্তাফা আল-মাদানী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জমিয়াতুল ওলেমায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান।

(৬) মওলানা আজিজুর রহমান, সেক্রেটারী হিজবুল্লাহ, শর্ষিণা, বরিশাল।

(৭) আলহাজ্ব আবদুল ওহাব, কোষাধ্যক্ষ, জমিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

(৮) মওলানা আশরাফ আলী, সেক্রেটারী জেনারেল, জমিয়াতুল ওলেমায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান।

(৯) মওলানা আজিজুল হক, মোহাদ্দিস, লালবাগ জমিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

(১০) মওলানা নূর আহমদ, সেক্রেটারী, দাওয়াতুল হক, পূর্ব পাকিস্তান।

ওলেমাগণ তাদের বিবৃতিতে ভারতের আক্রমণাত্মক দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তারা বলেন, মুসলমানরা বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম একথা ভালভাবেই জানেন যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত বার বার পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে।

তারা বলেন যে লক্ষ লক্ষ প্রাণে অর্জিত পাকিস্তানকে ধ্বংস করার এবং মুসলমানদের স্বার্থহানি করার জন্য মুসলিমবিরোধী শক্তিগুলো সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে।

তারা বলেন যে লক্ষ প্রাণ, অমানুষিক দুঃখকষ্ট ও বিরাট আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবং মুসলমানদের অক্লান্ত ও অতুলনীয় প্রচেষ্টার ফলে পাকিস্তান একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে মাথা উঁচু করতে পেরেছে। কিন্তু মুসলিমবিরোধী শক্তিগুলো তাদের ষড়যন্ত্র ত্যাগ করেনি।

তারা বলেন যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী অভ্যুত্থানও ছিল পাকিস্তানকে ধ্বংস করার অপর একটি ভারতীয় চক্রান্ত।

তারা বলেন, পাকিস্তানের বীর সশস্ত্র বাহিনী যখন সাফল্যজনকভাবে ভারতীয় দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করে ছিল, তখনই ভারতের ব্রাহ্মণরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করল।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ জুন ১৯৭১।

৬.৭২ শান্তি কমিটির কাজে ডা: মালিকের সন্তুষ্টি প্রকাশ

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হইয়াছে, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নিখিল পাকিস্তান লেবার ফেডারেশনের ডা. এ. এম. মালিক গতকাল (বুধবার) ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা ও উহা বজায় রাখার ব্যাপারে শান্তি কমিটিসমূহ সেনাবাহিনী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতেছে। ডা: মালিক যশোর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলা সফর শেষে সদ্য ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ জুন ১৯৭১।

৬.৭৩ আজ রাজাকার বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়া অনুশীলন করবে

"ঢাকা, ৩রা জুলাই (এপিপি): আগামীকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেঞ্জে ট্রেনিংরত রাজাকার বাহিনী অনুশীলন গ্রহণ করবে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুশীলন চলবে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, রাজাকারদের অনুশীলনের অংশ হিসেবে গোলাগুলি ছোঁড়া হবে। জনসাধারণ যেন অহেতুক এতে সন্ত্রস্ত না হন।"

সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৪ জুলাই ১৯৭১।

৬.৭৪ আজ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে রাজাকাররা গুলি চালনা অভ্যাস করবে

ট্রেনিং গ্রহণরত রাজাকাররা আজ (রোববার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে চাঁদমারীতে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্রে গুলি চালনা অভ্যাস করবে।

রাজাকারদের গুলি চালনা প্র্যাকটিস সকাল ৮টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

গুলি চালনা প্র্যাকটিস রাজাকারদের ট্রেনিংয়েরই অংশ বিধায় জনসাধারণকে অহেতুক সন্ত্রস্ত বোধ না করার জন্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

এপিপি এ খবর পরিবেশন করে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ জুলাই ১৯৭১।

৬.৭৫ উপাচার্য ড. সাজ্জাদ হোসেন ও অধ্যাপক ড. এম. মোহর আলী এর যৌথ বিবৃতি

“পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই-এ কথা ভিত্তিহীন”

লন্ডন, ৮ জুলাই (রয়টার)। পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও গ্রামে বাঙালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই বলে যে কথা বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের ২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গতকাল তা অস্বীকার করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এস. সাজ্জাদ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার ড. এম. মোহর আলী টাইমস পত্রিকায় লিখিত এক দীর্ঘ চিঠিতে তাঁদের এই অস্বীকৃতির কথা জানান।

‘বিদেশে প্রচারিত নৃশংসতার কাহিনী’ উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে এ ধরনের কাহিনী প্রচার অব্যাহত থাকার ফলেই এ রকম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানে শহর ও গ্রামে বাঙালীদের বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।

বুদ্ধিজীবীদের পাইকারী হত্যা করা হয়েছে বলে যে কাহিনী প্রচারিত হয়েছে, অধ্যাপকদ্বয় তাও অস্বীকার করেছেন। চিঠিতে বলা হয় যে, মার্চের ২৫/২৬ তারিখে জগন্নাথ ও ইকবাল হলের আশেপাশের এলাকায় যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষক প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে।

চিঠিতে বলা হয় যে, আমাদের ৩ জন সহযোগী প্রাণ হারাতেন না, যদি না তাঁরা যে ভবনগুলোতে বাস করতেন, সেগুলোকে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতো।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ জুলাই ১৯৭১।

৬.৭৬ বিশ্ববিদ্যালয় রেঞ্জ রাজাকারদের চাঁদমারি

১১ই, ১৮ই ও ২৫ শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেঞ্জে ট্রেনিং গ্রহণরত রাজাকাররা ক্ষুদ্র অস্ত্রের গুলি চালনা অনুশীলন করবে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

আইএসপিআর এর এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, রোজ সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত গুলি চালনা অনুশীলন হবে।

রাজাকারদের ট্রেনিং গ্রহণের সময় গুলি চালনার শব্দে জনসাধারণের অহেতুক ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই বলে প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ জুলাই ১৯৭১।

৬.৭৭ এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের প্রতি মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার: ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চলতি বৎসরের এস এস সি পরীক্ষা অদ্য বৃহস্পতিবার শুরু হইবে। রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের গুজব ও অপপ্রচারে কান না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মওলানা ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, পরীক্ষা বানচাল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা গুজব ছড়াইতেছে। ছাত্ররা পরীক্ষা দিবে-ইহা প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অভিভাবক কামনা করেন।

পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নিরাপত্তার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে মওলবী ফরিদ আহমদ বলেন যে, অতীতে ছাত্রদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিদারুণভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। ছাত্র সমাজের যথেষ্ট ক্ষতিসাধনও করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার বিবৃতির উপসংহারে ছাত্রদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারের শিকারে পরিণত হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানান।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৫ জুলাই ১৯৭১।

৬.৭৮ ইসলামী ছাত্র সংঘের স্মারকলিপি পেশ

পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতা ও উহার প্রতিকার উল্লেখ করিয়া পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস আধুনিকীকরণ কমিটির নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্যবিহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার দরুন জাতি আজ চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া সংঘের স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে।

ছাত্রসংঘের স্মারকলিপিতে সহশিক্ষা ব্যবস্থার বিলোপসাধন এবং মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জুলাই ১৯৭১।*

৬.৭৯ আলেমদের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সহযোগিতার আহ্বান

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, নেজামে ইসলাম পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ডের সম্পাদক সৈয়দ মনজুরুল আহসান ও যুগ্ম সম্পাদক মওলানা আব্দুল মতিন আলেম সম্প্রদায়কে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান এবং জনগণের নিকট দেশের মৌলিক আদর্শ ব্যাখ্যা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সময়োচিত পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের নির্মূল করার ব্যাপারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে জাতীয় পুনর্গঠনমূলক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণের জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা। বিবৃতিতে তারা রাজাকারদের দায়িত্ববোধের প্রশংসা করেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৬ জুলাই ১৯৭১।

৬.৮০ ইসলামপুরে ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠন

“গত রোববার ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির অফিসে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোবারক হোসেন সভাপতিত্ব করেন। ইসলামপুর ইউনিয়ন শান্তি কমিটির এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, সভায় প্রত্যেকটি ইউনিটের ২৫ জন করে লোক নিয়ে একটি রাজাকার বাহিনী গঠন করা

হয়। সভায় মহল্লার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাকিস্তান বাহিনীর সময় মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করা হয়।”
সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ জুলাই ১৯৭১।

৬.৮১ অবশেষে ঢাকা শহর শান্তি কমিটি গঠিত হলো

গত রোববার অনেক বাধার মধ্য দিয়ে ঢাকা জেলা শান্তি কমিটি ও ইউনিয়ন শান্তি কমিটির আহ্বায়কদের নিয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে সিরাজউদ্দিন আহমেদ এবং জনাব মাহবুবুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব মো: মনসুর আলী।

দেশে খারাপ আবহাওয়া বিরাজ করলে আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদকগণ কি ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয় ব্যাখ্যা করেন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়ের উদ্দিন। দেশের অখণ্ডতা এবং সংহতি রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক সদস্য তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার করেন। সভা থেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভা ৩ আগস্ট বিকেল ৪টায় আহসানউল্লাহ রোডে অনুষ্ঠিত হয়।
সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৮২ ঢাকা শহর শান্তি কমিটি গঠিত

গতকাল (সোমবার) পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, গত রবিবার ঢাকা পৌরসভার এলাকাধীন ইউনিয়ন শান্তি কমিটিসমূহের আহ্বায়কদের এক জরুরী সভায় ঢাকা শহরে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দিন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। আলহাজ্ব সিরাজুদ্দিন আহমদ, জনাব মাহবুবুর রহমান গোহরা এবং জনাব মোহাম্মদ মনসুর আলী যথাক্রমে ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সদস্যদের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, শান্তি কমিটির প্রতিটি সদস্যকে পাকিস্তানের সংহতির জন্য যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

সভায় পাকিস্তানের সংহতির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লার নিকট মোনাজাত করা হয়। ঢাকা শহর শান্তি কমিটির পরবর্তী সভা আজ (মঙ্গলবার) বিকাল ৪টায় ১৫ আহসান উল্লাহ রোডে অনুষ্ঠিত হইবে।
সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ আগষ্ট ১৯৭১।

৬.৮৩ গভর্নরের প্রতি গোলাম আজমের অভিনন্দন

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আজম মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন বলিয়া গত শনিবার পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হইয়াছে।

এক বিবৃতিতে চ্যান্সেলরগণ কর্তৃক পাঠ্য তালিকা হইতে অবাঞ্ছিত অংশ বাদ

দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণের প্রতি স্বাগত জানান।

তিনি বলেন, কারিকুলাম সংশোধন সম্পর্কিত তাহাদের এই উদ্যোগ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন এবং এই সময় সিলেবাসে জাতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সন্নিবেশ দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের খাঁটি মুসলমান ও পাকিস্তানী হিসেবে গঠন করার কাজে যে সহায়তাদান করিবে ইহা সুনিশ্চিত।
সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৮৪ আজাদী দিবস বিভিন্ন সংস্থার ব্যাপক কর্মসূচী

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামীকাল শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ২৫তম আজাদী দিবস পালিত হবে। এই উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। অন্যান্য বছরের চেয়ে এ বছর আজাদী দিবস পালনের তোড়জোড় অনেক বেশী। ইতিমধ্যেই ফুটপাতে জাতীয় পতাকা ক্রয়ের হিড়িক পড়ে গেছে।

এই দিবস সকল সরকারী ও বেসরকারী ভবন শীর্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকল সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে উক্ত দিনে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন বড় বড় সড়কে সুসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করা হচ্ছে। জাতির পিতা কায়েদে আজম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রতিকৃতি ও বাণী সম্বলিত বহু রঙিন প্রাচীর পত্রে ইতিমধ্যেই শহরের প্রাচীর গাত্র ভরে গেছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং শান্তি সমৃদ্ধি সম্পর্কে এই সকল নেতারা বিভিন্ন সময়ে যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন সেগুলোই বাংলা উর্দুতে মুদ্রিত করে পোস্টার লাগান হয়েছে।

আজাদী দিবস উপলক্ষে সকালে ঢাকা স্টেডিয়ামে কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন শিশু ও কিশোর সংস্থা এতে অংশগ্রহণ করবে।

পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ ১৪ই আগস্ট পালনে এক জনসভা আহ্বান করেছে। আজ শুক্রবার হতে ২০ শে আগস্ট পর্যন্ত পরিষদ সংহতি সপ্তাহ পালন করার কথা ঘোষণা করেছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিও ৮ই হতে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী কার্যসূচী ঘোষণা করেছে। এই কার্যসূচীর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পতাকার ব্যাজ বিতরণ, মিছিল, বিশেষ মোনাজাত ও আলোচনা সভা।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে বিভিন্ন মসজিদে জাতির ঐক্য ও সংহতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হবে। বিকেল তিনটায় বায়তুল মোকাররম হতে এক মিছিল বের হবে। চকবাজার গিয়ে এই মিছিল শেষ হবে।

১৪ই আগস্ট বিকেল ৩টায় শান্তি কমিটির উদ্যোগে কার্জন হলে এক আলোচনা সভা হবে। এই আলোচনা সভায় অংশ নেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ড. হাসান জামান, ড. মোহর আলী, অধ্যাপক গোলাম আজম, সৈয়দ খাজা খায়রুদ্দিন, এ কিউ এ শফিকুল ইসলাম ও জনাব মুজিবর রহমান খাঁ।

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগেও ঐ দিন বেলা ৪টায় ৬১/২ কাজী আলাউদ্দিন রোডে আলোচনা সভা হবে।

নাজিরা বাজার শান্তি কমিটি এই দিন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, কোরান খতম, মিঠাই বিতরণ, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

হাজারীবাগ ইউনিয়ন রাজাকার বাহিনী আজ শুক্রবারের শান্তি কমিটির মিছিলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সকল রাজাকারকে হাজির হতে বলেছে।

এই দিন ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করবে এবং স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে।

আজাদী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা পৌরসভা আগামীকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা স্টেডিয়ামে একটি সংযুক্ত র‍্যালী এবং সকাল সাড়ে ১০টায় মাঈনুদ্দিন চৌধুরী মেমোরিয়াল হলে এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৮৫ শান্তি কমিটির সভায় খাজা খয়ের উদ্দীন পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার জন্য কাজ করতে হবে

গতকাল রোববার ঢাকা শহর শান্তি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত শান্তি কমিটির কর্মী ও বিভিন্ন শাখা নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব খাজা খয়ের উদ্দীন বলেন, কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারীর দুষ্কর্মের ফলে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণেরই জানমাল ও সম্পদের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। তিনি এসব দুষ্কৃতিকারীর উপদ্রব চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, বাঙ্গালী মুসলমান এবং যারা মোহাজির তাদের ভোট ছাড়া পাকিস্তান অর্জন কখনো সম্ভব ছিল না। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রশ্ন ভুলে প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই একথা সামনে রেখেই পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার জন্য প্রত্যেকের কাজ করে যাওয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শান্তি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি প্রত্যেক মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটির কর্মীদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত ও বিপথগামী লোকদের বুঝিয়ে সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এবারের আজাদী দিবস পালনের গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার

ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি জনাব সিরাজুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আজ থেকে ২৪ বছর আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট বহু ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে আমরা পাকিস্তান হাসিল করেছি। আজাদী-উত্তর ২৪ বছরে পাকিস্তান বহু সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে, সাম্প্রতিককালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সময়োচিত পদক্ষেপে পাকিস্তান তার ইতিহাসের বৃহত্তর সংকট কাটিয়ে উঠেছে। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান টিকে থাকার জন্য জন্মলাভ করেছে এবং ইনশাআল্লাহ চিরদিন টিকে থাকবে। দুনিয়ার

কোন শক্তি একে পরাভূত করতে পারবে না।

জনাব সরওয়ার আরো বলেন যে, পাকিস্তানকে আল্লাহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। এখন এর মজবুতি ও আসল মকসুদের পথে এগিয়ে নেয়া আমাদের দায়িত্ব। পাকিস্তানকে অভীষ্ট উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব না হলে মৌলিক ঐক্য ও সংহতির বুলি নিরর্থক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক সরওয়ার তার বক্তৃতায় আরো বলেন, অন্যান্য বারের চেয়ে এবার আজাদী দিবস পালনের তাৎপর্য অনেক বেশী। এবার অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে আজাদী দিবস পালনের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব সিরাজুদ্দীন

সভাপতির ভাষণে জনাব সিরাজুদ্দীন বলেন, ভেতরের ও বাইরের উভয় প্রকার শত্রুর প্রতি সতর্ক নজর রাখতে হবে। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন এলাকার দু'চারজন দুষ্কৃতিকারী শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উত্যক্ত করছে। তাদেরকে সমূলে উৎখাত করলে সকল অশান্তির অবসান হবে। তিনি আরো বলেন যে, সেনাবাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষা করবে আর আভ্যন্তরীণ রক্ষা করার দায়িত্ব দেশপ্রেমিক নাগরিকদের ওপরই বর্তায়।

শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মনসুর আলী কতিপয় প্রস্তাব পাঠ করেন ও সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জনাব হাবীব ফকির ও জনাব ফজলুল হক।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৮৬ হিন্দুস্থানী দালালদের গুলীতে রাছুলের বংশধর মওলানা মোস্তফা আল-মাদানী নিহত

পাক-ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ও ধর্মীয় নেতা মওলানা আল-মাদানী গত মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় হিন্দুস্থানী দালালদের হাতে নিহত হইয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে..........রাজেউন)।

মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭০ বৎসর। হিন্দুস্থানী দালালরা তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি তিন দফা গুলি করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বায়তুল মোকাররমে তাহার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হইবে। মওলানা আল মাদানী পূর্ব পাকিস্তান নিজামে এছলাম পার্টির সহ-সভাপতি এবং নিখিল পাকিস্তান মারকাজি ও নিজামে এছলাম জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম পার্টির কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থার শোকবাণী

গতকাল বুধবার পূর্ব পাকিস্তান নিজামে এছলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মওলানা আজরাফ আলী এক বিবৃতিতে মওলানা সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, যে সকল দুষ্কৃতিকারী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে তাহাদের নিন্দা করার ভাষা তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৮৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে মতিউর রহমান নিজামী "পাকিস্তান কোন ভূখণ্ডের নাম নয়- একটি আদর্শের নাম"

আজাদী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী বলেন, পাকিস্তান কোন ভূখণ্ডের নাম নয়, একটি আদর্শের নাম। ইসলামী আদর্শের প্রেরণাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এবং এই আদর্শই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। ইসলামী ছাত্রসংঘ কর্তৃক আয়োজিত এ সমাবেশে জনাব নিজামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, ইসলামপ্রিয় ছাত্র সমাজ বেঁচে থাকতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকবে।

পাকিস্তানের শত্রু ইহুদী, ভারত ও রাশিয়ার পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে ছাত্রনেতা নিজামী বলেন, শুধু রাশিয়াই নয় সারা দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ভারতের পেছনে দাঁড়ালেও ভারত পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারবে না। তিনি বলেন, রাজনৈতিক শর্তসাপেক্ষে আমরা কোন দেশের সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি নাই। এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারের প্রতি ইসলামী অর্থব্যবস্থা জারি করার দাবী জানিয়ে বলেন, ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তন হলে আমাদের বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। তিনি আরো বলেন, মুসলমান ভিক্ষা নেয় না, ভিক্ষা দেয়।

নুরুল ইসলাম

পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সহ সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য সকল প্রকার পন্থাই অবলম্বন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি পঙ্গু করা এবং অর্থনৈতিক ও শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য ভারত তাদের চরদের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ প্রচারণা চালাচ্ছে। কিন্তু দেশপ্রিয় নাগরিক ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ তাদের সকল ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। জনাব নুরুল ইসলাম বলেন, দেশপ্রেমিক ছাত্র সমাজকে আজাদী রক্ষার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। তিনি ছাত্র সমাজকে আজাদীর রক্তাক্ত ইতিহাস জানার আহ্বান জানান। সমাবেশে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শওকত ইমরান বক্তৃতা করেন। পূর্ব পাক সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহীদ কতিপয় প্রস্তাব পাঠ করেন।

ঐতিহাসিক মিছিল

সমাবেশ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয়। ছাত্রসংঘের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রদের এই বিশাল মিছিলটি গগণবিদারী শ্লোগান দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও পুরানো হাইকোর্ট ভবনের সম্মুখস্থ পথ ধরে বায়তুল মোকাররমে এসে মিছিল শেষ হয়। মিছিলের ছাত্ররা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে শ্লোগান তোলেন- আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে, পাকিস্তানের উৎস কি- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইসলামী শিক্ষা কায়েম কর, ভারতের দালাল খতম কর ইত্যাদি।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম,* ১৬ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৮৮ ইসলামী একাডেমী হলে আয়োজিত সভায় অধ্যাপক গোলাম আযম "পাকিস্তান এখনো তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে যাত্রা শুরু করেনি।"

'পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া আয়োজিত ২৫তম আজাদী দিবসের আলোচনা সভায় অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, পাকিস্তান এখনো তার অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে যাত্রা শুরু করেনি। আর এটিই হচ্ছে জাতীয় সংকটের মূল কারণ।

ইসলামীক একাডেমী হলে অনুষ্ঠিত এ সভায় অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, কোন দেশ তার নিজের দেশের লোকদের দ্বারা শাসিত হলেই আজাদ হবে– সাধারণ আজাদীর এই সংজ্ঞা ইসলাম স্বীকার করে না। বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের দ্বারা শাসিত হবে এ মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজউদ্দিনের। এজন্যেই তথাকথিত বাঙ্গালী বীরেরা পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করেছে। কিন্তু মুসলমান আল্লাহর হুকুম পালন করার সুযোগ লাভকেই সত্যিকারের আজাদী মনে করে। এ ভিত্তিতে শাসক নিজের দেশের হোক বা বিদেশি হোক তা লক্ষণীয় নয়। তিনি আরো বলেন যে, প্রত্যেক নবীই মানুষের সত্যিকার আজাদীর জন্য নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন।

পাকিস্তানের আজাদী আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্ব পাক জামায়াত প্রধান বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনকে সত্যিকারের মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন না করে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটি আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু নাম নেয়া হয়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের। দোহাই দেয়া হয়েছিল ইসলামী সমাজের। তিনি বলেন, আমরা একটি আজাদ ভূমি পেয়েছি। ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী আজাদী পাইনি। সে জন্যেই আজাদী লাভের ২৪ বছর পরও ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন কোথাও ঘটেনি। এখানো ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে দেশকে গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

তিনি সমবেত শ্রোতামণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলেন, কালেমায়ে তাইয়েবার অনুসারী হিসেবে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সামনে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মতই পাকিস্তানের হেফাজত করা ফরজ বলে জনাব আযম উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই যে, ইসলামের খেদমতের জন্যই আমাদের সকল কাজ, সেনাবাহিনীর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বলেন জনাব আযম।

অধ্যাপক আযম গুরুত্বসহকারে বলেন, দেশ রক্ষার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর তা তারা পালন করছে, কিন্তু দেশের মানুষের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব দেশপ্রেমিক নাগরিকদের। তিনি বলেন যে, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের উচিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুষ্কৃতিকারীদের দমন করা, যাতে সেনাবাহিনী ছাউনীতে ফিরে যেতে পারে।

ঢাকা শহর জমিয়তে তালাবায়ে আরাবীয়ার সভাপতি গাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আখতার ফারুক বলেন, পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হয়েছিল আলেম সমাজের সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই। তিনি বলেন, পাকিস্তান গড়ার মুহূর্তে আলেম সমাজের যেমন অবদান ছিল তেমন আজো পাকিস্তানের সংকট মুহূর্তে আলেম সমাজকে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

আজাদী সংগ্রামে আলেম সমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজাদী সংগ্রামে আলেম সমাজের ত্যাগ তিতিক্ষার সাক্ষ্য বহন করছে আজো আন্দামানে

হাজার হাজার শহীদের মাজার। আলেম সমাজের সংগ্রামের ইতিহাসকে চাপা দেয়া হয়েছে। এ চক্রান্তের কারণ উল্লেখ করে জনাব আখতার ফারুক বলেন, আলেম সমাজের সংগ্রামের ইতিহাস চাপা দেয়া হয়েছে।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়ার কথা ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এমন একটা আবাসভূমি লাভ করা যেখানে তৌহীদ রেসালতের ব্যাপ্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি দুঃখ করে বলেন, বর্তমান তরুণ সমাজের যারা পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরকে পাকিস্তান কেন চেয়েছিলাম তা জানতে দেয়া হয়নি। জমিয়তে তালাবায়ে আরাবীয়ার প্রাক্তন সভাপতি মাওলানা আশরাফ আলী খানও সভায় বক্তৃতা করেন।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৮৯.কার্জন হলের সিম্পোজিয়ামে নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় বিরুদ্ধশক্তির মোকাবিলার আহ্বান

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান জনাব নুরুল আমিন বলেন যে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিণত করার পাঁয়তারা করছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে দেশের আজাদী ও অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজাদী দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত শনিবার কেন্দ্রীয় শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে প্রেসিডেন্টের রিলিফ উপদেষ্টা ডা: এ এম মালিক, পিডিপি নেতা জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও বহু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম, পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপির সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি জনাব এ কিউ এম সফিকুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান পিডিপির অতিরিক্ত সেক্রেটারী জনাব রফিকুল হোসেন, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডা: কামাল উদ্দিন এবারকার আজাদী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে জনাব নুরুল আমিন বলেন, বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে তাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান দেশ হিসেবে ক্ষুদ্র হতে পারে, আয়তন এর অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় কম হতে পারে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের উপর ভৌগোলিক প্রভাব বিস্তার করায় পাকিস্তানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অন্য কোন দেশের তা নেই। তাই আমাদের রাষ্ট্র নায়কদের সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। পাকিস্তানকে তাই নিজের স্বার্থের জন্যেই কাজ করতে হবে। জনাব নুরুল আমিন বলেন, গত সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলাম যে পাকিস্তান দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাতে আমল দেননি।

তিনি বলেন, পাকিস্তানকে দুর্বল করার এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে

ফাটল ধরানোর জন্যে বৃহৎ শক্তিগুলো প্ল্যান করছে। তাই তাদের নজর আজ পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের লোভনীয় জায়গা। সামরিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব বেশী। তিনি বলেন, তাই আজ আমাদের নিজের উপর বিশ্বাস ১২ কোটি জনতার। কেউ যদি বিপথে চালিত হয় তাকে বুঝাতে হবে।

দেশের বর্তমান সংকটকে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়েও গুরুতর অভিহিত করে জনাব নুরুল আমিন বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান সংকট ১৯৬৫ সালের চেয়েও গুরুতর। কারণ তখন বড় শক্তিগুলো প্রকাশ্যে যুদ্ধে জড়িত হয়নি। বরং তারা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এবার বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের কারো কারো স্বার্থেই যুদ্ধ বাধাতে পারে। তবে আমরা বন্ধুহীন নই। কেউ আমাদের কাবু করতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের বর্তমান সরকার বাধ্য হয়েই সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। তবে সময় আসলেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন খুব দূরে নয় বলে আমার বিশ্বাস। তিনি বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া মিটিয়ে দিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জনাব নুরুল আমিন বলেন, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া আদায়ে কোন সময়ই কার্পণ্য করিনি। বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ আদায়ের জন্যে আমরা চেষ্টা করেছি। কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী আদায়ের চেষ্টা করেছেন একথা বললে ভুল করা হবে। আজাদী দিবসের কথা উল্লেখ করে জনাব নুরুল আমিন বলেন, আজ আমাদের আনন্দের দিন, ঈদের দিন। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমাদের মন ভারাক্রান্ত। কারণ জাতির জীবনে আজ বৃহত্তম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। যারা অশেষ কোরবানী দিয়ে পাকিস্তান এনেছেন এবং যারা পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার ও এর স্থায়িত্ব কামনা করেন তাদের মনে বেদনা আমি বুঝি। তাই আজ আমরা আত্মসমালোচনা করবো। আত্মশুদ্ধি করবো। নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে আমরা সংকট মুক্তির শপথ নেব।

তিনি বলেন পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। কারণ আত্মপ্রত্যয় ও লক্ষ্যে পৌঁছাবার দৃঢ়তা আমাদের ছিল। তাই ৭ বছরের মধ্যে পাক-ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখার পরিবর্তন করে বিনা যুদ্ধে আমরা একটা রাষ্ট্র কায়েম করেছি। ইতিহাসে এটা নজীরবিহীন।

জনাব নুরুল আমিন বলেন–আজো পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে শক্তির মোকাবেলা করতে হবে। আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমরা এগিয়ে যাবো। চিন্তাকার্য ও লেখনীর দ্বারা দেশের অখণ্ডতা রক্ষা ও শত্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। দেশ রক্ষার জন্য জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। পাকিস্তান না থাকলে ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক কৃষক ও জনগণের কোন কল্যাণ হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন যে, জন্মের পর থেকে পাকিস্তানের উপর দিয়ে দুটি বড় রকমের তুফান বয়ে গেছে। এর একটি হচ্ছে ১৯৬৫ সালে ভারতীয় হামলা আর অপরটি হচ্ছে এবারকার সংকট। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দুশমন ছিল বাইরের। তাই ভারতীয় হামলা থেকে দেশের রক্ষার জন্যে জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে হামলা

মোকাবিলার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু এবার পাকিস্তানের ভেতরে হাজারো দুশমন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এবারের সংকট কঠিন। কারণ বাইরের দুশমনের চেয়ে ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে তারা অনেক বেশী বিপদজনক।

অধ্যাপক গোলাম আযম দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, গত ২৪ বছর যাবত পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তাই আজ ঘরে ঘরে পাকিস্তানের দুশমন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পাকিস্তানের পহেলা নম্বরের দুশমন ভারতকে তাদের বন্ধু বলে মনে করেছে। এই জন্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে তিনি বলেন যে, যারা পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে দুশমন হয়েছে তাদেরকে দোষ দেয়া যাবে না। বর্তমান শিক্ষা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এজন্যে দায়ী করতে হবে। কারণ পাকিস্তানকে যারা ভালবাসে তাদেরকে তৈরী হবার সুযোগ দিলে তারা দেশের জন্যে জান কোরবান করতো।

সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটির মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জামায়াত নেতা বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে শান্তি কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শান্তি কমিটি যদি দুনিয়াকে জানিয়ে না দিতো যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশকে অখণ্ড রাখতে চায় তবে পরিস্থিতি হয়ত অন্য দিকে মোড় নিত। তিনি বলেন, দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব শান্তি কমিটির হাতে তুলে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ ছাড়া ঘরে ঘরে যেসব দুশমন রয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আজাদী দিবস উদযাপনের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন যে, এবার প্রাণচাঞ্চল্যতার সাথে আজাদী দিবস উদযাপিত হয়েছে। কারণ যারা পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে ভালবাসেন তারা এবার আন্তরিকতা ও জাঁকজমকের সাথে আজাদী দিবস পালন করেছেন। শত্রু ও মিত্রের মানদণ্ডে এবার পাকিস্তান যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছে। কায়েদে আজমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানকে টিকে থাকতে হলে এর আদর্শকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি বলেন, অত্যাচার ও অনাচার মুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই ছিল পাকিস্তানের মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা স্বার্থের কারণে আমরা সে আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়েছি। দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন পাকিস্তান টিকে থাকলে আজ হউক কাল হউক বাঙ্গালী মুসলমানদের হক আদায় হবে। কিন্তু আজাদী ধ্বংস হলে মুসলমানদেরকে পাগলা কুকুরের মত মরতে হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১৬ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৯০ পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার আহ্বান

গতকাল সোমবার পাকিস্তান দেশরক্ষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-সমাবেশে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। পাকিস্তান এছলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই ছাত্র সমাবেশে মাঠে ময়দানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল বীর সেনানী বীর মুজাহিদ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া দিয়া পাকিস্তানের শত্রুদের মোকাবেলা করিতেছে তাহাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়। পাকিস্তান আন্দোলনে যে সকল মুসলমান আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধে পাকিস্তানের যে সকল বীর সেনানী দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন এবং বর্তমানেও যে সকল বীর মুজাহিদ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক রক্তের বিনিময়ে হিন্দুস্থানী চরদের মোকাবেলা করিতেছেন, এছলামী ছাত্রসংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ছাত্র জমায়েতে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় ও তাহাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। এই ছাত্র সমাবেশে এছলামের পহেলা নম্বর শত্রু ভারত ও তাহাদের দালালদের চক্রান্তের সমাধি রচনা করারও বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করা হয়।

ছাত্র সমাবেশে পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শোষণহীন এছলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দাবী জানানো হয়।

মতিউর রহমান নিজামী

নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী বলেন যে, ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা দেশের প্রতি ইঞ্চি পরিমাণ জমিন রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমনকি তাহারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হিন্দুস্থানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানিতে প্রস্তুত। তাহাদের এই সুযোগদানের জন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি বলেন আজ হইতে আমরা হিন্দুস্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের আদর্শের প্রশ্নে কোন আপোষ নাই।

জনাব মতিউর রহমান নিজামী বলেন যে, গত ২৪ বৎসরে যাহারা পাকিস্তানের কমবেশী ক্ষতি করিয়াছে তাহাদের আর পরীক্ষা করা উচিত হবে না। পুনরায় তাহাদের পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুযোগ দিলে দেশকে আরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে।

কেবলমাত্র মুখে মুখে ইসলাম না বলিয়া সত্যিকারভাবে ইসলামকে অনুসরণের জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, এবারও যদি সরকার বিচার বিশ্লেষণে ভুল করেন তবে সেনাবাহিনী ও জনগণের ত্যাগ বৃথা যাইবে। তখন পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাইবে কিনা তাহা একমাত্র খোদাই জানেন।

জনাব নিজামী বক্তৃতার উপসংহারে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ইসলামী ছাত্রসংঘের একটা কর্মীও দেহে রক্ত থাকিতে পাকিস্তানের পবিত্রভূমি হানাদারদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিবে না। এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই কর্মীরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৯১ সংবর্ধনা সভায় ভাইস চ্যান্সেলর সাজ্জাদ হোসেন আমাদের ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল—নিরাশ হওয়ার কিছু নাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন আরও মূল্যবান আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে ধাবিত হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এই আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব

এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন।

নয়া ভাইস চ্যান্সেলর বলেন যে, নিরাশ নিরুৎসাহ এবং ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, পুরাতন মূল্যবোধের প্রতি তাহার বিশ্বাস রহিয়াছে। তবে বিবর্তনশীল নতুন মূল্যবোধের মধ্যে আমরা বৈষম্য রচনা করিতে পারিনা। কেননা প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। কোন কোন জিনিসের এক সময় গুরুত্ব থাকে না; কিন্তু পরে উহা আমাদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

স্বায়ত্তশাসনের ধারণা সম্পর্কে মন্তব্যদান প্রসংগে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন যে, কেহ কেহ মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রবিশেষ যাহা খুশী ইহা করিতে পারে, কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান এই রকম হইতে পারেনা।

তিনি বলেন আমাদের স্বাধীনতা কতিপয় সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। দেশের আইন দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত হইবে না এই দাবী কেহ করিতে পারে না।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৫ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৯২ ভাইস চ্যান্সেলর সকাশে নাইজেরীয় হাইকমিশনার

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার অস্থায়ী হাই কমিশনার আলহাজ্ব জনাব এইচ, ডি, কোলো গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের সহিত বিশেষ করিয়া দুই দেশের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

দুইটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা করেন।

উক্ত আলোচনাকালে ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নাইজেরিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ছাত্ররা অধ্যয়ন করিতেছেন জানিয়া হাই কমিশনার অত্যন্ত আনন্দিত হন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৭ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৯৩ ঢাকার নাজিরা বাজারে শান্তি কমিটির সভা
'ভারতীয় এজেন্টদের ধ্বংস সম্পর্কে চোখ খোলা রাখার আহ্বান'

গতকাল শান্তি কমিটির প্রেস কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নাজিরা বাজার ট্রেনিং সেন্টারে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নাজিরা বাজার শান্তি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় খাজা খয়ের উদ্দিন বক্তৃতা করেছিলেন। রবিবার অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির নেতা আব্দুল মতিন, মো: সিরাজউদ্দিন এবং মো: আতাউল হক। খাজা সাহেব বলেন, পাকিস্তানের জনগণের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে দেশের মুক্তি এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে বাস্তব অবস্থা বোঝার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী ও বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের নেতারা সে সুযোগ গ্রহণ

করেননি, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। জনাব আব্দুল মতিন তার সভাপতির ভাষণে বলেন, আজ জাতির স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে পাকিস্তানের জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। তিনি আরো বলেন, কাল্পনিক 'বাংলাদেশ' কে ভারত বেশিদিন স্থায়ী করতে পারবে না। কারণ সে এটিকে গিলতেও পারবে না আবার উগরাতেও পারবে না।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ:* ২৯ আগস্ট ১৯৭১।

৬.৯৪ দেশরক্ষা দিবস উপলক্ষে ঢাকার কার্জন হলে আলোচনা সভা
"সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ রুখিয়া দাঁড়াইবার আহ্বান"

'ভারতের চক্রান্তের ফলে সাড়ে তের কোটি শান্তিকামী মানুষের আবাসভূমি পাকিস্তান আজ একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতে চাই, যে জাতির মধ্যে মেজর তোফায়েল, মেজর আজিজ ভাট্টি এবং রশীদ মিনহাজের মত দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করার লোকের অভাব নাই সে জাতি কোন দিন ধ্বংস হয় না।'

দেশরক্ষা দিবস উপলক্ষে গতকাল সকালে স্থানীয় কার্জন হলে 'পাকিস্তান ইয়োথ কালচারাল এসোসিয়েশনের' উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে পাকিস্তানের বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও সাবেক উজীর জনাব খান এ, সবুর উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ড. হাসান জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন, অধ্যাপক ড. মোহর আলী এবং প্রাক্তন পার্লামেন্টারিয়ান শাহ আজিজুর রহমান।

ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ও 'খ' এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এ.এ. কে. নিয়াজীরও উক্ত আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত: তিনি উপস্থিত হইতে না পারিয়া কর্নেল বশীর আহমদ মালিককে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন।

জনাব সবুর তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত কোনদিন পাকিস্তানের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে পারে নাই। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছয় বৎসর পূর্বে ভারত এমনি দিনে রাতের আঁধারে পাকিস্তানের উপর ঘৃণ্য আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনীর নিকট নির্মমভাবে পর্যুদস্ত হইয়া ভারত উপলব্ধি করিয়াছিল যে সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করা সম্ভব নহে। তাই গত ছয় বৎসরে কৌশল পরিবর্তন করিয়া ভারত নূতন রণক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহি-নী ও দেশদ্রোহী সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন দেশের সহিত অস্ত্র চুক্তির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ভারত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। জেনারেল নিয়াজীর উদ্ধৃতি দিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের যদি উক্ত সংগৃহীত অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা জাগে তবে সে যুদ্ধ ভারতের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হইবে। এ প্রসঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষত: রাশিয়ার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন

যে, দূরপ্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে আজ আগুন জ্বলিতেছে। আজ যদি নিকটপ্রাচ্যেও আগুন জ্বলে তবে সে আগুন হয়তো সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইবে। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিকে তিনি সমর চুক্তিতে পরিণত না করিয়া মৈত্রী চুক্তিতেই আবদ্ধ রাখার জন্য রাশিয়ার প্রতি অনুরোধ জানান।

তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ও মুক্তি সংগ্রাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হয় পরাধীন দেশে। কিন্তু পাকিস্তান একটি স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশে আবার মুক্তি সংগ্রাম কিসের? মুক্তিবাহিনীকে ভারতীয় দালালরূপে অভিহিত করিয়া তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের 'চ্যালা চামুণ্ডরা' আজ পূর্ব পাকিস্তানকে শ্মশানে পরিণত করিতে চায় বলিয়াই এই তথাকথিত মুক্তি সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে।

যে সকল উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়া না আসিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিতে চায় তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, তাহাদের ভারতের মাটিতেই পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া নেওয়া উচিত কারণ রোজ কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর এর সৈন্যরা সেদিন সকলের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ তাহাদের অনেকেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। উর্ধ্বতন কর্মচারীদের প্রশ্রয়েই ইহা হইয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

সেনাবাহিনীর প্রতি পাকিস্তানের জনসাধারণের সমর্থন নাই বলিয়া ভারত যে প্রচারণা চালাইতেছে উহাকে তিনি মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করেন। পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ সেনাবাহিনীর সমর্থক বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, দেশে বর্তমানে আরও দুই লক্ষ রাজাকার ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছে।

শাহ আজিজুর রহমান

প্রাক্তন পার্লামেন্টারিয়ান শাহ আজিজুর রহমান তাঁহার ভাষণে বলেন, মুসলমান ব্যতীত অতীতে যে সকল বিদেশি সংস্কৃতি ভারতের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা সকলেই ভারতের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানের বেলায় উহা ঘটে নাই বলিয়াই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারতের এত ক্ষোভ। এজন্যই ভারত পাকিস্তানের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে পারে নাই বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৭, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.৯৫. ঢাকায় কালো দিবস

ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে যে, অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার তথাকথিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের যে আয়োজন করেছিল ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। জঙ্গীশাহীর 'স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি পর্বের সূচনায় বুধবার রাত থেকেই গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ঐ রাতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ২০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দালাল শান্তি বাহিনীর উদ্যোগে ঢাকার কুখ্যাত ও দাগী গুণ্ডাদের নিয়ে গঠিত

মুষ্টিমেয় লোকের একটি মিছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করার সময় যে সামান্য গুটিকতক দোকান পাট খোলা ছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় অবরুদ্ধ বাঙালীরা 'জঙ্গীদিবসে' অংশগ্রহণ না করে নীরব প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে এই দিবসকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শক্তি প্রদর্শনের মহড়া এই দিবসের কর্মসূচীর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে বিব্রত পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক কর্তারা এবারে ঢাকাবাসীকে তাদের শক্তির মহড়া দেখাতে সাহস করেনি।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.৯৬ রেজাকার শিবিরে অধ্যাপক গোলাম আযম
সত্যিকার মুসলমানরাই পাকিস্তানের প্রকৃত সম্পদ

(স্টাফ রিপোর্টার)

'একমাত্র মুসলিম জাতীয়তায় পূর্ণ বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য জীবনদান করতে পারেন এবং সত্যিকারের মুসলমানরাই যে পাকিস্তানের প্রকৃত সম্পদ এই সার্টিফিকেট পাকিস্তানের দুশমনরাই তাদের কার্যকলাপের দ্বারা এবার প্রদান করেছে।

গতকাল শুক্রবার রেজাকারদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম একথা বলেন। তিনি মুহাম্মদপুর ফিজিক্যাল এডুকেশন সেন্টারে শিক্ষা গ্রহণরত রেজাকারদের শিবির পরিদর্শন কালে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনরা আলেম ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করে এ কথাই প্রমাণ করছে যে, এসব লোককে খতম করলেই পাকিস্তানকে ধ্বংস করা যাবে। আলেম ও দীনদারদের ওপর এই হামলাকে এক হিসেবে আল্লাহর রহমত বলে উল্লেখ করে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আলেম ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর ব্যাপক হারে হামলা না হলে তারা হেফাজতের জন্য রেজাকার, মুজাহিদ ও পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি হয়ে সশস্ত্র হবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। অধ্যাপক আযম বলেন, এতদিন পর্যন্ত দীনদার আলেম ও মাদ্রাসা ছাত্ররা শুধু সমাজের ধর্মীয় দায়িত্বই পালন করতেন। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের চেতনা তাঁদের ছিল না।

তিনি আরো বলেন, ইসলাম শুধু মাত্র একটি ধর্ম নয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে কায়েম করার দায়িত্ব ছিল এই আলেম সমাজেরই কিন্তু সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ায় তাদের যেমন আগ্রহ ছিলনা তেমনি সুযোগেরও অভাব ছিল। এই আঘাত তাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছে বলে এই আঘাতকে তিনি আল্লাহর রহমত বলে উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেন, গত ২৪ বছরে কর্তৃপক্ষ ধার্মিক লোকদেরকে সর্বক্ষেত্রে অবহেলা ও উপেক্ষা করেছেন। ধার্মিক

হওয়াটাই যেন সমাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষকে দীনদার লোকদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে এবং কর্তৃপক্ষ একথা অনুভব করেছেন যে, এই দীনদার খোদাভীরু লোকেরাই জাতির খেদমতের জন্য বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।
সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.৯৭ রেজাকার শিবিরে অধ্যাপক গোলাম আযম
কালেমার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য রেজাকারদের কাজ করে যেতে হবে
(স্টাফ রিপোর্টার)

(পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম গত বুধবার মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল এডুকেশন সেন্টারে রেজাকার শিবির পরিদর্শনকালে তাদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তার অংশবিশেষ গতকালের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্টাংশ আজ প্রকাশিত হল।)

অধ্যাপক গোলাম আযম শিক্ষা গ্রহণরত রেজাকারদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, রেজাকার বাহিনী কোন দলের নয় তারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলের সম্পদ। কোন দলের লোক কম বা কোন দলের বেশী লোক রেজাকার বাহিনীতে থাকতে পারে কিন্তু রেজাকাররা দলমতের উর্ধ্বে পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলকে আপন মনে করবে। কোন দলের লোক কম হবার কারণে যদি কোন দলের নেতা হিংসা পোষণও করেন তবু রেজাকারদেরও তাতে গুরুত্ব না দেবার জন্য তিনি উপদেশ দেন। তিনি রেজাকারদের বলেন, তোমরা সকলকে সমান চোখেই দেখবে। তোমরা সবাই এক কালেমার দলভুক্ত। একমাত্র কালেমার ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখার জন্য ও পাকিস্তানকে হেফাজত করার জন্যই তোমরা কাজ করে যাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আলেম ও ইসলামী দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকেও আল্লাহর রহমত হিসেবে উল্লেখ করে জনাব আযম বলেন, অতীতে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যারা পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন তারা ইসলামপন্থীদের এই ভেদাভেদ ও পার্থক্যকে উপেক্ষা করেই আলেমদের ওহাবী-সূফীর ঝগড়া দেখেনি বা ইসলামী দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি, বরং তারা ঢালাওভাবে আলেম ও ইসলামী দলের লোকদের খতম করেছে। সুতরাং আমরা নিজেরা চেষ্টা করে এক না হলেও দুশমনরা সমান ভাবে আঘাত হেনে আমাদেরকে এক হতে বাধ্য করেছে।

তিনি বলেন, এর পরও যদি কেউ বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ না করেন তা হলে আল্লাহ স্বয়ং তাদের মেরামত করবেন। রেজাকাররা যেন তাদের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ না করেন সে জন্য তিনি তাদেরকে উপদেশ দেন।

দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুর উল্লেখ করে জনাব আযম বলেন, বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশী ক্ষতিকর। তিনি বলেন, আমাদের ঘরেই এখন অসংখ্য শত্রু তৈরী হয়েছে।

এই শত্রু সৃষ্টির কারণ যাই হোক সে দিকে এখন নজর দেয়ার সুযোগ নেই। এখন ঘরে আগুন লেগেছে কাজেই আগুন নিভানোই আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এ ব্যাপারে

সেনাবাহিনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রেজাকারও তাদের পেছনে এগিয়ে এসেছে। রেজাকারদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাকিস্তান ও ইসলামের খাতিরে এগিয়ে আসার জন্য তিনি তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি রেজাকারদের দায়িত্বের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এ পথে কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন রয়েছে। এ পথে বহু বিপদ ও সংকট আসবে, কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেও তাদেরকে এ পথে দৃঢ় শপথে অবিচল থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান।....

তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক আমাদের মধ্য থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তারা এর জন্যে দায়ী। পাকিস্তান ও ইসলামের এসব দুশমনকে দমন করা গেলে আমাদের সরলপ্রাণ ভাইরা নিজেদের ভুল সংশোধন করে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নয়। যারা পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন, যারা আমাদের ওপর আঘাত হানে, যারা হাজার হাজার আলেমকে শহীদ করেছে এমনকি নবীর বংশধরের রক্তে এদেশের মাটি রঞ্জিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের অবিরাম সংগ্রাম।

তিনি রেজাকারদের ভালভাবে ট্রেনিং গ্রহণ করে যত শীঘ্র সম্ভব এসব আভ্যন্তরীণ শত্রুকে (মুক্তিযোদ্ধাদের) দমন করার জন্যে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা আভ্যন্তরীণ দুশমনদের দমন করার জন্য যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবেন তত তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনী দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ফিরে যেতে পারবে। আর সেনাবাহিনী যতদিন দেশের আভ্যন্তরীণ দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন দেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে না।

পরিশেষে তিনি রেজাকারদের অস্ত্রের ট্রেনিং-এর সাথে সাথে ঈমানের ট্রেনিং গ্রহণেরও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এতদিন যারা দ্বীনের খেদমত করেছে তাদের হাতে অস্ত্র ছিল না আর যাদের হাতে অস্ত্র ছিল তাদের অনেকের মধ্যে ঈমান ছিল না। তিনি বলেন, ভাল লোকের হাতে অস্ত্র না থাকলে তা উপকারের পরিবর্তে অপকার করে। যদি সত্যিকারের মুসলমানদেরকে সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হত তাহলে সেনাবাহিনীর মধ্যে এই বিদ্রোহ সৃষ্টি হত না।

রেজাকার শিবির পরিদর্শনকালে অধ্যাপক আযমের সাথে ছিলেন প্রাদেশিক জামায়াতের শ্রম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব শফিকুল্লাহ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সহ-সভাপতি ও তেজগাঁও থানা জামায়াতের সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান গোরহা ও রেজাকার বাহিনী প্রধান জনাব মোহাম্মদ ইউনুস। জনাব শফিকুল্লাহও রেজাকারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।
সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.৯৮ আলিয়া মাদ্রাসায় মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের মঙ্গল হয়নি

(স্টাফ রিপোর্টার)

নবনিযুক্ত প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান বলেছেন প্রচলিত ধর্মহীন শিক্ষা পদ্ধতির জন্য তরুণরা পাকিস্তান ও ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ রয়েছে এবং এর

ফলেই বর্তমান সংকটকালে তরুণরা ভারতীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রচারিত সাধারণ ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় দেশের দুই ভিন্নধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা আমাদের কোন মঙ্গল হয়নি। তিনি বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত গোলামী শিক্ষানীতির সমালোচনা করে আশাবাদ দেন, সরকার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে স্কিম তৈরী করছেন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ও অপর দুজন মন্ত্রী মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা ইসহাকের সম্মানে গতকাল বুধবার আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের এক সম্বর্ধনার জবাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুস্থান পাকিস্তানের জন্মকাল থেকেই এর ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা করে আসছে। ১৯৬৫ সালে এবং এবারও তাদের সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই দেশের জনগণ অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত হয়েছে।

তিনি বলেন, ইসলাম ও পাকিস্তান পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইসলাম ছাড়া পাকিস্তানের কথা কল্পনাই করা যায় না।

শিক্ষামন্ত্রী হিন্দুস্থানী প্রচারপত্রে বিভ্রান্ত না হয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাসে যোগদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন নিজেদের উপযুক্ত শিক্ষিত করলেই দেশের উন্নতি সম্ভব।

সম্বর্ধনার জবাবে আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র ও নবনিযুক্ত মন্ত্রী মাওলানা এ কে এম ইউসুফ বলেন, পাকিস্তানের শত্রুরা ইসলাম ও গোটা মুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, বৃটিশ শাসকগণ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশের ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে।

যারা পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতির জন্যে শত্রুদের হাতে শহীদ হয়েছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে তিনি দোয়া করেন।

আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র ও নবনিযুক্ত প্রাদেশিক মৌলিক গণতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের মন্ত্রী মাওলানা ইসহাক সরকারী কর্মচারীদের নামাজ, রোজা ও জাকাত আদায়ের আহ্বান জানান।

তিনি মন্ত্রীদের সম্বর্ধনার জন্যে গেট তৈরী বা ভোজের আয়োজন করার নিষেধ করেন। মন্ত্রী বলেন, আমরা খেলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করবো। তিনি দরিদ্র জনসাধারণের অভাব অভিযোগের কথা মনে রাখার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় তিন মন্ত্রীকে তিনটি পৃথক মানপত্র দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। তালাবায়ে আরাবীয়ার সভায় প্রাক্তন নেতা মাওলানা আশরাফ আলী খান বক্তৃতা করেন। সভা শেষে পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করেন নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা সিদ্দিক আহ্মদ।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.৯৯ সম্বর্ধনা সভায় অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণ ইসলামী ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও সেবাই মন্ত্রীদের দায়িত্ব হওয়া উচিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রী পরিষদে জামায়াতে ইসলামী দলীয় মন্ত্রীদ্বয় তাঁদের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় দায়িত্ব পালনে জনসাধারণের সহযোগিতা, দোয়া ও পরামর্শই চলার পথের পাথেয় হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

গতকাল শনিবার স্থানীয় একটি হোটেলে ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামী নব নিযুক্ত শিক্ষা মন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান ও রাজস্ব মন্ত্রী মওলানা এ, কে, এম ইউসুফকে সম্বর্ধনা জানান। মন্ত্রীদ্বয় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সহকারী প্রধান ও প্রবীণতম নেতা। ভাবগম্ভীর ও জমজমাট পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শহর জামায়াতের সভাপতি অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার।

সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলাম প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াত একটি আদর্শবাদী দল হয়েও জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নয় এমন একটি মন্ত্রী পরিষদে প্রতিনিধি দেবার কারণ উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, দেশের সাম্প্রতিক সংকট ও দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে যে সব পাকিস্তানী প্রাণ হারিয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকই জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও ইসলামকে এক ও অভিন্ন মনে করে। পাকিস্তান সারা বিশ্ব মুসলিমের জন্য ইসলামের ঘর। কাজেই পাকিস্তান যদি না থাকে তা হলে জামায়াত কর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকায় কোন স্বার্থকতা মনে করে না। জামায়াত প্রধান বলেন, তাই জামায়াতের কর্মীরা জীবন বিপন্ন করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য কাজ করেছে। দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। শান্তি কমিটির মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের মনে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করার জন্য কাজ করেছে এবং একই উদ্দেশ্যে জামায়াত দলের দু'জন সিনিয়র নেতাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বাধ্য করেছে।

তিনি বলেন, এই মন্ত্রিসভা কোন ভোগের মন্ত্রিসভা নয়। বরং মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে আরো বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

জনাব গোলাম আযম বলেন, জামায়াতে ইসলামী কোন দিন ক্ষমতার যাবার জন্য পাগল হয়নি। তা হলে আইয়ুব আমলেই ক্ষমতায় যেতে পারতো। মন্ত্রিত্বের টোপ ফেলে ও বহু প্রলোভন দেখিয়ে সুবিধা করতে না পেরে জামায়াত নেতৃবৃন্দের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে। জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। কিন্তু জামায়াত ক্ষমতার সাথে আপোষ করেনি।

তিনি জামায়াত দলীয় মন্ত্রীদ্বয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে তাদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা দেশ ও জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং স্বার্থত্যাগের নজির পেশ করেন।

মন্ত্রীদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি তাঁদের প্রতি সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং ইসলামী ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবার আহ্বান জানান।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.১০০ ঢাকা বেতার কেন্দ্র আয়োজিত অনুষ্ঠানে গভর্নর ডাঃ মালিক "জাতি এক চরম সংকটের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছে। জাতিগঠনে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন"

'পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ. এম. মালিক ছাত্রদিগকে ক্লাসে যোগদান এবং আগামীদিনের নেতা হিসেবে জাতিগঠনমূলক কাজের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। এপিপি পরিবেশিত খবরে

বলা হয় যে, গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বেতার কেন্দ্র কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে গভর্নর ছাত্রদের এই মর্মে উপদেশ দেন যে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন ও উত্তম দেশ সেবার উপযুক্ত করে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হওয়া ছাত্রদের অপরিহার্য কর্তব্য।

গভর্নর মালিক পাকিস্তানের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে সত্যের পতাকাকে সমুন্নত রাখা যায় এমনভাবে চরিত্র গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যতীত কোন লোকই কোন রকমের উন্নতি সাধন করতে পারেন না এবং সে জন্যই জাতি যাতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটি স্থানে আমাদের যথোপযুক্ত লোকের দরকার এবং এভাবে উপযুক্ত নেতৃত্বের শূন্যতা আমাদের পূরণ করতে হবে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ডা: মালিক বলেন, জাতি এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলেছে।

তিনি বলেন, এটা আমাদের বিবেকের সংকট-বিশ্বাসের মহান গুণাবলীর দ্বারা জাতিকে প্রেরণা যোগানো, ন্যায় বিচারের আদর্শপূর্ণ বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং সমাজ জীবনে সততা, ভ্রাতৃত্ববোধ, জ্ঞাতিভাব ও সহনশীলতার অভাবেই এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। গভর্নর ছাত্রদিগকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের ক্লাসে যোগাদান থেকে অনুপস্থিত না থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ছাত্ররা ক্লাসে যোগদানে বিরত থাকলে তা শুধু তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর হবে না, উপরন্তু জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিও তাতে বিঘ্নিত হবে। অথচ আমরা সবাই জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.১০১ মাওলানা আব্দুল মান্নান এর নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

'মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গতকাল সোমবার 'খ' এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এপিপি'র খবরে প্রকাশ, প্রতিনিধি দল সামরিক আইন প্রশাসককে ২৫০০০ মাদ্রাসা শিক্ষকের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দল বলেন, তাঁরা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সাথে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও ইসলামের গৌরবের জন্যে কাজ করতে প্রস্তুত।

প্রতিনিধিদল জেনারেল নিয়াজীকে এক কপি পবিত্র কোরান উপহার দেন। ইসলামকে রক্ষা ও সম্প্রসারণ করেছেন বলে জেনারেল নিয়াজী আলেমদের প্রশংসা করেন। জেনারেল নিয়াজী প্রতিনিধিদলকে বলেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যতের সাথে এ উপমহাদেশের ইসলামের ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিপথগামী তরুণদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি আলেম সমাজ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের উপদেশ দেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, তরুণদের এ কথাও অনুধাবন করতে হবে যে দাসত্বের

চেয়ে বড় অভিশাপ আর কিছু নেই, আর তার চেয়েও খারাপ হলো হিন্দু শাসকদের দাসত্ব। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝবার উদ্দেশ্যে তিনি আজাদ পূর্ব আমলের মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দেন যে সশস্ত্রবাহিনী দেশের সংহতি রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সেই শক্তিও তাদের রয়েছে। তবে আলেম সমাজ, মাদ্রাসা শিক্ষক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা এবং বিরোধীদের নির্মূল করার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন।

'স্ব স্ব এলাকায় ভারতীয় চরদের মোকাবিলা করার জন্যে গ্রাম্য রক্ষী কমিটি ধরনের স্বেচ্ছা সংস্থা গঠনে সব রকম সুযোগ সুবিধাদান করবেন বলে জেনারেল নিয়াজী প্রতিনিধি দলকে প্রতিশ্রুতি দেন।'

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.১০২ জেনারেল নিয়াজী মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিনিধিদের বলেন- দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও সক্ষম

"খ" এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী গতকাল (সোমবার) ঢাকায় বলেন যে, সেনাবাহিনী দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সক্ষম। মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদলের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে লে. জেনারেল নিয়াজী উপরোক্ত উক্তি করেন।

২৪ সদস্যবিশিষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষকদের উপরোক্ত প্রতিনিধিদল গতকাল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রদেশের ২৫ হাজার মাদ্রাসা শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাহারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ইসলামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহিত একযোগে কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত বলিয়া প্রতিনিধিদল জেনারেল নিয়াজীকে জানান। মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিনিধিদল সামরিক আইন পরিচালককে একখণ্ড কোরান শরীফ উপহার দেন।

জেনারেল নিয়াজী প্রতিনিধিদলের সহিত আলোচনাকালে ইসলামকে রক্ষা ও উহার উন্নতির জন্য উলেমা সম্প্রদায়ের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি পথভ্রষ্ট যুবকদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য উলেমা সম্প্রদায় ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের উপদেশ দেন। জেনারেল নিয়াজী বলেন, দাসত্বের চেয়ে বড় অভিশাপ আর কিছুই নাই। ইহা যদি হিন্দু শাসকদের দাসত্ব হয়, তবে উহা আরও অভিশপ্ত। এই বিষয়টি তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে জেনারেল নিয়াজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, যোগাযোগ রক্ষা ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের নির্মূল করার ব্যাপারে উলেমা, মাদ্রাসা শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক নাগরিক সহায়তা করিতে পারেন। লে. জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় এজেন্টদের প্রতিহত করার জন্য গ্রাম্য প্রতিরক্ষা কমিটির ন্যায় সংস্থা সংগঠনের ব্যাপারে তাহাদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.১০৩ বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় গভর্নর ডা: এ. এম. মালিক "দুশমনদের ধ্বংসাত্মক কার্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন"

ঢাকা, ২৮ শে সেপ্টেম্বর: পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা: এ. এম. মালিক পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ধ্বংস সাধনে তৎপর দুশমনদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ার থাকার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

গভর্নর আজ অপরাহ্নে গভর্নর হাউজে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও ৩০ টি ইউনিয়ন কমিটির প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে উপরোক্ত আহ্বান জানান। প্রাদেশিক উজিরবর্গ এবং গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ডা: মালিক আরও বলেন যে, দুশমনদের দালালেরা তাহাদের অশুভ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে বিভ্রান্ত এবং সমাজ ব্যবস্থাকে বানচালকল্পে সর্বপ্রকার হীন কর্মপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

যদিও বর্তমানে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-সন্তুষ্টির পরিবর্তে সদাসর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে বলিয়া গভর্নর ডা: মালিক উল্লেখ করেন।

তিনি এই নজীরবিহীন সংকটের মুখে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্য রক্ষা এবং দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষাকল্পে নূতন করিয়া শপথ গ্রহণের জন্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি আকুল আহ্বান জানান।

গভর্নর এই সমাবেশে আরও বলেন যে, আমাদের সম্মুখে এই প্রশ্নই দেখা দিয়াছে যে, পাকিস্তান একটি অখণ্ড দেশ হিসাবে টিকিয়া থাকিবে অথবা আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। "আমাদের ঈমানের এই চরম অগ্নিপরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হইবার জন্য গভর্নর জনগণের নিকট সকল প্রকার সহযোগিতা ও সক্রিয় সমর্থন কামনা করেন। অতীতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করিয়া গভর্নর বলেন যে, সঠিকভাবে এছলামের নীতি ও শিক্ষা মানিয়া চলা হয় নাই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এছলামের আদর্শ অনুসরণ করা হয় নাই।

তিনি আরও বলেন, আমাদের কাজ, অনুভূতি ও বাক্য পরস্পর বিরোধী ছিল যাহার ফলে আমরা বিভ্রান্তির আবর্তে নিপতিত হইয়া ইতিহাসের এক নজীরবিহীন সংকটে নিক্ষিপ্ত হই।

গভর্নর ডা. মালিক পুনরায় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছাইবার জন্য সত্যিকার বিশ্বাস এবং সমস্যা মীমাংসার সঠিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই জাতি উহার উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারে।

পরিশেষে ডা. মালিক প্রাদেশিক রাজধানীতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জীবনের সর্বস্তরে কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করার বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে ঢাকাবাসীদের স্মরণ করাইয়া দেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য কোন ত্যাগকেই বড় বলিয়া মনে করা হইবে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পরে সাবেক এম পি এ এবং ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি জনাব সিরাজুদ্দীন আহমদ গভর্নর ডা: মালিককে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করেন যে, ঢাকার জনগণ যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং পাকিস্তানকে রক্ষাকল্পে তাহারা নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দান করিবে। তিনি বলেন, "আমরা নির্ভয়ে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে মর্দে মোজাহিদের মত জেহাদ করিব এবং যে কোনরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলাকল্পে প্রস্তুত থাকিব।"

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.১০৪ কার্জন হলে মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার: গতকাল বুধবার গভর্নরের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের সম্মানার্থে কার্জন হলে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের পদানত করার হিন্দুস্তানী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া সভায় পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি থেকে ভারতকে নিবৃত করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

দিলকুশা ইউনিয়ন শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভায় পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম সভাপতিত্ব করেন এবং প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্বাস আলী খান, রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মওলানা এ. কে. এম ইউসুফ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব এ. এস. এম সোলায়মান এবং সাহায্য ও পুনর্বাসনের দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক উপস্থিতি ছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬.১০৫ জামায়াতে ইসলামী মজলিসে শুরার প্রস্তাব

পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হইয়াছে গত রবিবার জামায়াতে ইসলামীর মজলিশে শুরার উদ্বোধনী দিবসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জামায়াতের প্রাদেশিক প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম আদর্শভিত্তিক পবিত্র আবাসভূমি পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন, খোদা না করুন, আমাদের দেশরক্ষার ব্যাপারে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইলে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব ও আমাদের আদর্শ রক্ষা করিতে পারিব না।

বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমি ব্যাখ্যা করিয়া জামায়াতে ইসলামীর প্রধান বলেন, অতীতে আমাদের নেতাগণ পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি অকপট থাকিলে বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হইত না।

প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরার এক প্রস্তাবে আইনগত কাঠামোতে বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়া মজলিশে শুরায় কোরান ও সুন্নার অনুসরণে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ও পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন এবং পিডিএম এর ৮ দফা অনুযায়ী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনদানের প্রস্তাব করা হয়।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭১।

৬.১০৬ মোনায়েম খান গুলীবিদ্ধ

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জনাব আবদুল মোনায়েম খান গতকাল বুধবার দিবাগত রাত্রে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ১৮ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের প্রাক্কালে জনাব আব্দুল মোনেম খান পাকিস্তানের মুক্তি ও অখণ্ডত্বের জন্য মোনাজাত করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার মরহুম মোনায়েম খানের লাশ তার বনানী বাস ভবনে মরহুমের স্ত্রীর কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে। এর আগে বিকেল সাড়ে চার টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মরহুমের নামাজে জানাজা আদায় করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মাগরিবের নামাজের পর জনাব মোনায়েম খান তাঁর বড় জামাতাসহ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সাথে বসে আলাপ আলোচনা করছিলো। এসময় অন্ধকার বারান্দার কাছ থেকে আততায়ী গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে। গুলীতে জনাব খানের বুকের সম্পূর্ণ নীচে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে অস্ত্রোপচারের পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। তিনি তিন ছেলে, পাঁচ মেয়ে ও বহু আত্মীয়স্বজন রেখে যান। তাঁর এক ছেলে লন্ডনে পড়াশোনা করেছেন। মৃত্যুকালে বাকী ঘনিষ্ঠ সকলে তাঁর কাছে ছিলেন।

মৃত্যুর খবর প্রচার হবার পর মরহুমের বাসভবনে নেতৃবৃন্দ, বহু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্খীদের ভীড় হয়। জনাব আব্দুল আলীম, খাজা খয়ের উদ্দীন, দেওয়ান বাসেত। ফখরুদ্দিন আহমদ প্রমূখ তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন।

বিকেল সাড়ে চারটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে নামাজে জানাজায় অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব আব্দুল খালেক, খাজা খয়ের উদ্দীন, প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম, নওয়াজিশ আহমদ, সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী দেওয়ান আব্দুল বাসেত, আব্দুল জব্বার খদ্দর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাসহ বহু গণমান্য ব্যক্তি শরীক ছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১।

৬.১০৭ আততায়ীর গুলিতে আহত আবদুল মোনেম খানের ইন্তেকাল

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জনাব আব্দুল মোনেম খান গত বুধবার সন্ধ্যায় তার বনানীর বাসভবনে আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নীত হবার পর রাত পৌনে চারটায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১।

৬.১০৮ বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গণে গণ জমায়েতে অধ্যাপক গোলাম আযম বাঙালি মুসলমানদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে হলে পাকিস্তানের সংহতি অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে

বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের অস্তিত্ব এবং অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে বেঁচে থাকতে হলে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতিকে অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে।

গতকাল শনিবার বায়তুল মোকারমের প্রাঙ্গণে ঢাকা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগ আয়োজিত এক বিরাট গণজমায়েতে ভাষণদানকালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম এ কথা বলেন। ঢাকা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, জনাব এম,এ রশীদ, জনাব এ এইচ এম হুমায়ূন ও জনাব মাহবুবুর রহমান গোরহা বক্তৃতা করেন।

দেশে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভূমি ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম গণসমাবেশে ভাষণদানকালে জননেতা গোলাম আযম জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য পরিচালিত মিথ্যে প্রচারণায় বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত নয়। মিথ্যে প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আত্মহত্যার দিকে নিজেদের ঠেলে দিতে পারিনা বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, নির্যাতিত নিপীড়িত বাঙালি মুসলমানদের যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা পাকিস্তান হাসিলের পরই হয়েছে। আজাদী পূর্ব যুগের মুসলমানদের করুণ চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, বাঙালি মুসলমানদের ইংরেজ এবং হিন্দুদের যৌথ গোলামীর যাতাকলে নিস্পেষিত হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত তেইশ বছর কেন্দ্রীয় সরকার অবিচার না করলে বাঙালি মুসলমানরা আরও অনেক উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারতো।

তিনি বলেন গত ২৪ বছরে কৃত যাবতীয় বেইনসাফি থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় জনগণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ী দুটো আঞ্চলিক দলের নেতা জনগণের সে প্রত্যাশাকে বানচাল করে দিয়েছে বলে জামায়াত প্রধান উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন পূর্ব পাকিস্তানে জনাব শেখ মুজিব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টো বাদশা সাজবার হীন খাহেশ চরিতার্থ করতে গিয়েই জনগণের আশা-আকাঙ্খা নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং সাম্প্রতিক চরম সংকটের দিকে দেশকে ঠেলে দিয়েছেন। জামায়াত প্রধান বলেন দেশের পূর্বাঞ্চলে স্বীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শেখ মুজিব দেশের অপর অঞ্চলের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা এবং বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়েছেন। আর এ ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ঝড় তিনি তুলেছেন বাঙালি স্বার্থের নামে। অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, এর ফলে সমস্ত বাঙালি মুসলমানই আজ সন্দেহের শিকারে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন ২৪ বছর পর পূর্ব পাকিস্তানীরা দেশের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার অধিকার পেতে যাচ্ছিল। তাই পাঁচ বছরের মধ্যেই বিগত দু'যুগের সমস্ত শোষণ এবং বঞ্চনার অবসান ঘটান যেতো। কিন্তু শেখ মুজিবের ভাবাবেগ পরিচালিত ভূমিকার কারণে পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের অধিকার আদায়ের স্বর্ণ সোপান থেকে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়েছে বলে জনাব গোলাম আযম মন্তব্য করেন।

জামায়াত প্রধান বলেন, ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচন-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তথাকথিত স্বাধীন বাংলার দাবী তুলে মুজিবকে বিভ্রান্ত করে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ বিচ্ছিন্নতার অভিযানে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, রুশপন্থী ন্যাপ প্রধান মুজাফফর আহম্দ ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের হীন ভূমিকার কথা উল্লেখ করে জননেতা গোলাম আযম বলেন, এরাই দেশকে চরম সংকটের প্রান্তসীমায় টেনে এনেছে।

ভুট্টো বিচ্ছিন্নতার পথ প্রশস্ত করেছেন

অধ্যাপক গোলাম আজম বর্তমান সংকটের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, জনাব ভুট্টো একগুঁয়ে নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার পথ আরও প্রশস্ত করেন। তেসরা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভারত পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে সে যুদ্ধ পাকিস্তানের মাটিতে নয়, ভারতের মূল ভূখণ্ডেই হবে। তিনি আগুন নিয়ে খেলা না করার জন্যে ভারতের যুদ্ধবাজ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৭ অক্টোবর ১৯৭১।

৬.১০৯ এ গণহত্যা কাদের স্বার্থে?

কোলাহল মুখর বায়তুল মুকাররম বিপণি কেন্দ্রে গতকাল বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে একটি বোমা বিস্ফোরিত হলে ৫ ব্যক্তি নিহত এবং মহিলা ও শিশুসহ কমপক্ষে ৫৪ ব্যক্তি আহত হয়। গুরুতররূপে আহত ৩৬ ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জন মহিলাও রয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৪ জন পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। আহত আরো ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গতকাল অপরাহ্নের এই বোমা বিস্ফোরণে ঢাকা-গ-৭৫০ প্রাইভেটকারটি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ এবং কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে কর্ম কোলাহলমুখর বায়তুল মুকাররমে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। ভয়-ত্রাসে বিহ্বল নারী, পুরুষ, কিশোর তরুণী নির্বিশেষে সবাই উর্ধ্বশ্বাসে এদিক-সেদিক দৌড়াতে শুরু করে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সমগ্র এলাকায় এক ধোঁয়াটে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। বায়তুল মোকাররমের সামনে পার্ক করা একটি গাড়ীতে বোমাটি রাখা ছিল। গাড়ীটি ইতিপূর্বে সিদ্ধেশ্বরী এলাকা থেকে অপহরণ করা হয়। বিস্ফোরণের ফলে গাড়ীটি সম্পূর্ণ রূপে বিচূর্ণ হয় বলে পুলিশ সূত্রে প্রকাশ।

গত কয়েকদিন ধরে রাজধানী ঢাকা ও তার উপকণ্ঠে দুষ্কৃতিকারীদের পৈশাচিক চিত্র হৃদয়বিদারক পুনরাবৃত্তিতে দেশের আপামর গণমানুষের বিক্ষুব্ধ চিত্তে আজ স্বভাবতই একই প্রশ্ন– এ গণহত্যা কাদের স্বার্থে? পবিত্র রমজান মাসেও যারা দরিদ্র ফেরিওয়ালা, কলাওয়ালা, খেটে খাওয়া, রিক্সাওয়ালা এবং নিরীহ পথচারীর রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা কি দেশের সাধারণ মানুষের শুভাকাঙ্খী?

তথাকথিত আন্দোলনের নামে এসব দুষ্কৃতিকারী ও ভাড়াটে চরদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইতিপূর্বে জনসমক্ষে নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ার পরও তারা ক্ষান্ত হয়নি।

ফলে নিরীহ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ। বোমাবাজিতে আছে আতঙ্ক, সন্ত্রাস, নেই দেশের মানুষের কল্যাণের প্রয়াস। এ সত্যোপলব্ধি অধিকার সচেতন নাগরিকদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করেছে এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস যুগিয়েছে। সামগ্রিক প্রয়োজনে এবং দুষ্কৃতিকারীদের পেতে রাখা বোমার ফাঁদে যত্রতত্র প্রাণ হারানোর ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতে হলে এই শুভবুদ্ধির পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য।

গতকালের ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পবিত্র ঈদের সমাগমে অন্যান্য দিনের মতো গতকালও বায়তুল মুকাররমের বিপণিকেন্দ্র তখন অত্যন্ত জমজমাট ছিলো।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ নভেম্বর ১৯৭১।

৬.১১০ ঢাকা শহর জামাতের সভা জেহাদের জন্য তৈরি থাকার আহ্বান

জামাতে ইসলাম, ঢাকার এক প্রেস রিলিজে বলা হয়: গতকাল (রবিবার) কাওসর হাউজে ঢাকা জামাতের আমীর অধ্যাপক গোলাম সারোয়ারের সভাপতিত্বে ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর নবনির্বাচিত মজলিসে শুরার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে মজলিসে সুরার নবনির্বাচিত সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রাদেশিক রাজধানী ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতিতে ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর মজলিসে শুরার সদস্যগণ উদ্বিগ্ন। প্রস্তাবে এই মর্মে সর্বসম্মত অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের দুরভিসন্ধিকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন।

এক প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদী ভারতের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ভারতকে জঘন্য, হীন ও নৃশংস ষড়যন্ত্র হইতে বিরত থাকিতে বলা হয়। মজলিসের মতে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তান এলাকায় নিয়মিত গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যা এবং সম্পত্তির ক্ষতিসাধন উস্কানি ও আক্রমণের শামিল। সুতরাং মজলিস ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হইতে ও প্রস্তুত থাকিতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়।

এক প্রস্তাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া উহা প্রতিরোধ করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭১।

৬.১১১ ছাত্র সমাজের প্রতি ডাক হিন্দুস্থানী হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান এছলামী ছাত্র-সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাসেম আলী গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে হিন্দুস্থানী হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য দেশের ছাত্র সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

তাঁহারা বিবৃতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে দুইজন ছাত্রনেতা বলেন, "আমরা মুছলমান এবং মুছলমানরা শান্তি-প্রিয় জাতি। আমরা বর্বরোচিত হামলার দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিতেও প্রস্তুত।"

মোছলেম জাতি ইতিপূর্বেও এ ধরনের নির্লজ্জ দুশমনের সমুচিত জবাব দিয়াছে এবং বর্তমানেও জবাব দিতে সক্ষম। তাহারা ছাত্র সংঘের প্রতিটি কর্মীর প্রতি পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১।

৬.১১২ রাজধানীতে বদর বাহিনীর মিছিল
হাতে নাও মেশিনগান খতম কর হিন্দুস্থান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী ভারতের বর্বর হামলার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা শহরে আল বদর বাহিনী এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে।

আছর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ হইতে মিছিলটি জিন্নাহ এভিনিউ, নওয়াবপুর রোড, বাহাদুর শাহ পার্ক হইয়া সদরঘাটে শেষ হয়। মিছিলকারী আল বদর তরুণগণ গগনবিদারী আওয়াজ তোলেন-"কাশ্মীর পাঞ্জাব নিয়ে নাও বীর বাহিনী এগিয়ে যাও", "আসাম বাংলা দখল করে "ভারতকে খতম কর", হাতে নাও মেশিনগান খতম কর হিন্দুস্থান, আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবেই।"

বিক্ষোভ মিছিল শুরু করার আগে বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত এক পথসভায় আল বদরের তিনজন কমাণ্ডার জ্বালাময়ী ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুস্থানের হীন কারসাজির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাহারা বলেন যে, তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর ছদ্মাবরণে সম্প্রসারণবাদী ভারত পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব নস্যাৎ করার যে জঘন্য পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে তৌহিদবাদী পাকিস্তানীগণ তাহা চিরকালের মত ব্যর্থ করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহারা এই মর্মে হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন, অবিলম্বে পাকিস্তান বিরোধ তৎপরতা বন্ধ না করিলে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারত নিজের সত্তা হারাইতে বাধ্য হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭১।

৬.১১৩ ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল রাজধানীতে পূর্ণ হরতাল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্থানের বর্বর হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল (সোমবার) প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হইবে। ইতিমধ্যেই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক বর্বর ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন।

গতকাল শনিবার ঢাকা শহর শান্তি কমিটির এক জরুরী বৈঠকে সোমবার হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ খাজা খায়ের উদ্দীনও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সোমবার পূর্ণ হরতাল পালন ছাড়াও বেলা ১টার সময় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ হইতে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকদের এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হইবে। মিছিলটি জিন্নাহ এভিনিউ, গুলিস্তান, নওয়াবপুর, বাহাদুরশাহ পার্ক, ইসলামপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান এলাকা প্রদক্ষিণ করিয়া চকবাজারে শেষ হইবে।

হরতালের আওতায় পড়িবে না

ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি আলহাজ মুহম্মদ সেরাজুদ্দিন জানাইয়াছেন যে, ওয়াসা, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ ও সংবাদপত্রসহ সকল অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহ

সোমবার হরতালের আওতা বহির্ভূত থাকিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পূর্ণ হরতাল পালিত হইবে, তবে সোমবার কেবলমাত্র যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা রহিয়াছে তাহারা যথারীতি পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৮ নভেম্বর ১৯৭১।

৬.১১৪ ঢাকা জামায়াতের কর্মীসভা
দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল রোববার ঢাকা জামায়াতে ইসলামীর এক বিরাট কর্মিসভায় ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের ওপর অঘোষিত জঘন্য কাপুরুষোচিত হামলার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। সভা ভারতের যুদ্ধবাজদেরকে এক ধরনের অমানুষিক এবং বর্বর পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায় এবং ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, ভারত যদি এ বর্বরতা থেকে বিরত না হয়, তাহলে পাকিস্তানের ইসলামপ্রিয় জনতা- যারা শাহাদাতের মৃত্যুকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসেবে মনে করে, তাদের পবিত্র আবাসভূমির অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যে হানাদারদের চরমভাবে পরাজিত করবেই।

ঢাকা শহর, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ এবং কেরাণীগঞ্জ থেকে আগত কর্মীদের বিপুল সমাবেশে ভাষণদানকালে ঢাকা জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং কোরবানী পেশ করার জন্যে কর্মীদের প্রস্তুত হবার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বিপ্লবী কালেমার বলে বলীয়ান মুসলিম জনতা তাদের অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ করে খোদার মেহেরবাণীতে হানাদারদের এবার চরমভাবে পরাজিত করে ছাড়বে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ব্রাহ্মণবাদী ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে অঘোষিত বর্বর হামলার মাধ্যমে সার্বভৌম পাকিস্তানের একটি অংশ ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে স্বীয় তথাকথিত বাংলাদেশ সরকার কায়েমের যে ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এ হীন চক্রান্ত থেকে বিরত হবার জন্যে ভারতীয় যুদ্ধবাজদের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

উক্ত প্রস্তাবে পাকিস্তানের জনসাধারণকে নিজেদের মধ্যকার সকল তুচ্ছ-মতভেদ ভুলে ভারতের হামলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী যে বীরোচিত ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তার জন্যে তাদেরকে মোবারকবাদ জানানো হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

প্রস্তাবে উপসংহারে আক্রমণকারী ভারতকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত করার জন্যে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোকে ভারতের ওপর তাদের প্রভাব খাটানোর আহ্বান জানান হয় এবং সভায় অভিমত ব্যক্ত করে বলা হয়,

বৃহৎ শক্তিগুলো যে পর্যন্ত ভারতকে যুক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য না করবে, সে পর্যন্ত উপমহাদেশে শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মক সশস্ত্র যুদ্ধের লেলিহান শিখায় পর্যবসিত হবে এবং এ লেলিহান শিখা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আর এর জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোকেই দায়ী হতে হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ নভেম্বর **১৯৭১**।

৬.১১৫ নেতৃবৃন্দের বজ্রকঠোর ঘোষণা বৃহত্তর পাকিস্তান গড়তে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ভারতীয় বর্বর হামলার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক গণমিছিল শেষে চকবাজারে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে গতকাল নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে প্রদেশের সকল মুসলমান আজ ঐক্যবদ্ধ। আর এই ঐক্যবদ্ধ মুসলমানরা হানাদারদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে পাকিস্তানের অসম্পূর্ণ মানচিত্র পূর্ণ করবে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরউদ্দীন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সকল মুসলমান সীমান্তে ভারতীয় হামলার মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর পিছনে রয়েছে।

খাজা সাহেব ভারতকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা দিয়ে জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হয় না। মুসলমানরা যুদ্ধে জান দিতে ভয় পায় না। প্রয়োজন হলে মুসলমানরা জান দিয়ে পাকিস্তানের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে, ভারতীয়দের পরাভূত করবে।

আজকের মিছিল প্রমাণ করেছে-

পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীন আহমদ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র হামলা চালানোর ফলে দুনিয়ার সামনে ভারতের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এরপর সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রবক্তা দেশগুলোর উচিত এই ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো ও রুখে দাঁড়ানো।

গতকালের ঐতিহাসিক গণমিছিলের প্রতি ইঙ্গিত করে ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ‘সেনাবাহিনী ছাড়া পাকিস্তানের কোন সমর্থক নেই’। আজকের মিছিল সেই ভারতীয় প্রচারণাকে অলীক মিথ্যা বলে প্রমাণিত করেছে।

তিনি বলেন, মুসলমানের শক্তি অস্ত্র নয়, তার শক্তি হচ্ছে কালেমায়ে তওহীদ। এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকলে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। তিনি বলেন, রেডক্লিফ রোয়েদাদের ফলে আমরা আসাম, পশ্চিমবাংলা ও কাশ্মীর থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছি। এবার আমরা এগুলোকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করব।

হাজার বছরের ইতিহাস

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী জনাব এ, এস, এম, সোলায়মান ঘোষণা করেন যে, হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলমানরা কখনো কোন যুদ্ধে হিন্দুদের সাথে পরাজিত হয়নি। তিনি ভারতকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, অবিলম্বে হামলা বন্ধ না করলে, এবার ভারতের মাটিতেই যুদ্ধ হবে।

জনাব সোলায়মান চার দফা দাবী পেশ করে বলেন, অবিলম্বে ভারত এই দাবীগুলো মেনে না নিলে **১২** কোটি মানুষ তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। চার দফা দাবী হচ্ছে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী এলাকা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, ভারতীয় গুলীবর্ষনের ফলে জানমালের যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণদান, পূর্ব পাকিস্তান থেকে সকল অনুপ্রবেশকারী ও দুস্কৃতিকারীকে সরিয়ে নেয়া ও সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনে সম্মতি প্রদান করা।

অসম্পূর্ণ মানচিত্র

ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার ঘোষণা করেন যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে নয় বরং এদেশের মুসলমানদের ঈমানের ওপর হামলা চালিয়েছে। তিনি বলেন, মুসলমান কখনো পরাজিত হয় না, তারা শহীদ অথবা বিজয়ী হয়ে গাজী হয়।

জামায়াত নেতা বলেন, ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানরা যে ঐক্যবদ্ধ আজকের মিছিল তারই প্রমাণ। তিনি বলেন, আমাদের মানচিত্র অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, হানাদার শত্রুকে নির্মূল করে আসাম, পশ্চিম বাংলা ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে আমরা এই মানচিত্র পূর্ণ করে ছাড়বো।

ঘরের শত্রুদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

পিডিপির সহ সভাপতি প্রবীণ জননেতা জনাব আব্দুল জব্বার খদ্দর ঘরের শত্রুদের সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরের মীরজাফররা সীমান্তে হানাদারদের চাইতেও বেশী ক্ষতি করছে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী যাতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে হানাদারদের খতম করতে পারে সেজন্যে এই ঘরের শত্রুদের ধরিয়ে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করার কাজ জনগণকেই করতে হবে।

রেডিওর ব্যর্থতা

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক জনাব নুরুজ্জামান সংবাদপত্র, রেডিওসহ সকল প্রচারযন্ত্রকে জেহাদী প্রেরণা নিয়ে দুশমনের মোকাবিলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি শত্রু বেতারের প্রচারণার মোকাবিলায় ঢাকা বেতারের ভূমিকার ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সৌদী আরব, চীন ও পশ্চিম জার্মানীসহ যেসব বন্ধুরাষ্ট্র এ সংকট মুহূর্তে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন।

জেহাদ ফরজ

ঐতিহাসিক গণসমাবেশে নেজামে ইসলাম নেতা মওলানা আশরাফ আলী ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় হামলার ফলে মুসলমানদের ওপর বর্তমানে জেহাদ ফরজ হয়ে পড়েছে।

এডভোকেট শহীদুল হক তাঁর ভাষণে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি আলহাজ সিরাজউদ্দীন ভারতীয় হামলার তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ নভেম্বর **১৯৭১**

৬.১১৬ ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকায়– হরতাল-গণমিছিল

পাকিস্তানের উপর ভারতীয় হামলার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার ঢাকায় পূর্ণ হরতাল

পালিত হয় এবং এক বিরাট গণমিছিল বেরোয়। গণমিছিলের শেষ পর্যায়ে চকবাজারে মিছিলের জনতার সমাবেশে ভাষণদানকালে দেশের নেতৃবৃন্দ ভারতের হামলার বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে শত্রুকে মোকাবিলার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা যে কোন ভাবেই হোক পাকিস্তানিদের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করেন। সভায় এও ঘোষণা করা হয় যে পাকিস্তানের মানচিত্র অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। হানাদারকে পরাভূত করে আসাম ও পশ্চিম বাংলা নিয়ে এই মানচিত্র সম্পূর্ণ করা হবে। সভার অন্যতম বক্তা প্রাদেশিক মন্ত্রী ও কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি জনাব এ এস এম সোলায়মান ভারতের প্রতি একটি ৪ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন। এগুলো হলো : ১। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, ২। ভারতীয় গোলাবর্ষণে হতাহতদের ক্ষতিপূরণ দান ৩। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সকল অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীকে প্রত্যাহার এবং ৪। সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থায় রাজী হওয়া। তিনি বলেন যে ভারত এতে রাজী না হলে সমুচিত জবাব দেয়া হবে। মিছিল ও সমাবেশে পাক-চীন মৈত্রীর প্রতি অভিনন্দন এবং ভারত সমঝোতার নিন্দা করা হয়। বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতিও আহ্বান জানান হয়।

ঢাকায় হরতাল পালিত

বেলা একটা চল্লিশ মিনিট বায়তুল মোকাররম এর সম্মুখ থেকে বেরোয় গণমিছিল। এর পুরোভাগে ছিলেন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির খাজা খয়েরউদ্দিন, প্রাদেশিক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আখতারউদ্দীন আহমদ, জনাব এ এস এম সোলায়মান, কাইয়ুম ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের জনাব আবদুস সবুর খান, জামাতে ইসলামীর মওলানা আবদুর রহিম, জনাব গোলাম সারওয়ার ও জনাব সফিকউল্লাহ, কাউন্সিল মুসলিম লীগের জনাব সিরাজউদ্দীন, পিডিপির জনাব আবদুর জব্বার খদ্দর, কনভেনশন মুসলিম লীগের জনাব এম এ মতিন ও জনাব এ এন এম ইউসুফ, নেজামে ইসলামীর মওলানা আশরাফ আলী প্রমুখ। নওয়াবপুর ইসলামপুর হয়ে চকবাজারে গিয়ে মিছিল শেষ হয়।

চকবাজার সমাবেশে বক্তৃতা করেন জনাব খাজা খয়ের উদ্দীন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, জনাব আবদুল জব্বার খন্দর ও মওলানা আশরাফ আলী।

খাজা খয়েরউদ্দীন

খাজা খয়েরউদ্দীন সভায় ভারতীয় হামলাকারীদের হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন, তাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মুসলমান জান দিতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের তরফ থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর মোকাবেলারত সেনাবাহিনীর পেছনে আমরাও আছি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি লোক জান দিতে প্রস্তুত।

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার বলেন যে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে অঘোষিত হামলা চালিয়েছে। এই হামলা শুধু সীমান্তেই হয়নি, তা পাকিস্তানের জনগণের ঈমানের উপরও কার্যত: চালান হয়েছে। জনাব গোলাম সারওয়ার বলেন যে মুসলমান কখনো পরাজয় বরণ করে না। তারা হয় শহীদ, নয়তো হয় গাজী। তিনি বলেন যে আমাদের মানচিত্র অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। শত্রুকে পরাভূত করে আসাম ও পশ্চিম বাংলা নিয়ে আমরা এই মানচিত্রকে পূর্ণ করে ছাড়বো।

আখতারউদ্দিন আহমদ

প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব আখতার উদ্দীন আহমদ বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে সশস্ত্র হামলা ভারতের মুখোশকে উন্মোচন করেছে। তিনি বলেন যে গণতন্ত্র ও মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্ববাসী প্রতিটি দেশেরই এই হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের অস্ত্র হলো কলেমায়ে তৌহিদ। মুসলমানদের মূল শক্তি অস্ত্র নয়, তিনি বলেন যে ভারত আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। তিনি বলেন যে এবার আমরা আসাম, বাংলা ও কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।

এ এস এম সোলায়মান প্রাদেশিক মন্ত্রী

জনাব এ এস এম সোলায়মান বলেন ভারত আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এই হামলা বন্ধ না করলে ভারতের মাটিতে যুদ্ধ হবে। জনাব সোলায়মান একটি ৪ দফা প্রস্তাব ভারতের প্রতি প্রদান করেন। তিনি বলেন যে এই প্রস্তাব ভারত মেনে না নিলে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

মওলানা আশরাফ আলী

মওলানা আশরাফ আলী বলেন যে ভারতের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাকিস্তানের মুসলমানদের জেহাদ করা ফরজ হয়ে পড়েছে।

মীরপুরের মিছিল

বায়তুল মোকাররম থেকে মূল মিছিল বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সোয়া ঘণ্টা পর মিরপুর, মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে আরেকটি শোভাযাত্রা আসে। শোভাযাত্রাকারীরা সাতটি দোতালা বাস ও আরো বেশ কয়েকটি একতলা বাসে করে বায়তুল মোকাররমে আসেন। বাস থেকে নেমে তারা মিছিল করে এগিয়ে যান নওয়াবপুর এলাকার দিকে। মিছিলের জনতার হাতে ছিল উর্দু পোস্টার।

মিছিলটির নেতৃত্ব দেন জনাব আখতার আলম ও তানজিনে মিল্লীর সভাপতি জনাব হাসিম হাশমী। গুলিস্তান এলাকার কাছে এসে মিছিলের জনতার উদ্দেশ্যে জনাব আখতার আলম ও জনাব হাসিম হাশমী বক্তৃতা দেন। তারা শপথ ঘোষণা করে বলেন, শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে তারা পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন। বেলা সাড়ে বারোটা থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন ইউনিয়ন শান্তি কমিটির ব্যানার শোভিত একের পর এক খণ্ড মিছিল বায়তুল মোকাররমের সামনে জমা হতে থাকে। মিছিলে ছিল উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষার লিখিত অসংখ্য পোস্টার। মিছিলের জনতার হাতে ছিল নান-াবিধ সাইজের জাতীয় পতাকা। এছাড়া মিছিলে ছিল কায়েদে আজম, কায়েদে মিল্লাত, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি এবং প্রতিকৃতি শোভিত পোষ্টার। মিছিলের কমপক্ষে চারটি খণ্ডাংশ। এছাড়া ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরন সিং এর প্রদর্শনী। ছেলেদেরকে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও সর্দার শরন সিং সাজিয়ে ঠেলাগাড়ী, রিকশা ও গাড়ীতে করে মিছিলের সাথে সাথে ঘোরানো হয়। এ ধরনের একটি প্রদর্শনীতে ছিল ইউনিফর্ম পরিহিত একটি লোক সাজানো মিসেস গান্ধীর প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরা রয়েছে। মিছিলের সাথে এছাড়া ছিল ইউনিফর্ম পরিহিত আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত রাজাকার ও মোজাহিদবৃন্দ। মিছিলের পোস্টারের মধ্যে কার্টুন জাতীয় কতিপয় অংকন কর্মও ছিল। মিছিলের প্রারম্ভে কোন প্রকার বক্তৃতা হয়নি তবে মিছিল শুরুর মিনিট খানিক আগে

স্টেডিয়াম গেটের সামনে একটি খণ্ড মিছিলের লোকজন উর্দুতে বক্তৃতা দেন।
সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩০ নভেম্বর ১৯৭১।

৬.১১৭ আল বদরের গণসংযোগ অভিযান

আকস্মিক ভারতীয় আক্রমণের প্রতিবাদে আল বদর বাহিনী গতকাল সমগ্র শহরে গণসংযোগ অভিযান শুরু করে। আল বদর ব্যানার শোভিত জীপে মাইক লাগিয়ে আল বদর ক্যাডেটরা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে এবং পাকিস্তানের সামগ্রিক বিজয় ও ভারতের চূড়ান্ত ধ্বংস কামনা করে নানারূপ ধ্বনি দিতে থাকে।

তারা পুরনো শহরের নবাবপুর, সদরঘাট, চকবাজার, নাজিরাবাজার, বংশাল ও নতুন শহরের নিউমার্কেট, দ্বিতীয় রাজধানী ও মোহাম্মদপুর একাধিক পথ সভার আয়োজন করে।

আল বদর ক্যাডেটরা পাকিস্তান জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী ভারত ধ্বংস হোক, হাতে লও মেশিনগান দখল কর হিন্দুস্থান, দাঁত ভেঙ্গে দাও দাঁত ভেঙ্গে দাও হানাদার হিন্দুদের প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে অগ্রসর হলে আশেপাশের ঘরবাড়ী থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জনতা তাদের শ্লোগানের জবাব দেয় ও হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়।

পুরনো শহর এলাকায় নাগরিকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল বদররের কর্মীর সঙ্গে যোগ দিয়ে কয়েকটি খণ্ড মিছিল নিয়ে অগ্রসর হয়।
সূত্র: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬.১১৮ ঢাকার বিক্ষুব্ধ রাজপথ
যে কোন উপায়ে শত্রুকে খতম করিতে হইবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত শুক্রবার রাত তিনটা হইতে গতকাল শনিবার সারাদিন ঢাকার আকাশে কয়েক দফা বিমান যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শহরের অবস্থা স্বাভাবিক রহিয়াছে। নাগরিক জীবনে কোনরকম ত্রাস ও উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। সারাদিন রাস্তায় যানবাহন চলাচল করে। দোকানপাট খোলা থাকে ও হাটবাজারে প্রচুর কেনাবেচা হয়। সরকারী অফিসার ও কর্মচারীরা অফিস আদালত করেন।

গতকাল সারাদিন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় অভূতপূর্ব প্রাণ পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় নাগরিকগণ নতুন প্রেরণা ও নবতর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাক জমিনের উপর দুশমনদের নগ্ন ও বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত করার জন্য তাহারা বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দোকানপাট হোটেল-রেস্তোরা মোড়ে মোড়ে সমবেত বিক্ষুব্ধ লোকজনের মুখে একটি মাত্র বলিষ্ঠ আওয়াজ দুশমনদের খতম কর। ভারতকে সমুচিত শিক্ষা দাও, পাক জমীনে ইসলামী ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখ, শত্রুর মাটিতেই শত্রুর কবর রচনা কর। মনে হইতেছিল যেন ঢাকার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে। যে কোন উপায়ে শত্রুকে খতম করিতে হইবে।
সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬.১১৯ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত

ঢাকা, ৭ই ডিসেম্বর: বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলীর সমন্বয় ও সাহায্যের জন্য সকল রাজনৈতিক সংস্থা অদ্য এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হইয়া ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।

পাকিস্তান কাইয়ুম মোছলেম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব খান এ সবুর উক্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রাদেশিক উজিরদের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন সমন্বয় কমিটির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই কমিটি কাজ করিবে।

যাহাদের লইয়া এই সর্বদলীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহারা হইতেছেন- পিডিপির প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব শফিকুর রহমান ও জনাব ফজলুল হক, জামাতে এছলামীর মওলানা আব্দুল মালেক ও অধ্যাপক গোলাম সরোয়ার, জাতীয় পরিষদ সদস্য খওয়াজা খয়ের উদ্দীন, পাকিস্তান মোছলেম লীগের (কাউন্সিল), প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমদ, জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য আব্দুল মতিন ও পাকিস্তান ওলামা লীগের (কনভেনশন) ইউসুফ, খান এ সবুর, মোছলেম লীগের পরিষদ সদস্য ইব্রাহীম, কাজী গোলাম আহমদ ও এমদাদুল ইসলাম, মুজাহিদ ছাত্র দলের জনাব আব্দুস সালাম এবং নেজামে এছলামীর মওলানা আশরাফ আলী ও সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান।

কমিটির আরও সদস্য গ্রহণ করার ক্ষমতা রহিয়াছে। - এপিপি
সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

তথ্য সূত্র

১. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, মোহীত উল আলম, "ঢাকায় স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা" দ্রষ্টব্য মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০, পৃ. ২৬৯
২. দৈনিক পাকিস্তান, ৬ এপ্রিল ১৯৭১
৩. *দৈনিক আজাদ*, ১১ এপ্রিল ১৯৭০
৪. শান্তি কমিটি সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, মোহীত উল আলম, "ঢাকায় স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭০-২৭৯
৫. এ এস এম সামসুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৫, পৃ. ৪০৬
৬. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ আগস্ট ১৯৭১
৭. রাজাকার, আলবদর, আলশামস সম্পর্কে জানার জন্য বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আবু মো. দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত "মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির তৎপরতা", অজয় রায় (সম্পাদিত) *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (১ম পর্ব) ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২, ৪১৮-৪৪২

অধ্যায়-৭

ঢাকায় বিদেশী দূতাবাস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা

বিষয়বস্তু পরিচিতি

একাত্তরের উত্তাল দিনে অনেক দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঢাকা ত্যাগ করেন। যুদ্ধ শুরু হলে তা অব্যাহত থাকে। বৃহৎ শক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ ভূমিকা পালন করায় তাদের দূতাবাসগুলোর বেশির ভাগ দেশের গৃহীত নীতি অব্যাহত রাখে। যদিও ব্যতিক্রম ছিল ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস। এখানকার কনসুলেটের ২০ জন কূটনীতিক কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে ওয়াশিংটনে একটি প্রতিবেদন পাঠান। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য। যদিও তখন গণমাধ্যমে বিষয়টি ফাঁস হয়নি। ইদানীং এ বিষয়ে মার্কিন সরকারি দলিলও প্রকাশিত হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশনার, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদল ছাড়াও একাত্তরে ঢাকা সফর করেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি।[১]

'ঢাকায় বিদেশী দূতাবাস, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা' শিরোনামে মোট ৪৬টি প্রতিবেদন সন্নিবেশ করা হয়েছে। ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন দেশ সংস্থার প্রতিনিধিদের সফর এবং দূতাবাসের কিছু যুদ্ধকালীন খবর এখানে আনা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই প্রায় ৩০ জন বিদেশী সাংবাদিককে জোরপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করায় ঢাকার খবর পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। দূতাবাসের মধ্যে মার্কিন দূতাবাসের তৎপরতা লক্ষণীয় ছিল। তবে ভারত পাকিস্তানের শত্রুভাবাপন্ন দেশ হওয়ায় এবং শুরু থেকে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দেওয়ায় ভারতীয় হাইকমিশন পাক সামরিক জান্তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে বহির্বিশ্বের টেলিযোগাযোগ বন্ধ করতে জুলাইয়ে লাইন কেটে দেওয়া হয়। যদিও পাকিস্তান সরকার পরিকল্পিতভাবে নয়, প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে লাইন খারাপের কথা উল্লেখ করে। ২৯ সেপ্টেম্বর একই পত্রিকার প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'পাক জঙ্গীশাহীর বর্বরতার প্রতিবাদে ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধির পদত্যাগ'। এতে ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি টাইগারম্যানের বরাত দিয়ে বলা হয়, তিনি ৬ মাস পর ঢাকা গিয়ে একে একটি আতঙ্কের শহর হিসেবে দেখেছেন। অবরুদ্ধ ঢাকার বিবরণ দিয়ে তিনি তাঁর হেড অফিসকে জানান রাস্তাঘাট, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তাঁকে ও বিদেশীদের যেভাবে দেহ তল্লাশি করে অপমান করা হয় তাতে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। তার পুরোনো বন্ধু ও সহকর্মীরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি ভয়ে। তিনি বলেন "শহরটাকে জঙ্গীচক্র কী করছে। হাজার হাজার বাঙালি আটক। তাই একজন স্থপতি, একজন মানুষ হিসেবে আমি পদত্যাগ করলাম।"

ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের বেতার যন্ত্রটি অপসারণ করা হয় ১০ এপ্রিল। *দৈনিক আজাদ* ১১ এপ্রিল পরিবেশিত খবরে এ যন্ত্রটি অবৈধভাবে স্থাপন করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলে দূতাবাসে এর প্রভাব পড়ে। ঢাকাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার ও তার অধীনস্থদের ২৫ মার্চের পর অনিশ্চিত অবস্থার কারণে তারা ঢাকা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। জাপানি *Mainichi Daily News* পত্রিকা ২৪ এপ্রিল এ ব্যাপারে বিস্তারিত খবর পরিবেশন করে। পরদিনই *জাপান টাইমস* ভারত ও

পাকিস্তান উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ঢাকা থেকে দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধের খবর প্রকাশ করে। পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র ১০০ জন ভারতীয়কে প্রথম পাকিস্তানে এবং সেখান থেকে নিরাপদে ভারত যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পাকিস্তানের পত্রিকায় দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার সংবাদ ২৭ এপ্রিল প্রথম প্রকাশ করে। *দৈনিক সংগ্রাম* গুরুত্বসহ ওইদিন 'ঢাকায় ভারতীয় মিশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পাকিস্তানও জুন মাসে কলকাতাসহ পাক দূতাবাসে বিধি নিষেধ আরোপ করে (প্রতিবেদন ৭.১-৭.১০)।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানে বিশ্বব্যাংকের সাহায্য অব্যাহত রাখার বিষয়ে করণীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিতে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল ঢাকা আসে। *দৈনিক পাকিস্তানসহ* স্থানীয় সব পত্রিকা এই সংবাদটি গুরুত্বসহ ছাপে মে মাসের ৩১ তারিখে। ১০ দিনের মধ্যে ব্যাংকের কাজ শেষ হবে বলে একই পত্রিকা ১ জুন সংবাদ প্রকাশ করে (প্রতিবেদন ৭.১৩, ৭.১৪)। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক প্রমাণের জন্য বিভি-ন্ন চেষ্টা চালালেও বিদেশী গণমাধ্যম প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরে। যে কারণে ব্রিটিশ ও মার্কিন পার্লামেন্ট সদস্যরা পাকিস্তানের জন্য সাহায্য বন্ধের দাবি জানান। বিশ্বব্যাংকেও একই দাবি ওঠে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের ২টি পার্লামেন্টারি টিম জুনে ঢাকা সফর করে, তাদের নিয়ে প্রতিবেদন আছে (প্রতিবেদন নং ৭.২২, ৭.২৫)। মার্কিন সিনেটর চার্লস পার্সি, মার্কিন উন্নয়ন শাখার সহকারী প্রশাসক মরিশ উইলিয়ামের ঢাকা সফর নিয়ে প্রতিবেদন রয়েছে (প্রতিবেদন ৭.৩৪)। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের ঢাকা সফর নিয়ে ৩টি প্রতিবেদন রয়েছে। ওআইসির মহাসচিব টুঙ্কু আবদুর রহমান এবং জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল পল হেনরির সফর নিয়ে তথ্য রয়েছে (প্রতিবেদন ৭.২৮, ৭.৩৬)। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর যা স্থানীয় পত্রিকা ছাড়া প্রকাশিত হয়নি তা হলো ১৬ নভেম্বর *দৈনিক পাকিস্তানে* প্রকাশিত 'সোনারগাঁও বোমা বিস্ফোরণ দু'জন কূটনীতিক নিহত' শীর্ষক সংবাদ। এতে জানা যায়, এর আগের দিন ব্যক্তিগত সফরে গিয়ে দু'জন জার্মান কূটনীতিক রলফ ফিল্যান্ড ও এরিক ওজাক একটি মাইন বিস্ফোরণে নিহত হন (প্রতিবেদন নং ৭.৪০)।

জাতিসংঘসহ দাতা দেশগুলো বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। আগস্টে জাতিসংঘ জন কেলিকে ঢাকায় রেসিডেন্ট প্রতিনিধি করে পাঠায়। *পাকিস্তান অবজারভার* এই সংবাদটি ১৫ আগস্ট প্রকাশ করে। শুধু বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রতিনিধির পদত্যাগ নয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও নিরাপদ ছিল না। ১৪ অক্টোবর সরকার অপারেশন ওমেগার ২ জন কর্মচারীকে ২ বছরের কারাদণ্ড দেয়। এ খবর *দৈনিক আজাদ* ১৫ অক্টোবর প্রকাশ করে। ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে ঢাকার পরিস্থিতি অশান্ত হলে মার্কিন ও বিদেশী নাগরিকদের অপসারণ নিয়ে সর্বশেষ ৩টি প্রতিবেদন রয়েছে (৭.৪৪-৭.৪৫)।

প্রতিবেদন

৭.১ ঢাকা থেকে আমেরিকানদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে

করাচি, ৭ এপ্রিল (এ-পি) পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস এর একটি বিশেষ বিমানে আজ ১৬০ জন আমেরিকাবাসী ঢাকা থেকে এসে পৌঁছেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মচারী ও পরিবারের ২৫০ জনকে গত সোমবার ঢাকা থেকে করাচীতে নিয়ে আসা হয়েছে। মুখপাত্র জানিয়েছেন যে দূতাবাস ও সাহায্য দপ্তরের কাজে পরিচালনার জন্য মাত্র ৩৮ জন কর্মচারীকে ঢাকায় রাখা হবে।
সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তর*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১

৭.২ ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে বে-আইনী বেতারযন্ত্র পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অবিলম্বে অপসারণের নির্দেশ দান

এছলামাবাদ, ১ই এপ্রিল- আজ এখানকার ভারতীয় হাইকমিশনকে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনে চালু একটি অবৈধ ট্রান্সমিটার অবিলম্বে অপসারণ করার জন্য বলা হইয়াছে বলিয়া সরকারী হ্যান্ড আউট প্রকাশ। ভারতীয় হাইকমিশনকে প্রদত্ত নোটের পূর্ণ বিবরণ নীচে দেওয়া হইল–

ইহা কর্তৃপক্ষের গোচরে আসিয়াছে যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি কমিশনে একটি বেতার (অয়ারলেস) ট্রান্সমিটার কাজ করিতেছে। হাইকমিশন ইহা ভালভাবে জ্ঞাত যে, পাকিস্তান সরকার এছলামাবাদস্থ হাইকমিশন বা পাকিস্তানে উহার কোন উপ-মিশনকে অয়ারলেস ট্রান্সমিটার ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই। ইহা স্পষ্ট যে, কূটনৈতিক ও কনসুলার অফিসসমূহের জন্য প্রযোজ্য পাকিস্তান সরকারের আইন বিধি লঙ্ঘন করিয়া ঢাকাস্থ হাইকমিশনে ট্রান্সমিটার রাখা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সুযোগ সুবিধার অপব্যবহারের অভিযোগ আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনে রক্ষিত অননুমোদিত বেতার ট্রান্সমিটার অবিলম্বে অপসারণের আহ্বান জানাইয়াছেন।
সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১১ এপ্রিল ১৯৭১

৭.৩ Indian DHC in Dacca Closed

ISLAMABAD, April 26 (APP): The Indian Deputy High Commission in Dacca ceased to function from 1200 hours today, an official spokesman said here.

This was the deadline fixed for the closer of the mission when Pakistan Government announced its decision on April 23 to wind up its Deputy High Commission in Calcutta.

The spokesman said that Pakistan held India entirely responsible for the closure of the Indian mission in Dacca and Pakistani Deputy High Commission in Calcutta as Indian authorities failed to provide necessary facilities in Calcutta to newly-appointed Deputy High Commissioner of Pakistan, Mr. Mehdi Masood.

The Government of Pakistan took serious view of the treatment meted out to Mr. Mehdi Masood in total disregard of the Vienna Conventions aimed at protecting diplomatic missions and representatives and facilitating their functions.

Repatriation of the personnel of the Indian mission at Dacca and Pakistani Deputy High Commission in Calcutta and exchange of Government properties and archives in the two missions is to take place under arrangements to be made on reciprocal basis.
Source: *The Morning News,* 22 April 1971

৭.8 Indian Diplomats Prepare to Leave Dacca

NEW DELHI (UPI)-

The Indian government Wednesday was planning to evacuate its diplomats from the East Pakistan capital of Dacca following its rejection of a flemand from Islamabad to remove rebel Bengali diplomats from Pakistan's mission in Calcutta.

The official All India Radio said that the government was making arrangements for a special flight from the Nepali capital of Katmandu to Dacca in order to remove the staff of the Indian Deputy High Commission and dependents.

It was not immediately known however, whether the Pakistan government would provide clearance for the flight, the radio said.

The move to return Indian diplomats from East Pakistan, wracked by civil war and violence since last march 25, came after the lates exchange in steadily declining relations between the two governments.

In it, Pakistan demanded Tuesday that the Indian government remove a band of Bengali diplomats who have taken over the deputy High Commission in Calcutta or risk its failure to do so as being interpreted as an unfriendly act.

Within hours, India's Ministry of External Affairs reflected the demand and told Pakistan that the administration of its diplomatic mission was considered to be an internal affair.

It was not immediately known how many diplomats and their dependents were involved in the evacuation plan from Dacca.

Indian foreign Ministry sources said that since the start of the civil war they have received only the sketchiest reports on the welfare of the Deputy High Commission staff.

India and Pakistan have not allowed diplomatic missions in each other's countries to have radio communications with their home capitals since the war between the two nations in 1965. Cable contact with the Indian group in Dacca has also apparently been cut off, they indicated.
Source: *Mainichi Daily News,* (Tokyo), 24 April 1971

৭.৫ Pakistan, India close Missions in Calcutta Dacca as Ties Worsen

NEW DELHI (UPI)-

Deteriorating relations prompted India and Pakistan to close down their diplomatic post in Calcutta and the East Pakistan capital of Dacca. Government sources said Saturday.

The sources confirmed reports Pakistan had notified India it was closing its deputy high commission (consulate) in Calcutta on Monday and in return requested the closing of the Indian deputy high commission in Dacca.

Source: *The Japan Times,* 25 April 1971

৭.৬ কলকাতা ও ঢাকায় ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল-পাকিস্তান এবং ভারত আগামী সোমবারের মধ্যে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করে দিচ্ছেন। গতকাল ইসলামাবাদে ভারতের হাইকমিশনারের কাছে এবং আজ পাকিস্তানী হাইকমিশনার কর্তৃক পররাষ্ট্র দফতরের সচিব শ্রী এস কে ব্যানারজির কাছে প্রদত্ত নোটে পাকিস্তান কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

এই নোটে ভারতকেও ঢাকায় তার ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করতে বলা হয়। ভারত তাতে রাজি, তবে পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত। পাকিস্তানী নোট অনুসারে সোমবারের মধ্যেই এই দুই অফিস বন্ধ হয়ে যাবে এবং উভয় অফিসের কর্মী এবং তাদের পরিবারবর্গ স্থান ত্যাগ করবেন।

ভারত পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে কূটনৈতিক মারপ্যাঁচ বলে উল্লেখ করেছে। ভারতের বৈদেশিক দফতরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন, কলকাতায় পাক ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী মেহেদী মাসুদকে সম্ভাব্য সব রকম সুবিধাই আমরা দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে চরম বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তা রক্ষী এবং পুলিশ অফিসাররা শ্রী মাসুদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

একটি নিরাপদ জায়গায় ডেপুটি হাইকমিশনারকে যথাযোগ্য স্থান করে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন। এই সুবিধার সুযোগ উপেক্ষা করে কলকাতায় অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করতে বলে পাকিস্তান যা করল তা দুঃখবহ। পাকিস্তানের পক্ষে এই পূর্ব পরিকল্পিত এবং ইচ্ছাকৃত কূটনৈতিক চাল নিন্দনীয়।

পাকিস্তানী নোটে কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের স্বদেশযাত্রার ব্যাপারে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়, ভারত তাতে সম্মতি জানিয়েছে:

ক। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ভারতীয় কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে করাচি থেকে ঢাকায় আনবেন।

খ। কলকাতায় পাকিস্তান কর্মী এবং পরিবারবর্গকে আন্তর্জাতিক পরিবহণে করাচি যেতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সুযোগ দেবেন।

গ। ইসলামাবাদের ভারতীয় হাইকমিশনের ব্যবস্থায় ভারতীয়রা করাচি থেকে দিল্লি যেতে পারবেন।

পাকিস্তান অবশ্য ভারতকে এই অনুরোধও করেছে যে, পাক হাইকমিশনকে যেন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনের বাড়ী, সরকারী সম্পত্তি, তহবিল ও নথিপত্রের অধিকার দেওয়া হয়।

ভারতীয় বৈদেশিক অফিসের অফিসাররা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছেন। কারণ এতে কূটনৈতিক যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। ভারতীয় কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ যাতে ভারতে আসতে পারেন তা দেখার দায়িত্ব বর্তাল এখন পাকিস্তানের উপর। অবশ্য ভারতকেও অনুরূপ দায়িত্ব নিতে হবে।

বাধা রইল শুধু অস্থাবর সম্পত্তি যেমন, মোটরগাড়ি, রেফরিজারেটর প্রভৃতি জিনিস সম্পর্কে যা নাকি এখনি বিমানে পাঠানো যাবেনা। তবে তা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্থানত্যাগে পরিবহণের ব্যাপারে দুই দেশের সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে পাকিস্তান জানিয়েছে। ভারত বলেছে, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী তা স্থির হবে।

পাকিস্তানের বক্তব্য যথেষ্ট পরস্পরবিরোধী। কর্মী এবং পরিবারবর্গের স্থানত্যাগের সঙ্গে গাড়ি ইত্যাদি কথা না থাকায় আশংকা হচ্ছে এ নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলমাল দেখা দেবে।

পাকিস্তান বলেছে, বাংলাদেশে সবই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকায় ভারতীয় কর্মীরা ভারতীয় পথেই আসতে পারেন। অথচ মনে হচ্ছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য এই পথে আসা সম্ভব নয় বলে পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আগেই সবকিছু জানিয়েছে।

নতুন এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানের পথ আরও পরিষ্কার হল। যদিও তার মানে এই নয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারত তাই করতে যাচ্ছে। তবে এটা ঠিক, এর ফলে ভারতের কাছে পাকিস্তান বলতে রইল শুধু খণ্ডিত পাকিস্তান যার নাম পশ্চিম পাকিস্তান।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ২৫ এপ্রিল ১৯৭১

৭.৭ INDIA DEMANDS PLEDGE ON DIPLOMATS IN DACCA

Delhi, April 25: India tonight demanded that Pakistan give a categorical assurance by 11.30 tomorrow (7 a.m. BST) that it would extend to India all facilities under the Vienna Convention to enable it to close its Deputy High Commission in Dacca and evacuate its staff safely.

Official source said the time limit expired half an hour before the mid-day deadline fixed by the Pakistan Government for the closure of the Indian mission in Dacca and the Pakistan High Commission in Calcutta.

Pakistan is insisting that the 100 Indians at the Dacca mission be flown out by a Pakistan aircraft to Karachi, West Pakistan, and from there back to India by an international airline.

According to Indian officials, Pakistan has not replied to a request a week ago for an aircraft to fly to Dacca from Kathmandu, Nepal, to evacu-

ate women and children and a few of the diplomats.

Observers here saw the Indian demand as a warning to Pakistan that the Indian diplomats in Dacca should not be used as a level for possible Pakistan demands for the repatriation of diplomats sympathetic to the "Bangladesh Republic", who are occupying the Calcutta mission.

Source: *The Time,* 26 April 1971

৭.৮ ঢাকায় ভারতীয় মিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

ইসলামাবাদ, ২৬ শে এপ্রিল (এপিপি)।- আজ সোমবার দুপুর ১২টা থেকে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে এখানে একজন সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এটাই ছিল উক্ত মিশন বন্ধের স্থিরকৃত সর্বশেষ সময়সীমা।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সরকার গত ২৩ শে এপ্রিল কোলকাতায় তার ডেপুটি হাই কমিশন বন্ধের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। উক্ত মুখপাত্র বলেন, ঢাকায় ভারতীয় মিশন এবং কোলকাতায় পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশন বন্ধের জন্য পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে ভারতকে দায়ী করে। কেননা, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোলকাতায় পাকিস্তানের নবনিযুক্ত ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব মেহদী মাসুদকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভিয়েনা কনভেনশনের সম্পূর্ণ অবমাননা করে জনাব মেহদী মাসুদের প্রতি যে আচরণ করা হয়, পাকিস্তান সরকার সে ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক মিশন রক্ষা এবং প্রতিনিধি ও তাদের কাজ সহজতর করাই হচ্ছে ভিয়েনা কনভেনশনের লক্ষ্য।

ঢাকায় ভারতীয় মিশন এবং কোলকাতায় পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের কর্মচারীদের ফিরিয়ে দেয়া এবং এই দুই কমিশনে সরকারী সম্পত্তি ও কাগজপত্র বিনিময় পারস্পরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

৭.৯ INDIAN STAFF AT DACCA INTERNED FRESH DELHI MOVE TO EVACUATE DIPLOMATS

New Delhi, April 27- In its latest move to further worsen India-Pakistan relations, the military junta in Islamabad has practically interned the personnel of the Indian Deputy High Commission in Dacca, including the Head of the mission, Mr. K.C. Sen Gupta, after the mission's closure yesterday, report UNI and PTI.

The Government of India has taken up the matter strongly with the administration in Islamabad. It is understood to have pointed out to the Islamabad regime that the internment is contrary to the assurance given to it earlier and is in violation of the Vienna Convention.

A strong protest Note was personally delivered to the Pakistani High Commissioner here Mr Sajjad Haider, by Mr. A. K. Ray, joint Secretary in the Ministry of External Affairs in charge of Pakistan desk, at the letter's office.

At tonight's meeting, Mr. Ray put up to the Pakistan High Commissoner some new and concerete proposals for the prompt evacuation of Indian personnel from Dacca. The new proposals were made as they were considered easier to implement, official sources said.

Mr. Ray asked Mr. Haider to obtain a reply to these proposals from his Government to early as possible. Officials here hoped to get a reply from Pakistan with in 36 hours.

Observer here feel that the Government of India will be forced to impose similar restrictions on the personnel of the Pakistani Deputy High Commission in Calcutta if the internment of the Indians in Dacca is not lifted immediately.

The internment is probably in retliation to New Delhi's action in barring the exit of Pakistani personnel in India without prior permission from the Government. The steps followed Pakistan's refusal to allow Mrs. Sen Gupta and a diplomatic courier of Indian High Commission to leave Karachi for New Delhi.

An External Affairs Ministry spokesman here said the Government had learnt with regret and concern that immediately after the closure of its mission in Dacca well before the stipulated time yesterday, the Deputy High Commissioner, his officers and staff were practically interned in their residence.

Meanwhile a Foreign Office spokesman in Islamabad today described as "totally false" India's charge that Mrs. Sen Gupta was maltreate.

Radio Pakistan quoted the spokesman as saying that Mrs. Sen Gupta could not leave Karachi for New Delhi on April 21 because of "mistaken identity" at Karachi airport. But, the matter was sorted out within a half hour, the spokesman said.

Source: *The Statesman*, 28 April 1971

৭.১০ ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন ভবনে সামরিক পাহারা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল- ঢাকার সেগুন বাগিচায় অবস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন এর ভবনে সামরিক পাহারা বসানো হয়েছে।

খবরটি দিয়েছেন জনৈক প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা। ইনি ২১ এপ্রিল ঢাকা শহর ত্যাগ করেন। ডেপুটি কমিশনের কার্যকলাপ কার্যত এখন অচল হয়ে পড়েছে। খুব অল্প লোকই এখানে যাতায়াত করতে পারছেন।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ৩০ এপ্রিল ১৯৭১

৭.১১ ইপিআইডিসি প্রধান সকাশে ইন্দোনেশীয় দূত

পাকিস্তানে নিযুক্ত ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রদূত এয়ার মার্শাল সুতোপো গত বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় রাষ্ট্রদূত চেয়ারম্যানকে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম ও বিশেষ ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, তেল শোধনাগার ও জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে বিশেষ উৎসুক্য প্রদর্শন করেন।

ইপিআইডিসির চেয়ারম্যান পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যকার সৌভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কের উল্লেখ করে ভবিষ্যতে এ সম্পর্কের উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ মে ১৯৭১

৭.১২ চীনা কনসাল জেনারেলের বক্তৃতা

ঢাকায় নিযুক্ত চীনা কনসাল জেনারেল মি: চ্যাং ইং গতকাল শুক্রবার এখানে বলেন যে, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে, সেটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভারতের সম্প্রসারণবাদীরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করেছে।

গতকাল বিকেলে পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে পাক-চীন মৈত্রীর ২০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে চীনের কন্সাল জেনারেল উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

চীনা কন্সাল জেনারেল বলেন যে, ভারতের এই জঘন্য মনোভাবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনগণ রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব জাগ্রত করেছে।

তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী জনগণের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের প্রশংসা করে বলেন যে, তারা বিদেশী আক্রমণকারী ও হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছেন। মি: ইয়ং জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সংহতি সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ও জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি চীনা সরকার ও জনগণের পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থনের কথা পুনর্বার ঘোষণা করেন।

চীনা সরকার ও জনগণের সম্পর্কে বৈঠকের চেয়ারম্যান যেসব বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলেছেন সেজন্য তিনি সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন যে পাক-চীন মৈত্রীর বিগত ২০ বছরের মধ্যে এই দুই দেশের মধ্যেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছে। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নানাভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই দুটি দেশ পরস্পরকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করে এসেছে।

সভায় আলফাতার ঢাকাস্থ প্রতিনিধি জনাব খালিদ মুনীর, জনাব আবু নসর আহমদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

বক্তারা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় চীনের সময়োচিত ও অকুণ্ঠ সাহায্যের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা চীনা জনগণের জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২২ মে ১৯৭১

৭.১৩ ঢাকার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক দলের দুজন সদস্য

করাচী, ৩০শে মে (এপিপি)। আট সদস্য বিশিষ্ট বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের দু'জন সদস্য আজ সকালে করাচী পৌঁছে পরে ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেছেন।

সদস্য দু'জন হচ্ছে, মি. ডি এইচ কেরে ও মি. এস কুরিয়ামা। দলের নেতা মি. এম এইচ উইহেনসহ অপর তিনজন সদস্য আগামীকাল এখানে এসে পৌঁছবেন।

পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্যের চাহিদা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিনিধিদলটি প্রেরণ করা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর পাকিস্তানের সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য দলটি ইসলামাবাদে যাবে।

প্রতিনিধিদলটি পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্যের চাহিদা যাচাই এর পর বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়ামের নিকট রিপোর্ট পেশ করবে। আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি প্যারিসে কনসর্টিয়ামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩১ মে ১৯৭১

৭.১৪ প্রদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিরূপণ
বিশ্বব্যাংক মিশন ১০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে সক্ষম হবেন

করাচী, ৩১শে মে (এপিপি)। আট সদস্য বিশিষ্ট বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের নেতা মি. এম এইচ উইহেন আজ আশা প্রকাশ করেন যে তার দল ১০ দিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে।

আজ সকালে এখানে পৌছার পর সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংক দলটি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে সেখানকার বিভিন্ন স্থান সফর করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্বব্যাংকের পাকিস্তান শাখার ইনচার্জ মি. উইহেন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কাজ শেষে দলটি ইসলামাবাদ সফর করবে। ইসলামাবাদে বিশ্বব্যাংক দল পদস্থ পাকিস্তানী অফিসারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করবেন।

তিনি বলেন, এই মুহূর্তে তিনি পাকিস্তানকে সাহায্যদানের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোন কিছু বলতে পারছেন না। পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়ামের চেয়ারম্যান মি. কারগিল চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে ঢাকা আসছেন এবং তিনি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন। আন্তর্জাতিক তহবিলের মি. গান্তারত মি. কারগিলের সাথে আসছেন।

বর্তমান দলটি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের যৌথ উদ্যোগে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা তারা যাচাই করে দেখবেন। একই বিমানে দলের একজন সদস্য মি. জে ডব্লিউ রোজও এসে পৌঁছেছেন। অপর একজন সদস্য মি. ভ্যানডার হেইজডেন পরে এসে পৌঁছেছেন। তাদের আজই ঢাকা গিয়ে পৌছার কথা।

বিশ্বব্যাংক দলের ২ জন সদস্য পূর্বেই ঢাকা গিয়ে পৌছবেন। বাকী তিনজন সদস্য ৫ই জুন এখানে পৌছার কথা।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ জুন ১৯৭১

৭.১৫ ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের উপর পাক সরকারের কড়া বিধিনিষেধ আরোপে কলকাতায় পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ

নয়াদিল্লী ৫ই জুন: ঢাকায় অবস্থিত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার ও তাঁর সহকর্মীদের উপর সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে পাক সামরিক সরকার বাধানিষেধ অব্যাহত রাখায় আজ সকাল থেকে অনুরূপ ব্যবস্থা হিসেবে কলকাতাস্থ পাক দূতাবাসের কর্মীদের উপর সরকার বাধানিষেধ আরোপ করেছেন। মাসাদিককাল ধরে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সেনগুপ্ত ও তাঁর সহকর্মীদের ঢাকায় বস্তুত পক্ষে গৃহাভ্যন্তরে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। সশস্ত্র সামরিক প্রহরা তাদের বাসভবনের চারদিকে মোতায়েন করা হয়েছে এবং বিনানুমতিতে তাদের কোথাও যাতায়াত করতে দেয়া হচ্ছে না।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে বারবার প্রতিবাদ করেও কোন ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে ভারত সরকার আজ সকাল থেকে পাকিস্তানের কলকাতাস্থ কর্মীদের গতিবিধির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করছেন বলে পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানান।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ৬ জুন ১৯৭১

৭.১৬ Puzzle as envoys leave Dacca

BY PATRICK REATLEY, DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Britain and the United States have announced the impending departure from East Pakistan of the diplomats how were in charge of missions in Dacca during the political crisis, and the riots and shooting. The absence of detailed explanation in London and Washington, has given rise to speculation.

The inference is that the Central Government of President Yahya Khan is displeased and has asked for simultaneous withdrawal of the envoys. But in Whitehall last night there was adamant refusal to accept or confirm this inference.

Officials insist that the departure of Mr. Frank Sargeant the British Deputy High Commissioner, had been arranged. “Some time ago” but not announced. They say that it is not a usual to announce impending departures of diplomats, except those of heads of missions.

But to accept London and Washington at face value is to accept two coincidences. First, the departures where not disclosed in advance but where leaded on Sunday. Secondly neither Mr. Sergeant, nor his American opposite number General Archibald Blood have completed their normal tour of duty. Mr. Sergeant, for instance, only arrived in Dacca seven months ago.

In addition a normal rotation at ambassadorial level has just been completed in Islamabad by British. Sir Cyril Pickard left according to plan, His successor, Mr. Laurence Humphrey arrived as arranged at the end of last week.

This was move planned and announced in the normal way. But it seems odd to put it no higher, that the British should choose this moment to pull out the key man in charge of the mission in Dacca.

There is no question about the ability of Mr. Sergeant and the regard in which he is held in Whitehall, when sir Alec Douglas-Home, the foreign secretary was reporting to the house of commons about his work during the floods, and in organizing the evacuation of British residents he commended Mr. Sergeant highly.

There is no doubt that like General Blood, he has under gone great string and has earned a rest. But there is nothing to prevent either envoy being given leave. There is also the inescapably fact that the first word of the departures came from West Pakistan.

All that can be reported is that there is a diplomatic mystery and that the Government of President Yahya is doing nothing do dispel it. The President hopped for emergency economic aid from the West His roving envoy, Mr. M. M. Ahmed went to Washington and London in May, but returned empty handed.

The President now must wait until July when the aid consortium Governments meet in Paris.

Source: *The Guardian,* 8 June 1971

৭.১৭ প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান ঢাকা এসেছেন

উদ্বাস্তু সংক্রান্ত জাতিসংঘের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান গতকাল বুধবার বিকেলে করাচী থেকে ঢাকা আগমন করেন।

এক সরকারী হ্যান্ড আউটে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে প্রিন্স সদরুদ্দীন খাঁটি পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান ঢাকা পৌঁছলে প্রাদেশিক চীফ সেক্রেটারী, গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী, পররাষ্ট্র দপ্তরের ডিরেক্টর ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রিন্সিপাল প্রটোকল অফিসার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ জুন ১৯৭১

৭.১৮ গভর্নর সকাশে প্রিন্স সদরুদ্দীন

পূর্ব পাকিস্তান সফররত জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান গতকাল বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এপিপির খবরে প্রকাশ, এক সরকারী হ্যান্ডআউটে বলা হয়েছে, গভর্নরের সাথে বৈঠকে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার সাম্প্রতিক গোলমালের সময় যেসব খাঁটি পাকিস্তানী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গিয়েছেন তাদের ফিরে আসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া খাঁটি পাকিস্তানিদের ফিরে আসা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন সে সম্পর্কেও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ জুন ১৯৭১

৭.১৯ Attack in Dacca on Aid Official Report

By MALCOLM W. BROWNE

ISLAMABAD. Pakistan, June 16- Knowledgeable sources reported today that officials of an international aid consortium narrowly escaped death in East Pakistan last Thursday from bombs presumed to have been thrown by Bengali separatist extremists.

The incident reportedly occurred in front of the Intercontinental Hotel in downtown Dacca, capital of East Pakistan. According to the sources, one American and two British officials were about to get into a car when three bombs were thrown, one of which exploded in the car. Bomb fragments were said to have caused some minor injuries, and the car was demolished.

A mission of the 11- nation consortium is in Pakistan to study prospects of peace and political stability as one of the prerequisites to full-scale resumption of said to this country.

The consortium, which includes the United States, is headed by the International Bank for Reconstructing and Development, or World Bank.

A spokesman for the World Bank headquarters in Washington said he knew nothing about the bomb report. He said the bank was in daily contact, by cable, with the consortium and had received no reports of any violence directed against the financial mission.

Source: *The New York Times*, 17 June 1971

৭.২০ সদরুদ্দীনের পিন্ডি যাত্রা
পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন

জাতিসংঘের উদ্বাস্তু হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খান গতকাল শনিবার ঢাকায় বলেন যে ভারতে গমনকারী পাকিস্তানীদের ফিরে আসার সুযোগ সুবিধা করাই তার এখনকার কাজ।

এপিপির খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানে তিনদিন অবস্থানের পর ইসলামাবাদ যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকা বিমান বন্দরে তিনি বলেন, এখানে অবস্থানকালে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

তিনি বলেন এখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অভ্যর্থনা কেন্দ্র সমূহ পরিদর্শনকালে তিনি ফেরত আগমনকারী কতিপয় উদ্বাস্তুর সঙ্গে কথাও বলেছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ জুন ১৯৭১

৭.২১ ঢাকায় বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল

পাকিস্তান সফররত তিন সদস্যের বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল পূর্ব পাকিস্তানে তিন দিনের সফরে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা পৌছেছেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন মিসেস জিল নাইট, মি. জেমস এ কিলফেডার এবং মি. জেমস টিন।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল পূর্ব পাকিস্তানে থাকাকালে দেশে প্রত্যাবর্তনকারী পাকিস্তানীদের অভ্যর্থনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এসব লোক ভারতে চলে গিয়েছিল। এই পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল খুলনা ও চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চল পরিদর্শন করেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও জাতীয় বিষয় দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারী, পূর্ব পাকিস্তানের তথ্য সেক্রেটারী এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রিন্সিপাল প্রটোকল অফিসার প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ জুন ১৯৭১

৭.২২ ১০৮ দিন বন্দী থাকার পর ভারতীয় দূত কর্মীরা স্বদেশে ফিরে এসেছেন

নয়াদিল্লী ১২ই আগষ্ট: আজ দুপুরে ঢাকা থেকে ভারতীয় দূতাবাস কর্মীরা দু'দফায় ভারতে এসে পৌছেছেন। অন্যদিকে আজ সকালে কোলকাতার পাক দূতাবাস কর্মীরাও স্বদেশে ফিরে গেছেন। প্রথমে সুইস ও পরে রুশ বিমানে করে দু'দফায় মোট ১৫৭ জন ভারতীয় কর্মী ফিরে এসেছেন। পাক কর্মীদের সংখ্যা ছিল ১৫০।

ঢাকাস্থ প্রাক্তন ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী কে.সি. সেনগুপ্ত সুইস ও রুশ কর্তৃপক্ষকে এবং অন্যান্য বৈদেশিক দূতাবাস কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন সহযোগিতার জন্য। অন্যদিকে ইসলামাবাদে পৌছামাত্র কোলকাতার প্রাক্তন পাক দূত জনাব মেহেদী মাসুদ ভারতের বিরুদ্ধে আর এক দফা নির্জলা মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ১৩ জুন ১৯৭১

৭.২৩ দূতাবাস কর্মীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে
উথান্টের মধ্যস্থতা পাকিস্তান মেনে নিবে

আগরতলা ১৭ই জুন: ঢাকা ও কলকাতার দুই দূতাবাস কর্মীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উথান্টের মধ্যস্থতা মেনে নেবেন বলে জানিয়েছেন।

গতকাল রাষ্ট্রসংঘের পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী আগাশাহী উথান্টের কাছে পেশ করা এক পত্রে এ বিষয়ে উথান্টের হস্তক্ষেপকে 'স্বাগত' জানিয়েছেন বলে ঢাকা বেতারের সংবাদ।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ১৮ জুন ১৯৭১

৭.২৪ গভর্নর সকাশে মরিশ উইলিয়ামস

গতকাল শনিবার এপিপির সংবাদে বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সরকারের সকল রিলিফ সাহায্যের কো-অর্ডিনেটর ও মার্কিন উন্নয়ন শাখার সহকারী প্রশাসক মরিশ উইলিয়াম গতকাল শনিবার গভর্নর হাউজে পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

এক সরকারী হ্যান্ড আউটে বলা হয়, পূর্বাহ্নে তিনি রিলিফ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের সহকারী ডাঃ এ এম মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মি. উইলিয়াম জাতিসংঘ প্রতিনিধি মি. জন ও মি. ভাগৎ এলতাওয়েলের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২২ জুন ১৯৭১

৭.২৫ গভর্নর সকাশে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী মিশন

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেনেন্ট জেনারেল টিক্কা খান গতকাল বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান।

এই প্রতিনিধি দলে আছেন শ্রমিক দলীয় দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী মি. আর্থার বটমলী ও মি: রেজিনাল্ড প্রিন্টস এবং রক্ষণশীল দলীয় প্রাক্তন সমরমন্ত্রী মি. জেমস র‌্যামসডেন। প্রতিনিধি দলের চতুর্থ সদস্য মি. টবি জেদেল রক্ষণশীল দলীয় সদস্য।

ঢাকা উপস্থিতি

প্রতিনিধিদলটি গতকালই ঢাকা আগমন করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক সেক্রেটারি ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ, জাতীয় পরিষদ সদস্য জহিরুদ্দিন, জনাব ফয়জুল হক এবং অস্থায়ী বৃটিশ হাই কমিশনার বিমান বন্দরে প্রতিনিধি দলকে সম্বর্ধনা জানান বলে এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ জুন ১৯৭১

৭.২৬ ঢাকায় জার্মান প্রতিনিধিদল

দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি জার্মান পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল গতকাল সোমবার করাচী থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

এই প্রতিনিধিদল ৭ই জুলাই পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করবে এবং প্রদেশের বিভিন্ন অংশ সফর করবে বলে এপিপি জানিয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৬ জুলাই ১৯৭১

৭.২৭ ঢাকায় টুঙ্কু রহমান

পাকিস্তানে চার দিনের সফরে ইসলামী সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারী জেনারেল টুঙ্কু আবদুর রহমান গতকাল বুধবার অপরাহ্নে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে বাস্তুত্যাগী, পুনর্বাসন সাহায্য পরিচালনা সম্পর্কিত প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ডা. এ. এম. মালিক মাননীয় অতিথিকে বিমান বন্দরে সংবর্ধনা জানান।

এক সকরারী হ্যান্ড আউটে বলা হয়েছে টুঙ্কু আবদুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে অন্যান্যদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারী, ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র অফিসের ডিরেক্টর, গভর্নরের সামরিক সেক্রেটারী ও প্রাদেশিক সরকারের প্রধান প্রটোকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় সেক্রেটারী জেনারেল প্রাদেশিক গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তার সম্মানে ইসলামী একাডেমী ও বায়তুল মুকাররম মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত এক নৈশভোজে টুঙ্কু বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২২ জুলাই ১৯৭১

৭.২৮ ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের টেলিফোন অকেজো

ঢাকা, ২৫ জুলাই- ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী কে সি সেনগুপ্তের টেলিফোন লাইনটি দিন কয়েক আগে কেটে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ 'যান্ত্রিক গোলযোগ' বলে সাফাই গাইছেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন ঢাকার উত্তরে গুলশান মডেল টাউনে শ্রী সেনগুপ্তের বাসভবনে টেলিফোন লাইন গত বৃহস্পতিবার থেকে কাজ করছে না।

গত এপ্রিল মাসে কলকাতাস্থিত পাকিস্তানী ডেঃ হাই কমিশনার শ্রী হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারে যোগ দেওয়া থেকেই শ্রী সেনগুপ্ত তাঁর বাড়িতে বন্দী হয়ে আছেন।

জনৈক রিপোর্টার গত শুক্রবার শ্রী সেনগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে টেলিফোনের ত্রুটি ধরতে পারেন। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বলছেন প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় টেলিফোন লাইন খারাপ হয়ে যায়।

সূত্রঃ *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ২৬ জুলাই ১৯৭১

৭.২৯ ঢাকায় তুর্কী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল

পূর্ব পাকিস্তানের তিন দিনের সফরে দু-সদস্য বিশিষ্ট তুর্কী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল করাচী থেকে গতকাল সোমবার অপরাহ্নে ঢাকায় আগমন করেন। তুর্কী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের দুজন সদস্য হলেন জনাব কাসেম গুনাক ও জনাব মাহমুদ ভারাল।

পূর্ব পাকিস্তানের অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। আজ মঙ্গলবার প্রতিনিধি দল ঝিকরগাছা ও চুয়াডাঙ্গার অভ্যর্থনা শিবির পরিদর্শনে যাবেন। প্রতিনিধি দল গভর্নরের সাথেও সাক্ষাৎ করবেন।

২৮ শে জুলাই প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম সফরে যাবেন। ২৮শে জুলাই অপরাহ্নে তারা করাচী যাত্রা করবেন বলে এক সরকারী হ্যান্ড আউটে বলা হয়।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ জুলাই ১৯৭১

৭.৩০ গভর্নর সকাশে তুর্কী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল

সফরকারী তুর্কী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের সদস্য জনাব কাসেম গুনাক ও জনাব মাহমুদ ভারাল গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

দু-সদস্য বিশিষ্ট তুর্কী প্রতিনিধিদলটি পূর্ব পাকিস্তানে তিন দিনের সফর উপলক্ষে গত সোমবার করাচী থেকে ঢাকা পৌঁছেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ জুলাই ১৯৭১

৭.৩১ Kelly will act as UNHCR's representative in Dacca

ISLAMABAD, July 14- Government of Pakistan have agreed to the appointment of Mr. John Kelly, formerly the Representative of the United Nations High Commissioner for Refugees at London, as his Resident Representative at Dacca says a PID handout.

He will serve as the focal point for the United Naitons assistance for returning residents on inhumanitarian grounds.

He will coordinate his activities with the Resident Representative of the UN Secretary General in East Pakistan, Mr, El Tawil,

He will also visit the 21 reception centres set up by the Government of Pakistan for the returning residents as and when necessary and all facilities will be provided to him in this regard.

Source: *The Pakistan Obsrever,* 15 August, 1971

৭.৩২ গভর্নর সকাশে ২ জন বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান সফররত বৃটিশ পার্লামেন্টারীর ২ জন সদস্য মি. জন ওসবন ও মি. জন উইলকিসন গতকাল রোববার বিকালে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকারে সময় বাস্তুত্যাগীদের জন্য প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ডাঃ এ এম মালিকও উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ আগস্ট ১৯৭১

৭.৩৩ ঢাকায় মার্কিন সিনেটর চার্লস পার্সি: পাক-ভারত বর্তমান উত্তেজনা শান্তির প্রতি বৃহত্তম হুমকি

এপিপির খবরে বলা হয় মার্কিন সিনেটর চার্লস এইচ পার্সি গতকাল ঢাকায় বলেন যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বর্তমান উত্তেজনা এ এলাকার শান্তির প্রতি এক বৃহত্তম হুমকিস্বরূপ। ঢাকা আগমনের পর তিনি বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন যে প্রাথমিকভাবে সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে যথাসম্ভব অবগত হওয়া তথা এর সমাধানের ছোটখাটো পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করাই তার পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্য।

সিনেটর পার্সি একটা মার্কিন বিমানে কলকাতা থেকে আগমন করেন। তিনি বলেন, সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ভারতে অবস্থানকালে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও সরকারের অপরাপর কর্মকর্তা এবং আইন পরিষদ সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সমস্যা সম্পর্কে নিজে অবহিত হওয়ার জন্য পাকিস্তানেও তিনি সরকারের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন বলে তিনি জানান।

বন্যাপীড়িত জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবে পাকিস্তানে সাহায্য বৃদ্ধি কল্পে তার সরকারের নিকট তিনি সুপারিশ করবেন কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সর্বদাই সাহায্য করে এসেছে, বর্তমানেও সাহায্য করছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

পাকিস্তান সফর সরকারীভাবে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। মি. পার্সির সাথে তার পত্নী ও সন্তান-সন্ততিও আগমন করেছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারী, গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী, পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর ও ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল বিমান বন্দরে মি. পার্সিকে স্বাগত জানান।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩০ আগস্ট ১৯৭১

৭.৩৪ বন্যা সাহায্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত: সিনেটর পার্সি

মার্কিন সিনেটর চার্লস পার্সি গতকাল সোমবার বলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, মার্কিন সরকারের কাছে তিনি পাকিস্তান ও ভারতে তার বর্তমান সফর সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবেন।

পিপিআই পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ পূর্ব পাকিস্তান দুদিন সফরের পর গতকাল করাচী যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বলেন পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তারা আগ্রহী।

এপিপির খবরে বলা হয় সিনেটর চার্লস এইচ পার্সি বলেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার্ত জনগণের দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য বন্যা সাহায্যকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ। তিনি বলেন যে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রসঙ্গ তিনি তার সরকারের কাছে উত্থাপন করবেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৭.৩৫ ঢাকায় পল হেনরী

পূর্ব পাকিস্তানে রিলিফ কার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মি. পল মার্ক হেনরী গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। মানবকল্যাণ কর্মসূচীর অধীনে জাতিসংঘ পূর্ব পাকিস্তানে যে সাহায্য কার্য পরিচালনা করছে মি. হেনরী উক্ত রিলিফ কার্য পরিদর্শন করবেন। তিনি ঢাকায় জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করবেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৭.৩৬ ঢাকায় ইউনিসেফ সাহায্য পৌঁছেছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল মঙ্গলবার অপরাহ্নে এক খানা ডিসি ৩-৬৩ বিমানে প্রায় ৫২ হাজার পাউন্ড ইউনিসেফ সাহায্য এবং ২৩ হাজার পাউন্ড জরুরী ঔষধপত্র ঢাকা এসে পৌঁছেছে। জাতিসংঘের পূর্ব পাকিস্তানে সাহায্য কার্য পরিচালনার জন্য তহবিল হতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করেছে।

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের অস্থায়ী প্রতিনিধি মি: উইলিয়াম ম্যাক্ক এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য সেক্রেটারী জনাব এম. রহমান ও রিলিফ কমিশনার মোহাম্মদ আলী ঢাকা বিমানবন্দরে উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর ৪২ টন সাহায্য দ্রব্য ঢাকা পৌছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৭.৩৭ পাক জঙ্গীশাহীর বর্বরতার প্রতিবাদে ঢাকায় বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধির পদত্যাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

সাধারণ মানুষের উপর পাক জঙ্গীশাহীর অত্যাচারের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ঢাকায় বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি শ্রীটাইগারম্যান পদত্যাগ করেছেন। শ্রীটাইগারম্যান একজন মার্কিন নাগরিক। মঙ্গলবার কলকাতায় ওই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন গোটা ঢাকা শহরই যেন বন্দীশালা। পথে পথে সামরিক বাহিনী প্রাচীর খাড়া করেছে। সর্বত্র শুধু ত্রাস, আতঙ্ক। ভয়ে কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। এই ফ্যাসিস্ট বর্বরতা অসহ্য।

শ্রীটাইগারম্যান বলেন, ছয় মাস পরে ঢাকায় ফিরে চিনতেই পারলাম না। শহরটাকে জঙ্গীচক্র কী করেছে? হাজার হাজার বাঙালি আটক। তাই একজন স্থপতি, একজন মানুষ হিসাবে আমি পদত্যাগ করলাম। মঙ্গলবারই বিশ্বব্যাঙ্কের সদর দফতরে এক তারবার্তায় টাইগারম্যান এই পদত্যাগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ঢাকায় প্রতিটি বিদেশী নাগরিক এখন এই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন।

কলকাতার একটি হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বারবার বলেন, আমি মানুষ। ফ্যাসিস্ট ডিকটেটর মানুষকে শুধু হত্যাই করছে না-তাদের সর্বস্ব জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

শ্রীটাইগারম্যান গত ১৮ সেপ্টেম্বর শিকাগো থেকে ঢাকায় কাজে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, গত ছ'বছরে অন্তত ১৮ বার তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ঘুরেছেন। গত বছর নির্বাচনের পর ডিসেম্বর মাসে শিকাগো যান। তারপর এই এলেন।

তিনি বলেন, একই দৃশ্য। ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। চারদিকে থমথমে ভাব। বিমানবন্দরে বিমান বিধ্বংসী কামান। শুল্ক বিভাগের কাজ করছে সামরিক বাহিনীর লোক। তারা দেহ তল্লাশি করে বিদেশীদের অপমান করছেন। তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলেন-এখানেও তাঁকে বারবার বিরক্ত করা হয়।

তাঁর বিবরণ, সারা শহরের সেই পরিচিত বড় বড় বাড়িগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। রাস্তায় বড় বড় দেয়াল করা হয়েছে। শত শত চেক পোষ্ট। ঢাকা রেডিও, সরকারী ভবনের সামনে ২০-২৫ ফুট উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তায় কোন মানুষ কথা বলে না। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শহরে অন্ধকার নেমে আসে। এই সময় রাস্তায় কোনও লোক চলাচল করে না।

২৪ ঘণ্টা সামরিক বাহিনী, পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ, জমায়েত স্বেচ্ছাসেবকরা বন্দুক, ষ্টেনগান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র ভয় মাঝে মাঝে গোলাগুলি বিনিময়ের আওয়াজ শোনা যায়। তাঁর পুরানো বন্ধু এবং সহকর্মীরা ভয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৭.৩৮ অপারেশন ওমেগার দুইজন সদস্যের ২ বৎসর কারাদণ্ড

ঢাকা, ১৪ই অক্টোবর। 'অপারেশন ওমেগা' নামে অভিহিত একটি সংস্থার দুই জন সদস্য এই মাসের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। ফৌজদারী আদালত ১৯৪৬ সালের বৈদেশিক আইন মোতাবেক তাহাদের ২ বৎসর করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডদান করিয়াছে বলিয়া আজ প্রাদেশিক সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে।

প্রেসনোটে বলা হয় যে, গত আগস্ট মাসের কোন একসময়ে অপারেশন ওমেগা নামে অভিহিত একটি সংস্থার ৮ জন সদস্য ভারত হইয়া সরকারের বিনা অনুমতিতে বেনাপোল তল্লাশি ঘাঁটির মধ্যে দিয়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। এই সংস্থাটির সদর দফতর লণ্ডনে অবস্থিত। এই সব ব্যক্তিদের পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের সাথে সাথে ভারতে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য বলা হয়। গত ৫/৯/৭১ তারিখে এই সংস্থার ২ জন মহিলাসহ ৪ জন সদস্য পুনরায় বেনাপোলের মধ্যে দিয়া পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় তাহাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হয় এবং পরে ফৌজদারী আদালতে তাহাদের বিচার করা হয়। ১৯৫৮ সালের পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সবলে তাহাদের তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাহাদের সকলকে আদালতের কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাদণ্ডদান করা হয়। অতঃপর তাহাদের তৎক্ষণাৎ দেশ ত্যাগের আদেশ প্রদান করা হয়।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১

৭.৩৯ সোনারগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণ
দু'জন কূটনীতিক নিহত

গত রোববার ঢাকা থেকে প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সোনারগাঁও এক মাইন বিস্ফোরণে পশ্চিম জার্মান কনস্যুলেটের একজন সিনিয়র কূটনীতিক ও একজন জুনিয়র অফিসার নিহত

হন। গতকাল পুলিশ সূত্রে একথা জানান হয়।

নিহত দুজন হচ্ছেন : পশ্চিম জার্মান কনস্যুলেট জেনারেলের কমার্সিয়াল এটাচী মি. রলথ ফিল্যান্ড (৫৮) ও কনস্যুলেটের এডমিনস্ট্রেটিভ অফিসার এরিখ ওজাক (২০)।

কমার্সিয়াল এটাচী মি. রলফ ফিল্যান্ড মি. ওজাককে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যেরবাজার থানায় যাচ্ছিলেন। তখন ভারতীয় চরদের পুঁতে রাখা একটি মাইন বিস্ফোরণে তারা নিহত হন।

পশ্চিম জার্মানীর কনসাল জেনারেল মি. রলফ ফিল্যান্ড ও এরিখ ওজাকের লাশ সনাক্ত করেন। কনস্যুলেট সূত্রে বলা হয় যে তারা বেসরকারী সফরে বৈদ্যেরবাজার গিয়েছিলেন।

তাদের লাশ অদ্য মঙ্গলবার বিকালে বিমানযোগে পশ্চিম জার্মানী পাঠানো হবে।

প্রায় আট মাস আগে কমার্সিয়াল এটাচী রলফ ফিল্যান্ড ঢাকায় আসেন। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। তারা বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে রয়েছেন।

জুনিয়র এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এরিখ ওজাক প্রায় তিন মাস আগে ঢাকায় আগমন করেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ নভেম্বর ১৯৭১

৭.৪০ পূর্ব পাকিস্তান থেকে মার্কিন নাগরিকদের অপসারণ করা হতে পারে

ওয়াশিংটন, ২৪শে নভেম্বর (রয়টার) মার্কিন নাগরিকদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে অপসারণ করবে কিনা যুক্তরাষ্ট্র সরকার তা বিবেচনা করছেন। কর্মকর্তারা এখানে একথা জানিয়েছেন, মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ হিসেব করছেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩০০ মার্কিন নাগরিক আছেন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই রাজধানী ঢাকা ও আশেপাশে।

গতরাতে কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তের উভয় দিকে সৈন্য সমাবেশ ও পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার সম্ভাবনায় স্বাভাবিকভাবেই আমরা উদ্বিগ্ন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭১

৭.৪১ ঢাকা থেকে বিদেশী নাগরিক অপসারণ বিলম্বিত

ব্যাংকক, ১০ ডিসেম্বর (রয়টার): পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে আটক পড়ে থাকা প্রায় ২৪০ জন বিদেশী নাগরিককে অপসারণের জন্য আজ এখান থেকে যে বিমানের ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল, তা স্থগিত রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ সূত্রে একথা জানানো হয়েছে।

একই সূত্রে বলা হয় আগামী কাল এই ফ্লাইটের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

কানাডীয় সি-১৩০ বিমান এ সপ্তাহে ঢাকা গিয়ে পৌঁছার জন্য ২ বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বিমানটি এখন ব্যাংককে পড়ে আছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১

৭.৪২ 425 foreigners evacuated from Dacca

New Delhi, Decca 12. Three Royal Air Force planes today evacuated 425 foreign nationals from Dacca, the capital of East Pakistan to Calcutta press Trust of India reported, says AFP.

One of the aircrafts made a second trip to Dacca to pick up the last batch of 100 people.

The evacuees are nationals of the Soviet Union, Japan, the United States, Switzerland, Australia and some other countries.

Source : *The Pakistan Observer*, 12 December 1971

৭.৪৩ US Civilians elected to stay in Dacca

About 47 American are among foreign nationals who chose to remain in Dacca after the air evacuation of foreigners from the besieged capital, and Indian Government Spokesman said yesterday in New Delhi.

An official of the Foreign Ministry told journalists that the Americans still in Dacca included 17 Government, trade, and consular representatives and about 30 missionaries, doctors, and other professionals.

The spokesman said that 114 Americans let Dacca in Royal Air Force planes during the evacuation arranged with the agreement of both Indian and Pakistani military forces.

Pakistani military forces, indicating that the Americans still in Dacca were there by choice. He said, "One or two of those planes had spare seats."

The spokesman said that India had no information from her own naval scouts of the location of the US nuclear carrier Enterprise. Which is said to have left Vietnamese waters on a possible mission to rescue US citizens from Dacca.

Source: *The Scotsman,* 15 December 1971

৭.৪৪ FEARS FOR 50 BRITONS IN DACCA

By JOHN RIDLEY Diplomatic Staff

THERE is concern at the Foreign Office about the 50 Britons left in East Pakistan as Indian troops draw nearer to the capital and the Mukti Fouj guerrillas become more active.

There are now 20 in Dacca including 10 members of the British High Commission and seven British correspondents. There are 17 Chittagong, eight in Khulna and four in Sylhet.

In Dacca, the Intercontinental Hotel, where the correspondents are living, has been declared a neutral zone, but this does not mean that it will not come under Indian artillery or air attack.

The East Pakistani Government officials who have decided to give up office, come from West Pakistan, and are clearly hoping that by resigning, and going into the Intercontinental they will save their lives.

Fears of massacres

There are grave fears that mass killings will take place in Dacca following the triumphal entry into the city by the Indian troops, which seems imminent.

The Mukti Fouj are said to have long lists of people whom they propose to bring for draconian trials, and a wholesale massacre of those who supported West Pakistan, stragglers from the army and so forth.

As the military fall of Dacca becomes more imminent, diplomatic activities are increasing. In Whitehall it is felt that Bangladesh will become a reality within the next few days. Its acceptance may take a little time, depending on the military situation.

The mass resignation of the East Pakistan Government now leaves the area in the hands of the East Pakistan military command.

General "Tiger" Niazi, commander of the Pakistani forces in the east, has vowed to fight to the last man, but this a hollow threat when all political control has now been done.

Source: *Daily Telegraph,* 15 December 1971

তথ্য সূত্র

১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ Syed Anwar Husain, Ashfaque Hossain, "The Role of the Diplomatic Missions and Foreign Organizations in Dhaka", in Mohit-ul-Alam, Abu Md. Delwar Hossain (eds), *Dhaka in the Liberation War 1971*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2011, p. 265-268.

অধ্যায়-৮
অবরুদ্ধ ঢাকার জীবনযাত্রা
বিষয়বস্তু পরিচিতি

সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ঢাকার একটি চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর এক প্রবন্ধে। তাঁর মতে, অবরুদ্ধ শহরের জীবনযাত্রা মানুষের মনে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এক. প্রতি মুহূর্তে তাকে ভীতিগ্রস্ত করে রাখে। কারণ হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হওয়া কিংবা নিহত হওয়া ছিল অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের নৈমিত্তিক ঘটনা। দুই. এ রকম পরিস্থিতিতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে। এটাই গোপন প্রতিরোধ গড়ে তুলে স্বাধীনতার স্বপ্নের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তিনি আরো এক শ্রেণির উল্লেখ করেন যারা নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়। এরা ভয়ংকর দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়।[১] অবরুদ্ধ ঢাকায় একসাথে পাকিস্তান সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষ, তাদের দোসর, নিরীহ জনগণ, গেরিলাদের অবস্থান লক্ষণীয়। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় অবরুদ্ধ ঢাকার কোনো প্রতিবেদন তেমন প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকায় দেশের স্বাভাবিক অবস্থা, নিয়মিত পণ্য সরবরাহ, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ছবি ও খবর ছাপা হতো। রেডিও, খবরের কাগজে বারবার ২১ এপ্রিলের মধ্যে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের অফিসে যোগদান ও এতে ব্যর্থ হলে কঠোর শাস্তির ঘোষণা সত্ত্বেও ঢাকায় কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল কম। যারা শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়েছিল তাদের অনেকেও প্রাণভয়ে কর্মস্থলে যোগ দেয়নি। অনেককে বাসা, রাস্তা বা অফিস থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ায় আরো ভীতির সঞ্চার হয়। তবে পাকিস্তান সরকার জুলাই থেকে সীমিত আকারে গেরিলাদের অভিযানের খবর প্রকাশ করতে থাকে যার থেকেই প্রমাণিত হয় দেশ স্বাভাবিক ছিল না। অধিকন্তু প্রায়শই কারফিউ জারি করে আন্দোলন দমন ছাড়াও গণগ্রেপ্তার, উধাও করে দেওয়া হয়। ২৫ মার্চ গণহত্যার সূচনায় কারফিউ দেওয়া হয় যা বিভিন্ন সময় প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে ১০-১৪ ডিসেম্বর কারফিউ জারি করে বহু বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার এবং পরে হত্যা করা হয়। কারফিউ এর মধ্যেও ঢাকার গেরিলারা থেমে থাকেনি।

গণহত্যার শুরু থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হলে এপ্রিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এমন সংবাদ সরকার প্রচার করে। ২৩ নভেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেও পাকবাহিনীর পতন প্রতিরোধ করা যায়নি। এর পরদিন থেকে কারফিউ দেওয়া হয় যা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে চলতে থাকে।[২] এত তৎপরতার পরও পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের শেষ রক্ষা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জোরপূর্বক বিবৃতি দিতে বাধ্য করা ছাড়াও বিভিন্ন সময় সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের নামে স্বাভাবিক অবস্থার আবহ সৃষ্টি করা হয়। অথচ ২৫-২৭ মার্চ দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর হলগুলি ছাত্রশূন্য হয়ে পড়ে। এমনকি দায়িত্বপ্রাপ্ত দারোয়ানরা প্রাণভয়ে ছাত্রাবাস ত্যাগ করে। ২১ এপ্রিল পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় প্রধানদের স্ব স্ব বিভাগে যোগদানের আদেশ এবং শিক্ষকদের নিজ নিজ বিভাগে ১৫ জুনের মধ্যে

যোগদানের আদেশ দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক কাজে যোগ দেন। ২১ মে পত্রিকায় প্রকাশিত সামরিক কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে ১ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগদানের চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে আরো বলা হয়, ২ আগস্ট থেকে সকল ক্লাস শুরু হবে।[৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিষ্কার কাজ শুরু হয়। এসময় পরিষ্কারের নামে তারা হলগুলোর শহিদ মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি ছাত্রদের জিনিসপত্র লুট কিংবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে বিচারপতি সাঈদ চৌধুরীর বদলে ১৯ জুলাই ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন যিনি মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস দেশে ও বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ভূমিকা রাখেন। আগস্টে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ ক্লাসে ছাত্রদের যোগদানের খবর প্রচার করতে থাকে। ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মফিজুল্লাহ কবিরের ভাষ্য, আমার একটি ক্লাসে বাইশ জন ছাত্রের মধ্যে জানুয়ারি ১৯৭১ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিশ জন উপস্থিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার পর ২ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত ঐ ক্লাসে একজন ছাত্রকেও পাইনি। ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তিনজন পর্যন্ত ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যার সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ অক্টোবর ৭ জনে।[৪]

শিক্ষার্থীদের আবাসিক অবস্থা ছিল আরো করুণ। রোকেয়া হলে ৪৭৫টি সিটে ৮০-৮৫ জন ছাত্রী বসবাস করত। ৮ নভেম্বর উপস্থিত ছিল ৩১ জন। ১৭ নভেম্বর কারফিউ জারি করে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় আর্মি, চেক পোস্ট স্থাপন করে রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। জুমার নামাজে সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে তল্লাশি চালায়।

মূলত নিরাপত্তাহীনতা, মাঝে মাঝে গেরিলা অভিযানের কারণে ছাত্র উপস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এছাড়া ক্যাম্পাস জীবন ছিল ভীতিকর। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা থেকে সর্ব নিম্নস্তরের কর্মচারী ও তাদের পোষ্যের কাজকর্মের প্রতিবেদন, নিয়মিত তল্লাশি, সকলের ঠিকানা সামরিক কর্তৃপক্ষকে প্রদান এবং কোনো কোনো শিক্ষককে গ্রেপ্তার আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এসব কারণে ক্যাম্পাসের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও আবাসিক এলাকায় সারাদিনই সুনসান নীরবতা থাকত। বিস্ফোরণ, গুপ্ত হামলার মাধ্যমে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের ক্ষতিসাধন করা হয়। ২৩ নভেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেও তাদের প্রতিরোধ করা যায়নি।[৫] এর পরদিন থেকে কারফিউ দেওয়া হয় যা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে চলতে থাকে। এত তৎপরতার পরও পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের শেষ রক্ষা হয়নি।

অবরুদ্ধ ঢাকার জীবনযাত্রা শিরোনামে দু'ধরনের প্রতিবেদন রয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় সবকিছু স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পাকিস্তান সংকট অভ্যন্তরীণ বিষয়, ২৫ মার্চ থেকে সেনাবাহিনী শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষম বহির্বিশ্বে এমন প্রচারণা চালানো হয়। প্রেস সেন্সরশিপ থাকায় ঢাকার সকল পত্রিকাই কার্যত পাকিস্তানের মুখপত্র ছিল। বিদেশি ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় অবশ্য ঢাকার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর পর প্রায় তিন সপ্তাহ ঢাকা শহর

মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষ গ্রামাঞ্চল ও ভারতে যেতে থাকে। হাটবাজার, অফিস আদালতে উপস্থিতি ছিল কম। প্রায়ই কারফিউ থাকায় সন্ধ্যার আগে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেত। এপ্রিলে শান্তি কমিটি গঠনের পর সরকার তাদের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি হানা দেয়। জীবিকার তাগিদে সরকারি চাকুরেদের কেউ কেউ ফিরে আসতে শুরু করেন। গণহত্যা বন্ধ হলেও বেছে বেছে ধরপাকড় ও হত্যা এপ্রিলেও চালু থাকে।

বহির্বিশ্বকে ধোঁকা দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা প্রমাণের জন্য পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে কোর্ট ও অন্যান্য আদালতে কাজ বন্ধ থাকলেও সামরিক কর্তৃপক্ষ ২৫ মার্চের পর তা চালু করে। *দৈনিক আজাদ* ৬ এপ্রিল হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালত খোলার খবর ছাপে। *আজাদ*, *মর্নিং নিউজ*, *দৈনিক সংগ্রাম* কর্মমুখর ও স্বাভাবিক ঢাকার চিত্র তুলে ধরে। বাজার, মার্কেটে স্বাভাবিক অবস্থা ছাড়াও সিনেমা হল দর্শকে পূর্ণ ও পার্ক-মাঠগুলো ভরপুর হয়ে উঠেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করে। এপ্রিল জুড়ে এসব সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এসব পত্রিকার শিরোনাম প্রায় একই রকম এবং বুঝতে অসুবিধা হয় না সামরিক জান্তার তৈরি করা খবরই বিভিন্ন পত্রিকায় কপি করা হয়েছে। 'Dacca were peaceful look' (*Morning News*, 19.4.71), 'ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী পল্লী এলাকা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে' (*সংগ্রাম*, ১৯.৪.৭১), 'ঢাকায় আবার কর্মমুখর ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে' (*আজাদ*, ২২.৪.৭১), 'রাজধানী ঢাকায় আবার পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে' (*আজাদ*, ২৫.৪.৭১), 'ঢাকায় জুম্মার নামাজে মুসল্লিদের ভিড়' (*আজাদ* ২৫.৪.৭১), 'ঢাকা শহর আবার কর্মচঞ্চল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে' (*সংগ্রাম*, ২৭.৪.৭১), এ ছিল ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থার সরকারি ভাষ্যের প্রতিফলন (প্রতিবেদন নং ৮.৭ থেকে ৮.১৩)। এক্ষেত্রে *দৈনিক আজাদ* ও *সংগ্রামের* ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। প্রতিবেদনের শিরোনাম থেকে দেখা যায় শুধু শিরোনামে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ছাড়া বিষয়বস্তু একই। যদিও মুজিবনগর, কলকাতা থেকে প্রকাশিত খবরে ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। ৭ এপ্রিল আগরতলা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদ* শিরোনাম করে 'ঢাকা শহর এখন শ্মশানের নীরবতা ডাক বন্ধ: অফিস বন্ধ: দোকান বন্ধ: শুধু ভীত সন্ত্রস্ত', *কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকার* দু'দিন পরের (৯.৪.৭১) শিরোনাম 'বিচ্ছিন্ন প্রেতনগরী ঢাকা', ২ মে *দৈনিক আনন্দ বাজার)* পত্রিকার শিরোনাম ছিল 'ঢাকা এখনও মৃত নগরী'। আগরতলা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদের* একই দিনের শিরোনাম ছিল 'খোদ রাজধানী ঢাকায় অচল অবস্থা' (প্রতিবেদন নং ৮.৪, ৮.৫, ৮.১৪, ৮.১৫)। *টাইমস*-এর মার্কিন সাংবাদিক কগিন ঢাকা থেকে ফিরে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তার ভিত্তিতে *জয় বাংলা* ১১ মে প্রতিবেদন তৈরি করে। এতে বলা হয় শহরের ১৮টি বাজারের মধ্যে ১৪টি পাকবাহিনী পুড়িয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরান ঢাকার হত্যাকাণ্ডের খবরও তিনি পরিবেশন করেন। মে ও জুন মাসেও মাঝে মাঝে প্রেস বিজ্ঞপ্তি কিংবা প্রতিবেদন আকারে স্বাভাবিক অবস্থার খবর স্থানীয় পত্রিকাগুলো প্রকাশ করে। শাকসবজি ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য ঢাকায় বর্তমানে স্বাভাবিক-এগুলো ছিল বিষয়বস্তু। ২ জুন *মর্নিং নিউজ* 'Dacca, N'ganj mills start work in double shifts', ২৪ জুন *দৈনিক পাকিস্তান*

'নবরূপে ঢাকার প্রাচীনতম ব্যবসা কেন্দ্র চকবাজার', ১০ জুন (ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থা) শিরোনামে খবর ছাপে। যদিও বিদেশি পত্রিকার সাংবাদিকরা সরেজমিন ঢাকা পরিদর্শনের পর আসল চেহারা তুলে ধরেছেন। *দৈনিক সংবাদ*-এর (আগরতলা) ২৪ মে শিরোনাম 'ঢাকায় জীবন স্বাভাবিক এটা মিথ্যা কথা: ডাক নেই বাজার নেই অফিস নেই: রাস্তায় লোক নেই শুধু সন্ত্রাস' (প্রতিবেদন নং ৮.২১)। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গ-এর ২৬ জুনের প্রতিবেদন ছিল 'Fear still reigns in Dacca 3 months after the onslaught', মাইকেল হরনবি একই সুরে *টাইমস* (লন্ডন) প্রতিবেদনে লেখেন 'In Dacca fear gives way to *sullenness*' (প্রতিবেদন নং ৮.২৫, ৮.২৬)। সিডনি শনবার্গের লেখায় ঢাকার ভীতিকর জীবনযাত্রা, ঢাকাবাসীর ঢাকা ত্যাগ, বিশেষ করে পুরান ঢাকার দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি একথাও বলতে ভোলেননি অবস্থা স্বাভাবিকতার যে বয়ান দিচ্ছে সরকার তার কোনো অস্তিত্ব নেই। পাশাপাশি তিনি এই প্রতিবেদনে ঢাকাকে সেনাবাহিনী অধিকৃত নগরী, যেখানে শক্তি, সন্ত্রাস ও ভীতির শাসন চলছে বলে অভিহিত করেন। ঢাকায় ভীত মানুষ খুব কম ফিরে এসেছে, দোকানপাট তিনি বন্ধ দেখেছেন তা উল্লেখ করেন। প্রতিবেদন থেকে তিন মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরান ঢাকার অবস্থাও জানা যাবে। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা, মন্দির ধ্বংস করার বিবরণও রয়েছে। সাংবাদিকদের এক যুবক আস্তে করে জানিয়ে দিয়েছেন ওরা (পাকিস্তানি বাহিনী) কি করছে এবার আপনি সব দেখতে পাবেন। আমি একজন হিন্দু কিন্তু এখন নাম পাল্টে খ্রিস্টান হয়েছি আমার পরিবারকে খ্রিস্টান বাড়িতে নিয়ে তুলেছি। *সাপ্তাহিক সমাচার* বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর বরাত দিয়ে ৬ জুলাই একটি প্রতিবেদনে ঢাকা সম্পর্কে বলেন, প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মতিঝিল, নিউ মার্কেট ও বায়তুল মোকাররমের বিশ ভাগ দোকানপাটও এখন পর্যন্ত খোলা হয়নি এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম এখনো চালু হয়নি। গত ২ জুন তারিখ পর্যন্ত এই হচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকা শহরের প্রকৃত অবস্থা। পুরান ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়। সাংবাদিক মহলে ভীতির কথা এভাবে বলা হয়েছে, সাংবাদিক মহলে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকার ঘেঁষা ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজেরও* কয়েকজন বাঙালি সাংবাদিক পর্যন্ত সম্ভাব্য নির্যাতনের ভয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

যতই দিন এগোতে থাকে পাক সামরিক জান্তা বাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতার পরিবর্তে আরো জঙ্গি নীতি অবলম্বন করে। বহির্বিশ্বে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ প্রকাশিত হতে থাকলে সরকার সতর্ক হয় এবং ঢাকায় প্রকাশ্যে গণহত্যা ও হত্যা থেকে বিরত থাকে। জনগণের মধ্যে আস্থা আনার জন্য সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালিদের ফিরে আসার আহ্বান করে। পত্রিকাগুলো ফিরে আসা বাঙালির ছবি ফলাও করে প্রচার করে। স্বাভাবিক পরিস্থিতির খবর প্রায়ই পত্রিকায় প্রকাশ হয়। কিন্তু ঢাকাবাসীর আস্থা এতে অর্জন করা যায়নি। জুনে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন এবং জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশনার সদরুদ্দিন আগা খানের ভাষ্য এবং বিদেশি পত্রিকার প্রতিবেদন থেকেও তা পরিষ্কার হয় (সারণি-৮)।

সারণি-৩

তারিখ	শিরোনাম	পত্রিকার নাম
১৩ সেপ্টেম্বর	ছাত্রবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়	জন্মভূমি
১৩ সেপ্টেম্বর	ঢাকা বিচ্ছিন্ন নগরী	দৈনিক জন্মভূমি
১৬ সেপ্টেম্বর	ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত	নতুন বাংলা
১০ অক্টোবর	অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী	মুক্তিযুদ্ধ
১০ অক্টোবর	মহানগরী ঢাকা অবরুদ্ধ	সাপ্তাহিক বাংলা
২১ অক্টোবর	মৃত নগরী ঢাকা	স্বদেশ
২২ অক্টোবর	ঢাকা এখন অবরুদ্ধ নগরী	মায়ের ডাক
২২ অক্টোবর	অন্ধকারের অতলে ঢাকা শহর	জয় বাংলা
২৪ অক্টোবর	ঢাকা এখন ফ্যাসিস্টদের কবলে	বিপ্লবী বাংলাদেশ
২ নভেম্বর	ঢাকায় হানাদার জল্লাদের নতুন কৌশল	বাংলার বাণী
৯ নভেম্বর	ঢাকা আজ এক বিচ্ছিন্ন নগরী	বাংলার বাণী
১১ নভেম্বর	রোকেয়া হলে ডাকাতি	দৈনিক আজাদ

সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯৭১ পত্রিকার শিরোনাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ময়মনসিংহ রোডের তালাবদ্ধ বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের খবর ছোট করে ১৭ অক্টোবর *দৈনিক পাকিস্তান* প্রকাশ করে (প্রতিবেদন নং ৮.৩৬)। যদিও এটি নাশকতা কিংবা সরকারের পাতানো খেলা কিনা তা জানা যায়নি। তবে প্রতিবেদনে কোনো তদন্ত ছাড়াই একে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। কিছু বইপত্র, লেপতোশক ছাড়া কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি তাও বলা হয়। সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসের পত্রিকার শিরোনাম থেকে ঢাকার অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রমাণ মেলে।

তবে ডিসেম্বরে শুরু থেকেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়। ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে পাকবাহিনী বিভিন্ন সেনানিবাসকেন্দ্রিক কার্যক্রম চালায়। ঢাকা শহরে আতঙ্ক আরো বেড়ে যায়। ভারতীয় বিমান হামলার ফলে উৎকণ্ঠার মাত্রা বেড়ে গেলে সরকার বুদ্ধিজীবীদের ধরপাকড় শুরু করে। ভারতীয় বাহিনীর মোকাবিলা করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবিলা শিথিল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে গেরিলারা ঢাকার চারদিকে অবস্থান নেয়। *সাপ্তাহিক জয় বাংলা* ৩ ডিসেম্বর খবর ছাপে 'দখলকৃত ঢাকা অন্যান্য শহর থেকে বিচ্ছিন্ন' (প্রতিবেদন নং ৮.৫২)। ভারতীয় বাহিনীর ঢাকায় বিমান থেকে বোমাবর্ষণের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা ঢাকার পত্রিকায় স্বীকার করা সত্ত্বেও ৮ ডিসেম্বর *দৈনিক পাকিস্তান* 'ঢাকার জনগণ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে' এবং ১০ ডিসেম্বর 'শহরবাসী দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে' শীর্ষক খবর ছাপে (প্রতিবেদন নং ৭.৫৪)। প্রতিবেদনগুলো যে মিথ্যা তা সামরিক জান্তা ও বেসামরিক সরকারের পদত্যাগ, আত্মসমর্পণ প্রস্তুতি থেকে বোঝা যায়।

প্রতিবেদন

৮.১ অফিস আদালত সম্পূর্ণ বন্ধ

বাংলাদেশের স্কুল কলেজ অফিস আদালত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে। ঢাকায় বেতারের সংবাদকে সম্পূর্ণ মিথ্যা আখ্যা দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মধ্যাহ্ন সংবাদে এই জানানো হয়েছে। কোথাও কোন কর্মচারী কাজে যোগ দেয়নি।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৮.২ ঢাকা সম্পর্কে স্ব-বিরোধী চিত্র
একদিকে মেহের আলির ঠিক হ্যায় অন্যদিকে বিদেশী সব পালাচ্ছে

আজ সন্ধ্যায় বিবিসি'র মাধ্যমে বৃটেন সরকার পূর্ব বাংলায় অবস্থানরত সমস্ত বৃটিশ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে এক নির্দেশ প্রচার করে বলেছেন যে সব বৃটিশ নাগরিক এখনো ঢাকা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়েছেন তাঁরা যেন অবিলম্বে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাই কমিশনে যোগাযোগ করেন। যে সব বৃটিশ নাগরিক ঢাকা শহর ও শহরতলীর বাইরে আছেন তাঁরা যদি নিরাপদ পথ ধরে ঢাকা হাই কমিশনে যোগাযোগ করতে পারেন তবেই যেন ঢাকা আসেন। অন্যথায় যে যেখানে আছেন তাদের সেখানেই অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থানরত বৃটিশ নাগরিকদের জন্য পরে নির্দেশ দেয়া হবে বলে ঘোষণায় বলা হয়েছে।

অথচ ইয়াহিয়া সরকার তাদের রেডিওতে বারবারই একই কথা বলে চলেছেন যে পূঃ বাংলার অবস্থা স্বাভাবিক, জীবনযাত্রা ঠিকমতো চলছে।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৮.৩ হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতের কাজ চলিতেছে

গতকাল সোমবার পাকিস্তান বেতারে বলা হয় যে, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলিতেছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১

৮.৪ ঢাকা শহরে এখন শ্মশানের নীরবতা
ডাক বন্ধ: অফিস বন্ধ: দোকান বন্ধ: শুধু ভীত সন্ত্রস্ত

(মুজিবরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রেরীত), ঢাকা ৪ঠা এপ্রিল: ঢাকায় এখন মুখ্যতই শ্মশানের নীরবতা। একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। মোট জনসংখ্যা সেখানে প্রায় পনেরো লক্ষ, ১৩৬১ সালের আদমশুমারীতে ছিল সাড়ে আট লক্ষ। বর্তমানে ঢাকায় মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশও নেই। বাকী আশী ভাগের মধ্যে অন্যূন দশ শতাংশ নিহত হয়েছে। বাকীরা ঢাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। ঢাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারফিউ থাকে না, তবে বেলা ১টা-দেড়টার পরে আর কোন যানবাহন চলাচল করে না। দোকানপাট যেগুলি রয়েছে সেগুলির ঝাঁপ বন্ধ। দু'একটা অসুধের দোকান খোলা থাকে। দোকান খোলার জন্য সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে কঠিন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ভয়

দেখানো হচ্ছে, কিন্তু কেউ দোকানপাট খুলছে না। এমনকি পানের দোকানও নয়।

অফিসগুলিতে শুধুমাত্র পদস্থ আমলারা যাচ্ছেন, খাতায় সই করছেন এবং ফিরে আসছেন। অধস্তন কোন কর্মচারী অফিস করছেন না। করার মতো লোক নেই। টেলি সংযোগ বিচ্ছিন্ন। শুধু সামরিক প্রয়োজনে টেলিফোন চলছে। ডাক যোগাযোগ নেই। ডাক আদান-প্রদান হচ্ছে না।

ঢাকায় অবস্থিত পেট্রোল পাম্পগুলিতে গাড়ির ভীষণ ভীড়। প্রতিটি গাড়ীর জন্যে দিনে মাত্র ১ গ্যালন করে পেট্রোল দেয়া হয়।

ঢাকা থেকে বাইরে যাওয়ার পথে এখন তল্লাসী চালানো হয়। তবে সেই তল্লাসীর কোন নির্দিষ্ট সময় কিংবা মাপ নেই। কোন দিন রাস্তায় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা থাকে কোন দিন থাকে না। তবে ঢাকায় ঢোকার পথে ভীষণ ভাবেই তল্লাসী চালানো হয়ে থাকে। ডেমরা খালের ও রাস্তার দু'পাশে গলিত মৃতদেহ পড়ে আছে। শকুনের পাল তা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে।

ডেমরা পেরিয়ে নরসিন্দি পর্যন্ত পৌঁছিলেই সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। সেখানে মুক্তিফৌজ ঘাপটি মেরে বসে আছে, সঙ্গে আছে আওয়ামী স্বেচ্ছা বাহিনী। নৌকাগুলি তল্লাসী চালানো হচ্ছে। প্রতিরোধ প্রতিদিনই মজবুত করা হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে নরসিন্দি থেকেই মুক্তাঞ্চলের শুরু। সেখানে স্বাধীন বাংলার সবুজ পতাকা উড়ছে।

ঢাকাতে যে সমস্ত মানুষ আছেন তারা এখনও জানেন না বাংলাদেশে মুক্ত অঞ্চল রয়েছে। প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে।

ঢাকায় সামরিক বাহিনী এখন বাড়ী বাড়ী খুঁজে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংযুক্ত কিংবা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করছে। ঢাকার ভেতরে কোন প্রতিরোধ নেই প্রতিরোধ কিংবা প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি সব বাইরে।

ঢাকায় এখন সরকারপন্থী চারটি দৈনিক কাগজ পাকিস্তান অবজারভার, পূর্বদেশ, মর্নিংনিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান নামে চারটি সামরিক সরকারপন্থী পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা*, ৭ এপ্রিল ১৯৭১)

৮.৫ বিচ্ছিন্ন, প্রেতনগরী ঢাকা

সামরিক পাহারা পরিবৃত শহর ঢাকা এখন পূতিগন্ধময় নরক। রাজপথে ছড়ানো মৃতদেহ। দুর্গন্ধে পথ চলা দায়। অবশ্য পথ চলার দায় থেকে নাগরিকরা সেখানে অনেকখানি মুক্ত। কারণ ইয়াহিয়ার ফৌজ শহরের ভেতর কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। বার হতেও দিচ্ছে না। শহরে লোক নেই বললেই চলে।

ঢাকার এই চিত্রটি তুলে ধরেছেন কলকাতার সদ্য ঢাকা থেকে আগত জনৈক আব্দুল হক। শ্রী হক লন্ডনে চাকুরি করেন।

শ্রী হকের হিসাবঃ ঢাকা শহরের জনসংখ্যা এখন শতকরা ৯০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। হয় তারা মৃত নয় তারা শহর ছেড়ে পালিয়েছে। মৃতের নগরী ঢাকাতে এখন পানীয় জল নেই, নেই বিদ্যুৎ।

বঙ্গবন্ধুর কোন খবর বলতে পারেন না শ্রী হক। কেউ জানেনা তিনি কোথায়। দুবার সেনা বাহিনী থেকে প্রচার করা হয় তাকে টেলিভিশনে হাজির করা হবে। কিন্তু করা হয়নি।

শ্রীহকের বাড়ি বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি বাড়ির পরেই। ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রিতে ধানমন্ডীর সেই বিখ্যাত বাড়িটিতে আলোয় আলো। কয়েকটি ট্যাঙ্ক এগিয়ে এল। তারপর বাড়িটি লক্ষ্য করে ফায়ারিং শুরু করল।

সেই রাতে সেনা বাহিনী ঢাকার রাস্তায় যাকে বাংলা বলতে শুনেছে তাকেই গুলি করেছে। অনেকে প্রাণ বাঁচিয়েছে উর্দু বলে।

সূত্রঃ *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ৯ এপ্রিল ১৯৭১

৮.৬ ঢাকা শহরে সর্বক্ষেত্রে অবস্থা স্বাভাবিক টেলিফোন ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু

ঢাকা, ১৭ই এপ্রিল। –আজ এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় লোকজন তাহাদের কাজে ফিরিয়া আসিতেছে। প্রায় সকল দোকানই খুলিয়াছে এবং দোকানগুলিতে ক্রেতাদের খুব ভীড় হইতেছে। পরিবহণ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি সাধিত হওয়ায় শহরের বাসিন্দাদের চাহিদা মিটানোর জন্য অধিকতর পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার শহরে আসিতেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা শহর ও সন্নিহিত এলাকায় টেলিফোন লাইনসমূহ পুনরায় পুরাপুরিভাবে চালু হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঢাকা শহরে ১৯০০০টি লাইন, দ্বিতীয় রাজধানী ও গুলশান এলাকায় ৮,০০০টি লাইন, নারায়নগঞ্জ এলাকায় ৩,০০০টি লাইন এবং মীরপুর এলাকায় ৩০০টি লাইন উল্লেখযোগ্য। টঙ্গীতে ২০০টি লাইনবিশিষ্ট এক্সচেঞ্জ পুনরায় চালু করার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই কাজ সমাপ্ত হইবে। চট্টগ্রামে ৯০০০টি টেলিফোন লাইন পুনরায় পুরাপুরি ভাবে চালু করা হইয়াছে। ইতিপূর্বেই ঢাকার মধ্যে টেলেক্স সার্ভিস চালু হইয়াছে। ঢাকাস্থ সরকারী আধাসরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহসহ অধিকাংশ সাবসক্রাইবার এক্ষণে টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের সুবিধা পাইতেছেন। ঢাকার চিঠিপত্র বিলির কাজ পুনরায় পুরাপুরিভাবে চালু হইয়াছে এবং পিওনরা প্রত্যহ চিঠিপত্র বিলির কাজে গমন করিতেছে। জিপিওর চিঠি বাছাই করা সেকশনে কর্মচারীদের কর্মব্যস্ত দেখা যায় এবং কাজের জন্য সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে ও পোষ্ট অফিস কাউন্টারে বহু লোক গমন করিয়া থাকে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭১

৮.৭ DACCA WERE PEACEFUL LOOK

After a brief shower on Saturday night, Dacca were a cleaner and peaceful look yesterday morning. Awakened by the call of Muazzins, God fearing Muslims rushed to nearby mosques to say their morning prayers.

Pedestrians peacefully passed through foot-paths and all types of vehicles piled on the roads. Goods and passengers moved in all directions reflecting restoration of normal life in the city.

Vegetable markets and food stores attracted large number of buyers

in all parts of the city. With improvement in the transport system, the position of supply of good and commodities is improving rapidly and the prices are showing downword trend.
Source: *The Morning News,* 19 April 1971

৮.৮ ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী পল্লী এলাকা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে

প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসায় শহর ও পার্শ্ববর্তী পল্লী এলাকার নাগরিকগণ তাদের জাতি গঠনমূলক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। গতকাল রোববার পিপিআই এ খবর পরিবেশন করে।

পিপিআই'র একজন প্রতিনিধি ঢাকার আশেপাশের গ্রামসমূহ সফরকালে চাষীদেরকে তাদের জমিতে কর্তব্যরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। একজন চাষী প্রতিনিধিকে জানান যে, আসছে মওসুমে তার জমিতে ভাল ফলন হবে বলে তিনি আশা করছেন। ৫৮ বছর বয়স্ক জনাব শাহেদ আলী দিনের ১২টি ঘন্টাই তিনি নিজের জমিতে পড়ে থাকেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, এই অঞ্চলে সময় মত বৃষ্টিপাত হওয়ায় এবং শক্তি চালিত পাম্প সরবরাহ হওয়ায় চাষীদের খুবই সুবিধা হয়েছে। চলতি বছরের ইরি, বোরো এবং গোলআলুর উৎপাদন গত বছরের চাইতে অধিকতর সন্তোষজনক।

প্রতিনিধিটি বাজারে গিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্বাভাবিক সরবরাহ লক্ষ্য করেছেন। ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থান হতে আগত লোকদের থেকে জানা গেছে যে, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মচারী কাজে যোগ দিয়েছেন। সকল অফিস এবং এমনকি বেসরকারী ভবন সমূহের চূড়ায়ও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ভারতের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব সত্ত্বেও সরকার উন্নয়ন কর্মসূচী, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণদান কার্য চালু করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিভৃত পল্লীর বাসিন্দা আব্দুল লতিফও তাতে খুশী হয়েছেন। তিনি বলেন, "ইনশাল্লাহ আমাদের প্রদেশের উন্নয়ন কাজ চলবে। আমরা খাদ্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করার ব্যাপারে সচেতন রয়েছি।"

পিপিআই'র প্রতিনিধির সাথে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা প্রতিনিধিকে জানান যে, সরকার যে সর্বশেষ তারিখ দিয়েছেন তার পূর্বেই তারা নিজ নিজ কাজে যোগদান করবেন।

রেললাইন এবং ঢাকা শহরের অন্যান্য স্থানে বিনা অনুমতিতে যেসব ঘরবাড়ী তৈরি করা হয়েছিল সরকারী নির্দেশে সাড়া দিয়ে সংশ্লিষ্ট মালিকগণ সেগুলো সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তারা নিজেরাই এসব স্থান পরিষ্কার করে দিচ্ছে। মফস্বল এলাকাসমূহে নারায়ণগঞ্জের সাথে মুন্সিগঞ্জ, সৈয়দপুর, আলমপুর, শ্রীনগর, তালতলা এবং মুন্সিগঞ্জের লৌহজং ও জশলদিয়া প্রভৃতি স্থানের সংযোগ স্থাপনকারী মটরলঞ্চসমূহও স্বাভাবিকভাবে চলাচল শুরু করেছে।

জিনজিরার সাথে সৈয়দপুরগামী (সেরাজদিখাঁ) সার্ভিস বাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে।

এছাড়া হাজার হাজার খুচরা ব্যবসায়ী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এসব স্থানে শাক সবজী, মাছ, দুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যোগান দিচ্ছে।

বিভিন্ন বন্ধু দেশ থেকে আগত চিঠিপত্র বিলি হচ্ছে। মার্চের প্রথম দিকে প্রদেশে গোলযোগ বিদ্যমান থাকায় এসব চিঠিপত্রের বেশির ভাগই করাচীতে স্তূপকৃত হয়ে পড়েছিল।

পিপিআই'র ঢাকা অফিস ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম বেতার টেলিপ্রিন্টার গত শুক্রবার চালু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পিআই, পিআইডি, রেডিও পাকিস্তান এবং এপিপির বেতার টেলিপ্রিন্টার লাইনসমূহ এর আগেই চালু হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক সংগ্রাম,* ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

৮.৯ ঢাকায় আবার কর্মমুখর ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে

ঢাকা ২২শে এপ্রিল। ঢাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। ঢাকায় বসবাসকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে পুনরায় এখানে প্রত্যাবর্তনের পর শহরে জনপদগুলি আবার মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বাস, প্রাইভেট মোটর, রিক্সা ও স্কুটারগুলি যাত্রী বোঝাই অবস্থায় গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করিতেছে বলিয়া আজ এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে।

মৎস্য, শাকসবজী, ডিম, দুগ্ধ ইত্যাদিসহ বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বাজারে আমদানী হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বোঝাই বাস, ট্রাক ও গরুরগাড়ী শহরের রাস্তায় চলাচল করিতেছে। প্রত্যহ ঢাকার শ্যামবাজার, সদরঘাট, মাদারটেক ও অন্যান্য পাইকারী বাজারে বহু নৌকা বোঝাই শাকসবজী, মৎস্য, দুগ্ধ ইত্যাদি আসিয়া পৌঁছিতেছে।

হ্যাণ্ড আউটে আরও বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দিনের পর দিন স্বাভাবিক পর্যায়ে আসিতেছে। বাজারে বহু ধরনের সবজী যেমন আলু ও টমেটো প্রচুর সরবরাহের ফলে বেশ সস্তাদামে বিক্রয় হইতেছে।
সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ২২ এপ্রিল ১৯৭১

৮.১০ রাজধানী ঢাকায় আবার পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে

ঢাকা ২৪শে এপ্রিল।—আজ এখানে প্রচারিত এক সরকারী হ্যাণ্ড আউটে বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন সরকারী আধা সরকারী ও প্রাইভেট সংস্থাসমূহের কর্মচারীগণ পুনরায় কাজে যোগদান করায় ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক এলাকাসহ দ্বিতীয় রাজধানী আজিমপুর, গ্রীন রোড, মতিঝিল ও ঝিকাতলার সরকারী কলোনী সমূহে পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত নিউ মার্কেট, বায়তুল মোকাররম, জিন্নাহ এভিন্যু ও শহরের অন্যান্য বাজার এলাকায় দৈনন্দিন খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে শহরের বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় খুলিবে বিধায় যে সব পাঠরত ছেলেমেয়েরা ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার রাজধানী শহরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

শহরের সিনেমা হলগুলি সিনেমা দর্শকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ব্যাঙ্কের কাউন্টারগুলিতে স্বাভাবিক ভিড় পরিলক্ষিত হইতেছে। শহরের রাস্তাগুলিতে স্কুটার আর রিক্সা চলাচল করিতেছে।

ছেলেমেয়েদের পার্ক ও খেলার মাঠগুলি পুনরায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। অপরাহ্নে ছেলেমেয়েরা বিবিধ প্রকার খেলাধূলায় পার্ক ও মাঠগুলি মুখর করিয়া তুলিতেছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৫ এপ্রিল ১৯৭১

৮.১১ ঢাকায় জুম্মার নামাজে মুসল্লিদের ভিড়
জাতীয় সংহতির জন্য বিশেষ মোনাজাত

ঢাকা ২৬শে এপ্রিল–ঢাকা শহর এবং শহরের আশেপাশের সাত শতাধিক মসজিদে গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজে গত শুক্রবার চাইতে আরও অনেক মুসল্লির সমাগম হয়। তাহারা ভাষা এবং জন্মস্থানের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া পবিত্রতার সাথে খোদার উদ্দেশ্যে মাথা অবনত করেন। তাহারা খোদার নিকট তাহার দয়া ভিক্ষা করেন এবং শান্তি এবং জাতীয় সংহতির জন্য বিশেষভাবে মোনাজাত করেন। এই শহরের সর্ব বৃহৎ মসজিদ বায়তুল মোকাররমে মুসল্লিদের ভিড়ে তিল ধারণের স্থান ছিল না। মুসল্লিরা নামাজের পর বিভিন্ন এলাকায় তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে শান্তিপূর্ণভাবে ফিরিয়া যান।

অফিস যাত্রীর ভিড়

গতকাল রাজপথে আরও বহু সংখ্যক বাস চলাচল করে এবং উহাতে যথা সংখ্যক যাত্রীর ভিড় ছিল। রিকশা এবং স্কুটার ড্রাইভাররাও সেদিন কর্মব্যস্ত ছিলেন। সকালে ফুটপাতে অফিসযাত্রীদের ভিড় দেখা যায় এবং স্রোতের ন্যায় তাহারা অফিসের দিকে যাইতে থাকেন।

পরিবহনের আরও উন্নতি

মুদির দোকান, শাকসবজি দোকান এবং হোটেলগুলি খোলা থাকে। পরিবহনের আরও উন্নতি হওয়ায় গত কয়েক দিনের চাইতে গতকাল মাছ এবং মাংসের সরবরাহ বেশী হয়। -এপিপি

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৫ এপ্রিল ১৯৭১

৮.১২ ঢাকায় পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান

ঢাকা, ২৬শে এপ্রিল।– ঢাকা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ও শান্তি অব্যাহত রহিয়াছে। শহরে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসায় আরও বহু ব্যক্তির নগরীতে প্রত্যাবর্তন অব্যাহত রহিয়াছে। ফলে খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও শহরের অভ্যন্তরে ও

আশে-পাশে বিপণিকেন্দ্র ও আবাসিক এলাকায় আজ কর্মব্যস্ত জীবন পরিলক্ষিত হয়।

শহরে আরও অধিক দোকানপাট খুলিয়া গিয়াছে এবং সড়ক ও নৌযানবাহন ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের ফলে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

৮.১৩ ঢাকা শহর আবার কর্মচঞ্চল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে

সারা ঢাকা শহরে শান্তি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা অব্যাহত রয়েছে বলে গতকাল সোমবার এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ।

মেঘাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও গতকাল শহর ও শহরের আশেপাশের বাজার ও আবাসিক এলাকাগুলো আরো কর্মচঞ্চল এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। উল্লেখ্য যে, শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আরো অধিক সংখ্যায় শহরে আসতে শুরু করেছে।

দোকানপাট খোলার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক, নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার আরো উন্নতির সাথে সাথে খাদ্যশস্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব পূরণ হচ্ছে। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ, গোশত ও টাটকা শাক-সবজীর আমদানী বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বাজারে কেনাকাটার জন্য প্রচুর জনসমাগমও হচ্ছে। কর্মব্যস্ত দোকানীদের সর্বপ্রকারে বিক্রয় বৃদ্ধিতে কর্মব্যস্ত দেখা যায়। তাছাড়া বাজারে ন্যায্যমূল্যে রোজকার জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পেরে খদ্দেরকেও সুখী ও আস্থাশীল মনে হয়।

ঢাকায় আবাসিক এলাকাসমূহে আবার প্রাণ চাঞ্চল্যের আভাস লক্ষ্য করা গেছে। ছেলেমেয়েদের সারাক্ষণ বিভিন্ন খেলায় মেতে থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া সন্ধ্যের সময় মহিলাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বাইরে বেরুতেও দেখা যায়।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

৮.১৪ ঢাকা এখনও মৃত নগরী

তুষার পণ্ডিত

আগরতলা, ১ মে- ঢাকা এখনও মৃত নগরী হয়ে পড়ে রয়েছে। যদিও সৈন্যরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শহরের পূর্বে পশ্চিমে ইসলামাবাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে, কিন্তু কোথাও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোনো লক্ষণ নেই।

বাংলা দৈনিকপত্র ‘পূর্বদেশ’-এর একজন রিপোর্টার এখানে এসেছেন। তাঁর কাছে এই সংবাদ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারীধর্ষণ দৈনিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে কারফিউ জারি করছেন। শাস্তির ভয়েও সরকারী কর্মচারীরা কাজে যোগ দিচ্ছেন না।

ঢাকার অবাঙালি অধিবাসীরা দলে দলে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মুক্তিফৌজের গেরিলাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়াই সম্ভবত এর কারণ। তাছাড়া ঢাকার সমস্ত বাজার ও দোকানপাট পাখতুন সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য সরবরাহেও সংকট দেখা দিয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ২ মে ১৯৭১

৮.১৫ রেডিও পাকিস্তানের অসার চিৎকার

খোদ রাজধানী ঢাকায় অচল অবস্থা ঃ গ্রাম বাংলায় মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ন

(বিশেষ প্রতিনিধি), আগরতলা ১লা মে: ঢাকায় জীবনযাত্রা এখনও স্বাভাবিক নয়। অফিস আদালতে অচলাবস্থা। জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী বন্ধ। অচিরেই সেখানে দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেবে। খোদ ঢাকায় ডাক ব্যবস্থায় অচল। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ট্রেন চলছে। ট্রেনে যাত্রী নেই। কারখানা একটিও খোলেনি। হোটেল রেস্তোরাগুলি বন্ধ। হাট বাজারের ঝাঁপ বন্ধ। রাস্তায় সামরিক টহলদারী বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮শে এপ্রিল থেকে। রোজ তিনটি বিমানে গাদা বোঝাই হয়ে সৈন্য আমদানী হচ্ছে করাচী থেকে। ঢাকায় রাস্তায় এখন শুধু অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে অবাঙ্গালীরাই চলাফেরা করে। অবাঙ্গালীদের মধ্যে মুসলিম ও তার চেলা চামুণ্ডারা।

আজ ঢাকা থেকে আগত জনৈক সামরিক ব্যক্তি আমাদের এই চিত্র দিয়ে বলেন যে, তিনি ২৯শে এপ্রিল ঢাকা ত্যাগ করে এখানে আজ পৌঁছেছেন। সামরিক বিভাগের কারিগরী দপ্তরের এই কর্মীটি জানান তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছেন। যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনোবল এখনও অদম্য। তাঁরা তাদের সরকার গঠনের সংবাদ পেয়েছেন। এবং স্বাধীন বাংলা সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। তিনি জানান, অভ্যন্তরে মুসলিম লীগপন্থী এবং তাদের দালাল বাহিনী ছাড়া বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ* (আগরতলা), ২ মে ১৯৭১

৮.১৬ Dacca not an armed camp

BY HARVEY STOCKWIN

DACCA, the capital of East Pakistan is not an armed camp but it is not the Dacca of even a few months ago, this was my first conclusion as I arrived here in a party of six journalists, the first foreign pressmen to be allowed into East Pakistan since, the Army stared its crackdown exactly six weeks ago.

In the town troops are not much in evidence and those observe so far have frequently not been carrying even sidearms, but wel prepared defensive positions and machine gun posts have been prepared defensive around the airport, and one anti-aircraft gun was visible,

On the way in from the airport to the main hotel row after row of shops were all closed at a time of the day when they would normally has been opened.

The streets were not empty but they were nothing. Like as crowded as they would be normally up to a week ago informed and reliable estimated were that between 50 and 65 per cent. Of Dacca population had returned to the rural areas.

Dacca like many Asian towns can easily de urbanize as most Bengalis have their won home village to which they can return. This they seem to have done and while the extent of the present deurbanisation and its economic effects has yet to be seen it already has had its economies effect on the life of the province.

Most of the Awami League slogans than ewer much in evidence in December, which then multiplied after the general elections have been removed expectations have been remove especially those in English, though some Bengali Script slogans are still perceivable and incompletely removed.

Pakistan flag were fluttering from many building. On the run into Dacca airport several small burn out house and destroyed min-settlements could be seen. There was Bhirair housing area and the damage was indie active of the command violence.

The aircraft of which I flew into Dacca was not crowed with troop reinforcements but with Bengal Muslims returning from Haj (Pilgrimage to Macca).

Approaching Dacca airport some river traffic was observable from the air, indicating that the recent almost total cessation of such transport the most widely used form of communication in East Pakistan was now over.

One of the problems facing East Pakistan according to informed sources is the shortage on boats, since of top of those lost in the tidal weave catastrophe many have been lost sunk or commandeered in the ebb and flow of recent development here.

The visiting journalists were warmly welcomed by the military authorities in Dacca.

Source: *The Financial Times,* 7 May 1971

৮.১৭ রাজধানীর বিপনীকেন্দ্রগুলি আবার কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসার সাথে সাথে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরের বিপণীকেন্দ্রগুলিতে আবার উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইয়াছে। প্রতিটি বিপণী কেন্দ্র ও বাণিজ্যিক এলাকা পুনরায় কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে মফস্বল অঞ্চলের সহিত রাজধানী ঢাকার সর্বপ্রকার যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফলে মফস্বল অঞ্চল হইতে দৈনিক হাজার হাজার লোক শহরে আগমন করিতেছে। এছলামপুর, পটুয়াটুলী, সদরঘাট, নওয়াবপুর, জিন্না এভিন্যু, মতিঝিল, বায়তুল মোকাররম ও নিউমার্কেটসহ বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে প্রতিদিন অসংখ্য লোকের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। দোকানগুলি ক্রেতারা জমজমাট করিয়া রাখে। খুচরা বেচাকেনা ছাড়াও ব্যাপকহারে পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। একদিকে লঞ্চ, ষ্টীমার ও নৌকাসহ বিভিন্ন নৌযান যোগে

প্রতিদিন মফস্বল অঞ্চল হইতে শহরে পর্যাপ্ত পরিমানে কাঁচামাল আমদানী করা হইতেছে। অপরদিকে একটি উপায়ে মফস্বল অঞ্চল ঢাকা শহর হইতে বিপুল পরিমান পণ্য চালান দেওয়া হইতেছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৩ মে ১৯৭১

৮.১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য পাক হুমকি

পাক সরকার ১৫ মের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার খোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলকে হুমকি দিয়েছেন। এই খবর সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া গিয়েছে। এ আদেশ মানা না হলে ফল খুব খারাপ হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আবু সাঈদ চৌধুরী, আবু সাঈদ চৌধুরী এখন লন্ডনে। তাঁকে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১৮ মে ১৯৭১

৮.১৯ শাক সবজী ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য ঢাকায় বর্তমানে স্বাভাবিক

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও শাকসবজির মূল্যমান বেশ স্বাভাবিক এবং কোন কোন পণ্যের দাম অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক সস্তা।

এক সময়ে ঢাকার বাজারে দীর্ঘ দিন ধরে পেয়াজের দুর্মূল্য বিরাজ করছিল। এবার মওসুমের শুরুতে পেয়াজের দাম অনেক নীচে নেমে আসে। বর্তমানে প্রতিসের পেয়াজ ৩৭ পয়সা। কয়েকদিন যাবত পেয়াজ ২৫ পয়সা সের দরে বিক্রয় হয়েছিল। পাইকারী বাজারে মন ১২ টাকা হতে ১৫ টাকা বিক্রয় হচ্ছে। রসুনের সের বর্তমানে টাকা ৫০ পয়সা। কয়েক মাস পূর্বে রসুন তিন টাকা দরে বিক্রয় হয়েছিল। শুকনো মরিচের দাম আগের মতই স্বাভাবিক আছে। প্রতি মন ৩ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৮ টাকা।

গরুর মাংস প্রতিসের দু'টাকা ৫০ পয়সা হতে তিন টাকা এবং খাসীর মাংস ৪ টাকা হতে ৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বড় এক জোড়া মোরগ ৬ টাকায় পাওয়া যায়। ডিমের হালি ৫০ পয়সা হতে ৬২ পয়সা। কাচা মরিচ সবচেয়ে সস্তা। প্রতিসের ৫০ পয়সা।

নতুন বোরো ধানের চাল আমদানী হওয়ায় চালের দাম কিছুটা কমেছে। নতুন জামির প্রতি মন ৪৭ টাকা। ইরি ধানের চাল ৫২ টাকা হতে ৫৫ টাকা।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ মে ১৯৭১

৮.২০ ৮টি নৌযান বোঝাই চাল গম চিনি ও তেল এসেছে ঢাকায় বিতরণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী

চাল, গম, চিনি ও সয়াবিন তেল নিয়ে চট্টগ্রাম ও খুলনা বন্দর থেকে মোট আটটি নৌযান ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

এই খাদ্যসামগ্রী ঢাকায় বিতরণ করা হবে ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হবে বলে গতকাল বুধবার এক সরকারী হ্যান্ডআউটে জানান হয়েছে।

এই নৌযান গুলিতে আনুমানিক ২৩ হাজার মণ চীনা ও জাপানী চাল, ২০ হাজার ৭শ মণ গম, ২৯ হাজার মণ সয়াবিন তেল এবং ১৩ হাজার মণ চিনি এসেছে। ২৩ হাজার মণ চীনা ও জাপানী চাল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দুটি নৌযান ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। এই চাল রেশন ডিলারের মাধ্যমে রেশন গৃহে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

১০ হাজার ৭শ মণ গম নিয়ে দুটি নৌযানের একটি চট্টগ্রাম ও অপরটি চালনা বন্দর থেকে ঢাকায় এসেছে। এই গমও ঢাকা শহরে ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে রেশন ডিলারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দুটি নৌযান প্রায় ২৯ হাজার মণ সয়াবিন তেল ও আরো দুটি নৌযান কুষ্টিয়ার জগতি সুগার মিল থেকে ১৩ হাজার মণ চিনি নিয়ে ঢাকায় এসেছে।

প্রায় ২ হাজার মণ সয়াবিন তেল ও ৭শ মণ চিনি ইতিমধ্যেই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছে। নৌযানগুলি থেকে এখন এইসব পণ্য খালাসের কাজ পুরোদমে চলছে। অতি দ্রুত যাতে এইসব মাল খালাস করা যায় তার জন্যে কয়েকশ শ্রমিককে এই কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২০ মে ১৯৭১

৮.২১ ঢাকায় জীবন স্বাভাবিক এটা মিথ্যা কথা: ডাক নেই হাট নেই বাজার নেই অফিস নেই: রাস্তায় লোক নেই আছে শুধু সন্ত্রাস

আগরতলা ২৩ শে মে: বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা নগরী এখন প্রাণশূণ্য। সামরিক বাহিনীর তাণ্ডব, অত্যাচার ছাড়া সেখানে কিছু নেই। গত দু'মাস যাবত অবশিষ্ট [অস্পষ্ট] সেখানে ঘুমায় না, কিছু সংখ্যক দালালরা এখন সামরিক বাহিনীর কাছে খুব আদর পাচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় আমাদের পত্রিকা অফিসে ঢাকা নগরীর ভেতর থেকে খবর নিয়ে এসেছেন এক সংগ্রামী যুবক। গত ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মে তারিখও তিনি ঢাকা নগরীতে চুরি করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শুধু নাই নয়, এই যুবক মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গেরিলা তৎপরতাতেও অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন ঢাকায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার পাক সেনাকে খতম করতে তারা সক্ষম হন। এখন সেনারা সামরিক বাহিনীর পোষাক না পরে রাস্তায় বেরোয় যদিও অস্ত্র থাকে। তাতে দুটো লাভ। প্রথমতঃ বহু অসামরিক লোকজন চলছে সেটা দেখান যায় দ্বিতীয়ত চোরাগুপ্তা আক্রমণ থেকে রক্ষার চেষ্টা।

পাক বেতার থেকে যে ঢাকার শান্ত অবস্থার কথা বলা হয় সেটা একটি ডাহা মিথ্যা। মূল ঢাকাতেই অনেক অফিস বন্ধ। দু'একটা যাও খুলছে তাও কোন কর্মী নেই। তবে অবাঙ্গালী সাধারণ লোকেরা অফিসার সেজে বসেছেন। দোকান পাট বন্ধ। তালা ঝুলান দোকানগুলিকে সামরিক অবাঙ্গালীদের নামে লিখে দিচ্ছে। বাস শুধু অবাঙ্গালী সাদা পোষাকের সেনাদের জন্য। এমনকি বিমান পর্যন্ত আসা কমে গেছে।

তবে রোজ দু'চারটা ফাইটার প্লেন উড়ে যায় কখনও কুমিল্লার দিকে কখনও

পশ্চিমে যায়। আর চারটে হেলিকপ্টার থেকে ঘুরে ঘুরে মাঝে মধ্যে গুলী ছোড়া হচ্ছে। ডাক নেই, ফোন নেই, ট্রেন নেই। দু'একটা লঞ্চ চলে। তাও ঢাকা থেকে চলে যায়, ফেরে না কেউ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি পড়ে গেছে। তেলের লিটার ৮ টাকা, লবণ পঁচাত্তর পয়সা, চাল ষাট টাকা। তরিতরকারী নেই, দুধ নেই। হাট বাজার ঠিক মত বসছে না, সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। বস্তুত ঢাকা নগরী এখন মৃত্যুর শীতলতায় অসার।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ২৪ মে ১৯৭১

৮.২২ Dacca, N'ganj mills start work in double shifts

The mills and factories in and around Dacca and Narayanganj have already started their works in double shifts. Reports PPI.

Most of the factory labourers and workers have reported to their duties and are working in two shifts which start at 6 a.m in the moning till night.

Meanwhile, the authorities of the mills have approached various officer in West Pakistan and other parts of the world to supply the materials such as cotton and yarn, so that they can recover the loss of the past.

The railway and other transport authorities were reported to have been giving priorities to the transhipment of their products and other materials. The commercial banks also have been providing all facilities to overcome their financial difficulties.

Source: *The Morning News,* 2 June 1971

৮.২৩ ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থা

ঢাকা শহরে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে- রেডিও পাকিস্তানের এই দাবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, গত ১১ই জুন একজোড়া চটি কেনার জন্য আমাকে রামপুরা এলাকা থেকে সদরঘাট যেতে হয়। এই দীর্ঘ পথের মধ্যে আমি কোন জুতোর দোকান খোলা পাইনি। মাঝে মধ্যে অন্য দু চারটে দোকান অবশ্য খোলা ছিল কিন্তু তার সবগুলোই অবাঙ্গালীদের।

তিনি আরও বলেন যে, ২৫শে মার্চের পর পরিচয় পত্রের সাহায্যে ওই দিনই প্রথম তিনি ঘরের বার হন; কিন্তু আর কোন নারী মুখই তাঁর চোখে পড়েনি। দুপুরের পর পথে ঘাটে পুরুষের সংখ্যাও প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যায়।

তিনি আরও বলেন, ঢাকার প্রায় সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এখনো সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। যে দু'টো মাত্র স্কুল খুলেছে তার একটি ভিকারুন্নেসা নুন মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও মোহাম্মদপুরস্থ সেন্ট যোশেফ বয়েজ স্কুল। এতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ২০ জন।

তিনি আরও জানান যে, ঢাকার বাসায় বাসায় প্রভাতি সংবাদপত্র দেওয়া শুরু হয়নি। এর দুটো কারণ। প্রথমতঃ অধিকাংশ হকারই হয় পাক সেনাদের হাতে মরেছে বা শহর ত্যাগ করেছে এবং প্রধানতঃ দেশবাসী পাকিস্তানী পত্রপত্রিকার প্রতি আর আগ্রহশীল নন। ঢাকা ত্যাগ করে তিনি ডেমরার শিল্পাঞ্চলে ন্যুনতম প্রাণচাঞ্চল্যও দেখেননি বলে উল্লেখ করেছেন।

সেনাবাহিনীর তৎপরতা

ঢাকায় সেনাবাহিনীর বর্তমান তৎপরতা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পাক সেনারা এখনো রাত দিন ঢাকার পথে পথে টহল দেয়। ইচ্ছা হলেই তারা যে কোন পথচারীর শরীর ও মালামাল তল্লাশী করে এবং কখনো কখনো তাদের টাকা-ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি আত্মসাৎ করে। 'ইয়াহিয়ার এই গুন্ডা বাহিনী' এখনো শহরের বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি করে থাকে। গত ১০ই জুন রাত ৯টা ১০টায় বৃষ্টির মধ্যে তারা সদরঘাটের একটি কাপড়ের দোকান থেকে ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে।

লোকজনের মনোবল

মহিলা দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল দেশবাসীর মনোবল এখনো সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে। ঢাকার কোন বাঙ্গালী ঘরেই আজ আর পাক বেতার বাজে না। টিক্কা খানের সমস্ত হুমকী অগ্রাহ্য করে তারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনেন। লোকে কাড়াকাড়ি করে জয় বাংলা পত্রিকা পড়েন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ৪/৫ টাকা মূল্যেও বিক্রয় হয়। বস্তুত দেশবাসী সার্বিক স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

অন্যপক্ষে শত্রুদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। জামাতে ইসলাম ও মুসলিম লীগের পান্ডারা আজকাল আর পথে বের হতে সাহস পায় না। ঢাকার খাজা খয়ের উদ্দিন ও খুলনার সবুর খান ইতিমধ্যেই পিন্ডিতে চলে গেছে। শহরের পথে টহলদানরত সৈন্যদের চোখে মুখেও একটা সন্ত্রাসের ভাব দেখা দিয়েছে। উক্ত সবুর খানের ভাই আব্দুল গণি খানের বক্তব্য উদ্ধৃতি করে তিনি জানান যে, প্রতিদিনই বহু পাকসৈন্য হতাহত হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় আজকাল আর কোন লাশ সেখানে পাঠানো হচ্ছে না।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক সমাচার*, ১০ জুন ১৯৭১

৮.২৪ নবরূপে ঢাকার প্রাচীনতম ব্যবসা কেন্দ্র চকবাজার

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র চকবাজার সুদীর্ঘকাল পরে নতুন রূপ পরিবেশন করতে চলেছে। যা ছিল এত দিন জীর্ণ কাচাঘর বর্ষায় পানি পড়ত আজ এর প্রতিটি দোকান পাকা দালানে পরিণত হচ্ছে।

চক মসজিদের সামনে যে গোল চক্করটা রয়েছে কোনও অপরিচিত লোক চকবাজার সম্পর্কে যার কোন পূর্ব ধারণা নেই তার পক্ষে এই স্বল্প পরিসর দোকানগুলোর দৈনন্দিন বিক্রয় এবং কি পরিমাণ পুঁজি এই ছোট দোকানগুলোতে বিনিয়োগ রয়েছে সে সম্পর্কে আন্দাজ করা সহজ নয়। ছোট এই গোলচক্করের ভেতরে প্রায় এক হাজারটি

দোকান রয়েছে। এখানে পাওয়া যায় না এমন পণ্যের সংখ্যা খুবই কম।

সমস্ত চকবাজারকে একটা বিরাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বলা যায়। ভেতরে ঢোকার জন্য সরু গলিপথের মত প্রবেশপথ আছে অসংখ্য। দুজন লোক পাশাপাশি চলতে কষ্ট হয়। এমনি সরু পথের দুপাশে সাজানো থাকে পণ্যের পসরা। এগুলো সবই পাইকারী দোকান। প্রদেশের দূর দূরান্ত হতে আসে হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় হয়। এক কথায় বলতে গেলে এই চকবাজার হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ জুন ১৯৭১

৮.২৫ In Dacca fear gives way to sullenness

From Michael Hornsby

Dacca, June 22- Dacca, although returning slowly to a semblance of normality, is still a tense and unnaturally quiet city. By early afternoon in particular a sense of emptiness prevails.

About three quarters of the shops and stored are closed. Even in the more crowded bazaar areas there is little feeling of animation.

Visible evidence of the damage done by the army's intervention on March 25 is slight, except in the shanty town districts where large tracts were razed to the ground.

The Jagannath and Iqbal halls of Dacca University, which were alleged to have served as guerrilla training centers are deserted and forlorn, Jagannath, which was attacked by an Army tank shows evidence of much.

The presence of the Army moving about to truck or on foot, is very visible. Cars and other vehicles are frequently stopped in the streets and searched for weapons. Targets of occasional bomb throwing have included the Intercontinental Hotel. In general, however, there is now a degree of security in Dacca that is not known in many other towns.

The period of arbitrary arrests and sudden disappearances appears to be tailing off somewhat. By all reliable accounts fear is still very apparent in the province as a whole but in the capital it is giving way to a sullen resentment.

The martial law authorities are striving to reconstitute the police force of some 25000 men who either defected to the rebels in march or were destroyed by the Army.

The police force is now estimated to number about 1500 men. Acceding to informed souces these consist of some 5,000 men brought over from the west wing and about 10,000 locally drawn recruits the vast majority of them bihari Muslim.

Source: *The Times,* 23 June 1971

৮.২৬ Fear Still Reigns In Dacca 3 Months After the Onslaught

BY SYDNEY H. SCHANBERG
Special to the New York Times

DACCA, June 25- People talk with foreigners in a whisper and keep looking behind them to see if anyone is listening. Soldiers and special police brought from West Pakistan, more than 1000 miles away stop and weach cars and buses and people carrying bundles.

Arrests are made and denied. When families ask the martial law authorities what has happened to a son or father, the army replies that he was released after question and that if he has not returned home, then may be he has fled to India.

Many People listen to the Clandestine Bangladesh (Bengal Nation) Radio every day, although the penalties are severe.

This is the nervous and unhappy flavor of Dacca, capital of East Pakistan, three months after the army launched its offensive to try to crush the Bengali autonomy movement throughout the province.

The army is clearly in control of this city. But normality of the word the Government uses to describe conditions here does not exist.

Dacca today can best be described as a city under the occupation of a military force that rules by strength, intimidation and terror. But which has been unable to revive an effective civil administration.

Only about half of Dacca's million and a half people are here. Most of the others have fled to the interior or to India and many thousands no one knows the exact number have been killed by the army.

Although people are trickling back to the city, a great many shops are still closed. Most of those that open close before dark out of fear of looting and harassment by the military and those civilians working with the military.

Rubble Cleared Away

Traffic is thin. At times of day that were once rush hours, cars move with relative ease through the narrow streets of the old city. In the past they would have been delayed for as long as an hour.

This week, for the first time since the army assault began on March 25, the Government has permitted foreign newsmen to enter East Pakistan and travel around unescorted.

Much of the rubble from the attack carried out with tanks and rockets and other heavy weapons, has been cleaned up by the authorities. Enough remains however, to suggest the havoc that prevailed in the city.

The foreign community here has come to refer wryly to the razed areas as "Punjabi urban renewal" a reference to the preponderance of

Punjabis, or West Pakistanis, in the army.

The bulk of the destruction is in the old city, the home of most of Dacca's poor. They were stanch supporters of the Awami League party, which won a majority in the election last December for a National Assembly on a platform of more self rule for East Pakistan. The party is now banned.

Only Debris Remains

Blocks upon block that once was crowded with flimsy huts with tin roofs are now long. Empty, dusty fields. Only a heap of debris here and there indicates anything once stood there.

Some brick and cement buildings that were too badly damaged to repair are being torn down by the Government to remove all evidence of the holocaust.

The authorities are in fact doing a considerable amount of face lifting, Buildozer push the wreckage of these charred plain, bullet and shell gouges in Uncas by houses are being patched and painted over.

There has been patching and painting also at the university and at the Bengali police barracks two of the army's special targets. But one quarter mile stretch of older, one-story police barracks still looks as it did on the morning after the attack burned and smashed to the ground by heavy fire. An estimated 700 Bengali Policemen were killed in that army attack.

In the old city the authorities are erecting new brick shops on some of the razed areas and leasing them to businessmen. One area of wholesale shops that was burned out is being rebuilt by the original owners.

Source: *The New York Times,* 26 June 1971

৮.২৭ ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থার চেহারা : বিশিষ্ট সাংবাদিক গফফার চৌধুরী জানান

(সমাচারের প্রতিনিধি)ঃ প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা সহ সারা পূর্ব বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বলে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার যে দাবী জানাচ্ছেন, তা শুধু অতি প্রচার নয়, সম্পূর্ণ অসত্য। ঢাকায় কার্যতঃ মধ্যরাত্রি থেকে শেষ রাত্রি পর্যন্ত কারফিউ জারী থাকলেও রাস্তাঘাট অপরাহ্ণ তিনটার আগেই একেবারে শূন্য হয়ে যায়। প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র মতিঝিল, নিউ মার্কেট ও বায়তুল মোকাররমের শতকরা বিশ ভাগ দোকানপাটও এখনো খোলা হয়নি এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম এখানো চালু হয়নি। গত ২রা জুন তারিখ পর্য্যন্ত এই হচ্ছে অধিকৃত বাংলাদেশের ঢাকা শহরের প্রকৃত অবস্থা।

শ্রী চৌধুরী বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের নারকীয় অত্যাচারের বিবরণ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর এবং কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক ঢাকা শহর ঘুরে যাওয়ার পর শুধুমাত্র ঢাকায় জঙ্গী সরকারের প্রকাশ্য অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোপন অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১লা জুন রাত্রে শহরের আরামবাগ এলাকায় একটি গৃহে হানা দিয়ে একটি

সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারের উপর অত্যাচার চালানো হয় এবং তার বাড়ীতে বোমা রয়েছে এই অজুহাতে পরিবারের বয়স্ক সকলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় অবস্থিত বেগম হাকাম পরিচালিত একটি অনাথ আশ্রমে পাঞ্জাবী সৈন্যেরা হানা দিয়ে আশ্রিতা মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এই ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকার কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিক সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিকারের জন্য সাক্ষাৎ করলে তারা অবজ্ঞার সঙ্গে জানান, "কোন দেশে সামরিক কার্যক্রম চলাকালে এই ধরনের ঘটনা সব সময়েই ঘটে থাকে। যাহোক, তারা এই ব্যাপারে পাঞ্জাবী তরুণ অফিসারদের জানিয়ে দিবেন যে, তারা যেন ধর্ষিতা মেয়েদের কিছু কিছু পয়সা কড়ি দিয়ে দেয়।" এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন এমন এক ব্যক্তি নাকি শ্রী চৌধুরীকে জানান, সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের এই মর্মে শাসিয়ে দিয়েছেন যে, ঘটনাটি যদি কোন রকমে জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে সামরিক কর্তৃপক্ষ যাতে তাকে মিথ্যা প্রচারণা বলে প্রচার করতে পারেন, তজ্জন্য আগেই তাদের একটি প্রতিবাদপত্রে সই দিয়ে রাখতে হবে। এই হুমকির মুখে প্রতিনিধিরা সই দিতে বাধ্য হন।

তিনি বলেন, ঢাকা শহরে পাঞ্জাবী সৈন্যদের টহলদান, বিশেষ বিশেষ এলাকায় অগ্নি সংযোগ, রাজপথ থেকে আকস্মিকভাবে বেছে বেছে কিশোর ও তরুণদের গ্রেফতার করা এবং বিভিন্ন অভিজাত পাড়া থেকে বাঙ্গালী নারী হরণ অব্যাহত রয়েছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকার নারিন্দা রোডের রমজান আলি নামক মিউনিসিপ্যাল কন্ট্রাক্টরের গৃহে একদল পাঞ্জাবী সৈন্য আকস্মিক ভাবে হানা দেয়। এই সময় রমজান আলী ঘরে ছিলেন না। তার যুবতী স্ত্রী ঘরে রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। সৈন্যেরা জানায়, রমজান আলী আওয়ামী লীগের সমর্থক সুতরাং তাকে তারা গ্রেপ্তার করবে। ভীত ও সন্ত্রস্ত রমজান আলীর স্ত্রী জানান, তার স্বামী ঘরে নেই। এই জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যেরা বলপূর্বক প্রকাশ্য দিবালোকে রমজান আলীর ঘরে প্রবেশ করে। তার গর্ভবতী স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে ঘরের রেডিও, টেলিভিশন সেটসহ অলংকার, নগদ টাকা ও আসবাবপত্র লুট করে। রমজান আলীর আট মাসের গর্ভবতী স্ত্রী পরদিন বেলা দশটায় মারা যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ততঃ এক ডজন অধ্যাপকসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার পর ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন নতুনভাবে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের বিনাশের আয়োজনে সচেষ্ট হয়েছে। গত ১লা জুন ঢাকার ইংরাজী ও বাংলা সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিকের মালিক ও সম্পাদকের নিকট এক সার্কুলার পাঠিয়ে উক্ত পত্রিকাগুলোতে কার্যরত একদল বাছাই করা সাংবাদিকের রাজনৈতিক মতামত ও অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য সরবরাহের হুকুম দেয়া হয়েছে। ফলে সাংবাদিক মহলে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকার ঘেঁষা ইংরাজী দৈনিক 'মর্নিং নিউজের' ও কয়েকজন বাঙ্গালী সাংবাদিক পর্যন্ত সম্ভাব্য নির্যাতনের ভয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক সমাচার*, ৬ জুলাই ১৯৭১

৮.২৮ Dacca Residents "Are All Afraid"

...... Commercial activity in Dacca is perhaps one third normal during the day, and people withdraw into their homes after dark.

Army Checkpoints tighten up during the night on the look out for Mukti Bahini (liberation army) commandos.

Bengalis complain they are robbed of money and valuables at army checkpoints.

...... In Dacca, damage is both psychological and physical, but most of the latter has been cleaned up since the army shot and burned its way through the city March 25-27.

In Magh bazaar, where the army destroyed a swath several blocks long and about 100 yards wide through the heart of the crowded old city, there now is a sing saying "site for the Dacca municipal community center". The sign is only in English apparently intended to impress foreign visitors.

Source: *The Morning Star,* 19 July 1971

৮.২৯ ঢাকা শহরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত

ঢাকা, ২৫ জুলাই-মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে গতকাল ঢাকা শহরের গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা শহরের বেশ কয়েকটি গ্যাস পাইপ উড়িয়ে দেন।

ঢাকা শহরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ওপরও মুক্তিযোদ্ধারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। ফলে, ঢাকা শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। শহর জুড়ে নেমে আসে ঘন অন্ধকার।

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাক সামরিক বাহিনীর যে সংঘর্ষ গত পরশু হয়েছিল, বাহ্যত গতকাল তা বন্ধ ছিল। গত পরশু ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার পথটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। গতকাল আবার যানবাহন চলতে শুরু করেছে।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৩১ জুলাই, ১৯৭১*

৮.৩০ ঢাকা বিচ্ছিন্ন নগরী

মুজিবনগর, ১২ই সেপ্টেম্বর,- মুক্তি বাহিনী ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের অবশিষ্ট অংশের রেল ও সড়ক পথের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলেও ঢাকার সঙ্গে বিভিন্ন জেলার রেল চলাচলও প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের ভিতরে সন্ধ্যার পর থেকে সড়ক বা জল পথে সব রকম যানবাহন সম্পূর্ণভাবে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

জানা গেছে, পাকবাহিনী শহরে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। শহরের বাইরে যাবার সড়ক ও জলপথে 'ফটক প্রথা' প্রবর্তন করা হয়েছে ও সশস্ত্র জঙ্গী প্রহরী মোতায়েন রাখা হয়েছে।

ট্যাঙ্ক ও ইলেকট্রিসিটির ষ্টেশনগুলোতে সেনাবাহিনী সদাসর্বদা প্রহরা দিচ্ছে। শহরে অসংখ্য নলকুপ বসানো হচ্ছে।

ঢাকা টেলিভিশন সেন্টার ও রেডিও পাকিস্তান প্রাঙ্গনে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সূত্র: *জন্মভূমি*, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৮.৩১ ছাত্রবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, ৮ই সেপ্টেম্বর। সর্বশেষ সূত্র থেকে জানা গেছে যে, ইয়াহিয়ার দখলিকৃত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা কার্যতঃ স্কুল কলেজ বয়কট করে চলছেন। গত কয়েকদিনের মধ্যে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ জন অধ্যাপককে গ্রেফতার নয়তো সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ ও ইংরেজী বিভাগের আহসানুল হকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জানা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩০/৪০ জন ছাত্র ক্লাসে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ হাজার ছাত্রের মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা ১৬ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজারের মধ্যে মাত্র ১৭ জন উপস্থিত থাকে। ঢাকা ল' কলেজের ৭০০, নটরডাম কলেজের ১ হাজার, জগন্নাথ কলেজের ১০ হাজার ছাত্রের মধ্যে কেহ ক্লাসে যোগদান করছে না।

সূত্র: *জন্মভূমি*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৮.৩২ অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার নমুনা শিক্ষকদের হয়রানি অব্যাহত স্কুল কলেজে ছাত্র সংখ্যা হাস্যকররূপে নগন্য

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় হানাদার বাহিনীর চন্ডনীতি অব্যাহত রহিয়াছে। বাঙ্গালী জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখার দুরভিসন্ধি হাছিলের উদ্দেশ্যে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে বর্বর নিধনযজ্ঞ পরিচালনা করে, উহার বিভীষিকাময় স্মৃতি বাঙ্গালীর মন ও মানস হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। আজও ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের বুলেটবিদ্ধ মৃত দেহের আতংক দৃশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন আবাসিক হল ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তুপ বাংলার ছাত্র-শিক্ষকদের নিরন্তর চাবুক মারিয়া বলিয়া দিতেছে হানাদার পাঞ্জাবী ডালকুত্তার দল চায় বাংলাদেশের শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতে, ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীসহ গোটা বাংগালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে, চায় বাংলাকে চিরদিন পদানত করিয়া রাখিতে। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণে নির্দেশ দিয়াছেন, যতদিন বাংলার মানুষের মুক্তি না আসে, ততদিন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তাই আজ আর বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের ভীড় নাই। শিক্ষাঙ্গন ছাড়িয়া ছাত্র তরুণেরা সমরাস্ত্র হাতে রণাঙ্গনের প্রান্তে প্রান্তে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন শত্রুবাহিনী। আর শিক্ষকরা পালন করিতেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে আপন আপন দায়িত্ব।

সেই কারণেই, অধিকৃত এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া জঙ্গী শাহীর অবিরাম প্রচারণা সত্ত্বেও স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও গড়ের মাঠ। আর ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে জল্লাদশাহী। প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য পাক ফৌজ এখন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে অধিকৃত এলাকায় এখনও অল্পসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষাবিদ রহিয়াছেন তাহাদের উপর।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে প্রকাশ যে, দখলদার জঙ্গীবাহিনী সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৫ জন বিশিষ্ট অধ্যাপককে গ্রেফতার করিয়াছে কিংবা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হইবার নির্দেশ দিয়াছে।

হানাদার বাহিনী যাঁহাদের উপর এই নির্দেশ জারী করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ আহমেদ শরীফ, ইংরাজী বিভাগের রীডার ডঃ এহসানুল হক এবং বিজ্ঞান বিভাগের ৪ জন বিশিষ্ট অধ্যাপক। এই গ্রেফতারের ব্যাপারে অবশ্য পাকিস্তান সরকার নীরব।

শিক্ষাবিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট মহলের সংবাদে প্রকাশ যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে সাত হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে গড়ে ৪৭/৪৮ জন ছাত্র ক্লাসে আসে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন হাজারেরও অধিক ছাত্রের মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১৬ জন এবং ঢাকা কলেজের প্রায় ১ হাজার ছাত্রের মধ্যে ৬০ জন, ল'কলেজ ও নটর ডাম কলেজে কেহই ক্লাসে যোগদান করিতেছে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১৬ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ।

সূত্র: *বাংলার বাণী*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৮.৩৩ ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ইয়াহিয়া দস্যু বাহিনী ঢাকা শহরকে এখন কার্যতঃ বন্দী শিবিরে পরিণত করিয়াছে। উপর্যুপরি কম্যাণ্ডো ও গেরিলা আক্রমণে ভীত হইয়াই এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ হয় নাই।

পাকিস্তানী বাহিনী শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করিতেছে। বুড়িগঙ্গা নদীতে সশস্ত্র টহলদার বাহিনী গানবোট ও লঞ্চ যোগে দিবারাত্র ঘোরাফেরা করিতেছে। শহরের সহিত অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ একেবারেই নাই বললেই চলে। শহর হইতে বাহিরগামী সড়কসমূহের প্রবেশ পথে সশস্ত্রবাহিনী ও কড়া চেক পোস্ট ব্যবস্থা মোতায়েন করা হইয়াছে।

সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা ও বরিশালের মধ্যে লঞ্চ চলাচল করিতেছে। ইহাও আবার অনিয়মিত। সন্ধ্যা হইলেই স্থল ও জলপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। পানির ট্যাঙ্কসমূহ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সেনাবাহিনীর ২৪ ঘন্টা প্রহরা মোতায়েন রহিয়াছে।

সেনাবাহিনীর লোকেরা জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের রাজাকার গুণ্ডাদেরকে লইয়া বিভিন্ন রাত্রে বিভিন্ন মহল্লা ঘেরাও করে ও তল্লাশী চালায়। সাধারণতঃ যেসব এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়া থাকে, সেই সব এলাকাতেই এই ধরণের অভিযান চালান হয়। কিন্তু ইহাতেও শহরবাসীর মনোবল দমিয়া যায় নাই। মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে হয়ত তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না; কিন্তু শত্রুকে চরম আঘাত হানার সঙ্কল্প তাহাদের দৃঢ়তর হইতেছে।

সূত্র: *নতুন বাংলা*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৮.৩৪ অবরুদ্ধ ঢাকা নগরী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মুক্তিবাহিনীর তীব্র গেরিলা আক্রমণে শত্রু কবলিত ঢাকা নগরী এখন কার্যতঃ অবরুদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর সূত্রে জানা যায় যে, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবরের মধ্যে এক সুপরিকল্পিত ও ব্যাপক গেরিলা অভিযান চালাইয়া মুক্তিবাহিনী ঢাকা শহরের চারিদিকে ৩০ মাইল পরিধির মধ্যে দেশের অন্যান্য জেলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী সব কয়টি সড়ক ও রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

এই অভিযানে গেরিলা বাহিনী ঢাকার পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ডেমরা শিল্পাঞ্চল, উত্তরে ঝিনারদি, নয়নবাজার, মঠখোলা, চর মন্দালিয়া ও কাটিয়াদি, দক্ষিণে নবাবগঞ্জ দুয়ার এবং পশ্চিমে কালিপুর, মধুপুর এলাকা ও ঢাকা টাঙ্গাইল সড়ক পথে আক্রমণ চালায়। এই সব রাস্তায় মুক্তি বাহিনী প্রায় সব কয়টি কালভার্ট ও রেলসেতু উড়াইয়া দেয় এবং প্রধান প্রধান সড়ক ও রেলপথে মাইন পুঁতিয়া রাখে।

প্রধান কয়টি সড়কে এই সময়ে গেরিলারা হালকা অস্ত্র ও গ্রেনেডের সাহায্যে সাতটি আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া ৬০ জন শত্রু সেনা ও ১০০ জন রাজাকারকে খতম করিয়াছে।

এই সব অভিযানের ফলে ঢাকা শহর কার্যত অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অপর একটি খবরে প্রকাশ, দুই শত ফেরী কর্মচারী কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে ফেরীঘাট সমূহ দিয়া সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাক হানাদার বাহিনী এক শহরের বাহিরের ঘাঁটিগুলিতে সরবরাহের জন্য বাধ্য হইয়া হেলিকপ্টার ব্যবহার করিতেছে।

সূত্র: *মুক্তিযুদ্ধ*, ১০ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৩৫ মহানগরী ঢাকা অবরুদ্ধ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মুজিবনগর. ৮ই অক্টোবর-মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে এবং উপর্যুপরি হামলা জনিত চাপ সৃষ্টির ফলে মহানগরী ঢাকা এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে নিদারুণ মার খেয়ে খান সেনারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এখানে সেখানে পথেঘাটে সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর চোরাগোপ্তা আক্রমণে খান সেনারা খেই হারিয়ে ফেলেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে কমপক্ষে ৩০০ জন দস্যু সৈন্য নিহত হয়েছে।

ঢাকা জেলার পূর্বাংশে বাংলাদেশের গেরিলারা পাঁচরুখিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সেতু ডিনামাইট বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়ায় ঢাকা নগরী ও শিল্প শহর নরসিংদীর মধ্যে রেলসহ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে পাক-ফৌজ জিনার্দিতে যে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল, মুক্তিবাহিনী সেটি দখল করে নিয়েছেন এবং এ ক্যাম্প থেকে প্রচুর চীনা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করেছেন। দাউদকান্দির ফেরী সার্ভিস দখল করে গেরিলারা ঢাকা চট্টগ্রাম রাজপথে শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়েছেন।

মুক্তিসেনারা ওঁৎ পেতে থেকে জেলার উত্তর সীমায় মনোহরদী ও নারানবাজারে ষাটজন পাকিস্তানী সৈন্যকে খতম করেন, তাদের হাতে ২৩শে সেপ্টেম্বর টহলদার পাক সৈন্য ও তিনজন অফিসারও ঢাকা শহরে নিহত হয়।

ঢাকা ময়মনসিংহ সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এক সাংঘাতিক সংঘর্ষে ৬৫ জন পাক সৈন্য নিহত হয়েছে। গেরিলারা কাওরাহদে আক্রমণ চালিয়ে পাক সেনাবাহিনীর একখানা ট্রেন ধ্বংস করেছেন।

ঢাকা প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, ঢাকার চতুস্পার্শ্বে নদীবেষ্টিত অঞ্চলে দুই শতাধিক খেয়াচালক কাজ বন্ধ করে দেয় যাত্রা চলাচল বন্ধ ও দুধ মাছ টাটকা তরিতরকারি প্রভৃতির দাম শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে গেছে।

মুজিবনগর থেকে প্রচারিত সমর বুলেটিনে প্রকাশ, গত ১৫ দিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন খণ্ডে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে প্রায় ১০০ পাক সৈন্য খতম হয়েছে।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক বাংলা*, ১০ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৩৬ সাবেক ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড

গতকাল শনিবার সকালে ময়মনসিংহ রোডের একটি তালাবদ্ধ বাড়ীতে এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই রোডের ১০৩ নম্বর এই বাড়ীটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর জনাব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বলে দমকল বাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়ে পিপিআই জানিয়েছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত বলে দমকল সূত্রে জানান হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কিছু বইপত্র, বিছানা, লেপ তোষক পুড়ে গেছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৩৭ ভীত সন্ত্রস্ত ঢাকা

নয়াদিল্লী ১৭ অক্টোবর- "ভীত সন্ত্রস্ত ঢাকা শহর"। তিনদিনব্যাপী বাঙলাদেশ সফর শেষ করে নয়াদিল্লী ফিরে এসে সুইডেনের সাংবাদিক লারগানার এরল্যান্ডসন এই মর্মে মন্তব্য করেছেন। সংবাদ আই পি এর।

রেডিও সুইডেনের প্রতিনিধিরূপে ঢাকা সফরের পর শ্রী এরল্যান্ডসন বলেছেন যে সর্বত্রই যে পাক সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে তা নজরে আসবেই। সমস্ত সুবিধাজনক স্থানে, এমন কি ডাকঘর ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সামরিক প্রহরা রয়েছে। হোটেলে প্রবেশ করার ও বাইরে আসার সময় তল্লাসী চালানো হচ্ছে।

ঢাকা সন্ত্রাস-কবলিত শহরে পরিণত হয়েছে। সূর্যাস্তের পূর্বেই দোকান-পাট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই সময়ে যুবকদের রাস্তায় দেখাই যায় না।

শ্রী এরল্যান্ডসন বলেছেন যে যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার ছাত্রের তালিকা রয়েছে, কিন্তু ৩ থেকে ৪শ ছাত্র ক্লাসে যোগ দেয়। সংবাদপত্রগুলির ওপর সেন্সরের কড়াকড়ি ব্যবস্থা রয়েছে। 'বাঙলাদেশ' শব্দটি সংবাদপত্রের চৌহদ্দীর মধ্যে কোন স্থান নেই এবং শেখ মুজিব সম্পর্কিত যে কোন সংবাদেরও ঐ একই হাল।

তিনি আরও বলেছেন যে সফররত সাংবাদিকের পক্ষে পরিস্থিতির সঠিক চিত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

ঢাকার বাইরে সফর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুক্তি বাহিনী ও তার কার্যকলাপের সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে শহরে এসে পৌছায়। গেরিলাদের মাইন আক্রমণে চট্টগ্রামে বন্দরে জাহাজ ধ্বংসের সংবাদ ঢাকায় পৌছেছিল।

শ্রী এরল্যান্ডসন বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের হাতে ত্রাণ বাবদ সাহায্য বিলি-বন্টনের দায়িত্ব রয়েছে সেহেতু বিভিন্ন দেশের প্রদত্ত সাহায্যের বিলি বণ্টন মোটেও আশাপ্রদ নয়।

তিনি এই মর্মে অভিমত করেছেন যে ত্রাণবাবদ সাহায্যের বেশির ভাগটাই পাক সেনারা ভোগ করছে।

সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তার*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৩৮ মৃত নগরী ঢাকা

(কলকাতা প্রতিনিধি)

রেডিও সুইডেনের প্রতিনিধি মিঃ এরল্যাণ্ডসন তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশ সফর সমাপ্ত করে সম্প্রতি দিল্লীতে সাংবাদিকদের জানান যে, ঢাকা সন্ত্রাসকবলিত শহরে পরিণত হয়েছে। সূর্যাস্তের পূর্বেই দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই সময়ে যুবকদের রাস্তায় দেখাই যায় না। এছাড়া সর্বত্রই পাকবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। সমস্ত সুবিধাজনক স্থানে, এমন কি ডাকঘর ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সামরিক প্রহরা রয়েছে। হোটেলে প্রবেশ করার ও বাইরে আসার সময় তল্লাসী চালানো হচ্ছে।

মিঃ এরল্যাণ্ডসন বলেছেন যে, যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ছাত্রের তালিকা রয়েছে, কিন্তু তিন থেকে চারশো ছাত্র ক্লাসে যোগ দেয়। সংবাদপত্রগুলির ওপর সেন্সরের কড়াকড়ি ব্যবস্থা রয়েছে। 'বাংলাদেশ' শব্দটি সংবাদপত্রের মধ্যে কোন স্থান নেই এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত যে কোন সংবাদের ঐ একই অবস্থা। তিনি আরো বলেছেন যে, সফররত বিদেশি সাংবাদিকের পক্ষে পরিস্থিতির সঠিক চিত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব। ঢাকার বাইরে সফর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপের বিভিন্ন সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে শহরে পৌছায়। গেরিলাদের মাইন আক্রমণে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ডুবানোর সংবাদ ঢাকায় পৌছেছিল।

মিঃ এরল্যাণ্ডসন ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, যেহেতু বিদেশি ত্রাণ-সামগ্রী বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব পাক কর্তৃপক্ষের হাতে সেহেতু বণ্টন মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ত্রাণ-সামগ্রীর সিংহভাগই পাক সেনারা ভোগ করছে।

সূত্রঃ *স্বদেশ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৩৯ ঢাকা এখন অবরুদ্ধ নগরী

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মুজিবনগর, ২০শে অক্টোবর–পাক হানাদারদের এখন কাঁদুনি সুরু হয়েছে। যারা ভেবেছিল, মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টায় তারা বাংলাদেশকে শায়েস্তা করতে পারবে, তারা এখন নিজেদের বোকামীর কথা বুঝতে পেরে, ঢাকা শহরেই আত্মরক্ষার জন্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সংবাদে প্রকাশ, ঢাকার সদর ঘাটের বুড়িগঙ্গার তীরকে এখন কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। মাঝে মাঝে স্থাপন করা হয়েছে 'চেকপোস্ট'। নদী পথে যারা ঢাকায় আসে, এই সব স্থানে ভালোভাবে তল্লাসী করা হয়।

যে সব 'বাস' বাইরে থেকে ঢাকায় আসে, শহরের প্রবেশ মুখে পাক হানাদাররা তাদের যাত্রীদেরও ভালোভাবে তল্লাসী করে। পাক হানাদারদের আশংকা, এই সব পথ দিয়েই মুক্তি বাহিনীর বীর গেরিলারা ঢাকা শহরে প্রবেশ করতে পারে।

পাক হানাদারদের মনোবল এতোটা নেমে গেছে যে কাগজে থাকলেও তাদের মধ্যে ছোটাছুটি পড়ে যায়। কেউই সাহস করে সেই বস্তুর কাছে যায় না। তাদের আশংকা সম্ভবতঃ কাগজে জড়ানো ঐ বস্তুটি 'টাইম বম' ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অনেক সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে যখন ঐ মোড়ক খোলা হয়, হয়তো তার মধ্যে দেখা যায়, কিছু পরিমাণ কমলা লেবুর খোসা। ঢাকার অধিকাংশ অফিসের চার পাশে উঁচু প্রাচীর উঠেছে। ফটকের সামনে উঠে ব্যাফেল ওয়াল বা বিকল প্রাচীর। ঢাকার রাস্তায় পাক হানাদাররা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। ফৌজি গাড়িগুলি অতি দ্রুত রাস্তা দিয়ে ছুটে পালায়। ঢাকার রাত এখন পাক হানাদারদের চোখে বিভীষিকা নিয়ে আসে। শহরের বিভিন্ন অংশে মুহুর্মুহু বোমার শব্দ শোনা যায় সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ। লোক চলাচল বন্ধ। কোন কোন অংশে মুক্তি বাহিনীর বীর গেরিলারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র উড়িয়ে দেওয়ায় শহরের বহু অঞ্চলে ভুতুড়ে অন্ধকার বিরাজ করে।

সংবাদে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী বীর গেরিলারা খোদ ঢাকা শহরেই তাদের 'খতমি কারবার' শুরু করে মোনেম খাঁর সুরক্ষিত গৃহে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়েই দুঃসাহসী গেরিলাদের কর্মকুশলার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুতুল গভর্ণর মালেকের পুতুল মন্ত্রীসভার জনৈক সদস্যকে ঘায়েল, বক্সীবাজারের নিকটবর্তী মেডিক্যাল মেসের কাছে তিনজন রাজাকারকে খতম, একটি ব্যাংকের নিকটে দাঁড়ানো একটি বাড়ীতে বোমা মেরে পাঁচজনকে হত্যা ইত্যাদি কাজ ঢাকা শহরের অস্বাভাবিক অবস্থার কথাই প্রমাণ করে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ঢাকা এখন অবরুদ্ধ নগরী। স্বাভাবিক জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য তার কোথাও লক্ষ্য করা যায় না।

সূত্রঃ *মায়ের ডাক*, ২২ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৪০ অন্ধকারের অতলে ঢাকা শহর

মুক্তি বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা দখলীকৃত ঢাকা শহরে আরো ব্যাপক ও জোরদার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গেরিলা যোদ্ধারা সম্প্রতি ঢাকা শহরের চার পাশের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে সারা শহর গভীর অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়ে দিয়ে হানাদার সৈন্যদের বিব্রত করে ফেলেন। এ আক্রমণে একটি বৈদ্যুতিক সাব ট্রান্সমিশন সেন্টার বিধ্বস্ত করে এবং একটি গ্যাস লাইন উড়িয়ে দিয়ে সিদ্ধেশ্বরী ও ঘোরাশালের মধ্যে সরবরাহকারী লাইন বিপর্যস্ত করেছেন। এছাড়াও ঢাকার সন্নিকটে কাঞ্চনে অবস্থিত একটি পাটকলের বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন ধ্বংস করে দিয়েছেন।

সূত্রঃ *জয় বাংলা*, ২২ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৪১ আজ থেকে ন্যায্য মূল্যের বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হচ্ছে কেরোসিনের কৃত্রিম সংকট চরমে উঠেছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত কিছুদিন থেকে ঢাকার বাজার কেরোসিন তেলে যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে গতকাল মঙ্গলবার তা চরমে উঠে। গতকাল সকাল থেকেই কেরোসিন তেল বাজার থেকে উধাও শুরু করে। দুপুরের পর থেকে বাজারে তেল পাওয়া যায়নি।

সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন বাজারে কেরোসিন তেলের দোকানগুলো প্রায় বন্ধ থাকে। তবে কোন কোন দোকানে মাথা পিছু এক সের করে করে তেল দেয়া হয়েছে। ফলে তেলের জন্য লম্বা কিউ করে খদ্দেরদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

এদিকে গতকাল পিপিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে আজ বুধবার থেকে জনসাধারণের নিকট কেরোসিন তেল বিক্রয়ের জন্যে পিএনও কেরোসিন তেল বিক্রয় কেন্দ্র খুলছেন।

গতকাল সন্ধ্যায় পিএনও একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে শহরে কেরোসিন তেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৪২ ঢাকা এখন ফ্যাসিষ্টদের কবলে

দিল্লীর নিউ ওএভ কাগজ থেকে সংগৃহীত/ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত গত ২৮শে সেপ্টেম্বর কলিকাতাস্থ গ্র্যাণ্ড হোটেলে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ষ্ট্যানলি টাইগারম্যানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি বিশ্বব্যাঙ্ক সংস্থার পক্ষ থেকে পূর্ববঙ্গে কাজ করছিলেন এবং ২৫ তারিখে ঢাকা থেকে ব্যাংকক হয়ে কলিকাতা আসেন। তরুণ চল্লিশোর্ধ্ব টাইগারম্যান তাঁর ঢাকা সফরে খুব বিচলিত মনে হল।

"আমি তো রাজনৈতিক লোক নই" প্রথমেই তিনি বললেন, "আমি আমার পেশার মধ্যেই ডুবে থাকি। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে আমার কোন মতামত থাকবে না। আমি ঢাকা ও পূর্ব বাংলায় যাই ১৯৬৪ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের ৫টি টেকনিক্যাল ইনষ্টিট্যুট তৈরীর কাজে। সিলেট, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর ও পাবনা প্রতি জায়গায় একটি। আমার কাজটাও ভালো লাগত এবং খুব তাড়াতাড়ি পূর্ব বাংলার মানুষকেও আমি ভালো বাসলুম। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে আমি ১৬ বার পূর্ব বাংলায় গেছি এবং আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমার আমেরিকাতে যত বন্ধু আছে বাংলাদেশে তার চেয়ে কম নেই। এর আগের বার আমি ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে ঢাকা গিয়েছিলাম যখন নির্বাচনের ফলাফল সবে বেরিয়েছে এবং বাঙালি সাধারণের নিজভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দাবিকে আমি সমর্থন করেছিলাম। আমি সমস্ত সামরিক সরকার ও পুলিশ রাষ্ট্রের একনায়কত্বকে ঘৃণা করি এবং আমি পাকিস্তান সামরিকচক্রের বিষয়ে আমার মতামত গোপন করিনি।"

"২৫শে মার্চ থেকে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম-বাংলাদেশের আন্দোলন এর সাফল্য নিয়ে এবং আমার ঢাকা ও অন্য জায়গার বন্ধুদের নিয়ে। তাই চার সপ্তাহ আগে

আমি আবার পূর্ব পাকিস্তানে রওনা হই। ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছতেই বুঝলাম অবস্থা বেশ কঠিন, কারণ সমস্ত যাত্রীকেই খুঁটিয়ে সার্চ করা হল এবং প্রত্যেকেরই শরীর সার্চও হল এর এক অংশ। তারপর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যেতেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম চিহ্ন দেখতে পেলুম সেখানেই। আসা যাওয়ার প্রতিবারই আমাদের সার্চ করা হত শরীর।"

"ওপরে ওপরে ঢাকা স্বাভাবিক বলা হয়। কিন্তু কোথায় স্বাভাবিকতা? যেখানে মধ্যরাত্রি অবধি ৭০ এর ডিসেম্বরেও আমি দেখেছি শহর প্রাণবন্ত, সেখানে সন্ধ্যে সাতটা থেকে দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্জন! তাছাড়া দিনের আলোয়ও পথে ঢাকার রাস্তায় খুব কম অল্প বয়সী ছেলে দেখা যায়–তরুণী তো প্রায় একটিও না। আমি অন্ততঃ বাঙালি মেয়ে ঢাকার রাস্তায় গোটা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে একবারও দেখিনি।"

"একদিন কার্যগতিকে কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে দেখি বিশফুট দেয়াল ও কাঁটাতারের বেড়া উঠে গেছে সেই বাড়িটার চারপাশে লাইনে দাঁড়িয়ে দেখি, যে কেউ বাড়ীতে ঢুকছে সবাইকে পাকসৈন্যরা সার্চ করছে–আমাকেও করল। যে কোন সরকারী অফিসেরই আজ এই হাল।"

"আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছে "তাহলেও মানুষ পাক সৈন্যের কাজ করছে কেন?" আমি ঢাকায় আমার নিজচোখে দেখা এক দৃশ্য বলি। একটা রাস্তা মেরামত চলছিল বাঙালি মজুর দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা ধরে। সত্তর আশিজন পাকসৈন্য রিভলবার হাতে এবং বেয়োনেট লাগানো রাইফেল হাতে তাদের তদারক করছিল। কোন সামান্যতম গোলমাল হলেই দুচারজন লোককে সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারা উধাও হয়ে যায়। অন্যান্য বিদেশি বন্ধু ও আমার বাঙালি বন্ধুরা একই কথা বললে: ঢাকায় সরানো মানেই ঐসব লোককে গুলি করে শেষ করা হয়েছে অথবা তাদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। ঢাকার সর্বত্র বিশেষতঃ ইউনিভার্সিটি পাড়ায় (যেখানে জগন্নাথ হলের ধ্বংস স্তুপ দেখলাম) পাকসৈন্য গাড়ী করে মানুষের দিকে অটোমেটিক বন্দুক উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়, শহরের সর্বত্র হাওয়ায় হাওয়ায় সকাল থেকে সন্ত্রাস ভেসে বেড়ায় অদ্ভুতভাবে। যেকোন স্বাভাবিক পুরুষ বা মেয়ে ঢাকায় কাজ করতে ঘৃণা বোধ করবে। এই যদি ফ্যাসিজম এই যদি পুলিশ রাষ্ট্র না হয়, তবে এটা কী?

আমাদের প্রকল্পের অনেক কর্মীকে শেষ করে নেওয়া হয়েছে এবং আমি স্থিরনিশ্চিত কোন স্বাভাবিক মানুষ, কোন গণতন্ত্র বিশ্বাসী, পাক জঙ্গীর জন্য কাজ করতে পারে না। আমি আমেরিকা ফিরে যাচ্ছি–কারণ এখন এই কাজ চালানো অন্যায় এবং অসম্ভবতো বটেই, আর আমি নিজে তো আমেরিকায় সিভিল রাইটস্ এর পক্ষে ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিপক্ষে। তাহলে আমি কি করে পাকিস্তানের পুলিশ রাষ্ট্রের জঙ্গী একনায়কত্বের হয়ে কাজ করি? আমি আর কখনো পাকিস্তানে ফিরে যাবো না, যদিও স্বাধীন বাংলা দেশের জন্য কাজ করতে পেলে আমি সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় কাজ বলে বরণ করে নেব।"

আমার সময় হয়ে গিয়েছিল। যাবার আগে প্রশ্ন করলুম "বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?" স্থির শান্ত গলায় টাইগারম্যান বললেন, "আমি স্বাভাবিক ভদ্রলোক, হিংসা আমি ভালোবাসি না, আমি খুশি হতাম যদি ওখানে রাজনৈতিক সমাধান হত। কিন্তু বিশ্বাস কর, পদ্মায় লালরক্ত অনেক বয়েছে; তাকে

এড়িয়ে বাংলার মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু মেনে নিতে পারে না। আবার ইয়াহিয়া গোষ্ঠীর শিকারী বাজেরা বাংলাদেশকে ইচ্ছামত স্বাধীন হতেও দেবে না। তাই বাংলাদেশকে স্বাধীনতার জন্য লড়তে হবে, লড়তেই হবে। যদিও তা দশ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং জঙ্গীশাহী সেখানে চলবে না আমি ঢাকা ও আশেপাশে এক মাসে অনেক বাড়িতে গেছি। সর্বত্র মানুষ ছেলেবুড়ো মিলে স্বাধীন বাংলা রেডিও শোনে এবং মুক্তিবাহিনীর জয়কে অভিনন্দন জানায়। মৃত্যুহীন এই মুক্তিস্বপ্নকে কে নিরস্ত করতে পারে?"

সূত্র: *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৪৩ ঢাকার অভ্যন্তরে

রেডিও সুইডেন

তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফর শেষ করে নয়াদিল্লী ফিরে এসে সুইডেনের সাংবাদিক মিঃ লাগানার এরল্যাগুসন মন্তব্য করেন যে, ভীত সন্ত্রস্ত ঢাকা শহর।

রেডিও সুইডেনের প্রতিনিধিরূপে ঢাকা সফরের পর মিঃ এরল্যাগুসন বলেন যে, সর্বত্রই পাক সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে তা চোখে পড়বেই। সমস্ত সুবিধাজনক স্থানে এমনকি ডাকঘরে ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালেও সামরিক প্রহরা রয়েছে। হোটেলে ঢোকার সময় ও বাইরে আসার সময় তল্লাসী চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'ঢাকা সন্ত্রাস কবলিত শহরে পরিণত হয়েছে। সূর্য্যাস্তের পূর্বেই দোকান-পাট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই সময়ে যুবকদের রাস্তায় দেখাই যায় না।'

মিঃ এরল্যাগুসন বলেন যে, যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার ছাত্রের তালিকা রয়েছে কিন্তু ৩ থেকে ৪শ ছাত্র ক্লাশে যোগ দেয়।

তিনি বলেন যে, সফররত সাংবাদিকদের পক্ষে পরিস্থিতির সঠিক চিত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ঢাকার বাইরে সফর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুক্তি বাহিনী ও তার কার্যকলাপের সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে শহরে এসে পৌছায়। গেরিলাদের মাইন আক্রমণে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ধ্বংসের সংবাদ ঢাকায় পৌছেছিল।

মিঃ এরল্যাগুসন বলেন, যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের হাতে ত্রাণ বাবদ সাহায্য বিলিবন্টনের দায়িত্ব রয়েছে সেহেতু বিভিন্ন দেশের প্রদত্ত ত্রাণ সাহায্যের বিলিবন্টন মোটেই আশাপ্রদ নয়।

তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ত্রাণ বাবদ সাহায্যের বেশীর ভাগটাই পাক সেনারা ব্যবহার করছে।

সূত্র: *জয় বাংলা*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭১

৮.৪৪ ঢাকায় হানাদার জল্লাদের নতুন কৌশল

জল্লাদ ইয়াহিয়ার হানাদার সেনাবাহিনী চরম পরাজয় ও নিশ্চিন্ত মুখে পৌছিয়া আবার তাহাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের জঘন্য খেলা শুরু করিয়াছে। জঙ্গীচক্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ

বলিয়া কথিত ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের সুতীব্র গেরিলা আক্রমণে দিশাহারা হইয়া হানাদার জল্লাদ বাহিনী সম্প্রতি ঢাকার উপকণ্ঠে কয়েকটি গ্রাম পোড়াইয়া দিয়াছে তাড়া করিয়াছে প্রায় তিনশত গ্রামবাসীকে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে পোড়াইয়া দিয়াছে তাহাদের ঘরবাড়ি।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা গিয়াছে নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকেই দখলদার জানোয়াররা এই পৈশাচিক আক্রমণ চালায় এবং ঢাকার উত্তরে একদিনেই ৩০ জনকে হত্যা করে।

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের একজন আলোকচিত্র শিল্পী ঢাকার প্রায় ৭ মাইল উত্তরে তিনটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পান, গ্রামের অধিকাংশ কাঁচা ঘর বাড়িই ভস্মীভূত হইয়াছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁহাকে অন্যান্য গ্রামগুলি পরিদর্শন করিতে দেয় নাই। কয়েকজন গ্রামবাসী এই মার্কিন আলোকচিত্রীকে জানান প্রায় ৫০০ জন খানসেনা তিন বার এই গ্রামগুলির উপর আক্রমণ চালায়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘর বাড়িতে খানসেনারা গ্র্যানেড নিক্ষেপ করে। যেসব মানুষ জ্বলন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে তাহাদেরকে খান-বাহিনীর পশুরা হত্যা করেছে। মুজিবনগরে এই ধরণের আরো খবর আসিয়া পৌঁছিতেছে। বিবরণে জানা যায় খান সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত অগ্রগতির মুখে ঢাকা শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার প্রস্তুতি লইতেছে। তাহারা শহরের চারিদিকে শহর হইতে ৪ মাইল দূরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছে।

নদী বিধৌত বাংলাদেশের নদীর উপর সেতুগুলি আজ আর অক্ষত নাই। ফেরীঘাটগুলি মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমাগতঃ দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালাইয়া চলিয়াছে। অধিকৃত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বস্তুতঃ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূত্রঃ *বাংলার বাণী*, ২ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৪৫ ঢাকা আজ এক বিচ্ছিন্ন নগরী

ঢাকা হইতে ডেইলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, গত ৩রা নভেম্বর তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পোষাক পরিধান করিয়া ঢাকার প্রধান পাওয়ার ষ্টেশনের ভিতরে ঢুকিয়া পড়েন। কয়েক দিন পূর্বে তিনজন ইঞ্জিনিয়ারের নিহত হওয়া সম্পর্কে তদন্ত করিতে আসিয়াছেন বলিয়া তাহারা প্রহরীদের জানান। অতঃপর মুক্তিযোদ্ধারা উক্ত পাওয়ার ষ্টেশনের চারটি জেনারেটের এর মধ্যে তিনটি উড়াইয়া দেন এবং প্রহরীদের চোখে ধুলা দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়েন।

মুক্তিযোদ্ধাদের জোর তৎপরতার ফলে ঢাকার আশেপাশে ত্রিশ মাইল এলাকাব্যাপী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা পাওয়ার ষ্টেশনের ইঞ্জিনিয়াররা জানান আগামী কয়েকদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং বৈদেশিক কূটনীতিকদের আবাসস্থল ছাড়া অন্য কোথাও আলো জ্বলিবে না।

অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া খবরে জানা যায়, ঢাকা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঢাকা হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়কসমূহ ত্রিশ মাইলের ভিতর নষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং প্রধান সড়কগুলির

উপর মাইন সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

আমেরিকার সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানাইয়াছেন মুক্তিযোদ্ধারা দুইটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অবরোধ করিয়া বেশ কিছু অর্থ উদ্ধার করেন।

ঢাকা পুলিশ সূত্র হইতে জানা গিয়াছে তিনজন যুবক স্টেনগান হাতে ব্যাংকে ঢুকিয়া পড়েন। ঘটনাস্থল পরিত্যাগের পূর্বে তাহাদের সহযোগিতাদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাংক কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান।

গত অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখে পিলখানা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুঁতিয়া রাখা মাইনের আঘাতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই একটি লরি বিধ্বস্ত হয়। ৯ই অক্টোবর ঢাকা ক্যান্টমেন্টের বাহিরে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টার আক্রমণে বেশ কিছু সংখ্যক হানাদার সৈন্য খতম হয়। তাহারা নরসিংদির কাছে তিতাস গ্যাস পাইপ লাইনও উড়াইয়া দেন।

৪ঠা নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা নৌবাহিনীর জনৈক প্রাক্তন অফিসারের চারিজন পুত্রকে খতম করেন। তাহারা লুট এবং বাঙ্গালী হত্যায় হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করিতেছিল।

ঐ দিন রাত্রে বীর গেরিলারা সবুর খাঁর বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।

তেজগাঁ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা নৌকায় করিয়া টহলদানরত একদল পাঞ্জাবী সেনার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। উক্ত সংঘর্ষে ৫ জন জানোয়ার নিহত এবং ৬ জন আহত হয়।

নভেম্বরের তিন তারিখে বাগডাঙ্গা এলাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন এবং বিভিন্ন টেলিফোন স্তম্ভ উড়াইয়া দেন।

সূত্রঃ *বাংলার বাণী*, ৯ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৪৬ রোকেয়া হলে ডাকাতি

গত মঙ্গলবার দিবাগত শেষ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে এক মারাত্মক ডাকাতি সংঘটিত হয়। দুষ্কৃতিকারীরা হলের প্রভোষ্ট ও হলে অবস্থানকারী ছাত্রীদের হাজার হাজার টাকার মূল্যবান জিনিসপত্র লইয়া উধাও হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ রাত প্রায় সোয়া দুইটার সময় আনুমানিক ৬০-৭০ জন দুষ্কৃতিকারী রিভলবার, লোহার রড ও অনেক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া জোরপূর্বক রোকেয়া হলে প্রবেশ করে। তারপর তাহারা গেটে প্রহরারত ৪/৫ জন দারোয়ানকে বেদম প্রহার করে এবং তাহাদের বাঁধিয়া ফেলে। তাহারা হলের টেলিফোনের তার কাটিয়া ফেলে ও বিজলী বাতির মেইন সুইচ অফ করিয়া দেয়। অতঃপর দুষ্কৃতিকারীরা দুষ্কর্ম সাধনের জন্য ছাত্রীদের হোস্টেলের দিকে ধাবিত হয়। একতলা হোষ্টেলটিতে ৩০ জন ছাত্রী অবস্থান করিতেছিল, ডাকাতরা প্রথমে সেখানে হামলা চালায়। সেহ্‌রীর সময় একজন ছাত্রী হাতমুখ ধোয়ার জন্য রুম হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া বাথরুমে যাইতেছিল, ২/৩ জন দুষ্কৃতিকারী ছাত্রীকে চাপিয়া ধরে। দুষ্কৃতিকারীরা সেই অবস্থায় তাহাকে তাহার রুমে লইয়া যায় এবং তাহার ঘড়ি কলম টাকা পয়সাও গায়ের অলঙ্কার ছিনাইয়া নেয়। ইহার পর দুষ্কৃতিকারীরা ৭/৮ জন করিয়া বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ছাত্রী রুমে প্রবেশ করে এবং পিস্তল ও ছোরার ভয় দেখাইয়া তাহাদের ঘড়ি, কলম, অলঙ্কারাদী ও জিনিসপত্র লইয়া যায়।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উক্ত হোষ্টেলে তিনজন ছাত্রী সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। দুষ্কৃতকারীরা তালা ভাংগিয়া ছাত্রীদের কমনরুমে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে রেডিও ও টেলিভিশন সেটও লইয়া গিয়াছে।

ঘটনার পর ডাকাত দল হলের প্রভোষ্ট মিসেস আখতার ইমামের বাসভবন আক্রমণ করে। তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া বাসভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মিসেস আখতারসহ গৃহের সকলকে মারধোরের ভয় দেখাইলে মিসেস আখতার ইমাম প্রাণের ভয়ে টাকা-পয়সা, অলংকারাদী দুষ্কৃতিকারীদের হাতে তুলিয়া দেন। মিসেস আখতার ইমামের জামাতা জানান যে, দুইটি ঘড়ি, দুইটি রেডিও সেট, একটি টেলিভিশন ও ১টি টেপরেকর্ড ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র এবং নগদ প্রায় দেড় হাজার টাকা জানের ভয়ে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহারা মালামাল ও নগদ প্রায় ১৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

মিসেস আখতার ইমাম জানান যে, প্রায় ৬/৭ জন অস্ত্র সজ্জিত ডাকাত তাহার ঘরে প্রবেশ করে। তাহারা সবাই মুখোশ পরা ছিল। তাহাদের বয়স ২০/২২ বৎসর হইতে ৩০/৩২ বৎসর হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, হোষ্টেল ছাত্রী ও দারোয়ানরাও দুষ্কৃতিকারীদের চেহারা সম্পর্কে একই বর্ণনা দেন। মিসেস আখতার ইমাম আরও জানান যে, ইহা একটি সুপরিকল্পিত ডাকাতি। যে সকল দুষ্কৃতিকারীরা আসিয়াছিল, তাহারা হলে কোথায় কি আছে, তাহা পূর্ব হইতে জানিত বলিয়া মনে হয়। ডাকাতদল যখন তাহার বাসগৃহ ত্যাগ করে তখন প্রায় রাত ৫টা বাজে।

দুইজন দারোয়ান জানায় যে, আনুমানিক রাত সোয়া দুইটার সময় ৬/৭ জন দুষ্কৃতিকারী অস্ত্রসজ্জিত হইয়া গেট দিয়া জোর করিয়া হলে প্রবেশ করে। তারপর তাহারা পাহারারত সকল দারোয়ানকে বাধিয়া ফেলে। ছাত্রীদের হোস্টেল ও প্রভোষ্ট এর বাসভবনে হামলা চালানোর সময় হল এরিয়ার বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতিকারীরা পাহারা দিতেছিল। তাহারা হলের প্রভোষ্ট অফিস গৃহেও প্রবেশ করে। ভোর ৬টার দিকে অন্য এক জায়গা হইতে টেলিফোন যোগে রমনা থানায় খবর দেওয়া হইলে অবিলম্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এ সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১১ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৪৭ এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির অর্থ কি?

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত শেষে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাস রোকেয়া হলে সংঘটিত ডাকাতি সম্পর্কিত খবর গত বৃহস্পতিবার ঢাকার সকল দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার এই ঘটনা সম্পর্কে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি গতকাল শুক্রবার ঢাকার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, গত মঙ্গলবার রাত্রের ঘটনার সময় কতিপয় ছাত্রীকে অপহরণ করা হয় বলিয়া যে গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উহার মূলে কোন সত্যতা নাই।

কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই প্রেস রিলিজ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বোধ

করিলেন তাহা সহজে বোধগম্য নহে। কেননা, উক্ত ডাকাতি সম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার ঢাকার সকল দৈনিক পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ছাত্রী অপহরণের কোন কথা নাই। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিভি-ন্ন মহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন মহল এ সম্পর্কে এই রিপোর্টারের নিকট কয়েকদফা টেলিফোনও করিয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৩ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৪৮ ইহাদের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা আছে?

স্টাফ রিপোর্টার

শবেকদর ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কলেজ গতকাল শনিবার (১৩ই নভেম্বর) হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আগামী কাল সোমবার (১৫ই নভেম্বর) হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ঈদের ছুটি শেষ হওয়ার পূর্বে প্রদেশের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ হইতেছে না। ঈদের পর পুনরায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাশ শুরু হইবে।

ভারতীয় চর ও দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে রাজধানীর আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন এলাকায় যে মারাত্মক নাশকতামূলক ঘটনা ঘটিয়া গেল, ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। অথবা প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ইহাদের নির্বিঘ্নে চলাচলের নিশ্চয়তাবিধানকারী কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ কখনও গ্রহণ করা হয় নাই।

অভিভাবক ও শিক্ষামোদী মহল মনে করেন যে, শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব যাহাদের উপর রহিয়াছে সেই পুলিশ বাহিনীর কর্ম ধারায় আমূল পরিবর্তন সাধন একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহা না হইলে "অন্ধকারের হোতারা" আমাদের জাতির মৌলিক শক্তি শিক্ষা জীবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। আর ইহার পরিণতি যে কত সর্বব্যাপী তাহা সহজেই ধারণা করা যায়।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১৪ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৪৯ ঢাকায় চাপা আনন্দের সঞ্চার

ঢাকা, ১৫ই নভেম্বর : গত কয়েকদিন থেকে ঢাকা শহরের সর্বত্র একটা চাপা আনন্দের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধি ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে এই সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইদানীং খোদ ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযান এবং বিভিন্ন স্থানে হানাদার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে বলেন-সেই দিন আর দূরে নয় যেদিন ঢাকায় স্বাধীন

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে "গার্ড অব অনার" দেওয়া হবে। ঢাকা বাংলাদেশের হানাদার অধিকৃত এলাকায় অধিবাসীদের মনে এটা গভীর আনন্দের সঞ্চার করেছে। তদুপরি হানাদার কবলিত এলাকাগুলি ক্রমশঃই মুক্তিবাহিনী দখল করে নিচ্ছে এসব খবরও আর ঢাকাবাসীদের নিকট গোপন থাকছে না। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা বিস্ফোরণের ফলে হানাদারদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বিবিসি থেকে এই বলে মন্তব্য করা হয়েছে যে রাতের বেলা ঢাকা নগরী মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। এমনকি দিনের বেলায়ও পাকিস্তান থেকে যে সকল পুলিশ আমদানী করা হয়েছিল তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য একদিনের ধর্মঘট করেছে। এই সকল অবস্থা আজ ঢাকাবাসীর মনে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, সে দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন ঢাকা নগরী তথা সারা বাংলাদেশ নরঘাতক ইয়াহিয়ার দানবদের কবল মুক্ত হবে।

সূত্রঃ *বাংলাদেশ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৫০ ঈদের বাজার সরগরম

স্টাফ রিপোর্টার

প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরের অন্যতম জনমুখরিত বিপনী কেন্দ্র 'বায়তুল মোকাররম মার্কেট'। আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিপনী কেন্দ্রটি আরও কর্মমুখর ও কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মার্কেটে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত জামা, কাপড়, শাড়ী, জুতা ও অলঙ্কারাদির অবিরাম কেনাকাটা চলিতেছে।

অতি মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার প্রাদেশিক রাজধানীর এই আধুনিক ও অভিজাত বিপনী কেন্দ্রে গত ১২ই নভেম্বর এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ছয় জন নিরীহ ব্যক্তি নিহত ও অপর ৫৯ ব্যক্তি আহত হয়। এই নিহত ও আহত ব্যক্তিদের প্রায় সকলে ভিক্ষুক, রিক্সাওয়ালা।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৫১ ঢাকা ডায়েরী

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ঢাকা শহরে এখন পুরোদমে বেসামরিক প্রতিরক্ষা মহড়া চলছে। অবশ্য এমনিতেই জনসাধারণ সচরাচর ঘরের বাইরে থাকে না, রাস্তাঘাটগুলি সন্ধ্যা না নামতেই জনশূন্য হয়ে পড়ে। কারণ ভারতের থেকে বাঁচাবার জন্যই তাদের বাস্তবে প্রতিনিয়তই পালিয়ে বেড়াতে হয়।

প্রত্যেক বাড়ীর আঙ্গিনায় ট্রেঞ্চ খুঁড়তে বাড়ীর বাসিন্দাদের বাধ্য করা হচ্ছে এবং এই সপ্তাহে কয়েকবার 'ব্ল্যাক আউটের' মহড়া হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের অদূরে একটি কাপড়ের কলে পাক-বাহিনীর দালাল চাঁন মিয়া সর্দারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই নিয়ে এ সপ্তাহে ঢাকা জেলায় মোট আট জন অতি পরিচিত দালালকে খতম করা হলো।

পাক-সরকার বাঙালি ডাক্তার ও ইনজিনিয়ারদের দেশের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বৈধ পাসপোর্ট থাকলেও ডাক্তার ইনজিনিয়াররা এখন আর বাইরে যেতে পারবেন না। দেশের ভেতরে যে চরম বর্বরতা চলছে তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে বহু সংখ্যক ডাক্তার ও ইনজিনিয়ার মুক্তিবাহিনীর সাথে সহযোগীতা করার জন্য বিদেশ ঘুরে মুক্তাঞ্চলে চলে এসেছেন।

সম্প্রতি খুলনার অদূরে মুক্তিবাহিনীর পাতা মাইনে যে মার্কিন জাহাজটি ধ্বংস হয়েছে সেটিতে জাতিসংঘ থেকে প্রেরিত রিলিফ দ্রব্যাদি ছিল বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু রিলিফ দ্রব্য বিতরণের নামে আসলে ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদ পত্র সরবরাহ করা হচ্ছে বলেই সাধারণের ধারণা। তাছাড়া, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব রিলিফদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে, তা ইয়াহিয়ার দালালেরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে, ফলে এভাবে রিলিফ বিতরণের মাধ্যমে ইয়াহিয়ার সমর্থনে একশ্রেণীর দালাল তৈরী ছাড়া আর কোন কাজ হচ্ছে বলে মনে হয় না।

কাজেই সাধারণ মানুষ তথাকথিত রিলিফবাহী জাহাজ ধ্বংসের ব্যাপারে মোটেই দুঃখিত নয়।

সূত্রঃ *দেশ বাংলা*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৫২ ঢাকা বস্তুত: এক বিচ্ছিন্ন নগরী

আগরতলা ২৩শে নভেম্বর। মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক তৎপরতায় ঢাকা বস্তুত পক্ষে বহির্জ্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলি বাতিল হয়ে গেছে, আভ্যন্তরীণ মোটরযান চলাচল স্তব্ধ হয়েছে, নৌ যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঢাকায় পাকবাহিনী বস্তুত অবরুদ্ধ। সংবাদ বি.বি.সি'র। -সংবাদদাতা পাকিস্তানী নাগরিক নিজামুদ্দিন, সংবাদ প্রেরণ স্থল ঢাকা নগরী।

উক্ত সংবাদদাতার আরও পাক পিলে চমকানো সংবাদ- মুক্তি বাহিনী আজ মুন্সীগঞ্জ, লৌহজং, টঙ্গী এ তিনটি থানা দখল করে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা তুলে কুচকাওয়াজ করে বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ আধিপত্য কায়েম করেছে। তারা মুন্সীগঞ্জ থানার বড় দারোগা পিটিয়ে বেহেস্তে পাঠিয়ে দিয়েছে। থানাগুলিকে পুড়িয়ে অগ্নিশুদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর পুতুল গভর্ণর ডঃ মালিক পিণ্ডির উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭১

৮.৫৩ দখলীকৃত ঢাকা অন্যান্য শহর থেকে বিচ্ছিন্ন

(রণাঙ্গন প্রতিনিধি)

এ এফ পি'র এক খবরে প্রকাশ, বাঙালি গেরিলাদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় সম্প্রতি যশোর, সিলেট, চাটগাঁ, ঈশ্বরদি ও সৈয়দপুরের সঙ্গে ঢাকার স্থলপথে কোন যোগাযোগই ছিল না। বিমান পথই একমাত্র সম্বল। এখন সে যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঐ সব শহরের সঙ্গে ঢাকার আর কোন সংযোগ রইল না।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক জয়বাংলা*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

৮.৫৪ ঢাকায় জনগণ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে

ঢাকায় জনসাধারণ ভারতীয় হামলার মুখে অসাধারণ সাহসিকতা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে দৈনদিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এপিপি'র খবরে বলা হয় অফিসে উপস্থিতি স্বাভাবিক, ব্যবসায় বাণিজ্যও স্বাভাবিকতা চলছে।

ঢাকায় বেসামরিক জনসাধারণের উপর শত্রু বিমানের হামলা সত্ত্বেও জনসাধারণের মনোবল অটুট রয়েছে।

বিমান আক্রমণ সাইরেনের কর্তৃপক্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে নির্দেশ সত্ত্বেও তারা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন।

বিমান বিধ্বংসী কামান ও এফ বৈমানিকদের কাছ থেকে হামলাকারী ভারতীয় বিমানের উপর শিক্ষালাভে জনসাধারণ এই সাহসিকতা অর্জন করেছেন। তারা বুঝতে পেয়েছেন যে হামলাকারী প্রাদেশিকদের রাজধানীতে পৌঁছা সম্ভব।

শহরের বিভিন্ন বাজার স্বাভাবিকভাবে চলছে। জরুরী পরিস্থিতিতে সতর্কভাবেই কেনাকাটায় যে ভীড় দেখা যায় এবারও তাই হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর খুব বেশী নয়।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

৮.৫৫ শহরবাসী দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে

ভারতীয় বিমানের বারবার হামলা সত্ত্বেও রাজধানী ঢাকার জনসাধারণের মনোবল অটুট ও অক্ষুন্ন রয়েছে। জনসাধারণ দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে শান্ত চিত্তে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন রণাঙ্গনে হানাদারদের বিরুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর নতুন বিজয়ের খবর জনসাধারণের মনে এনে দিচ্ছে নতুন প্রেরণা।

এদিকে শহরের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ সভায় মিলিত হয়ে পাকিস্তানের উপর ভারতের হামলার নিন্দা জানিয়ে আসছে।

এবং পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য কামনা করেছে। পাকিস্তানের রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্যে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

অফিস, আদালত, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে চালু রয়েছে। হাটবাজার, দোকানপাট চলছে স্বাভাবিক নিয়মে। পণ্যের বিকিকিনি কয়েক দিন আগেও যেমন ছিল তেমনি রুটিন মাফিক ঢাকায় নাগরিকদের জীবন যাত্রা চলছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে ঢাকার বুকে বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর গত শনিবার সকালে রাস্তায় লোক ও যানবাহন চলাচল কিছু কম ছিল। কিন্তু সেদিন দুপুর থেকেই আবার জনসাধারণকে অধিকতর সংখ্যায় রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায়। তারপর থেকে স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক জীবনযাত্রা চলছে। এমনকি বিমান হামলার সময় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে জনসাধারণকে বাড়ীর ছাদ, বারান্দা, রাস্তায় ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে ঢাকার আকাশে বিমান যুদ্ধ অবলোকন করতে দেখা

গেছে। আকাশে যখন হামলাকারী জঙ্গী বিমান ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিমান সমূহের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে বিমান বিধ্বংসী গানের বুলেট, টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে সেসব বুলেটের খণ্ডাংশ ট্রেনার, হামলাকারী বিমান লক্ষ্যবস্তুর উপর বর্ষণ করছে বোমা, তখন লোকজনকে অবলোকন করতে দেখা গেছে।

বিমান হামলাকালে সতর্কতা ও আত্মরক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে আসছে। সম্ভবত: ঢাকার আকাশে অভূতপূর্ব এই দৃশ্য দেখার জন্যে এবং হানাদারদের পর্যুদস্ত করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে জনসাধারণ সতর্ক সংকত উপেক্ষা করে এসব করছেন।

নাগরিক জীবন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ যথাযথ ভাবে চালু করেছে এবং নাগরিকরা এদিক দিয়ে কোন দুর্ভোগের সম্মুখীন হননি।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

৮.৫৬ Mosquitoes, Malaria and Mold

In summer, the temperature hovers around 100 degrees, and in the winter it ranges between 50 and 70. The 35 square- mile city is drenched with about 100 inches of rain annually. With the rainy season from June to August come mosquitoes, malaria and mold.

But life continues. The battered taxicabs with meter that never seem to work twist through the streets as do the rickshaws. Classes go on at the university. Worshipers attend the 700 mosques.

Like other cities in the area, Dacca is noted for trade in rice, jute oil seeds, hides and sugar cane and for the manufacture of muslin, silver filigree and glass.

In the days before the partition of the subcontinent into India and Pakistan, Young men from the villages of what is now East Pakistan used to go to Calcutta to seek their fortunes. But after partition, Dacca became their goal.

On the subcontinent, it has long been accepted that the best sweets were Bengali and East Bengali at that, To most Indians Dacca brought visions of the curd confections, soaked in syrup, made by the Hindu minority.

"Sweet shops are to Dacca what pubs are to London" a Pakistani remarked in more peaceful times.

Last March, when the Pakistani army moved to crush the autonomy movement in East Pakistan, huge fires were touched off in various parts of Dacca, including the university area. Months later but before the war between India and Pakistan, block upon block of the city once crowded with

flimsy huts had been transformed into empty, dusty fields with only occasional heaps of debris to indicative that anything had once stood there. At the university there had been much patching and painting and the Hindu shopkeepers who made and sold sweets had either fled or been killed. Their shops were given to non-bengail moslems and others who sided with the Pakistani army.

Source: *The New York Times,* 14 December 1971

তথ্য সূত্র

১. সেলিনা হোসেন, "অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের জীবনযাত্রা ও গোপন প্রতিরোধ", দ্রষ্টব্য মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ ১৯৭১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৬ পৃ. ১১৮

২. মফিজুল্লাহ কবির, (অনুবাদ হাসিনা নিগার কবির), *স্বদেশে পরবাস: অবরুদ্ধ বাংলাদেশের জীবন* ১৯৭১, ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৮৪

৩. *ঐ*

৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ড. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)*, ২য় খণ্ড, ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ২০১৫, পৃ. ৭৪১-৭৪৭

৫. অবরুদ্ধ ঢাকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য জহুরুল হক, *নিষিদ্ধ নিঃশ্বাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭২; জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬; সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরি*, ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ২০০১; বাসন্তী গুহঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯১; হেনা দাস, *স্মৃতিময়* ৭১, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১; বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জার্নাল* ৭১, ঢাকা: পল্লব পাবলিকেশন, ১৯৭৩; মাহমুদ, হাসান, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, ঢাকা: পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯১; Mofizullah Kabir, *Experience of an Exile at Home, Life in occupied Bangladesh,* Dacca: Rezina Nazli Kabir, 1972; সেলিনা হোসেন, *একাত্তরের ঢাকা*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৯।

অধ্যায়-৯

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন

বিষয়বস্তু পরিচিতি

মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ। এ যুদ্ধে সকল শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এরপর পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ চলতে থাকে। ঢাকা শহর ছিল এর ব্যতিক্রম। ঢাকার চারিদিকে জালের মতো নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করায় এখানে নিয়মিত ও সরাসরি যুদ্ধ ছিল অসম্ভব। যে কারণে ২ নম্বর সেক্টরের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঢাকায় শিক্ষিত তরুণ-যুবকদের নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। ঢাকা অঞ্চল ২নং সেক্টরের অধীনে ছিল। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, পরে ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার কমান্ডার হন। ২ নম্বর সেক্টরের কাঁঠালিয়া, নবীনগর এবং মেঘালয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ দল গঠিত হয়। এছাড়া বিজয়পুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও দেরাদুনে আরো কয়েকটি দল গেরিলা প্রশিক্ষণ নেয়।

মূলত এপ্রিল মাসে ঢাকার একদল ছাত্র ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আগরতলা যায়। সেক্টর-২ এর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন হায়দার এই ছাত্র ও তরুণদের নিয়ে একটি বিশেষ গেরিলা দল গঠন করেন, যারা অল্প সময়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে মে-জুন মাসে ঢাকা আসতে শুরু করে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সফল অপারেশন চালায়। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে গেলে সুসজ্জিত পাকবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যা ডিসেম্বরে তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে।[১]

ঢাকার গেরিলা দল গড়ে ওঠে বেশ কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মনোবল অটুট রাখা, পাকিস্তানি বাহিনী, তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর ও আলশামসদের অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা পরাস্ত করা, গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু যেমন- যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা, যুদ্ধের জন্য লোকবল সংগ্রহ করা এবং তাদের ট্রেনিংয়ে পাঠানো এবং সার্বিক খবরাখবর সংগ্রহ করে যথাসময়ে নেতাদের কাছে পাঠানো ছিল তাদের কাজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ছিলেন এর অন্যতম প্রশিক্ষণার্থী। ঢাকার গেরিলা যুদ্ধের কিছু স্বতন্ত্র চিত্র লক্ষ করা যায়। ঢাকা শহরের গেরিলা অভিযানে কৌশলগত আধিপত্য অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল-তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও এর রাজধানী স্বাভাবিক ছিল না, যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে বিশ্ব দরবারে তা প্রমাণ করা। বিভিন্ন তথ্যাদি সেক্টরের মাধ্যমে মুজিবনগরের সেনা দপ্তরে পৌঁছানো, গেরিলা কার্যক্রম চালানো এবং ঢাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও আক্রমণ অব্যাহত রাখা। বিশ্ব মতামতকে প্রভাবিত করা, মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকার জনগণকে উজ্জীবিত রাখা, রাষ্ট্র এবং অফিস-আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত করা, যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অচল করা।[২] ঢাকা শহর ও তার চারপাশে পাকবাহিনীর ওপর চোরাগোপ্তা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণের লক্ষ্যে

বিশেষভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কয়েকটি গেরিলা দল তৈরি করা হয়। এর মধ্যে 'ক্র্যাক প্লাটুন' ছিল সবচেয়ে বড়। ঢাকায় বেশির ভাগ অপারেশন এ দলটি করে। এছাড়া এ লক্ষ্যে ঢাকায় 'স্বাধীনতা', 'গেরিলা', 'তিতিক্ষা' নামে সাইক্লোস্টাইলে (Cyclostyle) পত্রিকা প্রকাশ করত। ক্র্যাক প্লাটুনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপারেশন হলো দুই পর্যায়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল অভিযান, পাঁচটি ১১ কেভি পাওয়ার স্টেশন আক্রমণ ও এক্সপ্লোসিভ চার্জ, হামিদুল হক চৌধুরীর প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজে বিস্ফোরণ, ইপিআর গেট আক্রমণ, ভোগ নামক ডিপার্টমেন্টাল সেন্টার ও কয়েকটি পেট্রল পাম্প আক্রমণ, ফার্মগেট অপারেশন, কয়েকটি ব্যাংক অপারেশন, আমেরিকান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আক্রমণ এবং ডিআইটি ভবনে পাকিস্তান টেলিভিশন সেন্টারে বিস্ফোরণ।

ঢাকার অন্য দুটি গেরিলা দল ছিল ঢাকা গেরিলা (দক্ষিণ) এবং ঢাকা গেরিলা (উত্তর)। মূলত আজিমপুরে আদিলের নেতৃত্বে দক্ষিণের গেরিলা দলটি পরিচালিত হয়। তাদের গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন হচ্ছে নভেম্বরের শেষ দিকে নিউ মার্কেটের কাছে পেট্রল পাম্প অভিযান, আজিমপুর আর্মি রিক্রুটমেন্ট অফিসে গ্রেনেড চার্জ ইত্যাদি।

ঢাকার গেরিলা (উত্তর) দলটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ছিল কাকরাইল মোড়ে পেট্রল পাম্প ধ্বংস, পল্টনে দুটি পাক লরিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১৬ জন পাক সেনা হত্যা এবং শাহবাগে রেডিও পাকিস্তানে গ্রেনেড চার্জ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেনেড চার্জ।[৩]

ঢাকার গেরিলা অপারেশনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। গেরিলারা তাদের অভিযানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। তাদের প্রতিটি অভিযান ছিল পাকিস্তান সরকারের প্রচারিত 'স্বাভাবিক অবস্থার' ওপর সরাসরি আঘাত। সরকারি অফিস, আদালতে গেরিলা ভীতির কারণে কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। বেশ কিছু বিদেশি প্রতিনিধি দল বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশন, ব্রিটিশ সরকারের সংসদীয় দলের ঢাকা সফরকালে গেরিলারা ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল আক্রমণ করে পাকিস্তান সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে। বিশ্বব্যাংক ও ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফরের পরই জুলাই মাসে পাকিস্তান সরকারকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঢাকার শতাধিক গেরিলা অপারেশনের বেশির ভাগ বিদেশি সংবাদমাধ্যম, মুজিবনগর সরকার, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জানা যায়। জুন মাসে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের অভিযান শুরু হলেও এর আগে স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারা অভিযান শুরু করে। ১১ ডিসেম্বর মার্কিন তথ্য কেন্দ্র এবং ১৬ ডিসেম্বর মগবাজার ওয়্যারলেস বিল্ডিংয়ে সর্বশেষ গেরিলারা অভিযান চালায়। একইদিন টিএন্ডটি কলেজে বিস্ফোরণ চার্জ করে পরীক্ষা ভণ্ডুল করে।[৪]

ঢাকার গেরিলা অপারেশন সম্পর্কে ঢাকার পত্রিকাগুলো থেকে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যম পাকিস্তান সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকায় সরকার পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী বাহিনীর মনোবল ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় গেরিলাদের অভিযান ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। যে সকল খবর প্রকাশ করত তা ছিল খণ্ডিত, কখনো কখনো বিকৃত। খবরে গেরিলাদের 'আততায়ী', 'ভারতীয় চর', 'বিশ্বাসঘাতক', 'ব্রাহ্মণবাদের দালাল' ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করা হতো। আলোচ্য গবেষণায় সবচেয়ে বেশিভুক্তি রয়েছে ঢাকার গেরিলা অপারেশন নিয়ে। স্থানীয় পত্রিকা ও বিদেশি পত্রিকার

সংবাদ থেকে সহজেই বোঝা যাবে কোনটা কোথাকার পত্রিকা। গেরিলা অভিযানের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য বিদেশি সংবাদমাধ্যম ছাড়াও মুজিবনগর সরকার ও মুক্তাঞ্চলের পত্রিকা, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল বিশ্বস্ত উৎস। ভারতের ট্রেনিং নেওয়া গেরিলারা ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দ্বারাও কয়েকটি অভিযান হয়। জুন মাস থেকে বড় ধরনের অপারেশন হলেও এর আগে থেকে কিছু অভিযান স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারা শুরু করে।

স্থানীয় ভিত্তিতে পরিচালিত গেরিলা অভিযান সম্পর্কে মে মাসে দুটি সংবাদ প্রকাশ করে *দৈনিক সংবাদ* (আগরতলা) ২০ মে এবং ২২ মে। ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় গেরিলারা মে মাসের একটি অভিযানে ২টি সিনেমা হলে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ১৪ জন পাক সেনাকে হত্যা করে। *দৈনিক সংবাদ* (আগরতলা) পত্রিকায় বেশ কিছু প্রতিবেদনে গেরিলা অপারেশন সম্পর্কে জানা যায়। যদিও এ পত্রিকার কিছু কিছু তথ্য সঠিক ছিল না। যেমন ২০ মে এ পত্রিকায় গেরিলাদের টিক্কা খানের বাসভবনে আক্রমণের খবর সঠিক ছিল না। ৪ জুলাই *দি অবজারভারে* প্রকাশিত কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা আবদুল মতিনের ওপর গেরিলাদের অভিযানের খবর স্থানীয় কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। কলিং স্মিথ রচিত এই প্রতিবেদনে (প্রতিবেদন-৯.১০) গেরিলাদের এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। গেরিলাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল যোগাযোগ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করা। ৭ জুলাই *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের তথ্য জানা যায়। ঢাকার তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গেরিলাদের অপারেশন জানা যায় মুজিবনগর সরকার প্রকাশিত *বাংলাদেশ* পত্রিকা থেকে। *নিউইয়র্ক টাইমস* থেকেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংসের কাহিনি জানা যায়। গেরিলা অপারেশনগুলোর মধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৩ জুন গেরিলাদের অভিযান পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে তারা সেখানে গ্রেনেড হামলা করে। ঢাকার কোনো সংবাদপত্রে নিউজটি ছাপা হয়নি। *বাংলাদেশ নিউজ লেটারে* ১৫ জুলাই এটি প্রকাশিত হয়।

প্রবাসী সরকারের অনুমতি নিয়ে তখন বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অনিয়মিত পত্রিকা বের হতো। দেশে অবস্থানকারী বাঙালিরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে সংবাদ পরিবেশন করতেন। এর মধ্যে *জয় বাংলা*, *মুক্তিযুদ্ধ*, *বাংলার বাণী*, *সাপ্তাহিক বাংলা*, *অগ্রদূত*, *দৈনিক মুক্তিযুদ্ধ*, *নতুন বাংলা*, *মায়ের ডাক*, *রণাঙ্গন*, *অমর বাংলা*, *দেশ বাংলা* উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রিকার কোনো কোনোটি মুক্তাঞ্চল থেকেও বের হতো। পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দৈনিক পত্রিকা ও গণমাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের স্বাভাবিক অবস্থার খবর ও ছবি ছাপানোর বিপরীতে এসব পত্রিকা প্রকৃত ঘটনা ফাঁস করে দিত। ১৮ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা থেকে ঢাকার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে। নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের প্রেরিত সংবাদ থেকে জানা যায় ঢাকার অধিবাসীরা মৃত্যুপুরীর বাসিন্দা। অফিস-আদালত খুললেও কাজকর্ম হয় না, কিছুক্ষণ থেকে কর্মচারীরা বাসায় চলে যান। দুপুরের পর দোকানপাটে লোক কম থাকে, প্রায় জনশূন্য থাকে। এর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় ঢাকাবাসী প্রাণ ফিরে পায়। ঢাকার স্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়েও কোনো নতুন দালাল পাওয়া যাচ্ছে না। জুলাই মাসে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংসের খবর বিদেশি পত্রিকায় প্রাধান্য পায়। *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় ২১ জুলাই 'Pakistan Rebels blast Dacca

power plants' শিরোনামে সংবাদ ছাপে। এর আগের দিন গেরিলারা মালিবাগ, *ওলান*, গুলবাগ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ঢাকায় নেমে আসে অন্ধকার। যদিও এখানে ওলানকে জেলা বলা হয়েছে, এ তথ্যটি ভুল। জাপানের *Daily Yomiuri* এ সংবাদটি প্রকাশ করে ২৫ জুলাই। এখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বদলে গ্যাস সাপ্লাই ধ্বংসের কথা উল্লেখ ছিল। বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংসের এ খবরটি *সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ* প্রকাশ করে।

জুন-জুলাই মাসে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরবান গেরিলারা বিভিন্ন মিশন নিয়ে ঢাকায় অভিযান শুরু করলে সামরিক জান্তা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বিদেশিদের নিরাপত্তা বিবেচনা করে তাদের চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। রেস্তোরাঁগুলোতে আক্রমণ হওয়ায় সেখানে রাতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জুলাই মাসে আমেরিকান কনসালের বাড়ির কাছাকাছি গ্রেনেড নিক্ষেপ, গুলশান কূটনৈতিক পাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ পাকিস্তান সরকারের 'সব স্বাভাবিক' প্রচারণা মিথ্যা প্রমাণ করে। আগস্ট মাসে তাই পাকিস্তানি সেনাদের ঢাকায় টহল বেড়ে যায়। ভারতের *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় ১১ আগস্ট প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল 'দিনে জঙ্গী কবলে, রাতে মুক্তি সেনার ঢাকায় অবিরাম গেরিলা আক্রমণে খান সেনাদের আতঙ্ক, মনোবল ভগ্ন' (প্রতিবেদন ৯.২৮)। আগস্ট মাস থেকে পাকবাহিনী রাতে ও দিনে টহল দিত অনেক জন এক সাথে ও ভারী অস্ত্র নিয়ে। এতসবের মধ্যেও ১১ আগস্ট হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্বিতীয়বার গেরিলারা বিস্ফোরণ ঘটায়। স্থানীয় পত্রিকায় খুব ছোট করে সংবাদটি ছাপায়। *অবজারভার* প্রথম কলামে ২ লাইনে উল্লেখ করে 'Three explosions in the lavatory of Hotel Intercontinental, Dacca on Wednesday evening resulted in injuries to three foreigners', আগস্টে গেরিলাদের আরো একটি সফল অভিযান হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামীর ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা মাদানীর গেরিলাদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা। এ সংবাদটি বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকায় ছাপা হয়। অবজারভারের শিরোনাম ছিল 'Maulana Madani shot dead by Indian agents'. (প্রতিবেদন নং ৯.৩০) ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিস্ফোরণের সংবাদ ১২ আগস্ট *ডেইলি টেলিগ্রাফেও* প্রকাশিত হয় (প্রতিবেদন-৯.৩২)। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন পণ্ড করার জন্য গেরিলারা কিছু পরিকল্পনা নেয়। *দৈনিক যুগান্তর*, কার্জন হলে ১৬ আগস্ট এক আলোচনা সভা চলাকালে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ ১৭ আগস্ট প্রকাশ করে (প্রতিবেদন নং ৯.৩৬)। যদিও স্থানীয় পত্রিকায় এ সংবাদটি ছিল না। বরং প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ আলোচনা সভার সাফল্য বর্ণনা করে। *বিপ্লবী বাংলাদেশ* ২১ আগস্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অভিযান ও ইন্টারকন্টিনেন্টালে অভিযানের সংবাদ গুরুত্বসহ প্রকাশ করে। ভারত ও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় বিভিন্ন অভিযান এবং এতে পাকসেনা ও স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতির খবর ছাপে। কিছু কিছু সংবাদ ছিল প্রপাগান্ডামূলক এবং গেরিলা ও অবরুদ্ধ ঢাকাবাসীর মধ্যে মনোবল সৃষ্টির জন্য রচিত। যেমন- ১৪ সেপ্টেম্বর *বাংলার বাণীতে* 'সাবাস' শিরোনামে সংবাদে হোটেল বেয়ারা কর্তৃক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ৩ জন মদ্যপ পাক অফিসারকে গুলি করে হত্যার সংবাদ পরিবেশন করে (প্রতিবেদন নং ৯.৪৬)। তবে এ অভিযান কোনো সূত্রে সমর্থন পাওয়া যায় না। গেরিলাদের অভিযান নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থেও এ অভিযানের উল্লেখ নেই।

গেরিলারা অস্ত্র সংগ্রহ, আশ্রয় ও তাদের খরচ নির্বাহের জন্য কখনো কখনো ব্যাংক লুট করত। ব্যাংক লুটের জন্য বেশ কটি অভিযান হয়। এ খবরগুলো স্থানীয় দৈনিকে গুরুত্বসহ ছাপা হতো। অবশ্য আগস্ট মাস থেকে গেরিলাদের অভিযানের খবর স্থানীয় পত্রিকায় ছাপা হতো। তবে ভারতীয় দালাল, চর, হিন্দুস্থানের দোসর, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে আক্রমণকারীদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। হাটখোলা ব্রাঞ্চ হাবিব ব্যাংক লুটের সংবাদ *দৈনিক পাকিস্তান* ২৫ সেপ্টেম্বর *(প্রতিবেদন-৯.৪৯)* ছাপে। এতে বলা হয় ব্যাংক থেকে গেরিলারা ৩৮০০০ টাকা নিয়ে যায়। এ সংবাদটি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত *দি ডন* পত্রিকা ছাপে ২৬ সেপ্টেম্বর, সংবাদটির শেষ লাইন থেকে গেরিলাদের উন্নত প্রশিক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে বলা হয় 'It took the raiders no more than five minutes to rob the bank and escape'. কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংক ম্যানেজার ও কর্মকর্তাদের এক্ষেত্রে সহযোগিতার কথাও জানা যায়।

সেপ্টেম্বরে তথাকথিত বেসামরিক ডা. মালিক সরকার গঠিত হলে সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দেন। এ সরকারকে ব্যর্থ করতে গেরিলারা মন্ত্রীদের আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। ২৬ *সেপ্টেম্বর দৈনিক পাকিস্তান*সহ বিভিন্ন পত্রিকায় *(প্রতিবেদন-৯.৫২)* প্রাদেশিক মৌলিক গণতন্ত্র, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাকের গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে তার আহত হওয়ার সংবাদ ফলাও করে প্রচার করে। এতে মন্ত্রী সামান্য আহত হলেও গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়। একটি টাইম বোমা আগেই গাড়িতে স্থাপন করা ছিল। মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত *অগ্রদূত* পত্রিকাও 'মন্ত্রীর এক হাত ও এক পা' শিরোনামে সংবাদ পরিবেশন করে (প্রতিবেদন নং ৯.৫১)। এ সংবাদটি তখন ব্যাপক প্রচার পায়। এটি *দৈনিক ডন* ২৬ সেপ্টেম্বর বিস্তারিত প্রকাশ করে (প্রতিবেদন-৯.৫৩)। এসব গুপ্ত অভিযানের পর স্থানীয় অনেককে সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করলেও গেরিলারা অভিযান করে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতেন। *দৈনিক পাকিস্তান* ২৯ সেপ্টেম্বর সন্দেহভাজন ২ জনকে গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দেওয়ার খবর ছাপে (প্রতিবেদন-৯.৫৫)। মাওলানা ইসহাক বেশ কিছু দিন হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগের খবর ১০ অক্টোবর *দৈনিক পাকিস্তান* প্রকাশ করে (প্রতিবেদন-৯.৫৯)

ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ছিলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘৃণ্য চরিত্র। ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এই দোসর আইয়ুব খানের সাথে সাথে ক্ষমতা হারান। এরপর প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধে খুব সরব না হলেও তার বনানীর বাড়ি দালালদের মিলনকেন্দ্র ছিল। এমনি একটি বৈঠক চলাকালে ১৩ অক্টোবর তিনি গুলিবিদ্ধ হন এবং রাতেই হাসপাতালে মারা যান। তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদ ব্যাপক প্রচার পায়। ১৪ ও ১৫ অক্টোবর *দৈনিক পাকিস্তানসহ* বিভিন্ন পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে এই সংবাদটি গুরুত্বসহ প্রকাশ করে (প্রতিবেদন নং ৯.৬৩-৯.৭২)। *দৈনিক ডন, দ্য টাইমস, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ জয় বাংলা* সংবাদ ছাপে। *সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*-এর শিরোনাম ছিল 'আইয়ুবের দালাল মোনায়েম খান খতম'। *জয় বাংলার* শিরোনাম ছিল 'মোনায়েম খান খতম', *দৈনিক মুক্তিযুদ্ধ* শিরোনাম করে 'গেরিলাদের অব্যর্থ গুলিতে মোনেম খাঁ খতম'। স্থানীয় দৈনিকগুলো মৃত্যুর সম্পূর্ণ ঘটনা,

দাফন, প্রত্যক্ষদর্শী তার জামাতা জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের সাক্ষাৎকার, তার জীবন-কর্ম, শোকবাণী বিস্তারিত কাভারেজ দেয়। আগস্ট থেকে দালালদের ওপর গেরিলা তৎপরতার এটি ছিল অংশ। এরপর ২১ অক্টোবর গেরিলারা প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দালাল হামিদুল হক চৌধুরীর প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে দেয়। এ খবর *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় ২২ অক্টোবর প্রকাশিত হয়।

লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে *Bangladesh Today*, *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা*, *বাংলাদেশ বুলেটিন* বের হতো। মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত অনেক পত্রিকার তুলনায় এগুলো তথ্যবহুল ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল। বিশেষ করে গেরিলা অপারেশনের সংবাদ পরিবেশনে এর পরিবেশিত তথ্য বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 'The Bangladesh Guerilla' শিরোনামে ১৮ আগস্ট পরিবেশিত *Bangladesh* পত্রিকার বিশ্লেষণ থেকে ঢাকায় গেরিলা তৎপরতার চিত্র পাওয়া যায় (প্রতিবেদন- নং ৯.৩৭)। এমনি আরো একটি প্রতিবেদন পত্রিকাটিতে ১ নভেম্বর ছাপা হয়। বিভিন্ন বিদেশি সংবাদপত্রের ভিত্তিতে লেখা 'Dacca Besieged' শিরোনামে লেখা থেকে ঢাকা ও আশপাশের গেরিলা অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায় (প্রতিবেদন নং ৯.৮৭)। গেরিলাদের ঢাকা নির্বাচন কমিশন অপারেশন সম্পর্কে *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা (লন্ডন)* ২ নভেম্বর প্রতিবেদন প্রকাশ করে (প্রতিবেদন- ৯.৯০)। এ অভিযানের পর সরকার পাতানো উপ-নির্বাচন স্থগিত করে। *জয় বাংলা* ৩ নভেম্বর 'বিদেশিদের দৃষ্টিতে ঢাকা শহর ও মুক্তিবাহিনী' শিরোনামে যে সংবাদটি ছাপে (প্রতিবেদন-৯.৯২) সেটা থেকে অক্টোবর-নভেম্বর ঢাকায় পাকবাহিনীর কর্তৃত্ব যে কমে আসছে তা জানা যাবে। *ডেইলি টেলিগ্রাফ* ৩ নভেম্বর যে সংবাদটি ছাপে তাতে পাকবাহিনীর দুর্বল মনোবল, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও জানা যায়। মতিঝিল হাবিব ব্যাংকে টাকা তুলতে এসে পাকিস্তানি মেজরের গেরিলা কর্তৃক অপহরণ সংবাদ প্রচার করে সাপ্তাহিক *অমর বাংলা* ৪ নভেম্বর। এই প্রতিবেদনে ডি আই টি অভিযান, নির্বাচন কমিশন ভবনে বোমা নিক্ষেপের খবরও প্রকাশ করা হয়।

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার ঘোষণা দিলে গেরিলারা তা বন্ধের তৎপরতা চালায়। কামরুন্নেসা স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, আজিমপুর গার্লস স্কুল, হলিক্রস স্কুল, ভিকারুন্নিসা স্কুল, ধানমণ্ডি গার্লস স্কুল ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেরিলা অভিযান চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল, ভবনে বোমা বিস্ফোরণের খবর সাপ্তাহিক *জয় বাংলা*, *মর্নিং নিউজ* ৫ নভেম্বর ছাপে। *মর্নিং নিউজ* ৯ নভেম্বরে 'Four hurt in Dacca varsity bomb blast' শিরোনামে সংবাদ ছাপে (প্রতিবেদন- ৯.৯৪)। ঢাকার অদূরে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩ নভেম্বর গেরিলাদের অভিযান বিভিন্ন পত্রিকায় স্থান পায়। *দৈনিক পাকিস্তানের* ৪ নভেম্বর পরিবেশিত খবরে জানা যায় *(প্রতিবেদন-৯.৯৭)* অভিযানে ৪টি জেনারেটর বিকল হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী ও শহরতলিতে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে পানি সরবরাহেও ব্যাঘাত ঘটে। *মর্নিং নিউজ, ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, দ্য টেলিগ্রাফ* এ সংবাদটি গুরুত্বসহ প্রকাশ করে একই দিন।

নভেম্বরে গেরিলা তৎপরতার ভিন্নমাত্রা লক্ষণীয়। গেরিলারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাজাকার ও পাকবাহিনীর স্থাপনা ছাড়াও ডিআইটি ভবন, রেল স্টেশনে অভিযান চালায়। বায়তুল মোকাররমে ঈদের আগে স্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতির পাক প্রচারণাকে

ব্যর্থ করতে গেরিলারা ১১ নভেম্বর অভিযান চালায়। এতে পাকিস্তানি জিপে অবস্থানরত ৫ জন সেনা আহত হয়। পাক সেনাদের হতাহতের মাত্রা এ সময় বৃদ্ধি পায়। *জয় বাংলা* ১২ নভেম্বর প্রকাশ করে 'ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত কাফন তৈরি হচ্ছে' শিরোনামে প্রতিবেদন (প্রতিবেদন- ৯.১২৩) যা মুক্তি সেনাদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমানভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হলে ১১ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রধান শিক্ষকদের এক সভায় ঢাকার সকল স্কুল ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১২ নভেম্বর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় এ সংবাদটি ছাপা হয় (প্রতিবেদন- ৯.১২৮)। যদিও ওইদিনই পুরান ঢাকার সেন্ট জেভিয়ার্স গার্লস স্কুলে বোমা বিস্ফোরণের খবর জানা যায়। সরকার একই সাথে নিজেদের রক্ষার জন্য কারফিউ জারি করে। গেরিলাদের গ্রেপ্তারের নামে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। বাংলাদেশ *সংবাদ পরিক্রমা*, *Bangladesh* প্রকাশ করে নভেম্বরে গেরিলাদের সব সাফল্যের খবর। এতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর অভিযানটি গুরুত্বসহ প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৪-১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ ও বিজয়কালে গেরিলাদের অবস্থান নিয়ে কয়েকটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। এ অধ্যায় থেকে ঢাকার আরবান গেরিলাদের তৎপরতার সব খবর এক জায়গায় পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদন

৯.১ ঢাকার পতন নিকটবর্ত্তী

২৯ শে মার্চ: দুপুরের সংবাদ পরিবেশন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখলের লড়াইয়ে মুক্তিফৌজ পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে এগিয়ে চলেছে। খুব শীঘ্রই ঢাকা বেতার কেন্দ্র মুক্তিফৌজের দখলে আসবে বলে খবরে বলা হয়েছে। এদিকে ঢাকা বেতার অনুষ্ঠান প্রচার বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে।

সূত্র: দৈনিক সংবাদ, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৯.২ ঢাকা দখলের জন্য মুক্তি ফৌজের অভিযান
নরসিন্দিতে বোমাবর্ষণে বাজার আংশিক ধ্বংস: নিহত ২
সিলেট কমান্ড সদর দপ্তরের উপর বিমান হানা ব্যর্থ

আগরতলা ৫ই এপ্রিল:- অবশেষে সেই ঢাকা অভিযান। বাংলার রাজধানী ঢাকাকে পাক নাজী বাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিফৌজ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে জড়ো হচ্ছিল। গতকাল শেষ রাত থেকেই "অপারেশন ঢাকা"র জন্য মুক্তিফৌজ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। শরণার্থী দল মুক্তিফৌজকে রাস্তায় পেয়েছেন। তাদের মুখের খবর বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ায় এই অভিযানের কোনরূপ সামরিক গোপনীয়তা আর থাকেনি। মুক্তিফৌজকে ঘায়েল করার জন্য আজকে সদর দপ্তরের উপর বোমাবর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সূত্রঃ দৈনিক সংবাদ ২ এপ্রিল ১৯৭১

৯.৩ টিক্কা খাঁকে জীবিত প্রমাণের চেষ্টা

নয়াদিল্লী, ১ এপ্রিল (ইউ এন আই): পাকিস্তান রেডিও থেকে ক্রমাগত প্রচার করে যাচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসক এখনো বহাল তবিয়তেই জীবিত রয়েছে এবং তাকে আরও প্রমাণ করার জন্য আজ ঘোষণা করেছে যে ঢাকাস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের ও

যুগোশ্লাভিয়ার কনসাল জেনারেলদ্বয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৯.৪ টিক্কা খানের মৃত্যু রহস্য

পূর্ব বাঙলার সামরিক শাসকের প্রশাসক লে. টিক্কা খান ঢাকায় প্রথম দিনের সামরিক অভিযানেই নিহত হন। কিন্তু পাকিস্তান রেডিও শুক্রবার পর্যন্ত দাবি করেছে টিক্কা জীবিত।

নয়াদিল্লীর ইউ, এন, আই সংবাদদাতা টিক্কা খান কিভাবে আহত হন তার এক বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। শনিবারের এই সংবাদে বলা হয়, ঢাকা নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর সৈন্যাভিযানের প্রথমদিনে টিক্কা খান নিজেই ঐ অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এক সময়ে টিক্কা খান লে: কর্ণেল সামসুদ্দিনকে ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণের আদেশ দেন।

জানা গেছে, ঐ সময়ে সামসুদ্দিন এর প্রতিবাদ করে বলেন, এর থেকে কম বল প্রয়োগেই কাজ হবে। টিক্কা খান গুরুতর পরিণতির ভয় দেখিয়ে সামসুদ্দিনকে তাঁর আদেশ পালন করতে বলেন। কিন্তু সামসুদ্দিন আবারও অস্বীকার করেন।

খান সাহেব রিভলবার বের করেন কিন্তু সামসুদ্দিন আরও ক্ষিপ্র হাতে তাঁর রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ে টিক্কাকে আহত করেন। পরে টিক্কা খান নার্সিং হোমে যারা যান।

তবে পাকিস্তান রেডিও আজও টিক্কা খানের নামোল্লেখ করেছে।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

৯.৫. ঢাকা বেতারকেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণাধীন

শিলং, ৩১ মার্চ (ইউ এন আই): ঢাকা বেতারকেন্দ্রটি এখন পুরোপুরিভাবে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ন্ত্রণাধীন। নতুন করে ট্রান্সমিটার বসাবার কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৩৫ জন ইঞ্জিনিয়ার। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া এই খবরে বলা হয়েছে, গত ৩ দিন ধরে ঢাকা কেন্দ্র থেকে কিছুই প্রচার করা সম্ভব হয়নি। করাচি ক্যান্টনমেন্ট থেকে "ঢাকা রেডিও" নামে ফৌজী কর্তৃপক্ষ বেতার প্রচার চালিয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ১১ এপ্রিল ১৯৭১

৯.৬ ঢাকায় গভর্ণর হাউস, সচিবালয় প্রাঙ্গণ, নিউ মার্কেটে হাবিব ব্যাঙ্কে
মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনীর আক্রমণ: হতাহত

(নিজস্ব প্রতিনিধি) ঢাকা ১৮ই মে: মুক্তিফৌজের গেরিলারা টিক্কা খানের বাসভবনে হানা নিয়েছে। খোদ রাজধানী ঢাকার গভর্ণর হাউসের প্রধান দরজায় গ্রেনেড ফাটিয়েছে। সেক্রেটারীয়েটে গ্রেনেড মেরে তিনজনকে ঘায়েল করেছে, নিউ মার্কেটে হাবিব ব্যাংকেও তারা গ্রেনেড দিয়ে সৈন্য বাহিনীর সতর্কতা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

ঢাকার উপর এইসব সংরক্ষিত জায়গাসমূহে মুক্তিফৌজের হানায় সামরিক বাহি-নী সমগ্র ঢাকা জুড়ে আবার তাদের সন্ত্রাস শুরু করে দিয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ২০ মে ১৯৭১

৯.৭ ঢাকায় গেরিলা তৎপরতার সামরিক স্বীকৃতি

আগরতলা ২১শে মে: পঃ পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন যে

মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী খোদ ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রধান প্রধান অঞ্চলে হানা দিয়ে কিছুসংখ্যক পাক হানাদারকে খতম করেছেন।

ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত সংবাদে বলা হয়েছে যে সেনাবাহিনী ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে হানা দিয়ে দশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছে ডিনামাইট, হাত বোমা ইত্যাদি পাওয়া গেছে বলে দাবী করা হয়েছে।

আজ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে নটায় প্রচারিত ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদেও এই গেরিলা আক্রমণের সংবাদের সমর্থন করা হয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ২২ মে ১৯৭১

৯.৮ ঢাকায় মুক্তিফৌজের হাতে ১৪ জন পাক সেনা নিহত ১টি পেট্রল পাম্প ২টি সিনেমা হল ১টি ফেরী ধ্বংস

ঢাকা ২৩শে মে: মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী প্রচণ্ড তৎপরতা চালিয়ে ঢাকার অভ্যন্তরে পাক হানাদারদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

গত ১৮ই মে মুক্তিফৌজের একটি কমাণ্ডো গ্রীণ রোডের পেট্রল পাম্পটি বোমার সাহায্যে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে। একই দিনে সন্ধ্যায় 'মুন' ও 'লায়ন' ছবিঘরে প্রদর্শনী চলাকালে যখন জাতীয় পতাকার স্লাইডসহ পাক জাতীয় সঙ্গীত চলছিল মুক্তিফৌজের অন্য একটি কমাণ্ডো বাহিনী দুটো হলকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল।

গত ১৯শে মে মীরপুরে একটি অগ্রসরমান পাক হানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ হেনে গেরিলারা ১৪ জন পাক সেনা নিহত করেছেন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ৩ জুন ১৯৭১

৯.৯ ঢাকায় মুক্তিফৌজের গেরিলা হানায় সরকারী শিল্পসংস্থার ভবন বিধ্বস্ত

(নিজস্ব প্রতিনিধি) ঢাকা ৩০শে মেঃ গতকাল মধ্যরাতে ঢাকা শহরোপকণ্ঠের 'ইষ্ট পাকিস্তান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভালপমেন্ট কর্পোরেশনের' অভ্যন্তরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। আজ সকালে বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে মুক্তিফৌজের গেরিলা বাহিনী কর্পোরেশনের সামরিক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে কর্পো- বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে আক্রমণ করেন। ফলে কর্পোরেশনের একাংশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। আজ সকালে এসব অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ, (আগরতলা)*, ৩ জুন ১৯৭১

৯.১০ BENGALI GUERRILLAS STEP UP BOMBING
From Colin Smith

Dacca, 3 July: As Secretary of Dacca's Council Muslim League. Mr. Abdul Matin, a Bengali and a lawyer, is a firm believer in the unity of the two Pakistans. He is also a lucky man.

At 1.55 one morning this week, he escaped unhurt when a bomb went off in his home. It woke the city and blew a hole the size of a football in a thick brick wall. The bomb was the Mukti Fouj's (Freedom Fighters') way

of reminding people that nowadays it pays to be a Bengali first and a Muslim second.

There is at the moment no indication here of any cogent political solution that will wash away the bloodshed by both the Bengali and the Urdu-speaking people in East Pakistan these last three months.

Instead, West Pakistan seems to be moving more and more into a nineteenth-century colonialist role, consumed by the righteousness of its cause and determined to sit down hard on anybody who opposes them. The only trouble is they don't have the ships, they don't have the men and they don't have the money.

Meanwhile, organised resistance is on the increase, particularly along the eastern border with India. The military say that bridges blown along the Pakistan Eastern Railway line, which runs from Dacca to the port of Chittagong could have been done only by experts, and they claim the Indian sappers must be coming in over the border though they haven't been able to catch any.

Professionally, their Army is probably one of the best in the world. But it is thin on the ground-perhaps no more than 2.5 divisions including auxiliaries-and it has the border against India to guard as well as looking after internal security. Nor do its senior officers seem to realise what it has taken on.

For if Dacca's Bengalis-and the city is probably still less than half full at the moment-area fair reflection of the spirit throughout the country, then about 70 million of them want to live in a fully independent State called Bangladesh. 'Of Course, it would be a shambles', said a diplomat, but it would be their shambles.

President Yahya Khan's broadcast to the nation in which he proposed a transfer of power from military to civil rule in four months' time disappointed the few moderates- and moderates on both sides seem desperately few- who had hoped for a peaceful settlement.

It is thought that the President's list of banned Awami League members of the National Assembly who would not be allowed to sit in any future Government would not need to be dramatically long.

With the members already in custody another 20 to 25 names would be enough to ensure that the Awami League, already banned as a party, would lose its majority. Rule would be from a party or coalition of parties belonging to West Pakistan. Nor is there the feeling that a genuine handover of power is intended Put simply that a tame National Assembly will elect Yahya as President.

A Bengali writer told me that he welcomed the President's speech

because it was so uncompromising. '11' he had offered concessions, some people might have wavered,' he said.

Certainly the President's glowing references to the 'valiant armed forces' who put an end to the activities of the miscreants' did not do much to restore the confidence of the people who had seen those same forces in action.

The peasants are really the people who hold the key to what's going to happen in East Pakistan. They have suffered more in the fighting than any body else homes destroyed, crops wrecked or left to rot in the paddies because the entire village has fled. The question is whether these country people who constitute the bulk of the population, will accept Punjabi rulers with the same resignation that they accept the cyclones and the floods that affect them year after year and about which they can do nothing.

Soure: *The Pakistan Observer,* 4 July 1971

৯.১১ DACCA SECTOR

Major industrial and residential areas of Dacca remained without power after Bengali commandos carrying automatic weapons stormed three power plants in the city and blasted them out of commission on July 19, 1971.

The bombings were carried out simultaneously in three different parts of Dacca.

Guards were wounded at the old substation near Shahbagh Hotel building which fed some power to Dhanmondi residential areas.

At the substation at Malibagh, Gulberg, Commandos broke through the gate, ordered five police guards to drop their weapons, and blew up the transformer.

The transformer was damaged beyond repair.

Also knocked out of action was a 80 megawatt station at Ullon. Armed guards were disarmed and ordered to flee.

In another daring operation, the Mukti Bahini guerillas killed a sentry and injured another at the gate of the residence of Tikka Khan.

Source: *Bangladesh,* Vol. 1, No. 4, July 1971

৯.১২ MUKTI FOUJ COMMANDOS KNOCK OUT POWER PLANTS

Bengali insurgents have knocked out the electrical power stations in Dacca, authoritative foreign sources report. These sources, who received the information from contacts in Dacca, said Dacca had been blacked out since Saturday (July 3) night.

Several foreign newsmen are in East Bengal, but no news of the attack has come out of Dacca. The other sources speculated that reports were being

blocked by the authorities or the cable office had been shut by the power failure.

Another major town, Comilla, has been without power for over a week, its power plant reportedly also knocked out by insurgents. Comilla, a key rail and road junction about 50 miles east of Dacca and close to the Indian border, has been a focus of increasing guerrilla activity against the Pakistani Army.

The crippling of the Dacca power plant is the most dramatic act ascribed to the insurgents since the army seized control of the city in late March after killing several thousand civilians.

Although the loss of electricity will cause considerable disruption in Dacca, it will not bring the havoc that would be caused in a Western capital. The airport-used mostly for bringing troops in from West Pakistan, has an auxiliary power supply. This is also true of the major hospitals, including the military hospital, which has been handling army causalities from all parts of East Bengal.

Factories in the Dacca area will be the hardest hit, but since the up heavily in March, the factories have been operating at a fraction of capacity because most of the workers have fled either to the country-side or to India.

The insurgents, known as the Mukti Fouj or Liberation Army, had vowed to step up activity as their response to President Yahiya Khan's speech to the nation last Monday night.

The speech, heralded by the Government as a plan for returning Pakistan to civilian rule, instead said that martial law would continue even after a civilian government was established, President Yahiya, a general who is the martial law ruler of Pakistan, also said that a committee of experts named by him-not the National Assembly as originally promised-would draft a new constitution. He said that the Awami League, the East Pakistani party that won a national majority in last December's election, was still, and forever, banned.

Source: *The New York Times*, 6 July 1971

৯.১৩ POWER IN DACCA REPROTED CUT OFF
Bengali Insurgents Said to Knock Out City's Plant

by Sydney H. Schanberg

NEW DELHI, July 5- Bengali insurgents have knocked out the electrical power station in Dacca, the East Pakistani capital, authoritative foreign sources reported here today. "These Sources, who received the information from contacts in Dacca, said Dacca had been blacked out since Saturday night,

Several foreign newsmen are in East Pakistan, but no news of the attack has come out of Dacca. The other sources speculated that reports were being blocked by the authorities or the cable office had been shut by the power failure.

Most Dramatic Move

The crippling of the Dacca power plant is the most dramatic act ascribed to the insurgents since the army seized control of the city in late March after killing several thousand civilians.

Few details are known of the attack which came sometime Saturday night. The foreign sources here said the power plant's main transformed had been either destroyed or badly damaged.

Although the loss of electricity will cause considerable disruption in Dacca, it will not bring the havoc that would be caused in a Western capital. There are few tall buildings and therefore few elevators.

The airport- used mostly for bringing troops in from West Pakistan, which is 1000 miles away across India has an auxiliary power supply. This is also presumably true of the major hospitals, including the military Hospital, which has been handling army casualties from all parts of East Pakistan.

Workers Have Gone

Factories in the Dacca area will be the hardest hit, but since the upheaval in March, the factories have been operating at a fraction of capacity because most of the workers have fled either to the country side or to India.

Source: *The New York Times,* 6 July 1971

৯.১৪ E. PAKISTANIS CUT DACCA ELECTRICITY

NEW DELHI- East Pakistani Independence forces knocked out Dacca's main power transformer Saturday night, disruppting the electrical supply and communications in the East Pakistani capital, authoritative sources reported yesterday.

The source, who asked not to be identified, said saboteurs also had damaged the power supply in Comilla, 50 miles east of Dacca and five miles from the Indian border and that the East Pakistani city had been without power for the Past week.

The sources said Dacca had been blacked out for at least day but they did not know if the power had been restored. A dispatch from Rawalpindi, in West Pakistan, said Dacca's Power had been restored.

Source: *The Washington Post,* 7 July 1971

৯.১৫. REUTER CORRESPONDENT REPORTS FROM DACCA

Dacca, June 23---Foreign diplomatic sources said here last night that between 50 to 60 seriously wounded Pakistani soldiers are being brought to the Army hospital in Dacca every day. Travelers from other towns spoke of continuing Bengali resistance in East Bengal.

But Pakistani military sources here insist that the 12-week old undeclared civil war is at an end except for some intrusions in the Feni area.

I arrived in Dacca last night with three other British correspondents—the first to be allowed to return unescorted since the expulsion of 35 reporters after the Army crack-down on March 25.

Dacca is believed to be the safest town in East Bengal despite eight bombing incidents which marked the visit here of Prince Sadruddin Aga Khan, the U.N. High Commissioner for Refugees, a week ago. A man was injured when two grenades were hurled outside the Intercontinental Hotel.

But efforts by the Martial Law authorities to bring the situation back to normal still encounter Bengali resistance, Civil servants receive "warnings" by post and to underline the threats shrouds have been delivered. The warnings have sometimes been posted in Government of Pakistan envelopes.

Foreigners say few Bengali police survived the massive mutinies at the end of March and Biharis have been recruited to replace them. Some 5,000 West Pakistani police have also been sent in, Dacca's police chief, himself a Bengali, was retired and then vanished in April.

Since March, it has been decreed that all number plates of cars must be in English—apparently reflecting the inability of many policemen and troops to read Bengali in which all vehicles were previously numbered.

Three-quarters of the shops along the road from the Dacca airport were closed. In the bazaar area along Nawabpur road, through the crowds and rickshaws, the habitual Bengali animation was lacking. The university campus was deserted.

Source: *Bangladesh News Latter*, 15 July 1971

৯.১৬. সকল রণাঙ্গনে গেরিলা তৎপরতা সম্প্রসারিত: বহু পাক সেনা হতাহত ঢাকার জনজীবন এখনও অচল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা: স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশি সফরকারীদের সামনে 'সব ঠিক হ্যায়' গোছের চিত্র তুলিয়া ধরার চেষ্টায় পাকিস্তানি জঙ্গী শাসকেরা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। ইয়াহিয়া টিক্কা-নিয়াজীকে হতাশ করিয়া ঢাকার সাধারণ মানুষ নীরব

অসহযোগিতা অব্যাহত রাখিয়াছেন। মুক্তিফৌজের অতর্কিত হামলা ও বিস্ফোরণের শব্দ পাকবাহিনী নিয়ন্ত্রিত বেতারের "স্বাভাবিক অবস্থা" সংক্রান্ত প্রচারণার ফানুস বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। আর জঙ্গী শাসকদের কপাল খারাপ, বিদেশি সফরকারীদের চোখেও এসব ধরা পড়িয়া যাইতেছে।

প্রকৃত অবস্থা হইল এই, গ্রামাঞ্চলে ত কথাই নাই, খোদ ঢাকা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা জঙ্গী শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আর শাসনের ভিত্তি যেখানে শুধুমাত্র সন্ত্রাস ও বলপ্রয়োগ, যেখানে আইন বলিতে 'জঙ্গলের আইন' ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা কোনমতেই সম্ভব নয়। ঢাকা শহরে স্কুল কলেজ খোলা হইয়াছে কিন্তু শতকরা দশ জন ছাত্রও হাজির হয় না। শিক্ষক অধ্যাপকদেরও অনেকেই অনুপস্থিত। যাহারা প্রাণের ভয়ে বা চাকরির মায়ায় কাজে যোগ দিয়েছেন, তাঁহারাও ক্লাসে গিয়া নাম ডাকিয়া দায়িত্ব শেষ করেন। বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করিয়া রেডিও মারফত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পরীক্ষা দিতে আবেদন জানান হইতেছে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা নাই।

মৃত্যুপুরীর বাসিন্দা

অফিস আদালত খুলিয়াছে কিন্তু কাজকর্ম চলিতেছে না। কর্মচারীরা অফিসে যান কিছুক্ষণ থাকেন, তারপর চলিয়া আসেন। অফিসে বা রাস্তাঘাটে কুশল বিনিময় ছাড়া পরস্পরের মধ্যে কোন কথা নাই। যেন মৃত্যুপুরীর বাসিন্দা। সকলের মুখে ছিপি আটা। বুকে পাষান ভার চাপান। চেহারায় আতঙ্কের ছাপ সুপরিস্ফুটিত। অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া নিতান্ত জরুরী কাজ না থাকিলে কেহ বাহির হয় না। দুপুরের পর হইতেই রাস্তাঘাটে লোক চলাচল কমিতে থাকে, সন্ধ্যার পর একেবারে জনশূণ্য। দোকানপাট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, চাখানা খাঁ খাঁ করিতেছে।

মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা

এই কবরের শান্তিতে বিদীর্ণ করিয়া মাঝে মাঝেই মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত হামলা। সম্প্রতি মুক্তিফৌজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আক্রমণ চালাইয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আংশিকভাবে বিকল করিয়া দেয়। টহলদারী পাক সেনাদের উপরও প্রায়ই আক্রমণ ঘটে। এই সকল অতর্কিত আক্রমণের দরুণ পাক দস্যুদের মনে এরূপ ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে যে, কোথাও একটা রিকশার চাকা ফাটার শব্দ হইলেও হানাদার সৈন্যরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাইতে শুরু করে।

পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার উৎপীড়ন এখনও অব্যাহত। মাঝে মাঝে মুক্তিফৌজ লুকাইয়া আছে সন্দেহে বিভিন্ন এলাকা ঘেরাও করিয়া এলাকাবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। নারী নির্যাতন এখনও সমানে চলিতেছে। ছাত্র যুবকদের ধরিয়া নিয়া গিয়া বিনা বিচারে হত্যা করিতেছে।

মুক্তিফৌজকে ধরাইয়া দিতে পারিলে মোটা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া রেডিও এবং মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার প্রভৃতি মারফত দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন প্রচার সত্ত্বেও মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর মুষ্টিমেয় মুখচেনা বেইমান ব্যতীত কোন নাগরিকের সহযোগিতা পাইতেছে না জঙ্গী শাসকেরা।

সূত্রঃ *মুক্তিযুদ্ধ*, ১৮ জুলাই ১৯৭১

৯.১৭. Pakistan Rebels Blast Dacca Power plants

DACCA, East Pakistan July 20 (AP)- East Pakistani rebels carrying automatic weapons stormed three power plants in Dacca and blasted them out of commission, leaving major industrial and residential areas without electricity today.

Officials of the East Pakistan Water and Power Development Authority said the bombings were carried out almost simultaneously last night in three different parts of the city, knocking out more than half the electricity generating capacity of the East Pakistan capital.

The officials said three guards were wounded at an old substation near the Intercontinental Hotel.

Officials at a second substation at Malibagh, Gulberg said at least half a dozen men carrying sten guns ordered five police guards to drop their weapons and blew up the transforming about 8:30 p.m.

Also knocked out of action was a 30 megawatt station in the Ullon district.

Source: *The Washington Post*, 21 July 1971

৯.১৮. খোদ ঢাকা শহরেই

মুজিবনগরঃ ১৮ই জুলাই। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের গণসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে যে দূর্জয় মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু পাকসেনাদের সদর দফতরে প্রচণ্ড তৎপরতা বৃদ্ধি করেছেন।

দুর্দ্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা এ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে ঢুকে হাত বোমা নিক্ষেপ করে পাক সেনাদের একজন অফিসার খতম করেন। তাঁরা জঙ্গী শাহীর পদলেহী পদস্থ সরকারী কর্মচারী জনৈক শহীদ আহমদকে হত্যা করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা দেশের মীরজাফর পিডিপি নেতা জনাব মাহমুদ আলীর বাস ভবনে হাতবোমা নিক্ষেপ করলে ১ ব্যক্তি নিহত হয়।

শহরে টহল দানরত ৪ জন খানসেনা এবং ৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণে খতম হয়।

এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা বকশীবাজারস্থ সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের দফতরে বোমা নিক্ষেপ করে বোর্ডের মূল্যাবান কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে এবং ভবনের ক্ষতি সাধন করেছে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনটিও মুক্তিযোদ্ধারা অকেজো করে দিয়েছে।

সূত্রঃ *জয় বাংলা*, ২৩ জুলাই ১৯৭১

৯.১৯. East Pakistan Rebels Cut Gas Supply In Dacca

Dacca (East Pakistan). July 24 (AFP)- Members of the East Pakistani Resistance movement deprived Dacca of gas today by blowing up a number of key pipes.

Electricity supplies had at ready been impaired by attack on power stations in the capital.

Fighting raging last night between Pakistani army troops and supporters of the Bangladesh independence movement apparently ceased today and the road from Dacca to the jute center of Narayanganj, cut yesterday, was reopened to traffic.

Source: *The Daily Yomiuri*, 25 July 1971

৯.২০. মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে ঢাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন:

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা শহরের তিনটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের উপর মুক্তিবাহিনীর সফল আক্রমণের পরে ১৯শে জুলাই রাত্রে শহরের একাংশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এ,পি'র খবরে প্রকাশ, ঐ রাতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা চামেলিবাগ ও শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে অতর্কিত হামলা চালিয়ে কেন্দ্র দুইটিকে বিকল করিয়া দেয়। উহার ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটির কয়েকজন প্রহরী আহত হয়। খবরে আরও বলা হয় যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটির কর্তৃপক্ষ মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করিয়াছেন।

গত এক পক্ষকালের মধ্যে মুক্তিবাহিনী গেরিলা তৎপরতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের শত্রুমুক্ত এলাকাগুলিকে কেবল ধরিয়াই রাখে নাই উহাদের সীমা আরও সম্প্রসারিত করিয়াছে।

সূত্র: *মুক্তিযুদ্ধ*, ২৫ জুলাই ১৯৭১

৯.২১. FOREIGNERS GIVEN WARNING IN DACCA
Chinese Restaurants Seen as Terrorists Targets

MALCOLM W. BROWNE

DACCA, Pakistan, July.24- Foreigners here were warned this week to avoid Chinese restaurants, which have apparently become the latest targets for separatist guerrillas.

The guerillas' clandestine radio station presumably broadcasting from neighboring. India was said to have reported this week that two West Pakistani officers were killed by mukti bahini, or freedom fighters, who threw a bomb into a chinese restaurant here.

The bombing of Chinese restaurants apparently has political or national significance except that they are popular among upper-class Pakistanis and army officers.

During the last two weeks bombs or grenadiers have exploded every night in Dacca. Thursday night three powerful blasts were heard. But their origin could not be determined.

Movie House Warned

The guerrillas have said that movie theaters in East Pakistan where the price of admission includes a government tax will be attacked Bengali separatists sought to disrupt the Government examination places. Foreign sources said that only about a quarter of the registered applicants showed up to take the examination.

The most serious incident of the last week was a coordinated bombing attack Monday night against five power transformer stations here.

According to technical observers two of the stations were destroyed, another was moderately damaged and two were lightly damaged.

The explosions left most of the city of Dacca without electricity for nearly a day and power was restored by routing current around the damaged stations.

The clandestine transmitter, Radio Bangladesh, reportedly announced the power station bombing in advance.

Cautioned on Travel

Foreigners and others have been warned to be careful when travelling in East Pakistan, especially by road Drivers are advised to set out in the afternoon, to allow time for cleaning or detonaton of any mines laid during the night, and to drive in the center of the road to avoid any mines at the sides.

Attacks against bridges and other communication by the guerrillas reportedly have increased markedly in the past two weeks. Rail communications between the port of Chittagong and Dacca remain out.

One resident expert on the military situation suggested that Bengalis who fled to India after March 25, when West Pakistan's army moved against. East Pakistan, and who enrolled in Indian guerrila schools now had graduated and returned to Pakistan.

There are fears in some quarters that Bengali terrorism may turn against some of the 230 Americans in East Pakistan.

4th of July Blast

A grenade was thrown into the yard of the American consul's residence here after a Fourth of July Party. At the time of the explosion the party was over and the residence was unoccupied.

Bengalis here frequently approach American to express bitterness that Washington apparently intends to continue its aid, including military supplies, to the government in West Pakistan. Local critics make sharp distinction between Americans and the British, who have adopted a hard line toward the Pakistan Government and are therefore considered the friends of Bengali separatists.

Source: *The New York Times,* 25 July 1971

৯.২২. Rebels Tell East Pakistanis to Flee Dacca
MALCOLM W. BROWNE

DACCA. Pakistan July 26- Handbills prepared by Bengali separatist guerrillas appeared in Dacca today warning the population to begin evacuation of the city in preparation for a terrorist campaign against the Pakistani Army in East Pakistan.

The handbills were distributed the maghbazar district of the city a few blocks from the Intercontinental Hotel.

The warning signed by the Mukti Bahini (Liberation Army), advised residents to move out by 6 PM local time.

The public was also warned that vehicular traffic, including taxis and rickshaws, should be off the streets at night from July 28 onward and that the paramilitary home guard- a civilian loyal to West Pakistan- Guarding an East Pakistani who was reported carrying a bomb. Recruits are non-Bengali. Some are Biharis: others are members of religious right-wing groups.

Entire city should be evacuated after Aug.1

Bombs have exploded in Dacca every night for the last two weeks. And gunfire often accompanies the explosions. Detonations heard last night could not be immediately explained.

Actions have included the mining of roads in the outskirts of Dacca and bombing attacks against power station the city gas supply, homes of persons regarded by the guerrllias as enemies, army installations, bridge and communications.

Army Reacts Swiftly

Reaction by the Pakistani Army is generally rapid and forceful and there have been many arrests of suspects. There also is a steady flow of casualties, according to witness, although no estimates of numbers are available.

Army patrols move constantly through Dacca and its environs and military guards are stationed at most important buildings.

Despite this, guerrillas have caused considerable dislocation of essential services since their campaign began two weeks ago and have killed a number of persons.

The Mukti Bahini guerrillas are believed to have been trained in camps in India since Macrh 25 when Pakistani troops attacked in East Pakistan to quell an autonomy movement.

Source: *The New York Times,* 27 July 1971.

৯.২৩. ঢাকায় প্রহরায় জোরদার ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট-গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত থাকায় পূর্ববঙ্গ সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রহরায় ব্যবস্থা জোরদার করেছেন। পাক বেতারে বলা হয়, শান্তিকামী নাগরিকদের জীবন রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী রাত্রিতে ঢাকায় টহল দেবে।

সামরিক কর্তৃপক্ষের এক ঘোষণায় নিজেদের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন কারড সব সময় রাখার জন্য মোটর চালকদের অনুরোধ করা হয়েছে। 'গুজবে' কান না দেওয়ার জন্যও ওই ঘোষণায় জনগণকে অনুরোধ জানানো হয়।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২ আগস্ট ১৯৭১

৯.২৪. DACCA RESISTANCE

The people of Dacca city are resisting colonisation in a variety of ingenious and brave ways. Many are taking active part in the freedom struggle by housing and feeding our urban guerillas. Also, almost to a man, the Dacca people are completely boycotting West Pakistani goods from toothpaste and hair oil to clothing material, shoes and even cigarettes. As a result, large quantities of these products are daily piling up in every shop. A gentleman who left Dacca a few days ago relates this story: "I had gone to buy a tube of toothpaste. I asked for Tibet (a West Pakistani product). The shopowner furtively glanced around, leaned over and whispered in my ear-Sir, buy Piya toothpaste, we manufacture this locally." Obviously the gentleman bought Piya toothpaste.

The morale of the people in this capital city is very high. Despite repeated warnings and the threat of 'grave consequences', they listen to 'Swadhin Bangla Betar' (Radio Bangladesh) every time it goes on the air, and wait anxiously for the next transmission.

Source: *Bangladesh,* Vol.1, No. 6, 4 August 1971

৯.২৫. ঢাকা ও কুমিল্লা শহর ঘিরে
মুক্তি বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ: বিপর্যয় সৃষ্টি

আগরতলা ৪ঠা আগষ্ট: সীমান্ত সূত্রে পাওয়া সংবাদ মুক্তিবাহিনী গত ২০শে জুলাই ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় অবস্থানরত হানাদার ঘাঁটির উপর হাল্কা ও মাঝারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে অন্যুন চল্লিশ জনকে নিহত করেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা তিনদিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ হেনেছিলেন। হানাদার বাহিনী আক্রমণের আকস্মিকতায় প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়ে। হানাদাররা প্রতি আক্রমণ করার আগেই হিট এ্যাণ্ড রান পদ্ধতির অনুসরণ করে মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে আসেন।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ,* ৫ আগস্ট ১৯৭১

৯.২৬. মুক্তি বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে দিশেহারা পাক ফৌজ

২৮ শে জুলাই রাতে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার কমলাপুর রেল ষ্টেশনে দু'টি বোমা ফেলে আশে পাশের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অচল করে দেন। জানা গেছে যে, ঢাকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী বিভিন্ন সেতুর সামনে হানাদার পাক সেনারা পাহারাদার বসিয়েছে।

সূত্র: *জয় বাংলা,* ৬ আগস্ট ১৯৭১

৯.২৭. দিনে জঙ্গী কবলে, রাতে মুক্তি সেনার
ঢাকায় অবিরাম গেরিলা আক্রমণে খান সেনাদের আতঙ্ক, মনোবল ভগ্ন

মুজিবনগর, ১০ই আগষ্ট (পি, টি, আই)-ঢাকা শহরের মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের অবিশ্রান্ত আক্রমণের ফলে দখলদার খান-সেনাদের মনে সর্বদার জন্য আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে, তাদের মনোবল এখন কেবল ভাটির দিকে যাচ্ছে। এই খবর খোদ ঢাকা শহর থেকেই পাঠিয়েছেন একজন সংবাদদাতা।

উপরোক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, ঢাকা শহর দিনের বেলায় থাকে পাকিস্তানী সৈন্যদের অধিকারে কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ চিত্রটি যায় বদলে। রাত্রি সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় কান ফাটানো আওয়াজ, বোমা ও গ্রেনেডের বিস্ফোরণ, মুক্তি সংগ্রামী দল ও শত্রু স্থানীয় পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে অবিরাম গোলাগুলি বিনিময়। দিনের উদ্বেকপূর্ণ স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায় রাতের ভয়ঙ্কর শব্দে।

উপরোক্ত সংবাদদাতা ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার সময় লক্ষ্য করেছেন, পাকবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারগণ বাংলাদেশের গেরিলাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত সেতু, কালভার্ট, বৈদ্যুতিক থাম প্রভৃতি সারাই করছেন। কয়েকদিন আগে মুক্তি বাহিনী সিদ্ধিরগঞ্জ বৈদ্যুতিক ষ্টেশন এবং গুলবাগের সাব-ষ্টেশনটিও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর,* ১১ আগস্ট ১৯৭১

৯.২৮. Explosions at Hotel Intercon.

Three explosions in the lavatory of Hotel Intercontinental, Dacca on Wednesday evening resulted in injuries to three foreigners, reports APP.

Source: *The Pakistan, Observer,* 12 August 1971

৯.২৯. Maulana Madni shot dead by Indian agents

Moulana Syed Mahmood Mustafa Al Madni a renowned religious leader and Vice-President of East Pakistan Nizam-e-Islam Party was shot dead by Indian agents while he was addressing a gathering at 8 PM. at village Abdullahpur near Mir Kadim. Dacca on August 10, 71, reports APP.

Reports have been recuaested to attend the Namaz-e-Janaza of late Mahmood Mustafa Al Madni to be held on Thursday at Baitul Mukarram at 10 am.

Source*:* *The Pakistan Observer,* 12 August 1971

৯.৩০. In Dacca; 20 Injured

Dacca (Pakistan), Aug 11 (AP)- Pakistan Army troops Patrolled the deserted streets of Dacca tonight following the terrorist bombing of a luxury hotel that injured 19 Pakistanis and one American. The blast wrecked the lobby of the Dacca Intercontinental Hotel.

An army officer said the explosion was caused by a time bomb planted in the men's room.

The bombing was one of most serious incidents in an escalating terrorist campaign by Mukti Fauj, a group of Bengali freedom fighters.

An uprising was brutally suppressed by the Pakistan Army in March.

The bombing coincided with the start of the trial of Sheikh Mujibur Rahman, Jailed leader of the Awami League, whose efforts to achieve independence for East Pakistan led to fighting with the government.

Handbills have been distributed in Dacca Warning the predominantly Bengali population to expect more demonstrations of resistance by Saturday, the 24^{th} anniversary of Pakistan's independence.

The bomb, hidden in the men's washroom, blew out plate glass windows, tore a gaping hole in the roof and buried a woman under piles of concrete.

Time magazine correspondent David Greenway, who was standing a few feet from the explosion point, was knocked to the floor and slightly cut by the explosion.

"If I had not been knocked down by the explosion, I would have been a goner," he said. "The concrete ceiling fell in where I was standing. There was a deluge of smoke I thought it was a fire," he said.

Greenway and other bystanders pulled the injured from the building.

Source: *The Sunday Times,* 12 August 1971

৯.৩১. GUERRILLAS BOMB DACCA HOTEL
BY CLARE HOLLINGWORHT IN DACCA

Five people were seriously injured and score suffered less wounds in Dacca later night as a bomb in the men's lavatory of the Hotel Intercontinental wrecked the entire lobby, its shops offices and bar.

No Britons were injured. The Mukti Fouj Freedom fighters of East Bengal are assumed to be the caliper as part of their demonstration of for at the opening in West Pakistan yesterday of the trial of the leader of the outlawed awami league, Sheikh Mujibur Rahman.

A correspondent of Time Magazine Mr. David Greenway was stand-

ing a few feet from the point of the explosion "if I had not been knocked down I would have been a goner. The concerted ceiling, feel in where I was standing. There was a deluge of smoke".

Smoke and dust killed the air as the flying glass settled. Fire bells sounded adding to the panic of guest, I made my way down the emergency stain case to find water purring from where a bookshop had been. The injured lay trapped in staff quarters screaming.

Room Search

Most of the injured were hotel staff ironically enough sympathetic to Bangladesh.

After five or six minutes the police force that normally guards the hotel was augmented by three lory roads of policemen and two fire brigade teams.

Police say that as four walls were destroyed in addition to the lavatory they believe the bomb was plastic all rooms were systematically searched.

Late last night there were no telephones, lights lifts of water, most of the 200 guests, who had made their way in various stages of undress to the front lawn were moving to private houses.

Many Bengalis feel this is the opening shot of a series of attacks on West Pakistan property to culminate with Independence Day next Saturday.

Source: *The Daily Telegraph,* 12 August 1971

৯.৩২. ভারতীয় চরের গুলিতে নেজামে নেতা মাদানী নিহত

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টায় ঢাকার অদূরে মিরকাদিমের নিকট আবদুল্লাহপুরে এক সমাবেশে ভাষণদানকালে বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী ভারতীয় চরদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

নেজামে ইসলাম দলের এক প্রেস রিলিজে বলা হয় যে, মাওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মাদানী পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং নিখিল পাকিস্তান মারকাজী জামাতে উলেমায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম কেন্দ্রীয় কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মাওলানা মাদানীর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। সমগ্র মুসলিম জাহানে তিনি একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। পবিত্র মদীনা নগরীতে তার জন্ম। ৫০ বছর পূর্বে তিনি এই উপমহাদেশে চলে আসেন এবং প্রায় ৩০ বছর পূর্বে বাকেরগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি সক্রিয়ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ইসলামের তবলীগে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্রাসা ও বগুড়ার মোস্তফা আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশের এ অংশে শত শত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে তার আধ্যাত্মিক অনুসারীর সংখ্যা কয়েক লাখ হবে। মরহুম তার পত্নী, চার ছেলে ও ৩ কন্যা রেখে গেছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ আগস্ট ১৯৭১

৯.৩৩. মওলানা মাদানীর দাফন সম্পন্ন

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে মাওলানা মাদানীকে দাফন করা হয়। তাঁর দাফনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বহু বিশিষ্ট আলেম ও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা সহ মরহুমের বহু মুরীদ ও গুনগ্রাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকার অদূরে মীরকাদিমের নিকট আবদুল্লাপুর গ্রামে এক মাহফিলে ভাষণ দানকালে ভারতীয় চক্রের গুলিতে মওলানা মাদানী শাহাদতবরণ করেন।

ইতিপূর্বে গতকাল সকাল ১০টায় আউটার স্টেডিয়ামে মওলানা মাদানীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও মরহুমের জানাজায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাবেশ হয়। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, কাউন্সিল মুসলীম লীগের সহসভাপতি জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, পিডিপি নেতা মওলবী ফরিদ আহমদ, পীর মোহসেন উদ্দিন, মওলানা আশরাফ আলী, মওলানা আবদুল বাসিত ও মুফতি বীন মোহাম্মদ খান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শোক মিছিল

জানাজা শেষে আউটার স্টেডিয়াম থেকে একটি বিরাট শোক মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি নবাবপুর, পাটুয়াটুলি ও চকবাজার প্রদক্ষিণ করে বায়তুল শাহী মসজিদে সমবেত হয়। পরে মওলানা মাদানীকে দাফন করা হয়।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে তার মাগফিরাতে এক সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভায় মরহুম মওলানা মাদানীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ আগস্ট ১৯৭১

৯.৩৪. ইন্টারকনে বোমা: এক ব্যক্তি গ্রেফতার

গত বুধবার সন্ধ্যায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে একজনকে গতকাল বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তার সহযোগীদের খোঁজ করা হচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ আগস্ট ১৯৭১

৯.৩৫. স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার সভায় বোমা বিস্ফোরণ

মুজিবনগর, ১৬ই আগস্ট-গত শনিবার ঢাকার কার্জন হলে পাকিস্তানের ঐক্য বিষয়ে যখন এক আলোচনা সভা হচ্ছিল তখন সেখানে কতকগুলি বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রচন্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র জানান যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

বৈদ্যুতিক থাম তুলে ফেলার দরুণ বাংলাদেশের তেজগাঁও, মালিগাঁও [মালিবাগ] ও আরও অনেক জায়গায় ১৩ই আগষ্ট থেকে প্রায় ৪৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। এ খবর ইউএনআইয়ের।

সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর*, ১৭ আগষ্ট ১৯৭১

৯.৩৬. "The Bangladesh Guerilla"

The term 'guerilla' is now a household word in Bangladesh. It brings to mind an image of a shabbily dressed young man stealthily making his way

through the darkness of night towards an unknown enemy target.

Who is a guerilla? What does he look like? What is it that distinguishes him from the rest of the people?

A guerilla can be anybody- a peasant, a factory worker, a student, a college professor or even a civil-servant. Whatever the individual background of a guerilla, he shares with his comrades-in-arms, an intense sense of patriotism and commitment and a supreme hatred for the alien invader. He is brave, for he is secure in his conviction that, whatever the odds, victory is his. He may not live to see the day of his final triumph but this in no way subtracts from his courage and faith. This is his strength, this is what enables him to fight in the hardest conditions with little food and medical care, and with a fire power much less than that of the enemy. This tremendous fighting ability stems from the spiritual strength that his faith engenders for he knows that in his ability to fire his gun depends the liberation of his beloved homeland.

Let us take the instance of Arshad Ali (not his real name) who is now a brilliant guerilla leader in the Mukti Bahini. Arshad comes from a middle-class Bengali background. His father was a government-servant and his mother a school teacher. Arshad passed his I. A. with ‘letters’ in three subjects and joined Dacca University.

Arshad’s main interest was sports- he particularly enjoyed hockey and tennis. His involvement in student politics was healthy and he always kept an open mind.

When the war broke out he found himself isolated from his family. As Dacca was becoming increasingly unsafe, he left for the countryside with a friend of his. After a month of aimless wandering, with the constant threat of enemy attack, he came in contact with a detachment of the E. B. R. in Comilla. He at once opted to go with them. Without any military training whatsoever, he had to learn everything in the battlefield, and gradually, in two months, he became a seasoned soldier. He now confidently commands his own group of thirty men, leading them on raids and sabotage missions. Arshad was assigned to blow up a bridge somewhere in Comilla sector. He selected ten men from his platoon, and at dusk, set off for his destination. After a long journey over sodden -ground, and river, he reached the site of the bridge, but found it heavily guarded by a platoon of enemy regulars and razakars. He was undeterred. He led his men to 50 yards of the enemy position and with one lusty yell of “joi Bangla”, they fell on the enemy with their LMG’s and SMG’s blazing. This was too much for the enemy which broke ranks and fled, leaving behind ten dead and several injured. Within minutes, the explosive charges were set up and the bridge was reduced to scraps of

mangled steel. There are thousands of Arshad Ali's now fighting in Bangladesh. Each of them is a fiery verdict on our imminent victory.

Professor Rashid (not his real name) is, like Arshad, a guerilla leader. He was a teacher at a prominent University. After the 25th of March, he left for his paternal village. He organised the villagers, the students, some members of the police force, the EPR and EBR and led an attack on the cantonment, the armoury and the banks. Soon that district Headquarter was practically over-run and remained in the hands of the Mukti Bahini for quite some time. Despite the professor’s age (about 50), his sense of duty and love for the country enabled him to go forth into battle and engage the enemy. Professor Rashid is now the proud commander of a full company. His courage, and intelligence is greatly respected by all who know him.

With thousands of such men already in our ranks, and vast numbers of others daily pouring in, we can boast of a formidable strength. It is already a bit too late for the West Pakistani army to avoid complete dissemination.

Source: *Bangladesh,* Vol.1, No. 8, 18 August 1971

৯.৩৭. বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতা
ঢাকা শহর এখনও আংশিক নিষ্প্রদীপ

মুজিবনগর, ১৮ই আগষ্ট গেরিলা তৎপরতায় ঢাকা শহর ও শহরতলী এলাকা এখনও আংশিক নিষ্প্রদীপ অবস্থায় রয়েছে।

মুক্তি বাহিনীর সফল আক্রমণে শহরের প্রধান জেনারেটর অকেজো হয়ে পড়ায় ঢাকা ও তার সংলগ্ন এলাকাকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সূত্রের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

আজ এখানে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে, সাহায্যকারী জেনারেটর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণে অক্ষম হওয়ায় সারাদিন ধরে মুহুর্মূহ বোমা বিস্ফোরনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

সংবাদে বলা হয়েছে ঢাকা মৃত শহরে পরিণত হয়েছে, শুধু রাজাকার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, পাক সেনারা তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যারাকের মধ্যেই রয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর,* ১৯ আগষ্ট ১৯৭১

৯.৩৮. ঢাকা শহরের মুক্তি বাহিনীর কার্ফু জারী
১৪ই আগষ্ট হানাদাররা নাজেহাল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আগরতলা ১৯শে আগষ্ট: সীমান্তসূত্রে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরী ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৬ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারী করে প: পাক হানাদার বাহিনীর তথাকথিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কার্যত: ব্যর্থ করে দিয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মুক্তি বাহিনী এক আদেশ জারী করে ১৪ই আগষ্ট সকাল ৬টা থেকে ১৫ই আগষ্ট বেলা ১২টা পর্যন্ত বৈদ্যেরবাজার থেকে কাইকারটেক রোড, সোনারগাঁও থেকে সি.এণ্ড বি রোড ও

বৈদ্যেরবাজার থেকে আনন্দবাজার এলাকায় সান্ধ্য আইন ঘোষণা করে। স্থানীয় অসামরিক জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং পাক হানাদারদের তথাকথিত স্বাধীনতা উৎসব পালনও এসব এলাকায় আদৌ হয়নি। একই দিনে সোনরগাঁও এ অগ্রসরমান দুটি হানাদার যান গেরিলাদের মাইনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। ফলে ১১ জন হানাদার ও ৩ জন রাজাকার ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ*, ২০ আগস্ট ১৯৭১

৯.৩৯. রণাঙ্গন সংবাদ

ঢাকা, ১২ই আগষ্ট মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের বোমাবর্ষণের ফলে গত মঙ্গলবার ঢাকা শহরের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের প্রচুর ক্ষতি হয়। হোটেলের উনিশজন পাকিস্তানী ও একজন মার্কিন নাগরিক আহত হয়। জানা গেছে, বিস্ফোরণের ফলে হোটেলের অংশ বিশেষ উড়ে যায়।

১৭ই আগষ্ট গত মঙ্গলবার মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর হামলা চালিয়ে সাফল্য অর্জন করে। এ আক্রমণে শহরের প্রধান জেনারেটর অকেজো হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সূত্র দিয়ে শহরের আংশিক আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়। বাকী অংশ নিষ্প্রাণ থাকে।

সূত্রঃ *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ২১ আগস্ট ১৯৭১

৯.৪০. ঢাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিফৌজের সম্মুখ সংঘর্ষ
৩টি ট্রাক ধ্বংস: ২৫ জন খতম: ত্রাস

আগরতলা ২৬শে আগষ্ট: ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধারা এক্ষণে সরাসরি পাক সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। গত ২২শে আগষ্ট গ্রীন রোডের উপর তারা একটি পাক সামরিক কনভয়ের তিনটি ট্রাক ধ্বংস এবং অন্তত পঁচিশজন পাক সেনাকে খতম করেছে বলে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ময়মনসিং ক্যাডেট কলেজের ছাত্র জীফু ও টিফু আজ আগরতলায় এসে জানিয়েছেন। তারা জানান মুক্তিফৌজ মেসিনগান ও গ্রেনেডসহ আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত সরে পড়ে।

তারা জানান যে গত ১৪ই আগষ্ট শহীদ মিনারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়েছে তবে সেনাবাহিনী তা নামিয়ে নেয়।

গত ২২শে আগষ্ট নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত 'পাক বে' জাহাজ নির্মাণ কারখানায় মুক্তিফৌজ পুনরায় আক্রমণ চালিয়ে কর্মরত তিনজন পাক সেনাকে খতম করে এবং অফিস কক্ষটি ধ্বংস করে দেয়। মুক্তিফৌজের তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী ঢাকা শহরে আবার সন্ত্রাস শুরু করেছে। মুক্তিফৌজকে খুঁজে বের করার জন্য তারা 'কম্বিং আপ' অপারেশন শুরু করেছে। তরুণ শ্রেণী এবং অধ্যাপকদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক রফিকুল ইসলামসহ চারজন অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করেছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ২৭ আগস্ট ১৯৭১

৯.৪১. গেরিলা আক্রমণের মুখে বাংলাদেশে পাক সেনাদের মনোবল
আর বেশি দিন অক্ষুণ্ন রাখা যাবে না

অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা প্রেরিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, ঢাকাস্থ পাক জেনারেলরা খুবই ফাঁপরে পড়েছে। সংবাদদাতা মিঃ হোলিংওয়ার্থ

লিখেছেন, সপ্তাহে চারখানি সরবরাহকারী জাহাজ গেরিলারা ডুবিয়ে দেওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও সামরিক দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে 'ডেলি টেলিগ্রাফ' প্রকাশিত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, আট দিন আগে চট্টগ্রাম বন্দরে মেয়াদী মাইনের বিস্ফোরণে দু'খানা জাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং গত শনিবার চাঁদপুরের কাছে ৯০০ টনের একখানি উপকূলবর্তী মালবাহী জাহাজ ও একটি বিরাট বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাক জঙ্গী চক্রের সঙ্কট এখন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৪২. ঢাকার অদূরে ৯ জন ভারতীয় চর নিহত ঃ বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

গত বুধবার ঢাকার শহরতলীতে পূর্ব পাকিস্তান বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর একটি টহলদারী দলের হাতে নয়জন ভারতীয় এজেন্ট নিহত হয়েছে ও একজন ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ইপিসিএএফ-এর একটি দল এইদিন ভোরে ঢাকার তিন মাইল পূর্বে নাসিরাবাদ বস্তীতে হানা দেয়। তাদেরকে নাসিরাবাদের দিকে এগুতে দেখে ভারতীয় এজেন্টরা তাদের প্রতি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। টহলদারী দল এর জবাব দেয়। এর ফলে নয়জন ভারতীয় এজেন্ট নিহত হয় ও অন্যান্য সবাই পালিয়ে যায়।

পরে টহলদার বাহিনী নাসিরাবাদে প্রবেশ করে এবং একটি বাড়ী থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে। বাড়ীর একজন বাসিন্দা ভারতীয় এজেন্টদের সাথে তার যোগাযোগের কথা স্বীকার করে এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আটক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের মধ্যে রয়েছে নয়টি রাইফেল, তিনটি স্টেনগান, পাঁচটি শটগান, ও গ্রেনেড ও কয়েকশ রাউন্ড এছাড়াও ৪৩টি মাইন ও প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরকও উদ্ধার করা হয়।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৪৩. ঢাকা শহরে

ঢাকা শহর এলাকাতেও মুক্তি বাহিনী তাহাদের গেরিলা তৎপরতা জোরদার করিয়াছে। ঢাকার সূত্রাপুর, আজিমপুর ও ধোলাইখাল এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া মুক্তি বাহিনী বেশ কয়েকজন শত্রু সেনাকে খতম করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে পাকিস্তান বিমান বাহি-নীর ৪ ব্যক্তি ও সূত্রাপুর থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর। মুক্তি বাহিনী আজিমপুর এলাকা হইতে ৩টি রাইফেলও হস্তগত করিয়াছে।

মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা গত ২৮ শে আগস্ট এক দুঃসাহসিক তৎপরতায় ঢাকা শহরে মাইন পুতিয়া ও অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া শত্রু সৈন্যদের ২টি ট্রাক ও ১টি জীপ ধ্বংস, কমপক্ষে ২৪ জন পাক সৈন্য ও রাজাকারকে খতম এবং ৪১ জনকে আহত করিয়াছে।

সূত্রঃ *মুক্তিযুদ্ধ*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৪৪. ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক তৎপরতা হানাদার কসাইবাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত

॥ নিজস্ব প্রতিবেদন ॥

ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে খান সেনাদের শিবির স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে এই সব শিবিরে প্রেরণ করা হইতেছে তাহারা তাদের কর্মকর্তাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কারণ তাহাদের ফেলিয়া বড় কর্তারা সকলে সূর্যাস্তেরপূর্বেই কুর্মীটোলার সুরক্ষিত ছাউনিতে ঢুকিয়া পড়ে। আর ইহাদিগকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বিচ্ছিন্ন ছাউনীতে ডিউটিতে নিযুক্ত করে। কুর্মীটোলার ছাউনী ছাড়িয়া ইহারা শহরের শিবিরে মোটেই নিরাপদ বোধ করে না। কারণ সন্ধ্যার পর হইতেই শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড তৎপরতা। মাইন এবং বোমা বিস্ফোরণের শব্দে প্রতি রাত্রে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

সম্প্রতি গ্রীন রোড এবং সেগুনবাগিচা সঙ্গীত কলেজে খান সেনাদের শিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে কয়েকজন খান সেনা খতম হওয়ার পর হইতেই খান সেনারা কুর্মীটোলার বাহিরে শহরের শিবিরে থাকিতে আর সাহস পাইতেছেনা। নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, সম্প্রতি একদল হানাদার সেনা শহরের শিবিরে যাইতে অস্বীকার করিলে সামরিক কর্তৃপক্ষ ইহাদিগকে শাস্তি প্রদান করে।

সূত্র: *বিপ্লবী বাংলা*, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৪৫. সাবাস!

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ মুক্তিযোদ্ধা। পথে ঘাটে, হোটেলে-রেস্তোরায় সর্বত্র ছড়াইয়া আছেন শেখ মুজিবের বিপ্লবী সেনারা। যখনই তাদের সামনে দস্যু সৈন্য খতম করার দূর্লভ সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই নির্মম নিয়তির মত মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপাইয়া পড়েন দুশমনের উপর।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার রাজধানী ঢাকা হইতে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি হানাদার বাহিনীর দুইজন কর্ণেল ও একজন মেজর ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ৯১০ নং কক্ষে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকে। সেই সুযোগ মুজিবের অনুসারী জনৈক হোটেল বেয়ারা উক্ত কক্ষে ঢুকিয়া স্টেনগানের সাহায্যে গুলী করিয়া বর্বর খান সেনাদের উক্ত তিনজন অফিসারকেই খতম করিয়া তাহাদের মদ্যপানের তৃষ্ণা চিরতরে মিটাইয়া দেন।

সূত্র: *বাংলার বাণী*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৯.৪৬. DACCA SECTOR

Recently the urban guerillas in Dacca carried out a number of daring operations in different areas of the city. Sometime early this month they killed five Occupation Armymen including an officer in the Farm Gate area. The Occupation Armymen while moving in a Jeep was caught unaware by the guerillas S.M.G. fire, and could not escape. On the next morning, the

guerillas planted mines on the Green Road but a Pakistan Army Jeep which managed to escape from the mines was finally destroyed when the guerillas fired on it from a Rocket Launcher. All the seven occupants of the Jeep were killed. After these setbacks the Pakistan Army went frantic and started rounding up innocent boys of the city.

Source: *Bangladesh,* Vol. 1, No. 12, 15 September 1971

৯.৪৭. DACCA SECTOR

Dacca, the main city of Bangladesh, has become the hot-bed of urban guerillas' activities. From their bases in the outskirts of the city, the guerillas have been continuing their operations in the city. There was heavy exchange of fire in the Dhanmondi area on Sept. 16.

Sometime during the first week of this month a group of Pakistani soldiers raided a house in eastern area of the city. But in the mean time some daring guerillas came to the spot and one of them snatched away a Stengun from the soldiers and instantly opened fire killing five of the intruding soldiers. Before the soldiers could realise what was happening, the guerillas made good their escape. In the second week of this month the Mukti Bahini guerillas raided a Pak army camp in the Bashabo area killing at least fourteen enemies, including regular Pak soldiers and West Pakistani policemen.

Source: *Bangladesh,* Vol. 1, No. 13, 22 September 1971

৯.৪৮. ঢাকা শহরে দিনে-দুপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার সময় হাবিব ব্যাংকের হাটখোলা ব্রাঞ্চে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। ডাকাত দল ব্যাংকের ক্যাশ থেকে প্রায় ৩৮ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যাংক ডাকাতি করে দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

সূত্রাপুর থানা পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টার সময় ব্যাংকের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাংকের কর্মচারীরা তখন হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় ৭/৮ জন অজ্ঞাত পরিচয়ের লোক কালো রং এর একটি প্রাইভেট কারে (ঢাকা ক-৮৪৩০) আসে এবং কার থামিয়ে ব্যাংকে ঢুকে পড়ে। তাদের হাতে স্টেনগান ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। ব্যাংকে ঢুকে তারা ক্যাশিয়ারকে ভয় দেখিয়ে চাবি বের করে নেয় এবং ব্যাংকের লোহার আলমারী খুলে প্রায় ৩৮ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। কারটি হাটখোলা থেকে গভর্নর হাউসের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে কেটে পড়ে বলে পুলিশের অভিযোগে প্রকাশ।

এ ব্যাপারে সূত্রাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হননি। তবে পুলিশ মামলার তদন্ত করছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৪৯. ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ ইয়াহিয়ার নুরুল হুদা খতম

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঢাকা, ২৫শে সেপ্টেম্বর–বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হাতে জঙ্গীশাহীর সমর্থক ও দালাল মুসলিম লীগ নেতা নুরুল হুদা খতম হয়েছে। নুরুল হুদা বাংলাদেশ আইন সভার প্রাক্তন মুসলিম লীগ সদস্য। তার নিজ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের মেসিনগানের গুলিতে এই শান্তি কমিটির বড় দালাল 'এন্তেকাল ফরমাইয়াছে'।

ইয়াহিয়ার নবনিযুক্ত দালাল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মৌলানা মহম্মদ ইসাক আজ ঢাকায় নিজ মটরে একটি টাইম বোমা বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। একটি সভা থেকে ফেরবার পথে এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানা যায়। আহত অবস্থায় মটরের চালক এবং ইসাককে ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সূত্র: *সাপ্তাহিক বাংলা*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৫০. মন্ত্রীর এক হাত ও এক পা

রৌমারী ॥ ২৪ শে সেপ্টেম্বর- স্বাধীন বাংলা বেতার পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ বাংলার অধিকৃত অঞ্চল খুনি ইয়াহিয়ার মনোনীত মন্ত্রী সভার সদস্য মৌলানা মহম্মদ ইসাকের মটর গাড়ীতে আমাদের দূর্বার গেরিলাগণ টাইম বোমা গোপনে রেখেছিলেন। এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে নব মনোনীত মন্ত্রী সাহেবের এক হাত ও এক পা ওফাত বরণ করেছে। ঢাকা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে বঙ্গবৈরী মন্ত্রী সাহেব তার কৃতকর্মের ফলাফলের যোগ বিয়োগ করছেন আর বাকী মন্ত্রী সাহেবরা তো 'এখন কি করি কি করি' করে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

সূত্র: *অগ্রদূত*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৫১. গাড়ীতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে মন্ত্রী আহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক মৌলিক গণতন্ত্র, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দফতরের মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক গতকাল শনিবার তার গাড়ীর মধ্যে রক্ষিত মেয়াদী বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। হাসপাতালে এখন তাঁর অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতি ঘটছে।

তাঁর গাড়ীর ড্রাইভার সাজ্জাদও আহত হয়েছে। গাড়ীতে আরো দুজন আরোহী ছিলেন। তাদের একজন হলেন পুলিশ প্রহরী এবং আরেকজন হলেন এক ছাত্রকর্মী। তারা আহত হননি বলে জানা গেছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রী মহোদয়ের ডান পা ও ডান বাহুতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তিনি হাসপাতালের নয় নম্বর নিউ কেবিনে রয়েছেন। গাড়ীর ড্রাইভার সাজ্জাদের দেহেও অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

গতকাল বেলা পৌনে একটা থেকে একটার মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চৌরাস্তায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাদেশিক নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মওলানা আশরাফ আলী এই প্রতিনিধিকে টেলিফোনে জানান যে, মন্ত্রী মহোদয় লালবাগে নেজামে ইসলাম এর এক কর্মীসভায় যোগদানের পর সেক্রেটারিয়েট ফিরে যাচ্ছিলেন।

তিনি জানান যে মেয়াদী বোমাটা গাড়ীর ডানপার্শ্বস্থ আসনের নীচে রক্ষিত ছিল। মন্ত্রী

মহোদয় গাড়ীর পেছনের আসনে ডান পার্শ্বে ছিলেন। পেছনে তার সাথে ছিলেন ছাত্রকর্মীটি।

গতকাল মন্ত্রী মহোদয়কে দেখার জন্যে হাসপাতালে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার সদস্যরা গমন করেন।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় গতকাল শনিবার গাড়ীতে রাখা একটি মেয়াদী বোমা বিস্ফোরণে পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দফতরের মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক তার ডান পা ও ডান হাতে সামান্য আঘাত পেয়েছেন। এতে তার গাড়ীর চালকও আহত হয়। বৈঠকে যোগদানের পর সেক্রেটারিয়েট থেকে ফেরার পথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিকট এই বিস্ফোরণ ঘটে।

মন্ত্রী মহোদয়কে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে তার অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতি হচ্ছে।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা সৈয়দ খাজা খয়রুদ্দিন ও জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম গতকাল শনিবার অপরাহ্নে আহত মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাককে দেখার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৫২. East Wing Minister injured in blast

DACCA, Sept 25: Maulana Mohammad Ishaque, East Pakistan Minister for Basic Democracies and local Government, was today slightly injured in his right leg and arm owing to a blast presumably of a time-device planted in his car. His driver was also hurt.

The blast occurred near the Dacca Medical college Hospital while the minister was on his way back to the Provincial Secretariat after attending a meeting.

The Minister was taken to the hospital where he is progressing satisfactorily.

The bomb suspectedly fitted under the driver's seat, There were two other persons in the car who escaped unhurt.

Following the news of the incident Maulana Ishaq's Cabinet Collegues went to the hospital to see him. Council Muslim League Leader Khawaja Khairuddin and Mr. A. Q. M. Shafiqul Islam also visited the Minister at the hospital besides the leaders and workers of his own Nizam-i-Islam Party.

The Governor's Military Secretary also visited the hospital.

According to another report, Convention Muslim League chief Mr. Fazlul Quader Chowdhury's eldest son sustained injuries in an attempt on his life by unknown persons at Chittagong on Monday last.

Confirming the incident Mr Chaudhury said on Saturday night the driver of the car in which his son was travelling home was killed in the attack.

Mr. Quader's son was returning home from a dinner at the residence of one of his friends when unknown culprits fired at them.

The driver was hit by the bullet as he was fleeing away after halting the car. The culprit then hurled a bomb at them and Mr. Fazlul Quader's son Sustained injuries from splinters of the bomb blast.

He was taken to hospital. He has recovered after treatment. **- APP /PPI**

Source : *The Dawn,* 26 September 1971

৯.৫৩. Dacca Bank looted

DACCA Sept 25: A dacoity was committed in broad daylight by about seven young men in bank here yesterday.

According to a report, the miscreants who were armed with stenguns and daggers entered into the bank through a rear gate at a narrow side passage and at gun point relieved the cashier of Rs. 38,000.

It took the raiders no more than five minutes to rob the bank and escape, the report said. **– APP**

Source: *The Dawn,* 26 September 1971

৯.৫৪. মন্ত্রীর গাড়ীতে বোমা: আটক দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক মৌলিক গণতন্ত্র দফতরের মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাকের গাড়ীতে বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে রমনা পুলিশ যে ২ ব্যক্তিকে আটক করেছিলেন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার তাদের আটক করা হয় এবং সেদিনই ছেড়ে দেয়া হয়। এই দুই ব্যক্তির নাম খলিল মিয়া ও আব্বাস উদ্দিন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯.৫৫. গেরিলাদের আক্রমণে ঢাকার পোস্তগোলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র বিধ্বস্ত

মুজিব নগর, ৩০ সেপ্টেম্বর (ইউ এন আই): সামরিক কর্তৃপক্ষের কড়াকড়ি নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকা শহরে পোস্তগোলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটি উড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ সামরিক হেড কোয়ার্টার থেকে প্রচারিত বুলেটিনে উপরোক্ত সংবাদ জানা গেছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র, স্টেট ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, বেতার কেন্দ্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবনগুলির চারপাশে ৮ মিটার উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করা সত্ত্বেও গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি।

বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে যে, ঢাকা শহরে সরকারী কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া হচ্ছে না।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর,* ১ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৫৬. রণাঙ্গনের খবর

(রণবার্তা পরিবেশক)

ঢাকা হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় ইসলামাবাদের অসুর বাহিনীর সুরক্ষিত সদর দফতর বলিয়া কথিত খোদ ঢাকা নগরী সহ উহার চার পার্শ্বে এবং ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গেরিলা আক্রমণ চলিতেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা হইতে শত্রুসেনা বাহির হওয়ার সবকয়টি গুরুত্বপূর্ণ রেল, সড়ক এবং জলপথে ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঢাকা নগরীর সহিত স্থলপথে রেল ও সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুসেনাদের অবাধ গতিবিধি এবং রসদ সরবরাহ ব্যাহত করিয়া চলিয়াছেন। ঢাকা নগরীতেও খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের মাধ্যমে তাঁহারা খানসেনাদের ব্যস্ত রাখিয়া নাস্তানাবুদ করিতেছেন।

ঢাকা হইতে আমাদের প্রতিনিধি জানান, সেদিন খোদ ঢাকা নগরীতেই প্রকাশ্য দিবালোকে চলন্ত মোটর হইতে মেসিনগানের সাহায্যে গুলি করিয়া মুক্তিযোদ্ধারা ৫ জন খানসেনা খতম করেন। মুক্তিযোদ্ধারা একটি প্রাইভেট ট্যাক্সী যোগে শহরের কোন একটি এলাকায় ঘুরাফেরার সময় টহলরত খান সেনারা মুক্তিফৌজ সন্দেহে তাঁহাদের অনুসরণ করে। খান সেনারা জীপ হইতে গর্জন করিয়া মোটরটিকে থামিতে নির্দেশ দেওয়া মাত্রই ইহাদের সম্মুখের ট্যাক্সীর পিছনের কাচ ভাঙ্গিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মেসিনগান গর্জিয়া উঠে। হতভম্ব খান সেনাদের হাতের মেসিনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল স্পর্শ লাগিবার পূর্ব্বেই তাহাদের রক্তাক্ত দেহ লুটাইয়া পড়ে ঢাকার পঁচি ঢালা কালো রাস্তায়। সম্মুখের গাড়ীটি ততক্ষণে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।

সূত্র: *দৈনিক বাংলার বাণী,* ৫ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৫৭. মহানগরী ঢাকা অবরুদ্ধ

(স্টাফ রিপোর্টার)

মুজিবনগর, ৮ অক্টোবর-মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে এবং উপর্যুপরি হামালাজনিত চাপ সৃষ্টির ফলে মহানগরী ঢাকা এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে নিদারুণ মার খেয়ে খান সেনারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এখানে সেখানে পথে ঘাটে সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর চোরাগোপ্তা আক্রমণে খান সেনারা খেই হারিয়ে ফেলেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে কমপক্ষে ৩০০ জন দস্যু সৈন্য নিহত হয়েছে।

ঢাকা জেলার পূর্বাংশ বাংলাদেশের গেরিলার পাঁচরুখিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সেতু ডিনামাইট বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়ায় ঢাকা নগরী ও শিল্প শহর নরসিংদীর মধ্যে রেলসহ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে পাক-ফৌজ জিনাদিতে যে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল, মুক্তিবাহিনী সেটি দখল করে নিয়েছেন, এবং ক্যাম্প থেকে প্রচুর চীনা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করেছেন। দাউদকান্দির ফেরী সার্ভিস দখর করে গেরিলারা ঢাকা-চট্টগ্রাম রাজপথে শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়েছেন। মুক্তিসেনারা ওত পেতে থেকে জেলার উত্তর সীমান্ত মনোহরদি ও নারায়ণবাজারে ষাটজন পাকিস্তানী সৈন্যকে খতম করেন। তাদের হাতে ২৩ সেপ্টেম্বর টহলদার পাক সৈন্য ও তিনজন অফিসারও ঢাকা শহরে নিহত হয়।

ঢাকা-ময়মনসিংহ সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এক সাংঘাতিক সংঘর্ষে ৬৫ জন পাক

সৈন্য নিহত হয়েছে। গেরিলারা কাওরাহদে আক্রমণ চালিয়ে পাক সৈন্যবাহী একখানা ট্রেন দখল করেছেন।

ঢাকা প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, ঢাকার চতুস্পার্শে নদী বেষ্টিত অঞ্চলে দুই শতাধিক খেয়াচালক কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় যাত্রা চলাচল বন্ধ ও দুধ মাছ টাটকা তরিতরকারি প্রভৃতির দাম শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে গেছে।

সূত্র: *সাপ্তাহিক বাংলা,* ১০ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৫৮. ১২ই অক্টোবর মওলানা ইসহাক হাসপাতাল ত্যাগ করবেন

মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দফতরের প্রাদেশিক মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক বলেন যে, আগামী ১২ই অক্টোবর তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। মওলানা ইসহাক সম্প্রতি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নিকট এক বোমা বিস্ফোরণে আহত হন।

গতকাল শনিবার বিকালে মন্ত্রী বলেন যে, হাসপাতালে থাকাকালে তিনি ফাইল ওয়ার্ক করে যাচ্ছেন। ১২ই অক্টোবর থেকে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম শুরু করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পিপিআই গতকাল শনিবার ঢাকায় এ খবর পরিবেশন করে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান,* ১০ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৫৯. রাজাকার হত্যার অভিযোগ কয়েক ব্যক্তি গ্রেফতার

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র হোস্টেলের সম্মুখে ৩ জন রাজাকারকে হত্যা করার ব্যাপারে জড়িত থাকার অভিযোগে লালবাগ পুলিশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়িয়াও দেওয়া হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের গেটের সম্মুখে কর্তব্যরত থাকাকালে দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। গত শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর বায়তুল মোকাররমে তাহাদের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় ৪ জন অজ্ঞাত পরিচয় লোক মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে প্রবেশের সময় জনৈক রাজাকার তাহাদের একজনের দেহ তল্লাশী করিতে উদ্যত হইলে ষ্টেনগানের গুলীতে ৩ জন রাজাকারকেই হত্যা করিয়া দুষ্কৃতকারীরা উধাও হয়।

সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১০ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৬০. ঢাকায় ডেপুটি কমিশনার, খাদ্য কমিশনার নিহত

গত এক সপ্তাহে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা ঢাকার ডেপুটি কমিশনার ও খাদ্য কমিশনারকে খুন করেছে এবং ঢাকা সদরের এসডি ও-কে গুলিতে জখম করেছে। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় ঢাকার ডেপুটি কমিশনার, খাদ্য দপ্তরের কমিশনার ও সদরের এসডিও-কে সঙ্গে নিয়ে কাপাসিয়া যাচ্ছিলেন। শীতলক্ষ্যা নদীতে গেরিলারা লঞ্চের মধ্যেই ডেপুটি কমিশনারকে আক্রমণ ও খুন করে।

সূত্র: *বাংলাদেশ,* ১১ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৬১. DACCA EXPLOSIONS

Three explosions believed to be set off by Bangladesh freedom fighters, damaged the Siddhirganj power station yesterday disrupting power and water supply in Dacca City and its suburbs for nearly nine hours, a Pak official source said today adds UPI.

The source said the explosions occurred simultaneous despite heavy security measures in and around the Power station, about 11 Kms from the city.

The latest victims were sitting in a shop when attacked by "rebels" who also wounded two others the police said.

Martial law Kegulation. According to a delayed report received in mujibnagar from Dacca four Pakistani soldiers were authorities are ordering anyone possessing an unhealed liveurm to surrender it within four days. Anyone caught with an illegal firearm, explosives or ammunition faces a 14 years prison sentence under martial Law killed and two others injured when an army vehicle ran to a mine planted by the Mukit Bahini at Peelkhana area of the town on October 18. A number of "enemy" troops were killed when the guerillas launched a mortar attack on them outside the Dacca Cantonment on October 9. The freedom fighters also demolished the titas Gas pipe line in Narshingdi areas of Dacca district on October 11.

Source: *The Sunday Times,* 12 October 1971

৯.৬২. MONEM SHOT IN STOMACH: RUSHED TO HOSPITAL

DACCA, OCT, 13: Mr. Abdul Monem Khan, a former Governor of East Pakistan, was rushed to Dacca Medical College Hospital tonight after being shot at by two miscreants, according to police sources.

Mr. Abdul Monem Khan got a bullet wound in his abdomen. His condition is stated to be serious, the source added.

The assailants went to the former Governor's house at banani and after talking for sometime suddenly fired at bim and escaped, police said.

A grenade was also found on the ground floor of Mr. Monem Khan House, Police added APPG.

Source: *The Dawn,*14 October 1971

৯.৬৩. মোনেম খান গুলিতে নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

হাসপাতাল সূত্রে জানান হয়েছে যে, আজ বৃহস্পতিবার ভোর ০৩.৪৫ মিনিটে জনাব মোনেম খান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি............. রাজিউন)

পূর্ববর্তী খবরে প্রকাশ

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জনাব আব্দুল মোনেম খান তার বনানীস্থ বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গভীর রাতে এপিপি পরিবেশিত খবরে হাসপাতাল কর্তৃক বলা হয় যে, জনাব মোনেম খানের অবস্থা গুরুতর।

পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে উক্ত খবরে আরো বলা হয় যে দুজন দুষ্কৃতিকারী জনাব মোনেম খানের উপর গুলি চালায়।

পুলিশ জানায় যে জনাব মোনেম খানের বাসভবনের নীচের তলায় একটি হাত বোমাও পাওয়া গেছে।

গতকাল রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জনাব মোনেম খানের জামাতা জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমাকে জানান যে গতকাল মাগরেব নামাজের পর জনাব আব্দুল মোনেম খান তার বনানীস্থ বাসভবনের ড্রইং রুমে আসেন। সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে সাবেক প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আমজাদ হোসেন ও অপর কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা অপেক্ষা করছিলেন। জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলও তখন বৈঠকখানায় ছিলেন। তারা যখন আলাপ-আলোচনা করছিলেন তখন ড্রইংরুমের দরজা খোলা ছিল এবং বারান্দায় বাতি নেভানো ছিল। এই সময়ে দরজার দিক থেকে কে বা কাহারা জনাব মোনেম খানকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলি তার পেটে বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুলি ছুড়ে আততায়ী অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যায়। ড্রইং রুমের অন্যান্যরা তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে ৭ নং ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে যে, জনাব মোনেম খানের শরীরে গুলিবিদ্ধ হয়ে বের হয়ে গেছে। তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
জনাব মোনেম খানের আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হাসপাতালে তাকে দেখতে যান।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৪ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৬৪. মোনেম খানের দাফন সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার

আততায়ীর গুলিতে নিহত পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জনাব আব্দুল মোনেম খানকে গতকাল বৃহস্পতিবার তার বনানীস্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। গতকাল বিকেলে আছরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররমে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল কাসেম, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী জনাব নওয়াজিশ

আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম, সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী ফকির আব্দুল মান্নান, নওয়াব কাজা হাসান আসকারী, পূর্বপাকিস্তান কাউন্সিল লীগের সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দিনসহ বহু প্রাক্তন পরিষদ সদস্য মরহুমের সহকর্মী বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন যোগদান করেন। প্রাদেশিক গভর্ণরের পক্ষ হতে তার এডিসি জানাজায় যোগদান করেন।

জনাব মোনেম খান বুধবার সন্ধ্যায় মাগরিবের পর তার বনানীস্থ বাসভবনের ড্রইং রুমে আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিহত হন। রাত প্রায় দশটায় তার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। রাত পৌনে চারটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি তিন পুত্র, ৫ কণ্যা, নাতিনাতনী ও বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

গতকাল সকালে তার মৃতদেহ হাসপাতাল হতে স্বীয় বাসভবনে নিয়ে যাবার পর শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মরহুমের বাসভবন গমন করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৬৫. মোনেম খান খতম

বাংলার বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসের অন্যতম মীরজাফর, যার নির্দেশে বাংলার পথে প্রান্তরে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত শত সহস্র মুক্তিকামী ছাত্র, তরুণ, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী অকালে প্রাণ হারিয়েছেন, কারাগারের অন্তরালে দুঃসহ বন্দী জীবনযাপন করেছেন এই কুখ্যাত মোনেম খান গত ১৩ই অক্টোবর ঢাকার বুকে মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের বুলেটের গুলীতে গুরুতররূপে আহত হয়ে ১৪ই অক্টোবর মারা গিয়েছে। জয় বাংলার মুক্তি বাহিনীর জয়।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৬৬. ঘটনা সম্পর্কে জাহাঙ্গীর আদেলের ভাষ্য

স্টাফ রিপোর্টার

সাবেক গভর্নর জনাব আব্দুল মোনেম খানের আততায়ী কর্তৃক গুলীবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে তার জামাতা জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল সাংবাদিকদের জানান যে ঘটনার দিন সন্ধ্যায় জনাব মোনেম খান মাগরেবের নামাজ শেষ করে তার নীচের তলায় ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করছিলেন। সেখানে সাবেক প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রী জনাব আমজাদ হোসেন, সাবেক এমপিএ জনাব শামসুল আল আমিন, নারায়ণগঞ্জের জনৈক মোজাম্মেল এবং জনাব আদেল উপস্থিত ছিলেন। জনাব মোনেম খান বহির্দ্বারের দিকে মুখ করে একখানা বড় সোফায় উপবিষ্ট ছিলেন। তার দুই পাশে অন্যান্যরা আসীন ছিলেন। ঘরের বহির্দ্বারে সিঁড়ির নিকট বাতি নিভানো ছিল। হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে তারা হতভম্ব হয়ে যান।

জনাব আদেল বলেন যে, তিনি তখন ভেবেছিলেন যে, বোধ হয় কেউ হাতবোমা নিক্ষেপ করেছে, বারান্দায় এটা তারই শব্দ। সমস্ত বাড়ী দুষ্কৃতিকারীরা ঘেরাও করে ফেলেছে বলে তার মনে এরূপ একটা ধারণার উদয় হয়েছিল। এই আওয়াজ শুনে জনাব আমজাদ হোসেন সহ অন্যান্যরা পাশের কামরায় দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। তিনি আসন ছেড়ে উঠে দরজার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি লুঙ্গি পরে কোচা মেরে একটা

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে, তার দিকে তাক করে দাড়িয়ে আছে। উক্ত ব্যক্তির গায়ে রয়েছে একটি হাওয়াই সার্ট। তার শ্বশুর জনাব মোনেম খান যে ইতিমধ্যেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এটা তখনও তারা কেউ বুঝতে পারেননি। এরপর গেটের দিক থেকে আরেক ব্যক্তি এসে আগ্নেয়াস্ত্রধারীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় এবং তারা উভয়েই অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

জনাব আদেল জানান যে, ইতিমধ্যে আততায়ীরা একটি হাত বোমাও ড্রয়িং রুমে নিক্ষেপ করে। তিনি তা দেখতে পাননি। অন্যান্যরা পরে সেটি দেখতে পায়। বোমাটি ফাটেনি। তিনি বলেন সম্ভবত: ঐ বোমাটি ফাটলে যে বিস্ফোরণ হবে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আততায়ীকে তার সঙ্গী দ্রুত টেনে নিয়ে সড়ে পড়ে।

আততায়ীর গুলি জনাব মোনেম খানের তলপেট ভেদ করে সোফা ভেদ করে পেছনের দেয়ালে লাগে। দেয়ালে সামান্য একটা ফোটা হয়। গুলিটি মেঝে হতে পরে পুলিশ কুড়িয়ে নেয়। বোমাটিও পুলিশ নিয়ে যায়।

গুলির আওয়াজের পর জনাব মোনেম খানের পুত্র জনাব কামরুজ্জামান ও হুমায়ুন ছুটে আসেন। জনাব জাহাঙ্গীর আদেলসহ তারা দ্রুত জনাব মোনেম খানকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তার দেহ হতে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

তিনি আরও বলেন যে, মেডিক্যাল কলেজে মোবাইল এক্সরে ইউনিট না থাকায় এবং রক্তের গ্রুপিং করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়। দু ঘন্টা পর তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন পর্যন্ত জনাব মোনেম খানের জ্ঞান ছিল বলে তিনি জানান।

জনাব আদেল জনান যে, জনাব মোনেম খানের যখন জ্ঞান ছিল তখন শুধু একথাই তিনি বলেছেন যে, "যে আমাকে মেরেছে আল্লাহ তাকে ঈমান দিন। আমি চললাম, আল্লাহ যেন পাকিস্তানকে কায়েম রাখে।"

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

৯.৬৭. নেতৃবৃন্দের শোক
তিনি ছিলেন মহান দেশপ্রেমিক: আইয়ুব খান

ইসলামাবাদ থেকে পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জনাব আব্দুল মোনেম খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করতে গিয়ে মরহুমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাকে একজন মহান দেশপ্রেমিক বলে বর্ণনা করেন।

মরহুম জনাব মোনেম খানের পুত্র কামরুজ্জামানের নিকট এক তারবার্তায় ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান বলেন, জনাব মোনেম খানের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে এবং তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। আজকের সংবাদপত্রে এই খবর পেয়ে আমি মর্মাহত হয়েছি। এই মাত্র কেউ একজন টেলিফোন করে জানালেন যে পরে তিনি মারা গেছেন। এটা শুনে আমি যে কি পরিমাণ শোকাভিভূত হয়েছি তা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার ধারণা তার একমাত্র দোষ ছিল এই যে, তিনি ছিলেন দেশ প্রেমিক এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। যে যাই বলুক না কেন, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৬৮. এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি
স্টাফ রিপোর্টার

সাবেক গভর্নর জনাব আব্দুল মোনেম খানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বাসভবনে নেতৃবৃন্দ

গতকাল তার বাসভবনে পিডিপি প্রধান জনাব নুরুল আমিন, জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পীকার জনাব আব্দুর জব্বার খান, খাজা হাসান আসকারী, খাজা খয়রুদ্দিন, খান এ সবুর, পীর মোহসেন উদ্দিন, (দুদু মিয়া), জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী দেওয়ান আব্দুল বাসেত, জনাব ফকরুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব সুলতান, আহমদ জনাব শামসুল হুদা, জনাব হাসেমুদ্দিন এবং ঢাকা ডেপুটি কমিশনার গমন করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জনাব মোনেম খান ময়মনসিংহ জেলার হুমায়নপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২০ সালে ঢাকা কলেজ হতে ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন ডিগ্রী লাভ করে ১৯২৭ সালে ময়মনসিংহে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

তিনি ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিন বছর তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। পরে ১৯৪৭ সালে পুনরায় জেলা লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য এবং ময়মনসিংহ সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন দেশের রাজনীতিতে তার উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা ছিল না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের শাসনক্ষমতা দখলের পর ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার মাধ্যমে জনাব মোনেম জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কিছুকাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬২ সালের ২৮ শে অক্টোবর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। সে সময় হতেই তার রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী হিসেবে তিনি ছয় বছরেরও অধিককাল এ প্রদেশের গভর্নর পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে দেশে যে গণঅভ্যুত্থান হয় সেই অভ্যুত্থানে মার্চ মাসে আইয়ুব খানের আগে তিনি গভর্নর পদ হতে বিদায় নেন।

এরপর জনাব মোনেম খান নিজের বনানীস্থ বাসভবনে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা: এ এম মালিকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করে তিনি দীর্ঘদিন পর প্রথম প্রকাশ্যে জনসমক্ষে উপস্থিত হন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৬৯. Politician is shot dead in Dacca

Dacca, Oct- 14- A former Governor of East Pakistan, Mr. Abdul Monem Khan was shot in the stomach at his home here and died in hospital, hospital sources reported early today.

Mr. Khan a 69-year old lawyer and politician was Govern of East Pakistan between 1962 and 1969.

It is understood that men called on Mr. Khan at his house late last night for a while they talked them one drew a revolver and shot Mr. Khan. Reuter.

Source: *The Times*, 15 October 1971

৯.৭০. প্রাক্তণ গভর্ণর মোনায়েম খাঁ নিহত

আগরতলা ১৪ই আক্টোবর : পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর ও আয়ুবশাহীর একদা দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত মিঃ মোনায়েম খান আজ তরুণ মুক্তিযোদ্ধার গুলীতে প্রাণ হারিয়েছেন বলে আমেরিকান সংবাদ সংস্থার সংবাদ।

সংবাদে বলা হয়েছে গতকাল রাতে মিঃ খান তার বাড়ীতে দু'জন অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের গুলীতে আহত হয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে ঢাকা বেতারের সংবাদ। মিঃ খানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আজ বিকেল চারটায় সম্পন্ন হয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৭১. গেরিলাদের অব্যর্থ গুলিতে মোনেম খাঁ খতম
(নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশক)

জল্লাদ ইয়াহিয়ার পূর্বসূরী আইয়ুবের কুখ্যাত সহচর মোনায়েম খাঁ মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যর্থ গুলিতে খতম হইয়াছে।

গত ১৩ই অক্টোবর মোনায়েম খাঁ ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়। পরে তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

মোনায়েম খাঁ ১৯৬৪ সাল হইতে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে আয়ুবের সকল দুষ্কর্মের সাথী ছিল। ফলে সে বাঙালীদের তীব্র ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। গভর্ণরের পদ হইতে অপসারিত হওয়ার পরও মোনায়েম খাঁর পক্ষে প্রকাশ্যে চলাফেরা কিম্বা জনসমাজে মেলামেশা করা সম্ভব ছিলনা। ইয়াহিয়া খাঁর আমলে সে পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া ওঠার চেষ্টা করে।

২৫ শে মার্চের পর সে জল্লাদ ইয়াহিয়া-চক্রের দালালিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাহার মীরজাফরীর উচিৎ সাজা দিয়াছে।

সূত্রঃ *মুক্তিযুদ্ধ*, ১৭ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৭২. Dacca guerrillas start offensive
From MARITN WOOLLACOTT: DACCA, October 1971

New guerrilla groups infiltrated into the Dacca area in the past three weeks have begun a vigorous offensive, disrupting the clam which followed the bombing of the Intercontinental Hotel early in September.

The new groups tried to shell Dacca airport. At Dacca's satellite port they exploded bulk gas pipes and burnt a huge quantity of jute awaiting shipment, as part of their campaign to closed education institutions, they bombed the university medical school after warning students to leave. One girl had missed the warring and was seriously hurt.

The guerrillas are also thought responsible for the killing four days ago of Mr. Abdul Monem Khan, who was Governor of East Pakistan under President Ayub Khan. Some non Bangladesh university groups had hoped he would return to politics. But some believe the killing may have been an act of private revenge.

In a development ominous for the United Nation a grenade was hurted two nights ago at their headquarters in a Dacca subur. But it did not explode.

The most worrying incident for the military authorities was the attempted attack on the airport, The three- inch bombs, in fast, fell on the cholera laboratory. There was much perplexity about this until it was realized that the laboratory is in a direct line with the airfield, and that the shells, which must have been fired without a forward observer to correct the aim, had faller only 800 yards shot of the field.

As a result of these and other incidents the army and police in Dacca are tense and on full alert, Residents say more troops are the city than a few weeks ago and there are more checkpoints on roads and guards on important Buildings.

Outside the immediate Dacca area, other groups in the past few days have attacked road and rail links to Mymenshing. Four days ago guerrillas blew up a railway bridge between Tungi and Narsingdi north of Dacca. The engine and some carriages tumbled into river. According to one report, Pakistan newspapers confirm the attacks on the bridge, but say casualties on the train were few.

Sources here say the new groups are made up largely of students. They are assigned areas where they used to live and where their families often still live. Some indeed, have never left the city since March except for two weeks of training.

Money to support them is collected from sympathizers by political

groups who take no part in Military Action, The political groups arose spontaneously, and are not particularly well organized. But they manage to put out a clandestine newspaper and distribute Bangla desh leaflets printed in Calcutta.

Reports about continuing army brutality reinforces public sympathy for the Mukti bahini effort, in spite of accidents like the injured medical student and civilian casualties from shelling in border towns.

Indeed, it is and index of some popular attitudes towards the army that run ours attributing the shelling to Pakistani guns are circulating. If anything is nonsense this is yet such reports are widely believed.

Elsewhere in the province, the Pakistani Army seems to have made little progress in eliminating areas of Mukti Bahini strength.

Source: *The Guardian,* 18 October 1971

৯.৭৩. Bomb blast near Qamarunnessa gate
By A Staff Correspondent

A bomb exploded near the gate of Qamarunnessa Government Girls High School at about 1.45 P.M.

When contacted the Lalbagh police informed me that a complaint was lodege by the school authorities in this connection. No demage was caused by the explosion. The police sources also added.

No arrest has as yet been made in this connection.

Source: *The Pakistan Times,* 20 October 1971

৯.৭৪. মতিঝিলে বোমা বিস্ফোরণ
স্টাফ রিপোর্টার

গতকাল মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর কর্মব্যস্ত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে পাঁচজন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ছয়জনের ব্যবস্থা সংকটজনক।

ইপিআইডিসি ও হাবিব ব্যাপক ভবনের সামনের রাস্তায় সংঘটিত এই বিস্ফোরণের ফলে রাস্তার ধারে পার্ক করা ৬টি গাড়ীও বিধ্বস্ত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানান হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি গাড়ী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং দুইটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া একটি রিকশাও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

বিস্ফোরণের পর পরই দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং জ্বলন্ত গাড়ীগুলির আগুন নিভিয়ে ফেলে।

পুলিশ সূত্র জানান হয়েছে যে বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হয় এবং একজন পরে হাসপাতালে মারা যায়। নিহতদের নাম ধাম পরিচয় জানা যায়নি।

আহতদের মধ্যে ১২ জন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে।

বিস্ফোরণের ফলে আশপাশের ভবনগুলি বিশেষ করে প্রেসিডেন্স হাউস, ইপিআইডিসি ভবন ও হাবিব ব্যাংক ভবনের কাচের জানালাগুলির ক্ষতি সাধিত হয়।

এপিপির খবরে প্রকাশ, বিস্ফোরণের সাথে সাথে পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করে। পুলিশ জানায় যে ঘটনাস্থলে অবস্থানরত একটি গাড়ী থেকে সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটেছে। গাড়ীটি অপহরণ করা হয়েছিল এবং সম্ভবত: দুষ্কৃতিকারীরা গাড়ীটির মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য স্থাপন করে গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২০ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৭৫. রণাঙ্গন: হাজারো আঘাতেও ঢাকা মাথা নোয়াবার নয়
(রণাঙ্গন প্রতিনিধি)

জল্লাদ বাহিনীর কড়া প্রহরা ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করিয়া দেশ প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধারা ও দেশপ্রেমিক জনগণ ঢাকার সর্বাংশ তথা ঢাকা শহর, নারায়ণগঞ্জ ও ডেমরা শিল্পাঞ্চল এবং বিস্তীর্ণ সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান চালাইয়া যাইতেছে। হাজারো আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ঢাকা মাথা নত করে নাই।

ঢাকা শহর: গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মুক্তি বাহিনীর অসম সাহসী একটি দল ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে পলাশী ব্যারাকে অবস্থিত পাক সেনাদের ক্যাম্প আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া ২৯ জন পাক সেনাকে খতম করে। বাদ বাকী সৈন্যরা প্রাণ ভয়ে পলাইয়া যায়। পূর্ব রণাঙ্গনে অবস্থিত বাংলাদেশ ন্যাপের লিয়াজোঁ অফিস এই খবর সরবরাহ করিয়াছে।

গোদনাইল: সম্প্রতি গোদনাইল শিল্প এলাকার এক অসম সাহসী তরুণ গ্রেনেড চার্জ করিয়া ২ জন শত্রু সেনাকে খতম, ২টি রাইফেল ও গোলাবারুদ দখল করে। পরদিন দখলদার বাহিনী গোদনাইল বাজারটি পুড়াইয়া ছারখার করিয়া তাহাদের "বীরত্বের" পরিচয় দেয়।

বাবুরাইল : ২২ শে সেপ্টেম্বর বাবুরাইলে এক অভিযানে মুক্তিফৌজ ৪ জন রাজাকার খতম করে। ইহা ছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের নলখালী ব্রীজটি মুক্তিফৌজ উড়াইয়া দিয়াছে। প্রতিশোধে পাকবাহিনী একই নিয়মে পার্শ্ববর্তী গ্রাম আইলখালী ও সন্তখালী সম্পূর্ণ রূপে পুড়িয়া "বীরত্ব" প্রদর্শন করে। তাহারা শতাধিক গ্রামবাসীকে গুলী করিয়া এবং ১৫ হইতে ২০ জন যুবতীকে পাশবিক নির্যাতন চালাইয়া হত্যা করে ও এই ভাবে "ইসলামী জেহাদ" পরিচালনার পরিচয় দেয়।

সূত্র: *নতুন বাংলা*, ২১ অক্টোবর ১৯৭৬

৯.৭৬. ঢাকায় তৎপরতা

ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরে হানাদারদের অবস্থানের উপর মুক্তিযোদ্ধারা গত ৭ই অক্টোবর হাল্কা কামান থেকে প্রচণ্ড বর্ষণ করেছেন। হানাদার বাহিনীর হতাহতের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রেল সড়কে এন্টিট্যাঙ্ক মাইনের সাহায্যে রসদ ও হানাদার বোঝাই একটি ট্রেন মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দিয়েছেন। নবাবগঞ্জ এলাকায় একটি লঞ্চের উপর তৎপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পনের জন হানাদার খতম করেছেন। মেঘনার উপর পাক নাজীদের একটি স্পীড বোটও মুক্তিবাহিনী এ সপ্তাহে ডুবিয়ে দিয়েছেন। ফলে আরোহী এগার জন হানাদারের সলিল সমাধি ঘটেছে।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ২১ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৭৭. ঢাকার গেরিলা তৎপরতা

ঢাকা, ২১শে অক্টোবর-একদল সশস্ত্র ব্যক্তি- সম্ভবত: মুক্তি বাহিনীর গেরিলা দল মঙ্গলবার রাত্রে পূর্ব বঙ্গের বৃহত্তম মোড়কের কারখানাটিতে অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করেন।

পুলিশ এই সংবাদ দিয়ে জানায় যে, প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন এই কারখানার ভস্মাবশেষ থেকে একটি দগ্ধদেহ পাওয়া গেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে প্রকাশ, চল্লিশ জনের একটি গেরিলাদল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং গ্রেনেড নিয়ে উক্ত কারখানা আক্রমণ করে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। হামিদুল হক চৌধুরী বর্তমানে জেনেভায় সপরিবারে বাস করছেন বলে জানা গেছে।

সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৭৮. ঢাকা আর দূরে নয়
মুক্তিবাহিনীর সম্মুখ-আঘাত আসন্ন
(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

মুজিবনগর, ২০শে অক্টোবর-এই সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে, খুব শীঘ্রই মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম কৌশলের পরিবর্তন ঘটছে। প্রথম পর্যায়ে মুক্তি সংগ্রাম প্রধানতঃ গেরিলা পদ্ধতির আক্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, মুক্তিবাহিনী শীঘ্রই সম্মুখ আক্রমণ ঢাকা নগরীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা।

এখানকার বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, বর্ষার জলে, টানা ধরলেই মুক্তিবাহিনী চারদিকে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করবে। মুক্তিবাহিনী বর্তমানে তার প্রস্তুতিই নিচ্ছে।

সূত্র: *মায়ের ডাক*, ২২ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৭৯. অপরাজেয় ঢাকা

শত্রুর সহস্র আঘাতে জ্বলেপুড়ে ছারখার, তবু ঢাকা নগরী মাথা নোয়ায় নাই।

রয়টারে খবর, গত মঙ্গলবার সকালে মতিঝিলের একটি ব্যাঙ্কের সামনে একটি গাড়ীতে বোমা ছুড়িয়া গেরিলারা ২ জন শত্রুকে খতম ও ১১ জনকে আহত করিয়াছে।

আমাদের প্রতিনিধি খবর দিতেছেন, গত ৫ই অক্টোবর পিলখানায় ইপিআর হেড কোয়ার্টার্সের ১নং গেটে গেরিলারা গ্রেনেড ছোড়ে।

ঐ দিনই নবাবপুর রোডে পাক সামরিক বাহিনী ও দালালদের আড্ডাখানা পেশোয়ার হোটেল (মরণচাঁদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে হানাদাররা এই নামে রূপান্তরিত করিয়াছে) হইতে বাহির হইবার সময় গেরিলারা বোমা ছুড়িয়া দুই জন হানাদারকে খতম করে।

সূত্র: *মুক্তিযুদ্ধ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৮০. প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ : ৩ জন আহত
(স্টাফ রিপোর্টার)

গত মঙ্গলবার শেষ রাতে মতিঝিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৩ ব্যক্তি আহত হয়েছে। এছাড়া বিস্ফোরণে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পুরো বাসভবনের এটি রুমের ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল বুধবার রমনা থানায় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক

আড়াইটার দিকে মতিঝিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ হয়। তখন বাড়ীর সবাই ঘুমিয়েছিল। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সকল এলাকাগুলোতে কম্পন অনুভূত হয়।

বিস্ফোরণের প্রচন্ড আওয়াজ বহুদূরের বাসিন্দারাও শুনতে পান।

বোমা বিস্ফোরণে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর জামাতা এবং গৃহভৃত্য মোখলেসুর রহমানসহ তিন জন আহত হন। মোখলেসুর রহমানকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্কুলের দুজন দারোয়ান ও দারোয়ানের এক ছেলেকে আটক করেছে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও আরেক জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১

৯.৮১. আমিন ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে বিস্ফোরণ

গককাল রোববার রাতে জুরাইনের নিকট আমিন ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে বোমা বিস্ফোরণে ম্যাচ ফ্যাক্টরীর যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া ফ্যাক্টরির ভবনের এক তলাও বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সম্পর্কে তেজগাঁও থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৮ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৮২. ডিআইটি ভবনের ষষ্ঠ তলায় বোমা বিস্ফোরণ

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ডিআইটি ভবনের টাওয়ারের ৬ষ্ঠ তলার ওপর একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

বিস্ফোরণের ফলে সংলগ্ন একটি অফিসের কাগজপত্র পুড়ে গেছে এবং এর দরজা জানালা বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে কেউ হতাহত হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা হয়েছে।

গতকাল দুপুর প্রায় সোয়া একটায় এই বিস্ফোরণটি ঘটে। এ ব্যাপারে পুলিশ চার জনকে গ্রেফতার করেছে এবং ব্যাপক তদন্ত চালাচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৮৩. ঢাকার বুকে গেরিলা যোদ্ধাদের শত্রু নিধন অভিযান অব্যাহত

গত সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী অসম সাহসী গেরিলা যোদ্ধারা কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক প্রাক্তন গভর্ণর আব্দুল মোনায়েম খানকে হত্যার মাধ্যমে যে সাফল্যজনক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন তা ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠছে। দখলীকৃত ঢাকার যুবক গেরিলা যোদ্ধারা হানাদার সৈন্যদের ওপর প্রকাশ্যে মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে শত্রু চলাচলের সবরকম গতিবিধি প্রতিরোধ করে ফাঁদে আটকিয়ে ফেলছেন।

গত ১৯শে অক্টোবর ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ব্যাংকের সম্মুখে পাকিস্তানী জঙ্গী সরকারের তাবেদারদের একটি মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের দুঃসাহসিক বীর তরুণরা প্রকাশ্যে টহলরত হানাদার সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে উক্ত গাড়ীর আসনের নীচে একটি 'টাইম বোমা' বসিয়ে দেন। এর পর তাবেদাররা ব্যাংকে লুটকৃত অর্থ সংক্রান্ত কার্যাদি শেষ করে মোটরে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এলাকা প্রকম্পিত করে উক্ত বোমা বিস্ফোরিত হলে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গাড়ীও এক সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ঘটনাস্থলে ৫ জন তাবেদার খতম ও অন্য ১২ জন মারাত্মক আকারে জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর অপেক্ষায় দুষ্কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭১

৯.৮৪. MUKTI BAHINI ACTIVE IN DACCA

On Oct 19, a bomb explosion at 10.57 a.m. outside the Habid Bank building in Motijheel, the city's main business are, killed five people, injured 13 others and wreaked seven cars, one taxi and two cycle-rickshaws. Next day, another bomb exploded on the fourth floor of the State Bank building down the road. No one was killed but the explosion rocked the building, which also houses the local offices of the World Bank. On October 10, there were several explosions in the Detrma area where the jute warehouses are located, causing a big fire. Two nights earlier, mortar bombs landed on the administration block of the cholera hospital. It is also reported that Pakistan army losses in East Pakistan have risen from 18 to 129 per day. Carpenters are employed full time in the cantonments making coffins for officers who, presumably, get shipped home to West Pakistan for burial.

Reports reaching Dacca suggest that 100,000 Makati Bahini guerrillas are currently operating in East Pakistan. In recent months they have blown up 165 bridges, damaged five ships in Khulna and Chittagong, destroyed a 1,600-ton barge with 4,000 bales of jute at Narayanganj, and destroyed a power substation at Dacca. On August 27, eight razakars were killed and 15 wounded when the Mukti Bahini mined their Gulsan parade ground. PIA Boeings once used to come in to land majestically flying over the Intercontinental Hotel with all lights blazing. Now they have changed their approach pattern to take them as much as possible over water and fly in without navigation lights.

Source: *The Sunday Times*, 31 October 1971

৯.৮৫. রাজধানীতেও পাকবাহিনী কোনঠাসা

ঢাকা, ৩১ শে অক্টোবর- মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ঢাকা শহরে খুবই সক্রিয় হওয়ায় পাক সৈন্য বাহিনী কোনঠাসা হয়ে পড়েছে বলে লণ্ডনের 'সানডে টাইমস' এ এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সানডে টাইমসের বাংলাদেশস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, প্রায় আট শতাধিক গেরিলা সম্প্রতি ঢাকা শহরের কর্মব্যস্ত অঞ্চলে একের পর এক আক্রমণ চালিয়েছে। গেরিলাদের আক্রমণের ফলে পাকবাহিনী বিমান ঘাঁটি যাওয়ার পথে পিল বক্স তৈরী করেছে এবং পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের বিমানগুলি ওঠানামার পদ্ধতিও বদলে গেছে। এতদিন পর্যন্ত বোয়িং বিমানগুলি সব আলো জেলে ঢাকা বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করতো। কিন্তু এখন বিমানগুলি যথাসম্ভব বিনা আলোয় জলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করছে।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*, ১ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৮৬. DACCA BESIEGED

Vigorous Offensive by Mukti Bahini

The city of Dacca is almost cut off from the rest of the country. It is now a besieged city with Intenalfication of guerrilla raids around it. Within a radlus of 30 miles from the city centre, all roads and railway lines leading to the rest of the country virtually remain cut off in a co-ordinate and massive guerrilla hurts by the Mukti Bahini in the recent weeks.

The Demra industrial complex near Sitalakha river in the east and Jhinardi, Nahanbazar, Mathkola, Charmandalia and Kotiadi in the north Nawabhani Duar in the south and Kallapur area and Madhupur garh area and the Dacca-Tengail road in the west have been under the intensive attack of the Mukti Bahini. In their efforts to cut off the city to lay a siege the Mukti Bahini destroyed all the culverts railway bridges and laid mines on the main road and railway track.

They laid seven ambushes on the main roads with small arms and grenades killed abuout 100 Razakars and 60 Pakistan soldiers and forced the military authority to rush supplies to the outlaying pockets by helicopters. In Dacca city Motijheel, Dhanmandi, Beliy Road and Jatra bari areas have been subjected to serious Mukti Bahini attacks. The power supply station at Postogola in Dacca town has been blown up despite the stringent security measures by the martial law administration. Eight metre high walls around important Government buildings in the city including power stations, the State Bank, the National Bank and the Radio Station have been built up by the army.

MR. MIRTIN WOOLLACOTT, in a dispatch from Dacca to the GUARDIAN on October 17, 1971 writes.

"New guerrilla groups infiltrated into the Dacca area in the past three weeks have begun a vigorous offensive, disrupting the calm which followed the bombing of the Intercontinental Hotel early in September. The new groups tried to shell Dacca airport. At Dacca's satellite port they exploded bulk gas pipes and burnt a huge quantity of jute awaiting shipment. As part of their campaign to close educational institutions, they bombed the university medical school after warning students to leave. One girl had missed the warning and was seriously hurt. The guerrillas are also thought responsible for the killing four days ago, of Mr. Abdul Monem Khan, who was Governor of East Pakistan under President Ayub Khan. Some non-Bangla Dash university groups had hoped he would return to politics. But some believe the killing may have been an act of private revenge.

In a development ominous for the United Nations, a grenade was hurled two nights ago at their head quarters in a Dacca suburb. But it did not explode.

The most worrying incident for the military authorities was the attempted attack on the airport. The three-inch bombs, in fast fell on the cholera laboratory. There was much perplexity about this until it was realized that the laboratory is in a direct line with the airfield, and that the shells, which must have been fired without a forward observer to correct the aim, had fallen only 600 yards short of the field.

As a result of these and other incidents the army and police in Dacca are tense and on full. Residents say more troops are city than a few weeks ago, and there are more check-points on roads, and guards on important buildings.

Outside the immediate Dacca area, other groups in the past few days have attacked road and rail links to Mymensingh. Four days ago guerrillas blew up a railway bridge between Tungi and Narsingdi north of Dacca. The engine and some carriages tumbled into a river. According to one report, Pakistan newspapers confirm the attacks on the bridge, but say casualties on the train were very few.

Sources here say the new groups are made up largely of students. They are assigned to areas where they used to live and where their families often still live. Some indeed, have never left the city since March except for two weeks of training.

Money to support them is collected from sympathizers by political groups who take no part in military action. The political groups arose spontaneously, and are not particularly well organized. But they manage to put out a clandestine newspaper and distribute Bangladesh leaflets printed in Calculates from shelling in border towns.

Indeed it is an index of some popular attitudes towards the army that rumors attributing the shelling to Pakistani guns are circulating. If anything is nonsense this is yet such reports are widely believed. Elsewhere in the province, the Pakistani Army seems to have made little progress in eliminating areas of Mukti strength.

Source: *Bangladesh Today* (London), 1 November 1971.

৯.৮৭. গভর্নর মালিক আহত
ঈদের দিন ঢাকায় প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ

বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা এবার অনাড়ম্বর পরিবেশে ঈদ-উৎসব পালিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঢাকায় কড়া সামরিক প্রহরাধীনে আউটার স্টেডিয়ামে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই জামাতে প্রতি বৎসর প্রচুর জনসাধারণ ঈদের নামাজ আদায় করতো। কিন্তু এ বছর বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক সহস্র সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ আবদুল মালিক এই নামাজে শরীক হয়েছিলেন।

গভর্ণর মালিক ঈদের নামাজ আদায় করে যখন ফটক দিয়ে বের হয়ে গভর্ণর হাউসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের ফলে গভর্ণরের সফর নিয়ন্ত্রণকারী পাইলট গাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে বলে ঢাকা থেকে আজ খবরে জানা গিয়েছে। এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে গভর্ণর মালিক সামান্য আহত হয়েছে বলেও খবরে উল্লেখ এবং বর্তমানে তিনি চিকিৎসার জন্য পঃ পাকিস্তানে অবস্থান করছেন।

ডাঃ মালিক ইয়াহিয়ার এজেন্ট নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আসার পর দুই বার মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে অল্পের জন্য জীবন বাঁচাতে সক্ষম হলেন। মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা সে সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার পদলেহী কুত্তার দলকে শায়েস্তা করার জন্য সদা জাগ্রত।

সূত্রঃ *রণাঙ্গন*, ২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৮৮. ঢাকা ইলেকশন কমিশন অফিসে বোমা নিক্ষেপ

গত রবিবার ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এহিয়ার নির্বাচন খেলাঘর ইলেকশন কমিশন অফিসে বোমা নিক্ষেপের ফলে একজন দালাল মারা যায় ও একজন আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধার ভয়ে হানাদার সৈন্যরা সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করছে। এমন কি ঢাকা বিমান বন্দর ও আশেপাশের বিভিন্ন ইমারতের উপর বালির বস্তার স্তুপ করেছে ও অন্যান্য উপায়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

পি.আই.এ. বিমানের ভয়

পি.আই.এ. বিমান বন্দরে আগের সেই আড়ম্বরপূর্ণ রূপ আর নেই। বিমান আক্রমণের ভয়ে এখন পি.আই.এ. বিমান, ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের উপর দিয়ে আর বন্দরে ওঠানামা করে না। প্লেন বাঁচাবার জন্য তারা বেশিরভাগ পানির উপর বরাবর দিয়ে যাওয়া-আসা করে। গেরিলাদের সাহসিকতায় দিশেহারা দস্যু সৈন্যরা শহর ও নিকটবর্তী এলাকায় ৩৫০টি নলকূপ বসিয়েছে। গাড়ীগুলিতে ও বিমান বন্দরের রং বদলে ছাই রং করে দিয়েছে।

ঢাকায় সুতারমিস্ত্রি পাওয়া যাচ্ছে না

মুক্তিবাহিনীর আঘাত জোরদার হওয়াতে শত্রুসৈন্য দৈনিক প্রায় ১২৯ জন প্রাণ হারাচ্ছে। পূর্বে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল দৈনিক ১৮ জন। এ মৃতের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মৃতদেহগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাবার কফিন বাক্সের অভাব হয়ে গেছে। সম্প্রতি ঢাকা ও আশপাশ থেকে এহিয়া সৈন্যগণ খুঁজে খুঁজে সুতারমিস্ত্রিদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃত অফিসারদের কফিন বাক্স বানাতে বাধ্য করছে।

সূত্রঃ *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* (লন্ডন) ২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৮৯. Bomb explodes in Election Commission office
(By Our Staff Reporter)

Miscreants on Sunday night exploded a bomb at the office premises of Regional Election Commission at Mominbagh Resulting in the death of one office guard and injuring another.

The explosion took place at 10 O'clock in the night while the guards were on the duty. The two guards were immediately rushed to hospital in a critial condition while one of the guard, Ziaul Huq Ghazi succumbed

to his injuries at the early hours of the Monday morning, another guard was released after first aid.

According to the Ramna police station, the miscreants had planted the bomb at the premises of the Election Commission office which later exploded with a big bang, the bomb explosion caused fired in the office destroying some of the important records and files in the office.

No arrest has been made so far in this connection.

Another case of bomb explosion was reported yesterday near a petrol pump at kakrail. The bomb was exploded just at the time of iftar. Immediately after the explosion huge column of fire was visible.

When contacted Ramna Police further confirmed the incidents but could not give further details.

Source: *The Morning News,* 2 November 1971

৯.৯০. ঢাকার অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা বেড়েছে

নয়াদিল্লী, ১ নভেম্বর (ইউএনআই)– ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্র শেষ পর্যন্ত ঢাকার অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতার কথা ছাপতে বাধ্য হয়েছে। ঢাকার প্রভাতী সংবাদপত্রের খবর: গত ২৮ অক্টোবর বিকালে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বিল্ডিং-এর টাওয়ারে এক বিস্ফোরণের ফলে ট্রান্সমিশন টাওয়ারের ক্ষতিসাধন হয়েছে।

গত ২৭ অক্টোবর সরকারী ভবনের দক্ষিণ দিকে একটি পেট্রল পাম্পের সামনে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে পেট্রল পাম্পের জনৈক কর্মচারী সামান্য আহত হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা)*, ২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৯১. বিদেশীদের দৃষ্টিতে ঢাকা শহর ও মুক্তিবাহিনী

ঢাকা, ২৯শে নভেম্বর-মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের সাফল্যজনক চোরাগোপ্তা আক্রমণে হানাদার সৈন্যরা আজ ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা। দখলীকৃত ঢাকা শহরে সামরিক দফতরে প্রতিদিন যে টুকরো টুকরো খবর পৌঁছাচ্ছে তার ফলে হানাদার সৈন্যরা চূড়ান্তভাবে মুক্তিবাহিনীর হাতে চরম মার খাওয়ার সেই ভয়ঙ্কর দিনটির জন্য অসহায়ভাবে প্রতীক্ষায় আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মারের চোটে সরকার এক্ষণে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

গত ২৭শে নভেম্বর হানাদার বাহিনীর দখলীকৃত বাংলাদেশের সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল এ.কে নিয়াজী সর্বনাশা ঘটনা মাথায় নিয়ে সারা বাংলাদেশে ছুটোছুটি করতে করতে ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের খবর দিয়ে বিবিসি জানাচ্ছে, সামরিক সরকার বলছে বর্তমানে ঢাকা শহরে ২ সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিবিসি গত সপ্তাহব্যাপী মুক্তিবাহিনীর ঢাকা আক্রমণের খবর পরিবেশন করে বলেছেন, মুক্তিবাহিনী ঢাকা-ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী সড়কের ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করে দিয়েছেন। ফলে এ পথে সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে। এদিকে মুক্তিবাহিনীর অব্যাহত আক্রমণের ফলে ঢাকা-যশোরের মধ্যে সড়ক ও বিমান যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে

ঢাকাবাসী আটকে পড়ে গেছে। ফরিদপুর, বরিশাল ও অন্যান্য নদনদীতে লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে গ্রামের বাড়ির সাথে যোগাযোগ হারিয়ে তাঁরা এক অসহায় অবস্থায় পতিত হয়েছে।

বিবিসি সংবাদ পর্যালোচনা করে বলেছেন, যে ঢাকা শহর একদা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কর্মচঞ্চল থাকতো! আর সেটা সন্ধ্যার পর মৃত নগরীর রূপ নেয়। এছাড়া স্কুল কলেজ বন্ধ রয়েছে। মুক্তিবাহিনী গত ২৭শে নভেম্বর জনৈক দালালদের একটি পেট্রোল পাম্প ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বিবিসি-র খবরে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনী গত ২৮শে নভেম্বর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় জুট বোর্ডে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত সপ্তাহের গোড়ার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ব্যাংকে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৭ জন দালালকে হত্যা করেছেন।

মুক্তিবাহিনীর প্রকাশ্য আক্রমণে ভীত ও সন্ত্রস্ত জঙ্গী সরকার গত ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত পুনরায় ঢাকায় কারফিউ জারী করে। পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই এবারও কারফিউ জারী করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য গত ১৭ই নভেম্বর ১৫ ঘন্টা ব্যাপী কারফিউ জারী করে মুক্তিযোদ্ধাদের আটক করার অজুহাতে ব্যাপকভাবে হত্যা লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণ করে। আমাদের দুঃসাহসিক যোদ্ধারা শহরের বিভিন্ন অংশে এ ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুসৈন্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন।

দ্বিতীয়বারের কারফিউ কালীন হানাদার পশুরা পূর্ব ঘটনার অনুরূপ অপচেষ্টায় মাতলে এবারও আমাদের স্বাধীনতাকামীরা তার প্রতিশোধ নেন। ফলে শত্রুরা মাত্র ৪ ঘন্টা পরেই কারফিউ তুলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহর থেকে নিজেদের আস্তানায় অবস্থান নেয়।

মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা উক্ত দিন সকালে সমগ্র ঢাকা শহরে গোলাগুলি ও বোমা দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে একজন মহিলা দালাল সহ ৩ জনকে খতম করেন। এসব আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থান ছিল রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর, খিলগাঁ শত্রু অবস্থান ও পাটের গুদাম।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলাযোদ্ধারা উক্ত দিন কয়েকটি পাট গুদামও ভস্মিভূত করেন। এ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় অন্ততঃ ২০টি পাটগুদাম জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

বিবিসি-র অপর এক খবরে প্রকাশ, মুক্তিবাহিনীর দুর্ধর্ষ গেরিলাযোদ্ধারা ঢাকা থেকে ১৭ মাইল দূরে গত ২২শে নভেম্বর মুন্সীগঞ্জ থানায় আক্রমণ চালিয়ে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে নিহত এবং কয়েকজনকে গুরুতররূপে আহত করেন। এর আগে মুন্সীগঞ্জ থানা ফাঁড়িও জ্বালিয়ে দান।

মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে ২৩ জন বেঈমান দালাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। এদের মধ্যে ৩ জন পথে প্রাণ হারায়।

সূত্র: *জয় বাংলা*, ৩ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৯২. GUERRILLAS START STREET WAR IN EAST PAKISTAN BY CLARE HOLLINGSWORTH IN DACCA

Forty Thousand Bangladesh guerrillas are now operating inside East Pakistan, and passing grim problems for the West Pakistan Army, which is generally deployed along the 1300 mile frontier with India.

There are now at least 20 military casualties a day as the Mukti fouj,

the guerrillas, increases their activities inside the town. They are becoming more aware of their strength which is based on whole hearted local support.

Two Pakistani soldiers, one policeman, and a guerrillas were killed in a noon gun battle the other day in Chittagong market.

This is the first time street fighting has taken place in daylight since the martial law authorities took over last March.

In Dacca there are prolonged exchanges of fire in the old part of the town and three or four explosions in the residential areas every night. Several bodies, generally unidentified, are found each morning.

Wave of support

One Pakistan Army officer said to me: "Open support for the Mukti fouj has risen during the past two months like a gigantic tidal wave sweeping over the country."

This had left the army in an over stretched position manning the frontiers with too few men to retain control of the countryside, especially those areas away from the main routes which are now " liberated" by the guerrillas not only during the night but also during day as well.

Two bombs destroyed a garage and a petrol station in Dacca yesterday. The building in the centre of the city which housed the Election commission was blown up on Sunday night. A few night earlier, Guerrillas bombed the television studios building.

Bank robberies are frequent because the three groups of guerrillas now deployed inside the city require far more money for food and lodgings than those operating in the countryside.

Schools have also been attacked. Many parents now keep their children at home.

Source: *The Daily Telegraph,* 3 November 1971

৯.৯৩. ঢাকা থেকে পাক মেজর অপহৃত
(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

মুজিবনগর, ৩রা নভেম্বর: গত এক সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা শহরের রাস্তা থেকে পাক সেনাবাহিনীর একজন মেজরকে অপহরণ করে নিয়ে গেছেন এবং অপর একজন মেজরের গাড়ী টাইম বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের তৎপরতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, রাত্রি বেলা দূরে থাক, দিনের বেলায়ও পাক সৈন্যরা ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরোয় না।

ঢাকা শহরে টি এণ্ড টি কলেজের সামনে একজন মেজর ট্রাফিক জাম এর দরুণ গাড়ী নিয়ে আটকা পড়ে। পেছনের একটা মোটর গাড়ী থেকে সাত আট জন যুবক এসে মেজরের গাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক ঘুষি মেরে তারা ড্রাইভারকে ফেলে দেয় এবং মেজরকে টুঁটি চেপে ধরে। এতই আকস্মিকভাবে ঘটেছে যে ঘটনাটা, মেজর আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পাননি, এমনকি নিজের রিভলভারটাও হাতে নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত গেরিলারা মেজরের চোখ মুখ

বন্ধ করে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

ঢাকার মতিঝিল এলাকার হাবিব ব্যাংক থেকে টাকা উঠাতে এসে অপর একজন মেজর মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের শিকার হন। গাড়ী রেখে মেজর ব্যাংকের ভিতর ঢুকে পড়েন তখন মুক্তিযোদ্ধারা টহলদাররত সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে গাড়ীর চাকার নীচে একটা টাইম বোমা রেখে যায়। মেজর টাকা নিয়ে গাড়ীতে এসে বসলে আকস্মিকভাবে টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে পাঁচজন সঙ্গিসহ মেজর ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, গত সপ্তাহে আশিজন মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার রাস্তায় গেরিলা তৎপরতা চালিয়েছে।

এছাড়া মুক্তিবাহিনীর অসম সাহসী গেরিলারা ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বিল্ডিং ঢাকাস্থ নির্বাচনী অফিস ভবনে বোমা নিক্ষেপ করেছে। নির্বাচনী অফিসে নৈশ প্রহরী নিহত ও একজন গুরুতর রূপে আহত হয়।

সূত্র: *অমর বাংলা*, ৪ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৯৪. Two city Banks looted
(By Our Staff Reporter)

The branches of the two banks in the city one near the Jonaki Cinema and other at Mouchak were allegedly looted by a group of miscreants reported to be armed with lethal weapons in broad daylight. In both the cases the miscreants managed to run away with the booties.

According to Ramna Police a daring bank robbery took place at the Muslim Commercial Bank near the Jonaki Cinema at about 12-05 p.m. and the miscreants decamped with cash amounting to Rs. 18,000.

Three persons reported to be armed with guns and other weapons raided the bank. They disarmed the darwan on duty at gunpoint and then entered the bank building. They forced the bank staff on duty to hand over to them all the cash money and forcibly took away cash amounting to Rs. 18000. After completing their operation they boarded a car parked near the bank and sped away.

Another case of bank robbery was reported from Mouchak on Rampura Road at gunpoint by a group of miscreants. In the same manner at about noon.

According to the Bank authorities about half a dozen persons armed with lethal weapons entered the bank and forcibly took away cash amounting to Rs. 7000. Nobody was injured in the incident. Both the cases of Bank robbery have been registered with the police stations and vigorous investigation and proceeding. Till the writing of the report nobody was arrested.

This is the third incident of bank robbery within a couple of day in Dacca city. Earlier the miscreats had looted the Eastern Mercantile Bank at

Malibagh. Same two months ago the miscreants had loote branch of Habib Bank, at the Hatkola Road similarly about three weeks ago American Express at Chittagong was looted.

Source: *The Morning News,* 4 November 1971

৯.৯৫. শাহজাহানপুরে স্টেনগানের গুলিতে ৩ জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর শাহজাহানপুরে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির স্টেনগানের গুলিতে ৩ ব্যক্তি নিহত ও ৩ ব্যক্তি আহত হয়েছে বলে রমনা থানা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ জানা গেছে।

আহতদের মধ্যে সাবির খান নামে একজন দোকানিকে ও অপর ২ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাবির খানের উরুর পেছনে গুলি লেগে উরু ভেদ করে তা বেরিয়ে গেছে।

গতকাল রাত্রে আহত সাবির খান হাসপাতালে আমাকে জানান যে তিনি শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনীর সন্নিকটস্থ গোল্ডেন প্রিন্টিং সপের মালিক। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি, তার ছোট ভাই সুলতান খান ও দোকানের ৬/৭ জন কর্মচারী বসে আলাপ করছিলেন। এই সময় (সন্ধ্যা সোয়া ৭টায়) একজন অজ্ঞতনামা ব্যক্তি তাদের লক্ষ্য করে স্টেনগান থেকে গুলি ছুড়তে থাকে। গুলির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দোকানের চৌকির আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তবে তার উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়। তার ভাই সুলতান খান ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সুলতান খান টেলিফোন বিভাগের স্টোর কিপার। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আরো দু ব্যক্তি মারা গেছে এবং দু ব্যক্তি আহত হয়েছে বলে সাবির খান জানান।

সাবির খান স্টেনগানের গুলিতে আহত হয়েছেন বলে হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে রমনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং তিনটি লাশ ময়না তদন্তের জন্যে হাসপাতালে নিয়ে আসে। থানা পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছেন তবে এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

আততায়ীর গুলিতে এডভোকেট নিহত

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ধানমন্ডী সেন্ট্রাল রোডের বাসিন্দা এডভোকেট মোদাব্বের হোসেন অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

লালবাগ থানা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে গতকাল সন্ধ্যায় এডভোকেট মোদাব্বের হোসেন তার ড্রইংরুমে বসে টেলিফোনে কথা বলছিলেন। এই সময় বাহির থেকে জানালা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে ৩ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। তার মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্যান্য লোকজন গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসে এবং জনাব মোদাব্বের হোসেনকে অজ্ঞান অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। এখানে তাকে মৃত বলে জানানো হয়। এডভোকেট মোদাব্বের হোসেনের মাথায় স্টেনগানের গুলির চিহ্ন রয়েছে বলে হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে।

এডভোকেট মোদাব্বের হোসেন সিলেট জেলার অধিবাসী।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৯৬. সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজে বোমা বিস্ফোরণ

স্টাফ রিপোর্টার

গতকাল বুধবার ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজে পর পর ৩টি বোমা বিস্ফোরণের ফলে পাওয়ার হাউজের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ৪টি জেনারেটরই বিকল হয়ে পড়ে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী ও শহরতলী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ১৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার পর রাত ৮টা ১০ মিনিটে ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা হয়।

ইপিওয়াপদা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে গতকাল ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজে প্রথম একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। এর পর সকাল ৫টা ৫২ মিনিটে এবং সকাল ৬টায় আরো দুটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এর ফলে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজের ৪টি জেনারেটরই বিকল হয়ে পড়ে এবং এখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানা গেছে।

এদিকে গতকাল দমকল বাহিনী সূত্রে জানা গেছে যে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজে ৩টি বোমা বিস্ফোরণের ফলে পাওয়ার হাউজে আগুন ধরে যায়। সকাল ছটায় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গমন করে এবং ৬টা ৫০ মিনিটে আগুন নেভাতে সমর্থ হয়। বোমা বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে বয়লারের একটি এফ ডি ফ্যান, ওয়াটার পাইপ নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া বয়লারের দেয়ালও ধসে পড়েছে বলে দমকল বাহিনী জানিয়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজ সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়ায় ঢাকা শহর ও শহরতলীসহ টঙ্গি ও নারায়নগঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ইপিওয়াপদা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করার জন্যে তখন সিলেটের সাজিবাজার ও আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেন। এছাড়া পরে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের একটি জেনারেটর মেরামত করা হলে সেখান থেকেও বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হয়। ফলে বিকেল ৬টা ৫৫ মিনিটে প্রথম কমলাপুর সাব-স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু হয়ে রাত ৮-১০ মিনিটে শহরে পুরাপুরিভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজের অপর ৩টি জেনারেটর মেরামত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ঢাকা শহরের পুরানো এলাকায় দীর্ঘ ১৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় গতকাল নাগরিকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিদ্যুতের অভাবে ওয়াসার সরবরাহও দীর্ঘক্ষণ যাবৎ বন্ধ থাকে। বিশেষ করে পুরানো ঢাকার বেশির ভাগ এলাকায় রাত ৮টা ১০ মিনিটের আগ পর্যন্ত পানি না পাওয়ায় নাগরিকদের বিশেষ কষ্ট হয়েছে। দুপুর বেলায় পানির জন্যে শহরের স্বল্প সংখ্যক টিউবওয়েলে নারী পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৯৭. GUERRILLAS CUT OFF DACCA POWER

By CLARE HOLLINGWORTH in Dacca

INDUSTRY within 30 miles of Dacca was brought to a complete standstill yesterday after Bangladesh guerrillas destroyed three out of the four generators in the main power station on the outskirts of the city.

Three subdued explosions occurred early in the morning inside the compound of the well-guarded power station at Siddir Ganj. They caused an immediate cut in electricity supplies, even to emergency clients such as the Governor's house, hospitals, police and Army barracks.

Disguised as troops

The guerrillas entered the main gate dressed as Pakistani soldiers, telling the guard that they had come to "conduct further investigations" into the killing the previous day of three highly-skilled West Pakistani engineers on their way home from work at the station.

Power engineers say there will be no lighting for "days if not weeks" in Dacca except in the Army cantonment, the Intercontinental Hotel and the suburb which houses the bulk of the diplomatic corps.

The most serious result is that at least 100,000 workers in jute mills and light industry in the "Dacca region will be put out of work.

This is extremely grave, as officials estimate that even before the power plant was destroyed around 60 per cents, of the working population were unemployed.

Source: *The Telegraph,* 4 November 1971

৯.৯৮. গুলীতে ৫ জন হতাহত

গতকাল বুধবার রাত ৭টার সময় শাজাহানপুর বাজারে দৃষ্কৃতিকারীদের গুলীতে তিন ব্যক্তি নিহত ও দুই ব্যক্তি আহত হয় বলিয়া রমনা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। থানা সূত্রে বলা হয় যে, যে তিন ব্যক্তি নিহত ও দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছেন, তাহারা বাজারে একটি দোকানে বসিয়া ছিলেন। সহসা দৃষ্কৃতিকারীরা একটি গাড়ীতে আসিয়া তাহাদের প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত ও দুইজন আহত হয়। এ ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় নাই। গতকাল রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে বলা হয় যে, এই গুলিবর্ষণের ফলে যে তিন ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, তাহাদের লাশ হাসপাতালে আনা হইয়াছে। আহত দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা সন্তোষজনক। হাসপাতাল সূত্রে আরও বলা হয় যে, গুলিবর্ষণে যাহারা নিহত ও আহত হইয়াছে তাহারা সবাই নিরীহ সাধারণ লোক।

সূত্র: দৈনিক আজাদ, ৪ নভেম্বর ১৯৭১

৯.৯৯. SHAHJAHANPUR
(By our staff reporter)

Three person were killed and several other received bullet wounds when an unidentifed assailant opened fire with a autometic weapon yesterday evening in a shop in north shahjahanpur.

One of the three injured persons, Sabir Khan (50) was immdiately rushed to Dacca Medical College Hospital and admitted. Sabir Khan who the

owner of the shop Golden Printing was hit by a bullet the hip. His condition was improving later two more injured persons were brought to the hospital.

When this reporter visited the hospital at 10-30 in the night Sabir Khan said that at about 7-15 p.m. an unidentified person while passing through the road opened fire indiscriminately at the shop. At that time there were a number of person including some customers the shop.

Sabir Khan who was hit the hip told this reporter that he had seen at least three bodies including one of his younger brother Sultan Ahmed, lying on the ground. Sultan Ahmed was a store-keeper in Telephone Department.

Ramna police when continued congrmed the incident. Police brought the three bodies of hospital for postmortem.

Source*: The Morning News,* 4 November 1971

৯.১০০. Explosions damage Siddhirganj Power Station
(By Our Staff Reporter)

A series of three explosions Yesterday caused serious damge to Siddhirganj Power Station leading to complete dislocation of power supply in Dacca, Narayanganj and Tongi for several hours.

The first explosion, according to fire brigade sources occurred inside the power house at 5-45 a. m. and was followed by two more explosions at 5-52 and 6 a. m. respectively.

No one was injured. Details about the explosions could not be available.

An electric supply source said last night that power which went off at 5-50 in the morning.

In the city and suburbs was restored completely at 8-10 in the evening Emergency power supply was however, restored to some of the vital installations of the city within a few hours of the disruption.

According to a siddhirganj power house source, the three explosions which rocked the entire power house premiser caused damage to all the four generating units rendering a complete power blackout in Dacca, Narayanganj, Tongi and other outlying areas. Fire broke out following the explosions.

According to fire brigade source one F D (Forced draft) fan of water boiler of the power house "burst due to some explosive thrown on it. "The water pipe also burst and broken and the wall of the boiler room collapsed.

Immediately after the power breakdown alternative arrangement was made to restore electric supply from power stations in Shahjibazar in Sylhet

and Ashuganj in Dacca district. The first restoration was at 6-55 a.m. through Kamalapur sub-station. One of the four damaged generating units in Siddhirganj. According to a power house source was repaired and pressed into service at 5-30 in the afternoon. Another generating unit is likely to be restored today while the third one will take two to three days more to repair. The fourth unit which was comparatively badly damaged was being examined and will take sometime more before it could be put in order the source said.

Yesterday's power breakdown apart from other inconvenience resulted in late publication of some of the local newspapers and scarcity of water supply in several parts of the city.

Siddhirganj police is investigating into the incident.

Source: *The Morning News,* 4 November 1971

৯.১০১. Bomb explodes in DU Arts Building

A bomb exploded in the Building of the Dacca University here yesterday morning, according to police sources, reported APP.

There was neither any damage caused to the buildings due to the explosion, police said.

Source: *The Morning News,* 5 November 1971

৯.১০২. শান্তিবাগে আততায়ীর গুলিতে ৪ জন নিহত
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলিতে শান্তিবাগ নিবাসী জনাব এস. এম. হোসেনের চার ছেলে নিহত এবং তার স্ত্রী ও ছোট একটি মেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে রমনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ৪টি ছেলের লাশ ময়না তদন্তের জন্যে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে আসে। এছাড়া আহত মিসেস রাশিদা হোসেন ও বেবী শিরীনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে, গতকাল সন্ধ্যায় জনাব এস.এম. হোসেন তার চার ছেলে, স্ত্রী ও ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। এমন সময় সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় অজ্ঞাত পরিচয়ের দু ব্যক্তি তার ৬৭ নম্বর শান্তিবাগের ঘরে ঢুকে তাদের সকলকে লক্ষ্য করে স্টেনগানের গুলি ছুড়তে থাকে। ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তার চার ছেলে জম্মু, আসগর, আফজাল ও মিঠু নিহত হয়। জনাব এস. এম. হোসেন অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান। কিন্তু তার স্ত্রী ও মেয়ে শিরীন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। মিসেস রাশিদা হোসেনের ডান উরুতে ও শিরীনের ডান পায়ে স্টেনগানের গুলি লেগেছে বলে হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনা তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১০৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেনেড আক্রমণ

আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক দালাল প্রকৃতির ছাত্র-ছাত্রী মুক্তি সংগ্রামের পিঠে ছুরিকাঘাতের উদ্দেশ্যে হানাদার সরকারের সাথে হাত মিলাতে ক্লাশে যোগদান করতে থাকে। শিক্ষকবিহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী (যাদের অধিকাংশ অবাঙালি) জটলা করতে থাকলে আমাদের দুর্দ্ধর্ষ বীর যোদ্ধারা গত ৮ তারিখে দিন দুপুরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে দালালরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এর পর থেকে আর কোন দালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রবেশ করতে সাহস পায়নি।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১০৪. Dacca Reports New sabotage by Guerrillas
BY MALCOLM W. BROWNE

DACCA, Pakistan, Nov. 4 (NYT). Bengali guerrillas sharply intensified their campaign against Pakistani authorizes during the last 24 hours and the Pakistani government charged that half a million Indian troops were massed along the frontier for invasion.

Both the Indian and Pakistani governments have repeatedly declared that each would not attack the other, but war scares continue and both sides have made elaborate preparations.

[In New Delhi, Air marshal PG Lal said that the Indian Air Force was fully prepared to repulse and "Stricken back" against any attack that might be launched on India, Reuters reported. He called on air force personnel to remain fully alert in the present state of tension on the borders.]

Dacca the capital of East Pakistan, held and air raid drill tonight in which people caught showing a light were subject to six months imprisonment.

Most foreign military analysts tend to discount the likelihood of general war between Pakistan and India, Instead, India is considered likely to continued helping the guerrillas in East Pakistan especially by keeping the Pakistan army pinned down along the long frontiers of both West and East Pakistan.

According to Pakistani government reports the guerrillas of the following during the last 24 Bank, a large oil tanker Chittagong that was about to sall for Dacca. Seven men were reported missing. The guerrillas have reportedly been blowing up gasoline and fuel supplies to hamper the Pakistani army, and have sunk or damaged at last a dozen ships.

Assassinated a leading Dacca lawyer Mudabbir Hossain by shooting him in his home.

Robbed two Dacca banks of about 5.000.

Set off three large bombs at a power station, leaving Dacca and two nearby towns without electricity most of the day. Lack of power yesterday created a water shortage in Dacca.

Electric Power Out

Electric power in Dacca and elsewhere in East Pakistan has been disrupted by sabotage to the point at which there are a half dozen power failures here every day.

Skirmishing between troops or the police and the guerrillas in Dacca now occurs hardly every day, generally with casualties. Outside Dacca, government defenses depend mainly on a semi trained militia regarded as poorly armed, its volunteers posted at bridges and other military strongpoint's are prime targets of the guerrillas.

Source: *International Herald Tribune,* 5 November 1971

৯.১০৫. দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে শান্তিবাগে ৬ ব্যক্তি হতাহত

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শান্তিবাগে দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে ৪ ব্যক্তি নিহত ও ২ ব্যক্তি আহত হয় বলিয়া রমনা থানা সূত্রে জানা গিয়াছে। আহত দুই ব্যক্তি হইতেছে মাতা ও দেড় বছরের শিশু। নিহতদের মধ্যে দুইটি বালক রহিয়াছে। তাহাদের বয়স ৮ হইতে ১০ বছর।

থানা সূত্রে বলা হয় যে, সশস্ত্র দৃষ্কৃতিকারীরা অতর্কিত বাসা বাড়ীতে হামলা চালাইয়া বাড়ীর লোকজনের প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করে।

আহত মাতা ও তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুর অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ,* ৫ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১০৬. বোমাঃ বোমাঃ বোমাঃ নির্বাচনী প্রহসন খতম

১লা নভেম্বর রাত্রে ঢাকার নির্বাচনী কমিশনের অফিসে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ফলে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। বোমা বিস্ফোরণের পর নির্বাচন অফিসের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক জয় বাংলা,* ৫ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১০৭. এবার নির্বাচন কমিশনের অফিসই খতম
(নিজস্ব প্রতিনিধি)

রাজারবাগ পুলিশ কোয়ার্টার্সের অতি নিকটে অবস্থিত নির্বাচন কমিশনারের অফিসটি গত রবিবার মধ্যরাত্রিতে দশ জন বীর গেরিলা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছে। ফলে নির্বাচন কমিশনের সকল কাজকর্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান সরকারের সূত্রে প্রাপ্ত খবর পরিবেশন করিয়াছে মার্কিন বার্তা প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। উল্লেখযোগ্য যে, নির্বাচন কমিশনের দপ্তর এখন তথাকথিত 'উপনির্বাচনে' ব্যস্ত থাকার কথা।

একে তো একজনের বেশি প্রার্থী না পাওয়ায় দুই তৃতীয়াংশ এলাকার উপর নির্বাচন ফাঁসিয়া গিয়াছে, তার উপর নির্বাচনী অফিসটিই অচল হইয়া যাওয়ায় ইয়াহিয়ার উপনির্বাচন মাদারির খেলা এখন এক যে করুণ প্রহসনে পরিণত হইয়াছে।

সূত্রঃ *মুক্তিযুদ্ধ,* ৭ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১০৮. মোনেমের লাশ উধাও

আইয়ুবের পোষ্যপুত্র কুখ্যাত মোনায়েমকে বাংলার মাটিতে দাফন করা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল কবরে তার লাশ নেই-বাংলার মাটি বেঈমানকে গ্রহণ করবে না।

সূত্রঃ *বাংলাদেশ,* ৭ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১০৯. The Dacca Commandos

The Dacca commandos are in peak form. Local college and University students who form the nucleus of the commando groups have achieved some incredible successes in the last few months. These boys after being trained in small arms, mortars, rocket launchers, and explosives have made Dacca, the scene of intensive urban guerilla activities. Their activities started right from the beginning of May, when their aim was just to scare the enemy. Gradually there occurred strategic changes from bomb throwing to well-planned sabotage and raids.

With quite a number of clandestine bases in the outskirts of the city, each guerilla group works independently. But there is cohesion among these groups and in case of vital operations they work as a well-knit organization. As for example, once in the early days of July, all the groups sat together and made plans to destroy the major power stations of the city. The leaders of the different groups agreed on the point that five main power stations would be attacked simultaneously exactly at 8-15 P. M.

Acting according to plan two groups were successful in destroying their assigned power stations, but the other three groups could not carry out their operations successfully as they had to face stiff resistance from occupation troops who were on guard. Several enemy soldiers were killed in one of the gun battles that ensued.

The bomb-blast which wrecked the highly guarded Hotel Intercontinental in broad day light was enough to make the Pakistani soldiers shaky. Foreign journalists who were staying in the hotel at the time made great play of this bombing when reporting the incident.

This operation was followed by a number of raids on occupation army positions in different areas of Dacca city (Farm Gate, Dhanmondi, Green Road). A large number of Pakistani soldiers were killed in these operations. In the dark hours of the night grenade blasts and loud explosions of TNT slabs and Plastic Explosives are a regular feature in Dacca.

From the last week of August to the second week of September, there was a lull in guerilla operations. This was because of two major factors: (a) imposition of tight security by the Pakistani Army, (b) their frantic efforts to get hold of the guerillas. They succeeded in capturing two valiant guerillas who did not disclose any secrets though they were subjected to intense torture.

Undaunted by this setback, the Dacca commandos made some necessary reorganisation and by the beginning of the third week of September they had resumed their activities with redoubled prowess. They now embarked on eliminating the quislings who thought they could outsmart the people of Bangladesh. Mahmud Ali's house was demolished; one quisling minister was severely injured. But the death of Monem Khan at the hands of the guerillas really shook up the enemy. Recently the guerillas shelled Dacca Airport but the vital targets were narrowly missed. This gives testimony to the fact that the freedom fighters have adequate mortars and rocket launchers in their possession. It was predicted earlier that preparations for attacks on the Dacca Cantonment are afoot. The surrounding villages of the Cantonment provide the guerillas with hideouts from where attack on the Cantonment is possible. And a few days ago the guerillas shelled the Cantonment with mortars and six of the shells fell well within two hundred yards of the officer's mess.

The freedom fighters, planning to foil the farcical election activities, have bombed the Election Commission office situated right in the heart of the city. The Pakistan Tobacco Company building has also been partially damaged by the guerillas. On November 3, the freedom fighters damaged the Siddhirganj Power Station disrupting power and water supply in Dacca city and its suburbs for nine hours.

The commandos operating in Dacca enjoy the fullest cooperation from the people. This popular support, which is of prime importance, has been on the increase. Even a Ricksha-puller feels exalted if he can render any service to the guerillas.

The Disciplined and dedicated boys who make up the Dacca commandes constitute yet and their brave and highly effective arm of the Bangladesh Mukti Bahini.

Source: *Bangladesh,* Vol.1, No.21, 7 November 1971

৯.১১০. Bomb Explodes in PIA building

A bomb exploded at PIA (Pakistan International Airlines) office at Motijheel here yesterday morning, reports PPI.

According to police, the explosion took place at 10-45 am. None was injured and there was no damage to property.

A Case has been registered with the Ramna Police and investigation is on.

Source*: The Morning News,* 7 November 1971

৯.১১১. 20 children injured

Twenty children were wounded and one of them seriously as a result of bomb explosion inside Bawani Academy, a local academical institute yesterday, according to police sources, reports APP.

PPI adds: The Principal of the Academy was sobbing as he was telling last night that six of them were admitted into hospital for treatmen of different wounds and two had to be operated upon because of the seriousness of their conditions.

He said when the teacher was taking Kindergarten 1 class in the roadside room of the Academy building, some unknown hand threw a bomb which exploded after hitting the floor. More than a dozen babies received injuries and those by the place of explosion severly.

The explosion damaged the furniture of the class room besides damaging the floor, the principal said.

All those admitted into hospital, were improving. Other babies received first aid and were released from hospital.

Source: *The Morning News,* 7 November 1971

৯.১১২. ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ ঃ একজন দুষ্কৃতিকারী নিহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার সকালে হাবিব ব্যাঙ্কে রামপুরা শাখায় ডাকাতি করার চেষ্টা করলে ব্যাংক প্রহরীর গুলিতে একজন দুষ্কৃতিকারী নিহত হয় বলে জানা গেছে।

তেজগাঁও থানার পুলিশ সূত্রে বলা হয় যে গতকাল সকালে ৪ জন দুষ্কৃতিকারী স্টেনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাবিব ব্যাংকের রামপুরা শাখায় যায় এবং ব্যাংকে ঢোকার চেষ্টা করে। ব্যাংক প্রহরী তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা ব্যাংকে গুলি ছোড়ে। এর জবাবে ব্যাংক প্রহরীও গুলিবর্ষণ করে। ফলে একজন দুষ্কৃতিকারী ঘটনাস্থলে নিহত হয়। অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়।

দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে ব্যাংকের ম্যানেজার, প্রহরী ও অপর কয়েকজন কর্মচারী আহত হন বলে প্রকাশ। নিহত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ড্যাগার ও ২০ রাউন্ড গুলি পাওয়া গেছে। ময়না তদন্তের জন্যে তার লাশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তেজগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১১৩. Four hurt in Dacca Varsity bomb blast

Wounded doctor Abdul Matin, acting head of the Philosophy Department, brought the casualties of Dacca University explosion yesterday morning to four, reports PPI.

Doctor Matin, a woman student and two employees of the university were wounded when a bomb exploded in the philosophy class room in Arts Faculty building. They were taken to hospital for treatment.

A group of teachers and students who rushed to the spot immediately after the explosion told PPI later on that the explosion took place at around 9-40 a m. in front of room number 2039 where a senior teacher of philosophy Department Dr. Matin was taking Final Year M.A. Class. The injured assistant came to the teacher to show some papers and the bearer was standing nearby.

The office assistant received multiple injures in his person. The bearer received injuries in his legs while one splinter is believed to have struck on the forehead of the lady student. All the injured persons were rushed to Dacca Medical College Hospital.

The splinters of the bomb made three big holes on the wooden doors of the room and numerous holes in the walls and ceilings of the varsity building. Nobody could tell as to how the bomb was hurled by the unknown persons. Some police officials rushed to the spot of incidents and investigation is on.

Yestereday's explosion in the same building is second this weekend and third in a month.

In the weekend incident, some unknown persons threw a bomb in the third floor of the building which is mainly used for holding varsity examinations. However there was no examination on the day of explosion.

Source: *The Morning News,* 9 November 1971

৯.১১৪. Bengal guerrillas step up number of assassinations and bombings

From Malcolm W. Browne

Dacca, Nov. 8Terrorist bombs exploded in various parts of Dacca today, rocking three educational institutions and injuring six persons, other seriously. At least six other persons are known to have been assassinated by Bengali guerrillas during the past 24 hours.

The guerillas are trying to close down all hither education institutions in East Bengal on the grounds that they are controlled by the Pakistan Army.

One of the explosions was at Iqbal Hall, Dacca University. It seriously wounded a member of the philosophy faculty and injured three students.

Iqbal Hall is one of two buildings at the university which were sacked by the Army last March with heavy loss of life. Most of the students who attended the university and other institutions of higher learning fled to the countryside after the Army raid, and many have since joined the guerrillas.

In another incident today, shots were fired when guerrillas tried to rob a bank in the centre of Dacca. One guerrilla was killed and the bank manager was badly wounded. Guerrillas have successfully raided a number of banks in the past two weeks.

The number of political assassinations has increased sharply in the last few days. Yesterday's right wing politician appointed by the Pakistan Government to serve in the future provincial assembly was killed by submachine gun fire.

Five other persons were also killed. Most were members of "peace committees", civilian groups made up mainly of non-Bengalis who have been appointed by the Army to administer East Pakistan on behalf of the military authorities.

The guerrillas have threatened to kill all members of the peace committees, all officials appointed by the martial law authorities and anyone else actively cooperating with the occupation forces.

Those Bengali civil servants who have stayed at their jobs have generally been warned that they are under close observation by the guerrillas and that more than token cooperation with the Government will be punishable by assassination.

In some cases families have been killed as well as the officials themselves, last week the four children of a retired naval officer were killed in an attempt on his life that failed.

Most non-Bengali residents of East Pakistan feel themselves dangerously threatened and many talk of finding some way to emigrate before it is too late. The guerrillas operate more or less at will, despite constant search and destroy operations by the Army against suspected guerrilla strongholds.

Military morale is understood to have declined as increasing number of officers and troops from West Pakistan come to realize that their assignment here is likely to last a long time.

The increasing number of Army casualties has apparently made it impossible to continue a former policy of flying the bodies of officers back to West Pakistan for burial.

Police morale has also suffered last March the entire East Pakistan police force joined the Bengali rebels, and many former policemen now serve as weapons instructors for the growing ranks of guerrilla recruits.

In June the Government sent over a force of West Pakistani police officers and men to replace the defectors. The force was told that the assignment would be only for the duration of a brief emergency, but they are still here and the emergency appears more serious than ever.

A highly placed source said some policemen staged a one day strike last week in protest against their continued tour in East Pakistan.

Source: *The Times,* 9 November 1971

৯.১১৫. Engine derailed

A railway engine was derailed and capsized one mile south of Kamalapur railway station on Monday evening reports APP.

It was running without the driver.

According to railway police the train which was coming towards Dacca was attacked by some miscreants at Gandaria station. The miscreants disconnected the compartments from the engine. Two members of the railway staff were wounded.

The Railway police added that two police personnel were missing.

Source: *The Morning News,* 10 November 1971

৯.১১৬. Explosion inside School

An explosion took place inside the Viqarunnesa Government Girls' School here yesterday causing material damage reports PPI.

This is the fourth explosion in city's educational institutions during the past 24 hours.

The explosion caused no loss of life but damaged the building slightly.

Police registered a case and are investigating into the responsibility.

Source: *The Moring News,* 10 November 1971

৯.১১৭. আজিমপুর গার্লস স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ

গতকাল বুধবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে আজিমপুর গার্লস হাইস্কুলের দোতলায় ক্লাশরুমে ১টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। তবে ইহাতে কেহ হতাহত হয় নাই। বিস্ফোরণের ফলে ছাদের এক জায়গায় ছিদ্র হইয়াছে এবং কয়েকটি চেয়ার ও বেঞ্চের ক্ষতি হইয়াছে। এই ঘটনার পরও স্কুলে নিয়মিত ক্লাশ চলে। এ সম্পর্কে থানায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

হলিক্রস কলেজে বোমা

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ গতকাল সকালে হলিক্রস কলেজের অভ্যন্তরে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে কলেজের পায়খানার কিছুটা ক্ষতি হয়। তবে ইহাতে কেহ হতাহত হয় নাই বলিয়া পুলিশ সূত্রে বলা হইয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ১১ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১১৮. "শুরু হইয়া গিয়াছে সুলতানুদ্দীন খতম"
(বিশেষ প্রতিনিধি)

ঢাকা, ১০ই নভেম্বর। শুরু হইয়া গিয়াছে। জঙ্গীশাহীর নির্বাচনী প্রহসনের ভাগীদারদের খতম অভিযান শুরু হইয়া গিয়াছে। তথাকথিত উপ-নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সুলতানুদ্দীন খান ঢাকার অদূরে মুক্তি সেনাদের হাতে গুলী খাইয়া মরিয়াছে।

মুক্তিবাহিনী অন্যান্য 'সদস্যদের'ও ধাওয়া করিতেছে। এইসব সদস্য গ্রামে থাকে না। তাহারা শহরে সামরিক বাহিনীর ছাউনীর আশে পাশে আস্তানা লইয়াছে। কিন্তু সেইসব স্থানও আর নিরাপদ নহে।

ঢাকায় এখন মুক্তি বাহিনীর তৎপরতা পূর্বাপেক্ষা জোরদার। রাজাকারের দল ভয়ে তটস্থ। রাতে তাহারা শিবিরের বাহিরে যাইতে ভয় পায়।

শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিতেছে। সম্প্রতি স্পীকার আবদুল জব্বারের বাড়ীর সম্মুখে বোমা পড়ে, এফ,এ, খানের বাড়ির নিকটে জনৈক মেজরকে আচমকা আক্রমণ ও খতম করে (রোড নম্বর ১৪ নং ধানমণ্ডি, আর এ)। জনৈক কর্নেলের বাড়ী আক্রমণ, ই.পি.আর হেড কোয়ার্টার্সের সামনে দুইটি মাইন বিস্ফোরণ, বাণিজ্যিক এরিয়া এবং নিউ মার্কেটে বোমা পড়া প্রভৃতি মুক্তি বাহিনীর গেরিলা কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিরই লক্ষণ। ফলে যত রকমের রঙ বেরঙের দালাল বাংলার মাটিতে তথা, ঢাকায় পা রাখুক না কেন সেদিন খুব বেশী দূর নয়।

সূত্র: *নতুন বাংলা,* ১১ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১১৯. গ্রীন রোডে গুলীবর্ষণ ২ ব্যক্তি হতাহত

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় গ্রীন রোডে গুলীবর্ষণে এক ব্যক্তি নিহত ও এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আহত ব্যক্তির নাম সৈয়দ জিয়াউর রহমান। তাহার মাথায় গুলী লাগিয়াছে। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৪নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। সৈয়দ জিয়াউর রহমান রেডিও পাকিস্তানের ইঞ্জিনিয়ার।

নিহত ব্যক্তির নাম হইতেছে জনাব বজলুল করিম চৌধুরী, তিনি রেডিও পাকিস্তান খুলনার ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া খবরে প্রকাশ। উভয়ে সরকারী কার্য উপলক্ষে ঢাকা আসিয়া ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গভীর রাত্রে এ সম্পর্কে লালবাগ থানার সহিত যোগাযোগ করা হইলে থানা কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই রূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। যে অফিসার ঘটনাস্থলে তদন্ত করিতে গিয়াছেন, তিনি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ,* ১১ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১২০. বায়তুল মোকাররমে বোমা
৫ ব্যক্তি নিহত: ৬০ জন আহত

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে তিনটার সময় বায়তুল মোকাররম মার্কেট ও জিপিওর মধ্যবর্তী রাস্তায় একটি টয়োটা গাড়ীতে বোমার বিস্ফোরণের ফলে ৫ ব্যক্তি নিহত ও ৬০ ব্যক্তি আহত হয়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয় যে, ঘটনাস্থলেই ১ ব্যক্তি নিহত হয় ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহত অবস্থায় চার ব্যক্তি মারা যায়।

রমনা থানা কর্তৃপক্ষ জানান যে, দুষ্কৃতিকারীরা গাড়ীটির মধ্যে বোমা রাখিয়া গাড়ীটি তথায় পার্ক করিয়া চলিয়া যায়। গাড়ীর নম্বর ঢাকা-গ ৭৫৩০। ইতিপূর্বে গাড়ীটি সিদ্ধেশ্বরী হইতে চুরি হয়। এ সম্পর্কে উক্ত থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হইয়াছে।

থানা কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে, এই বিস্ফোরণের ফলে গাড়ীটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া ২টি প্রাইভেট গাড়ীরও আংশিক ক্ষতি হইয়াছে।

তিনজন নিহত ব্যক্তির নাম হইতেছে আমির হোসেন (২০), সেলিম (১৬) ও রশিদ। আমির হোসেন কলা বিক্রেতা বলিয়া জানা গিয়াছে। অপর যে দুইজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত হয় তাহারা সম্ভবতঃ রিক্সা চালক। আহতদের মধ্যে প্রায় সকলে ভিক্ষুক পথচারী, রিক্সা চালক ও ফেরিওয়ালা। তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু ও মহিলাও রহিয়াছে।

২০ জন আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাকী ৪০ ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। হাসপাতালে যাহাদের ভর্তি করা হইয়াছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত: ব্যক্তিদের নাম:-

এমারজেন্সী বেড

১। আফজাল হোসেন (১৫) কলা বিক্রেতা, ২। বোবা (৪৫), ৩। আব্বাস আলী (৪১) ভিক্ষুক, ৪। আব্বাস আলী (৬০) ভিক্ষুক, ৫। শহীদ মিয়া (২২) রিক্সা চালক, ৬। সিকান্দার আলী (৬৫) ভিক্ষুক।

৫ নম্বর ওয়ার্ড

৭। ডাঃ হামিদুর রহমান ৮। জালালুদ্দীন মোল্লা (৪৫) ৯। মুহাম্মদ ইউসূফ ১০। মুহাম্মদ হারিস ১১। আব্দুল মজিদ ১২। মুহাম্মদ শাজাহান ১৩। আব্দুল কাদের ১৪। তারা মিয়া ১৫। মুহম্মদ বশির ১৬। মোজাম হালাদার ১৭। অজ্ঞাত ১৮। ভিতু মিয়া ১৯। মুহাম্মদ সেলিম ২০। আতিকুল্লাহ ২১। আব্দুল বারেক ২২। নুরুল ইসলাম ২৩। সিরাজুল হক ২৪। মুহাম্মদ কায়জার (মেডিকেল প্রতিনিধি) ২৫। শামস উদ্দিন ২৬। জহুর ২৭। আব্দুল হামিদ ২৮। অজ্ঞাত ২৯। রেজাউল হক ৩০। আব্দুল আওয়াল ৩১। এস. ডি খান ৩২। অজ্ঞাত, ৩৩। নুরুল ইসলাম ৩৪। এ সিদ্দিক খান।

৯ নম্বর ওয়ার্ড

(৩৫) কোহিনুর (১৮) (ছাত্রী নার্স) (৩৬) প্রভাবালা (ছাত্রী নার্স)।

১১ নম্বর ওয়ার্ড

(৩৭) তাজমীন (৯) ভিক্ষুক

২১ নম্বর ওয়ার্ড-

(৩৮) আবুল হাশেম (৩৯) লুৎফর রহমান (৪০) মীজানুর রহমান।

গতকাল রাতে অনেকের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত ৪/৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া হাসপাতাল সূত্রে উল্লেখ করা হয়।

গভর্নরের সমবেদনা

প্রাদেশিক গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের গভর্নর সমবেদনা ও সহানুভূতি জানান। গতকাল বেলা পৌনে তিনটার সময় এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং গতকাল রাত ১০টা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় নাই বলিয়া থানা সূত্রে জানা গিয়াছে।

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ১২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১২১. মার্কিন সাংবাদিকের দৃষ্টিতে ঢাকা নগরী মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের সমস্ত আরাম হারাম করে দিয়েছেন

সিকাগো ডেইলি নিউজ পত্রিকায় বিশিষ্ট সাংবাদিক আর্নেষ্ট উইথরোল 'ঢাকায় পাক জান্তা শান্তিতে নেই' শিরোনামায় এক নিবন্ধে বলেন, 'মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে আঘাতের পর আঘাত করে চলছে।'

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সংবাদদাতা আর্নেষ্ট উইথরোল সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এক প্রবন্ধ লেখেন।

বাংলাদেশের পঙ্গু যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের দুটি বৃহৎ শহর ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী রেলপথ যাতায়াত করা তাঁর সফরের সময় প্রায় অসম্ভব ছিল। ব্রীজগুলো ভাঙ্গা হওয়ার ফলে হাইওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাও পঙ্গু হয়ে গেছে। ব-দ্বীপ অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম নদী পথেও অনবরত গেরিলা আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। সামরিক প্রহরায় একটি মাত্র সামরিক বিমানের সাহায্যে পাকিস্তানী আর্মী-পোষ্টে খাদ্য ও লোক সরবরাহ করা হচ্ছে।'

মিষ্টার উইথরোল মুক্তিবাহিনীর এক অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন। তাঁকে মুক্তিবাহিনীর উক্ত অফিসার জানান যে, সূর্যাস্তের পর গ্রামাঞ্চলগুলো মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে।

উক্ত অফিসার তাঁকে বলেন, 'যদি বিশ্বাস না হয় তবে চলুন, দু'রাতের মধ্যেই আমি আপনাকে ঢাকায় পৌঁছে দেব। শহরের বড় হোটেলে আপনার থাকার ব্যবস্থা করা না গেলেও ভালো হোটেলে আপনাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

বিদ্রোহীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্রবল প্রহরায় রাখা সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর এক যোদ্ধা জনৈক বিদেশি সাংবাদিকের সঙ্গে সেই হোটেলেই দেখা করেন এবং উক্ত সাংবাদিককে ঢাকার বাইরে গ্রামাঞ্চলে পাক সেনাবাহিনীর যে কোন কর্তৃত্ব নেই তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। পরে পাক-সরকারের গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে উক্ত সাংবাদিককে মুক্তাঞ্চল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখান।

মিষ্টার উইথরোল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রশংসা করে বলেন, জনৈক বিদায়ী পাকিস্তানী অফিসারের সম্মানে আয়োজিত সভার খাদ্যতালিকা সেই রাতেই গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ঢাকা শহরের একটি বিশেষ বড় ঘড়ি যে পাঁচ মিনিট শ্লো চলছে তা-ও পাক সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্যে উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়।

মিঃ উইথরোল তাঁর প্রবন্ধের উপসংহার টানেন মুক্তিবাহিনীর উক্ত অফিসারেরই উক্তি দিয়ে। এসব ঘটনা খুবই সাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কিন্তু এতেই শত্রু সেনাদের চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়। কারণ তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে, সমাজের প্রতিটি স্তরেই মুক্তিফৌজের নিজেদের লোক নিয়োজিত রয়েছেন।

সূত্র: *জয় বাংলা*, ১২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১২২. ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত কাফন তৈরী হচ্ছে

মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকায় বর্তমানে খুবই সক্রিয়। গেরিলাদের তৎপরতার ফলে পাক সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৮৯ জন পাকিস্তানী সেনা নিহত হচ্ছে। ছুতারেরা মৃত অফিসারদের কফিন তৈরী করার জন্য ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত কাজ করছে। কবরস্থ করার জন্য পাক সৈন্যদের লাশ এই সব কফিনে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। সম্প্রতি লণ্ডনের 'সানডে টাইমস'-এর সংবাদদাতা তাঁর রিপোর্টে সম্প্রতি ঢাকায় একাধিক সরকারী ভবনের উপর আটশরও বেশী গেরিলার ধারাবাহিক আক্রমণের কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি সরকারী বাড়ী শহরের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে অবস্থিত।

উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, গেরিলা আক্রমণের ফলে পাকবাহিনী বিমান বন্দর সুরক্ষিত রাখার জন্য বিমান বন্দর পর্যন্ত প্রধান সড়কের দু'পাশে 'পিল বক্স' স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

পি,আই,এ-র বিমানগুলো মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় 'ভীত' হয়ে পড়েছে। পি,আই,এ-র বোয়িং বিমানগুলি পূর্বে আন্তঃমহাদেশীয় গতিপথে চলাচল করত। আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় নির্দিষ্ট গতিপথ ছেড়ে বর্তমানে যতটা সম্ভব জলপথের উপর দিয়ে যাতায়াত করে এবং বিমানের আলোক সংকেতও জ্বালানো হয় না।

সূত্রঃ *জয় বাংলা,* ১২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১২৩. Siddhirganj Explosion: 4 arrested

Four persons arrested earlier in connection with Siddhirganj power house explosion on November 3, have admitted their complicity in the sabotage reports APP.

The arrested persons are (1) Inamur Rehman s/o Karimud Din, (2) Abdul Sultan s/o abdul Mannan, (3) Ghulam Mustafa s/o Syed Ali. All of them originally belong to Dacca district. They admitted that they were trained in India.

During the investigaton, they have reveated valuable information leading to un-earthing of their gang.

The police is taking necessary steps to arrest other members of this gang.

Source: *The Morning News,* 12 November 1971

৯.১২৪. Dacca business centre shaken by bomb blast
BY CLARE HOLLINGWORHT IN DACCA

A HEAVY explosion shook the business centre of Dacca yesterday when a bomb exploded inside a car a few yard from the entrance to the main Post Office. A reliable British eyewitness saw one man killed. But late it was

learned three people were killed.

Twenty-one people were injured and five cars beside the one containing the bomb destroyed.

Every person entering Government buildings is now thoroughly searched for hidden arms. After the explosion every office and shop in the city closed.

The morale of the 5,000 West Pakistani police who were brought into East Pakistan in March is beginning to show sings of severe strain several units have been confined to barracks for the past week.

I understand the police who came to Dacca to replace those members of the East Pakistani Force who had defected to Bangla Desh were said they would return home in September.

As there is still no sign of relief for the force and as the men are without their wives or girlfriends in a hostile atmosphere. They are becoming increasingly truculent in their demands to be given a firm date when they will return to the West.

Some unites of the Army who are not actually engaged in border warfare are also beginning to show signs of strain.

I have also seen West Pakistan soldiers in groups of two or three harassing shopkeepers and demanding goods for exceedingly low prices if not as gifts. The behavior of the troops in certainly worse than it was two months ago.

Source: *The Daily Telegraph,* 12 November 1971

৯.১২৫. Five Killed, 54 hurt in Baitul Mokarram blast

Five persons were killed and 54 others including women and children wounded when a bomb exploded at the Baitul Mokarram Market a busy fashionable shoping center in city yesterday afternoon, reports APP.

According to the hospital source one of the five killed persons was brought dead into the Dacca Medical College Hospital and the rest died in the Hospital later.

According to the police sources the bomb was planted inside a car, parked in front of the Baitul Mokarram Market which was one of the busiest places in the city for the Eid shopping. As the bomb blasted the people who were busy in shopping became panicky and started running helter-skelter. The car was completely damaged.

The car which was left abandoned after planting a bomb inside it, was earlier stolen form the Siddheswari area, the police sources said.

According to the hospital source 32 persons including two women were admitted into the Dacca Medical college Hospital and 20 others were released after first aid. Two other persons including a minor boy were also given first aid at the Mitford Hospital in city.

The Military Secretary to the Governor of East Pakistan visited the Dacca Medical College Hospital and Conveyed sympathy of the Governor to the affected persons. Police investigation is proceeding and no arrest has so far been made in this connection.

Source: *The Morning News,* 12 November 1971

৯.১২৬. বিস্ফোরণে পি.আই.এ. অফিস

ঢাকার বুকে গেরিলাদের আক্রমণ ভীষণ বেড়ে গেছে। পি.আই.এর মতিঝিল অফিসে এক বিস্ফোরণের ফলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য কোন হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায়নি। ঢাকার গভর্ণর হাউসের নিকটে একটি পেট্রল পাম্পে একটি বোমা বিস্ফোরণে আগুন লেগে যায়। মতিঝিল বালিকা বিদ্যালয়ে এক বিস্ফোরণ ঘটায় দুজন আহত হয়েছে এবং বিদ্যালয় ভবনটি গুরুতর ক্ষতি হয়। মুক্তি বাহিনীর ভয়ে ঢাকায় স্কুল-কলেজগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

সূত্র: *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* (লন্ডন), ১২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১২৭. ATTENDANCE IN SCHOOLS NORMAL DESITE BLASTS

Educational institutions in the city continue their normal course despite explosions in some of them. During the week end official sources said yesterday, reports PPI.

In Sources said that there was practically no effect of the happenings on the attendance of students in the city Schools and Colleges.

Headmasters of the City high schools yesterday held a meeting with the Education Department officials and they were reported to have said that reticular explosion in a part allowed by thin attendance for one or two subsequent days overall attendance came to normal every where just after one or two days, they further said.

The educational institutions however are going to be closed on and from Monday next on account of Ramazan and Eid ul Fitr including one day for the victory of Pakistan in the recent World Hockey Cup Tournament. The institutions will reopen on November 27.

The Educational institutions will observe “Cultural Week” from December 23 to 31. During the week Quaid’s birth anniversary day and parents students day will also be observed in a bentting manner, Extra curricular activities will be other items of the week.

Source: *The Morning News,* 12 November 1971

৯.১২৮. Bomb blast at girls School

A bomb exploded in the compound of St. Francis Xavier’s Girls School at Luxmibazar yesterday morning.

The bomb, believed to have been behind from the road running behind the School, during school hours, exploded after hitting the ground. There was however, no loss of life or damage in property.

Source: *The Morning News,* 12 November 1971

৯.১২৯. বায়তুল মোকাররম মার্কেটে বোমা বিস্ফোরণ

পাঁচ জন নিহত ঃ ৫৪ জন আহত

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকার কর্মব্যস্ত বিপণি কেন্দ্র বায়তুল মোকাররম মার্কেটে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে পাঁচ ব্যক্তি নিহত এবং মহিলা ও শিশুসহ অন্যান্য ৫৪ জন আহত হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে যে নিহত পাঁচ জনের এক জনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় বাকী চারজন পরে হাসপাতালে মারা যায়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে আসন্ন ঈদের অন্যতম কর্মব্যস্ত বাজার বায়তুল মোকাররম মার্কেটের সামনে থামান একটি গাড়ীর ভিতরে বোমা রাখা হয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে কেনাবেচায় ব্যস্ত লোকজন আতংকে ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটতে থাকে।

গাড়ীটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে গাড়ীটি সিদ্ধেশ্বরী এলাকা থেকে অপহরণ করা হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়েছে যে, দু’জন মহিলাসহ ৩২ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ২০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকসহ অন্যান্য দু-জনকে মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

প্রাদেশিক গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গভর্নরের সহানুভূতির কথা জানান।

এপিপির খবরে প্রকাশ, পুলিশী তদন্ত চলছে। এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩০. ঢাকায় আবার কারফিউ’র হিড়িক : ধ্বংসের তান্ডব শুরু

ঢাকা ২৪শে নভেম্বর: মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসী গেরিলাদের ক্রমবর্ধমান বেপরোয়া আক্রমণ ও প্রতিদিন অফিস-আদালত, কলকারখানা এবং পাক সামরিক বাহিনীর টহলদার সৈন্যদের আড্ডাখানায় বেসুমার বোমা ফাটার দরুন নাজেহাল পাক সমর নায়কেরা খাস রাজধানী ঢাকায় আবার কারফিউ জারী করেছে। কিন্তু কার কারফিউ কে শোনে। মুক্তিবাহিনীর অসম সাহসী গেরিলারা কারফিউর মধ্যেও বিনা বাধায় জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিবিসি ও রয়টারের সংবাদদাতা জানান যে, ঢাকায় ইপিআর হেড কোয়ার্টার্স-এ আক্রমণ চালিয়ে

তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশকে হত্যা করেন। এদিকে পশ্চিমা দালাল নরকের কীট হামিদুল হক চৌধুরীর কাজলাস্থ মোড়ক কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গেরিলারা কারখানাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন। আতঙ্কগ্রস্ত পাক সৈন্যরা ঢাকা শহরে আবার গেরিলা খোঁজার নামে নির্মম ও নৃশংস বর্বরতা শুরু করেছে বলে এ.এফ.পি জানিয়েছেন।

সূত্র: *আমার দেশ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩১. ঢাকার পঃ জার্মানীয় কূটনীতিক নিহত

নয়াদিল্লী, ১৫ নভেম্বর (ইউ এন আই) ঢাকাস্থ পশ্চিম জার্মানীর কনস্যুলেট অফিসের দুজন কূটনীতিক গতকাল নিহত হয়েছেন বলে রেডিও পাকিস্তান খবর দিয়েছে। খবরে বলা হয়েছে ‘একটি গাড়িতে করে কূটনৈতিক দু-জন যখন নারায়ণগঞ্জ থেকে সোনামগনি যাচ্ছিলেন, তখন একটি মাইনের সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ ঘটে ফলে তাঁরা মারা যান।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর*, ১৬ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩২. রণাঙ্গন

ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বাড়ছেই

(রণাঙ্গন প্রতিনিধি)

ঢাকা সেক্টরে অগ্রগতি

ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার ফলে সেখানে পাক-সেনারা একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় গত সপ্তাহে মুক্তিবাহিনী কয়েক দফা সাফল্য লাভ করেছে। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার অফিস ভ্যানটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ভ্যানটির ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে কিছু সামরিক কর্তৃপক্ষের দালাল কর্মচারীও আহত হয়েছে। ওদিকে নারায়ণগঞ্জেও মুক্তিবাহিনী কয়েকজন দালালকে খতম করেছে। এছাড়া ঢাকার একটা বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারও গেরিলারা বোমার সাহায্যে ধ্বংস করে দিয়েছে।

সূত্র : *দেশ বাংলা* , ১৮ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩৩. ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে কার্ফু : কক্সবাজারে বিমান ধ্বংস

আগরতলা ১৭ই নভেম্বর: আজ সারা দিন ধরে ঢাকা নগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুক্তি বাহিনীর সাথে পাক সেনাবাহিনীর বিক্ষিপ্ত খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। এদিকে চট্টগ্রামের কক্সবাজার এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় একটি পাক বিমান ঘায়েল হয়েছে।

পাক বেতারের সংবাদ, পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ আজ পাঁচটা থেকে ঢাকায় অনির্দিষ্টকালে জন্য সান্ধ্য আইন জারী করেছেন। উদ্দেশ্য গোপন অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার এবং মুক্তিযোদ্ধারদের গ্রেপ্তার করা। বাড়ী বাড়ী তল্লাসী চালাবারকালে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের গোলা বিনিময় হয়েছে বলে বেতার সংবাদে বলা হয়েছে। একশ আটচল্লিশ জনকে আটক করা হয়েছে এবং উভয় পক্ষে গোলা বিনিময়কালে চারজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন বলে বেতার সংবাদে বলা হয়েছে। বলাই বাহুল্য পাকবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা বলা হয়নি।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩৪. Daring Guerrilla Operations in Dacca

The heavily fortified city of Dacca has been the scene of daring guerilla operations in the past weeks. Over a dozen public buildings in the Motijheel area alone have been damaged by recent bomb explosions. Motijheel is the most important commercial district in Dacca.

A heavy explosion shocks the heart of Dacca on November 11 when a bomb exploded near the main entrance to the General Post Office. Eye-witness saw three people killed, 21 injured and six cars destroyed.

Another explosion ripped through Baitul Makarram- one of the largest shopping centers in the city killing several persons and injuring 40 others, seven of them seriously, Dacca police reported on November 11.

The Mukti Bahini blew up the power station in Narayanganj- the most important industrial centre outside Dacca. Quoting local police sources AFP reported last week that high-powered explosives placed inside the station by the guerillas demolished the entire building, damaging the machinery.

The agency report also said that the Bengali guerillas made a daring attack on Gandaria railway station in the outskirts of Dacca on November 9, taking the station staff as prisoners and setting the building on fire.

Occupation Army suffered in 2 Weeks

During the first half of October, the Mukti Bahini launched 1,134 guerilla operations in Bangladesh and killed 1,090 West Pakistani soldiers. Bengali freedom fighters liquidated 900 West Pakistani paramilitary, police, armed collaborators and quislings. During this same period, 450 collaborators also surrendered to the Mukti Bahini.

Source: *Bangladesh, Vol. 1, No. 20,* 19 November 1971

৯.১৩৫. দিশেহারা শত্রু সৈন্যরা এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত

ঢাকায় মুক্তি বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণ

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

মুক্তি বাহিনীর গেরিলাযোদ্ধারা দখলীকৃত ঢাকা শহরে ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে এক অস্বস্তিকর পরিবেশে ফেলে দিশেহারা করে তুলেছেন।

গত ২রা নভেম্বর রাত্রে ঢাকার পুলিশ দফতরের ওপর গেরিলাযোদ্ধারা এক আকস্মিক আক্রমণ চালান। টহলদানরত পুলিশকে পরাস্ত করে বোমা দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে দখলদারদের বহু দলিল (অস্পষ্ট) একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অফিসের কাগজপত্র ধ্বংস এবং কয়েকজন দালাল কর্মচারীকে গুরুতররূপে আহত করেন। এছাড়া গেরিলাযোদ্ধারা নারায়ণগঞ্জের কুখ্যাত আব্দুল কাইয়ুমকে গুলী করে হত্যা করেন।

একজন বিদেশি কূটনীতিক জানাচ্ছেন যে, ঢাকা শহর এখন সূর্যাস্তের পর সম্পূর্ণ মুক্তিবাহিনীর অধীনে চলে যায়। সন্ধ্যার পর পাকিস্তান সামরিক গাড়ীগুলিও [অস্পষ্ট] সাহায্য করছেন। দিনের বেলায় রাস্তায় বেরিকেড তৈরী করে রাখছে। সামরিক বাহিনীর পোষাক পরে একদল লোক যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। একজনকে পাহারা দিচ্ছেন তিনজন সামরিক পুলিশ। কলকাতাস্থ বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের উক্ত কন্সাল জেনারেল বলেন ঢাকায় অবস্থানকালীন তিনি ঢাকা-নারায়নগঞ্জ সড়ক দিয়ে নারায়নগঞ্জে গিয়েছিলেন। তিনি ঐ সড়কের আশে-পাশে কোন [অস্পষ্ট]

তিনি বলেন সাধারণ লোক খুব ভয়ে ভয়ে দিনের বেলায় রাস্তায় চলাফেরা করেন। কিন্তু হানাদার সৈন্যদের ভয়ে সন্ধ্যার পর মনে হয় ঢাকা একটি মৃত নগরী। খান সেনাদের মনোবল এখন সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন তেজগাঁ বিমান বন্দরে বিমান বিধ্বংসী কামান ছাড়াও বাঙ্কার এবং সামরিক ছাউনি ফেলা হয়েছে। ডাঃ মালিকের সরকারের কোন অস্তিত্ব সেখানে নেই। তথাকথিত মন্ত্রীরা আত্মরক্ষার জন্য এখন ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিয়েছে।

বিলম্বে পাওয়া খবরে জানা গেছে যে, গত ১৫ই অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার নিকট সি এ্যান্ড বি সড়কে দুইজন পাকিস্তানী খানসেনা ও ২ জন রাজাকারকে হত্যা করে। উক্ত দিন অত্র জেলায় মুক্তিযোদ্ধারা একজন রাজাকারকে হত্যা করে এবং ১টি রাইফেল ও ৫০ রাউণ্ড গুলি মুক্তিবাহিনী হস্তগত করে।

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক জয়বাংলা*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩৬. ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণে সরকারী অফিস বিধ্বস্ত

নয়াদিল্লী, ২০ নভেম্বর (ইউ-এন-আই) বিবিসিব খবর: আজ ঢাকায় সরকারী অফিসে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৩ ব্যক্তি আহত হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের এই সরকারী ভবনটি সাংঘাতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়।

ব্রিটিশ বেতারে এ সংবাদ প্রচারিত হলেও পাকিস্তান বেতার এ সম্পর্কে নীরব।

আজ শনিবার ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আরও বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। ফলে ২ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়। রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্রের কাছে এক মর্টার বিস্ফোরণের ফলে একটি বাসভবন বিধ্বস্ত হয় এবং বহু ব্যক্তি আহত ও একটি মসজিদের ইমাম নিহত হয়।

সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তর*, ২১ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩৭. গুলশানে দুষ্কৃতিকারীদের গুলীবর্ষণ (ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল সোমবার গুলশান এলাকায় দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে আহত ১ ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে বলিয়া হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়াছে। গতকাল সোমবার রাতে উক্ত হাসপাতাল সূত্রে বলা হয় যে, গত শুক্রবার হাসপাতালে আরও ৬ জন আহত ব্যক্তিকে ভর্তি করা হইয়াছে। এই আহত ব্যক্তিদের নাম হইতেছে আমু মিয়া, আব্বাস আলী, জয়চাঁদ মণ্ডল, আব্দুল বারি, নুর হোসেন ও রহমান আলী বেপারী। শহরের বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতিকারীরা এই নিরীহ ব্যক্তিদের উপর গুলী চালায়।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৩৮. DACCA SECTOR

Recently the Occupation Army undertook a combing operation in Dacca city in an effort to mop up the freedom fighters. The wholly unsuccessful operation brought more frustration for them in terms of loss of men, morale and energy. The guerillas who are very active in Dacca fought bravely against the Pakistan army in different areas of the city inflicting heavy casualties on the enemy. The Occupation Army had previously imposed a surprise curfew in Dacca for the convenience of their operation. A report from Dacca says that the Occupation Army has divided Dacca city into six sectors deploying one Brigade for each of the sectors. The nervous Occupation Army unleashed a fresh wave of atrocities from 5 A. M, November 17, and nearly one thousand innocent civilians were killed by them in Dacca alone.

Source: *Bangladesh,* Vol. 1, No. 22st , 24 November, 1971

৯.১৩৯. ঢাকায় বোমা বিস্ফোরণ : ২ পুলিশ নিহত : অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু

বি.বি.সি সান্ধ্য সংবাদ, আজ মহানগরী ঢাকায় গেরিলাদের বোমা বিস্ফোরণে দু'জন পুলিশ ও একজন মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন। আকাশবাণীর সংবাদ, ঢাকায় পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারী করা হয়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ২৫ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৪০. ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর দাপট

সম্প্রতি ঢাকা থেকে জনৈক বিদেশি কনসাল জেনারেল বেরিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন সন্ধ্যার পর ঢাকা একটি মৃত নগরী। তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেলে দু'রাত্রি ছিলেন। পরে ধানমণ্ডিতে তাঁর এক সহকর্মীর বাড়িতে এক রাত কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, সন্ধ্যার পর বিভিন্ন দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। ঢাকার সাধারণ মানুষ মুক্তিবাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য দিচ্ছেন। দিনের বেলায়ও কোন কোন জায়গায় মুক্তিবাহিনী রাস্তায় বেরিকেড তৈরী রাখছেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন শত্রুসৈন্যদের হত্যার জন্য।

পুলিশ সদর দফতর'এ বিস্ফোরণ

মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকায় পুলিশের সদর দফতরে হানা দেন এবং পাহারারত পুলিশকে বেঁধে অফিসের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করে সমস্ত ধ্বংস করে দেন।

পাকিস্তানের প্রচার ও প্রকাশনা দফতর

পাকিস্তানের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনার ঢাকাস্থ অফিসটি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। অফিসের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ঢাকার আজিমপুর গার্লস স্কুলে এক বোমা বিস্ফোরণে স্কুলের আসবাবপত্র ছাড়াও দালানের প্রচুর ক্ষতি হয়। কামরুননেছা গার্লস স্কুল ও একটি ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেন স্কুলেও বোমা বিস্ফোরণ হয়। মতিঝিল সরকারী বিদ্যালয়ে বোমা

বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন আহত হয়। পর পর কয়েকটি শিক্ষায়াতনে বোমা বিস্ফোরণের ফলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংখ্যা একেবারে কমে গেছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের আক্রমনে ঢাকা এখন সন্ত্রস্ত।

সূত্র: *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* (লন্ডন), ২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

৯.১৪১. ঢাকায় ৪ জন নিহত

বিবিসি-র এক খবরে প্রকাশ, গত ১৪ই নভেম্বর ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে মুক্তিবাহিনীর দুর্ধর্ষ গেরিলাযোদ্ধাদের সাথে সারাদিন ব্যাপী বিক্ষিপ্তভাবে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে একজন পুলিশসহ ৪ জন গুলীতে নিহত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা শহরে কয়েকটি শত্রু অবস্থানের উপর বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হানাদার সৈন্যদেরকে বিব্রত করে তোলেন।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৪২. বোমা বিস্ফোরণে আহত দু'ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার বোমা বিস্ফোরণে আহত দুব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিউ মার্কেটের সন্নিকটে বোমা বিস্ফোরণে এই দুব্যক্তি আহত হয়েছে বলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৪৩. সোবহানবাগে বোমা বিস্ফোরণ

গত বুধবার সোবহানবাগ এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে।
এপিপির খবরে বলা হয়, বোমা বিস্ফোরণের ফলে জানমালের কোন ক্ষতি হয়নি।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৪৪. শহরে একটি ব্যাঙ্কের মহিলা শাখায় ডাকাতি

ঢাকা, ২৮ শে নভেম্বর।

গতকাল সকালে ইস্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের একটি মহিলা শাখায় ডাকাতি হয় বলিয়া উক্ত সূত্রে উল্লেখ করা হয়। উক্ত সূত্রে বলা হয় যে, গতকাল সকালে ৪ জন লোক সাদা পোশাক পরিয়া একটি মোটর গাড়ীযোগে বেইলী রোডস্থ ব্যাঙ্কের উক্ত শাখায় আগমন করে এবং দারোয়ানকে পরাভূত করিয়া ব্যাঙ্ক ভবনে প্রবেশ করে ও কাউন্টার হইতে ৮ হাজার ৬ শত ৪০ পয়সা লইয়া পলাইয়া যায়। পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত চালাইতেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই। - এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৪৫. বালিকা বিদ্যালয়ের বাগানে বিস্ফোরণ

গতকাল মঙ্গলবার কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের বাগানে একটি হাত বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে কেউ হতাহত বা কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে সূত্রাপুর থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩০ নভেম্বর ১৯৭১

৯.১৪৬. পাক মোটর্সের কাছে বিস্ফোরণ
স্টাফ রিপোর্টার

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় বোমা বিস্ফোরণে আহত অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাক মোটর্স এর নিকটে বোমা বিস্ফোরণে উক্ত ব্যক্তি আহত হয় বলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়েছে।

কিন্তু রমনা থানার পুলিশ ও কন্ট্রোল রুম এ ব্যাপারে কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ ডিসেম্বর ১৯৭১

৯.১৪৭. ধানমণ্ডি মডেল হাইস্কুলে বোমা

ঢাকা, ২রা ডিসেম্বর।

অদ্য ধানমণ্ডি মডেল হাইস্কুলে একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে স্কুল ভবনের একটি কক্ষের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া পুলিশ সূত্রে প্রকাশ।

দুপুর ১২ টায় এই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে অবশ্য কেহ হতাহত হয় নাই। - এপিপি

সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

৯.১৪৮. ঢাকা ও চট্টগ্রামে বোমা বিস্ফোরণ
ঢাকা রেডিও কার্যত অচল
(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর–সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল, মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের আক্রমণে ঢাকা রেডিও কার্যত অকেজো হয়ে গেছে। আজ সারাদিন ঢাকা রেডিও কেন্দ্রটি চলে নি। তবে রাত্রে রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে সেই অনুষ্ঠান শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, “রেডিও পাকিস্তান-ঢাকা”। ইউ এন আই ঢাকা পুলিশ সূত্র জানাচ্ছে, গতকাল ঢাকা নগরীর মোহাম্মদপুর সরকারী আবাসিক মডেল স্কুলের মধ্যে গেরিলাদের মাইন বিস্ফোরণের ফলে বিজ্ঞানের সাজ-সরঞ্জাম এবং একটি ক্লাস রুম বিধ্বস্ত হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্কুলের জনৈক দ্বাররক্ষীকে আটক করা হয়। গতকাল চট্টগ্রাম বন্দরে গেরিলারা বহু বোমা বিস্ফোরণে করেছে বলে ইউ এন আই বলেছে। বি বি সি জানিয়েছে, ঢাকায় গেরিলারা আক্রমণের ফলে পাঁচটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র বিধ্বস্ত হয়েছে। আজ ১৩ জনকে ঢাকা হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা)*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

৯.১৪৯. Civilians in Dacca await fight to death by encircled Pakistani Troops

Dacca Guerrillas

More than 2500 Mukti Fouj guerrillas were fighting Pakistan troops in Dacca, Bangladesh officials claimed in Calcutta yesterday; they also said their forces were bombing the city with propeller deiken light- UPI

Indian troops are grouping for their attack on Dacca, the capital of East Pakistan. The battle for the capital may start today.

It is not known whether the Pakistan Army with their tradition and religious fervor that holds that death in battle is an honour. Will fight to the end in the heavily bunkered cantonment near Dacca Airport.

The population of Dacca obviously thinks they will. For three days the roads have been jammed with barefoot Bengali pushing ox carts loaded with their few possessions. Those with cars and enough money to buy petrol have also left for the countryside.

Source: *The Daily Telegraph,* 13 December 1971

৯.১৫০. DACCA- COMILLA- CHITTAGONG SECTOR

Bangladesh Commandos blew up a power station at siddhirgonj about 10 miles south of Dacca late at night on November 6. The high explosives placed inside the power-station almost demolished the entire building, damaging machinery. The area has been without power since the explosion. This was the second attack on a power plant within a week. The Ashuganj power station, the main electricity source for Dacca, Narayanganj the surrounding industrial belt has also been damaged by three explosions which caused a temporary power disruption. A senior Radio Pakistan Engineer was shot dead by Mukti Bahini Commandos in Dacca on November 10.

The Commandos also attacked Gandaria Railway station on the outskirts of Dacca on November 6. They took station staff prisoner and set the building on fire, destroying records.

Source: *Bangladesh,* Vol.1, No. 23, December 1971

তথ্য সূত্র

১. দ্রষ্টব্য ঢাকার গেরিলা অপারেশনে অংশগ্রহণকারী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, এ. মাসুদ (চুল্লু), আব্দুস সামাদ বীর প্রতীক, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, শাহাদাত চৌধুরী, জহিরুল হকের সাক্ষাৎকারের জন্য দ্রষ্টব্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, নবম খণ্ড, ১৯৮৪; আরো দ্রষ্টব্য আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, এ.কে এম গোলাম রাব্বানী (সম্পাদিত), *ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ* ১৯৭১, ঢাকা; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৬.

২. গেরিলা তৎপরতার জন্য আরো দ্রষ্টব্য ড. মফিজুল্লাহ কবীর, *স্বদেশে পরবাস অবরুদ্ধ বাংলাদেশে জীবন* ১৯৭১, ঢাকা: কাশবন প্রকাশন ২০১৩, পৃ. ৯০-১০১

৩. এ.এস.এম. শামসুল আরেফিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪২

৪. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪২

অধ্যায়-১০

বাঙালির চূড়ান্ত যুদ্ধ-বিজয়, পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ

বিষয়বস্তু পরিচিতি

১৯৭১ সালের মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবেশ করতে থাকে। ১৯ নভেম্বর পাকবাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে আকাশ অভিযান পরিচালনা করলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধের আগ পর্যন্ত পাকসেনারা আর বড় ধরনের আক্রমণের সাহস পায়নি। ইতোমধ্যে পাকিস্তান বাহিনীর ওপর আরো সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যৌথ বাহিনী গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ ক্ষিপ্রতা লাভ করে। অন্যদিকে ঢাকার চারদিক ঘিরে রাখে গেরিলা বাহিনী।

৩ ডিসেম্বর পাক বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। যৌথ কমান্ডারের অধীনে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ সীমান্তে আক্রমণ শুরু হয়, পাশাপাশি চালানো হয় ভারতীয় বিমান হামলা। ওইদিনই ৩টি মিরেজ, ২টি এফ-১০৪ স্টাফ ফাইটারসহ ৩৩ পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত হয়। যৌথ বাহিনীর বিভিন্ন পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করলেও প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা। এখানে পাকিস্তানি জঙ্গিবিমান অবস্থান করছিল। বাংলাদেশে তখন পাক বিমানবাহিনীতে ছিল দুই স্কোয়াড্রন বা ২৮টি জঙ্গি বিমান, এক স্কোয়াড্রন চীনা মিগ-১৯, এক স্কোয়াড্রন মার্কিন স্যারন জেট। যদিও ৩ ডিসেম্বরের আগেই মিগ-১৯ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল পাকিস্তানের ঘাঁটির এই বিমানগুলি ধ্বংস করা। এ জন্যই ৩ তারিখ রাতে তেজগাঁও বিমানবন্দর ভারতীয় বিমানবাহিনী আক্রমণ করে। প্রথম রাতেই পাকবাহিনীর অর্ধেক বিমান ধ্বংস হয়। বিমানবন্দর কুর্মিটোলায় ক্যান্টনম্যান্ট নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশের আকাশ কার্যত শত্রুমুক্ত হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনীর হিসাবমতে বারো ঘণ্টায় দু'শ ত্রিশবার তেজগাঁও ও কুর্মিটোলায় বিমানঘাঁটিতে পঞ্চাশ টনের মতো বোমা ফেলা হয়। ওইদিন জেনারেল নিয়াজি পাকবাহিনীকে পিছু হটার নির্দেশ দেন। সবচেয়ে আগে ৬ তারিখে যশোর সেনানিবাসের পতন ঘটে। ৯ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী চতুর্দিক থেকে ঢাকা আসতে থাকে। ইতোমধ্যে ঢাকা ফেরার বা পালানোর সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় যৌথ বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। একই সাথে যৌথ বাহিনীও ঢাকার দিকে এগোতে থাকে।

৭ ডিসেম্বর গভর্নর ডা. মালিকের সঙ্গে জেনারেল নিয়াজির গভর্নর হাউসে বৈঠকে যুদ্ধে পাকবাহিনীর বিপর্যয় জানা যায়। ৯ তারিখে গভর্নর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বার্তা পাঠান। নিয়াজিও ইস্টার্ন সদর দপ্তরে একথা স্বীকার করেন যে পরিস্থিতি দারুণ সংকটাপন্ন। মেজর সিদ্দিক এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দেন যাতে একটি সংকেত বাণীতে পাকবাহিনীর সঙ্গিন অবস্থা ধরা পড়ে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গভর্নরকে ক্ষমতা প্রদান করেন। পত্রে প্রেসিডেন্ট জেনারেল নিয়াজিকে গভর্নরের আদেশ মানার আহ্বান জানান। যুদ্ধবিরতি মধ্যস্থতার জন্য জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল পল মার্ক হেনরির সহায়তা নেওয়া হয়।[১] গভর্নর হেনরির

হাতে যুদ্ধবিরতির নোটটি তুলে দেন। ১০ ডিসেম্বর গভর্নর প্রেসিডেন্টকে পল হেনরির কাছে যুদ্ধবিরতির কপি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু হেনরির মাধ্যমে গভর্নরের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের পর জাতিসংঘে পাকিস্তানের মামলা দুর্বল হয়ে যায়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে সৈনিকদের দুর্বল মনোবল চাঙ্গা করতে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শীঘ্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে সিদ্দিক সালিক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডি-প্রতারণার কিছু অস্থায়ী ফলোৎপাদন করে। সৈনিকরা আকাশের দিকে তাকাতে শুরু করল (চৈনিকদের জন্যে), সাগরের দিকে চোখ রাখল (আমেরিকানদের জন্য) এবং বন্ধুদের পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করতে লাগল কিন্তু কেউ এলো না। প্রকৃতপক্ষে রাওয়ালপিন্ডির এই চিত্র মার্কিন সহায়তা যে ভাঁওতা ছিল তা পরে দূতাবাসের তথ্য থেকে জানা যায় এবং তারা এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানত না বিভিন্ন উৎস থেকে তা পরিষ্কার হয়।

১২ ডিসেম্বর ঢাকায় সামরিক অবস্থানের ওপর যৌথ বাহিনীর হামলা অব্যাহত থাকে। বিজয় নিশ্চিত জেনেও যৌথ বাহিনী জানমালের ক্ষতি কমানোর জন্য যথা শিগগির ঢাকা জয়ের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তারা চারদিক থেকে ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়। যৌথ বাহিনীর একটি দল নরসিংদী দিয়ে, দুটি দল ডেমরা এবং বাসাবো দিয়ে অন্য দল টাঙ্গাইল দিয়ে ঢাকা আসে। এর মধ্যে দেশের অন্যত্র পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ শুরু করেছে। ওইদিনই বেসামরিক গভর্নর ডা. মালিক প্রেসিডেন্টকে পাঠানো তারবার্তায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। ভারতীয় বাহিনী পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। যদিও সে মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু ঢাকায় অবস্থানরত জেনারেলরা যুদ্ধবিরতির প্রস্তুতি নিতে থাকে। পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের ঢাকা রক্ষার জন্য চারদিকে কমান্ডারদের আহ্বান সত্ত্বেও নিরাপত্তার জন্য কেউ আসতে পারেনি। মাত্র ৫০০০ সৈন্য নিয়ে তাদের ঢাকা রক্ষা করতে হয়। ওইদিনই সব বাধা ডিঙিয়ে ঢাকার চারদিকে যৌথ বাহিনী নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী গড়ে তোলে। ১৩ ডিসেম্বর নিয়াজির সাংবাদিকদের ঢাকা রক্ষার জন্য আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও ছিল ফাঁকা বুলি। নিয়াজি চীন ও মার্কিন সহায়তার অপেক্ষায় থাকলেও ১৪ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ১১টায় গভর্নর হাউসের কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসায় গভর্নর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সভা চলাকালীন সেখানে রকেট হামলা হলে প্রধান হলের ভারী ছাদ গুঁড়িয়ে যায়। গভর্নর মন্ত্রিসভাসহ তাড়াহুড়ো করে পদত্যাগপত্র লিখে ফেলেন। প্রত্যক্ষদর্শী মেজর সিদ্দিক সালিক সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– ক্ষমতার এই কেন্দ্রবিন্দুর অধিকাংশ বাসিন্দাই আক্রমণ থেকে জীবনে বেঁচে যান। চমৎকার করে সজ্জিত একটি অ্যাকুরিয়ামে মৎস্যকুল শুধু মৃত্যুবরণ করে। ফ্লোরে উত্তপ্ত পাথরখণ্ডের ওপর লাফালাফি করতে করতে সেগুলো এক সময় মারা যায়। গভর্নর, তার মন্ত্রিসভার এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক কর্মচারীরা ১৪ ডিসেম্বর নিরপেক্ষ জোন ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে চিফ সেক্রেটারি, পুলিশের আইজি, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, প্রাদেশিক সেক্রেটারি ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছিলেন। নিরপেক্ষ জোনে স্থান পেতে তারা লিখিতভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ঘটালেন। প্রকৃতপক্ষে ১৪

ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বশেষ দিন।

এর পরবর্তী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন সিদ্দিক সালিক। তার মতে, 'এখন শত্রুকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্মকে সম্পন্ন করার জন্য নিয়াজি এবং তার বিশৃঙ্খল বাহিনীকে কব্জা করতে হবে মাত্র। ইতোমধ্যে জেনারেল নিয়াজিও বিদেশি সাহায্যের তামাশা পরিত্যাগ করেছেন। গতি এবং লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছাড়াই তিনি সময়ের রথে চেপে বসেছেন।'

এরপর দ্রুতগতিতে ঘটনা এগিয়ে যায়। ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া যুদ্ধ বন্ধ ও প্রাণহানি রোধের জন্য গভর্নর ও নিয়াজিকে নির্দেশ দিয়ে দুপুরে বার্তা পাঠান যা বিকেল ৫.৩০ মিনিটে তাদের কাছে পৌঁছে। সেদিন সন্ধ্যায় নিয়াজি মার্কিন কনসাল জেনারেল স্পিভাককে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বেছে নেন। সেদিনই মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির বার্তা ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল শ্যাম মানেকশর কাছে প্রেরণ করা হয়। এই বার্তা সেদিনই পিন্ডিতে পাঠানো হলে পাকিস্তান বাহিনীর চিফ অব স্টাফের অনুমোদনের পর পরদিন নিয়াজি আত্মসমর্পণ চূড়ান্ত করেন। সেদিন বিকেলেই যৌথ বাহিনী প্রবেশ করে। ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে পরদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে উভয় পক্ষ রাজি হয়। যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থাবলি চূড়ান্ত করার জন্য এ সময়সীমা বিকেল ৩টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ১৫ ডিসেম্বর সকালে মিত্রবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার জেনারেল নাগরা মিরপুর সেতু অতিক্রম করে ঢাকায় পৌঁছান। নাগরার নির্বিঘ্নে ঢাকা প্রবেশ ও ঢাকার পতনের বর্ণনা দিয়েছেন সিদ্দিক সালিক। তার ভাষ্য:

> ভারতীয় জেনারেল কয়েকজন সৈন্য নিয়ে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ঢুকলেন গৌরবের শিরোপা ধারণ করে। এবং মূলত সেটা ছিল ঢাকা পতন। পতন ঘটল নীরবে-একজন হৃদরোগীর মতো। কোনো অঙ্গচ্ছেদ হলো না কিংবা দেহ দ্বিখণ্ডিত হলো না। একটা স্বাধীন নগরীর সত্তা বিলুপ্ত হলো মাত্র।

স্থির হয় পরদিন সকাল ৯টায় (১৬ ডিসেম্বর) পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে। যদিও পরে তা আলোচনার মাধ্যমে বিকেলে স্থির করা হয়। আত্মসমর্পণের কিছু আগে ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডারের অধিনায়ক ও যৌথ কমান্ডারের প্রধান লে. জেনারেল অরোরা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হন। বিকেল ৫টায় পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজি যৌথ বাহিনীর প্রধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ওইদিন হানাদার বাহিনীর ৯১৬৩৪ জন সৈন্য ও বেসামরিক ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে। অবশ্য এদের মধ্যে বড় অংশই ১৬-২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় কমান্ডারের কাছে অস্ত্র সংরক্ষণ করে। আত্মসমর্পণের শেষ দৃশ্যটি কেমন ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সিদ্দিক সালিক বলেন:

> বিজয়ী এবং বিজিত দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশ্যে বাঙালিদের সামনে। আর বাঙালিরা নিয়াজির জন্যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশে কোনোরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে না। ..... প্রায় দশ লাখ বাঙালি এবং কয়েক কুড়ি বিদেশি সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে লেফটেন্যান্ট

> জেনারেল অরোরা ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করলেন। ঢাকা দখলের নিদর্শনস্বরূপ জেনারেল নিয়াজি তাঁর রিভলভার বের করে অরোরার হাতে তুলে দিলেন। রিভলভারের সাথে সাথে তিনি পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন।

নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তানি বন্দিদের ঢাকা সেনানিবাসে, পরে তাদের ভারতের বিভিন্ন শিবির ও প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়।

'ঢাকায় চূড়ান্ত যুদ্ধ বিজয় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ' শিরোনামে বহু মূল্যবান প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নভেম্বরে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠিত হওয়ার পর যুদ্ধের গতিসঞ্চার হয়। ইতোমধ্যে বহু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। ঢাকার গেরিলা অপারেশনে পাক সেনারা দিশেহারা। মূলত ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধের আগেই পাকবাহিনী কার্যত সেনানিবাসগুলোকেন্দ্রিক তাদের তৎপরতা চালায়। স্থানীয়ভাবে গঠিত রাজাকার বাহিনীও এর ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ভারতীয় বিমান হামলা মোকাবিলার কোনো জোরালো অবস্থান না থাকায় তখন যুদ্ধ ছিল একতরফা। যে কারণে মাত্র ১২ দিনের মাথায় পাক সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। একদিকে ঢাকাবাসীর আতঙ্ক, কারফিউ জারি, ঢাকা ত্যাগ সব মিলিয়ে ঢাকা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। সাপ্তাহিক *জয় বাংলা* ৩ ডিসেম্বরই জানিয়ে দেয় 'বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা শত্রু কবল মুক্ত' (প্রতিবেদন ১০.৪)। *বিপ্লবী বাংলাদেশ* ৫ ডিসেম্বরই প্রতিবেদন প্রকাশ করে 'ঢাকার পতন আসন্ন' (প্রতিবেদন ১০.৭)। *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক পাকিস্তানসহ* স্থানীয় পত্রিকাগুলো সেনাবাহিনী ও জনগণের মনোবল শক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা খবর ছাপালেও ইতোমধ্যে বিদেশি সাংবাদিকরা ঢাকা চলে আসায় তাদের লেখা থেকে আসল অবস্থা জানা হয়।

৪ ডিসেম্বরের মধ্যেই ৫০ জন সাংবাদিক ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে জড়ো হন। বিভিন্ন দূতাবাসের বহু লোক নিরাপত্তার জন্য নিজ নিজ দেশে চলে যেতে থাকে ৬ ডিসেম্বর থেকে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের ত্রাণ মিশন সহায়তা দেয়। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনীর ব্যাপক বোমাবর্ষণে পাক বিমানবাহিনী পর্যুদস্ত হয়। ঢাকার চিত্র ফুটে উঠেছে জাপানি *Daily Yomiur* পত্রিকায়। এখানে বলা হয় : "Dacca is dead, not a single shops opened today. Food, water and gasoline were running short. Every function of the city remained paralyzed".

পাকিস্তান বাহিনীর প্রকৃত পরাজয়ের সূচনা ৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হলেও বিভিন্ন রণাঙ্গনে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই নিজেদের দুর্বল অবস্থা সম্পর্কে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে তখন কর্মরত জেনারেলদের লেখা বই থেকে জানা যায়। মন্ত্রীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চপদস্থদের ওপর ঢাকায় গেরিলা হামলায় তথাকথিত বেসামরিক ডা. মালিক সরকার তাদের তৎপরতা নভেম্বরে কমিয়ে দেয়। এ অধ্যায়ের ১০.১-১০.৪ নম্বর প্রতিবেদনে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় প্রকাশিত ডা. মালিক মন্ত্রিসভার দুর্বল অবস্থা নিয়ে বিপ্লবী বাংলাদেশ পুতুলের পদত্যাগ বিপ্লবী (১৭.১০.৭১), 'আতংক: পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ (*বাংলাদেশ*, ২৫.১০.৭১), 'লিয়েনের জন্য নিয়াজির নতুন কৌশল' (*দৈনিক কালান্তর*, ২৪.১১.৭১) প্রকাশ করে। এ সময় ভারত বিমান থেকে বোমাবর্ষণ শুরু করলে পাকিস্তান তার বিমানবাহিনীর অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ স্থানীয়

পত্রিকায় প্রকাশ করলেও বিদেশি পত্রিকা থেকে আসল খবর ফাঁস হয়ে যায়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ *নিউইয়র্ক টাইমস* প্রকাশ করে সংবাদদাতা জেমস পি স্টারবার প্রতিবেদন 'Dacca' Watching the war and waiting'. (প্রতিবেদন ১০.১৭)। ৪ ডিসেম্বরের ঢাকার অবস্থার ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রাত ৮টা ৩২ মিনিট থেকেই বোমা বিস্ফোরণ শুরু হয় ঢাকায়। স্টারবার ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। সেখানে সব বিদেশিকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় মোমের আলোয় সব কাজ করতে হয়েছে। সাংবাদিকরা সেই আলোয়ই সংবাদ বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় বাহিনীর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিমান থেকে বোমা ফেলার বিস্তারিত বিবরণ এতে আছে। বিপর্যস্ত পাকিস্তান সরকার এসময়ও সৈনিকদের মনোবল ধরে রাখতে মিথ্যা প্রচার চালায়। ভারতীয় ৩১টি বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার সংবাদ পরিবেশন করে। বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন অঞ্চল যশোরের স্বাধীনতার সংবাদ ৯ ডিসেম্বর *নিউইয়র্ক টাইমস* প্রকাশ করে। একই সংবাদ ওয়াশিংটনের দ্য *ইভিনিং স্টার* পরদিন প্রকাশ করে। বিদেশি পত্র-পত্রিকা, বিবিসি প্রচার করে-মিত্রবাহিনীর ঢাকায় আসার সাথে সাথেই পাক সামরিক বাহিনীর পতন শুরু হয়। আত্মসমর্পণ নিয়ে নিয়াজি বনাম ফরমান সংঘাত চরমে পৌঁছে। ১০ ডিসেম্বরের পর যুদ্ধ একতরফা হয়ে যায়।

ভারতীয় পত্রিকাগুলো ১০ ডিসেম্বর থেকেই স্বাধীনতার আগাম বার্তা প্রকাশ করে। *আনন্দ বাজার* পত্রিকার ওই দিনের শিরোনাম ছিল 'মুক্তি সংগ্রাম ঢাকার দ্বারপ্রান্তে' (প্রতিবেদন ১০.৩০)। ভারত শুধু বিমান নয়, নৌ ও স্থলপথেও বাংলাদেশের বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রবেশ করেছে তা সিডনি শনবার্গের *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর (১১ ডিসেম্বর) প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। একই দিনে মেঘনা নদীপথে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার তথ্য *The Scotsman* পত্রিকা প্রকাশ করে। *ডেইলি টেলিগ্রাফ*, *দ্য টাইম*-এর (১১ ডিসেম্বর) প্রতিবেদন থেকে ভারতীয় বাহিনীর বিমান যুদ্ধে সাফল্য সম্পর্কে জানা যায় (প্রতিবেদন ১০.৪৪)। পাকিস্তান বাহিনীর ঢাকা আসার সকল পথ বন্ধ করে দেওয়ায় ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর প্রতিরোধ ২/১ দিনের মধ্যে ভেঙে যায়। ১০ ডিসেম্বর এসেই ভারতীয় বাহিনী ১ সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে। *গার্ডিয়ান* ভারতীয় বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে 'Dacca to fall next week' শিরোনামে ১১ ডিসেম্বরই তা প্রকাশ করে (প্রতিবেদন ১০.৪৬)। *দি অবজারভারের* সাংবাদিক গেভিন ইয়াং ১২ ডিসেম্বর 'Dacca Dairy' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে পাকবাহিনীর ঊর্ধ্বতন মহলে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা নিশ্চিত করেন (প্রতিবেদন ১০.৪৮)। সিডনি শনবার্গের বিশেষ প্রতিবেদন *নিউইয়র্ক টাইমস* প্রকাশ করে একই দিনে (প্রতিবেদন ১০.৫০)। এখানে উল্লেখ করা হয় ৪২০ জন বিদেশি ঢাকা ত্যাগ করেছেন। এর মধ্যে ১৮০ জন ব্রিটিশ, ১২০ জন আমেরিকান এবং বাকিরা অন্য দেশের। তিনি প্রতিবেদনের শেষ প্যারায় বলেন, বেশিরভাগ দেশের কূটনীতিকরাই মনে করেন এ অবস্থার অবসানের একটাই পথ, তা হলো পাক সেনাদের আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানের গণমাধ্যমও বাংলাদেশে পাকবাহিনীর বিপর্যয় সম্পর্কিত তথ্য সীমিত আকারে ১০-১১ ডিসেম্বর থেকে স্বীকার করতে থাকে। ৫০০ জন বিদেশি ১১ ডিসেম্বর নিজ নিজ দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলেও ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের কারণে পাকিস্তান এই বিমান ঢাকায় অবতরণের অনুমতি দেয়নি। *নিউইয়র্ক টাইম* ও *জাপানিজ*

টাইমস ১২ ডিসেম্বর এ সম্পর্কে মন্তব্য করে। ইতোমধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিরপেক্ষ জোন গড়ে তোলা হলে বিদেশিরা এতে আশ্রয় নেন। জাতিসংঘের ৪৬ জন স্টাফও এখানে আশ্রয় নেন। ১১ ডিসেম্বরের মধ্যেই বিমানপথে ৫০০০ ভারতীয় ঢাকায় অবতরণ করে বলে *দ্য টাইমস* একই দিন মন্তব্য করে (প্রতিবেদন ১০.৫৪)। তখন বাংলাদেশের বড় অংশ যৌথ বাহিনীর দখলে চলে আসে। *হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড* পত্রিকায় অমিতাভ দাস গুপ্ত, ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি মে. জেনারেল জ্যাকবের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ মন্তব্য করেন। নৌপথে মেঘনা নদী অতিক্রম করে নৌবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে ছিল। এ সময়ের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন *দৈনিক যুগান্তরের* পরিমল ভট্টাচার্য। 'ভারতীয় গোলার আওতায় ঢাকা' প্রতিবেদনে (প্রতিবেদন ১০.৫৬) তিনি শুরু করেছেন এভাবে– যুদ্ধ এখন ঢাকায়, দখলদারেরা ভারতীয় কামানের পাল্লার আওতায়। খান সেনা তিন দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তাদের স্বরচিত এবং স্বনির্বাচিত মৃত্যুফাঁদ এখন ছোট হয়ে এসেছে। ভারতীয় ছত্রী বাহিনী সংগঠিত, মুক্তি বাহিনী সক্রিয়। জাপানি *Daily Yomiuri* এর শিরোনাম থেকে পাকিস্তান বাহিনীর কাহিল অবস্থা আরো ভালো জানা যায়। এতে শিরোনাম করা হয় 'Dacca like last days of Babylon' (প্রতিবেদন ১০.৫৭)। এ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বিদেশিরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ছাড়াও হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, নটর ডেম কলেজে আশ্রয় নেন। এ সময় ঢাকায় পাকবাহিনীর সামরিক শক্তি ৫০০০ সৈন্যে সীমিত হয়ে পড়ে বলে *ডেইলি টেলিগ্রাফ* মন্তব্য করে। তখন ঢাকায় কারফিউ জারি ছিল। এ সময় পাকবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে জেনারেল ফরমান আলীর আত্মসমর্পণ নিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। অন্যদিকে বেসামরিক গভর্নর ডা. মালিক পদত্যাগের ঘোষণা দেন। নিয়াজি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার হুংকার দিলেও মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নেন।

ভারতীয় বাহিনীর ক্রমবর্ধমান বিমান হামলায় শুধু পাকবাহিনী দিশেহারা হয়নি, বিদেশিরাও ভীতিকর পরিস্থিতিতে পড়েন। এছাড়াও *টাইম* ১৩ ডিসেম্বর ১০০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলার ঢাকার চারপাশে পরিবেষ্টিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ করে। ১২ ডিসেম্বর ৮৩৫ জন বিদেশি নাগরিকের কলকাতার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ অবস্থার অবনতির প্রমাণ দেয়। ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ৫০০০ পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। একই দিন ঢাকা গভর্নর হাউসে গোলাবর্ষণের পর ভবনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ডা. মালিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগের মধ্য দিয়ে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে ভারতীয় বিমানবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *দৈনিক কালান্তর (দলিল* ১০.৭১) নিশ্চিত করে। গভর্নর ডা. মালিক পদত্যাগ করে রেডক্রসের নিরপেক্ষ জোনে আশ্রয় নেন বলে *টাইম* ১৫ ডিসেম্বর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। এই প্রতিবেদনে ভারত প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধে তাদের সেনাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, মোট তাদের ১৯৭৮ জন নিহত, ৫০২৫ জন আহত এবং ১৬৬৬ জন নিখোঁজ হয়। এতে আরো বলা হয়, এ পর্যন্ত পাকবাহিনীর ৪১০২ জন নিয়মিত এবং ৪০৬৬ জন প্যারা মিলিটারি আত্মসমর্পণ করেছে। পাক বিমানবাহিনীর ৮৩টি এয়ারক্রাফট ধ্বংস হয়। এছাড়া ১৭৫টি ট্যাংক ধ্বংস হয়।

পাকবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের উভয় দিকে যুদ্ধবিরতি

ঘোষণা করে। যদিও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। ওইদিনই জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তা ভারতীয় চিফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকবকে জানিয়ে দেন। *নিউইয়র্ক টাইমস* ১৫ জানুয়ারির সংখ্যায় এটি বিস্তারিত প্রকাশ করে। *ফিন্যান্সিয়াল টাইম*ও অনুরূপ মন্তব্য করে। যদিও ১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ জেনারেল মানেকশকে নিয়াজি অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব দিলে তিনি আগে আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি চান। মানেকশ আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত বিমান হামলা বন্ধ রাখার নিশ্চয়তা দেন। *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় পাকিস্তান ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত কথোপকথন প্রকাশ করে (প্রতিবেদন ১০.৮৩)। ভয়েস অব আমেরিকার বরাত দিয়ে এই প্রতিবেদনে জেনারেল ইয়াহিয়ার নিয়াজিকে আত্মসমর্পণে নির্দেশনামা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়। যদিও বিবিসি সূত্রে রাওয়ালপিন্ডির একজন মুখপাত্র ভারতের সঙ্গে সমঝোতার কথা অস্বীকার করেন। ১৬ ডিসেম্বর *আনন্দবাজার*, *দ্য টাইমস*, *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, *নিউইয়র্ক টাইমস*, *জাপান টাইমস*, *ডেইলি টেলিগ্রাফের* প্রতিবেদন থেকে পাকিস্তান বাহিনীর ঢাকায় আত্মসমর্পণের সব প্রস্তুতির সংবাদ নিশ্চিত হওয়া যায়। পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর *নিউইয়র্ক টাইমস*, *যুগান্তর*, *ডেইলি টেলিগ্রাফ*, *বাংলাদেশ*, *Scotsman, Morning Star*, *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, *ইভিনিং বুলেটিন*, *Daily Yomiuri* গুরুত্বসহ ছাপে। *যুগান্তরের* শিরোনাম ছিল "নিয়াজির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ", *নিউইয়র্ক টাইমস* 'Joy and Marigolds', *বাংলাদেশ* শিরোনাম করে "বাংলার বুকে তিমির রাত্রির হলো অবসান", *মর্নিং স্টার* মন্তব্য করে 'Dacca dances as Yahyas army gives in', *ইভিনিং বুলেটিন* একটু ভিন্নধর্মী শিরোনাম 'Joy in mixed with Terror in Free Dacca', ঢাকাবাসীর উৎকণ্ঠার অবসান এবং দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বর্ণনাও এখানে আছে। বাংলাদেশ সরকারের আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন, বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সংবাদ প্রকাশ করে *নিউইয়র্ক টাইমস* ১৮ ডিসেম্বর, *দি অবজারভার* ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় ডা. মালিকের পদত্যাগ, নিয়াজির আত্মসমর্পণ নাটক, ইয়াহিয়ার আস্ফালন, অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিবেদন

১০.১ পুতুলদের পদত্যাগ

১৫ অক্টোবর-খবর পাওয়া গেছে যে ডাঃ এ,এম, মালিকের পুতুল মন্ত্রী সভার ৬ জন সদস্য পদত্যাগ করেছেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রাক্তন গভর্ণর মোনেম খানের মৃত্যু হওয়ায় ডাঃ মালিকের মন্ত্রী সভার সদস্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তার জন্যেই তাঁরা মন্ত্রী হতে অস্বীকার করছেন।

ডাঃ মালিক এই মন্ত্রীদের পদত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মন্ত্রীরা সে অনুরোধ গ্রাহ্য করেননি। এই মন্ত্রীদের আরও ভয় হয়েছে, পাছে পাক সামরিক জান্তা তাঁদের গ্রেফতার করে।

সূত্রঃ *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ১৭ অক্টোবর ১৯৭১

১০.২ আতঙ্কঃ পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ

ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর–গেরিলাদের হাতে পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন গভর্ণর মুসলিম লীগ নেতা মিঃ আবদুল মোনেম খানের মৃত্যুতে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের ও ডাঃ এ.এম মালিকের পুতুল মন্ত্রী সভার মন্ত্রীদের মধ্যে মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে।

এইসব সংবাদে বলা হয় যে, মিঃ খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ডাঃ মালিক মন্ত্রী সভার মন্ত্রীরা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম লীগ ও জামাত-ই ইসলামী নেতারা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি গোপন বৈঠক করে। এই বৈঠকে নাকি তারা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। তারা পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে, এই ভয়ে তারা নাকি ডাঃ মালিককে এ সিদ্ধান্ত জানাতে সাহসী হচ্ছে না।

এই গোপন বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন জামাত-ই ইসলামের অধ্যাপক গোলাম আযম, মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দিন ও শফিউল ইসলাম, পি,ডি পির নুরুল আমিন ও ফরিদ আহমেদ।

আরও জানা গিয়েছে যে, এইসব নেতাদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন গভর্ণরের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে পারে নি। তাদের ভয় মুক্তিবাহিনীর হাতে তাদেরও অনুরূপ অবস্থা ঘটতে পারে।

সংবাদে প্রকাশ যে, এমনকি সরকারের উর্ধ্বতন অসামরিক অফিসাররাও মিঃ খানের মৃত্যুর পর তাদের নিজ নিজ অফিসে যেতে সাহস পাচ্ছে না।

সূত্রঃ *বাংলাদেশ*, ২৫ অক্টোবর ১৯৭১

১০.৩ লিয়িনের জন্য নিয়াজির নতুন কৌশল

ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের জনৈক মুখপাত্র আজ কলকাতায় জানান, ভারতীয় পদাতিক বাহিনী বিভিন্ন দিক দিয়ে ঢাকার দুই কিলোমিটারের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে শহরের বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

উত্তরে টাঙ্গাইল থেকে জয়দেবপুর টুঙ্গি ছাড়িয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-উত্তর দিকের আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা পার হয়ে ভারতীয় বাহিনীর আরও একটি অংশ ঢাকার পূর্ব উপকণ্ঠে হাজির হয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। ঢাকার পূর্ব-দক্ষিণে মেঘনার পূর্ব তীরে যে ভারতীয় বাহিনী ছিল তারাও মেঘনা অতিক্রম করে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঢাকার কাছে এগিয়ে গিয়েছে। আর ঢাকার পশ্চিমে যশোর জেলার মাগুরা থেকে ভারতীয় বাহিনীর আর একটি অংশ মধুমতী পার হয়েছে। তাদের পথও ফরিদপুর হয়ে ঢাকার দিকে। ঢাকা চারদিক দিয়ে পরিবেষ্টিত। ঢাকা এখন পদাতিক বাহিনীর ছোট কামান-মর্টার এর গোলার আওতার মধ্যে-৩০০ গজের মধ্যে।

জানা গেল, পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট সম্পূর্ণ খালি করে শহরের অসামরিক এলাকাগুলিতে, অসামরিক ব্যক্তি, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল ঘাঁটি গেড়েছে।

সূত্রঃ *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা)*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১

১০.৪ বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা শত্রু কবল মুক্ত

মুক্তিবাহিনীর অপূর্ব রণকৌশল ও জয়গাঁথা প্রচারে আজ সারা বিশ্বের বেতার-টেলিভিশন-পত্র পত্রিকা মুখর হয়ে উঠেছে।

গত ২১শে নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস্-এর ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ম্রাক্লোন ব্রাউনের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদদাতা বলছেন, সারা বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা শত্রু কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধারা আজ শহরের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হোটেল, ব্যাংক, বিদেশি দূতাবাস, দোকান-পাট প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে আছেন। স্বাধীনতার প্রতি বাংলাদেশের জনগণ ধীরে ধীরে এক অটল আত্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হচ্ছেন।

লন্ডনের সাপ্তাহিক নিউজ উইকের সিনিয়র এডিটর. মিঃ ব্রর্সগ্রেভ, ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ হোলিং ওয়ার্থের সাথে বাংলাদেশে দখলীকৃত এলাকা ও মুক্তাঞ্চল সফর করে সদর দফতর ফিরে গিয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন।

এদিকে ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা মি. হোলিং ওয়ার্থ ঢাকা থেকে লিখেছেন বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে ৪০ হাজার গেরিলা যোদ্ধা যা পাকসেনাদের উপর আক্রমণ করে যাচ্ছেন।

ঢাকা শহরে এখন বোমা বিস্ফোরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে। পুরাতন ঢাকায় প্রতি রাত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গুলি বিনিময় হচ্ছে। একজন বিদেশি কূটনীতিবিদ সম্প্রতি ঢাকা থেকে কলকাতা ফিরে গিয়ে বলেছেন ঢাকা শহর এখন সূর্যাস্তের পর সম্পূর্ণ মুক্তিবাহিনীর অধীনে চলে যায়।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৫ ফরমান আলী-ইয়াহিয়া মতভেদ ঢাকার দিকে মিলিত বাহিনী সর্বাত্মক অভিযানে পাক-সামরিক মহন্ন মহলে বিভ্রান্তি

মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী সম্মিলিতভাবে ঢাকার দিকে এগিয়ে চলেছে। মুক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে খবর আসছে বিচ্ছিন্নভাবে ফাঁদে আটক পড়া দখলদারী সৈন্যরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে। অফিসার, জুনিয়র কমিশনড অফিসার সমেত প্রায় ২ হাজার পাকসৈন্য শনিবার যেদিন শেষ হল সেদিন থেকে চব্বিশ ঘন্টায় স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করেছে।

চতুর্দিকে পরাজয়ের সংবাদে এবং রাওয়ালপিণ্ডির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হওয়াতে ঢাকায় সামরিক জান্তার প্রতিনিধিরা বিচলিত। নয়াদিল্লী থেকে ইউএনআই জানিয়েছে পূর্ব বাঙলার গভর্ণর ডাঃ এ,এম, মালিকের সামরিক উপদেষ্টা লেঃ জেনারেল ফরমাল আলী ইসলামাবাদকে উপেক্ষা করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার জন্য জাতিসঙ্ঘের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তড়িঘড়ি ওই তারবার্তা নাকচ করার জন্য জাতিসঙ্ঘকে অনুরোধ করেছেন।

দলে দলে আত্মসমর্পণ: ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুষ্টিয়া, হিলি, রংপুর মুক্ত

ঢাকা থেকে সম্মিলিত বাহিনী এখন কতদূর? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে, ইষ্টার্ন কমান্ডের জনৈক মুখপাত্র বলেন, দূরত্বটাই প্রশ্ন নয়। বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে, তাদের সামনে নদী এবং অন্যান্য বাঁধাই হলো বড়।

যে সম্মিলিত বাহিনী ময়মনসিংহ মুক্ত করে দক্ষিণ দিকে ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়েছে তাদের সামনে কোন বড় বাধা নেই। যশোর খণ্ডের সৈন্যরাও মধুমতী নদী পেরিয়ে উত্তরদিকে ঢাকার পথে যাচ্ছে।

নয়াদিল্লী থেকে ইউএনআই ইতিপূর্বে জানিয়েছিল, লেঃ জেনারেল ফরমান আলী ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধি মারফত মহাসচিব উথান্টের কাছে এক বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি ওই বার্তায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা)*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৬ বিমান হামলার সময় কি করতে হবে

হাটবাজার ও রাস্তাঘাটের মত প্রকাশ্য স্থানের জনগণকে নিকটবর্তী ট্রেঞ্চ সমূহে আশ্রয় নিতে হবে। যারা পাকা ভবনে থাকবেন তাদের বাড়ীর নীচতলার ভেতরের কামরায় আশ্রয় নিতে হবে। যে কামরায় দরজা ও জানালা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে আশ্রয় নিতে পারলে ভালো হয়। যারা কাঁচা গৃহে আছেন তাদেরকে হামলাকালে পরিখার মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে। বিমান হামলার সংকেত ধ্বনি শোনার সাথে সাথে রাস্তাঘাটে চলাচলকারী সকল যানবাহন নিরাপদ স্থানে পার্ক করতে হবে এবং গাড়ীর আরোহীদেরকে রাস্তার নিকটবর্তী ট্রেঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

সাইরেনের আওয়াজের অর্থ ব্যাখ্যা করে মুখপাত্র বলেন, বিরতিসহ দীর্ঘস্থায়ী আওয়াজকে সতর্ক সংকেত ও একনাগাড়ে সাইরেনের আওয়াজকে বিপদসংকেত বলে ধরে নিতে হবে। মুখপাত্রটি বলেন, পাকিস্তানের উপর ভারতীয় হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সমস্ত দিনরাত ধরে সিভিল ডিফেন্স কন্ট্রোল রুম কাজ করছে। বেসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সাহায্য ও নির্দেশের জন্য টেলিফোনে ও কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। টেলিফোন নম্বর হচ্ছে : ২৪৪৩৯৩, ২৪৪৩৭৬, ২৪৪২৬৪, ২৪৪৩৬৪, ২৪৪৯৫৬ ও ২৫৪৪২৯।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৭ ঢাকার পতন আসন্ন

৪ ডিসেম্বর আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি জানিয়েছেন, মুক্তিবাহিনীর অমিত বিক্রমী যোদ্ধারা ঢাকা নগরীর মহম্মদপুর আবাসিক মডেল স্কুলের মধ্যে মাইন বিস্ফোরণ করেছেন। ফলে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে পাঁচটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ৪০ জন গুলিবিদ্ধ পাক সেনা ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঢাকা বিমান বন্দরের উপর মুক্তিফৌজের বীর সেনানীরা আক্রমণ চালিয়ে প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। সহস্র সহস্র মুক্তিবাহিনী, পাক হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত মুক্তিবাহিনী, সর্বত্র বিজয়ের পথে বীর বিক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে।

পাক হানাদারদের নেতা নিয়াজি স্বীকার করেছিলেন যে ঢাকায় দুই হাজার

গেরিলা আছে। প্রকৃতপক্ষে আছে হাজার হাজার এবং তারা শীঘ্রই ঢাকা মুক্ত করবে।
সূত্র: *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৮ মিত্র বাহিনীর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকার পতন শুরু: অসামরিক প্রশাসন ভেঙ্গে গেছে গভর্নর পালিয়েছে : পাক দুর্গ বহির্ব্যূহ ভেঙ্গে গেছে

প্রাচ্যের নাজী অধ্যুষিত পাক সেনাকবলিত প্রাচ্যের বার্লিন ঢাকা নগরীর পতনের ক্রান্তিলগ্ন এসেছে। ঢাকায় পাক অসামরিক শাসন ব্যবস্থা অবসান হয়ে গেছে। পদস্থ অফিসারেরা আশ্রয় নিয়েছে। ঢাকায় চরম বিশৃঙ্খলা।

ভারতীয় বাহিনী ঢাকার উপর আঘাত হেনেছে। কামানের তপ্ত গোলায় ঢাকার সামরিক ছাউনিগুলি এখন আক্রান্ত। ঢাকার অগ্রবর্তী পাক ঘাঁটির মধ্যে একটির পতন হয়েছে। একজন পাক ব্রিগেডিয়ার, ২ জন লেঃ কর্ণেল ও ছয় জন মেজর আত্মসমর্পণ করেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তি বাহিনী টঙ্গী ছাড়িয়ে নরসিংদি থেকে এগিয়ে গেছে। এখন তারা পাকবাহিনীকে মুখোমুখী যুদ্ধে বন্দী করার জন্য তৎপর হয়েছে। বিমান বহর পাক সেনা শিবিরগুলিতে আঘাতের পর আঘাত হেনে তাদের উদ্বাস্তু করে তুলেছে। রাত এগারোটা পর্যন্ত সংবাদ ঢাকার পাক পদস্থ অসামরিক ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক আশ্রয়ে চলে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ১৪ জন পদস্থ অফিসার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিয়েছে।

বি.বি.সি সংবাদ দিচ্ছে ঢাকা নগরী সম্পূর্ণ অরাজকতা। মানুষ প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে। অসামরিক প্রশাসন স্তব্ধ। গভর্ণর সাহেবকে তার বাসভবনে পাওয়া যাচ্ছে না।
সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৯ ঢাকায় ৭টি শত্রু বিমান ধ্বংস

ঢাকা, ৪ঠা ডিসেম্বর- পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন আকাশ যুদ্ধে আজ ৭টি ভারতীয় বিমানকে খতম করা হইয়াছে বলিয়া এক অসমর্থিত খবরে জানা গিয়াছে।

হানাদার শত্রু বিমান গুলীর সহিত সংঘর্ষ লিপ্ত পাকিস্তানি বিমানসমূহের ক্যামেরা কর্তৃক গৃহীত ফিল্ম গুলি “প্রসেস’ করার পর ভারতীয় বিমান ধ্বংসের সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হইবে।

ধ্বংস প্রাপ্ত ৭টি ভারতীয় বিমানের মধ্যে কমপক্ষে ২টি বিমানকে ভূমি হইতে গুলী করিয়া ভূপাতিত করা হয়। - এপিপি।
সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১০ ঢাকার আকাশে বিমান যুদ্ধ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ভোর দুইটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট শনিবার ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১। সেনাবাহিনীর বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরের কোথাও কোন বাতি জ্বলিতেছে না। নিঝুম নিদ্রায় নিমজ্জিত সারা শহরের অধিবাসী চারিদিকে কেবল

প্রদীপ্তি চন্দ্রের জ্যোৎস্নালোকে ক্ষীণ রেখার মতো নগরীর প্রধান দালানগুলি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তস্কর কোন হানাদারের কাছে এর চাইতে মোক্ষম সময় বুঝি আর হইতে পারে না।

দ্রিম দ্রিম শব্দে গর্জিয়া উঠিল হিন্দুস্তানী বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি। গভীর নিশীথের স্তব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই প্রচন্ড শব্দ করিয়া বজ্র নির্বোধে ফাটিয়া পড়িল পাকিস্তান গভীর নিশিথের স্তব্ধ ভাঙ্গিয়া একে একে হানাদার বিমান গুলি ভূ-লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ঢাকার জমিনে। ঘুম ভাঙ্গা নগরবাসীর বিস্ময় তখনো কাটিয়া উঠে নাই। চারিদিকে তীব্র বেগে আওয়াজ উত্থিত হইতে লাগিল বারো কোটি মুছলমানের আজাদ ওয়াতন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনীর কামান গোলাবর্ষণ। এইভাবে দীর্ঘ এগারো ঘন্টাব্যাপী ঢাকার আকাশে সম্ভবত সর্ববৃহৎ বিমান যুদ্ধ চলতে থাকে। তাই যুদ্ধ চলাকালীন দেশপ্রেমিক বীর জনগণ সেনানীদের সাফল্যজনক রণকৌশল দর্শনে মুহুর্মূহ হর্ষধ্বনি ও আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকেন। হামলাকারী বিমানগুলি দৃশ্যত অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়াও রক্ষা পাই নাই। তখন ঢাকায় দেশ প্রেমিক জনমনে যে অবর্ননীয় পরিতৃপ্তির সঞ্চার হয় তাহা ছিল সত্যই বিস্ময়কর।

পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর- দক্ষিণ সকল দিক হইতে প্রবল বেগে সাদা খয়েরী রঙের ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি যখন হিংস্র থাবা উঠাইয়া আগাইয়া আসিয়াছে– আর ঈমানের অমিত তেজে বলীয়ান বীর সেনার অমোঘ অস্ত্র তাহাদের ধরাশায়ী করিতেছে।

এক ঝাঁক বিমান সহসাই দেখা যায় তাহা ঘন কালো ধুম্র কুন্ডলী হইয়া নিয়াছে লুকাইয়া পড়িয়াছে জিন্দাদীল জোয়ানদের পদতলে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক ছুটিয়াছে শত্রুর ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে অবলোকনের জন্য। পর পরই যখন মোয়াজ্জিনের কণ্ঠ নিসৃত হইয়া ফজরের সুমধুর আজান ধ্বনি রাজধানির শতশত মিনার হইতে পবিত্র বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল ঠিক তখনই পুনরায় এক ঝাঁক ৩ স্তর বিমান প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়া আসে। তাহারা চাহিয়া ছিল এই শহরের বুক হইতে এই আজান ধ্বনি স্তব্ধ করিয়া দিতে চিরতরে, কিন্তু পারে নাই। তাহাদেরই নিঃশেষ হইতে হইয়াছে।
সূত্র: *দৈনিক আজাদ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১১ I watch Dacca air raids BY CLARE HOLLINGWORTH IN DACCA

Dacca airport has been raided five times since the first two times since the first two MIG 19s made rocket attacks on it at 2.50 am yesterday. This was the first sign of the war with India heard by the population of the capital of the Eastern wing of Pakistan.

Pakistan’s saber jets took to the air and anti aircraft fire appeared to fill the sky. There have been no reports of damage are casualties.

There has been no declaration of war, but a total curfew and blackout were imposed by the martial law authorities when the news of Pakistani attacks four Indian airfields became known late on Friday evening.

There was sporadic small arms fire throughout the night around the

road leading to the airport. However there was no attempt by the Mukti Fouj, the Bangladesh guerrillas to take over power.

ROCKET ATTACKS

The nose of rocket attacks on the airport continues as I write, with second World War sirens screaming at irregular intervals.

Two aerial dog fights took place over Dacca early yesterday morning shortly after 8 am when four Indian planes probably MIG 21s, were attacked by Pakistani Saber jets firing air to air missiles. I saw red smoke some 50 yard long coming from the tail of a missile which missed and Indian aircraft and bust.

During a tour of the airport district I saw little damage to military installations either there or in the cantonment which were apparently the only targets. One oil dump was burning.

Although the curfew has been lifted shops and offices are closed.

The Indian air force is not making full scale attacks on Dacca. Instead it is sending two or four jet gathers over the city every half hour and making rocket attacks on the airport, the martial law headquarters and the military cantonment.

Source: *The Sunday Telegraph,* 5 December 1971

১০.১২ তেজগাঁও কুর্মিটোলায় আক্রমণ

ভারতীয় বিমানবাহিনী আজ সকালে যে আক্রমণ চালায় তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লেঃ জেঃ অরোরা বলেন যে, ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ একান্তভাবেই সামরিক লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় বাহিনী আজ ঢাকার তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটি এবং অন্যান্য স্থানের বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গনে পাক বিমানবাহিনীকে খতম করা। তিনি বলেন যে, আমরা রানওয়ে নষ্ট করছি না এবং পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার দিক থেকে প্রয়োজনীয় অসামরিক লক্ষ্যবস্তুও আমরা নষ্ট করছিনা।

হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি

তিনি বলেন যে, ভারতীয় বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। তবে কোন কোন অঞ্চলে ভাল যুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভালই লড়েছে।

মুক্তিবাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, গত দুমাসে তারা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা তারিফ করার মতো।

ভারতীয় বাহিনী মুক্তি ফৌজকে কোন রকম সাহায্য দিয়েছে কি না এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা তাদের কোন সাহায্যই দিইনি। তবে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আমাদের সরকার শীঘ্রই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিশে একই কমান্ডের অধীনে থেকে কাজ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।...

সূত্র: *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১৩ লাকসামের পতন, লক্ষ্য ঢাকা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের লক্ষ্য ঢাকা। আজ কলকাতায় ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের জনৈক মুখপাত্র ভারতীয় ও বিদেশি সাংবাদিকদের বলেছেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের রণাঙ্গনে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে।

রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন

আখাউড়া ও লাকসামের পতনের ফলে চট্টগ্রাম, ফেণী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ও ঢাকার মধ্যে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

বিমানবাহিনীর কৃতিত্ব

বাংলাদেশে কোন ভারতীয় বিমানের ক্ষতি হয়নি। সবগুলি বিমান নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। তিনি বলেন যে, ভারতীয় বিমানগুলি ঢাকা শিল্পাঞ্চলে ও বিমানঘাঁটির রাণওয়েতে ৩৪ বার বোমা ও গুলী মেরে ক্ষতি করেছে। কুর্মিটোলায় ক্যান্টনমেন্টের বিমানঘাঁটি ও তেজগাঁও বিমানঘাঁটিতে আজ পাকিস্তানীদের কোন বিমান ওঠানামা করতে পারেনি। কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় বিমানের গোলা দশ ফুট গভীর ও দশ বর্গফুট পরিমিত এলাকায় গর্ত করেছে। গতকালের হানায় ১৪টি পাকিস্তানী বিমান ধ্বংস হয়েছে। ভারতের ৫টি বিমানের ক্ষতি হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর সাফল্য

মুক্তিবাহিনী ঢাকা থেকে ৩১ কিলোমিটার উত্তরের রেল জংশন টঙ্গী দখল করেছে। ফলে ঢাকা ও ভৈরববাজারের মধ্যে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে মনোহরদি ও নরসিংদি থানাগুলি মুক্তিবাহিনীর দখলে এনেছেন। এছাড়া মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের পুরা মহকুমায় মুক্তি বাহিনী আধিপত্য বিস্তার করেছে। এর ফলে ঢাকার পশ্চিম পাকিস্তানীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের রণাঙ্গন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা রাওয়ালপিন্ডিতে এই এস-ও-এস পাঠাচ্ছে যে তাদের অস্ত্র ও গোলা বারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত সমরসম্ভার পাঠানো হোক। কিন্তু বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে যাতে কোন রসদ না পৌঁছায় সেজন্য ভারত আকাশ ও নৌপথে অবরোধ ব্যূহ রচনা করেছে।

সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১৪ বিমান হামলাকালে বাইরে থাকা নিজের জন্যেই বিপদজনক

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত তিনদিনে দেখা গেছে যে বিমান হামলার সতর্ক সংকেত উপেক্ষা করে ঢাকায় কিছুসংখ্যক লোক বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশ যুদ্ধ দেখার চেষ্টা করছেন।

রাস্তায় খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েও জনসাধারণকে আকাশ যুদ্ধ বা বিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করতে দেখা যায়।

এ ধরনের কাজ জনসাধারণের নিজেদের নিরাপত্তার পক্ষেই অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিমান হামলার সময় বিমান বিধ্বংসী কামান হতে ট্রেসার গুলার টুকরো এসে যে কোন সময় গায়ে পড়তে পারে। এছাড়া এক বিমান হতে অপর বিমানকে লক্ষ্য করা নিক্ষিপ্ত জিমালি

বা রকেট এর টুকরোও গায়ে লেগে মারাত্মকভাবে জখম হওয়ার সম্ভানা রয়েছে। বিমান হামলার সময় ছাদে থাকা মোটেই সমীচীন নয়। জনসাধারণের উচিৎ এ সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান* ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১৫ ঢাকায় ত্রাসের রাজত্ব
পাক হানাদাররা পুনরায় গণহত্যায় লিপ্ত

গত-১৭ই নভেম্বর বুধবার দিন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ঘাতকরা সমগ্র ঢাকা শহরে কারফিউ জারী করে বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকে ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও নারীর শ্লীলতাহানী করে। ঢাকা নগরীতে জল্লাদদের এই তান্ডবলীলা ২৫শে মার্চের বীভৎসতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু পাক দস্যুদের এই উন্মত্ত তান্ডবলীলা সত্ত্বেও ২৫ শে মার্চ ও ১৭ই নভেম্বরের ঘটনাবলীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। পাকিস্তানি ঘাতকরা এই দিন ২৫ শে মার্চের মত অবাধে একতরফা হত্যাকান্ড চালাতে পারেনি। ঢাকা ও নারায়নগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় আমাদের মুক্তি বাহিনীর দেশপ্রেমিক গেরিলা যোদ্ধারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অসীম সাহসের সঙ্গে হানাদারদের মোকাবিলা করে এবং একমাত্র ঢাকা শহরেই মোট ১০০ জন দালাল, রাজাকার, পাকিস্তানি সৈন্য ও পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশকে হত্যা করে।

ইয়াহিয়ার গাধা ডাক্তার মালিককে দখলীকৃত বাংলাদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নিজেদের বিষাক্ত নখর দন্তকে আড়ালে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। তারা দুনিয়াকে দেখাতে চেয়েছিল যে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে এবং হানাদার বাহিনীর জুলুম ও নির্যাতন বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে, এখন খোদ ঢাকা শহরেও মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক ও সফল অভিযানে বিভ্রান্ত সামরিক জান্তা অসামরিক শাসন ও ভালমানুষীর মুখোস ছুড়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা বাধ্য করেছে ডাক্তার মালিকের তথাকথিত অসামরিক সরকারের তুচ্ছতা ও অর্থহীনতাকে ফাঁস করে দিতে এবং হানাদারদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে।

সমগ্র ঢাকা শহরকে তারা এখন একটি অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত করেছে। শহরের পাঁচটি থানার ৫ জন ব্রিগেডিয়ারের কর্তৃত্বে ট্রাক বোঝাই হানাদার সৈন্যরা বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে তরুণ বাঙালীদের হয় হত্যা করেছে নয়তো জিজ্ঞাসাবাদের নামে অকথ্য নির্যাতন করেছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যয় হানাদাররা একটি কিছু হয়ে উঠেছে যে, কারফিউ জারীর কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে তারা সতর্ক পর্যন্ত করেনি। কারফু শুরু হবার প্রায় তিন ঘন্টা পরে ঢাকার জনসাধারণকে কারফুর কথা জানানো হয়। প্রথম পর্যায়ে একটানা প্রায় ১৫ ঘন্টা পর কারফু কাগজে কলমে তুলে নেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে হানাদারদের আচার আচরণে কারফু অব্যাহত রাখা হয়েছে।

কারফু এর প্রথম পর্যায়ে এমনকি ডাক্তার, সাংবাদিক ও রেডিওর গাড়ীকেও পথে বের হতে দেয়া হয়নি।

এখানে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, পাক হানাদাররা এই দিন প্রায় এক হাজার নিরীহ অসামরিক অধিবাসীদের হত্যা করেছে। শহরে হানাদাররা নতুন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করায় পুনরায় দলে দলে লোক নিরাপদ এলাকার সন্ধানে শহর ত্যাগ করতে শুরু করেছে।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয়বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১৬ DACCA EATS BY CANDLELIGHT AFTER DAY OF STRAFING
A Dog howls children watch A spectacular air show from rooftops
Life goes on in an embattled capital

From James P. Sterba Dacca, December 4 (delayed)

The city is in darkness at 8:30 pm. Nothing moves. A 5:30 pm curfew sent people from the streets. Curtains are pulled, candles burn shaded from windows. There are few sounds. A dog howls now and then, a Jeep or lorry slips by, lights out.

The clouds have dimmed the moonlight, the stars are faint. The crows, after a day of soaring overhead among Indian and Pakistan warplanes, have ceased their noisy vigil. The capital of East Pakistan is listening and waiting.

At 8:32 pm Dacca hears three booms in the distance. A siren wails. No sounds of jets another deeper-tone siren.

Now at 8:37 pm. the whoosh of a jet can be heard. It is high and far away. There is more than one, none firing so far.

Families of United Nations workers, contractors, relief-agency people Americans, Britons, Australians and others have riammed into the Intercontinental hotel with hastily packed suitcases, waiting to be evacuated.

They have been told a United Nitions aircraft, an American C-I30 hercules is coming from Bangkok to take them out. Children are confused; some whine the hotel's hall lights are on but room and ground-floor lights have been blacked out and the windows taped.

The Scottish chef has prepared another buffet for dinner: chicken and lamb curries, rice, and cucumbers fish, cold plates; no beer or Coke left. The waiter said the hoarding began this afternoon. Diners eat by candlelight, talking of rumours and whether things will get worse or better Most seem to think worse.

About 50 journalists are in the hotel punching their typewriters by candlelight and collecting scraps of information. Photgrophers and film crews and writers are worried about getting their films and articles Out. There is constant tuning of radios in search of outside news.

The hotel filled in the afternoon. Besides evacuees Pakistan International Airlines workers from the airport piled in, three and four to a room. Nine of their co-workers were killed in the Indian raids on the airport

today. They said the raids started last night at about 3 am in and ended by mid afternoon.

"Of course, they have got to break for tea", someone said. Now it's 9.14 pm and there is another dull boom far away, another siren. The Government information official said at 7:30 pm that 31 Indian aircraft were shot down in both wings of Pakistan today, but no one really believes it. Thirteen were brought down in East Pakistan, he said. Reporters saw four shot down over Dacca during the day and others smoking from hits by anti-aircraft fire.

Pakistan Air Force sources claim the capture of nine Indian pilots, including a wing commander. They also say an Indian SU7, a Soviet- built fighter was forced to land intact at the airstrip.

Two Pakistan F 86 fighters were shot down, they said, one hit by Pakistan ground fire while chasing an Indian MiG 21. "It was quite unfortunate, but at least the Indians did not get it", they added.

The raids provided a spectacular show for thousands of Dacca residents. Tiny children in rags scurried out for better views as the Indian MiGs passed on a strafing and rocketing run on their way to the airport from the middle of town.

People watched from the tops of buildings ducking sometimes when anti aircraft shells exploded too close, hotel residents climbed on the roof, where colour- television cameras recorded ballet-like dogfights and raids on the airport.

One film crew worked in bathing suits saying they might as well get a suntan. Others had room service deliver cold drinks and lunch.

As a MiG passed over tailed by two Sabres and then flew in low over the airport, a cameraman turned to a waiter to say: "Oh waiter, waiter. Mike that a double order fruit cocktail and iced tea with lime".

At 12:30 pm journalists were taken to the airport by military officers to see an Indian MiG which had been shot down. They arrived just in time to be sirafed by MiG's that destroyed two of three small single-engine United Nations aircraft parked by a hangar only a few yards away.

Several television cameramen lay on their backs, filming the Indian aircraft through a blaze of anti-aircraft fire, as they made four passes. One was hit, burst into flames and crashed near by.

The aircraft MiG's, Gnats and SU7's fired rockets and strafed, but did not bomb, according to a Government official. Their targets were the aircraft and hangars. They did not raid the military cantonment near by or damage the air strip.

Officials said the only other town hit by Indian aircraft was Chittagong, the targets there being fuel storage tanks and a refinery.

At 10-02 pm it is quiet again. No air raids yet tonight. A dog is yelping.

Source: *The Times,* 7 December 1971

১০.১৭ Dacca Watching the War and Waiting

JAMES P. STERBA

DACCA, Special to the New York Times

Pakistan, Dec. 4 (Delayed). The city is lightless at 8:30 P.M. Nothing moves. A 5:30 curfew sent people from the streets. Curtains are pulled, candles burn shaded from windows. There are few sounds. A dog howls now and then, a jeep or truck slips by, lights out.

The clouds have dimmed the moonlit, the stars are faint. The crows, after a day of soaring overhead among Indian and Pakistani war planes, have ceased their noisy vigil. The capital of East Pakistan is listening and waiting.

At 3:32 Dacca hears three booms in the distance. A siren waits. No sounds of lets. Another deeper-tone siren.

Now at 8:37 P.M. the whoosh or a jet can be heard. It is high and far away. There is more than one, none firing so far.

Families of United Nation workers, contractors relief agency people, Americans Britans, people- Americans, others- have crammed into the Intercontinental hotel with hastily packed suitcases, waiting to be evacuated. They have been told a United Nation aircraft-an American C-130 hercules is coming from Bangkok to take them out. Children are confused: some whine. The hotel's hall lights are on but room and ground- floor lights have been blacked out and the windows taped.

The Scottish chef has prepared another buffet for dinner: chicken and lamb curries, rice, cucumbers, fish, cold plates; no beer or Coke left, the waiter said the hoarding began this afternoon. Diners eat by candlelight, talking of rumors and whether things will get worse or better. Most seem to think worse.

About 50 journalists are in the hotel punching their type writers by candlelight and collecting scraps of information. Photographers and film crews and writers trouble over getting their films and articles out. There is constant turning of radios in search of outside news.

The hotel filled in the afternoon. Besides evancuees, Pakistan International Airlines workers from the airport piled in, three and four to a room, nine of their co workers were killed in the Indian Air Force raids on

the airport today. They said the raids started at about 3 A.M. and ended for the day by mid afternoon.

"Of course, they have got to break for tea," someone said.

Now it's 9:14 P.M. and there is another dull boom far away, another siren.

The Government information official said at 7:30 P.M. that 31 Indian Planes were shot down in both wings of Pakistan today, but no one really believes it. Thirteen were downed in East Pakistan, he said; reporters saw four downed over Dacca during the day and three others smoking from hits by anti aircraft fire.

Capture of Pilots Claimed

Pakistani Air Force sources claim the capture of nine Indian pilots, including a wing commander. They also say an Indian Su-7, a Soviet-built fighter, was forced to land intact at the airstrip.

Two Pakistani F-86 fighters were downed, they said, one hit by Pakistani ground fire while chasing an Indian MIG-21. "It was quite unfortunate, but at least the Indians did not get it," They added.

The raids provide a spectacular show for thousands of Dacca residents. Tiny children dressed in rags scurried out for better views of the Indan MiG's on a strafing and rocketing run passed on their way to the airport, which is a mile form the middle of town.

People watched from the tops of buildings, ducking sometimes when antiaircraft shells popped too close, hotel residents climbed on the roof, where color television cameras recorded ballet-like dogfights and raids on the airport.

One film crew worked in bathing suits saying they might as well get a suntan. Others had room service deliver cold drinks and lunch. As a MIG shot over tailed by two saber's and then flew in low over the airport, a cameraman turned to a uniformed waiter to say. "Oh waiter, waiter, make that a double order fruit cocktail and iced tea with lime" (there is no lemon in East Pakistan).

MIG's Strafe the Visitors.

At 12:30 P.M. newsmen were taken to the airport by military officers to see a downed Indian MiG. They arrived just in time to be started by MIG's that destroyed two of three small single-engine united Nations aircraft parked by a hangar only a few yards away.

Several television cameramen lay on their backs, filming the Indian planes though a blaze of anti-aircraft fire as they made four passes. One was hit, burst into flames and crashed nearby.

The planes MIG's Gnats and SU-7's- fired rockets and strafed but did

not bomb, according to a Government official. Their targets were the aircraft and hangars. They did not raid the military cantonment nearby or damage the airstrip. There was speculation that they mights want to save the strip for an invasion later on.

Puffs of White Smoke

The sky was filled with puffs of white smoke from bursts of ground fire during the airport raid. Gunners were jubilant when they hit an Indian aircraft. From their uncamouflaged bunkers around the airstrip they could be heard shouting Moslem phrases in Arabic.

Fewer people were on the downtown streets than usual during the day but hundreds could be seen. Newspaper appeared by mid morning and were being hawked corners. A few beggars were out. Most shops remained closed but some tea stalls were open and men were sitting in them and chatting.

A huge mushroom- shaped cloud that filled the southern sky most of the day, was thought to be from a buring fuel-storage depot at Narayanganj, about 10 miles south of Dacca. A Government offical said it was jute-processing plant that had been set afire by guerrillas.

It is 10.20 P.M and its quiet again. No air raids yet tonight. A dog is yelping.

Source: *The New York Times*, 7 December 1971

১০.১৮ ফেণী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা দখল, খানেরা প্রায় অবরুদ্ধ

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণীতে প্রকাশ, বিমান হানার ফলে সম্ভবত: ১২ জন পাকিস্তানী মারা গেছে। ভারতের দুটি বিমান খোয়া গেছে। উইং কম্যান্ডার বলে চিহ্নিত জনৈক বিমান চালককে বন্দী করা হয়েছে।

বিমানগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিমানবন্দর। পূর্বাঞ্চলে এখানেই পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ইহাই একমাত্র প্রাণকেন্দ্র।

রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন দূতাবাসের ইউরোপীয়দের পরিবারবর্গকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সেখানে দেশ ত্যাগের অপেক্ষায় আছে।

সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১৯ মুক্তিবহিনীর বিমান বহর

(নিজস্ব প্রতিনিধি) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় শাখা বায়ু সেনা বাহিনী গতকাল থেকে পুরোদেশে শত্রু ঘাঁটির উপর আঘাত হানতে শুরু করেছেন।

গতকাল তারা সিলেট রণাঙ্গনে চারটি রসদবাহী ট্রেনের উপর সফল আঘাত হানেন।

অন্য সংবাদে ঢাকা রয়টার জানাচ্ছেন ঢাকার কয়েকটি অজ্ঞাত বিমান আজ রাষ্ট্রসংঘ

কর্মীদের ঢাকা থেকে নিয়ে যাবার জন্য বিমান বন্দরে অবতরণ করতে এসে শেষ পর্যন্ত অবতরণ না করে হংকং ফিরে গেছে। গতকালও বিমানটি ঢাকায় অবতরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.২০. Indian Air Raid Delays Evacuation from Dacca

Dacca, Pakistan, Dec. 6 (Delayed)- More than 200 civilians including women and children were at the Dacca airport awaiting evacuation today when Indian planes came over.

The women screamed as rockets and bullets hit the airfield but none were injured. The runway was damaged, making it temporarily impossible for planes to land.

United Nations relief officials reported that India had said a relief plane was turned back by the Pakistani authorities because a Pakistani plane had crased on the runway. But witnesses reported that no Pakistani planes had been seen since early morning and none had crashed on the runway.

Indian bombs could be clearly seen hitting the runway and large clouds of dust hung in the air for several minutes.

The head of the United Nation relief mission Paul Henri, who has been trying to arrange the airlift, said the Indians attacked 10 minutes before a cease-fire was to start and five minutes after it was to end. He said the mission's failure was a result of India's narrow interpretation of the temporary cease-fire.

Source: *The New York Time,* 8 December 1971

১০.২১ Dacca paralyzed As Indian Planes Continue Attack

Dacca (East Pakistan), Dec 6 (by Yomiuri Correspondent Reijiro toba)

- Continued Indian air raids on Dacca amid reports of fresh massacres of Bengalis by West Pakistani troops in nearby communities have thrown Dacca into utter confusion.

A general attack on Dacca by Bangladesh liberation forces which is believed imminent panicked the residents of Dacca, including some 200 diplomats and other foreigners waiting for the arrival of UN chartered evacuation planes.

Dacca is dead. Not a single shop opened today. Food, water and gasoline were running short. Every function of the city remained paralyzed. A

catastrophe is imminent. Six Indian MIG21 fighters this morning attacked the Dacca airport where a group of foreign women and children was waiting for the arrival of a UN-chartered evacuation plane.

The air raid came moments before the scheduled arrival of the Canadian C 130.

The women and children took cover in shelters or behind concrete walls as the planed fired rockets into the challenge to the UN.

A UN official angrily cried: "We are trapped, what on earth does India want to do?"

The UN has just about lost its influence in Dacca.

Many in Dacca shared a pessimistic view that peacemaking efforts by the UN would not succeed as long as India continued to ignore the UN.

Many Bengali citizens of Dacca reportedly fled the city.

All Bengali employs of the Intercontinental hotel had disappeared by today.

According to unconfirmed reports, Bengali people were massacred in communities near Dacca.

The situation in Dacca was completely unfavorable to West Pakistan.

Escalated Indian air raids on the city will alienate citizens from West Pakistan.

Source: *Daily Yomiuri,* 8 December 1971

১০.২২ ঢাকা ও মোমেনশাহীতে ভারতীয় বিমানের নাপাম বোমাবর্ষণ

ঢাকা ৭ই ডিসেম্বর- পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলার আঘাতে আজ ঢাকায় ৩ খানি ভারতীয় জঙ্গী বিমান ভূপাতিত ও অপর দুইখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি আকাশে অতি উঁচু দিয়া উড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়া চমকপ্রদ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

ভারতীয় বোমারু বিমানগুলি আজ ঢাকা ও মোমেনশাহী জেলায় বেসামরিক নাগরিকদের উপর নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে। শত্রুরা জঙ্গী হইতে ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে ও চতুস্পার্শ ১২টি নাপাম বিমান বোমাবর্ষণ করে। মোমেনশাহী জেলার হালুয়া ঘাটে ১৩টি ও জামালপুর এলাকায় ৮টি নাপাম নিক্ষেপ করে। বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। তবে এই ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.২৩ Inside the besieged city

BY CLARE HOLLINGWORTH IN DACCA

GUNS of the advancing Indian Army could be heard clearly yesterday in Dacca, now almost completely cut of from the outside world.

Only a few telephone calls are getting through and telecommunications work only spasmodically.

Trenches are being dug by teams of men in the gardens of the hotel Intercontinental, where I am staying.

Few people realize that they are caught in a besieged city. Although there are adequate supplies of food, the situation is grave.

Rather than be trapped inside the city many Bengalis going to relatives in the country leaving one man in the house to prevent possible looting.

But the 250 foreigner, including 15 British women and children who have been awaiting evacuation by air for several days are well and safe, thought understandable apprehensive.

A special United Nations camp has been set up for them while they wait anxiously to be flown out.

They were all bitterly disappointed that two United Nations Planes were unable to land at Dacca airport yesterday to evacuate them.

Tactics changed

Indian Aircraft have changed their tactics and bombed industrial targets in Tungi. To the north of Dacca Narayanganj (the port of Dacca) and the "now" airfield north of the cantonment.

In addition MiG 21s Made a series of sorties in low-level staring of ack-ack positions and the runways around both airfields. The obvious objective was to soften up the defense before advancing to attack the capital.

Source: *Daily Telegraph,* 9 December 1971

১০.২৪ ভারতীয় কাপুরুষোচিত হামলা ঢাকায় জাতিসংঘের রিলিফ বিমান বিধ্বস্ত

গত শনিবার ভারতীয় বিমানবাহিনীর চারটি এসইউ-৭ বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিসংঘের ৩টি পরিবহন বিমান ধ্বংস করেছে বলে গতকাল এপিপি পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্য কার্য পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিমানগুলো এনেছিলো। ভারতীয়দের জাতিসংঘের এই বিমানগুলো ধ্বংস করার দৃশ্য একদল বিদেশি সাংবাদিক অবলোকন করেন।

সাংবাদিকগণ বিমানবন্দর ত্যাগের সময় চারটি এসইউ-৭ বিমান তাদের মাথার উপর এসে পড়ে এবং গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। সাংবাদিক ও টিভির লোকেরা তাদের গাড়ী থেকে নেমে পড়েন এবং ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলেন। এসইউ-৭ বিমানগুলো এসে জাতিসংঘের বিমানে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। তারা পুনরায় আসে এবং জাতিসংঘের বিমানে গুলিবর্ষণ করে। দ্বিতীয়বারের গুলিবর্ষণের ফলে বিমানগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে জাতিসংঘের বিমানগুলো পুড়ে ভস্মীভূত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই জাতিসংঘের বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা যে পরিমাণ উচ্চতা থেকে আঘাত হেনেছে তাতে বিমানের গায়ের জাতিসংঘের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেছে। প্রায় ২০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ভারতীয়দের এই কাপুরুষোচিত কার্য যারা দেখেছেন তাদের মধ্যে ডেলি টেলিগ্রাম, ডেলি মিরর, ডেলি এক্সপ্রেস, লন্ডন অবজারভার টাইমস, লস এঞ্জেলস, বিবিসি, নিউজ উইক, ভয়েস অব আমেরিকা, জার্মান টেলিভিশন, ইন্ডিপেনডেন্ট নিউজ, ইউপিআই এর প্রতিনিধি রয়েছেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.২৫ ভারতের বেপরোয়া বোমাবর্ষণ সম্পর্কে বিবিসি-শত শত নিরীহ লোক নিহত

লণ্ডন, ৮ই ডিসেম্বর (এপিপি): ভারতীয় বিমানের বেপরোয়া বোমা ও গুলিবর্ষণের ফলে এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে শত শত বেসামরিক নিরীহ লোক নিহত হয়েছে বলে বিবিসি খবর দিয়েছে।

বিবিসি'র ঢাকা সংবাদদাতার বরাত দিয়ে গতকাল জানায় যে, একটি পাটকলের ওপর একবার মাত্র ভারতীয় বিমান হামলাতেই প্রায় ৫শত বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এবং বহু লোক নিখোঁজ রয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.২৬ প্রাচ্যের নাজী দখলীকৃত নয়া বার্লিন ঢাকা নগরী মিত্র শক্তির হাতে অবরুদ্ধ: মুক্তি সমাসন্ন কুমিল্লা যশোহর মুক্ত: সারা বাংলায় মুক্তির প্লাবন

ঢাকা নগরীর মুক্তির জন্যে ভারতীয় জওয়ান আর মিত্র বাহিনী সময় নিতে পারে বড় জোর চল্লিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা। ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যেই ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ঢাকা বেতার থেকে শোনা যাবে মুক্ত জীবনের উদাত্ত সঙ্গীত। পাক নাজীরা বন্দী হয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট উদ্ধারের জন্য প্রহর গুনবে একথা সন্দেহাতীতভাবেই বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তব পূর্বাভাস।

ঢাকা নগরীর মুক্তির জন্য সময় নেবে বড় জোর আর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ঘণ্টা তার বেশী নয়। ঢাকা নগরীর দ্বারপ্রান্তে ভারতীয় জওয়ান আর মুক্তি বাহিনী গিয়ে পৌঁছেছে। এবারে প্রাচ্যের নাজী কবলিত বার্লিন তথা আজকের ঢাকা নগরী অবরুদ্ধ। কুমিল্লা নগর মুক্ত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ লে: জে: জগজিত অরোরা কুমিল্লা বিমান বন্দরে নেমে জন সাধারণের অভিবাদন গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্ত, যশোহর ক্যান্টনমেন্ট দখল।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ইরম্মদ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর প্রতিরোধ শুধু ঢাকায়। ঢাকা

সচিবালয়ে ১০ই ডিসেম্বরের আগেই স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন হবে এটা আজ সন্দেহাতীত। অবরুদ্ধ পাক সেনাবাহিনী এখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। পাক জওয়ানেরা এখন যুদ্ধ করতে চাইছে না, কিন্তু অফিসারদের জন্য বাধ্য হচ্ছে।
কুমিল্লা শহর হাতে এসেছে। সারা কুমিল্লা জেলায় এখন শুধু ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ পাক সেনাদের ধরে আনা বাকী। পশ্চিমে দাউদকান্দি ইলিয়টগঞ্জ, উত্তরে বিদ্যাকূট, শ্রীমঙ্গল, দক্ষিণে বৌয়ারা, হাজিগঞ্জ মুক্ত। চাঁদপুর নদী বন্দর অবরুদ্ধ। মাগুরা জংশন মুক্ত। টেম্পলহিল মুক্ত।
সেনাবাহিনী যে বিদ্যুৎগতিতে এলাকার পর এলাকা জুড়ে নিমেষে মুক্তি বার্তা ঘোষণা করে চলেছে তার সঙ্গে সংবাদের তাল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অসংখ্য মুক্তাঞ্চলের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে মাত্র।
সূত্র: *দৈনিক সংবাদ,* ৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.২৭ Indian bombing kills 75 at Karawan Bazar

At least 75 people were killed and many more injured when Indian war planes dropped heavy bombs stared to be 100 pounders over a civilian area in Dacca on Wednesday night, writes APPs war correspondent Altaf Yarwar.

The correspondent who visited the site of devastation yesterday morning says the figure is not final becuase when I visited the area- Carawan Bazar- in northern Part of the city, dead bodies were still being extricated from the debris, Bodies taken for burial as I reached the spot, when all the debris has been cleared the toll might come cut to be in three figures.

Among the dead were about 50 children and teachers of an orphanage called Rahmat- Alam Islamia Mission orphanage. Maulana Sheikh Muklesur Rehman, the bead of the mission, told me that a large, majority of the casualties in the orphanage were orphaned children getting Islamic education in the orphange. The shanty mosque of the orphanage was also badly damaged.

Residents of the affected area told that at about 3 a.m when all were asleep they heard two planes zooming overhead and instantly huge explosions were heard and this was followed by cries and shouts of men and children. Four bombs were dropped on the area by the Indians of which two exploded and two remained unexploded an eyewitness said. However I saw the impact of only two while one was lying in a lane unexploded. Authorities said that life bombs were all 1000 pounders each.

One bomb went deep by about 30 feet and exploded creating a depression 30 feet long and 15 wide while the other penetrated 15 feet deep with a width of 15 and length of 20 feet. Both these bombs fell in thickly populated area comprising: mostly bamboo or in huts. Concrete shops facing the named railway crossing leading to Tongi industrial area also lay in ruings so big was the impact.

Shaltered pieces of masonry, wooden planks, corrugated Iron sheets and household articles were stittered all over the area, Also littered were the torn and burnt pages of the holy Quran and Islamic books and other Literature of the Rehmat-E- Alam Islamia Mission.

With the bombing of Carawan Bazar area the confirmed death toll of civilians in indiscriminate bombing and strafing on Dacca Yesterday crossed the 350 mark. The highest number of casualties was recorded in Adamjeenagar housing Colony where about 275 workers lost thair lives. The third civil largest of strafing was MPA hostel where three persons had dies.

Source: *The Morning News,* 10 December 1971

১০.২৮ মুক্তি সংগ্রাম ঢাকার দ্বারপ্রান্তে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই এখন বাংলার রাজধানীর দ্বারপ্রান্তে–চতুর্দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিসেনারা ঢাকার দিকে এগোচ্ছেন। মাঝে কয়েকটা নদী, পদ্মা আর মেঘনার শাখা-প্রশাখা। তারপরেই ঢাকা। এবং তারপরই ঢাকার লড়াই–বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াই।

এই চূড়ান্ত লড়াই-ই কি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লড়াই হবে, পাক সেনাবাহিনী কি ঢাকার দখল বজায় রাখার জন্য মাটি কামড়ে যুদ্ধ করবে? কেউ জানে না। তবে, ভারতীয় বাহিনী সেই বড় লড়াইর জন্য প্রস্তুত হয়েই ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকালে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ লে: জে: জগজিৎ সিং অরোরা সাংবাদিকদের সেই কথাই জানালেন।

বললেন: ওরা কী করবে জানি না। তবে আমরা সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এগোচ্ছি।

মুক্তিসংগ্রামীরা এগোচ্ছেন সব দিক থেকে। আশুগঞ্জ এখন মুক্ত। কিন্তু ওখানে মেঘনার ওপরের বিরাট পুলটা পাকবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে। আর একটা বাহিনী এগোচ্ছেন দাউদকান্দির দিক দিয়ে। দাউদকান্দি থেকে পাকবাহিনী পালিয়েছে। উত্তর দিক থেকে মুক্তিসংগ্রামীরা এগোচ্ছেন জামালপুর হয়ে। ওদিক থেকে অবশ্য পথ এখনও অনেকটা। তবে পথে কোনও বড় নদী নেই। এদিকে অর্থাৎ পদ্মার দিকে আমাদের সেনাবাহিনী মধুমতী তীরে। মধুমতী পার হলেই পদ্মা–তারপরই ঢাকা। কুষ্টিয়া মুক্ত করে আর একটা বাহিনী এগোতে চলেছে গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে। গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর চাঁদপুর থেকেও আমাদের বাহিনী ঢাকার দিকে এগোবার জন্য প্রস্তুত।

ঢাকা মুক্ত করার চূড়ান্ত লড়াইয়ে পুরোদমে যোগ দেবেন সব কটা বাহিনী–সেনা, বিমান এবং নৌ। বিমানবাহিনী লড়াইর প্রথম দিন থেকেই ঢাকা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন। ঢাকার সামরিক এবং অসামরিক দুই বিমানবন্দরই এখন

অকেজো। নৌবাহিনীও এগিয়ে আসছেন দুই নদীতে–পদ্মা এবং মেঘনায়। ঢাকা দখলের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নৌবাহিনীর গানবোটগুলিও পুরোদমে যোগ দিবেন।

জেনারেল অরোরাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঢাকাকে মুক্ত করার পথে আপনার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী? জেনারেল একটা কথায় জবাব দিলেন: নদী। এবং তারপরই বললেন, নদী অতিক্রমের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি।

বাইরে থেকে বা গোটা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ঢাকা রক্ষার জন্য সৈন্য আনাও পাকবাহিনীর পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। এর দুটো কারণ; প্রথম কারণ, আমাদের সেনাবাহিনী তাদের পালাবার পথ আটকে দিয়েছেন। সিলেট সেক্টরে তারা অবরুদ্ধ। উত্তরখণ্ডে দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলেও আটকে গিয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, বাংলাদেশের আকাশে উড়ে; ঢাকার সব পথের ওপর নজর রাখছেন। পাকসৈন্যবাহী স্টীমার বা বোট দেখলেই আক্রমণ চালাচ্ছেন।

ঢাকা পাকবাহিনীর কত সেনা আছে? সে হিসাব কেউই জানেন না। জেনারেল অরোরা এইদিনেও বলেন, গোটা বাংলাদেশে ওদের চারটা ডিভিশন ছিল। এবং আমাদের সামরিক বাহিনী আগে বলেছিলেন, ঢাকায় রয়েছে একটা ডিভিশন। যদি তাই হয় এবং যশোর সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চল থেকে কিছু কিছু পাকসৈন্য গিয়ে সত্যিই ঢাকায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তাহলে ঢাকায় অন্তত দেড় ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি ওদের অত সৈন্য ঢাকায় আছে? ঢাকার লড়াই শেষ হলেই তা জানা যাবে–তার আগে নয়।

ঢাকায় ওদের দূরপাল্লার ভারী কামানই বা কত রয়েছে? বাংলাদেশে এখন পাক বিমানবাহিনীর কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই ঢাকার লড়াইয়ে ওদের মূলত নির্ভর করতে হবে দূরপাল্লার ভারী কামানের উপর। গোটা বাংলা-যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোথাও পাকবাহিনী দূরপাল্লার কামানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সরিয়ে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঢাকার চূড়ান্ত লড়াইয়ে সে সব কামান দেখা যাবেই। হিলির যুদ্ধে নভেম্বর মাসেই ওরা ৩৫ মাইল পাল্লার কামান ব্যবহার করেছিল। ৩৫ মাইল পাল্লার দু চারটি কামান শুধু সীমান্তের লড়াইয়ে ব্যবহার করে ওরা ভারতীয় বাহিনীকে ধাপ্পা দিতে চেয়েছিল, না সত্যিই এ ধরনের কামান ওরা বাংলাদেশে আরও অনেক রেখেছিল ঢাকার লড়াইয়ে তাও বোঝা যাবে।

ঢাকা থেকে পিআই এক খবরে জানিয়েছেন, আজ ভারতীয় সৈন্যরা অগ্রসর হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলো থেকে নগরীর মধ্যে পশ্চাদপসরণ করেছে।

ভারতীয় সৈন্যরা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। আমাদের লণ্ডন অফিসের খবরে বলা হয়েছে, ঢাকা থেকে সেখানে টেলিফোনে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে, অগ্রসরমান ভারতীয় বাহিনীর গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। ঢাকা শহর প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

সূত্র: দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.২৯ 150 CHILDREN DIES AS ORPHANAGE IS BOMBED

From Julian Kerr

Dacca, Dec 9, Indian bombers scored a direct hit on a Dacca orphanage early today, and at least 150 children are believed to have been killed, police said. Seventy bodies have so far been recovered.

Four bombs from high-flying Indian aircraft blasted huge craters in the main school building and sleeping quarters of the Islam Mission Orphanage, which is about one mile from the airport.

The orphanage has 400 children. The 100 girls are all safe, but few of the 300 boys, aged eight to 15, are at present accounted for.

I saw 11 bodies of boys aged about nine or 10 lying in the shade of a thatched lean-to, with a member of the Orphanage staff sitting beside them, quietly weeping.

Three were mangled by bomb splinters and others apparently killed by the blast. The remains of three members of the staff, covered by grimy mattresses, lay among tattered remnants of dozens of school books, crayons and crude toys.

Nearby, troops and police dug grimly through tons of earth and rubble seeking other casualties, a task not expected to be completed until late afternoon.

Dozens of shacks in the same district were evacuated by their inhabitants because of an unexploded bomb.

Despite the relative proximity of the orphanage to the airport, which is a prime military target, high-ranking army officers this morning maintained it was deliberately attacked.

Delhi, Dec 9: An Indian Government spokesman tonight vehemently denied a report that Indian aircraft had bombed a children's orphanage near Dacca. He said Indian planes had not attacked any civilian targets during the war.

Source: *The Reuter Times,* 10 December 1971

১০.৩০ মুক্তির দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ
শত্রু সর্বত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতেছে: ঢাকার উদ্দেশে ত্রিমুখী অভিযান

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

যে আশা নিয়া ইয়াহিয়া চক্র পাক ভারত যুদ্ধ বাধাইয়াছিল উহাতে ছাই পড়িয়াছে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর প্রবল ও ঐক্যবদ্ধ আঘাতে এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানে ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী নাস্তানাবুদ। যুদ্ধ করা দূরে থাক,

উহারা পালাইবার পথ পাইতেছে না। দুর্ধর্ষ যশোর ক্যান্টনমেন্ট মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর পদানত, কুমিল্লা ও রংপুর ক্যান্টনমেন্ট যে কোন মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। দখলদার বাহিনীর শেষ ভরসাস্থল ঢাকা তিন দিক হইতে অবরুদ্ধ। ঢাকার পতন অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন। স্বাধীন বাংলাদেশ সত্যই এবার সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হইতে চলিয়াছে।

এদিকে ইয়াহিয়া চক্রের সাম্রাজ্যবাদী মুরব্বীরা চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সহযোগিতায় 'শান্তি' ও 'যুদ্ধ' বিরতির নামে জাতিসংঘের পতাকা লইয়া বাঙলাদেশে ও এই উপমহাদেশে হস্তক্ষেপের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছিল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতা মহান সোভিয়েতের দৃঢ় ভূমিকার দরুণ উহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা অবশ্য এখনও আশা ছাড়ে নাই। কিন্তু নিপীড়িত জাতিসমূহের শ্রেষ্ঠ বন্ধু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব উহাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দিতে কৃতসংকল্প।

যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের একতরফা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার বিরুদ্ধেও সোভিয়েতের কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হইয়াছে।

পাকদস্যুরা নিশ্চিহ্ন হইবার পথে

গত এক সপ্তাহের যুদ্ধে পাকদস্যুরা বাংলাদেশে চরম মার খাইয়া এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইবার পথে। যুদ্ধ করিবার মত মনোবলও উহাদের নাই। বাঙলাদেশে পাকবাহিনী সৈন্যধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল নিয়াজি নাকি ইতিমধ্যে চম্পট দিয়াছে। অন্যান্যরাও আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণরক্ষার কথা চিন্তা করিতেছে।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাকদস্যুরা একপ্রকার বিনা যুদ্ধেই ছাড়িয়া গিয়াছে। রংপুরে যুদ্ধ চলিতেছে তবে উহার ফলাফল উভয় পক্ষেরই জানা। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট অবরুদ্ধ। চালনা বন্দর ভারতীয় নৌবাহিনীর দখলে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর যে-কটি জঙ্গী বা বোমারু বিমান বাঙলাদেশে ছিল সবগুলি খতম। নোয়াখালি ও ফেনীর পতনের ফলে বিচ্ছিন্ন চট্টগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী। চট্টগ্রাম বন্দর আগেই বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হয়েছিল।

'ঢাকা চল'

ঢাকা ছাড়া এখন বলিতে গেলে প্রায় সারা বাঙলাদেশই মুক্ত। ঢাকার দিকেও মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী তিনদিক হইতে অগ্রসর হইতেছে। পাকবাহিনী ঢাকায় মরিয়া হইয়া লড়াইয়ের শেষ চেষ্টা করিবে, না আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু বাঙলাদেশের সকল রণাঙ্গনে পাক-বাহিনীর মধ্যে যে "পালাও পালাও" রব উঠিয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় বড় রকমের যুদ্ধ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ঢাকায় মিত্রবাহিনীর বিমান আক্রমণে পাকদস্যুদের মধ্যে ত্রাসের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র স্তব্ধ, ট্রান্সমিটার ভবনটি বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত। মিত্রবাহিনী একদিকে ভৈরববাজার ও অন্যদিকে দাউদকান্দি হইতে দ্রুত ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যেকোন দিন ঢাকা শত্রুমুক্ত হইবে। পাকিস্তানের চার ডিভিশন সৈন্য মৃত্যুর জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই, পালাইবার পথ নাই। আত্মসমর্পণ ভিন্ন প্রাণ বাঁচাইবার উপায় নাই।

সূত্র: *মুক্তিযুদ্ধ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১,

১০.৩১ রহমতে আলম এতিমখানা বিধ্বস্ত
কাওরান বাজারে ভারতীয় বোমাবর্ষণে ৭৫ জন নিহত

এপিপির যুদ্ধ সংবাদদাতা জনাব আলতাফ জওয়ার জানান যে, গত বুধবার রাতে ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চলে কাওরান বাজারে সামরিক এলাকার ওপর ভারতীয় জঙ্গী বিমানের বোমাবর্ষণের ফলে কমপক্ষে ৭৫ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়েছে। বোমাটি এক হাজার পাউন্ডের হবে বলে জানা গেছে।

এই সংবাদদাতা গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বোমা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করার পর বলেন আমি যখন বিধ্বস্ত এলাকায় যাই তখনো ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে মৃত দেহ বের করা হচ্ছিল। কাজেই হতাহতের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ঘটনা স্থলে পৌঁছার পর আমি তিনটি লাশকে দাফন করতে নিয়ে যেতে দেখি। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ফেলার পর মৃতের সংখ্যা শতের সংখ্যায় যেতে পারে।

নিহতদের মধ্যে রহমত ই আলম ইসলামীয়া মিশন এতিমখানার প্রায় ৫০টি শিশু ও শিক্ষক রয়েছে।

মিশন প্রধান মাওলানা শেখ মুখলেসুর রহমান আমাকে জানান যে হতাহতদের বিপুল সংখ্যক এতিম শিশু এই এতিমখানায় ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করছিল। এতিমখানায় মসজিদটির খুব ক্ষতি হয়েছে।

বিধ্বস্ত এলকার নাগরিকরা আমাকে জানায় যে রাত প্রায় ৩টায় সময় সবাই যখন ঘুমন্ত ছিল, তখন আকাশে দুটি বিমানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সংগে সংগে বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং এরপরই নরনারী ও শিশুদের ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়। ভারতীয়রা ওই এলাকায় চারটি বোমাবর্ষণ করে। দুটি বিস্ফোরিত হয়েছে এবং দুটি অবিস্ফোরিত থাকে। এবং কর্তৃপক্ষ বলেন যে চারটি বোমায় সব কটি এক হাজার পাউন্ডের।

একটি বোমা প্রায় বিশ ফুট মাটির নীচে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে ৩০ ফুট দীর্ঘ ১৫ ফুট চওড়া একটি খাদের সৃষ্টি হয়। অপর বোমাটি মাটির ১৫ ফুট গভীরে প্রবেশ করে ২০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট চওড়া এক খাদের সৃষ্টি করে। দুটি বোমাই ঘন জনবসতি এলাকায় নিক্ষেপ করা হয় এবং এলাকায় বেশীর ভাগ ঘরবাড়িই বাশ কাঠ অথবা টিনের তৈরী। বোমার প্রচন্ডতায় টঙ্গী শিল্প এলাকাগামী রেলওয়ে মুখোমুখি পাকা দোকানগুলোও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

দালানকোঠার বিধ্বস্ত অংশ কাঠের তকতা টিন ও ঘরকন্নার জিনিসপত্র ক্রসিংয়ের এলাকাটিতে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। পবিত্র কোরান, ইসলামী বই-পুস্তক এবং রহতম ই আলম ইসলামীয়া মিশনের অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ছিন্ন ও পুড়ে যাওয়া পৃষ্ঠাও ছড়িয়ে পড়ে আছে।

কাওরান বাজার এলাকায় বোমাবর্ষণের পর ঢাকায় ভারতীয় বিমানের বেপরোয়া বোমা ও গুলিবর্ষণের ফলে বেসামরিক নাগরিকের মৃতের সংখ্যা গতকাল ৩৫০ জনে পৌঁছেছে।

আদমজী নগরের হাউজিং কলোনীতে বোমাবর্ষণে সবচাইতে বেশী সংখ্যক লোক হতাহত হয়। সেখানে প্রায় ২৭৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তৃতীয় বেসামরিক লক্ষ্যস্থলটি ছিল এমপিএ হোস্টেল, সেখানে ৩ জনের প্রাণহানি ঘটে।

হাসপাতালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ইসলামী মিশন এতিমখানায় ভারতীয় বিমানের বেপরোয়া বোমাবর্ষণে আহতদের দেখার জন্য স্যার সলিমুল্লাহ ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক পাকিস্তান* , ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৩২ তেজগাঁওয়ে বেসামরিক অঞ্চলে ভারতীয় বোমাবর্ষণ : দেড়শত লোক নিহত

ষ্টাফ রিপোর্টার

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে তেজগাঁও রহমতে আলম এছলামী মিশন এতিমখানায় হিন্দুস্থানী বিমানের বোমাবর্ষণের ফলে কমপক্ষে ১৫০ ব্যক্তি শহীদ এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তি আহত হন। এই এতিমখানার পাশে অবস্থিত ফরিদপুর কলোনীর উপরও হিন্দুস্থানী বিমান একই সময় বোমাবর্ষণ করে। ফলে উক্ত কলোনীরও বহু শ্রমিক হতাহত হইয়াছে। কলোনীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে প্রায় ৮০ জন শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হইয়াছে। এতিমখানায় ৪ শত এতিম ছাত্র ও ১ শত এতিম ছাত্রী অবস্থান করিতেছিল। সেখানে তাহাদের এছলামী শিক্ষা দেওয়া হইত।

হিন্দুস্থানী বিমান হইতে বুধবার দিবাগত রাত ৩টা ১৫ মিনিটের সময় তথায় ৪টি (প্রতিটি ১ হাজার পাউন্ড) বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সেখানকার কোরান শরীফ, এছলামী বই-পুস্তক ও অপর গ্রন্থাবলীও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বোমাবর্ষণের ফলে মিশনের মসজিদটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৫০ জন শিক্ষক ও শিশুর মৃতদেহ সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আরও মৃতদেহ রহিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

সূত্রঃ *দৈনিক আজাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৩৩ Collective fines to be imposed in Dacca

DACCA. Tuesday- Pakistani Authorities here have announced that collective fines will be imposed on entire communities in East Pakistan when guerrilla's actions against the Government occur.

In Dacca union and district committees have been warned that when bombings, shootings or other subversive incidents occur, local populations will be subjected to special fines.

Local civic committees have been instructed to report any guerrilla activity on pain of punishment. According to an announcement.

Actually, the announcement was seen by many residents as a light moderation of past Government policies.

The doctrine of collective responsibility has been imposed by Pakistani authorities here since march. When the Pakistani military campaign began.

The painting of slogans on the walls of houses has been punished by demolishing the houses. Villages where resistance has been offered to Pakistani troops have been razed and the current pattern of army operations here is of the classic "search and destroy" kind New York Times News Service.

KIDNAPPING

Guerrillas, armed with sten guns, kidnapped the station master and three policemen in a raid on the Gandaria railway station in Dacca today.

The stationmaster and one policeman were released later in the evening, but the fate of the other two policemen could not be determined according to an official source.

Meanwhile, police said that a girls school in Dacca had been damaged by an explosion but that no one had been injured.

It was the fourth blast in educational institutions in the city in last 24 hours.

Source: *The Daily Telegraph,* 10 November 1971

১০.৩৪ হোটেল ইন্টারকন ও হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষিত

জেনেভা কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ও হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালকে নিরপেক্ষ জোন ঘোষণা করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন।

গত শুক্রবার এপিপি এই সংবাদ পরিবেশন করে জানিয়েছে যে এর অর্থ হল এই দুটি জোনে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা সামরিক সাজসজ্জা নেই এবং এই সব জায়গায় সরকারী বা কূটনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া হয়নি। যুদ্ধরত সকল পক্ষকে নিরপেক্ষ ও সংঘর্ষের আওতা বহির্ভূত এই দুটি জোনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

সকল নাগরিক ও যুদ্ধরত পক্ষদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে হাসপাতাল বা নিছক বেসামরিকের উপর জনসাধারণের আক্রমণ বা যে কোনভাবে ক্ষতিসাধন জেনেভা কনভেনশন ও মানবিক কারণে পরিপন্থী।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৩৫ বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে নিয়াজি

গতকাল শুক্রবার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার ও 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসন লে. জেনারেল নিয়াজি আকস্মিকভাবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল গিয়ে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞাসা

করেন যে বিবিসির প্রতিনিধি কোথায় আছেন?

তিনি বলেন, তাদের সকলকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহে আমি এখনও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমার সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছি। আমি কখনও আমার সেনাবাহিনীকে ছেড়ে যাব না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে তার পলায়ন সম্পর্কিত ভারতীয় বেতারের দূরভিসন্ধিমূলক রিপোর্ট বিবিসি থেকে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান* , ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৩৬ সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ক্ষতি হয়নি

গতকাল বৃহস্পতিবার এপিপির যুদ্ধ সংবাদদাতা আলতাফ জাওয়ার লিখেছেন, গত বুধবার ভারতীয় বিমানবাহিনীর মিগ-২১ বিমান ঢাকার উপর দশ দফা আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু তারা কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ক্ষতিসাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রত্যেক বারই হানাদার ভারতীয় বিমানগুলো খুব উঁচু দিয়ে ওড়ে এবং সেখান থেকেই তারা তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তাদের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য হলো রকেট ও বোমা অথবা গুলিবর্ষণ জনিত ধোঁয়ার কুণ্ডলী অথবা ধূলি বলয়। তিনি আরো বলেন, গতকালের ভারতীয় আক্রমণের দুটো প্রধান দিক হলো প্রথমত শনিবারের পর তারা ঢাকার উপর বিমান আক্রমণের মাত্রা মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৩৭ ক্ষতি হয়নি

গত শনিবার ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রথম ঢাকা বিমান আক্রমণ চালায়। শনিবার ভারতীয় বিমান ১২৬ দফা ঢাকা শহরের উপর আক্রমণ চালায়। দ্বিতীয় দিকটি হলো, ঢাকায় বিমান হামলা চালানোর ক্ষেত্রে তারা অন্য দুই ধরনের বিমান ব্যবহার বন্ধ করেছে। শনিবার ঢাকার উপর বিমান হামলায় তিন প্রকারের বিমান ব্যবহার করেছে। সেগুলো হলো হান্টার, মিগ-২১ এবং এসইউ-৭। দুইটি কারণে এটা ঘটেছে। প্রথমতঃ ভারতীয়রা আকাশ যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বৈমানিক এবং স্থল বাহিনীর বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর হাতে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বিমান খোয়া যাওয়ায় ভারতীয়রা বিমান আক্রমণের সংখ্যা হ্রাস করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে।

এটা আরো প্রমাণিত হয় যে গত ২ দিনে তারা বহু উঁচুতে থেকে আক্রমণ চালিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটি হলো, সম্ভবতঃ তারা তাদের বিমান শক্তির একটা বড় অংশকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। কেননা সেখানে পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনীর অবস্থা দুর্বিষহ করে তুলেছে। এসইউ -৭ এবং হান্টার বিমান ব্যবহৃত হচ্ছে।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান* , ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৩৮ ঢাকায় একটি ভারতীয় মিগ বিধ্বস্ত: ২টি ক্ষতিগ্রস্ত

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, গতকাল শুক্রবার দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণের দিনে ঢাকায় পাকিস্তান বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজরা তাদের কৃতিত্বপূর্ণ চমৎকার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এই দিন বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজ সৈন্যরা ঢাকায় একটি রুশ নির্মিত মিগ-২১ বিমান বিনষ্ট করেছে এবং অপর ২টি বিমানের ক্ষতিসাধন করেছে বলে এপিপির বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

সংবাদদাতার মতে পাকিস্তানি গোলন্দাজরা ভীতসন্ত্রস্ত ভারতীয় বৈমানিকদের তাদের লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার জন্য খুব নীচ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি আর এজন্যই তাদেরকে গোলাবারুদ ফুরিয়ে ফেলার জন্য উপর দিয়ে উড়তে হয়। বিমানগুলো আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর বিমান বিধ্বংসী কামানের ভূমি থেকে গুলিবর্ষণ এড়াতে পারেনি এবং বিমানগুলো আমাদের বিমান বিধ্বংসী কামানের শিকার হয়।

ভারতীয় বৈমানিক সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী খবর পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলছেন, বৈমানিকটি বিমান থেকে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছে। আবার অন্য লোক বলেছে তিনি বিমানের সাথেই মারা গেছেন। তবে যাই ঘটে থাকুক আজ শনিবার তার ভাগ্যে কি ঘটেছে, তা জানা যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত অপর ২টি মিগ বিমান তাদের ঘাঁটিতে ফিরে গেছে, না ঢাকার নিকটে ভূমিতে ভূপতিত হয়েছে, তাও আজ শনিবার জানা যাবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলো ঢাকার আকাশে এত উঁচু দিয়ে চক্কর করে যে খালি চোখে কারো দৃষ্টিগোচর হওয়াটা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সূত্র: *দৈনিক পাকিস্তান*, ১১ নভেম্বর ১৯৭১

১০.৩৯ NIAZI APPEARS AT INTERCONTINENTAL

'Where are the foreign correspondents, particularly the BBC man' asked Lieutenant General A, A, K, Niazi, Commander of the Eastern Command and Martial Law Administrator Zone 'B' when he made a surprise appearance in hotel Intercontinental in Dacca yesterday.

'I want to tell all of them that by the grace of almighty 'I am still in East Pakistan Commanding my troops', remarked the General, adding 'I will never leave my troops'.

The General was sorry for the BBC to have carried all India Radio's mischievous report about his fleeing from East Pakistan.

After a brief chat with some of the journalists, the General left the hotel.

The visit of General Niazi to Intercontinental hotel set at rest all the rumours which had been circulating among the foreign journalists after AIR blantant lie about his disappearance from East Pakistan.

Source: *The Morning News*, 11 December 1971

১০.৪০ Neutral Zone in city

It has been reocgnised by the authorites that the Inter-continental hotel and the holy family hospital in Dacca have been declared as neutral zone under the provision, of the General (Geneva) Convention, it is learnt here yesterday, reports APP,

This means that both the zones which contained no military arms or equipment whatsoever, and do not harbour any person carrying on governmental or diplomatic activities, should be respected by all parties to the conflict as an entirely neutral and outside the conflict.

The population as well as all parties to the Conflict, are reminded that it is contrary to the Geneva Convention and to humanitarian consideration to attack or in any way harm either hospital or the innocent civilian population.
Source: *The Morning News,* 11 December 1971

১০.৪১ Indians Cross Wide River and Drive on Dacca; Pakistanis Find Outlook Grave India to holding Air, Land and sea Control of Eastern Region.

SYDNEY H. SCHANBERG

CALCUTTA, India, Dec. 10: Indian troops crossed a major river obstacle today and were poised for a final drive on Dacca, the capital and bastion of the Pakistani forces in East Pakistan, according to Indian military officials.

The Indian radio said the troops were already advancing on Dacca after crossing the wide Meghna river at Ashuganj, Only about 40 miles northeast of the capital. But a spokesman for the army's Eastern Command said at a brieing here tonight that the Indian forces were consolidating at their new bridgehead near Bhairab Bazar, on the Meghna's western bank, and had not yet begun the drive.

The spokesman added how ever that "from here, Dacca is directly threatened without any major obstruction"

On water and by Air

He said that the Indian crossing at Ashunganj, where the retreating Pakistanis blew up a big railway bridge, was being carried out with river steamers and helicopters.

Some 30,000 of the 70,000 to 80,000 Pakistani troops who had been trying to put down the Bengali insurrection in East Pakistan are believed to be in the Dacca area. Their situation seems over more hopeless than that of the scattered pockets in the outer reaches of the Indian- encircled region.

After only seven days of war brought on by the dispute over the situation of the Bengalis. The Indians have gained complete air, sea and land superiority in the east. Every Pakistani fighter aircraft in East Pakistan is said to have been shot down. The river and sea escape routes are blocked by the Indian navy and Air Force, while the Indian army Squeezes the largest concentration of the Pakistan inexorably toward Dacca and the bay of Bengal.

Surrender Call Ignored

India has called on the Pakistanis to surrender. But not many are doing so.

At a briefing in New Delhi a senior spokesman said that isolated Pakistani gurrisons were receiving orders to hold out. He said Dacca was telling them: "We wish to gain time. Something big may happen".

In a jocular vein, the spokesman said that India believed the something big was the escape of senior officers from East Pakistan.

On the western front over 100 miles away, the Pakistan launched another big attack in the chham area of southwestern Kashmir but otherwise there was no major action in what has become a fairy static situation.

The Pakistani attack in Indian territory began before dawn and was still going on at sunset. Indian officials said Pakistani forces won champ town, about 10 miles from the border in a thurst three days ago and were trying to push further in. The Indian officials who said the Pakistanis were getting effective air cover. Described Indian casualties for the first time as heavy Pakistani losses were even heavier, they added.

With the situation deteriorating for Pakistan foreign nations in both wings of the country have become jittery. The evacuation of foreigners began today with several hundred of them mostly Britons and Canadians-being airlifted out of Karachi under the protection of a temporary air ceasefire observed by both countries.

Under a similar casefire agreement tomorrow, three British transports are to take 185 Britons and perhaps of her foreigners out of beleaguered Dacca.

India has insisted that the planes stop in Calcutta going into and coming out of Dacca maintaining that control of the planes route in this manner is the only way she can guarantee their safety. Diplomatic observer here thinks that by checking the planes the Indian are simply trying to make certain that no Pakistani leaders escape from East Pakistan.

Truce Expires tonight

It is believed that British planes with carry out 40 United Nations

employed in Dacca, but it is not clear whether they will also evacuate the approximately 300 other foreigners in Dacca. If these are to be evacuated it will have to be done quickly for the cease-fire runs out at 6 p.m. tomorrow.

Reliable sources here said that the Dacca airfield severely damaged by Indian bombing, was being repaired well enough to allow the transports C-130s landing or take off distance, to which do no requires much make it.

A footnote to the Dacca evacuation is that United Nations' officials now say that the Canadian plane that was reported damaged by Indian planes when it tried to land a few days ago wasn't damaged a bit". The pilot flew on to Bangkok. The Indians angrily denying charges of unknown origin that their planes had attacked the evacuation craft- said he had probably seen some smoke from previous raids panicked and flown off.

Denials by the Pakistan

Reports from Dacca say that excitement is mounting among the bitterly anti-Pakistani Bengali population as the Indian Army gets nearer and nearer. The Pakistanis have agreed that the hospitals in the city and the Intercontinental hotel, Where foreigners and newsmen stay, Will be neutral Zones.

Big red Crosse have already been painted on the buildings and they have been draped with banners reading "Neutral Zone".

While preparations for siegego on, Pakistan continues to deny that her forces have suffered major setbacks or lost any of the big cities in East Pakistan even though foreign newsmen have visited the Indian held city of Jessore which had been a Pakistani strong hold.

A Pakistani Spokesman in Rawalpindi was quoted today as saying that "We are winning the war" and that Pakistan's troops could hold out indefinitely in the East.

The Dacca radio fell silent and the Indians maintained that their planed had knocked out its transmitters.

The Indians report that many Pakistani soldiers are changing into civilian clothes and trying to escape through the country side or in boats. As a result the Indian Navy, which has warned all foreign ships to stay out of the area, is stopping all merchant vessels in the Bay of Bengal. The Indians say that Pakistani ships carrying Pakistani troops in multi are using other nations flag to try to ship through the blockade.

The Indians have seized or attacked some vessels that were apparently going about perfectly innocent tasks. Eight small ships are tied up in Calcutta harbor.

Nikolaos Demopoulos, Captain of a thousand ton freighter, Mini

Lady, which sails under the Liberian flag, said he was strafed and bombed by an Indian plane on Monday when he was 85 miles out to sea from Chittagong.

Source: *The New York Times,* 11 December 1971

১০.৪২ Indian Forces Clear Roadway To Dacca

Calcutta, Dec 10 (AP)- Indian forces today established a "sizable bridgehead" over the Meghana River in "East Pakistan, and a military spokesman claimed" no major obstruction" now lies between them and the provincial capital of Dacca.

In a lightning thrust from the east, the Indians made the three-mile river crossing by steamer and helicopter, landing on the west bank unopposed, said spokesman Col B. P, Rikhye.

The bridgehead at Ashuganj puts Indian troops with 36 miles (58 km) of Dacca with no further natural barrier in their way.

"From here, Dacca is directly threatened without any major obstruction," said Rikhye.

Some 30,000 Pakistani troops are thought still to be in the Dacca area.

According to reports reaching Calcutta, the Indian advance is anticipate by the people of the capital with a mixture of excitement and the fear of heavy casualties in the event of a last ditch Pakistani stand.

Britain and the UN hope to get planes into Dacca tomorrow to fly out foreign nationals under an Indian bombing pause.

Source: *The Scotsman,* 11 December 1971

১০.৪৩ AIR RAIDS ON DACCA CONTINUE

By CLARE HOLLINGWORTH
In Dacca, East Pakistan

Air raids shook Dacca for nearly three hours yesterday and heavy bombs fell within a quarter mile of the Intercontinental hotel where foreign women and children are awaiting evacuation.

Unlike the bombing in the nearly hours of Wednesday there were up causalities. Three unexploded bombs remain embedded in the main road to the airport. The hotel's swimming pool had to close when plastic bombs were discovered in the ladies cloakroom on Thursday. There have not yet been defused.

The city is full of the wildest rumors, perhaps as a result of Yesterday morning's papers, which reported major Indian losses in Kushtia and

Brahmanbaria in Banner headlines.

The distant sound of artillery can be heard plainly from the north east.

Pock-marked roads

Roads are pock-marked with craters and the odd unexploded bomb as a result of heavy Indian attacks. And many groups of well dressed men and women carrying small suitcases are walking towards Dacca. They say they fear a rising of the Bangladesh guerrillas in the country side, and seek the security of numbers in the city.

There is perhaps even more movement in the opposite direction as poor people from the city cross the narrow tracks between paddy fields in the hope of finding security amongst the villages.

Indian units have almost encircled the city and have arrived in strength on the East bank of the Meghna River at Daudkandi, 22 miles from Dacca.

Pakistanis are digging in on the West bank for what night prove a last-ditch stand in the battle for Dacca, All India Radio also claims that Indian troops have taken Narayanganj port five miles south.

While refugee families carrying bundles of belongings jam the roads foreigner have been looking to the Red Cross for protection. There are 303 foreigners staying at the Intercontinental hotel.

The indentify of those who planted the plastic bombs in the hotel is not known, but there have been fears in the Army that local guerrilla fighters will emerge in the city to fight beside the Indian troops.

Source: *The Daily Telegraph,* 11 December 1971

১০.৪৪ Bombing halt before final attack

From Henry Stanhope

Calcutta, Dec 10- With the distance to Dacca growing significantly shorter the Indian forces began a 24-hour pause in their bombing of the city tonight so that foreign nationals could fly out before the final assault on the East Pakistan Capital.

Three RAG hercules transport aircraft are already standing by at Singapore ready to bring out 185 Britons, including more than 20 women and children the biggest contingent from any one country.

But two hours after the pause began clearance for the landing on Dacca's pitted runways had still not been given by the Pakistanis.

The Indians have insisted that the Britons, most of them businessmen and tea planters, must fly from Dacca to Calcutta before being taken on to Singapore.

For similar security reasons the hercules will have to land here for scrutiny before flying into Dacca to pick up the Britons.

There are estimated to be about 355 other nationals apart from diplomats, who might fell the time is now rip of leave an increasingly dangerous situation.

Meanwhile the arrows on the beg wall map in Army headquarters here denoting the Indian advance are pointing symbolically toward Dacca, and are growing longer.

Today's main Indian achievement was the establishment of a bridgehead over the Meghna river Dacca 40 miles up the river is now directly threatened, with no big obstacle in the way of the Indians. Farther down the river a crossing is now being attempted by the two columns which captured Chandpur and Daudkandi Yesterday.

The Indian plan seems to be to cut off the retrial of Pakistani troops still scattered around East Pakistan to prevent them from rein forcing Dacca while the main attack is made by those forces now covering on the city from the south.

Source: *The Times,* 11 December 1971

১০.৪৫ Pakistani troops prepare for siege of Dacca
BY KEVIN PARFERTY

From both officials and unofficial reports reaching here, it seems that the Pakistani army in the east is rapidly failing back on the capital Dacca to make its main stand there. It is likely that between one and a hall and two divisions of troops that have until now been dispersed around the borders with India will be able to reach Dacca, where supplies are said to be plentiful by taking positions based on the cantonment area to the north of the city. The Pakistanis would be able to close a defensive triangles supported on the other two sides by the Ganges and Brahmaputra rivers. It is thought here that they would be able to hold out for some weeks or possibly up to a month.

The public West Pakistan has still been told little of the plight of the army in the cast. Except that it is gallantly fending off attacks by numerically superior forces today's press release for example, tells only how splendidly the Pakistanis fought. "Several enemy tanks were destroyed by a handful of our valiant troops in an encounter with the enemy south of hilli Yesterday.

But to Dacca me Pakistanis would have the precious supplies which they have been running short. Stocks of ammunition and food were laid in a long time ago, because of guerrilla attacks on supplies are still there in the battle for Dacca the Indians would have to made a river approach, in which

tanks and heavy amour would be at a disadvantage. On the western front today. According to the Pakistanis the situation was largely unchanged Pakistan reported that it had captured three more villages and made further leaucal gains on the Lahore sector.
Source: *The Financial Times,* 11 December 1971

১০.৪৬ Dacca 'to fall next week'
By our Foreign Staff

Indian military source said last night that they would take Dacca early next week. This followed a helicopter crossing by Indian troops of the strategic Meghna river after which the Indians alamed no major obstacles stood between them and the East Pakistan capital. Bangladesh guerrillas moved ahead to try to preserve bridges over streams ahead of the Indian troops.

In Dacca, where Britons UN staff and other foreigners have given up hope of being evacuated, the Intercontinental hotel has been declared a Red Cross neutral area. North of the city Pakistani forces were reported to be putting up stiff resistance but they were being cut off.

The Indian government appealed to East Bengalis not to take the law into their own hands. In London, ears were expressed for two million Bihari Moslems who had hitherto failed to support the Bangladesh independence movement.

In the West Pakistan forces launched another heavy attack with four battalions armour, and aircraft, in their attempt to cut India's supply lines to Kashmir, But Indian forces were threatening to cut the lines in West Pakistan in several places.

While there was a state male on the Kashmir front the Indianans attacked north of labore and were Inside West Pakistan in Sind, where Pakistan has deployed forces to meet several possible Indian attacks which would threaten the lines from Karachi, Attacks against Karachi from the air and by naval raiding parles have continued. Three hundred British women and children were front out of Karachi yesterday and more foreigners are hoping to be evacuated during the weekend.
Source: *The Guardian,* 11 December 1971

১০.৪৭ ঢাকাস্থ পাক বেতার চির স্তব্ধ ০ মিত্র শক্তি নগরীর উপান্তে উপনীত ০ স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আক্রান্ত শত্রু

মিত্র বাহিনীর বীর সেনারা এখন ঢাকার উপকণ্ঠে / ঢাকায় প্রায় এক কোর পাক সেনা ও আধা কোর প্যারামিলিশিয়া /চার কোর ভারতীয় সেনা ও মুক্তি বাহিনী চার দিক থেকে

ঢাকা অবরোধ করে রেখেছে/ চূড়ান্ত আঘাত হানার নির্দ্দেশের অপেক্ষা/স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে নিশানা নিরিখ ঠিক/ আত্মসমর্পণ না করলে ঢাকা নগরীতে জমায়েত পাকবাহিনীর উপর প্রচণ্ডতম আঘাত/১০ই ডিসেম্বর বিমান আঘাত হেনেছে পাক প্রচার যন্ত্রের উপর, ঢাকার পাক সেনারা আত্মসমর্পণ না করলে বার্লিনের মতো তীব্র যুদ্ধের সম্ভাবনা/ অন্যথায় অবরোধের মধ্য দিয়ে ভাতে-পানিতে মারার ব্যবস্থা/ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার বাস্তবায়ন। ভৈরবের পুল পাক সেনারা ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়েছে। ভৈরব আশুগঞ্জ ভারতীয় সেনা বাহিনীর কবলে। মেঘনায় সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সেতু মেঘলা। ঢাকা থেকে অসামরিক নাগরিকেরা চলে আসছে। পাক এজেন্টরা ঢাকা দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। আশুগঞ্জে পাক এজেন্ট ও পাক সেনা প্রায় তিনশ ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে একজন কর্ণেল আছে।
ক্যান্টনমেন্ট ও সেনা শিবিরগুলিতে পাক সেনাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। অসামরিক জনসাধারণের ধনসম্পদ ও প্রাণ রক্ষার দিকে সর্বাধিক নজর দেয়া হচ্ছে।
ঢাকা থেকে প্রেরিত বি.বি.সি.র সংবাদদাতা জানিয়েছেন ঢাকার উপকণ্ঠে যুদ্ধ চলছে। নগরীতে খাদ্য ও পণ্য সংকট দেখা দিয়েছে। তেল, নুন পেট্রোলের অভাব। ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আগত জনৈক ছাত্র জানিয়েছে সেখানে মানুষ যুগপৎ মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল এবং মৃত্যুর শঙ্কায় শঙ্কিত।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ,* ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৪৮ DACCA DAIRY

Gavin Young, who has reported many wars for 'The Observer,' has been in Dacca since the Indo-Pakistan war erupted. During the week the following messages have reached us from him; he was able to transmit only single short cables at any one time.

Tuesday: I have had series of the closest views of the undersides of Indian MiG jets that I could ever wish for. I had gone with other journalists to Dacca Airport to view a shot down Indian plane. And while there we were trapped by a new attack.

I was recumbent under an inadequate plam tree, feeling like the lady surprised in her bath with only a sponge to wear.

They came back and back, wheeling in from different directions, very low say, 20 to 30 feet directly overhead banking away after releasing their rockets.

The noise was shattering, but the Pakistani anti-aircraft guns a wide variety out-shattered them. Bits of shrapnel fell around. A United Nations plane went up in smoke; rockets ploughed through a hangar. It was an exhilarating show. If the Indians had bombs under their wings, or napalm, few journalists would be left alive.

Wednesday: Today I drove to Narayanganj, the big river port 12 miles from Dacca. I had heard of devastation there, but saw little. Barbed wire and

guns were everywhere.

Bombing at night, Indian pilots had hit the sleeping heart of a pauper residential area half a mile from a power station. Four or five hundred civilians were killed and 150 were in hospital; the dead were buried in the mud as they slept.

Other things, remind us that all is not black and white some hamlets demolished by fire on the roadside, not by bombs but by the Pakistan Army.

God knows what editors in London are making of the news they get about Dacca. Correspondents of daily newspapers and agencies here are still receiving much delayed cables from London demanding to know why they have received no daily file on events and details of life, smells and sounds. Don't they know we can't get out? And that cables have massive delays? One newsman was asked why he not fly out by Pakistan International Airlines if others were suspened. Does his editors really think that any airline at all has coming here since last Friday?

Thursday: The worst of it till now is the horror of the Islamic orphanage, hit by Indian bombs at 4 O'clock this morning.

Three hundred boys and girls were sleeping there. I saw the place soon after dawn. Bombs had ploughed everyone into a vast and hideous mud-cake, most of them dead. Some under the head were breathing, no doubt, but how far down, how badly injured, no one could tell.

Bombing at night is a deadly thing, and unnecessary here. These bombs were aimed at the airport runway, but the Indians had been attacking it for five days by daylight. Only at midday today did a jet pilot finally put a bomb right on it.

But up to then we had all agreed with an Australian correspondent here who muttered on the first day: The Indians couldn't hit a bull in the bum with a banjo.' That was when we saw the Indian Jets careening out of the sky, shot down one by one, seven or nine of them, probably more. The big Sukhoi-7 Russian bombers are the most spectacular in their fall, slow and graceful, like a sad ballet. That seems a month ago.

After the bombing we emerge into the streets and I look at my fellow cover-takers. We make a grotesque miscellany.

Dapper clerks in white shirts and trousers and black shoes and with glistening hair; clouds of impassive, lean rickshaw men careering in packs through the dogs and crows picking at offal in the roads; strange groups of tattered people, dark-skinned, wild eyes in bony faces, crouching under a huge banyan tree the ultimate poor.

What do they make of the sirens, the earth-shaking noise of bombs? The old man striding nowhere through the city, his dirty white locks flying,

with a bundle and a long stick, like a mad prophet possessed by the belif that he would see his strangest prophecy come true if he can only get there, some where, in time.

Friday Morning: The sirens drowned out the muazzin's early call to prayer.

And now we hear the guns. The front can't be far away. The propeller-driven Indian aircraft drop huge bombs. The tall steel structure of the Intercontinental hotel quivers like a sapling.

Again the mercy flights scheduled for the umpteenth time by the UN and today by the RAF in Singapore have been cancelled. The women and children are stranded.

Who, we ask here with increasing indignation, is preventing these innocents from leaving the Indian Government? The Pakistanis have no reason to do so.

One thing international opinion could do is to urge the Indians to stop night bombing, at which they are as inept as most other air forces. Another is to try to have Dacca declared an open city. I believe the Pakistanis would agree to this under certain conditions, designed solely to prevent massacers and a civilian uprising and shoot-out in these teeming streets, where two rickshaws abreast can cause a traffic block.

There has been calmness in the city, despite the raids. Banks and shops go on as before. People shelter under doorways and walls when the Indian jets go over or the shrapnel from the Pakistani anti-aircraft guns falls. Slit trenches are every where: the hotel lawns have been cut into neatly and in straight lines like a sliced cake. Is there to be a heroic last stand, a miniature...for East Pakistan? Impossible to say.

We listen to the BBC and learn that the Indian Army has armoured personnel carriers and can throw a bridge across the waterways hereabouts with air speed. But the armies are probably about on the line of the real rivers, the Ganges on the west and its biggest tributary to the east. These are huge streaches of water, as big as lakes. It is not easy to throw an army across them if they are defended. Besides, the ground is too wet and cut across with canals which are natural tank traps. All this could help the Pakistanis, provided they still have supplies, communications and ammunition. But do they?

Friday Evening: A United Nations attempt to make Dacca an open city failed today. The Indians would not agree. I understand, fearing some tactical disadvantage for them selves. The UN (U Thant in person at the behest of Paul Marc henri, the UN representative here) urged the Plan on humanitarian ground. Henri, a bustling figure of almost Falstaffian propor-

tions who might easily have made an outstanding Gaullist Minister, has now decked out the UN compound with blue and white signs on neutrality. He is in daily conferance with consular representatives, to arrange nights out for the women and children.

One objection after another arises and has to be eradicated the Indians insists on relief planes flying into Dacca through Calcutta, to emphasise the existence of a 'Bangladesh' government there. So we are now nearly a week without those flights. An Indian bomb fell not far from the UN complex this morning. But there, later, was henti and his group, shooting off messages to New York surrounded by papersand files and half empty whisky glasses.

Rumours abound, some spreading from radio sets which pick up snippets and stories from Delhi. One strong rumour two days ago was that the Pakistani commander, General Niazi had skipped but of Dacca in a small propelle driven plane at night. The story was heard on the news from Delhi. But the rumour was proved also tolay when Niazi appeared in the Dacca streets, large as life (which is very large) in the middle jeep of three surrounded by his escort. Niazi has never been faulted for his courage. He wears the ribbon of a Military Cross won in the Second World War fighting the Japanese.

Second to him, Major- General Farman Ali Khan has once or twice in the past week appeared to journalists, but he too, like all the small in-group of top administrators here, has been working relentlessly round the clock. And there was nothing much they cared to say. Their lot is not a happy.

Source: *The Pakistan Observer,* 12 December 1971

১০.৪৯ DAY 8 : Closing in the Capital
The War of the 700 million, Murray saytle, Philip Jacobson, Saced Nagqvi, herry Brandon, Nicholas Carroll, Edited by Godfrey Hodgson

On Friday Pakistan's hopes for a stalemate began to collapse. In the East, Indian troops began to close on Dacca where they were awaited with calm by the Bengalis and with obvious fear by the Bihari Muslims and the Punjabis. In the West, Pakistan's desperate thrusts into Kashmir were being held. Now came the first significant crack in Pakistan's tightly-knit military establishment. The United Nations received an appeal from Major-General Rao Farman Ali, military adviser to the Governor of East Pakistan, asking for help in ending the war on terms which clearly admitted a Pakistani defeat.

Farman Ali asked for the UN to repatriate Pakistani troops and civilian officials to West Pakistan with guarantees of their safety until this could be arranged, in return he was prepared to offer the establishment of an elected government in East Pakistan. The Security Council had, however, barely begun to consider Farman Ali's appeal when a message arrived from President Yahya Khan asking that it be disregarded. And in Dacca Farman Ali's immediate superior, Lg.-Gen. A.A.K. Niazi, GOC Eastern Command, appeared in person at the Intercontinental hotel to refute rumours that he had fled the country. "I am here commanding my troops by the will of Allah," the general said. "And I will never desert them."

Capitalizing on General Farman Ali's apparent break with the military command in Dacca, the Indian Chief of the Army Staff, General Sam Maneckshaw addressed a personal radio message to him advising surrender: "Resistance is senseless and will mean the death of many poor soldiers." Maneckshaw was not exaggerating. Indian troops converging on Dacca from west, east and north had established their first bridgehead across the river Meghna. Troops were transported across the river by helicopter at Ashuganj and were only 40 miles north-east of Dacca with virtually an open road to the city. Dacca was bombed in the morning and the afternoon as it had been most days this week. The city's inhabitants seemed to have become used to the bombings and near the airport they gathered to gawk at an unexploded 250 Ib. bomb with its clear markings indicating, with some irony, that it was made in the United States.

On the Western front, in the Chamb area of Kashmir, Pakistani troops continued on the offensive. In the boldest action to date, four Pakistani battalions supported by artillery and armour, crossed the shallow Munawar Tawi River to attack Indian positions on the eastern bank. India admitted it was suffering heavy casualties as the Pakistani forces pressed the major attack in the Chamb area. At the same time there were indications that India might accept the United Nations call for a cease-fire once the Bangladesh regime had been installed in Dacca.

Source: *The Sunday Times,* 12 December 1971

১০.৫০ Foreign Evacuees Tell of Bengalis' Flight From Dacca as Indian Troops Advance
West Pakistan backers Reported Entering City
Sydney H. Schanberg Special to The New York Times

CALCUTTA, India, Dec.12- Pakistan relented today on letting foreigners leave Dacca and the evacuees arrived in India saying that the Bengali population was fleeing East Pakistani capital in droves as Indian troops

moved in on the city.

As the Bengalis pour out of Dacca the evacuees said Biharis and other non-Bengalis- the minority groups who have collaborated with the Pakistani army during the eight- and a half month repression of the Benglis are pouring in carrying the arms given them by the army.

"If the Pakistanis are serious about their last ditchtalk" said one of the 420 foreigners who flew out to Calcutta today "they're going to burn the city down rather that surrender". The evacuees also described the "almost continuous" raids by Indian planes since the war began nine days ago, the round-the-clock curfew that, was imposed yesterday, the firing by the army- trained home guards at lighted windows during the nightly blackouts. The blowing up of the United States information service building yesterday by an unidentified man, and the increased restrictions on the reporting and movements of foreign newsmen, all of whom are under near confinement at the hotel Intercontinental.

International pressure Applied

The nervous foreigners got out of Dacca today only after heavy international pressure particularly from Britain, persuaded the Pakistanis during the night to agree to the airlift by three British C-130 hercules transports.

The airlift had been blocked yesterday morning when despite earlier Pakistani acceptance of the evacuation plane the Dacca control tower turned back the first aircraft from Calcutta, saying that on plane that came from India could land there the Indians had insisted that the planes stop in Calcutta on the way in and on the way out to make sure that no military contraband was being taken in and that no senior Pakistani officials had slipped out on the aircraft.

Two earlier attempts at evacution by a Canadian plane last week were unsuccessful because of firing and bombing along the planes route to Dacca.

Many diplomats here thought that the Pakistanis had blocked the airlife yesterday because they wanted the foreigners as potential hostages, perhaps to dissuade the Indians from a tacking Dacca.

Last night, however the British and others, it is under stood impressed on the Pakistanis that if they stuck to this course, they could expect no assistance in the days ahead, diplomatic or otherwise, from the many countries whose nationals were trapped in the city.

Of the 420 foreigners who flew out of Dacca today. About 180 were British, 120 American and the rest divided among a number of Nationalities.

Most were private citizens with business in East Pakistan. The diplomatic personnel of the consulates in Dacca, or at least skeleton staffs, are staying on. The diplomatic staff of the united States consulate is remaining,

but some officials of the mission of the agency for international development have been sent out. The American wives and Children were evacuated eight months ago, when west Pakistani soldiers began the crackdown on the Bengalis in an attempt to crush their autonomy movement.

The three Royal Air Force transports made four round trips to Dacca before the temporary Air cease-fire agreed upon by India and Pakistan expired at 2 p. m.

Original the cease-fire was to expire at noon, but it was extended two hours because the aircraft were late in arriving. The reason fast the delay west the wing commander who was in the first plane, was not satisfied with the condition of the runway as his plane circled white be inspected it.

Crews supervised by United Nations personnel had repaired craters on the runway caused by Indian bombing, So the evacuation could proceed. When the pilot asked for further repairs on some of the smaller holes on the runway 50 men from among the evacuees began filling them in with debris-pieces of brick and concrete-from the bombing raids.

The tour planes could no accommodate every one who wanted to leave. About 25 persons all unmarried men were said to have been left behind. And on the last flight, much of the luggage was thrown off so that a few more persons could get on.

The last person to board was hans Walter, a 29-year old camera assistant on a German television team. "The man behind me looked very sad," Mr. Walter said.

Most of the evacuees flew to Singapore, where the planes are based after an inspection stop in Calcutta. The other evacuees are staying temporarily in Calcutta.

The evacuees all of whom asked to remain unidentified either because of their offical positions or for business reasons said that since Dec. 4, the day after Pakistan attacked Indian air fields, "Indian Fighters, bombers had been carry in out" almost continuous" raids on the Dacca airfield and military cantonment and on Narayanganj. A large river port about 10 miles south of Dacca where some fuel tanks have been blown up.

They said that the night raids which usually began at 2 A.M. and lasted two and a half hours, were the most frightening because they were pretty erratic in one night raid the evacuees said, five bombs hit the airport road only a half mile from the hotel Intercontinental and "really rucked the hotel".

Orphanage Reported hit

Another raid a few nights ago hit an orphanage the evacuees said. Some report put the death toll are over 100.

The evacuees said that the Dacca curfew, which had been 5 P.M. to 5

A.M. was extended yesterday to 24 hours a day.

They said that there has been several rumors about the total curfew. One was that the Pakistani troops wanted in round up people sympathetic to the Bengali independent cause and that the curfew would make this easier because it would keep people at home.

Another was that the purpose of the curfew was to “slow down” the panic and the flight on Bengalis out of the city.

The flood of non-Bengalis into the city, Carrying arms out of fear of the local Bengail population represents a climax of years of antagonism between them and the Bengalis.

It is estimated that of East Pakistani population of 75 million, Perhaps two million are non-bengalis. They are mostly Moslems from what are now the Indian states of Bihar, Orissa and Uttar Pradesh who came to East Pakistan when the subcontinent was carved up in 1947. They are usually all preferred to as Biharis and they have always indentified with West Pakistan and shared the West Pakistanis racial disdain for the Bengalis.

The Bengalis resent them not only for this but also because many Biharis are merchants and are most prosperous than the Bengalis when the West Pakistani troops began cracking down on the Bengalis 1st March the Biharis joined in the repression and killing thousands were given hasty training and organized into an armed force.

Almost everyone in East Pakistan believes that the Bengalis will now seek their revenge on the Biharis. This is why the Biharis are pouring into Dacca to take refuge in the last army stronghold.

Most diplomats feel that the only way to avert a bloodbath in East Pakistn now is for the Pakistani Army there to surrender to India and seek safe conduct back to West Pakistan for the troops and some kind of protection of safe conduct for Biharis.

Source: *The New York Times,* 12 December 1971

১০.৫১ India Suspends her Air Strikes on Dacca after Appeal from the City’s Defenders

SITUATION IN EAST TERMED CRITICAL

But Other Pakistani Sources Say That War is being Won and Dacca Defended

KARACHI, Pakistan, Dec, 15 (Reutters) - The Associated Press of Pakistan, the National news agency, said tonight that the situation in East Pakistan had become very critical.

A military spokesman told correspondents earlier that Pakistani troops were fighting Indian force on the outskirst of Dacca and that they were defending it form reorganized positions.

He told a questioner that the enemy was not in Dacca and that “the outskirts” could mean six to seven miles from the city.

The spokesman maintained his observation of a few days ago that Pakistan was winning the war. He said that Chittagong was still holding on. That the situation in the Jessore area of East Pakistan was unchanged end that the civilian population of Dacca was still in the city.

In Rawalpindi a spokesman said Indian forces continued to close in on Dacca the last 24 hours. Pakistani troops, he added were fighting with superior will and determination against superior firepower and numbers.

Saying that the situation in East Pakistan continued grim, he reported clashes in the Sylhet, Comilla, Khulna and other areas.

Aim of Pakistani Move

The following pool dispatch was transmitted to Washington yesterday from the American press corps in East Pakistan.

DACCA, Pakistan December 15- Pakistan is seeking to separate terms in the eastern region so she can continue fighting to the west.

In that connection it was noted that Tajuddin Ahmed, Acting Prime minister of the Bangladesh government was said to have agreed to terms for a cease fire that would include repatriating the West Pakistani forces from the East and protection non-Bengalis.

however, the Acting President of Bangladesh, Syed Nazrul Islam was said to be unreachable in the Jessore area so the official position was unclear.

Meanwhile, new talk of a cease-fire that would in effect be surrender arose here today amid Indian bombing of the University area and the military cantonment. A message authorizing the military authorities here to take necessary measures to stop the fighting was reportedly received yesterday by Lieut. Gen A. A. K. Niazi, the commander here, From president Mohammad Agha Yahya Khan.

Possible difficulties in the way of a ceasefire were seen in the question of disarming the Pakistani troops and arranging their repatriation. A solution is also complicated by the fact that India alone is in contact with the East Pakistanis.

Though General Niazi had asserted that his forces would fight to the death it is said that he would not present any obstacle to a cease-fire.

The army was said to be rounding up Bengali intellectuals and leaders as potential hostages. The intercontinental hotel, which has been a sanctuary for foreigners and others is continuing to receive women and children.

Though the sounds of artillery grew louder last night the curfew was lifted at 9:30 this morning and some people and vehicles were on the streets.

Source: *The New York Times,* 12 December 1971

১০.৫২ Pakistan Refuses to Allow Dacca Evacuation Airlift

By Sydney H. SHANBERG

CALCUTTA. India, Dec. 11- Pakistan refused today to let British and Canadian evacuating planes land in besieged Dacca, leaving more than 500 foreigners in the East Pakistani capital trapped as potential hostages.

Pakistan's refusal to allow the evacuation came as Indian troops advanced on Dacca in what appeared to be the final drive for complete control of East Pakistan.

When a Canadian Air Force plane from Calcutta- one of four C-130 transports brought to the Indian city for the United Nation sponsored airlift got within 30 miles of Dacca and asked for permission to land, it was ordered away by the control tower.

Returns to Calcutta

According to the pilot, the control tower voice said: We don't give a damn about UN auspices. No plane that has landed in India can come down here".

The plane returned to Calcutta.

[In Rawalpindi, a Pakistani spokesman said that the airport had been smashed beyond repair by Indian bombs.]

A short time later according to foreign diplomats here, information reached Calcutta that seemed to indicate that the Pakistanis had relented one of the transports, a British Royal Air Force hercules, took of for Dacca. The three other transports taxied out to the runway. But a few minutes later the British plane returned and landed and the other taxi back to hangar area. The British plane reportedly radioed the Dacca control tower and got the same response the canadian had on the first attempt.

India is insisting that all planes in the airlift for about 125 Americans and more than 400 other foreign nationals from Dacca must stop in Calcutta on the way in and out.

The Indians say that determining the routes of the planes in this manner is the only way their safety can be guaranteed, But the real reason, independent observers agree, is that India wants to make sure that no Pakistani official escape on the planes.

Indian Terms Accepted

Neither the Pakistanis nor the United Nations liked the Indian terms but as of last night, according to diplomatic sources, they had accepted them and the airlift was on.

The diplomatic sources said that Pakistan was now accusing India of using the air cease-fire agreed on for the evacuation under which antiaircraft guns would remain silent- to rein force her troops around Dacca by dropping in infantry and paratroopers by helicopters and planes. The 24-hour cease fire expired tonight at 6 PM.

It was clear in diplomatic circles here tonight that the United Nations and all the countries concerned are upset both at India and Pakistan for their unyielding attitudes on the evacuation.

Some diplomats do no think the foreign nationals will get out of Dacca before Indian troops reach the city and engage the Pakistanis in battle there. And may diplomats believe the Pakistanis turned back the evacuation planes today because they think the presence of a large number of foreigners in Dacca could affect the Indian strategy in tasking the city.

"It looks to me," said one diplomat, "as if the paks want to keep them as hostages."

Neutral Zones Set

The Pakistani have reportedly agreed that the hospitals in Dacca and the Intercontinental hotel where foreign newsmen stay and where the other foreigners will presumably now be housed will be neutral zones. Reports say that big Red Crosses have been painted on these buildings and that they have been draped with bannes reading "Neutral Zone".

No one has exact figures, but there are believed to be more than 600 foreigners in Dacca some will stay there are 46 United Nations employs. The number of women and children is not know, but most diplomats sent their families out of the country many month ago when the Bengali guerrillas were stepping up their fight against the Pakistanis for independence but before the Indians got directly involved.

Source: *The New York Times,* 12 December 1971

১০.৫৩ Dacca Evacuation balked by Pakistan

NEW DELHI (AP)- An attempt Saturday to evacuate nearly 500 foreign nationals from Dacca has been abandoned following the Pakistan Government's refusal to permit UN. Chartered aircraft to land in the East Pakistani capital, Western diplomatic sources said Saturday.

They said the Pakistanis had gone back on an earlier agreement to

permit UN Planes to land in Dacca after making a technical stopover in Calcutta- a condition set by the Indians for Calling off bombing raids around the provincial capital.

A highly placed Western diplomat said that the evacuation was canceled after a UN chartered Canadian C 130 hercules transport carrier was refused landing permission at Dacca Saturday morning and had to return to Calcutta.

Furling nationals were to be evacuated from Dacca. Western diplomats said the figure was nearer 500 and this was why more planes had been brought in to Calcutta.

Source: *The Daily Japanese Times,* 12 December 1971

১০.৫৪ 5,000 Indians Drop By Dacca

About 5,000 Indian paratroopers parachuted into a suburb of Dacca, East 'Pakistan, Saturday, according to a, UPI-Kyodo report Saturday night from Calcutta.

The report quoted military sources as saying that the Indian paratroop unit landed on a Pakistan position.

A UPI reporter saw an estimated 5,000 paratroopers getting into about 50-C7 and C119 transports at an airport in Calcutta.

Military and diplomatic sources told the reporter that the paratroopers would be air dropped in a suburb of Dacca.

Source: *The Times,* 12 December 1971

১০.৫৫ INDIAN TROOPS PARADROPPED NEAR DACCA

By Amitava Das Gupta

Indian troops were paradropped in selected areas in the vicinity of Dacca at 4 p.m. on Saturday. Simultaneously, Indian ground forces were closing in on the capital from more than one direction.

The advancing column from the bridge head established on the west bank of the Meghna on Friday liberated Narsinghdi on Sunday and maintained their march towards Dacca. On Sunday night the column was within 30 miles of the city.

With this the war for the liberation of Bangladesh can be said to have reached its final stage. Operation Dacca is proceeding extremely well and according to plan.

The paratroopers, landed in strength were in contact with the enemy and have inflicted heavy casualties on the later. Fighting was going on as last reports came in, according to an Eastern Command spokesman. One Pak officer and 22 other ranks were killed and 12 were taken prisoners. A curfew, it is learnt, has, meanwhile been clamped on Dacca by the Pakistani authorities.

Reporting continued fighting and a Pakistani counter offensive in the area, the spokesman said, “We are satisfied with the progress to Dacca.

On the Bhairabbazar Dacca axis, Indian forces from Narsinghdi were racing forward for a link-up with the Indian paratroopers and the columns moving down south from Mymensingh town,” he said.

Maj. Gen. Jacob, Chief of Staff, Eastern Command, told newsmen on Sunday, “The major part of Bangladesh, all around Dacca, had been liberated”.

This perhaps has given an additional advantage to the Indian troops. however in the matter of Operation Dacca, they have to operate within the limits of difficulties posed by the terrain around Dacca. The manoeuvrability of the troops is extremely limited because of rivers and marshy land. But considering all this they are doing extremely well.

To give additional support to the Indian troops engaged in Operation Dacca, the Mukti Bahini has already begun harassing tactics inside Dacca. They have already contacted the enemy at several points and given them a good fight.

Right now Operation Dacca is being developed on the basis of two major thrusts one from Mymensingh via Tangail, and the other from the bridgehead across the Meghna south of Bhairabbazer. The thrust from the Bhairabbazar point towards the south is proceeding satisfactorily, while in the north, Indian troops have been moving quite rapidly from Mymensingh in the direction of Tangail.

Maj. Gen. Jacob told newsmen that several thrusts were actually being developed towards Dacca. Considering the terrain, the rivers and marshes and the large number of bridges destroyed by the Pakistani troops some problems of logistics were bound to develop. Even then Indian troops were advancing “extremely fast especially because the Pakistanis were fighting quite ‘desperately”. The tempo of the fighting was quite bitter, he said.

The important point about Operation Dacca is that Indian troops have crossed the Meghna, which is about 1,200 yards wide, and they are all proceeding towards Dacca. For purposes of reinforcements every effort is being made to get the advantage of “local experience, steamers etc.” Without disclosing any part of the Indian strategy it can be said that building up of forces

is continuing with the help of steamers, helicopters and other rivercraft.

Against this background perhaps can be explained the effort of the key Pakistani personnel at Dacca to get out of Bangladesh. This they had tried to do by stealthy air fights and other means; but it is presumed they have not succeeded in their attempt so far.

Source: *The Hindustan Standard,* 13 December 1971

১০.৫৬ ভারতীয় গোলার আওতায় ঢাকা জওয়ানেরা শহরের উপকণ্ঠে

পরিমল ভট্টাচার্য

যুদ্ধ এখন ঢাকায়, দখলদারেরা ভারতীয় কামানের পাল্লার আওতায়। খানসেনা তিন দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তাদের স্বরচিত এবং স্বনির্বাচিত মৃত্যুফাঁদ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

ভারতীয় ছত্রী বাহিনী সংগঠিত, মুক্তিবাহিনী সক্রিয়। ভৈরববাজার থেকে আগুয়ান একদল জওয়ান নরসিংদি পেরিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে। আর একদল ধেয়ে আসছে জেলাসদর টাঙ্গাইল, মির্জাপুর সোমবারই মুক্ত করে জয়দেবপুর।

এটা একটা বিখ্যাত অরডন্যান্স ফ্যাকটরির আস্তানা। শীতলক্ষ্যা নদী পার হওয়ারও চেষ্টা চলছে। যমুনার বাধাও অতিক্রান্ত। চাঁদপুর-বিজয়ীবাহিনী মেঘনা পার হয়েছেন দাউদকান্দিতে। মুক্তিবাহিনী আছে মিত্রবাহিনীর পাশে।

তিন দিক থেকে তিনটি ইউনিট ঢাকার গায়ে গায়ে।

অবরুদ্ধ ঢাকা শহর থেকে ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ভারতীয় সৈন্য ঢাকার কেন্দ্র থেকে মাত্র ১১/১২ মাইল দূরে। লড়াই এখন প্রায় শহর এলাকাতেই।

দিল্লীতে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন, "আর একটি দিন কি দুই দিন মাত্র, তার মধ্যেই ঢাকা এলাকায় আমরা বেশ জোরালো হয়ে এঁটে বসবো"।

কিন্তু মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং এখানেই দখলদারদের বৃহত্তম সমাবেশ। জঙ্গী নেতারা ঢাকা মুক্তির লড়াইয়ে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। ভারতের জওয়ানদের দ্রুত অগ্রগতির খবরে দখলদার বাহিনী দিশাহারা। ফিল্ড কমাণ্ডাররা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে পারছেন না। বিমান নেই। গোলন্দাজরাও প্রায় সাবাড়। ট্যাঙ্কই বা কোথায়? সেনাপতিদের মধ্যে আছেন ছয়জন মেজর জেনারেল। বারো-তের দিনের লড়াইয়ে বাংলাদেশে দখলদার বাহিনী ছন্নছাড়া। অথচ, যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন দখলদারদের কম করেও ষাট হাজার সেনা ছিল।

পাকিস্তানি দখলদাররা একদিকে ঢাকা মুক্তির লড়াইয়ে বাধা দেওয়ার জন্য ফন্দী আঁটছে। শহরে কারফিউ সমানে চলছে, রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বেসরকারী বাড়িতেও দখলদার সেনারা ঢুকে পড়েছে। ঘন ঘন গোলা ফাটিয়ে তাদের চাঙ্গা রাখার চেষ্টা হচ্ছে। নির্দেশ জারী হয়েছে, এই সেনাদের কেউ বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক করলে তাকে গুলি করা হবে। অন্য দিকে ভারতীয় জওয়ানদের কাছে পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পালা সমানে চলেছে। সোমবার লাকসাম ও কুমিল্লায় আরও এক হাজার

একশ চৌত্রিশজন আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে চৌদ্দজন অফিসার ও পঁচিশজন জে-সি-ও আছেন। তারা ৫৩ ব্রিগেড, ২৩ পানজাব, ১৫ বালুচ, ৩৯ বালুচ, ৫২ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ৪৭ ফিল্ড কোম্পানি ইনজিনীয়ার ও ২১ আজাদ কাশ্মীর রেজিমেন্টের।

সোমবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লীতে প্রতিরক্ষা দফতরের এক মুখপাত্র বলেন পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা মুক্তির লড়াই ঠিকঠিক চলছে। এদিন কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের এক মুখপাত্র সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন–"আমাদের বাহিনী ভালভাবে এগোচ্ছেন।" তিনি ঢাকা অপারেশন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাতে চান না। প্রতিরক্ষা দফতরের মুখপাত্রও নয়। একজন আমেরিকান সাংবাদিক পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের মুখ-পাত্রকে প্রশ্ন করেন–"তা হলে কি ঢাকার খবর ব্ল্যাক-আউট করা হচ্ছে?"

মুখপাত্র কর্ণেল হেসে জবাব দেন,–না মশায়। পরিকল্পনা অনুসারে লড়াই হচ্ছে। আগে থেকে সবকিছু বলা সম্ভব নয়।

সূত্র: *দৈনিক যুগান্তর,* ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৫৭ Dacca Like Last Days Of Babylon

Calcutta, Dec -12 (AFP)- An exhausted Frenchwoman, one of about 350 foreigners airlifted out of Dacca today by the British Royal Air Force said on her arrival "Dacca" it's hell. It's the last days of Babylon"

The woman, Mademoiselle Suzanne petit, said the situation had deteriorated badly in the last few days and that the city had been under curfew since Friday.

The inhabitants were impatiently awaiting the arrival of Indian troops and members of the Mukti Bahini, She said.

Miss petit who worked at the French Trade Commission in the East Pakistan Capital, reported rumors in the city that it was Pakistani helicopters, and not Indian planes, that destroyed the Dacca orphanage on Friday, killing more than 250 children.

Constant shootings could be heard in the city, she said, which were thought to be Pakistani" Razakars' (army Auxiliaries) attacking Bangladesh supporters.

She and many of the other evacuees brought in by the RAF were visibly drawn and tired from their ordeal.

Crowds Block Evacuation

New Delhi, Dec 12 (AP)- Unruly crowds demonstrating at Islamabad Airport interrupted the evacuation of foreign nationals today. Leaving seven rescue planes stranded in the West Pakistan city and forcing one to turn back in the air, a Indian Government spokesman said.

The spokesman accused Pakistani authorities of encouraging the demotion in on officer have stopped the crows if they had wanted to.

The Indian Foreign Ministry official told newsmen seven planes were able to leave Islamabad Pakistan's capital, with an undisclosed number of

foreigners.

The Indian Air Force had guaranteed sate-passage for three and one-half hours today for foreign evacuation planes using Islamabad's chalkala Airfield a civilian and military complex.

Evacuation of more than 450 citizens of at least 15 nations was completed at Dacca in East Pakistan today, the Indian spokesman said.

John McDiarmid, UN representative in New Delhi, has asked India to consider the safety of UN personnel staying in Dacca's Notre Dame college the spokesman said Red Cross representatives were reported living in holy family hospital and the Intercontinental hotel.

Source: *The Daily Yomiuri,* 13 December 1971

১০.৫৮ ONLY 5,000 TROOPS LEFT IN DACCA

From CLARE HOLLINGWORTH in Dacca

FEWER than 5000 Pakistani troops now remain in Dacca, the East Pakistan capital, it was estimated yesterday.

They are under the command of Gen. A. A. K. Niazi Eastern Army Commander. It is expected that the advancing Indian forces will take over the city within the next 48 hours, and there are fears of a bloodbath.

Telephone calls to the Pakistan Army headquarters are no longer answered, A curfew was imposed suddenly over the whole of the Dacca area on Saturday.

Throughout the night there was the constant sound of small arms and machine-gun fire. Raiding planes dropped fiares, followed by bombs on the airport and cantonment.

Surrender terms

Considerable damage was caused, but probably more importantly the raids diverted attention from the Indian paratroop drops near the city.

It is assumed that Gen. Farman Ali Khan, Military adviser to the Governor, Dr. A. M. Malik is under house arrest following an attempt to negotiate surrender terms.

But he is still being used as spokesman by the commander to talk of a "fight to the last man".

Source: *The Daily Telegraph,* 13 December 1971

১০.৫৯ THE FAÇADE

Those who are left try to maintain a façade of normality. Some shops near the central mosque open each day as down a few in the sprawling new market area.

Some buses are still running. They have been daubed with mud and tree branches as a rough and ready camouflages. Slit trenches have been dug around houses, officers and in open parks.

Heavy fighting was reported last night near the city after a Pakistan counter attack against Indian paratroops who were dropped in the area on Saturday.

A military spokesman said that the attack had been repulsed with heave casualties to the Pakistanis. But the battle was continuing around the city of 560,000. The spokesman declined to say how far the paratroopers were from Dacca " but they might be in more than one place."

There was no immediate indication of the strength of the paratroopers dropped near Dacca. All major General J F R Jacob, chief of the Indian Army's eastern command, would say was that "an adequate size was employed. The air drop was mounted from various airfields.

He said that Pakistani troops isolated in pockets with no escape routes were fighting desperately. He did not give figures but said that in one post in the hili area, facing West Bengal. The Pakistanis had left behind 82 dead.

General Jacob said that Indian troops on Saturday captured another heavily defended position. The district headquarters town of Kushita, north of Jessore.

A military spokesman said that Pakistani troops were surrendering in hundreds throughout East Pakistan in response to the call by General Sam Manekshaw, the Indian army chief of staff. He did not give exact figures say that more than 2000 men have surrendered.

The spokesman did say. However that so far 16 officers 23 non-commissioned officers and 948 other ranks belonging to the 39 Baluch, 15 Baluch and 30 punjab Regiments had surrender.

Shortly after three planeloads of evacuees left Dacca yesterday Indian fighter jets buzzed a fourth evacuation plane. Effectively prevented a fifth plane from landing, and then bombed the runway into uselessness.

The fourth and fifth planes were making return journeys to airlift foreign national stranded in the beleaguered city, As the evacuation took place, officials of the British high Commission appeared worried as the time set by the Indians for a temporary truce expired before the rescue operations could be mounted.

Shortly before 9 a.m. local the first sight of the Royal Air Force rescue plane over Dacca took everyone by surprise since all hope had been abandoned.

As the first plane made scores of inspection passes over the airstrip, diplomats, reporters, businessmen and bankers clawed with bare hands at the rubble blocking the runway Indian bombers had made direct hits on the airport on Saturday night.

Considering the nearness to Dacca of Indian ground troops preparing their assault on the city. Some people here had expected the evacuation to take place in panic and hysteria. But it was not like that at all.

Source: *The Scotsman*, 13 December 1971

১০.৬০ Guerrillas said to be fighting inside Dacca

From Heary Scar hope, Defense Correspondent

Calcutta Dec, 12- About 435 foreign nationals, 185 of them British flew safely to Calcutta today from Dacca while Indian troops, who crossed the Meghna river on Friday, were said to be just 20 miles from the East Pakistan capital and "advancing fast".

The evacuees many of them women and children exhausted after five nights of bombing no the city said that the morale of the Pakistan force in Dacca was shattered. Troops packed into lorries were "not quite sure where to go'. As many as 1,000 Mukti Bahini (Bangladesh guerrillas) were said to be fighting in the city already.

There is little news about success of yesterday's airborne assault on Dacca's outer defenses by men of one of India's two parachute brigades despite Indian claims that a Pakistani counter-attack had been repulsed "with heavy casualties".

The evacuees were flown in by three RAF hercules transport aircraft from Singapore, one of them retuning to pick up a second load. All the British were flown on to Singapore but more than 100 of the others are staying in Calcutta hotels to night, their only luggate light hand baggage which they were allowed to bring on the overcrowded aircraft.

This was the seventh attempt to get most of the foreign notionals out of Dacca. They told women and children returning tearfully from the airport two or three days ago after one attempt had been abandoned because of a sudden air raid.

They confirmed that an orphanage was destroyed several days ago by five 500 1b to 1,000 1b bombs intended for the railway yards 150 yards away, with the death according to the Pakistani authorities– of 300 byos. A

German television cameraman said that he saw 20 bodies but he believed that more were buried under the rubble.

However the cameraman, her Jens Uwe Scheffler, added that most of Dacca was still untouched and that bombing had been aimed exclusively at military targets.

Report circulating in Dacca pull the number of Pakistani soldiers defending the city at between 20,000 and 30,000 with up to 1,000 Mukti Bahini already fighting there with small arms.

Here Scheffler said that at a recent press conference outside the Intercontinental hotel the Pakistani Chief of Staff was optimistic about the city's defense. But the really clever generals clearly do not see much chance.

The chief of staff was not allowed into the hotel, because it was turned into a Red cross international area five days ago. All the civilians flown out today had been living there together, near the airport. The closet bomb fell 300 yards away.

There are craters in the runways at Dacca, and four United Nations aircraft used for spraying crops have been hit. Three of them were destroyed and one put out of action. Bombs have fallen on one residential area near a power station which the Indians were trying to hit.

Only a few foreign nationals are now left in the city including a number of press correspondents and Red Cross worker. Artillery fire have been heard south and south of the capital which bears out Indian repots in Calcutta. The civilians have heard little, however, of yesterday's parachute drop in which 5,0000 Indians. Possibly fever were drooped at an estimated 15 miles from Dacca.

According India sources the Pakistan army last one officer and 22 soldiers killed and 12 soldiers taken prisoner during the counter attack which followed the airborne drop. Pakistan radio claimed today that the paratroops had been wiped out but as it claimed yesterday that the Pakistanis were sit-in control of Jessore little eredence can be given to the report.

The paratroops were dropped at 4 pm yesterday in an attempt to break through the outer defense of Dacca before the infantry supported by tanks and artillery, advanced from the south.

The column approaching from the south have passed Narsingdi and are advancing up a good road towards Dacca with little to stop them except an army suffering badly from low morale and depleted ammunition. According to some reports anti-aircraft fire is kept up now for short periods only round Dacca to have rounds.

Source: *The Times,* 13 December 1971

১০.৬১ DACCA COUNTS THE HOURS TO DESTRUCTION

From Lee Lescaze, Dacca

Dacca is a city awaiting destruction. No one knows how much damage the city will sustain when the Idian Army opens its attack here but Pakistani commanders are determined to fight as long as they can from their camp on the outskirts and from positions in public buildings.

Lieutenant-General A.A.K. Niazi told reporters that any destruction in Dacca would be the price of freedom. In a brief interview in Dacca would be the price of freedom. In a brief interview in Dacca the senior commander here pledged again that his troops would fight to the last man. As the general spoke a small crowed of non-Bengali civilians gathered around him and began shouting "long live Pakistan" and "Crush India." They were some of the Dacca residants enjoying a six-hour break in the curfew that permitted movement in the streets.

The scene here is strangely peaceful in spite of the approach of Indian forces. Many residents have left Dacca for the safety of rural villages but there are few sounds of war to remind those who remain of the battle to come. Anti-aircraft gunners opened fire briefly but observers could see no plane in the bright blue sky. Artillery sounds are still very distant.

At the hotel Intercontinental some journalists sunbathed by the swimming pool, while a pool attendant fished prices of sharpnel from the water with a magnet. The reporters to ok turns guarding the hotel gate, seeking to prevent armed men entering the building which is now a Red Cross neutral zone and thereby is required to contain no weapons.

Pakistani citizens living in the hotel, all of them from West Pakistan pass their time watching television in the lobby and playing an occasional game of table tennis. The morning news paper claimed the Indian advance had been halted.

Accurate information about the war is almost impossible to obtain. In spite of trips around the city and towns nearly no one has seen the Indian Army. No one saw the reported Indian paratroop drops at two locations fewer than 15 miles from Dacca, and no one can predict when the Indian attack here will begin.

Senior Pakistani officials have said they expect the battle for Dacca before Tuesday evening, but their prediction like all others is made without kinowing the Indian commanders' intentions.

Diplomats and journalists send hours puzzling over how the Indian paratroop battalions dropped near Dacca are being supplied, and how they are going to link up with other Indian units. Rumours of new Indian troops drops are frequent, but unconfirmed.

Another popular topic for debate is whether the upper or lower floors of the 1-storey hotel are safer. The power are preferred should the Indians begins bombing, while the upper are betel protection against stray rrnal arms fire from any street battle and afford a better view.

Minutes after the ceasefire that enabled some 400 foreigners to evacuate Dacca in FAF hercules transports yesterday, one Indian plane bombed Dacca airport, presumably trying to close the runway for good. But there have been no further bombing missions against Dacca. Instead this had been perhaps the most peaceful day here since the war began on December 4.

About 40 United Nations staff members have stayed in Dacca, hoping that they can be useful in distributing relief aid when the war ends. There was some talk of organizing a soccer match between the United Nations and the journalists, but that is one of the few games yet to materialize. It floundered over problems of transportation which is séance, and because the curfew will soon be reimposed during the nightly blackouts. Hotel residents gather for chess and poker games by candlelight and share battles of liquor on hand. There is nothing else to do in Dacca but find ways to pass the time until the battle starts.

Source: *The Guardian*, 13 December 1971

১০.৬২ TIGER IS WAITING FOR THE KILL

From Mail Correspondent in Dacca

Seated on a shooting stick at a street corner, the chief of Pakistan's Eastern command vowed yesterday to fight for this city 'to the last man.'

General A.A.K. 'Tiger' Niazi made the pledge as the advancing Indians were reported to be as close as six miles.

He said as stragglers from other parts of the country reached Dacca: "It doesn't matter…It's now a question of living or dying and we shall fight to the last man.

He also scotched and idea of surrender as demanded in a fresh appeal by General Sam Manekshaw, the Indian chief of Staff.

It was General Manekshaw's third call in a week and made to prevent 'unnecessary loss of life and damage' in the battle for the Pakistan Army's last major stronghold in the East.

The message said, in part: 'Further resistance is senseless. My forces are closing in around Dacca and the garrison is within range of our

artillery. It should be the duty of all to prevent useless shedding of innocent blood.'

In the past 24 hours Indian infantry columns have advanced on the city from the North-West, the North and from Narsingdi, 25 miles to the North-East.

And two battalions of paratroops have been dropped at Tangail, 50 miles to the north-west, and Bhairab Bazaar, 40 miles north-east.

Source: *The Daily Mail,* 14 December 1971

১০.৬৩ LULL ON THE WESTERN FRONT PAKISTAN ARMY HEADS FOR CERTAIN DEFEAT IN EAST DACCA DEFENDERS UNPREPARED AND OUTWITTED

By Clare Hollingworth in Dacca

The battle for Dacca is not yet over, but the Pakistani Army in Dacca is doomed. The basic reasons for the defeat in the East are that insufficient preparations were made for the campaign.

The planners in Islamabad concentrated their energies on Kashmir, while the local Army commander, Lt-Gen. A. K. Niazi, was completely outwitted by his Indian opposite number.

The Indians since July have mounted a series of pinprick attacks by the Bangladesh guerrillas along the 1,300 mile frontier with India, while at the same time guerrillas were engaged in terrorist activities and attempting to take over isolated areas inside the country.

Apart from giving up a tiny salient here or there, Gen. Niazi strung his troops along the frontier in a desperately over-stretched posture.

The Indians then cleverly built up the war so slowly that it was only after the major air raids on Dacca airport on Dec 4, long after the frontier defences were pierced, that Gen. Niazi ordered the staged withdrawal to prearranged defensive positions.

Contingency Plans

There were also a series of contingency plans for the redeployment of troops in defensive positions to secure Dacca, the capital, as well as Chittagong, the main port, and Khulna.

For the past three days, the military spokesman, with little or nothing to say, his practically isolated himself from correspondents.

Official communiques issued in Islamabad are generally 48 hours behiour the events and, like military communiques throughout history they tend or reflect more hopes than facts.

Guerrillas wait

So far the strict blackout, dusk to-dawn curfew, and well-manned road blocks have prevented any major guerrilla activities in the urban centres but in Dacca alone some hundreds are under cover waiting to rise when the Indian Army approaches.

Source: *The Daily Telegraph,* 14 December 1971

১০.৬৪ ঢাকায় পাকবাহিনীর প্রস্তুতি

সদ্য ঢাকা থেকে আসা বিদেশিদের সূত্রে জানা গেল, ভারতীয় বিমানবাহিনী যেহেতু অসামরিক এলাকায় হানা দেবে না, সেই জন্য পাকফৌজ ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে শহরের বিভিন্ন হোস্টেল, হাসপাতাল খালি করিয়ে সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে। ক্যান্টনমেন্টে নাকি রাজাকারদের রেখে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে পাক দখলদার বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ নিয়াজি "শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করার" জন্য পাকসেনাদের আদেশ দিয়েছেন এবং ঢাকা শহরে তার জোর প্রস্তুতিও চলেছে। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় তারা বিবরঘাঁটি করেছে এবং মিন্টো রোড, সিদ্ধেশ্বরী রোড খুঁড়ে পাতাল পথ তৈরি করেছে।

এরই পাশাপাশি ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য পাকিস্তানিরা তাদের বিমান দিয়েই ঢাকার অসামরিক এলাকায় বোমা ফেলে। উপরোক্ত সূত্র থেকে জানা গেল, পূর্ব-পাক কৃষি দপ্তরের দু'টি ছোট হলুদ রঙের বিমান গত ৬ ডিসেম্বর রাতে ঢাকার আশেপাশে বোমা ফেলে এবং পরদিন প্রচার চালায় ভারতীয় বিমান বহর এইসব অসামরিক এলাকায় বোমা ফেলেছে। এই বোমা বর্ষণের ছবিও ফলাও করে পেটোয়া কাগজ গুলিতে ছাপা হয়। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিকচক্রের এই নিষ্ঠুর জালিয়াতী ৯ ডিসেম্বর ধরা পড়ে যায় কুর্মিটোলায়। সেখানে একটি বোমা অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই বোমায় চীনা মার্কা মারা ছিল।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা),* ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৬৫ ঢাকার মুক্তি যে কোন মুহূর্তে যশোর ও কুমিল্লার পর খুলনা ও চাঁদপুর মুক্ত

(জয় বাংলা প্রতিনিধি)

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর দুর্বার অভিযানের মুখে এখন ঢাকা শহরের মুক্তি আসন্ন। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা শহর মুক্ত হতে পারে। ঢাকা থেকে ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনীর নায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজি পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করেছেন। পলায়নপর পাকিস্তানি সৈন্যরা জলপথে পলায়নের জন্য বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জে সমবেত হয়েছিল। ভারতের প্রধান সেনাপতি তাদের আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে কুমিল্লা, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর দুর্গসহ যশোর, আখাউড়া, খুলনা প্রভৃতি শহর মুক্ত হয়েছে। চাঁদপুর থেকে সম্মিলিত বাহিনী এখন ঢাকার পথে।

সূত্র: *স্বদেশ,* ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৬৬ বাংলাদেশে ৫০০০ পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে ঢাকা অবরোধ জোরদার হচ্ছে : আঘাত অত্যাসন্ন

বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর পাঁচ হাজারেরও বেশী বন্দী হয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণের মাত্রা বাড়ছে। ঢাকা নগরীকে দু'দিকে থেকে ঘিরে ধরা হয়েছে। জয়দেবপুরের অস্ত্র কারখানা এলাকায় ভারতীয় ফৌজ গিয়ে পৌছেছে। চূড়ান্ত আঘাত হানার আগে পুনর্বার আত্মসমর্পণের অনুজ্ঞাদেশ প্রচারিত হয়েছে।

খুলনা দখলের জন্য লড়াই তীব্র হয়েছে, দৌলতপুরে চাপ বাড়ানো হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা ক্যান্টনমেন্ট কক্সবাজারের উপর নৌ বাহিনীর বিমান বহর আঘাত হেনেছে। স্থল বাহিনী ফেণী থেকে সীতাকুন্ডের পথে চট্টগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে। নৌ বাহিনী পাকিস্তানের বাণিজ্য নৌ বহরের চারটি জাহাজকে আটক করেছে।

সেনাবাহিনী পাঁচবিবি থেকে বগুড়ার দিকে এগিয়ে গেছে, দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় যুদ্ধ জোরদার হয়েছে। রংপুর, দিনাজপুরে সেনাবাহিনী অগ্রগামী রয়েছে। লক্ষ্মীপুর এলাকায় এক ব্রিগেড পাক ফৌজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বিমানবাহিনী ভেড়ামারা, পাবনা, নরসিন্দি, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে আঘাত হেনেছে। বিমান বহর পরম নিশ্চিন্তে বাংলার আকাশ পথে উড়ে গিয়ে পাকবাহিনীর মাথায় গুলিবর্ষণ করে তাদের নিরস্ত্র হবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

লাকসাম, কুমিল্লা, সিলেট সেক্টরে আজ এক হাজার পঁচানব্বই জন পাক সেনা আত্মসমর্পণ করেছে। এদের মধ্যে চৌদ্দজন পদস্থ অফিসার, পঁচিশজন জুনিয়র কমিশন অফিসারও রয়েছে। আজ ধৃত পাকবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে সামরিক বাহিনীর ট্রাকগুলি আগরতলার উপর দিয়ে গেলে পথে অপেক্ষমাণ জনতা ভারতীয় জোয়ানদের অভিনন্দন জানায়।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৬৭ ঢাকায় অবরুদ্ধ পাক সেনাপ্রধানদের মধ্যে তীব্র অন্তর্বিরোধ : ১ জন নজরবন্দী

বাংলাদেশের পাক অধিকৃত রাজধানী মহানগরী ঢাকায় এক্ষণে হানাদার বাহিনীর সেনাপতিদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা মিঃ হলিংওয়ার্থ ঢাকা থেকে প্রেরিত এক সংবাদে জানিয়েছেন পাক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও পাকিস্তানি জনসাধারণের জীবনরক্ষার প্রশ্নে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ভারতীয় জওয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁকে ঢাকায় কার্যতঃ গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। মিঃ হলিংওয়ার্থ জানিয়েছেন পঃ পাক সেনাধ্যক্ষরা বাংলাদেশের যুদ্ধের গতি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে স্বীকার করেছেন। মিঃ হলিংওয়ার্থের মতে ভারতীয় জওয়ানদের ঢাকা দখলের ক্ষেত্রে দু'দিনের বেশী সময় লাগবে না।

ওয়াশিংটন পোষ্ট ও গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা থেকে প্রেরিত একদল সাংবাদিকের রিপোর্ট হল পাক সামরিক কমান্ড স্বীকার করেছেন, সামান্য কিছু গোলন্দাজ সেনা নিয়ে তারা এক্ষণে ক্যান্টনমেন্টে রয়েছেন। পাকবাহিনীর শক্তি হবে এক ব্রিগেডের মতো। সংবাদ দিচ্ছেন বি.বি.সি।

সূত্র: *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৬৮ 'Battle of Dacca' Near

New Delhi, Dec 13 (AFP)- The "battle of Dacca" in which an Indian triumph would mean virtual victory in the east, will begin tomorrow or Wednesday, Indian Defense Ministry sources said today.

The Indian vanguard was now only eight kilometers (five miles) from the capital city and the advance had reached its "critical phase," a ministry spokesman said.

The next objective of the troops with the participation of Mukit Bahini (liberation army) fighters was to take up positions inside Dacca's "defense perimeter," the spokesman said.

Source: *The Times,* 14 December 1971

১০.৬৯ বগুড়া মুক্ত। চট্টগ্রাম ও ঢাকার গভর্নরের প্রাসাদ জ্বলছে। ঢাকা দখলের লড়াই। খান শাহীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মন্ত্রিসভাসহ ডঃ মালিকের পদত্যাগ নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয়।

নয়াদিল্লী, ১৪ই ডিসেম্বর (ইউ এন আই)–ঢাকায় 'গভর্নরের' বাড়ী ও অন্যান্য কয়েকটি লক্ষ্যস্থলে এখন আগুন জ্বলছে। গভর্নর ডঃ এ মালিক, তাঁর মন্ত্রী পরিষদ ও উর্ধতন অসামরিক কর্মচারীরা ইতিমধ্যে তাঁদের নিজ নিজ পদে ইস্তফা দিয়ে নিরপেক্ষ এলাকা ইন্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেলে পালিয়ে গিয়েছেন।

এই খবরে আরও জানা যায় যে, ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে প্রবেশ করেছে এবং সেখানে এখন যুদ্ধ চলছে।

বাংলাদেশের জনসাধারণের যুগান্তকারী স্বাধীনতা সংগ্রাম এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ঢাকায় পাকিস্তানিদের চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ করে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার আজ বিকালে সদলবলে পদত্যাগ করেছেন এবং ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া সরকারের কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে নিজেদের সরিয়ে এনেছেন।

ঢাকার শহরতলীতে প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই চলছে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জোয়ানরা তীব্রবেগে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। একটা শক্তিশালি পাকবাহিনীর মোকাবেলা করে তাঁরা তাদের সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করেছেন। ঢাকা শহরের সেনাবাহিনীর ছাউনির ওপর ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গোলা নিক্ষেপ করে চলছে।

এদিন রংপুর সেক্টর শত্রুর সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার বগুড়ার পতনের মধ্যদিয়ে ওই সেক্টর মোটামুটি ভাবে শত্রুমুক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গভীর রাতে ঢাকা সেক্টরে আরো যে সংবাদ এসেছে, তাতে দেখা যায় ভারতীয় জওয়ানরা শুধু জয়দেবপুর, টঙ্গী কালিক্টর দখল করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছেন। শহরতলীতে পাক সেনাবাহিনীর পুরো একটা ব্রিগেড আটক পড়েছে। ওই বাহিনীর অধ্যক্ষ একজন ব্রিগেডিয়ার ও ময়মনসিংহ এর মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর সহ কমপক্ষে ৬২ জন জাঁদরেল পাক সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেছেন। অনুমান করা হচ্ছে, সর্বত্র ভারতীয় জওয়ানদের তাড়া খেয়ে পাকবাহিনীর এই ব্রিগেড জয়দেবপুর-টঙ্গীর নিকটে গিয়ে জমায়েত হয়েছিল। কিন্তু অতর্কিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী উপস্থিত হওয়ায় তাঁরা আটক পড়েন।

উর্ধতন অফিসারদের পদত্যাগের হিড়িক

বাংলাদেশে পাক সরকারের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ অসামরিক অফিসাররা পদত্যাগ করেছেন বলে নয়াদিল্লীর এক সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন। মুখপাত্র বলেন, সরকারের কাছে খবর এসেছে যে, এই অফিসাররা ঢাকা রেডক্রসের নিরপেক্ষ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৬৫ জন। এই সংবাদটি ঢাকা থেকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রতিনিধি মিঃ রেনার্ড জেনেভায় রেডক্রসকে পাঠিয়েছেন। ভারতীয় রেডক্রস আজ বেলা আড়াইটায় সংবাদটি পান। রেনার্ডের বার্তায় ছিল: 'পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ শ্রেণীর অফিসাররা পদত্যাগ করছেন এবং রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় চেয়েছেন। অবিলম্বে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সরকারকে খবরটি জানান। আমরা এখানে ঢাকার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি।

ভারত সরকার নয়াদিল্লীর আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিনিধির উপরোক্ত অনুরোধে সম্মত হয়ে ঢাকার হোলিফ্যামিলি হাসপাতাল এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলকে নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন।

এছাড়া ভারত বর্ষের মধ্যে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটিকে কাজ করবার সুযোগও ভারত সরকার দিয়েছেন। মুখপাত্র আরো বলেন, নিরপেক্ষ এলাকা এবং ঢাকা সম্পর্কে ভারত সরকার জেনেভা চুক্তি অনুসরণ করছেন। এর অর্থ হচ্ছে আহত এবং অসুস্থ সৈন্য এবং অসামরিক নাগরিকদের আশ্রয়দান, রাষ্ট্রসংঘ এবং বিদেশিদের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও এই মর্মে ভারতীয় কমাণ্ডারদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মুখপাত্র বলেন, ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করতে হলে ঢাকার পাক দখলদার বাহিনীর সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা যেন নিরপেক্ষ এলাকা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার না করেন। পি-টি-আই ও ইউ-এন-আই।

ঢাকা থেকে রয়টারের অপর এক খবরে জানা যায় যে, পূর্ববঙ্গে অসামরিক সরকারের সমস্ত কাজ-কারবার সব বন্ধ হয়েছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ এম এ চৌধুরীসহ প্রায় ১৬ জন পদস্থ সিনিয়র অসামরিক অফিসার আজ সকালে এখানে রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষিত ইন্টারকন্টিনেন্টালে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

'গভর্নর' মিঃ এ এম মালিকের বর্তমান মতলব জানা যায়নি। যারা হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা মিঃ মালিকের লিখিত আদেশেই তা করেছেন। মিঃ মালিক তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা, যেন কাজ কর্ম বন্ধ করে নিরপেক্ষ

এলাকায় পালিয়ে যান।

ঢাকার দিকে

পূর্বাঞ্চল কমাণ্ডের একজন মুখপাত্র কলকাতায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন: ভৈরব বাজারের দিক থেকে ভারতীয় জোয়ানেরা নির্দিষ্ট পথে ঢাকায় চলছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে খবর হচ্ছে ঢাকায় পাকবাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রধান জেনারেল নিয়াজি ও ফরমান আলির মধ্যে বিশেষ মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। একজন এই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলছেন। অপরজন অস্বীকার করছেন।

তিনদিক থেকেই ভারতীয় সেনারা যে এগিয়ে চলেছেন, তা য মুখপাত্র এদিন স্বীকার করেছেন। বিমান থেকে যে সকল ছত্রী ভারতীয় সৈন্যকে গত দুদিনে ঢাকার উপকণ্ঠে নামানো হয়েছিল, তারাও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা ঢাকা শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন বলে জানা গেছে।

শত্রু সেনার রক্ষাব্যূহ

উক্ত মুখপাত্র মনে করেন, পাক সেনারা ঢাকায় রক্ষাব্যূহ আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, ভারতীয় জোয়ানরা সব অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

আরো জানা গেছে, পাক সেনাদের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। ইতিমধ্যে ৪১০২ জন পাক সেনাকে বন্দী করা হয়েছে এবং ৪০৬৬ জন তাদের প্যারা মিলিটারী সৈন্যও ধরা পড়েছে।

বন্দী শত্রু সেনাপতি

কালিয়াকৈরে যে নয়জন পাক সেনাপতিকে বন্দী করা হয়েছে, তার মধ্যে আছেন: ৯৩ নং ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার খাদিম খান, সিভিল আর্মড ফোর্সের সেক্টর কম্যাণ্ডার লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আকবর, ময়মনসিং-এর মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর লেঃ কর্ণেল আমির মোহাম্মদ খান, ৯৩ নং ব্রিগেডের মেজর মোহাম্মদ আকবর, রেঞ্জার্সের উইং কম্যাণ্ডার্স মেজর আসগর, মেজর আলধর, মেজর মসজিদ, বসির আহমেদ এবং ৯৩ নং ব্রিগেডের ৩ নম্বর গ্রেডের জি এস ও ক্যাপ্টেন আনজাম।

ঢাকার দিকে ময়মনসিংহের পথ ধরে ভারতীয় জোয়ানদের যে দলটি এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের চলার পথে বিশেষ বড় কোন নদীর বাধা নেই বলে সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার জানান। আর নরসিংদীর দিকে যে দলটি রয়েছেন তা ঢাকা শহর থেকে প্রায় এগার মাইল দূরে। উত্তর ও পূর্বদিক থেকে বাংলাদেশের রাজধানী অভিমুখে ধাবিত ভারতীয় বাহিনী অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক গতিতে এগুচ্ছে বলে ধরা হয়েছে। কারণ টাংগাইল-এ ভারতীয় জোয়ান ও মুক্তিবাহিনীর সমবেত শক্তি কুর্মীটোলার ক্যান্টনমেন্টের চার পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছে।

আরো নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পাক জঙ্গী শাসকদের প্রধানরা তাদের জেনারেল নিয়াজি ঢাকা ধ্বংস হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইছেন। প্রকাশ, শুধু গোলন্দাজ বাহিনীই নয়, ভারতীয় বিমানবাহিনী পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ওপর বিকেলের দিকে বোমা বর্ষণ করেছেন।

***সূত্র: দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১**

১০.৭০ ঢাকায় পাক-জঙ্গীশাহীর অসামরিক প্রশাসন যন্ত্র ভেঙে পড়ল গভর্ণর আই-জি পুলিশ সমেত ৬৫ জন কর্তাব্যক্তির পদত্যাগ: রেডক্রসের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

নয়াদিল্লী, ১৪ ডিসেম্বর-ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বিমান কামানগুলি যখন ঢাকার উপর বিপুল বিক্রমে গর্জন করছে তখন পাকজঙ্গী শাহীর সাজানো প্রশাসন যন্ত্র তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ, এম মালিক তাঁর গভর্ণরি পদে ইস্তফা দিয়ে রেডক্রসের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে পরিষদবর্গ এবং পাকজঙ্গী চক্রের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীও চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে রেডক্রসে আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদের সংখ্যা কমপক্ষে ৬৪। এ সংবাদ এখানে পৌঁছেছে বেলা ২-৩০ মিঃ রেডক্রসের প্রতিনিধি মারফত। রাত্রিতে এ সংবাদ সমর্থিত হয়েছে বিদেশি সাংবাদিকদের পাঠানো সংবাদ থেকে যারা ঢাকায় থেকে গেছেন।

বাঙালাদেশের রাজধানী ঢাকা মুক্ত করার জন্য তিনদিন থেকে ভারতীয়বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছে। ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে এখন লড়াই চলছে।

ভারতের প্রধান সেনাপতি মানেকশ'র আত্মসমর্পণের বারংবার আবেদনে পাকফৌজের সেনাপতিরা উপযুক্তভাবে সাড়া দেন নি। কিন্তু সামরিক প্রশাসন যন্ত্রের সর্বময় কর্তারা দলে দলে ইয়াহিয়া সঙ্গ ত্যাগ করে জঙ্গী শাহীর ঢাকা প্রতিরোধের কামনাকে চুরমার করে দিয়েছে।

পদত্যাগ করার পর এই ব্যক্তিরা ঢাকার ইনটারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। কয়েকদিন আগে এই হোটেলটি রেডক্রস কর্তৃপক্ষ অস্ত্রমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা পাক সরকার ও ভারত সরকারের কাছে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এই এলাকাকে অস্ত্রমুক্ত রাখার আবেদন জানান।

জেনেভা কনভেনশনের ১৪ ও ১৫ ধারা অনুযায়ী রেডক্রস কর্তৃপক্ষ এখানে আহত, রুগ্ন , যোদ্ধা, অসামরিক এবং বিদেশি নাগরিক যারাই আশ্রয় চাইবেন তাদেরই আশ্রয় দেবেন।

ইউ,এন,আই জানিয়েছেন সেনাপতি মানেকশ'র আবেদন বাঙালাদেশের দখলদার বাহিনীর পূর্ব কম্যান্ডের সেনাপতি লেঃ জেনারেল এ, কে, নিয়াজি কর্ণপাত করেন নি। তিনি বরং ঢাকা ধ্বংস হয়ে যেতে দেবেন কিন্তু আত্মসমর্পণ করবেন না। ফলে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর 'অপারেশন ঢাকা' রক্তাক্ত অভিযানে পর্যবসিত হয়েছে। এই আক্রমণের মুখেই প্রশাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়ছে।

এভাবে পদত্যাগ করে হোটেলে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন তারা ডাঃ মালিকের লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী তা করছেন।

সূত্র: *দৈনিক কালান্তর (আগরতলা)*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৭১ DACCA LEADERS RESIGN AND SEEK ASYLUM

Julian Kerr

As Indian Migs destroyed his official residence and the final assault on Dacca began, Mr. A.M. Malik, Governor of East Pakistan, last night wrote his resignation and that of his entire Cabinet on a scrap of paper addressed to President Yahya Khan.

Senior Government officials joined foreigners seeking refuge in a Red Cross neutral zone in the city which India has ordered its forces to respect. The East Pakistan capital was attacked from all sides and All-India Radio claimed that part of the garrison had already surrendered. Indian armoured and infantry columns were locked with the Pakistanis in the city's outer defences and military targets were pounded both by an artillery barrage and through air strikes.

Russia advised Delhi that it had received warnings from both China and the United States that they might be forced to intervene if the integrity of West Pakistan were threatened. In the Security Council, Britain and France launched a new, but undisclosed attempt to solve the deadlock.

DECISION RESTS WITH ARMY CHIEF

The Government of East Pakistan resigned masse this afternoon dissociating itself from further actions of the central administration of President Yahya Khan of Islamabad.

Mr A M Malik, the Governor, wrote the draft of his Cabinet resignation letter to President Yahya with a shaking ballpoint pen on a scrap of office paper as Indian MiG 21st destroyed his official residence.

Indian forces were closing in from several sides on the eleventh day of the war between the two countries.

Surrounded by his ministers, Mr. Malik showed the draft to Mr. John Kelly, a United Nations official, and to Mr. Gavin Young of The Observer, who had been trapped with him in his bunker by an air raid. His wife and daughter huddled in a nearby room.

All morning Mr. Malik and his Cabinet had been unable to decide whether to resign or hang on. The Indian air raids finally decided him.

Having completed the draft against a background of deafening crashes from rockets and the odd bomb. Mr. Malik, an elderly and religious man, removed his shoes and socks carefully washed his feet, put a clean handkerchief on his head and knelt down to pray in the corner of his bunker.

Finishing his prayers Mr. Malik asked Mr. Kelly whether he should move his wife and daughter to the comparative safety of the International Intercontinental hotel, which has been declared a neutral zone and is administered by the Red Cross.

Earlier, 16 senior civil servants, led by Mr. M. A. Chowdhury, Inspector-general of Police, sought refuge in the hotel, Mr. Malik wondered aloud whether the Indian Army would kill his ministers.

The resignation effectively throws all responsibility for a last-ditch stand on the East Pakistan Army Commander Lieutenant-General A.A.K. Niazi, who yesterday vowed to fight to the last man.

This afternoon, Indian MiG jets flew back and forth across the city of 560,000 people, strafing various areas with rockets at low level and meeting virtually no resistance.

Reporters said the raids killed many men, women and children. In one house journalists saw a family of six wiped out by rocket fire.

Earlier in the afternoon, high flying Indian DC3s dropped leaflets on the city promising non-bengalis acting as armed auxilaries their lives and property if they surrendered.

East Pakistan officials who sought asylum in the Intercontinental hotel did so on the written orders of Mr. Malik who directed them to cease their functions and proceed to the neutral zone, Reuter.

Henry Stanhope, Defence Correspondent, writes from Calcutta:

The Indian Army here confirmed tonight that they have begun an artillery barrage on Dacca as their troops continue to advance from the north, east and south upon the East Pakistan capital.

The shelling in being carried out with "assorted artillery" which probably means 100 mm and 130 mm pieces as well as pounders, and is being aimed from all three directions at military targets in the city.

But the rest is silence. The Army is still refusing to disclose details about last Saturday's parachute drop, beyond saying the parachute troops are still very much operating "and denying a mour that they have suffered some kind of reverse.

Bogra, one of the Pakistan Army's divisional headquarters has fallen. So have Khetlal and Jaipur hat. And from the area round Kaliakair, the Indians have captured nine officers, believed to be fleeing from the Nasirabad region, including Brigadier Khadir Khan, Commanding the Pakistani 93 Brigade, who has the distinction of being the highest ranking officer taken so far and two lieutenant colonels.

One of the latter is a sector commander of the civil armed forces and another is a martial law administrator.

All India radio said today that part of the Dacca garrison had surrendered to an Indian column of the city outskirts after a very brief encounter.

The Indians announced their own casualty lists for the first time. Up to 6p.m. yesterday 1,978 had been killed, 5,025 wounded and 1,666 were missing.

The figures relate to the eastern and western fronts of the war. Pakistan casualties, the Indian Army says are "much higher." They will give only the figures for the number of Pakistani soldiers captured. This now stands at 4,102 regular soldiers and 4,066 paramilitary forces.

According to the Indian figures the Pakistan Air Force has lost 83 aircraft on both fronts, compared with 42 Indian aircraft. The Pakistanis, they say, have lost 175 tanks, including 18 captured ones, against Indian, and losses of only 61.

Delhi, Dec 14.- The Indian Foreign Ministry said today that it had received a message from the International Red Cross that the 'highest East Pakistani Government officials" in Dacca had resigned and sought protection from the Red Cross.

Source: *The Times,* 15 December 1971

১০.৭২ India Orders a Cease-Fire on Both Fronts after Pakistani Surrender in the East

DACCA CAPTURED

Guns Quiet in Bengali Area but War Goes On at Western Front

Charles Mohr

NEW DELHI, Dec-16. India today ordered a complete cease-fire in the war with Pakistan after sezing Dacca, the East Pakistani Capital, and accepting the surrender of Pakistan's forces there.

With guns stilled by the surrender in the East, the cease-fire on the western front, more than a thousand miles away was set without any agreement from Pakistan to begin at 8 P.M. tomorrow, Indian time (9.30 A.M Friday, New York time.)

After 14 days of bitter warfare over the status of the Bengalis in East Pakistan, Prime Minister Indira Gandhi of India said, "It is pointless in our view to continue the present contact."

Pakistani Shortages Seen

But President Agha Mohammad Yahya Khan of Pakistan asserted in a nation wide radio broadcast that the war was still on "and we will continue to fight'.

Pakistan is believed by independent observer, "however to have grave supply line problems, so that her stockpiles of fuel and ammuniton may not permit a prolonged war.

India's offensive in East Pakistan, which began in the early hours of Dec 4, ended at 4:31 P.M today in the total surrender of the four division of West Pakistani troops there.

The surrender agreement was signed in Dacca by Lieut. Gen. Jagjit

Singh Aurora, who commands India's eastern forces and Lieut. Gen A. A. K. Niazi eastern commander for Pakistan.

Four senior civil seven of the Bangladesh rebel government will arrive in Dacca tomorrow to begin forming an independent government.

The surrender agreement said that "Protection will be provided' by Indian forces to all Pakistani troops, foreign national, ethnic minorities and persons of West Pakistani origin.

India was clearly determined to try to prevent summarry execution and bloody reprisals against West Pakistanis and their supporters the Bihari Moslems by the Bengali majority in the prewar population of 75 million. The Bengalis suffered eight months of atrocities at the hands of West Pakistani troops after trying to succeed from Pakistan in March.

The surrender today was purely a military matter and not a political agreement to end the crisis between Pakistan and India. A seniro Indian official said that "there are many matters to be negotiated" between India and Pakistan and between the Bengali movement and Pakistan.

One of the most important of those matters is the fate of Sheikh Mujibur Rahman the charismatic East Bengali politician who is under arrest in West Pakistan for treason.

India will exert as much pressure as possible on General Yahya Khan to release the Sheikh-Mujib, as he is popularly known- who has been proclaimed president by the Bengali secessionists, Who call their territory Bangladesh (Bengal Nation). Indian officials fear that if he is not released chaos and a struggle for power many boil over East Pakistan.

The surrender of Pakistani foces in East Bengal followed complicated negotiations that began yesterday when the Pakistani commander in Dacca.

General Niazi sent a message to India through the United States consulate there.

Indian officials who said today that General Niazi asked that he be allowd to "regroup" his forces in "designated areas" said they understood this to mean that he wanted to stop the fighting but to keep his troops under arms and under the control of their officers.

Bombing pause Ordered

That was unacceptable to India, which demanded complete surrender by 9 A.M an overnight bombing pause was ordered to encourage the surrender.

General Niazi sent an answer by millitary radio 30 minutes before the pause was to expire. He asked for a six-hour extension of what he called "the truce" and invited a senior Indian general to Dacca to negotiate surrender details.

Maj Gen. J. F. R. Jacob. Chief of staff of the Indian Eastern Command went to Dacca by helicopter while Indian troops advancing from the north and notheast moved within two miles of the city.

After General Jacob and Niazi had initiated the surrender agreemnet, General Jacob's superior. General Aurora and other Indian officers went to Dacca to sign the final agreement. The Indian delegation included the chief of staff of the bengalis rebel guerillas known as Mukti Bahini, or liberation force.

Then two Indian battalions and two Bengali battalions entered Dacca and began to take over from the Pakistani forces as jubilant Bengalis looked on.

Only a part of the Pakistani, field army in the East was in Dacca. But Indian officials in New Delhi said that General Niazi had sent messages to his other units to lay down their arms.

Source: *The New York Times,* 15 December 1971

১০.৭৩ East Pakistan Regime Resigns as Indian Jets Raid Dacca FORCES CLOSING IN Governor Malik and Aides Flee into Refuge with Red Cross

By Beulers

DACCA, East Pakistan, December 14. The entire regional government of East Pakistan resigned today, dissociating itself from further actions of the central administration of President Agha Mohammad Yahya Khan in the Country's West.

Dr. A. M. Malik Governor of East Pakistan wrote the draft of the resignation letter for his cabinet to president Yahya Khan with a shaking ballpoint pen on a scrap of office paper as Indian MIG 21s destroyed his official residence, Government house.

The move came as Indian forces closed in from several sides on Dacca the East Pakistani Capital, on the 11th day of the Indian Pakistani war.

[In New Delhi, officials reported that two Indian Army columns were advancing rapidly from the north and northwest and had reached within six miles of Dacca, A Pakistani brigade commander close to the Dacca garrison was reported to have surrendered.]

Shows Draft to others

Governor Malik, surrounded by the ministers of his East Pakistani administration, showed the draft of his resignation to a United Nations official, John Kelly and to Gavin Young of The observer, a London Sunday paper, They had been, trapped with him in his bunkers during an air raid. Dr. Malik's wife and daughter huddled in a nearby room.

All morning, Dr, Malik and his regional cabinet had been unable to decide to resign or hang on. The Indian air raids finally resolved the issue.

Having completed the draft against a background of crashes from rockets and some bombs, Dr. Malik an elderly man, removed his shoes and socks, carefully washed his feet, put a clean handkerchief on his head and knelt down to pray in the corner of his bunkers.

Fears for ministers

Finishing his prayers Dr. Malik asked Mr. Kelly whether he should move his wife and daughter to the comparative safety of the Inter Continental hotel, which has been declared a neutral zone and is administered by the Red Cross.

Earlier, 16 senior civil servants, led by the Inspector General of police, M.A Chaudhry, sought refuge in the hotel.

Dr. Malik wondered aloud whether the Indian Army would kill his ministers.

The resignation effectively places all responsibility for a last-ditch stand on the East Pakistan military commander Lieut. Gen. A. A. K. Niazi, who has vowed to fight to the last man.

In the afternoon, Indian MIG jets flew back and forth across the city, strafing with rockets at low level and meeting virtually no resistance.

Reporters said that these raids killed numerous men, women and children, and in one house reports saw a family of six killed by rocket fire.

Earlier in the afternoon, high flying Indian DG-3s dropped leaflets on the city promising non-Bengalis in the irregular forces their lives and property if they surrendered.

East Pakistani official who sought asylum in the Intercontinental hotel did so on the written orders of Dr. Malik, who directed them to cease their functions and proceed there.

Source: *The New York Times,* 15 December 1971

১০.৭৪. 47 Americans in Dacca

New Delhi, Dec, 14 (AP)- A Government spokesman said today that 47 Americans were among the foreign nationals who had chosen to remain in Dacca instead of joining air evacuation of foreigners from the besieged East Pakistan capital. A Foreign Ministry official said that they included 17 United States Government trade and Consular representatives and that the rest were mission airs doctors and other professionals.

Battle for City Starts

The following pool dispatch was transmitted to Washington Yesterday from 13 Correspondents in East Pakistan. Representing. The Associated Press, United Press International Time, Newsweek, the New York Times, The Christian Science Monitor, The Wall Street Journal, the American broadcasting Company, the Columbia Broadcasting Company and The Washington post:

DACCA, Dec- 14- The Battle for Dacca began today as Indian bombing attacks hit parts of the city and set Government house downtown afire.

A column of Indian troops advanced to within seven miles to the city with only one more river to cross. The Governor and his misters and their families fled to the Red Cross neutralized Zone, the hotel Intercontinental, where about 65 persons had already taken refuge.

Red Cross officials reported a growing food scarcity in the city, which once had a population of 1.5 million but now probably, has less than half that, as many flee to their ancestral villages.

A Pakistani Army doctor reported that 1,000 wounded military men had been brought into Dacca's hospital "more than we can deal with," he said many more were wounded by the advancing Indian Army and cannot be evacuated.

Frontline fighting is going on at Demra, a crossing point of Lakhya river seven miles southeast of Dacca.

Rear Guard Crosses

Ferrymen crossed the river amid geysers caused by Indian Army shelfire, and flapping fish, evacuation a Pakistani Army rear-guard unit from an east bank village, A mixed Indian Army and Bengali guerilla force was entering.

The men began preparing defensive positions on the West bank for new delaying action. Soon they came under Indian artillery, mortar and machine gun fire from across the river and Indian Air Force jets strafed them. The Pakistanis have only an antitank gun with which to reply.

Returning to Dacca on foot, two correspondents were stopped by an armed guerilla band. When the guerrillas of the Mukti Bahini, or Liberation Forces, Learned that the two were American Journalists, they demanded, "Why are the Americans not supporting us?" But they let the newsmen pass with wave, saying, "we won't harm you, you are guests".

The bombing of the center of Dacca caused new pressure on the Red Cross for entry to the hotel. Some refuges tried to break their way in by vaulting the garden wall.

The Red Cross said that Pakistan's military command had been inform end of the officials move to the hotel and its declaration as a neutral zone, "it seems they approve" an official said. The Red Cross has also sent word to the Indian Government and the East Pakistani insurgent leadership,

but has received no response.

"We hope they will react as sensible people". The Red Cross official said.

Under the Geneva conventions, the Red Cross Cannot refuse to any-one who seeks it, officials said.

As the first group came to the hotel their luggage was searched by Red Cross officials and reporters. Three Pistols were found despite repeated Red Cross instruction that all arms are forbidden in the neutral zone.

"So its come to this we are corced to take refuge here" Inspector Chaudhry of the police said.

The regional, government officials gave no explanation why they chose to seek Red Cross protection rather than move to Dacca military head-quarters. The Red Cross said that the Pakistanis would be afforded security in the neutral zone as long as war continued but should Indian forces Capture Dacca, These officials will be turned over.

Source: *The New York Times,* 15 December 1971

১০.৭৫ Dacca Comes in Range Of Indian Artillery Fire BULLETIN

CALCUTTA (AP)- Indian troops opened artillery fire Tuesday on military targets in Dacca city, an Indian military spokesman said "Assorted artillery is being used in the Dacca area" the spokesman told a news breed-ing. "I can give you no details on the targets, but they are all military tar-gets." The spokesman said a three-pronged infantry armor-artillery attack on Dacca 'is progressing well". All three advances are within artillery range of Dacca," added the spokesman, who said that the heaviest artillery being used by the India is 130 mm. guns with a range of 30,000 yards, a little more than 24 Km.

NEW DELHI (Kyodo-Reuter)- Indian troops Tuesday pushed relent-lessly toward Dacca, ready for a final, bloody battle as the heart of the East Pakistan capital fell within easy range of their artillery.

The closest Indian units are within 16 Km. of the city. And a Government spokesman here said; " In 24 or 48 hours we will be in a very strong position around Dacca."

As the India-Pakistan war entered its 12^{th} day and the Indian stran-glehold closed ever tighter on Dacca, Indian Army chief of Staff Gen. Sam Manekshaw again appealed to the Pakistani forces to throw down their arms.

'I wish to repeal that further resistance is senseless," he said in a broadcast became at Maj gen,. Rao Farman Ali, military adviser to the East Pakistan governor.

"My forces are now closing in around Dacca and the garrison there is within the range of my artillery.

The artillery has a range of between 19 and 24 Km, according to the Press Trust of India (PTI) news agency.

Source: *The Japanese Times,* 15 December 1971

১০.৭৬ Indians Smash Through Dacca's Outer Defenses

NEW DELHI (UPI)- Indian paratroopers have smashed through the outer defenses of the East Pakistan capital of Dacca and have reached a point within six miles from the heart of the city, a military spokesmen said in Calcutta Monday afternoon.

The spokesman said the paratroopers, moving in from the northeast, had reached the Lakhya River ferry crossing in the face of heavy Pakistani resistance. They said there were no more natural obstacles on the way to Dacca after the river is crossed.

Other Indian troops in an armored and infantry column driving toward Dacca from the northwest traveled more than 20 miles during the night and were now at a point near the town of Jaydebpur 12 miles northwest of Dacca, the spokesman said.

He said a major highway runs southward Dacca from Jaydebpur.

News of the paratrooper advance came after spokesman disclosed Monday morning that additional airborne troops had been sent into the area to remorse the original paratrooper element, which was drooped Saturday.

Spokesmen said Dacca was surrounded on all sides by Indian troops towards the capital while Pakistani troops in the city were leading them-selves for battle in the streets.

Sorch: *The Japanis Times*, 15 December, 1971

১০.৭৭ Resign and hand control of Dacca to Pakistani Army

DACCA. Tuesday.- The Government of East Pakistan resigned this afternoon, dissociating itself from further actions of the central administra-tion of President Yahya Khan in Islamabad. Mr A. M. Malik, Governor of East Pakistan, wrote the draft of the resignation letter to the President on a scrap of office paper as Indian Mig 21s destroyed his official residence.

The move came as Indian forces closed in on the capital surrounded by his Ministers. Mr. Malik showed the draft to a United Nations official, Mr John Kelly and Gavin Young of the "Observer" who had been trapped with him in his bunker by an air raid his wife and daughter huddled in a nearby room.

All morning, Mr Malik and his Cabinet had been unable to decide to resign or hang on. The Indian air raids finally decided him.

Having completed the draft against a background of deafening crash-

es from rockets and the odd bomb. Mr. Malik, an elderly and religious man, removed his shoes and socks, carefully washed his feet, put a clean handkerchief on his head, and knelt to pray in the corner of his bunker.

Finishing his prayers. Mr-Malik asked Mr Kelly whether he should move his wife and daughter to the comparative safety of the Intercontinental hotel. Which has been declared a neutral zone and is administered by the Red Cross.

Earlier 16 senior civil servants, led by the Inspector General of Police. M. A. Chaudhry sought refuse in the hotel. Mr Malik wondered aloud whether the Indian Army would kill his Ministers.

The resignation effectively throws all responsibility for a last-ditch stand on the East Pakistan Army Commander.

Lieutenant-General A. A. K. Niazi, who yesterday vowed to fight to the last man.

This afternoon Indian MiG jets flew back and forth across the city of 560,000 people, strafing various areas with rockets at low level and meeting virtually no resistance.

Reports said that these raids killed numerous men, women and children, and in one house journalism saw a family of six wiped out by rocket fire.

Earlier in the afternoon, Indian DC-3s dropped leaflets on the city promising non-Bengalis acting as armed auxiliaries their lives and property if they surrendered.

East Pakistan officials who sought asylum, in the Intercontinental hotel did so on the written orders of Mr Malik, who directed them to cease their functions and proceed to the neutral zone.

The final battle for Dacca stated as Indian armored and infantry columns battled with Pakistani troops manning the city's outer defenses and Indian artillery pounded military targets from all sides.

All India Radio said that part of the Pakistani garrison at Dacca had surrendered. A spokesman said that a message sent by the Red Cross representative in Dacca reported be Pakistani Army had not agreed to the establishment of a neutral zone at the Intercontinental hotel.

He said that the Indian had done so and given instructions to her armed forces to take every possible measure to respect the safety of people reporters United Nations officials and other foreign Nationals inside it.

Confusion

The spokesman said that the Indian forces were now engaged in battle at the outer ring of Dacca's defenses and were within six miles of its outskirts.

All India Radio said "Utter confusion prevailed in the city with a number of top-ranking military officials surrendering to our troops."

The radio said that nine officers including a brigadier two lieutenant colonel and several majors surrendered to the Indians on the outskirts Dacca.

It said that the brigadier commander of the 93rd Pakistani Infantry Brigadier was the highest ranking officer captured in the war now in its twelfth day.

The New Delhi spokesman said that one Indian column driving from the North east had reached a point six to eight miles from the city's outskirts.

Another spearhead was advancing from the North on the city which India estimated is being defended by between 15000 and 20000 Pakistani troops.

Source: *The Scotsman,* 15 December 1971

১০.৭৮ Guerrillas Wait

So far the strict blackout dusk to dawn curfew, and well manned road blocks have prevented any major guerrilla activities in the urban centers. But in Dacca alone some hundreds are under cover waiting to rise when the Indian Army approaches.

Source: *The Telegraph,* 14 December 1971

Source: *The Times,* 15 December 1971

১০.৭৯ Decision rest with Army chief East Pakistan Governor Resigns

BY ROBERT GRAHAM

Dr. A. M. Malik the Governor of East Pakistan has officially resigned his positions and dissociated himself and his cabinet from President Yahya Khan's regime.

Dr. Malik, his cabinet and 16 of East Pakistan's top civil servants including the Inspector General of Police have now taken refuge in the neutral zone set up by the Red Cross in Dacca's Intercontinental hotel.

The Governor's resignation followed the strafing and bombing of his official residence in Dacca by the Indian troops are in the outskirts of the city and closing in rapidly.

With the Dacca garrison's rejection of India's surrender ultimatum. House to house fighting now seems inevitable.

At the same time Mr. Jagjivan Ram the Indian Defense Minister, has confidently asserted before parliament that Pakistan had failed "almost com-

pletely" to achieve the aim of a pre-emptive attack on India. He also said pointedly that such were Pakistani losses that they could only be made good by large scrate assistance from foreign sources.

Yesterday it was reported that units of the US Seventh Fleet had moved last Friday from positions off Vietnam and that the Chinese were making "certain move" thus the Defense minister scemed in the making it clear that only assistance from Pakistan's powerful allies could prevent a summiting defeat.

Having waited for so long for Indian troops to reach Dacca no one here is prepared in predicts how quickly the East Pakistani capital will fall. But the city's fall could prove quicker than anticipated. To night it was learned that nine senior officers of the Dacca garrison had surrendered after initial fighting. Among these officers was a brigadier. The most senior officer so far to surrender in East Bengal.

A Foreign Ministry spokesman quoted a message sent by the Indian Red Cross in Dacca to its headquarters in Geneva which said: "Lightest East Pakistani Government officials have resigned from their posts and have asked for protection of the Red Cross in the neutral zones" (The Indian and Pakistani Governments have agreed on a neutral Zone round the Intercontinental hotel and round the holy Family hospital, where foreign nationals and civilians can go, in addition to wounded members of the armed forces.)

Interpreting this message, the spokesman said that in his opinion the civil authorities had abdicated in favour of the Government of Bangladesh it is understood that policemen were included among the persons seeking protection. India has agreed to abide by articles 14 and 15 of the Fourth Geneva Convention, which concerus the respect of neutral zones in war areas provided Pakistan does not take advantage of these places for military purpose.

Source: *The Financial Times,* 15 December 1971

১০.৮০ Indians moving into Dacca: Governor resigns
BY OUR FOREIGN STAFF

HOUSE to house fighting for control of Dacca now seems inevitable as Indian troops penetrate into the outskirts of the city. Relief for the 30,000 Pakistani soldiers reported to be inside the city has become impossible owing to the increasing effective Indian air and sea blockade.

With the resignation of East Pakistan's Governor Dr. A. M. Malik and his entire Cabinet, immediate command of Dacca takes to General Niazi who has continually expressed his determination that the Dacca garrison will

fight to the last man.

Nevertheless, India claims that units of the Pakistani force have surrendered, including a brigadier and a number of senior officers.

Indian forces are now known to have captured Tungi north of Dacca, and are advancing south. India's chief of Army staff, General Sam Manekshaw, who has broadest repeated surrender ultimate to Pakistani troops, also claims that the East Pakistan capital is now ringed by India artillery units.

But the Indians have not yet begun to shell Dacca, presumably because they wish to take the city more or less intact to set up the new Bangladesh Government as quickly as possible.

Source: *The Financial Times,* 15 December, 1971

১০.৮১. Two Pronged Thrust Threatens Dacca

Calcutta, Dec 13 (AP)- The Indian Army claimed today the ring around Dacca is being frightened, with troops fighting toward the city in a two pronged attack.

A military spokesman refused to say how close Indian forces had approached the beleaguered East Pakistani capital, but if the arrows on a briefing room map are to be believed they are now within six miles (10 Km) of the city.

The military spokesman. Colonel B. P Bikhye, claimed further disclosures might be helpful to the Pakistanis.

He told a press bricking he could give no information on the activities of an Indian paratroop force believed to be in brigade strength dropped near Dacca on Saturday.

The paratroops were reported yesterday to have repulsed a counterattack in which they killed 23 Pakistanis and captured 12.

One Indian column stabbing toward Dacca from the northeast had captured the town of narsingdi, 25 miles (40 km) away, and is battling its way down a main road toward the lakhya River on the outskirts of the provincial capital.

The river is only about 400 meters wide at this point and is crossed by a ferry.

Source : *The Daily Telegraph*, 15 December 1971

১০.৮২ 1,000 West Pakistani Officers Disarmed

DACCA (UPI)- About 1000 West Pakistani officers were ceremonially disarmed Sunday morning of the golf course of the Dacca military Cantonment.

The officers led by Maj. Gen Rao Farman ali, were drawn up in ranks and told of their rights and privileges as prisoners of war under the Geneva conventions.

Indian Fourth Corps Commander Maj. Gen. S. Singh told them; "I know it is hard, but every game has its ethics and so has warfare".

An Indian officer, who explained their rights as prisoners of war, said "we shall treat you humanely and proved protection. There will be no retaliation. We have no integration of showing disrespect or humiliating anyone. So far we have treated you like gentlemen, and we will continue to do so. You must cooperate and obey orders or we would be forced to take stricter measures."

He told them they would by organize into different Power camps according to their brand of service, army air force, navy and militia.

They had arrived for the ceremony without their weapons and the proceedings had to be delayed so they could retune to their quarters to buckle them on in order to take them of again.

An estimated 23,000 other ranks of the West Pakistan army concentrated at the cantonment started stacking the rifles and ammunition earlier Sunday, in preparation for turning them in to a central depot.

Sunday morning about 4 and Indian military authorities Moved East Pakistan government AM Malik his cabinet and other West Pakistani from International Red Cross neutered Zone to a military camp.

Source: *The Sunday Times,* 15 December 1971

১০.৮৩ NIAZI GIVEN A FEW HOURS TO SURRENDER
From Special Correspondent

New Delhi, December. 15. Lt. Gen. Niazi, Commander-in-Chief of the West Pakistan occupation forces in Bangladesh, has requested India for a cease-fire. General Manekshaw, Chief of the Indian Army Staff, has again called for a surrender of the occupation army and given Lt. Gen. Niazi time till 9 a.m. tomorrow to accept the surrender call.

As a token of his good faith, General Manekshaw has informed Lt. Gen. Niazi that India suspended air action against his forces, with effect from 5 p.m., today till 9 a.m. tomorrow. Operations by Indian land forces and the Muktibahini will however, not be suspended.

Lt. Gen. Niazi's request for a cease-fire in Bangladesh was conveyed in a message to General Manekshaw through the courtesy of the US Embassy at New Delhi at 12-30 p.m. The message was witnessed by Maj. Gen. Farman Ali, military abviser to the Governor under the military regime. General Manekshaw's reply was also routed through the US Embassy.

The Indian spokesman, who disclosed this evening that messages had passed between Lt. Gen. Niazi and General Manekshaw, would not say what the former's message said. But General Manekshaw's reply, the full text of which was released, gave an indication of part of the contents of the West Pakistani Army officer's message.

Gen. Manekshaw told Gen. Niazi: "I have received your communication regarding cease-fire in Bangladesh at 14-30 hrs. today through the American Embassy in New Delhi.

I have previously informed Gen. Farman Ali in two messages that I would guarantee (A) safety of all your military and paramilitary forces who surrender to me in Bangladesh;

"(B) Complete protection to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistani origin, no matter who they may be. Since you have indicated your desire to stop fighting I expect you to issue orders to forces under your command in Bangladesh to cease righting immediately and surrender to my advancing forces wherever they are located.

"I give you my solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to and I will abide by the provisions of the Geneva Conventions. Further, as you have many wounded, I shall ensure that they are well cared for and your dead given proper burial. No one need have any fear for their safety, no matter where they come from. Nor shall there be any reprisal by forces operating under my command.

"Immediately I receive a positive response I shall direct General Aurora, Command of Indian and Bangladesh forces in the Eastern theatre to refrain from all air and ground action against your forces. As the token of my good faith I have ordered that no air action shall take place over Dacca from 17.00 hours today.

I assure you I have no desire to inflict unnecessary casualties on your troops as I abhor loss of human lives. Should, however, you not comply with what I have stated you will leave me with no other alternative but to resume my offensive with the utmost vigour at 09.00 hrs on the morning (1ST) of December 16."

"In order to be able to discuss, and finalise matters quickly I have arranged for a radio link on listening watch from 17.00 hours 1ST today (December 15). Frequency will be 66.05 Kh by day and 32.16 Kh by night.

"The call signs will be Cal-Bac. I would suggest to you to instruct your signallers to restore microwave communications immediately. Message ends."

The Voice of America, quoting a report from Dacca, said late tonight

that Pakistan President Yahya Khan in a message to Gen. Niazi had advised him "to stop fighting, if necessary."

An official spokesman in Rawalpindi, however, denied that any negotiations were in progress between the Pakistani military command in Dacca and the Indian authorities, BBC reported tonight.

Source: *The Hindustan Standard,* 16 December 1971

১০.৮৪ 'নিরাপদ এলাকা' ও খালি বাড়িতে পাক সৈন্যের ঘাঁটি ঢাকার ভিতরে ভিতরে ভারতীয় কামান গোলা দাগছে

ভারতীয় পদাতিক সৈন্যরা ঢাকার দুই কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়েছেন। শহরের মহল্লা মহল্লা তাঁরা বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর কামান দেগে চলেছেন। ওদিকে মিত্রবাহিনী চট্টগ্রাম থেকে আছেন মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

মেঘনার দক্ষিণ তীরে দাউদকান্দি থেকে যে-সব পদাতিক বাহিনী আসছিলেন, তাঁরা পথের সমস্ত নদীর বাধাই অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন। এখন চতুর্দিক থেকেই পদাতিক সৈন্যরা নগরীকে নাগপাশের মতো এঁটে ধরেছেন।

বুধবার কলকাতার একজন সামরিক মুখপাত্র আরও জানান, পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর মরটারের গোলার জবাব দিচ্ছে।

খবর পাওয়া গিয়েছে, ঢাকার যে-সব অসামরিক লোকজন বাড়িঘর ফেলে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, শত্রু সৈন্যরা তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে ঢুকে ঘাঁটি গেড়েছে।

একজন বিদেশি সংবাদদাতার প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন, 'আমাদের সেনাবাহিনী এসব বাড়িকে সামরিক লক্ষ্য বলে গণ্য করছেন।

নয়াদিল্লীতে জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেছেন, ঢাকায় দখলদার বাহিনী আত্মরক্ষার এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছে। পাক জঙ্গীশাহী তাদের সেনাদের ঢাকার নিরপেক্ষ অঞ্চল ও অসামরিক এলাকায় জড়ো করেছে। খান সেনাদের সদর দফতর হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিমানবাহিনীর সদর দফতর করা হয়েছে ঢাকার ইনটারকনটিনেন্টাল হোটেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসব স্থানগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জ-কর্মী এবং রেডক্রসের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে।

আমাদের বিমানবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া এক নির্ভরযোগ্য সংবাদে জানা যায়, খান সেনারা ঢাকার উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি ব্যাংকারের উপরে অসামরিক লোকদের আটক করে রেখেছে। এর উদ্দেশ্য, ভারতীয় আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা।

কলকাতার সামরিক মুখপাত্র বলেন, দলে দলে ছত্রী সৈন্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঢাকার ১৮ কিলোমিটার দূরবর্তী জয়দেবপুরের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছেন। অন্য দিকে নরসিংদির উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর আর একটি দলও দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে আগুয়ান।

মুখপাত্র ঢাকার কাছাকাছি ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান-স্থলের বিস্তৃত বিবরণ দিতে অস্বীকার করেন।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা,* ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৮৫ পাকিস্তান হার মানল, নিয়াজির বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ

বাংলাদেশে দখলদার পাক ফৌজ বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণ করেছে। এবং আত্মসমর্পণ করছে বিনাশর্তে। ওই ফৌজের সর্বাধিনায়ক লে: জে: নিয়াজি আত্মসমর্পণের শর্তাদি নিয়ে আলোচনার জন্য ইস্টার্ন কমাণ্ডের অধ্যক্ষ মে: জে: জেকবকে ঢাকায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জে: জেকব তদনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালেই হেলিকপ্টারে ঢাকা রওয়ানা হয়ে যান।

এই সম্পর্কে নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে: জেনারেল মানেকশ আত্মসমর্পণের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, আজ সকালে লে: জে: নিয়াজি তাতে সাড়া দেন। ঢাকা থেকে মাইক্রোওয়েভ মারফত তিনি আত্মসমর্পণে রাজি হওয়ার কথা জানান।

জেনারেল মানেকশ আত্মসমর্পণের সময়-সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা। কিন্তু তখন পর্যন্ত জে: নিয়াজির কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় ভারতীয় বিমান বহর ঢাকার সামরিক লক্ষ্য বস্তুগুলির উপর বোমাবর্ষণ এবং সৈন্যবাহিনী পুনরায় ঢাকার সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। এর কিছু পরেই পাওয়া যায় আত্মসমর্পণের খবর।

জেনারেল নিয়াজির কাছ থেকে সর্বশেষ যে বার্তা পাওয়া গিয়েছে তাতে তিনি আরও ছয় ঘণ্টা বোমাবর্ষণ বন্ধের জন্য আরজি জানিয়েছেন। সেই আরজিতে সায় দিয়ে বেলা তিনটা পর্যন্ত বোমাবর্ষণ মুলতবি রাখা হয়েছে।

সকাল পর্যন্ত চুপচাপ

জেনারেল মানেকশ আত্মসমর্পণের সময়-সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা। কিন্তু জেনারেল নিয়াজি তখন পর্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য করেননি। ফলে ভারতীয় ফৌজ নয়টার পর ফের গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে। সঙ্গে জেট বিমান থেকে বোমাবর্ষণ। পাক সেনাপতির তখন চৈতন্যোদয় হয়। আত্মসমর্পণে তিনি আলোচনার জন্য জেনারেল জেকবকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান।

সূত্র: *দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা,* ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৮৬ INDIA REPLIES TO DACCA CEASE-FIRE INQUIRY WITH MORNING DEADLINE FOR ARMY'S SURRENDER

From herry Stanhope, Defence Correspondent

Calcutta, Dec. 15. India has given the Pakistani Army in the east until 9 a.m. tomorrow to stop fighting after a dramatic inquiry about a cease-fire from Lieutenant General A A K Niazi, the army's commander in chief, in Dacca tonight.

A pause was immediately ordered in the intense Indian bombing of Dacca while the Pakistan Command considers proposals made to it by General Sam Manekshaw Chief of Staff of Indian Army.

however, the elation that greeted the news when it broke here just

after 6 p.m. was slightly damped when the full meaning of General Niazi's inquiry became known. He is asking, in fact, for a chance to withdraw his soldiers to safe areas from which they could be repatriated to West Pakistan and he has not talked yet in terms of a total surrender.

Informed observers here tonight are wondering whether General Niazi, who promised previously that his men would "fight to the last", is playing for time or is opening the bargaining in a night-long diplomatic give and take.

General Manekshaw's reply to the inquiry from Dacca said; "Since you have indicated your desire to stop fighting I expect you to issue orders to all forces under your command; Bangladesh to ceasefiring immediately and surrender to advancing forces wherever they are located."

"I am giving you my solemn assurance that the personnel surrender shall be treated with the dignity and respect soldiers are entitled to and we will abide by the provisions of Geneva Convention."

"Further, as you have many wounded I shall ensure that they are well cared for and your dead properly buried. No one need have any fear for their safety, no matter where they come from, nor shall there be any reprisals by the forces operating under my command."

If a positive response was received, he added, he would direct General Jagjit Singh Aurora, Commander-in-Chief, Eastern Command, to halt air and ground action in East Pakistan. But if there were no such response he would be left with no alternative but to continue his offensive with the utmost vigour.

A radio link was being kept open tonight so that communications could be continued before the deadline expires tomorrow.

A later message said that General Niazi had been persuaded to make his tentative inquiry about a ceasefire by United Nations officials in Dacca, after the general had been found earlier today to be almost at breaking point.

His message was countersigned by Major-General Farman Ali Khan, military adviser to the Governor of East Pakistan, whose own peace initiative to U Thant, the United Nations Secretary- General was countermanded by President Yahya Khan several days ago.

News of the latest initiative reached here just after it had been announced that Indian soldiers had crossed all the waterways separating them from Dacca, including the Lakhya on the city's eastern outskirts, and were now mortaring the capital from only a mile or so outside.

From the reports coming through it was clear that the fight for Dacca has entered its final stage, with Indian infantry closing in from the north, south, east and west. There are reports that at least one Pakistan position has been captured.

Troops who had been consolidating their position in the south at Daudkandi began moving northwards to strike at the soft underbelly of Dacca, where there are large residential areas. In the north a column was said to be making for the new town area at Tungi.

The force which had pursued the fleeing Pakistanis from Kushtia as far as the Madhumati today succeeded in crossing the river at Magura and were said to be advancing towards Faridpur, and later Dacca, from the west.

In Dacca itself the earlier news today had been that the Pakistan Army had moved into the civilian areas, positioning the headquarters of its Eastern Command at Dacca University and the divisional headquarters in a tuberculosis hospital.

In Delhi an official spokesman said that the Pakistanis had a military observation post at the top of the Intercontinental hotel as well as using the hospital and university. These were places which had been declared safe zones for United Nations and Red Cross officials.

Apart from Dacca, there are five important centres still held by the Pakistanis-Chittagong, Khulna, Rangpur, Dinajpur and Rajshahi. A number of Pakistani soldiers are also taking refuge in Faridpur but are expected to be captured without too much difficulty by the column moving east from the Madhumati.

Chittagong harbour was said to be on fire tonight and out of action after attacks by Indian aircraft and warships.

Even at Khulna, where the Pakistan Army was still resisting strongly for the fifth day, the Indian forces have broken out on the flanks and have captured the suburb of Sirimani.

Therefore, despite the diplomatic pressures on Delhi and the natural anxiety of any country to seize the chance of a ceasefire. India was in a very superior position as General Niazi, who made his first approach through the United States Embassy, tonight considered his decision.

Nor are the Indian people likely to demand peace at any price to end a war which, apart from the inconvenience of the blackout, has affected them very little. There are no signs of austerity in Calcutta, only a few miles from the Indo-Pakistan border, and there is even less feeling of danger.

The Pakistan Army has already surrendered without a great deal of fighting in many places in East Pakistan and there have been relatively few signs of the "fight to the bitter end" struggle that Indians had been expecting.

Whatever General Niazi's reply tomorrow, the inquiry today must hasten the end of hostilities? It must have dented the low Pakistani morale still further and made the position of the soldiers seem even more unrealistic.

Source: *The Times,* 16 December 1971

১০.৮৭ ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়

ঢাকা মুক্ত। ঢাকা এখন আমাদের। জয় বাংলা। স্বাধীনতার এই পবিত্র ঊষালগ্নে সাড়ে সাত কোটি মানুষের পরম প্রত্যাশা পূরণের ভাবাবেগে অধীর হয়ে নয়, শান্ত সমাহিত ও সৌম্য হৃদয়ে স্মরণ করি অসংখ্য বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারাকে। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 'রাত্রির তমসা শেষে আসিবে না দিন?' এই প্রশ্নের জবাব এসেছে মহানগরী ঢাকার স্বাধীনতার রক্তরাঙা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। আমরা আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসীর অকুতোভয় মৈত্রী এবং তাদের জগৎ বরেণ্য নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতের বীর সৈনিকরাও রক্ত দিয়েছেন, আত্মদান করেছেন, এবং রক্তঋণের অচ্ছেদ্য রাখীতে সারা বাংলাদেশকে বেঁধে ফেলেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের এই মৈত্রী সুদৃঢ় হোক। স্বাধীন বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১০.৮৮. ঢাকা আমাদের
মহানগরীর সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা: বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোক ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত

আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। অগ্রসরমান মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় জোয়ানদের সম্মিলিত অভিযানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মুক্ত হয়েছে এবং সকল সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। মুজিব নগর থেকে শীঘ্রই স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাবেদার গভর্ণর মালেকের পদত্যাগের পর খান সেনারা নিজেরাই যুদ্ধবিরতির আরজি জানায়।

আজ বাংলাদেশের বীর মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় জওয়ানগণ পাকিস্তানি ও হানাদারদের পশ্চাৎধাবন করে মহানগরী ঢাকার প্রবেশ করলে বিরান ও ধ্বংসস্তূপ নগরী আবার সজীব হয়ে ওঠে এবং জয় বাংলা ও বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোক, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী স্থায়ী হোক ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। খান সেনারা এবং তাদের তাবেদারেরা সদলে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণের পর তারা জেনারেল মানেকশ'র কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব জানালে ভারতের সেনাপতি তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

ঢাকা শহর মুক্ত হওয়ার খবরে অশ্রুসজল কণ্ঠে আমাদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এক বাণীতে বলেছেন, আমাদের বিজয় লাভ সম্পূর্ণ হল। এখন আমাদের সামনে আরো কঠিন কাজ বাকী। তা হল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা জাতির পুনর্বাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবতার একটি অকৃত্রিম বন্ধু জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। আমরা দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে জয়ী হয়েছি। কিন্তু এখন জাতির পিতাকে মুক্ত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

সূত্র: *সাপ্তাহিক জয় বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৮৯ INDIA SUSPENDS DACCA BOMBING AFTER APPEAL FROM DEFENDERS, BUT CALLS FOR FULL SURRENDER U.S. RELAYS PLEA

Pakistanis Terms for Cease-Fire Appear to Be Rejected

NEW DELHI, India, Dec-15- Indian officials said tonight that the commander of Pakistani forces in the besieged city of Dacca had asked for a cease-fire, but that India had demanded a complete surrender of the enemy army in East Pakistan.

With or without a surrender, the fall of Dacca seemed near.

The Indian Army Chief of Staff, Gen S.h.F.J Manekshaw, said he had received a message regarding a cease-fire through American diplomatic channels from Lieut. Gen. A.A K. Niazi who commades Pakistani forces in East Pakistan, at 2.30 P.M.

Diplomatic confirmed that general Niazi had given a message to be relayed by the United States consulate in Dacca to the American Embassy in New Delhi.

Strong Warning Given

Genral Manekshaw ordered a suspension of Indian air strikes in the Dacca area from 5 PM today untill 9 AM tomorrow (7.30 AM Wednesday to 10.30 PM Wednesday, New York time) but he warned that unless the Pakistanis surrenered by then he would resume my offensive with almost vigor."

The Karachi the national news agency said the situation in East Pakistan had become very critical Reuters reported, but a military spokesman insisted that the Pakistanis were still winning the war.

Indian officials refused to make public the text of General Niazi's message or to summaries it General Niazi was believed to have pro condition that India found unacceptable possibility that he be permitted to evacuate his forces from the East rather than surrender then to the Indians.

Drive on City Continues

Meanwhile an Indian spokesman said the Indian troops were "new much closer" to Dacca than yesterday, when Indian reported some of her men with six to eight miles of the city's outskirts.

He said Indian force be crossed the Lakhya River, a barrier northeast of Dacca and that another Indian column moving south from the town of Tungi had "also made progress". "From all direction the ring is tightening" the spokesman said.

Indian officials said the message that General Niazi sent to General

Manekshaw had been "Witnessed" by Maj. Gen. Rao. Forman Ali, the military adviser to the Governor of East Pakistan.

General Manekshaw's reply, also sent through American diplomatic channels, said: "I have received your communication regarding a cease-fire in Bangladesh at 14:30 hours today through the American Embassy in New Delhi".

The Indian Army Chief reiterated his previous asurances made in radio broadcasts, that he would guarantee the safety of all military and paramilitary personnel who surrender and that he would also protect West Pakistanis and other non Bengalis from any reprisals.

"Since you have indicated your desire to stop fighting, I expect you to issue orders all forces under your command in Bangladesh to cease fighting immediately and surrender to my advancing forces wherever they are located. General Manekshaw's message added.

General Manekshaw said that "as a token of my good faith" he had ordered air caution over Dacca suspended from 5 P.M onward.

"Should, however, you not comply with what I have stated you will leave me with no other alternative but to resume my offensive with utmost vigor 09:00 hours on 16 December he said.

General Manekshaw asked the Pakistani commander to answer him by radio and gave frequencies on which Indian radio operators would be listening for a reply.

Assurance offered

"I assure you that I have not desire to inflict unnecessary casualities on your troops as abhor loss of human lives" the Indian general's message said.

Indian intelligence officers estimate the number of Pakistani troops defending Dacca at 15000 to 20000 men. When war began on Dec, 3, Pakistan had about 70,000 men in the east but some have surrendered and other are cut off and isolated in various pockets of resistance away from Dacca.

There were several hints that Pakistani resistance in the East was wavering. The Pakistani radio announced that president Agha Mohammad Yahya Khan, who has remained in the west, would broadcast to the nation. at 7:15 P.M. tomorrow night.

A Reuters dispatch from Dacca quoted a diplomat as having said that General Niazi hoped to arrange a cease-fire that would allow him to repatriate or evacuate his forces under arms and as an organized force under Pakistani commad, from East Pakistan to the west.

Full Surrender Sought

India would not agree to such a plan informed Indian source indicated, but would insist on simple surrender with repatriation to follow a final peace settlement with West Pakistan.

India's unwillingness to disclose the contents of General Niazi's message seened in indicates that it contained unsatisfactory conditions.

If he had offered to surrender, India would probaly have simply accepted. This had clearly not happened.

Politically conscidous India and Indian newsmen were in a state of excitement and indignation over reports that the United States aircraft carrier enterprise and its task force was approaching this area.

Source: *The New York Times,* 16 December 1971

১০.৯০ Mortar Fire blasts Surrounded Dacca

Calcutta, Dec 15 (AP)- Indian troops mortared Dacca from less than two miles away today but there were signs that stubborn Pakistani forces where preparing a last ditch, street-by street fight through the city, an Indian military spokesman said.

"Dacca is surrounded. The battle is in its final stages", The spokesman told newsmen.

He said leading elements of Indian columns, advancing from the northwest. North and south, had opened up with mortars on the East Pakistani capital from 3000 to 6000 yards.

Quoting intelligence sources, the spokesman said Pakistani soldiers were occupying civilian buildings in Dacca and civilians were being evacuated from those areas.

Asked whether this meant that the Pakistanis were preparing a bitter yard by yard resistance, he said: "That depends on whether when the ring is around Dacca, the troops can withstand our pressure. It's a possibility."

Indian military commanders have a declared policy of not bombing civilian areas, but the Eastern command spokesman told newsmen, referring to the sections where Pakistani troops are reported digging in:

"We will bomb these areas" he said Indian units and groups of the Mukti Bahini, the guerilla army of the Bangladesh independence movement, " are in position to attack close to Dacca from all sides."

Other Indian forces were reported moving toward Dacca behind the leading columns.

The spokesman said waterways east of the city, including the Daudkhandi River and a branch of the Brahmaputra River, had been crossed and no further waterways remained between Indian forces and Dacca.

Elsewhere in East Pakistan, A "Stiff fight" was reported for the fifth day at Khulna, an inlad port 90 miles south was of Dacca.

.... The Indian Government put a news blackout today on its forces closing in on Dacca, but Indian ground forces were reported within four miles (6Km) of Chittagong, East Pakistan's largest port.

Source: *The Japanese Times,* 16 December 1971

১০.৯১. SURRENDER DEADLINE

From DONALD WISE in Dacca and JOhN PILGER in Calcutta

THE war in East Pakistan may Seen be over.

General "Tiger" Niazi, the Dacca commander, asked yesterday for a ceasefire and the Indians gave his sixteen hours to surrender. The Indian Chief of Staff, General Manekshaw, ordered that all air action over Dacca should stop until the deadline.

He said in a message to General Niazi which was broadcast every half hour on all India Radio " I have received your request for a ceasefire."

"I give you until 0906 hours (3:30 a.m GMT today) to surrender.

"Should you not comply, you will leave me with no other alternative but to resume my offensive with the utmost vigour."

The ceasefire proposal by General Niazi who has repeatedly boasted that he would fight to the death was made to the Indian Government through the United States Embassy in New Delhi.

General Niazi has not offered to surrender.

he does not want to give up his weapons. He hopes to be allowed to withdraw his men to certain areas agreeable to the Indians. Then he wants them to be repatriated to West Pakistan.

Source: *The Daily Telegraph.* 16 December1971

১০.৯২. Dacca talks on terms for ceasefire in East

Dacca Dec 15 (Pooled dispatch)

Talks of a ceasefire which Would in effect by a surrender began here today amid continued Indian bombing of the university area of the East Pakistan military cantonment.

A cable authorities the Pakistan Army here to "take necessary measures to stop the fighting" was reported to have been sent at 4 pm yesterday by President Yahya Khan to General A. A. K Niazi the Pakistan commander here.

The Pakistani are setting to negotiate separate terms the east so as to be able to continue fighting in the west.

There are possible diplomatic difficult on whether the Pakistan Army would be disarmed and over such details as repatriation.

Working our the details was complicated by the fact that only India is a contact with the Bangladesh, But India and Pakistan do not appear to be far sport in terms of stopping East Pakistan fighting.

Mr. Tajuddin Ahmed, acting Prime Minister of Bangladesh, is said to have agreed to terms, including repatriating the Pakistan army and the protection of non Bengalis. But it was said that the Bangladesh acting President, Mr. Syed Nazrul Islam, was near jessore and could not be reached, so the Bangladesh position is not clear.

Major General Faman Ali Khan advisor to the East Pakistan Governor, stopped at the hotel Intercontinental, now a Red cross sanctuary, at 9 am denying reports he was under house arrest.

He then returned at 11.30 am for a 45-minute, meeting with the Governor, Mr. A. M. Malik and the United Nation. The Red Cross representative said he would return and the Governor was reported to have sent to his office for papers to draw up terms.

General Niazi Now said there was no road block to stop the fighting. He had previously said he would fight the death.

Sounds of artillery grew louder last night round Dacca. But the curfew was lifted today from 9.30 am to 12.30 pm. Some rickshaws, cars and people were out in the street and air raids aimed mostly for the University area where Pakistani troops are bunkered.

The Indian Army chief of staff, General Sam Manekshaw, is said to have sent three radio messages to General Niazi his longtime friends asking him to cease resistance.

Indian leaflet drops are carry loging the same message from General Manekshaw, adding that "farther resistance is senseless and complete protection will be given to all those who surrender.

One leaflet ends, "For the sake of your own men I hope you will not compel me to reduce your garrison with the use of force.

The Pakistan Army is said to have been rounding up Bengalis intellectuals and leaders during the past three nights as hostages as the hoped sanctuary candidness filling up with women and children.

Source: *The Times,* 16 December 1971

১০.৯৩. General 'Tiger refuses terms for surrender

BY CLARE HOLLINGSWORTh IN A pooled dispatch from Dacca

GENERAL "TIGER" NIAZI, the Pakistan commander in Dacca, who has repeatedly boasted that he will fight to the death, has now agreed in principle to a ceasefire.

The snag is that his idea of "surrender" is not the same as the terms by Gen. Sam Manekshaw, Mrs. Gandhi's commander. General Niaz does not want to give up his weapons.

He hopes to be allowed not no much of surrender as to withdraw his men to certain areas agreeable to Gen. Makeshaw from where they can all be repatriated to West Pakistan.

This would leave Bangladesh East Pakistan in the hands of the Mukit Bahini guerrillas, be as India wants.

As Gen. Niaz dithered he was being processed by diplomats and United Nation officials to be more relicide. For the sky was full of Indian fighter-bombers blasting at targets in the city where it was thought he might have moved his headquarters.

Wanted to fight

One diplomatic who spoke to him this morning said he was near breaking-point.

Gen. Niazi is the one general who would really like to fight on but, extremely reluctantly, he/his has had to accept instructions from boos President Yahya Khan to negotiate.

Barely a cricket pitch away from where Indian jets think his headquarters are near Dacca recourse the ex-members of East Pakistan's civilian Government are cowering on the second floor of the Red Cross protected Intercontinental hotel.

The rocket blasts are now so close they are ratting the curry dishes.

Source: *The Daily Telegraph,* 16 December 1971

১০.৯৪. JOY AND MARIGOLDS

By James P. Sterra

Dacca Pakistan, December 16. Shouting "Joy Bangla!" and waying the Bangladesh flag, Indian troops in trucks and buses poured into the Pakistani military camp north of town today just after the Pakistanis had accepted an ultimatum to surrender.

Indian soldiers with marigolds in their gun barrels passed armed Pakistani soldiers in great traffic jams within the camp. Pakistani officers saluted Indian officers. Officers of both armies, many of whom attended the same schools under the British, shook hands and asked about mutual friends,

In Dacca itself, there were spontaneous eruptions of Joy and celebration in the streets. Bengalis kissd Indian Punjabi soldiers, tossing flowers at them and at the rebels who accompanied them. Most of the soldiers looked exhausted and Bleak-eyed.

Pictures of Sheikh Mujibur Rahman, who was the Awami League leader until he was imprisoned in West Pakistan in March, were hoisted above cars. Bengalis surrounded them, shouting "Joi Bangla" (victory for Bengla) and "Sheikh Mujib."

One rebel leader, trying to stop Bengali mobs from seeking revenge on West Pakistanis and Bihari Moslems who co-operated with the Pakistani Army, reportedly said: "Now they are our prisoners, but unlike them, we must be civilized."

Ten minutes before the time limit given by Indian Commander to the Pakistani army here to surrender to prevent the destruction of city, word was flashed through United Nations radio channels that the Pakistan second in command, Maj Gen, Rao Farman Ali, had accepted the ultimatum.

United Nations official, who feared that the city would be destroyed drove to the military cantonment just north of town and found commanders there unable to get word to the Indians of their decision. Word was immediately relayed through walkie-talkie to United Nations headquarters here for urgent transmission. Minutes later, the first Indian Army officers arrived to announce the surrender decision through their channels.

The surreder arrangements were first discussed at talks held in the cantonment in the afternoon. But two Indian Generals had arrived there earlier, Maj-Gen. Gandharv Naagra and Brig-Gen. Hardev S. Kler, who led the assault from the north on the city.

At 3 p.m the Indian officers said the cease-fire would become permanent, but there was sporadic shooting in the city. Some artillery shells fell on the Pakistan fortifications in the early morning after their commander had accepted the surrender ultimatum. Maj-Gen. J.F.R. jacob, Chief of Staff of India's Eastern Command, sent a message expressing regret that some of his units had not received the cease fire orders' according to Brig. Gen. Baquir Siddiqui, Chief of Staff for the Pakistani Eastern Command.

General praised the Pakistani army, saying, "They fought well, but they didn't hold out to the last man- that's good"

Source: *The New York Times,* 17 December 1971

১০.৯৫ নিয়াজির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ
বৃহস্পতিবার ঢাকায় দলিল স্বাক্ষর

নয়াদিল্লী, ১৬ ডিসেম্বর (ইউ এন আই) পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী আজ বিনাশর্তে মুক্তিবাহিনীর সহযোগী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করায় গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পূর্ণ মুক্তি লাভ করলো। আত্মসমর্পণের নথিপত্র স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশে পাকবাহিনী প্রধান লে: জে: নিয়াজি এবং ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ণ কমাণ্ডের জি ও সি ইন সি লে: জে: জগজিৎ সিং আরোরা। লে: জে: আরোরা এই উদ্দেশ্যে আজ

দুপুরে বিমানযোগে বাংলাদেশের রাজধানীতে গিয়েছিলেন। বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে এই নথি স্বাক্ষরিত হয়।

পাক দখলদার বাহিনীরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের কথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোক সভায় ঘোষণা করেন এবং রাজ্যসভায় এই কথা ঘোষণা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম। বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় উভয় কক্ষে একই সঙ্গে এই ঘোষণা করা হয়।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় কক্ষ উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়-সূচীর বাইরেও তাঁরা অধিবেশন চালিয়ে যান।

আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা করেন ইস্টার্ন কমাণ্ডের চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জেকব। আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ'র চরমপত্র অনুযায়ী আজ সকাল ন'টার পরেই জেনারেল নিয়াজি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের কথা জানান।

সকাল ন'টার দশ মিনিট পূর্বে জেনারেল নিয়াজির বার্তা এসে পৌঁছায়।

আত্মসমর্পণের শর্ত

পাকিস্তানি বাহিনীর লেঃ জেঃ নিয়াজি ভারতীয় বাহিনীর লে. জে. আরোরার কাছে প্রদত্ত যে আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর করেন তাতে আছে, এতদ্বারা পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর জি ও সি লে. জেনারেল আরোরার কাছে পাকবাহিনীর ইস্টার্ণ কমাণ্ড বাংলাদেশস্থিত সমস্ত পাকিস্তানি সশস্ত্র সৈন্যের আত্মসমর্পণের কথা স্বীকার করছে। আত্মসমর্পণ যারা করেছে তাদের মধ্যে আছে পাকিস্তানি স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীসহ প্যারামিলিটারী বাহিনী ও অসামরিক সশস্ত্রবাহিনীর সমস্ত সৈনিক।

'এই সমস্ত বাহিনীর সৈনিকেরা যে যেখানে আছে সেখানকার লে. জে. স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানি ইস্টার্ণ কমান্ড লে. জে. আরোরার অধীন হয়ে যাবে।

এই আদেশ যে অবজ্ঞা করবে তাকে আত্মসমর্পণ শর্তের পরিপন্থি বলে মনে করা হবে এবং যুদ্ধের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আত্মসমর্পণ শর্তাবলী সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দিলে লে. জে. আরোরা সে বিষয়ে যে ব্যাখ্যা করবেন তাকেই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হবে।'

লে. জে. আরোরা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যেসব সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জেনেভা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্মান ও মর্যাদাযুক্ত ব্যবহার করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

সূত্রঃ *দৈনিক যুগান্তর* , ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৯৬ EAST PAKISTAN SURRENDERS INDIA hAILS FREE BANGLADESH

David Loshak

All Pakistan's forces on the Eastern front surrendered unconditionally to India yesterday. In return the Delhi Government offered a total ceasefire to include the Western front as well, but Pakistan's President Yahya Khan said the "holy war" would go on.,

Pakistan's Gen. "Tiger" Niazi, pledged to "fight to the last man" in Dacca, surrendered only 10 minutes before the Indian ultimatum expired. He dropped previously-made evacuation conditions.

Gen. Niazi stripped off an epaulette marking his rank and handed his revolver to Lt.-Gen. J.S. Aurora, India's commander in the East. The surrender documents were "in the highest terms of gallantry and chivalry," it was claimed in Delhi.

While Bengalis were giving the victorious Indians a rapturous welcome, Mrs Gandhi, Indian Prime Minister, in announcing her ceasefire offer, said Dacca was now the "free capital of a free country." India rejoiced in the triumph of Bangladesh.

Mrs Gandhi told a cheering Parliament that India had no territorial ambitions, and further conflict would be pointless. A defence spokesman pointed out that the surrender was a military, occasion, not a political negotiation, but the Bangladesh Government would take over today.

TOTAL CEASEFIRE OFFER 'DIGNITY' FOR PRISONER

India offered Pakistan a total ceasefire last night following surrender earlier in the day of all Pakistan's forces in Bangladesh.

After an emergency Cabinet meeting, India declared that, with Bangladesh now free and as India had no territorial ambitions, further conflict would be "pointless."

The offer was in response to a defiant broadcast by President Yahya Khan in which he declared that Pakistan would continue to fight until the last Indian was expelled from his territory.

This opened the prospect of a major confrontation along India's border with West Pakistan where the opposing armies are massed in strength.

Jubilant scenes

President Yahya's broadcast came as a disappointment, no less bitter for being expected, in New Delhi, where there had been jubilant scenes earlier in the day following the news of Pakistan's humiliation in Bangladesh.

In addition to disappointment, there was deepening anxiety with the announcement that China, Pakistan's closest ally had accused India of a border violation along the frontier with the himalayan state of Sikkim, an Indian protectorate.

China said that seven armed men made an incursion last Friday.

The Chinese accusation, carefully timed, was obviously meant as a threat. It must be treated seriously and it could herald a Chinese attack on India perhaps in Kashmir, to weaken India's position on her Western front with Pakistan.

Despite this, Western observers consider it may be no more than a

gesture of Chinese backing for President Yahya. China made similar "noises" during the 1965 Indo-Pakistan war without taking further action.

On yesterday's showing President Yahya could certainly do even with this amount of moral support.

In his 20-minute broadcast he acknowledged that the Pakistan Army in the East had been "overwhelmed," but he made no specific mention of the actual surrender four hours earlier.

Population in ignorance

Of this, Pakistan's reduced population of 60 million people remain in almost total ignorance.

President Yahya, speaking in Urdu in cleverly-slurred tones and with long and frequent pauses, referred only to a "temporary retreat on one front." This did not mean the end of the war, he said.

The "holy war" against India would go on. It would continue until the enemy was thrown out. His message to his forces in the East was "have patience we will fight."

As he urged them forward, President Yahya's forces in the East, estimated to total 55,000, had in fact become Indian prisoners of war.

Surrender signed

The instruments of surrender were signed in Dacca during the afternoon, after brief negotiations between the Pakistan military commander and administrative chief in the area, Lt. Gen. A.A.K. Niazi, and the chief of Indian's Eastern Command Gen. J.S. Aurora.

Late on Wednesday, Gen. Niazi offered a ceasefire on condition that his forces be allowed to "re-group," clearly with a view to evacuation back to West Pakistan.

But yesterday, only 10 minutes before the expiring of an Indian deadline, he agreed to a complete surrender, without conditions.

Two days ago, he promised: "A fight to the last man."

India agreed to Gen. Niazi's request yesterday to extend its bombing halt by six hours, to enable a surrender agreement to be reached. The general said his chief concern was to prevent bloodshed.

Shortly before midday, Major- Gen. J.F.R. Jacob, India's Chief of Staff, Eastern Command, went to Dacca by helicopter after receiving a radio message from Gen. Niazi's headquarters.

Earlier, an Indian battalion had entered the city meeting almost no resistance and accepted the surrender of Major-Gen. Mohammed Jamshed, commander of 36 Divn.

Guerrillas go in

In the afternoon, four battalions, two belonging to the Mukti Fouj

guerrilla force of Bangladesh, also entered Dacca. There was no fighting and another Pakistan divisional commander, Maj. Gen. Ansari, surrendered.

Gen. Aurora joined Gen. Jacob and the surrender documents were signed. "They were all in the highest terms of gallantry and chivalry," said a spokesman in New Delhi.

The surrender instrument stipulated that the Pakistan surrender included all dan, sea and air forces, all para-military forces and all civil armed forces.

India gave a "solemn assurance that all Pakistan personnel would be treated with dignity and would go guaranteed their safety from Bangladesh reprisals."

A spokesman said they would be kept "wherever it is congenial for them." This may prove a major logistic problem for India, especially as the guarantee also covers people of West Pakistan origin estimated to number about 100,000.

The surrender was not in any way a political negotiation, but was solely at the military level.

The Bangladesh Government will take over in Dacca today.

Last night senior Bangladesh officials, including the heads of its administrative police and health services flew in to take over the threads of civil government.

Diplomatic representatives in Dacca, including those at the British high Commission, will not be accredited to the new Government until it is recognised *de jure* by their own Governments, but their presence will be regarded as recognition *de facto.*

The first announcement by the Bangladesh Government after the Pakistan surrender was a statement that its territorial waters extended 12 miles from the coast.

This is significant in view of the presence of the American Seventh Fleet in the Bay of Bengal and fears that there are American plans to establish "a beachhead."

News of the surrender was given to the Indian Parliament by the Prime Minister, Mrs Gandhi, who was loudly and frequently cheered.

"Dacca is now the free capital of a free country," she said. "The entire nation rejoices. We hail the people of Bangladesh in their hour of triumph."

Strict orders

Indian armed forces had magnificently demonstrated their qualities. They were now under strict orders to obey the Geneva Convention and to treat all Bangladesh citizens humanely. "Our objectives were limited," Mrs Gandhi said. "They were to assist the people of Bangladesh to liberate their

country from a reign of terror and to resist aggression on our own land.

"Indian forces will not remain in Bangladesh any longer, than necessary.

"The millions who were driven out of their homes across our borders have already begun trekking back. The rehabilitation of this war- torn land calls for dedicated teamwork by its government and people.

"My hope and trust is that the father of this nation, Sheikh Mujibur Rahman, will take his rightful place among his own people. The triumph is not theirs alone.

"All nations who value human spirit will recognise it as a significant milestone in man's quest for liberty."

Sheikh's future

Mrs Gandhi's reference to Sheikh Mujib is a clue to what is certain to be a point on which India will strongly insist in eventual peace negotiations, once fighting ends on the Western front.

Without the Sheikh, a national hero now in his ninth month of captivity in a West Pakistan prison, there are dangers of political instability in Bangladesh which could easily degenerate into civil strife from insurrection.

India realises that law and order will be a major problem in the new State.

Meanwhile, India still faces the prospect of a protracted and costly war in the West, where President Yahya still has at least two armoured divisions and most of the air force, which have not yet been put into the battle.

A token of this was a major tank battle across the Basanta River in the Samba-Pathankut sector in Kashmir yesterday, in which India claimed to have destroyed 40 tanks.

An Indian spokesman said the battle showed that the enemy still had "a great deal of fight and aggressive mentality."

Suggestions by Bangladesh representatives in London that Pakistan prisoner's of- war would be regarded as "hostages" were smartly dismissed in New Delhi last night.

Source: *The Daily Telegraph,* 17 December 1971

১০.৯৭ বাংলার বুকে তিমির রাত্রির হলো অবসান

ঢাকা: গতকাল ৫-১ মিনিটে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াবার বিজয় উৎসব শুরু হয়েছে। ঢাকার বুকে আজ বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী। বাংলার জনগণ আজ মুক্তির স্বাদ পেল।

পাকবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার নিয়াজির যুদ্ধবিরতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ৯টা পর্যন্ত বিমান হামলা বন্ধ থাকে এবং আলাপ আলোচনার জন্য ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার মেঃ জেঃ জ্যাকব ঢাকায়

আসেন। সেখানে নিয়াজি বিনা শর্তে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা নিয়াজির আত্মসমর্পণকে গ্রহণ করেছেন। এবং এরই সঙ্গে বাংলার বুকে রাত্রির অবসান ঘটলো। বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার জেনেভা চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী আত্মসমর্পিত সৈন্যদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

নরখাদকের পরাজয় হল মানবতার জয়

গতকাল হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ বাংলার তথা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের বিজয়ের নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আর এর দ্বারা প্রমাণিত হল শক্তি দিয়ে স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমন করা যায় না। গতকাল বিকেল ৫-১ মিনিটে বিশ্ব-ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বিশ্বের নিপীড়িত জনগণ আজ আনন্দমুখর। বাঙলার ঘরে ঘরে আনন্দের বান ডেকেছে। বাংলার জনগণের এই বিজয় বিশ্বের নিপীড়িত শোষিত ও বঞ্চিত মানুষেরই বিজয়। জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে হরণ করে পৃথিবীর কোন শক্তি টিকে থাকতে পারে না। টিকে থাকতে পারেনি হিটলার, মুসোলিনী, আইকম্যানের দল। টিকে থাকতে পারলো না নরখাদক ইয়াহিয়া। চির শোষিত বাংলার সাড়ে ৭ কোটি জনগণের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের জারজ সন্তান ইয়াহিয়ার স্বপ্ন সৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের অবসানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-মানবতার বিজয় ঘোষিত হলো।

সূত্র: *বাংলাদেশ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৯৮ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
ঢাকার উপর প্রচন্ড আক্রমণে পাক- বাহিনীর ত্রাহি চিৎকার

বাংলার বীরসেনানী মুক্তিবাহিনী ও মানবতার মহান আদর্শে বলীয়ান মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত দল বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপুল সফলতা লাভ করে দুর্বার গতিতে বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র তথা হানাদার পাকবাহিনীর শেষ শক্ত ঘাঁটি ঢাকা নগরী ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে তাদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করে শত্রুর উপর প্রবল আক্রমণ শুরু করেছে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী প্রথম টাঙ্গাইলের পথে জয়দেবপুর হয়ে এক প্রবল সংঘর্ষের পর টঙ্গী শিল্পাঞ্চল মুক্ত করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মাত্র দেড় মাইল দূরত্ব থেকে শত্রু ছাউনির উপরে প্রচন্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। সম্মিলিত বাহিনীর আর একটি দল দাউদকান্দি ও চাঁদপুর থেকে মেঘনা নদী পেরিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে। ঢাকার ৭ মাইলের মধ্যে ছত্রীসেনা নামিয়ে অত্যন্ত সফলতার সহিত মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর আর একটি সংঘবদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকেও ঢাকার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। মধুমতি নদী পেরিয়ে পশ্চিম দিক থেকে অপর একটি দল দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে। অপরদিকে সেনাবাহিনীর সমর্থন দিয়ে বাঙলাদেশ ও ভারতীয় বিমানবাহিনী শত্রুর সামরিক ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। ফলে অবশিষ্ট হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। ফলে পাকবাহিনীর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা আর কি। ঢাকা নগরীর পতন অত্যাসন্ন!

সূত্র: *বাংলাদেশ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.৯৯. Battle of flowers for Indians in Dacca

DACCA. Thursday.- This was liberation day for the People of Dacca. They wept and were delirious with joy. They pelted Indian troops with flowers and embraced them like lost brothers.

The city rang with the independence cry of "victory to Bengal". There was chaos, confusion and bloodshed.

For the people of Dacca the independent state of Bangladesh had become a reality.

Pakistani troops fearful for their lives, streamed into barracks to be disarmed.

Lt. Gen. A. A. K. Niazi, the Pakistani commander, maintained his dignity, despite vilification and public humiliation.

GUERRILLAS WAITING

The Indians behaved correctly but made the most of their victory. Ten helicopters flew in senior Army; Navy and Air officers for the surrender ceremony and with them came reporters so that the world should miss no detail of the Pakistani debacle.

Indian paratroops were the first to enter Dacca. They swept in with the green, red and gold flag of Bangladesh flying from their vehicles. Bangladesh guerrillas the Mukti Bahini were on hand to greet them with volleys of shots from their rifles and submachine-guns.

In the excitement, Pakistani troops opened fire and in the ensuing battle, a Pakistan soldier and an Indian major were killed and an American by stander wounded.

The clash occurred in front of the Intercontinental hotel, which had been declared a neutral zone by the Red Cross.

Many Pakistani troops had not received word of the surrender and continued to fight. At the Lakhya River on the eastern approaches the Indain Guards Brigade ran into determined resistance.

Two Russian-built PT-76 tanks captured from the Pakistanis in an earlier engagement, were seat to give the infantrymen covering fire on soften up the Pakistani defenses in a jute mill across the river.

The battle lasted for an hour, then a Pakistani officer walked out, waving a white flag. The guards crossed the river and surrender was effected.

Brigadier R. N. Misra, the guards' commander, was impatient to get into town and could not wait for a substantial escort. His staff crammed into a jeep and drove off, proceeded in a separate vehicle by the Pakistani colonel who had negotiated his sector's surrender.

OPENED FIRE

As they reached the outskirts of Dacca, a great crowd surged on to the street to greet their liberators. The nervous Pakistanis opened fire. The crowd melted away, leaving several bodies on the roadway.

Brig Misra ordered the arrest of the Pakistanis, who were stripped of their belts and battle order and taken off to the rear. AP.

Source: *The Scotsman,* 17 December 1971

১০.১০০ Dacca dances as Yahya's army gives in

By the FOREIGN EDITOR

DACCA danced with joy last night as crowds erupted into the streets to greet the Indian troops, throwing flowers, shaking hands and shouting "Long live"- India-Bangladesh friendship!"

The thump of field artillery and the crackle of small arms fire faded into silence as the news of an unconditional surrender spread among, the scattered Pakistani units.

The new Bangladesh civil administration is expected to arrive in Dacca today, though Indian troops will be in the country for some time, certainly until the initial repair and rehabilitated work is done.

India's Eastern front commander Gen. Jagjit singh authority led a column of army, navy as air force chiefs to the Dacca race course in the city centre when the formal Surrender was signed just ten minutes before the Indian surrender ultimatum ran out.

Despite the unconditional surrender of the Pakistan army in Bangladesh, Washington informed sources said that the US Navy task force led by the World's biggest aircraft carrier, Enterprise was still heading up into the Bay of Bengal.

Source: *Morning Star,* 17 December 1971

১০.১০১ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বিজয়ী সেনাপতি লে. জে. অরোরার আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ : মহানগরী ঢাকায় বাঁধভাঙ্গা আনন্দের বন্যা

(ঢাকা থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত) ফৌজি রীতি অনুযায়ী বিজয়ী সেনাপতি তুলে নিলেন বন্দী সেনানায়কের সামরিক পোষাক থেকে জেনারেলের ব্যাজ। উত্তাল রেসকোর্স ময়দান স্বাধীন বাঙলার জয়ধ্বনিতে। বাঙলাদেশের দখলদার পাকবাহিনী আত্ম-অস্ত্রসহ পরাজয় স্বীকার করল আনুষ্ঠানিকভাবে আজ ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪-৩১ মিনিটে।

ঐতিহাসিক রমনা ময়দান। সাতই মার্চ যে ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় দীর্ঘ ২৮২টি কালো রাত্রির অবসানে মিত্র বাহিনীর কমান্ডার লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা ভারতীয়

জওয়ান ও মুক্তি বাহিনীর বীর সৈনিকদের ঐতিহাসিক অভিবাদন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত হাজার জনতার 'জয় বাংলা ধ্বনি' বীর সেনানীদের গর্বিত পদভারে রমনা ময়দান কম্পমান। উপস্থিত জনতার কণ্ঠে জয় বাংলা, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘজীবী হউক ও শেখ মুজিব জিন্দবাদ, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, জঙ্গী শাহী নিপাত যাক ধ্বনি। বস্তুতপক্ষে দখলদার বাহিনী মেজর জেনারেল জেকবের ঢাকায় অবতরণের সাথে সাথেই আত্মসমর্পণ করে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় বিকেল চারটা একত্রিশ মিনিটে দখলদার বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল নিয়াজি আত্ম-অস্ত্র ও সেনাবাহিনী সমর্পণের ঘোষণায় স্বাক্ষর করার পর।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র জনতা উল্লাসে নেমে এসেছেন রাজপথে। নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। বাংলাদেশ শত্রু-মুক্ত।

ওদিকে এয়ারপোর্ট হেডকোয়ার্টারে বিমান থেকে নামলেন মিত্র বাহিনীর কমান্ডার লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালেন বিজিত সেনাপতি। জেনারেল জগজিৎ এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন জেনারেল নিয়াজির সাথে। ততক্ষণে ভারতীয় জওয়ানরা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে সব পাক ফৌজের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে নিয়েছেন। সেনাপতিসহ তার অধীনস্থ সব বাহিনী এখন বন্দী।

শেষ অঙ্ক

"এ যুদ্ধে তোমরা আর পারবে না। পালাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। আত্মসমর্পণ কর। আমরা অনর্থক প্রাণ হত্যা চাই না। কিন্তু যদি গররাজী হও সর্বশক্তিতে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে" বেতারে চারদিন ধরে মহান বীর সেনাধ্যক্ষের ভিতরের মানুষটি এই ঘোষণা করে চলছিল।

তারপর এলো দ্বিতীয় ঘোষণা-শত্রু সেনাপতি সাময়িক যুদ্ধবিরতি চেয়েছে, অস্ত্র সংবরণের শর্ত নির্দ্ধারণ করতে চেয়েছে। মহান সেনানায়ক স্বীকৃত হলেন তার অনুরোধে বার ঘন্টার জন্য আদেশ দিলেন বিমান হামলা বিরতির। তার পর ঘটলো তার আরো ছয় ঘন্টা বৃদ্ধি, শত্রু সেনাপতির সবাইকে জানানোর জন্য সময় চাই এই অনুরোধের ভিত্তিতে।

এবং সর্বশেষে বিকেল চারটে বেজে একত্রিশ মিনিটে জয় বাংলা ধ্বনির মধ্যে আত্মসমর্পণ করলেন শত্রু সেনাপতি বাংলাদেশে। যাদের বধ করার জন্য সর্ব প্রচেষ্টা তাদেরকে দেওয়া হলো স্বাধীন বাঙলা সরকারের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী দেয় রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বাংলার সোনালী সবুজ পতাকা তলে।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১০২ The march into Dacca: Last Clash and Victory 2 Men at a Table

SYDNEY H. SCHANBERG

DACCA, Pakistan, Dec. 16- On a broad grassy field in central Dacca known as the Race Course, the Pakistani forces formally surrendered today, 13 days after the Indian army began its drive into East Pakistan.

It was at the Race Course on March 7 that Sheik Mujibar Rahman, in a speech to thousands of Bengalis, called for the end of Martial Law and the transfer of power to his autonomy minded Awami League, which had won a majority in National elections.

Today there were no speeches just two men sitting at a single table on the grass Lieut. Gen. Jagjit Singh Aurora, Chief of India's Eastern Command and Lieut. Gen. A. A. K. Niazi, Commander of the 70,000 Pakistani troops in East Pakistan- Who signed the formal papers of Pakistani surrender in the East.

The final hours of the Indian drive, which ended with the ceremony at the race course, were punctuated by artillery and machine gun fire as the troop's pushed across the Lakhya river, Just outside Dacca proper.

Seven Western Journalists including this correspondent were the only newsmen and only foreigners to ride into Dacca with the Indian troops.

The population turned out in quiet droves to sit and watch the Indians main artillery shells on the Pakistanis. Such was the case this morning in a field of rice paddies at Barpa, about nine miles from Dacca, where a battary of six 75 mm. mountain guns was firing on Pakistan positions across the river.

A few hundred villagers sat 100 yards back as the guns roared for an hour.

Good shoting an officer from the command post yelled across after getting a report from the forward observer, "We got some vehicles". The gun crews applauded so did the Villagers.

A Cease fire but

It was 10 A.M. A cease fire was in effect. But the Indian officer said it applied only to firing on Dacca city and they were firing short of it. Besides, no one in this brigade advancing on Dacca from the northeast knows anything about the Pakistan surrender which was being arranged at that very time.

The Pakistanis opposite them were also in the dark for soon after ward a tank, artillery and infantry battle was raging a few miles further down the road to the regional capital.

Two light Indian tanks captured from the Pakistanis in an earlier fight moved into position, one in a mango grove and another 200 yards to the left by an embankment.

As the tanks were getting set Indian artillery shells whistled overhead on their way to an enemy position in Demra, a couple of miles to the noth-west. Columns of smoke rose from burning buildings there.

Then the tanks opened up pummeling the cardrums of those nearby

and much more devastatingly pummeling the factory complex in the distance across the Lakhya River, where some Pakistani troops were impending the Indian advance, Smoke columns bagan to mushroom from the factory buildings too.

The infantry Advances

After 20 minutes of pounding the area with shells the tanks also opened up with machine guns, peppering the area in front of the building where the Pakistanis were dug into bunkers.

A Column of Indian infantry then began making its way forward along the bottom of the embackment and then turned right and began crossing a marsh toward the river.

At about 12.30 P.M under the bright sun, the officers with the Indian units decided to take the press party forward to watch the infantry in action.

Now there was no answering fire from the Pakistanis. We climbed up the embankment to the road. And, silhouetted against the azure sky, we walked confidently forward for about one minute.

A Pakistani machine gun began spitting and bullets whizzed by. We flew unsmartly down the opposite embankment, sending up gravel and dust in the wake of our slide. An Indian major to assure us, said the bullets had passed 10 to 15 yards away.

Carefully tucked below ridge of the road, we walked forward as the Pakistanis kept firing. They hit a baby goat gomboling in a culvert and the animal crumpled in 10 minutes we reached an Indian platoon lying at the top of the embankment their rifles and machine guns pointing at the Pakistanis, who the began firing at them instead of us.

The Indians opened fire, as the staccato continued, the major with up got a message over the field radio that the Pakistanis had surrendered. The Pakistanis opposite had obviously not been told. Some Pakistani units had lost communications with their head Quarters.

Waved a Big Handkerchief

: That was 12: 40 for an hour more the Pakistani kept the Indians pinned down, Then at 1:45 a Pakistani Soldier-apparently an officer-came into the open on the opposite bank waving what looked like a big handkerchief.

The Indian major, M S. Dhillon, climbed over the embankment and moved toward the river, stopping behind a wall. He then began shouting at the Pakistanis to surrender immediately.

"Are you moving or not" the major yelled. "I want you to move in just one minute! Before I lose my patience, I want you to get a move on get your men round you and move to that little boat and start crossing. Put your

wearons down; put your damnbastard Sten gun down. Don't compel me to plaster you with artilery. I'm telling you again. Start moving, Start moving."

The newsmen had followed the major to the wall but were crouched behind it and could not see what was happening. The major liged with a narrative: "There's an officer standing there, he's got four chaps. he's waving his white handkerchief. They have surrendered now. There seem to be about 15 chaps".

The rest of the Pakistanis however many there were, had apparently fled.

This scene- ending what may have been the 1st battle of the war in the East took about 20 minutes to unfold, during which a wounded Indian soldier was groaning where he lay in a shallow lily pond. As the major was preparing to gather in the surrendering platoon a cloud of dust on the road signaled that the brigade was suddenly moving up-toward Dacca.

Happiness on Every Face

Though Small-arms fire could be heard far off, serious resistance had ended. Indian Infantry columns- happiness write on the face of every soldier-were advancing on the capital, Bengalis joined the columns.

Pulling artillery pieces, this correspondent hitched a ride on one of the tanks that had been blasting the Pakistanis only a few minute before.

The road was filled with jubilant Bengalis and troops heading for Dacca on tank, truck, scooter, bicycle, rickshaw and foot. Everyone was hitching rides to greet to the liberaled capital-it was more of a circus paraded than a milltary convoy all it lacked was a calliope.

At the Lakhya River, the tank, an amphibious vehicle, had to jettison some passengers to be able to motor across. I caught a country boat and when we got across, joined 17 other people officer soldiers and newsmen who clambered onto a jeep driven by the brigade commander, Brig. R.N. Misra.

As the mustached commander drove slowly toward Dacca, trying to see the road through the mass of passengers' on the hood, we passed through a country side only slightly scarred by the war. It has been the same all over. A burned out vehicle here and there on the road, hit by artillery or mortar fire. A blown-up Pakistani bunker. And in those towns where the Pakistanis made a stand a lot of blackened and razed building and huts.

By and large, except for the road and rail bridges the Pakistanis blew up as they retreated the territroy has not been severly damaged, in some areas, in fact as kingfishers dive for minnows in the streams along the paddy fields and cows graze near lush coconut and banana groves, it is difficult to tell- except for the silence of the dead and of those who have not yet trekked

back that a war has touched this country.

Yet there was one clear sign of the war the Pakistani troops at the road side who had surrendered. There had not been enough time to take away their weapons or move them to surrender areas, and they came near the road carrying their arms a slightly chilly sight for those to the passers-by who had seen them use them on unarmed civilians last march 25, when the army began to try to crush the popularly elected Bengalis autonomy movement.

The Pakistanis looked slightly dazed and seemed demoralized. They badly needed a word of reassurance, which they are not likely to get from a people that had suffered so under their rule by bullet. When a passer-by raised a hand in greeting they waved feebly

Brigadier Misra stopped his jeep outside a Pakistani barracks to tell the officer in charge to keep his men inside until Indian troops arrived to take them to surrender areas "Don't go on the road." he warned "The Mukti Bahini might be there".

Many of the Mukti Bahani or liberation Forces- the Bengali insurgents who had been tighting alone for independence until the Indias decided the burden of millions of Bengali refugees had become intolerable and took a direct combat role are eager for revenge. Their potential targets are not only the Pakistani troops but the Razakars or home guards trained by the troops and the civilian collaborators, most of them non-Bengalis who did a lot of the dirty work for the army.

"If we don't protect the Pakistanis and their collaborators," said an officer in the brigadier's jeep, "the Mukti Bahini will butcher them nicely and properly."

As the jeep proceeded directly into Dacca a throng of several hundred Bengalis suddenly materialized and in the throes of happiness started walking fast toward the approaching Indian troops, shouting welcome slogans.

But a Pakistani jeep with a 50 caliber machine gun was also moving toward the crowd. The uneasy Pakistani crew, thinking the crowd was coming at them, fired a few burst. Two people fell, and the crowd carried off these wounded as it melted away.

Brigadier Misra and other Indian officers in a rage stripped the four Pakistani of their weapons and shouted vilification at they until they looked so frightened they probably thought they were going to be shot. They were taken off to be placed under guard to face court martial.

Source: *The New York Times,* 17 December, 1971

১০.১০৩. Joy is mixed with Terror in Free Dacca

Dacca, East Pakistan (UPL) Indian officers and Mukti Bahini guerilla leaders are trying to restore order to Dacca, and the city appears calmer after a wild liberation day yesterday.

however, scattered street fighting continues with pockets of soldiers unwilling to surrender. Some Bengali mobs are killing non-Bengali minority groups and other army collaborators and some Bengalis are still being killed by armed non-bangalis.

hotel Threatened

Crowds were still chanting Bangladesh slogans and in Bangla meaning "Victory for Bengal".

The Mukti Bahini earlier today threatened to blow up the Intercontinental hotel neutral zone unless former leaders of the East Pakistani civil administration were removed from the hotel. The leaders including former Gov. A. M Malik resigned Tuesday and took refuge in the neutral zone. The Indian Command had given the civil leaders a safety pledge. The Mukti treat against hotel was withdrawn late today.

Two Pakistani soldiers were excuted by the Mukti Bahini close to the American consulate, Late several bullets hit the cosulate done. There are clusters of corpses lying in the streets elsewhere in the city.

Not Disarming

Indian Lt. Gen Sagal Singh says the Mukit Bahinis are supposed to be disarming. The streets however are still fall of armed Mukti Bahinis. Gun barriers pointing not of windows of ears are festooned with Bangladesh flags.

Bangladesh leader Sheikh Mujibur Rahman is still being held prisoner in West Pakistani and experts believe his presence in Dacca could calm the situation.

The Red Cross and United Nation officials fear short ages of food and other commodities in Dacca, and are trying to arrange repair of the airport runway, telegraph equipment is still imperative.

Source: *The Evening Bulletin,* 17 December 1971

১০.১০৪ Liberation Day For People Of Dacca

Dacca, Dec 16 (AP)- This was liberation day for the people of Dacca. They wept and were delirious will joy.

They pelted Indian troops with flowers and rapped their arms around them like lost brothers.

Old men danced in the streets like youngsters, and in their hour of tri-

umph there were those who died.

Everywhere the City rang with the independence cry of "Joi Bangla, Joi Bangla, Joi Bangla (victory to Bengal)."

It was not the only violence in Dacca today.

Many Pakistani troops had not received word of the surrender and continued to fight.

At the Lakhya River on the eastern approaches, the elite Indian Guard Brigade ran into determined resistance.

The duel went on for an hour. Then a Pakistani officer walked our moving a white flag.

Source: *The Daily Yomiuri,* 17 December 1971

১০.১০৫ WE FIGHT ON; SAYS YAhYA
India hails free Bangladesh

All Pakistan's forces on the Eastern front surrendered unconditionally to India yesterday. In return the Delhi Government offered a total cease-fire to include the Western front as well, but Pakistan's President Yahya Khan Said they would fight on.

Pakistan's Gen "Tiger" Niazi, Pledged to fight to the last man in Dacca, surrendered only 10 minutes before the Indian ultimatum expired. He dropped previously made evacuation conditions.

Gen. Niazi stripped off an epaulette marking his rank and handed his revolver to Lt-Ge. J. S. Aurora, India's Commander into the East. The surrender documents were " in the high-test terms of gallantry and chivalry," it was claimed in Delhi.

While Bengalis were giving the victorious Indians a rapturous welcome, Mrs. Gandhi, Indian Prime Minister, in announcing her cease-fire offer, said Dacca was now the "Free capital of a free country" India rejoiced in the triumph of Bangladesh she told a cheering Parliament.

Source: *The Daily Telegraph,* 17 December 1971

১০.১০৬ Deadline beaten by 10 minutes

BY CLARE HOLLINGWORTH
In a pooled dispatch from Dacca

The Pakistani army in the East, withdrawn to last-ditch battle positions round Dacca, Yesterday accepted an Indian ultimatum to surrender 10 minutes before the Indian deadline to "resume the offensive with utmost vigor."

Maj-Gen. Farman Ali, who appeared empowered to speak on behalf

of the Pakistani forces in the Eastern wing, had earlier informed UN. And Red Cross representatives that military communication had been cut by Indian bombing.

At 9.20 United Nations executive officer John Kelly conveyed General Farman's acceptance of the ultimatum, which was due to expire at 9.30 to the Indians though the UN radio link, "We were desperately anxious to get the acceptance to New Delhi before and enormous offensive began". Mr. Kelly said.

As the deadline neared terrified people were streaming from a housing area hard bit yesterday by rocket firing Indian jets.

It was some time before word of the ceasefire reached all units and the boom of field guns and crackle of small arms were silenced.

Source: *The Daily Telegraph,* 17 December 1971

১০.১০৭ ঢাকা শহরে বিজোৎসব স্বাধীন হল বাংলাদেশ

মুক্তিবাহিনীর কর্তৃতাধীনে এখন সমগ্র বাংলাদেশ। বর্বর পাকিস্তানি শকুনের হাত থেকে ঢাকা শহর ও বাংলাদেশের সমগ্র এলাকা আজ শত্রুমুক্ত হল। ঢাকাতে যুদ্ধরত পাকিস্তানের 'কাগজের বাঘ' আজ তার দলবল সহ আত্মসমর্পণ করে। এহিয়ান জেনারেল নিয়াজি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানায় পরে তার সহকর্মী ফরমান আলী ও তাদের দলবল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করে। বাংলাদেশকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত জোর কদমে এগিয়ে এসে ঢাকাতে শত্রুদের ঘিরে ফেলে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের ওতপ্রোত আঘাতে জর্জরিত এহিয়া সৈন্যরা দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে। এবং প্রাণ রক্ষায় ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

সূত্র: *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* (লন্ডন), ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১০৮ SURRENDER A GREAT VICTORY FOR BANGLADESH

By John Spencer

Pakistan forces in Bangladesh surrendered unconditionally to the Indian army and the Mukti Bahini yesterday. Indian premier Mrs. Indira Gandhi told a wildly cheering parliament that 'Dacca is now the free capital of a free country'.

India has already recognized Bangladesh, which now becomes a state in reality as well as in the minds of the Bengali people.

The final surrender came just ten minutes before that expiry of an extended ceasefire, and India had threatened to resume the offensive with 'the utmost vigour, if its surrender call was not obeyed.

The Bangladesh provisional government is to take office in Dacca today. The Awami League leaders who make up most of the new government were unable to reach there yesterday because of transport problems.

Source: *Workers Press*, 17 December 1971

১০.১০৯ ১৭ই ডিসেম্বরের মুক্ত মহানগরী ঢাকা
(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরীত)

মহানগরী ঢাকা। আনন্দে উচ্ছ্বাসে উদ্বেল মহানগরী। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে একের পর এক মিছিল। মিছিলে মিছিলে ১৭ই ডিসেম্বরের মহানগরী প্লাবিত। ওরা আজ আনন্দকে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। স্বাধীনতার সফল স্বপ্নে বিভোর রাজধানী।

কত মিছিল গুণবেন? এখানে ওখানে ছোট বড়। বিজয়ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলেছে মহানগরীর আকাশ বাতাস। 'জয় বাংলা' ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘজীবী হউক, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ইন্দিরা মাঈজী জয়-শ্লোগানের পর শ্লোগান গত চব্বিশ বছরের অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর আজ এক মুহূর্ত্তে ওরা যেন ছড়িয়ে দিতে চায় অন্তর আকাশে।

ঘুরে ঘুরে জনস্রোতের আনন্দে অংশ নিতে চেষ্টা করছি। যে যাকে পাচ্ছে জড়িয়ে ধরছে আবেগে আকুলতায়। ভারতীয় জওয়ানদের তারা মুক্তিদূত বলে মনে করছে। নিউ মার্কেট এলাকায় এসে দেখি দুই কিশোর বালক একজন ভারতীয় জওয়ানের দুই কোলে চড়ে কমলা খাচ্ছে। যেন এই ভারতীয় জওয়ান তাদের কত কালের পরিচিত দাদা।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। আনন্দের এই অভিব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চব্বিশ বছর ধরে তিল তিল করে সমস্ত আনন্দ বোধ হয় তারা কৃপণের ধনের মতো জমিয়ে রেখেছিল আজকের দিনটির জন্য।

সূত্রঃ *দৈনিক সংবাদ (আগরতলা),* ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১১০ In Dacca, the Killings Persist Amid Revelry
James P. Sterba

DACCA, Pakistan, Dec.17- A day after the truce signing in Dacca suffering here continues.

Unarmed Bengalis, their sarong like skirts blood stained and unraveled, lie dead, victims of street fighting and last minute looting and killing by remnants of the militia forces that have terrorized the Bengalis in recent weeks.

In the street two blocks from the Race Course, where the Indian and Pakistani commanders in the East signed the surrender yesterday the bodies of two West Pakistani soldiers lay heaped today, faces on the pavements victims of vengeance by East Bengali guerrillas who could not be restrained.

The guerrilas' leader had urged them in vain not to act like those who massacred tens of thousands of Bengalis the seven and a half months that West Pakistan tried to force subservicence on and deny independence to East Pakistan.

All though the night Bengalis roamed the streets in Parades of celebration. Gunshots filled the night and morning, and most but not all the bullets were fired into the air.

Red Cross and hospital workers roamed the streets collecting the wounded and leaving the dead. Bengalis were found shot. Some Bihari Moslems, a minority group that helped the Pakistani soldiers control the Bengalis, were found with their throats slit.

When the surrender was signed, on a wooden table on the grass, a company of Indian soldiers and a platoon of Pakistanis stood with their rifles as Indian tanks rumbled by into the city. Maj. Gen. Rao Forman Ali, West Pakistan's military adviser to the old civil government, stood isolated and silent as insults were barked at him by Young Bengalis. "Butcher!" one yelled at the man who had talked privately of the fruitlessness of attempting to stop the inevitable independence East Pakistan.

Then came Lieut. Gen. A. A. K. Niazi Commander of the Pakistani forces in the East and Pakistan's Patton, who had said only two days before that he would fight to the last man. He wore his bereg and carried silver shooting stick with the black leather seat that he used to sit on while giving pep talk to his troops.

Beside General Niazi walked Lieut. Gen. Jagjit Singh Aurora, Commander of India's Eastern forces wearing a chartreuse turban, General Niazi, his face expressioniess, was also cursed. General Aurora was smiling.

The Indian commander's said opened a black leather briefcase and took out a brown manila envelope. General Aurora produced the surrender papers and General Niazi stood up. Road them carefully, sat and penned his signature. Then the Pakistani commander, now appearing on the verge of tears stood again, slowly unstrapped his pistol and handed it to General Aurora.

All the while a young Bengal held the flag of Bangladesh just above the Pakistani general's head.

The scene dissoloved into confusion. Indian officers were hoisted to the shoulders of Bengalis to lead victory cheers. A Bengali searching for the Pakistan officers shouted "whereas are the killer bastards?"

Source: *The New York Times,* 18 December 1971

১০.১১১ Trying to Restore Order

Following is the text of a pool report received in Washington from the American press corps in Dacca.

DACCA, Dec, 17- Indian officers and local guerrilla leadrs attmepted to restore order here today and the situation appeared to be slowly calming down. However scattered street fighting continued, with Pockets of soldiers unable or unwilling, to surrender.

Some Bengali mobs were killing non-Bengali minority groups and others who had collaborated with the army and some Bengalis were still

being killed by armed non-Begalis.

Nonetheless the dominant troop rematined a carnival one with Eastern crows chanting Bangladesh slogans and screaming "victory for Bengalis".

Pakistani troops were being assembled in their military cantonment and disarmed by their officers under the direction of the Indian Army.

Earlier in the day the guerrillas threatened for a time to blow up the inter-continental hotel neutral zone unless former leaders of the East Pakistani civil administration were removed. The leaders including the former Governor, Dr. A. M. Malik resigned Tuesday and took refuge in the neutral zone.

The Indian command is prepared to honor its pledge of safety by moving the ministers to the cantonment and they are considering there offer.

There was street fighting around the United States Consulate this morning and two Pakistani soldiers were exceuted by guerrillas nearby. Later several bullets bit the consulate's outer door.

Indian and guerrilla commanders were planning joint street patrols to try to half the killing. The Indians say the guerrillas are supposed to be disarming their people, but the streets are still full of armed men and gun barrels poke from the windows of cars festooned with Bangladesh flags.

Red Cross and United Nations officials. Fearing shortages of food and other commodities, are trying to arrange for repair of the airport runway.

Apparently the only exit from Dacca for foreigners will be via chartered planes brought from Bangkok. A short landing aircraft will be required.

Mujibur's Family Rescued

NEW DELHI, Dec.17 (Reuters)- All-India Radio reported that Sheikh Mujibur Rahman's wife and two daughters had been rescued in Dacca today by a squad of Indian soldiers.

They were being guarded by Pakistani troops who asserted they did not know about the cease-fire between India and Pakistan.

Sheikh Mujib, who has been declared President of Bangladesh, the name given by the insurgents to East Pakistan, was arrested last March and taken to West Pakistan, where he has since been tried on charges of treason.

Source: *The New York Times,* 18 December 1971

১০.১১২ HOW DACCA FELL: THE INSIDE STORY

Gavin Young

Dacca, 18 December. Now the shouts of 'Joi Bangla!' deafen us. Our hands are sore with shaking the hands of jubilant Bengalis. The jail has been broken into and hooligans too are on the streets of Dacca. The shooting is

sporadic, but heavy. Law and order teeters; the water may give out. Sikh officers, all turban and tangled hair, crowed into the reception lobby of the Intercontinental hotel where so recently big Punjabi majors shouted to the bar pianist to play 'Roll out the barrel.' Now the problems begin, and the Indian officers are clearly appalled by the prospect.

Piles of dead soldiers lie about the roads and ditches at the entrance of Dacca. With the advance guard of the Indian Army, the first Indian general into the city, Major-General Gardharu Nagra, said: 'Casualties are severe. Very messy.' I asked him if he had already met General Niazi, the Pakistani Army commander in the east. 'Oh, yes. He said he was very happy to see me. We knew each other at college.'

That first morning of the cease-fire, when victors and vanquished met at last at Army headquarters in north Dacca, I saw the officers of both sides, looking at one another bleakly, but without rancour. There was no Indian jubilation, simply a drained sense of sad futility. Officers who had been comrades at the same staff colleges, who wear the same North Africa or Burma Stars on their chests, and use the same British slang ('What's the drill, Sir?'), stood looking at one another wondering who to blame. The Indian troops - dusty in buses, jeeps, or trucks- took the garlands and embraces, the cries of 'Joi Bangla' from leaping near-hysterical Bengalis, smiling but aloof.

When the Indian Eastern Command chief of staff, General Jacob, arrived in Dacca at noon by helicopter, he looked desperately tired and cast down. I lunched with him and General Niazi and General Farman Ali. Also present was the Governor of East Pakistan, Mr. Malik, who resigned on Tuesday as I crouched with him as his official residence was demolished around our cars by Indian jets. It was an embarrassing meal. We stood up and picked at curried chicken legs and bananas. Indians and Pakistanis hardly spoke to one another. The surrender had not yet been signed.

'Niazi could have made a better defense if he had concentrated his forces in a tighter ring round Dacca,' Jacob said quietly to me. 'But he stuck to the frontiers, and we came between them and behind them and separated them up. We don't feel like crowing. You may know that I was not happy about this war in the beginning.' (The generals were doves, the Indian politicians hawks for this war.) Niazi told me: 'We surrendered because otherwise we'd have had to destroy the city between our two armies. We would have had to surrender in the end, so what was the point in continuing?' He gave a pale smile.

A similar meal that I had had with Niazi in the garrison town of Mymensingh the day war started seemed a very long time ago. Then he had cracked jokes and talked of fighting to the last man. Now he still wore his

pistol, but was a man whose occupation had gone. He is not at all a brilliant man, but he is dedicated not a political thinker. The war could have ended a week earlier, but President Yahya Khan convinced Niazi that China and the United States would intervene on Pakistan's side. So Farman Ali's proposal for a cease-fire leading to a handover of government to the Awami League went by the board.

Now, a week later, the end has come anyway. The humiliation of defeat is shocking to see. The sight of Farman Ali, grey-faced and desolate, wandering alone across the Dacca race- course after the surrender, was not something one wanted to see again. Nor - despite his faults - do I ever again want to contemplate a man like General Niazi, large and portly, heeling and toeing it across the grass to the howls of the jubilant Bengalis. Or towards him stand reading the surrender terms, crowded by television cameramen and the probing microphones that cheapen the dignity and tragedy of great defeat. Or to see him sitting and sign the several copies of the humiliating document that ended his career.

Still less would I care again to see the crowing insult, the unbuckling of his gun-belt and its handing over to the turbaned Indian commander, General Aurora, At the point, I saw Niazi's face blurring with misery. One hoped more than anything that he would not cry. He did not. Niazi has been castigated by the foreigners in Dacca as well as by Bengalis. But he is a simple man. He had no chance for ultimate victory once general war was on. I know he feared abandoned by his boss, Yahya Khan. 'The President said he did not expect general war.' Farman told me at that amazing surrender-day lunch.

Now that the siege of Dacca over, and we are again able to be in contact with the outside world, those 14 days seem hard to recall. But some of it will stay with me for a long time. The Pakistani Sabre pilots came into the hotel in the early days, in flowery shirts and silk cravats, all cock-a-hoop, but after three days they admitted sadly in to their whisky that they could not take off any more, since the runway was cut up by bombing. Soon the hotel was taken over by the Red Cross and became a neutral zone, so they could not come back. And shortly after that their mess at the airport was destroyed by a large bomb. Several of them were said to have been killed.

The hotel soon instituted a one-menu regime, which was hardly surprising since Indira Gandhi said the war would go on a long time, and Yahya Khan implied it would last for ever. There was no beer. The last shipment was hijacked by the Mukti Bahini near Chittagong. Before the women and children were evacuated, the hotel was like a railway station, full of civilian men, women and children, Red Cross and United Nation's people- even one

poodle. The only British doctor in Dacca, Dr. Basset, who has been here 20 years, was handing out tranquillisers in handfuls.

We felt more vulnerable when the RAP planes that evacuated the civilians had been gone. No one was sure that the Pakistanis would not fight to the end and take the city down with them. The UN people thought we might be used by the Pakistani Army as hostages in the crunch. Most people thought Niazi capable of that but maligned him. We were not pleased to find that several Red Cross men had left on the British planes, including the American responsible for the security of the hotel. Not one but two German television teams had left as well, leaving behind them, we found later, all their equipment, worth thousands of dollars.

The remaining journalists organized themselves as security guards, to prevent any Tom, Dick or harry sneaking into the hotel. If it was not really neutral we might have had the Mukti Bahini guerrillas in, knocking off some of the West Pakistani civilians. We searched the rooms one by one, unearthing quantities of pistols and ammunition and several guns belonging to Pakistanis. The Pakistanis in the hotel huddled together on the sixth floor, for some reason, sometimes eight to a room.

Bernard holt, the tough hero-manager was superb. No emergency seemed to get him down. All his stuff were Bengali, and obviously many of them were Mukti Bahinis in disguise. As soon as the war ended, receptionists, doormen and room boys emerged as persons of some authority around town. A network had surfaced. Holt had to cope with hysterical civilians not all of them women- frightened West Pakistanis, tricky Bengalis. He even carried a large slab of plastic explosive out of the ladies lavatory into the garden. He had suggested clearing the top three floors in case the shells started coming in when the Indian reached the city. But the view was so good we chose to remain up there. In the bombing the hotel shook like a blancmange.

Despair became palpable nine days after the war begun, on 11 December. The Governor, Mr. Malik, wanted to surrender then, So did his adviser, Major-General Farman Ali Khan, an academic-looking Soldier, who talked more sense than other Pakistani bigwigs around Dacca. Farman Ali on 10 December sent a message to Yahya Khan in Islamabad proposing a 'ceasefire leading to a peaceful transfer of power to a government here of elected representatives of East Pakistan.' The Pakistani troops would not have laid down their arms, but would have ceased fire and been repatriated to West Pakistan. The Indians too, would have evacuated East Bengal under this scheme. No surrender, Farman stressed, but a 'peaceful transfer of power.'

Yahya first agreed, then vetoed it. Then for the first time. But not the

last-he used the intervention story to put new fire into Niazi: the Chinese and Americans would intervene, he promised, to save Pakistan. Hearing this, Niazi threw up his hands crowing, 'We are off the book.' Farman Ali never believed the intervention theory. He told me as much on the day of surrender. But he confirmed that Niazi believed it. So did General Jacob. Whose code-breakers intercepted these gung-ho messages from Islamabad.

The Bengalis have been deeply confused. A Bengali friend tells me they have been torn between fear and dislike of the Indians and fear and dislike of West Pakistanis. 'There's going to be such disruption here,' he says. 'Coups and murders. Political assassination.' This man is staunchly Awami League and leans to the left. He wants Sheikh Mujibur Rahman back, but fears he will be killed. Retribution is in the air. I remember vividly the burning villages I saw just before the war outside Dacca, destroyed by the Razakars - the hated gendarmes locally recruited by the Army from the non-Bengali minority-because they thought Mukti Bahinis had been there. Every pot and pan had been systematically smashed with boot or rifle butt. The peasant bodies were still there to see and the stink of burnt flesh as strong as the stink of retribution in the air now. Is Yahya aware of what has gone on here?

Remember, too, a scene up-country when a dead Razakar, shot higher up by the Muktis, floated through a riverside village. Peasant children pelted the body with stones, shouting: 'how many Bengalis did you kill? Go on tell us.' The parents looked on with grim smiles.

'Should we give up?'

On Tuesday, I went to see the ultra dynamic Paul-Marc Henri, of the United Nations. He had moved into a missionary college fearing that he and his people would be used as hostages by the Pakistanis. A sustained air attack, very low and very noisy, came in. I heard later that, during it, the Soviet Consul, Mr. Popov, lay on the floor with the US Consul in the American's office. Smoke billowed from the nearby Governor's palace. I learned that John Kelly, a short, ex-Balliol Australian, who normally socializes in refugee relief for the UN, was inside the palace because Mr. Malik, the Governor, was meeting his cabinet to decide whether he should resign. Was Kelly dead, we wondered? No - soon he drove up, shaken but alive. The Governor's house, he said, had been badly hit. But Malik was still undecided. His wife and daughter were there. 'As I dived out of the window into a slit trench,' said Kelly, 'I saw General Farman Ali loping past, white-faced, crying "Why are the Indians doing this?" and not stopping for an answer.'

'Let's go and see if Malik's all right,' I suggested. Kelly said, 'Well, if we make it quick, the Indians may be back.' We arrived. The house smoked

and was shattered. A calm colonel led us to an above-ground bunker in the garden. In it we meet Malik and his ministers. Malik clutched my hand as if he would never let it go. he was elderly and frightened. 'Should we give up now do you think?' He quavered to Kelly. Kelly did not want to commit the UN to any of this, so he hedged.

In another room, I found Malik's Austrian wife and her daughter, looking distraught against the stark concrete of the bunker. An old carved four-poster bed added a surrealist touch. They had been crying. 'Should I send my family to the hotel now or would tomorrow morning be all right?' Malik asked me. 'Right away' just as another raid started. The jets made a shattering row. The ground crashed and heaved out side. 'We are refugees now, too, choked Mr. Malik. There seemed nothing to say to that. Kelly looked at me, silently saying 'What did lead me to come back here?'

Then Malik produced a shaking pen and a sheet of office paper. The Ministers mumbled, held on together. Between one crash and the next Kelly and I looked at the paper and saw that it was addressed to President Yahya Khan and that Malik had at last resigned. Then, the raid still seething round us. Malik, a devout Muslim, took off his shoes and socks, carefully washed his feet in a small washroom opening into the bunker, spread a white handkerchief over his head, and knelt down in a corner of the bunker and said his prayers.

That was the end of Government house. That was the end of the last Government of East Pakistan.

Nervous and encumbered by wives and numerous children, the Ministers adjourned to the hotel. All, Malik included, are Bengalis, so their future is far from happy as they cannot cheerfully be flown out to West Pakistan, like Farman Ali or Niazi or the troops. Their homes are here. Millions of Bengalis think of them as traitors.

Malik had another blow to endure. When that same afternoon Yahya agreed to Niazi's surrender, his cable said to Niazi and Malik: 'You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of all armed forces personnel, all those from West Pakistan and all loyal elements.' Malik evidently did not find himself sufficiently covered by the phrase- 'all loyal elements.' he felt bitterly that the message was a sign of Yahya's cynicism towards East Pakistan and those Bengalis who had loyally served him and had to take the direct consequences. Malik huddled in the hotel, listening no doubt to heavy firing outside as Razakars and Muktis shot it out and some Bengalis loudly suggested storming the hotel to get the 'puppets.'

I asked General Jacob later whether the raid on the Governor's house

- a civilian target after all - had been intended specifically or psychological pressure on Malik to resign. Jacob did not like the word ‘psychological’ for some reason. But his answer meant ‘yes.’ Then it was all over bar the shouting. Indian MiG 21s came over again and again during the last days. You could see the pilots' heads from my window. The jets hit civilians, and I have the strong impression from talking to General Jacob and other senior Indian officers this week that there was a failure of intelligence. A university dormitory block was strafed time and again. But the Pakistan troops were hardly there to speak of. They were in the university proper. Bengali families died from the rocket fire.

Under this ear-breaking bombardment I began to notice small things. A group of race horses cantered down the road by the racecourse as the jets dived. But later they were grazing quite peacefully as I waited on the racecourse with half a dozen journalists for the Indian and Pakistani generals to arrive to sign the surrender, while streams of unidentifiable machine gun bullets sizzled low over the grass. The scavenger birds over Dacca rode out the raids with hardly a quiver.

Chess on the side

At ground level, the Soviet consul, Mr. Popov, a lanky intellectual with a bow tie and domed forehead, raced about breathing brandy fumes, in high elation, inquiring how many Pakistani Government officials had taken refuge in the hotel, offering sanctuary to any other diplomats he met, and occasionally dropping off to play a game of chess with American journalists at the hotel. The Iranian consul was detected in the act of making lots of West Pakistanis into instant Iranian citizens, and so far asked to leave the hotel himself.

On the last day of the war, Wednesday, Farman Ali made a final effort to convince Yahya not to fight on. He had Niazi’s support this time. Messages want back and forth to Islamabad. But the Indians forestalled all that with a straight ultimatum: cease fire, unconditional surrender. It was due to expire at 9.30 a.m. Thursday. And it is a sign of the chaos in Dacca and in men’s minds here then that at 9.15 Farman and Niazi were actually incapable of telling the Indians they accepted because their communications at GHQ were not working.

Luckily the ubiquitous John Kelly decided to contact Farman and discovered the danger. A flash on the UN radio saved the day-save Dacca from a massive shelling and bombing, from destruction in fact. General Jacob said later, ‘Oh, yes. If they had not replied in time, I would have let you all have it.’ To the end, Niazi refused to call it surrender. Even Farman Ali took the pointless trouble to tell journalists at midday on Wednesday that there was

no question of a cease-fire. So East Pakistan went down in muddle and noise and blood.

And the second largest Muslim nation - East Bengal (Bangladesh) - was born in the crash of Indian guns and the joyous screams of Bengalis who have countless disappointments to face yet. The size of the problem was there to read on General Jacob's sensitive Jewish face - victorious but feeling nothing of victory. he could not smile; He might have been the defeated one. He will leave the elation and the shouting to the politicians and intellectuals in their villas in Delhi or Bombay.

When will the Indian leave East Bengal? How can they? Who will keep law and order? The UN? To the Mukti Bahini? Jacob said: ‘If there's any bloody trouble, I'll slap a curfew on.’ It will be needed, by the look of things. Indians have been killed since the cease-fire. There are pockets of frightened Razakars. The Mukti Bahini roam about crazily, firing in the air, bearded, long-haired, wild-eyed. Bangladesh is born. But bringing up this baby in surroundings of such disaster is going to tax the world.

Source: *The Observer,* 19 December 1971

১০.১১৩ SURRENDER TERMS PLEDGE PROTECTION

The text of the instrument of surrender signed yesterday by Lt. Gen. Niazi, commander of the Pakistani armed forces in East Pakistan, was:

The Pakistani Eastern Command agree to surrender all Pakistani armed forces in Bangladesh to Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora, General Officer Commanding in- Chief of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre.

This surrender includes all Pakistani land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces.

These forces will lay down their arms and surrender at the place where they are currently located to the nearest regular troops in the command of Lt.-Gen. Jagjit Singh Aurora.

Disobedience warning

Pakistani Eastern Command shall conic under the orders of Lt.-Gen Jagjit Singh Aurora as soon this instructment has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with accepted laws and usages of war.

The decision of Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora shall be final should any doubt arise as to the meaning or interpretation of surrender terms.

Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora gives his solmen assurance that personnel

who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the Geneva Convention and guarantees safety and well-being of all Pakistan military and paramilitary forces who surrender.

Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of the West Pakistan region by the forces in the command of Lt.-Gen. Jagjit Singh Aurora.- Reuter

Source: *The Sunday Times,* December 19, 1971

১০.১১৪ রাহুমুক্ত বাঙলাদেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাঙলাদেশ আজ রাহুমুক্ত। গত বৃহস্পতিবার বাঙলাদেশ সময় বিকাল ৫.০১ মিঃ- এ ঢাকার ঐতিহাসিক রেস কোর্স ময়দানে পাক দখলদার বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ নিয়াজির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙলাদেশের উপর ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকচক্রের কর্তৃত্ব ও জবর-দখলের অবসান ঘটে। অবসান ঘটে গত নয় মাসের বিভীষিকার রাজত্বের। মৃত্যু ঘটে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের এবং পূর্বাঞ্চলে বিলুপ্ত হয় ওই কুখ্যাত তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র পাকিস্তান - যে পাকিস্তান ছিল জাতিসমূহের কারাগার।

ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া পূর্ব দিগন্তে উদিত হইয়াছে এক নবীন সূর্য-গণ-প্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ। যে- বাঙলাদেশে বাঙালি জাতি পাইবে অবাধ আত্মবিকাশের সুযোগ, যে বাঙলাদেশের চারটি মূলনীতি হইল: গণতন্ত্র, জোট নিরপেক্ষতা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে বিশ্বের এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী কব্জা শিথিল হইবে- শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির শক্তি জোরদার হইবে।

পাক দস্যুদের আত্মসমর্পণ

মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর অতুলনীয় শৌর্য-বীর্য ও মানেকশ'র কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে। জেনারেল মানেকশ জবাবে পাকবাহিনীর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দাবি জানান এবং ভারতীয় বাহিনীর সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে ঢাকার উপর বিমান আক্রমণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন। পরদিন নিয়াজির অনুকূল সাড়া পাইয়া মেজর জেনারেল জ্যাকব ঢাকা যান এবং আত্মসমর্পণের দলিলপত্র তৈরী করেন। বিকালে জেনারেল অরোরা ভারতীয় নৌ ও বিমানবাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়কদ্বয় ও মুক্তিবাহিনীর চীফ অব স্টাফকে সঙ্গে নিয়া ঢাকায় যান এবং আত্মসমর্পণের দলিল গ্রহণ করেন।

মুক্তির আনন্দে উদ্বেল

পাক দস্যুবাহিনী আত্ম-সমর্পণের সংবাদে ঢাকা সহ সারা বাঙলাদেশে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হয়। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অগণিত মানুষ রাস্তায় বাহির হইয়া আসে এবং আনন্দে মাতিয়া উঠে। সর্বত্র বাঙলাদেশের পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হয়। কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইতে থাকে 'আমার সোনার বাঙলা' আমি তোমায় ভালবাসি....।

রাস্তায় রাস্তায় মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে

মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ মূলত সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর সীমাবদ্ধ থাকায় ঢাকা শহর মোটামুটি অক্ষতই আছে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়া আসিতেছে। বাঙলাদেশ রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্র শুক্রবার হইতে চালু করা হইয়াছে। বাঙলাদেশ সরকারের প্রধান সচিব জনাব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে একদল সরকারী কর্মচারী ঢাকা রওয়ানা হইতেছেন। ইহারা অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কার্য পরিচালনা করিবেন।

বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কবীর আহমদ, ন্যাপ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রমুখ ইতিপূর্বেই মুজিব নগর হইতে ঢাকা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

সূত্র: *মুক্তিযুদ্ধ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১১৫ শত্রু মুক্ত ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী
নিয়াজি নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য
বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত

বরিশাল, ১৬ই ডিসেম্বর- পূর্বের আকাশে রক্তিম আভা নিয়ে দেখা দিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আক্রমণকারী পাক জল্লাদ বাহিনী আজ সর্তবিহীনভাবে [শর্তবিহীন] মুক্তিবাহিনীর সাহায্যকারী মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ শত্রুকবল থেকে মুক্ত হল। আজ বিকেল ৪টা ৩১ মিঃ এর সময় পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় দখলদার বাহিনীর মুখ্য অধিকর্তা লেফটান্যান্ট জেনারেল নিয়াজি মিত্র-বাহিনী ও মুক্তিফৌজের মিলিত বাহিনীর কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ দীর্ঘ ২৪ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। স্বাধীন বাংলার রাজধানী হল সদ্যমুক্ত ঢাকা নগরী। ঐতিহাসিক ঢাকা নগরী নবারুণের আলোকে উদ্ভাসিত- বিশ্বের বুকে পরিচয় পেয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে। পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর করেছেন লেঃ জেঃ নিয়াজি এবং তা গ্রহণ করেছেন মুক্তিফৌজ ও মিত্র বাহিনীর ইষ্টার্ণ কম্যান্ডের জি ও সি-ইন-সি লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা। মুক্তিবাহিনীর অভূতপূর্ব ত্যাগ ও বীরত্বের ফলে দীর্ঘ আট মাস কুড়ি দিন পরে বাংলাদেশ পশ্চিমা হায়নাদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে।

সূত্র: *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০.১১৬ ঢাকা বিজয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা
–প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ

মুজিবনগর ১৬, ডিসেম্বর ১৯৭১- আজ ঢাকা মুক্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মুক্ত ও স্বাধীন। খান সেনারা আমাদের মুক্তি বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকা বিজয়ের সংবাদ মুজিবনগরে পৌঁছলে এক আনন্দ কোলাহল ও উদ্দীপনাময় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বিজয় আনন্দে উৎফুল্ল প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন

সাংবাদিকদের বলেন- আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার গুরুত্ব ও কর্তব্যের কথাও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যে, আজকের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে পাকিস্তান ও তার বন্ধুরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। বাংলাদেশের শত্রুদেরও আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলাদেশের মানুষ বহু রক্ত ও চোখের জলের বিনিময়ে জানতে পেরেছেন কে তার শত্রু আর কে তার মিত্র।

জনাব আহমদ বলেন- ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী যদি পশ্চিমখণ্ডে ভারতের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে তা হলে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়বে।

সূত্র: *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

তথ্য সূত্র

[১]. সিদ্দিক সালিক (অনুবাদ মাসুদুল হক), নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮, পৃ. ২০৪

উপসংহার

রণাঙ্গনের পাশাপাশি যে সেক্টরটি মুক্তিযুদ্ধকে সরব করে রেখেছিল তা হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের মধ্যে বেতার ও টেলিভিশন মাধ্যমের বাইরে পত্র-পত্রিকাগুলো ছিল খুবই তৎপর। ঢাকার টেলিভিশন ও রেডিও'র পরিবেশিত তথ্যের ওপর কারো বিশ্বাস ছিল না। এক্ষেত্রে বাঙালি মাত্রই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী কলকাতা, বিবিসি'র বাংলা অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভর করত। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর সংবাদ সম্পর্কে একই বক্তব্য দেওয়া যায়। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চলের পত্রিকা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্লভ হলেও বেতার মাধ্যম থেকে এসব তথ্য পাওয়া কষ্টকর হতো না। বর্তমানে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, মুজিবনগরের পত্রিকাগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া গেলেও তখন এগুলো অঞ্চলভিত্তিক হওয়ায় কেবল স্থানীয় শরণার্থী শিবির, মুজিবনগর সরকারও সংশ্লিষ্টদের হাতে পৌঁছাত। বেশির ভাগ অঞ্চলভিত্তিক পত্রিকায় সেই এলাকার সংবাদগুলো বের হতো। রাজধানী ঢাকা পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় এখানকার খুব কম তথ্য এসব পত্রিকায় থাকত। তবে কম তথ্য হলেও ঢাকার সংবাদ ছিল গুরুত্বের শীর্ষে। আমরা ঢাকার দেশ-বিদেশের তথ্যগুলোকে একত্রে সংকলন করে মুক্তিযুদ্ধে এর বহুমাত্রিকতা মেলে ধরার চেষ্টা করেছি। পত্রিকার প্রতিবেদনগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করলেও এগুলো একাধিক শিরোনাম অন্তর্ভুক্তির দাবি রাখে।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রকৃত সংবাদ পরিবেশন নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং প্রকাশিত সংবাদ সেন্সরশিপের আওতায় ছাপা হওয়ায় দেশের খবরের জন্য বিদেশি গণমাধ্যম ছাড়া উপায় ছিল না। প্রায় প্রতিদিনের পত্রিকায়ই বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় প্রকাশ পেত। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে এসব সংবাদ ছিল বাংলাদেশের সংগ্রামের পক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পত্রিকার (যদিও অবরুদ্ধ বাংলাদেশে এগুলো আসত না) অধিকাংশ শুধু বাঙালির সংগ্রামকে সমর্থন দেয়নি, নিজ নিজ দেশের সরকারকে বাংলাদেশের পক্ষে ভূমিকা রাখতে অবদান রাখে। এ দুটি দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানকে সহায়তা করলেও গণমাধ্যম ও জনমতের চাপে এক পর্যায়ে অস্ত্র ও অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে। একাত্তরে যুক্তরাজ্য হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযুদ্ধের আরেক রণাঙ্গন এবং বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভারত সরকারের মতো গণমাধ্যমও সোচ্চার ছিল। একাত্তরে ভারতের পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশ সংকট। ভারতবাসী ও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় মুক্তাঞ্চল, মুজিবনগর ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সংবাদের সঙ্গে ভারতের গণমাধ্যমের সংবাদের তেমন পার্থক্য ছিল না। ভারতের পত্রিকায় একই সাথে বাঙালির প্রতি সহমর্মিতা, ভারত সরকারের নীতি, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠন, সুশীল সমাজের ভূমিকা জানা যাবে। তবে এক্ষেত্রে আমরা শহর ঢাকার সীমানা অতিক্রম না করায় অনেক ক্ষেত্রে সংবাদে ধারাবাহিকতায় কিছুটা ছেদ পড়েছে। **১৯৭১** সালের মার্চের শুরুতে ঢাকা থেকে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা এবং তা সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ঢাকা ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সরকার অনুমোদিত পত্রিকাগুলো সরকারের ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। তবে অসহযোগ আন্দোলনে *দৈনিক সংগ্রাম* বাদে সব পত্রিকাই আন্দোলনের পক্ষে প্রতিবেদন ছাপে। বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি বাঙালি জাতি অসহযোগ আন্দোলনেই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান সরকারের শাসনযন্ত্র তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভেঙে পড়ে এবং বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দেশ পরিচালিত হতে থাকে। ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর গণহত্যার মাধ্যমে এ ধারার অবসান ঘটে। পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী মিলে কায়েম করে ধ্বংস ও ত্রাসের রাজত্ব। তাদের অপকর্মের খবর যাতে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এর জন্য তারা দেশি সংবাদপত্র নিজের কব্জায় আনে এবং বিদেশি সাংবাদিকদের বহিষ্কার করে। এপির তৎকালীন পাকিস্তান ব্যুরো প্রধান দুঃসাহসিক সংবাদদাতা আর্নল্ড জেটলিন যথার্থই বলেছেন, ২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাংবাদিকদের জোর করে বের করে দিয়ে পাকিস্তান ভুল করে যা বিশ্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পাকিস্তান সরকারের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের অন্যতম ব্যক্তি মেজর সিদ্দিক সালিকও স্বীকার করেছেন সাংবাদিকদের ২৬ মার্চ ঢাকায় বন্দি করে রাখা ও পরদিন বহিষ্কার করায় তারা অতিরঞ্জিতভাবে সংবাদ প্রচারের সুযোগ পেয়েছেন।[১] তবে এটা ঠিক বিদেশি সংবাদমাধ্যমের কারণেই দ্রুত বাংলাদেশের গণহত্যার খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বইয়ে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শিরোনামে প্রতিবেদনগুলোতে শুধু গণহত্যা নয়, পাশাপাশি বাঙালির প্রতিরোধের চিত্রও বিক্ষিপ্তভাবে জানা যাবে। তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের তথ্য থেকে ২৫-২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে **১১** জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ৫০০ ছাত্র-কর্মচারী, রাজারবাগে ৬০০-৮০০ পুলিশ নিহত হওয়ার তথ্য জানা যায়।[২] যদিও মেজর সিদ্দিক সালিক এ সংখ্যা ৩০০-এর বেশি নয় বলে মন্তব্য করেন। বাঙালি সেনা অফিসার মেজর দেলোয়ার হোসেন সে রাতে ৭০০ ইপিআর সদস্য পিলখানায় হত্যার বর্ণনা দেন।[৩] বিদেশি সাংবাদিকরা মনে করেন সেদিন ৭০০০ লোক ঢাকায় হত্যার শিকার হয়।[৪] তবে ব্লাডের মতে, এ সংখ্যা ৪০০০-৬০০০-এর মধ্যে হবে।[৫] পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ ২৫-২৬ মার্চ ব্যর্থ হলেও বাঙালি তরুণ ও সৈনিকরা ভেঙে পড়েনি। ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে ২৭ মার্চও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কোনো সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়নি। তবে তৎকালীন সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালি সদস্যদের লেখা থেকে জানা যায়, ২৭ মার্চ তেজগাঁওয়ে পাক সেনাদের সঙ্গে সেনানিবাস থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সদস্য ও প্রতিরোধকারীরা যৌথভাবে পাকবাহিনীর **১২৬** জন সেনাকে হতাহত ও তাদের তিনটি গাড়ি ধ্বংস করে বহু অস্ত্রও উদ্ধার করে।[৬] প্রতিরোধের সংবাদ বিক্ষিপ্তভাবে বিদেশিদের প্রতিবেদন থেকেও জানা যায়।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঢাকায় পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে সারা শহরটিকে একটি সেনানিবাসে পরিণত করে। একদিকে সেনা নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন কালাকানুন নগরবাসীকে কার্যত অবরুদ্ধ, বন্দিতে পরিণত করে। ঢাকার চারদিকে যাতে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবেশ করতে না পারে এর জন্য ঢাকার চারদিকে একটি বলয় সৃষ্টি করে। তাদের এ কাজে সহযোগী হয় জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিবিসহ ধর্মভিত্তিক দল ও সংগঠন। পাকবাহিনীর দোসরদের অনেক খ্যাত, অখ্যাত নেতা বিবৃতি, বক্তৃতা দিয়ে পত্র-পত্রিকা সরব করে রাখে। তাদের তৎপরতার তথ্যে একাত্তরের পত্রিকা ভরা থাকত। *দৈনিক সংগ্রাম* ছিল স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রধান কেন্দ্র। যদিও পাকিস্তান বাহিনী ও এসব দলের কোন্দল, গণমাধ্যমে তাদের নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরলে সরকার সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানে টিক্কা খানের বদলে রাজনীতিবিদ ডা. এম. এ. মালিককে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করে। বাংলাদেশের সংকট নিরসনে এই সাক্ষী গোপাল সরকার কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় গেরিলা আক্রমণের চাপে নভেম্বর থেকে পদত্যাগের পথ খুঁজতে

থাকে। যদিও কাগজে-কলমে ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল।

অবরুদ্ধ ঢাকার মানুষের জীবনযাত্রা ছিল ভয়াবহ অস্বস্তিকর। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে এখানে পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দখলদারিত্ব ছিল। কারফিউ, গণগ্রেপ্তার, বিক্ষোভ দমন, হত্যাযজ্ঞ এবং প্রেস সেন্সরশিপের কারণে ঢাকার প্রকৃত চিত্র স্থানীয় পত্রিকায় পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান টেলিভিশন ও রেডিওতে জনজীবনের স্বাভাবিক চিত্রের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হতো। পত্রিকায় সরকারি সাফল্য, সরকারি ঘোষণা, সামরিক বিধি, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হতো। তবে সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা দেশের পত্রিকা থেকে নয়, মুজিবনগর, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ মুক্তাঞ্চলের পত্রিকা, বিদেশি পত্রিকা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন থেকে ফাঁস হয়ে যেত। যেমন ২৫ মার্চ রাতেই বিদেশি সাংবাদিকদের বন্দি ও ২৭ মার্চ ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা সত্ত্বেও সাইমন ড্রিং, সিডনি শনবার্গ গণহত্যার শুরুতেই তা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল ঢাকা পরিদর্শন শেষে তাদের প্রতিবেদনে ফাঁস করে দেয় ঢাকার প্রকৃত চিত্র। এতে বলা হয়, ঢাকায় দিনে ৫০ ভাগ লোকেরও চলাচল দেখা যায়নি। রাতে কোথাও লোক চলাচল দেখা যায় না।[৭] একই প্রতিবেদনে পাকিস্তান সরকারের ঢাকাকে স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক দূরে বলে উল্লেখ করা হয়।[৮] বিদেশি সংবাদদাতাদের মধ্যে সিডনি শনবার্গ মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকা আসেন। ২৭ মার্চ বহিষ্কৃত হওয়ার তিন মাস পর জুনে তিনি আবারও ঢাকা আসেন। ২৫ জুন *নিউইয়র্ক টাইমসে* এক প্রতিবেদন থেকে ঢাকার প্রকৃত চিত্র আরো ফুটে ওঠে। "পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার অস্বস্তিকর ও অসুখী পরিস্থিতি। শহরের নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে সেনাবাহিনীর হাতে তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতির বয়ানকালে যে কথাটি সরকার ব্যবহার করে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। আজকের ঢাকাকে বড়জোর বলা যায় সেনাবাহিনীর অধিকৃত নগরী যেখানে শক্তি, সন্ত্রাস ও ভীতির শাসন চলছে। কিন্তু কোনোভাবেই কার্যকর বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ঢাকার ১৫ লক্ষ মানুষের মাত্র অর্ধেক এখানে রয়েছে। বাদবাকিদের অধিকাংশই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অথবা ভারতে পালিয়ে গেছে। বহু সহস্র নাগরিক, সঠিক সংখ্যা কেউ জানেন না নিহত হয়েছেন সেনাবাহিনীর হাতে।"[৯] সরকার ঢাকার জনজীবন স্বাভাবিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক উপস্থিতির কথা বললেও ২০ জুন *সানডে টাইমস* প্রতিবেদক একটি স্কুলের ৮০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১০ জনকে উপস্থিত দেখেছেন।[১০] এর আগের মাসের ১১ তারিখে *সাপ্তাহিক জয় বাংলার* মতে "ঢাকা এখন মৃত্যুনগরী"। মে থেকে মুজিবনগর ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন থেকে ঢাকার অস্বাভাবিক চিত্র বিস্তারিত জানা যায়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ব্যাপক গেরিলা অপারেশনে পাকবাহিনীর সদস্যরা ভীত হয়ে রাতের বেলায় টহল শিথিল করে দেয়।

পাকবাহিনীর লক্ষ্য যেমন ছিল ঢাকার দখলদারিত্ব অটুট রাখা, তেমনি মুক্তিবাহিনীর রণকৌশলে মে মাসে ঢাকাকে অশান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা পাকিস্তান সরকারের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে এখানে সম্মুখ যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বিবেচনায় সুইসাইড স্কোয়াড গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা শহরে দখলদার সেনাবাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি, বিদেশি সাংবাদিক, দাতা সংস্থার লোকদের ধারণা দেওয়া ঢাকায় মুক্তিবাহিনী সক্রিয়। পাশাপাশি অবরুদ্ধ ঢাকাবাসীর মনোবল বৃদ্ধিও এর অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

ঢাকার বেশির ভাগ অপারেশন হয় ক্র্যাক প্লাটুনের আওতায়। ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জুন–আগস্টে বড় ধরনের অভিযান ছাড়াও ক্র্যাক প্লাটুন প্রায় ৮০টি অভিযান চালায়।[ির] তখন গেরিলাদের তৎপরতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা মন্ত্রী মাওলানা ইসহাকের গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খান, পিডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা মাদানীকে প্রকাশ্যে হত্যা করে। ঢাকা থেকে পাকিস্তান সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় বিকৃত আকারে অভিযানগুলোর খবর বের করলেও বিদেশি পত্রিকা ও মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় এ অভিযানগুলো বিস্তারিত এসেছে। এ গ্রন্থে সবচেয়ে বেশি প্রতিবেদন গেরিলা অভিযানের।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে আবার ঢাকা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পায়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বহু সাংবাদিক ঢাকা এসে উপস্থিত হন। ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর বিমান হামলায় যখন জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও অন্যান্য বেসামরিক ব্যক্তি ঢাকা ছাড়ছিলেন তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশি সাংবাদিকরা ঢাকায় আসেন। ৮ ডিসেম্বর থেকে ঢাকার সঙ্গে পাকবাহিনীর সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। ঢাকায় ১১ ডিসেম্বর সান্ধ্য আইন জারি হলেও তা ঘোষণায় সীমাবদ্ধ থাকে। ঢাকার চারদিকে জড়ো হতে থাকে গেরিলারা। ঢাকার পত্র-পত্রিকায় পাক বিমানবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে ভারতীয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রকাশ করলেও *নিউইয়র্ক টাইমস* ৭ ডিসেম্বর জানিয়ে দেয় শুধু ৪ তারিখে ১৩টি পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত হয়েছে। ৮ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো এলাকা শত্রুমুক্ত হতে থাকে। ১০-১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি, ডা. মালিকের বেসামরিক প্রশাসনের পদত্যাগ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কেন্দ্র বনাম প্রদেশের সেনা নেতৃবৃন্দের টানাপোড়েন, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড এবং আত্মসমর্পণ সম্পর্কে প্রতিবেদন থেকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে যুদ্ধের অবস্থা জানা যাবে। এভাবে ন'মাসের যুদ্ধে গণমাধ্যম হয়ে ওঠে বাঙালির সংগ্রামের দর্পণ।

তথ্য সূত্র

১. দ্রষ্টব্য আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭, পৃ. ৫০০
২. Archer K. Blood, *The Crued Birth of Bangladesh Memories of on American Diplomate, Dhaka,* UPL, 2002, P.20
৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৪, পৃ. ১৫
৩. *New York Post*, 30 March 1971
৪. Archer K. Blood, *Ibid*, P. 20
৫. সুকুমার বিশ্বাস (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ রাইফেলস*, ঢাকা: বাংলাদেশ রাইফেলস, ১৯৭৭, পৃ. ৮৯-৯২
৬. World Bank Study on Bangladesh*, Thousand My Lais,* World Bank Mission Report, P. 17
৭. *ঐ*, পৃ. ১৮
৮. সিডনি শনবার্গ (মফিদুল হক অনূদিত), *ডেটলাইন বাংলাদেশ নাইনটিন সেভেন্টিওয়ান*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ৫৯-৬০
৯. ফজলুল কাদের কাদেরী (দাউদ হোসেন অনূদিত), *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস*, ঢাকা: সংঘ প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১৩১
১০. মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া) "বীর বিক্রম, ঢাকার গেরিলা অপারেশন", হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ৬৭৭-৬৭৯

পরিশিষ্ট-১
যেসব বিদেশি পত্রিকার প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে

পত্রিকার নাম	সংবাদদাতা
The Times	Michel Laurent, Louis Heren, Peter Hazlhurst, Malcolm W. Browne, James P. Sterba, Julian Kerr, Henry Stanhope
The Baltimore Sun	John E. Woodruff, Antoro Pietila
The New York Times	Sydney H. Schanberg, Grace Lichtenstein, Charles Mohr, Beulers, Benjamin Welles, Alvin Toffier, Bernard Gwertzaman,
The Observer	Colin Smith, Gavin Young
The Evening Star	Henrey S. Bradsher, Crosby S. Noyes
Amrite Bazar Patrika	Narayon Chaudhury
The Sunday Morning Herald	Robert Taylor
The Daily Telegraph	Simon Dring, Clare Hollingworth, David Loshak
The Djakarta Times	
Indonesian Observer	Arnold Zeitlin, Mort Rosenblum
The Straits Times	
The Guardian	Martin Woollcott, Lee Lescaze
Mainichi Daily News	
The DailyYomiuri	
The Time	
Time Magazine	
News Week	
Evening Standard	Dennis Neeld
The Sunday Telegraph	
The Sunday Times	Saced Nagqvi, Herry Brandon, Nicholas Carroll
Evening Bulletin	
The Japanes Times	
Morning Star	
The Scotsman	
The Financial Times	Robert Graham, Hennrey Stockwin, Kevin
The Washington post	Parferty, Anthony Astrachan
Hindustan Standard	Amitava Das Gupta

পত্রিকার নাম	সংবাদদাতা
The Daily Mail	
Morning Star	
Workers Press	John Spencer
The Sunday	
The Statesmen	
International Herald Tribune	
Bangladesh	
Bangladesh News Letters	
Bangladesh Today	
দৈনিক সংবাদ (আগরতলা)	
দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা	
দৈনিক যুগান্তর	
দৈনিক কালান্তর	পরিমল ভট্টাচার্য

এছাড়া এসব পত্র-পত্রিকায় নাম উল্লেখ না করেও অনেক প্রতিবেদন বের হয়। অনেক পত্রিকায় নাম ছাড়া প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

পরিশিষ্ট-২

মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত যেসব পত্রিকা সংকলিত হয়েছে

সাপ্তাহিক জয় বাংলা
বাংলার বাণী
নতুন বাংলা
সাপ্তাহিক বাংলা
বিপ্লবী বাংলাদেশ
জন্মভূমি
মুক্তিযুদ্ধ
স্বদেশ
মায়ের ডাক
বাংলাদেশ
দেশ বাংলা
বিপ্লবী বাংলা
অগ্রদূত
রণাঙ্গন
বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা
অমর বাংলা
আমার দেশ

পরিশিষ্ট-৩

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র যেগুলো থেকে প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে

দৈনিক আজাদ
দৈনিক সংগ্রাম
দৈনিক পাকিস্তান
দৈনিক পূর্বদেশ
দৈনিক ইত্তেফাক
দৈনিক সমাচার
The Morning News
The Pakistan Observer
Pakistan News Digest
The Pakistan Times

করাচি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা যেগুলো থেকে প্রতিবেদন সংকলিত হয়েছে

Daily Dawn
Morning News

পরিশিষ্ট-৪

গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ

মুক্তিযুদ্ধে পত্র-পত্রিকার সংকলন, একাত্তরের পত্রিকা নিয়ে বেশ কিছু কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে বিদেশি পত্রিকার সংকলন যেমন আছে, আছে মুক্তাঞ্চল ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা সংকলন, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের পত্রিকার সংকলন। তবে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পত্রিকার সংকলন একটিও বের হয়নি। সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংকলনের মধ্যে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্নভাবে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ে বইগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি। নিচে এসব বইয়ের তালিকা দেওয়া হলো।

ক. অবরুদ্ধ ঢাকার সংবাদপত্র

১. দুলালচন্দ্র বিশ্বাস (সম্পাদনা), *সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা একাত্তরের ঘাতকদের জবান-জুলুম ষড়যন্ত্র চিত্র*, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৩

২. মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি: একাত্তর*, ঢাকা: পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯১

৩. ইফতেখার আমিন, *একাত্তরের রাষ্ট্রদ্রোহিতার দলিল একাত্তরের দালালনামা*, ঢাকা: শব্দশৈলী, ২০১১

৪. আলী আকবর টাবী, *দৈনিক সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২

৫. রমেশ বিশ্বাস, *ঘাতকের দিনলিপি*, ঢাকা: ধ্রুপদ প্রকাশন, ১৯৯৩

৬. সাইদুজ্জামান রওশন, *১৯৭১ ঘাতক দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি* ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩

৭. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ৭১তম দশ মাস, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯১

খ. মুক্তাঞ্চল, মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা সংকলন

১. আবদুল মান্নান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*, ঢাকা: বৈশাখী পাবলিকেশন, ২০১৪

২. আব্দুল গফুর, *আমাদের মুক্তি-স্বাধীনতা সংগ্রামে জয় বাংলা*, ঢাকা: ঢাকা বুক মার্ট, ১৯৭৩

৩. নেসার আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধ (পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মুখপত্র)*, ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১০

৪. ফজলুল বারী, *মুক্তিযুদ্ধে পত্র-পত্রিকা এবং 'জন্মভূমি' প্রসঙ্গ*, ঢাকা: সংযোগ প্রকাশনী, ১৯৯০

৫. *বাংলার বাণী*, বাংলাদেশের গণহত্যা, ঢাকা: মধুমতি মুদ্রণালয়, ১৯৭২

৬. মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্র: আমোদ*, ঢাকা: বিনয় সাহিত্য সংসদ, ২০০০

৭. মিজানুর রহমান, *সাপ্তাহিক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ৭০ দিন*, ঢাকা: ধ্রুপদ প্রকাশন, ১৯৯১

৮. রিয়াজ আহমেদ, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, প্রথম খণ্ড, কার্টুন, ঢাকা:

অনন্যা, ২০০২

৯. Muntassir Mamoon (Compiled and Edited), *Media and Liberation War of Bangladesh*, Dhaka: Centre for Bangladesh Studies, 2002

১০. হাসিনা আহমেদ (সংকলন, সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ৩য় খণ্ড (মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা), ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা কেন্দ্র, ২০০৫

১১. হাসিনা আহমেদ (সংকলন, সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, চতুর্থ খণ্ড, মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭

১২. হাসিনা আহমেদ (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা) ঢাকা অনন্যা, ২০০৮

১৩. মুনতাসীর মামুন, আহমেদ মাহফুজুল হক (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ষষ্ঠ খণ্ড (দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা থেকে সংকলন, ২০০৭), ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৭

১৪. মুনতাসীর মামুন (সংকলন, সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সপ্তম খণ্ড (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সংকলন), ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা কেন্দ্র, ২০০৮

১৫. মুনতাসীর মামুন (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ৮ম খণ্ড (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সংকলন), ঢাকা: অনন্যা, ২০০৮

১৬. হাসিনা আহমেদ (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, নবম খণ্ড (মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও প্রকাশিত পত্রপত্রিকা), ঢাকা: অনন্যা, ২০০৮

১৭. হাসিনা আহমেদ (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, দশম খণ্ড, (মুজিবনগর, মুক্তাঞ্চল ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের পত্রিকা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা), ঢাকা: অনন্যা, ২০১০

১৮. Muntassir Mamoon, Mahbubar Rahman (Compiled and edited), *Media and the Liberation War of Bangladesh,* Vol, XI, (Selections from News Papers of South, South East Asia, Australia and Newzeland), Dhaka: Ananya, 2010

১৯. মোহাম্মদ সেলিম, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, দ্বাদশ খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০১১

২০. মুনতাসীর মামুন, হাসিনা আহমেদ (সংকলন, সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ত্রয়োদশ খণ্ড, (দৈনিক কালান্তর পত্রিকা থেকে সংকলন), ঢাকা: অনন্যা ২০১১

২১. মুনতাসীর মামুন, হাসিনা আহমেদ (সংকলন, সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, চতুর্দশ খণ্ড (দৈনিক কালান্তর পত্রিকা থেকে সংকলন),

ঢাকা: অনন্যা, ২০১২
২২. মুনতাসীর মামুন, হাসিনা আহমেদ (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চদশ খণ্ড (দৈনিক কালান্তর পত্রিকা থেকে সংকলন), ঢাকা: অনন্যা, ২০১২
২৩. মুনতাসীর মামুন (সংকলন সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ষোড়শ খণ্ড (সাপ্তাহিক কম্পাস থেকে সংকলন), ঢাকা: অনন্যা, ২০১৩
২৪. মুনতাসীর মামুন, হাসিনা আহমেদ (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সপ্তদশ খণ্ড, (দৈনিক কালান্তর থেকে সংকলন), ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪
২৫. মুনতাসীর মামুন, হাসিনা আহমেদ (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, অষ্টাদশ খণ্ড (দৈনিক কালান্তর থেকে সংকলন), ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪
২৬. মুনতাসীর মামুন, আহমেদ মাহফুজুল হক (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, উনবিংশ খণ্ড (সংবাদপত্র থেকে সংকলন) ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪
২৭. মুনতাসীর মামুন, আহমেদ মাহফুজুল হক (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, বিংশতম খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪
২৮. মুনতাসীর মামুন (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, একবিংশ খণ্ড (সংবাদ-সাময়িকপত্র সংকলন), ঢাকা অনন্যা
২৯. মুনতাসীর মামুন (সংকলন ও সম্পাদনা), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, দ্বাবিংশ খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৫
৩০. হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা*, ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ২০১১
৩১. *স্বাধীনতা সংগ্রামে জয় বাংলা* (জয় বাংলা পত্রিকার সংকলন), ঢাকা: বুক মার্ট, ১৯৭১
৩২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র:* ৬ষ্ঠ খণ্ড, (মুজিবনগর গণমাধ্যম) ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২
৩৩. রহমতউল্লাহ (সম্পাদিত), *একাত্তর "দৈনিক জয় বাংলা" (মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য মুখপত্র)*, ঢাকা: জয় বাংলা প্রকাশনী, ১৯৯০
৩৪. আইয়ুব হোসেন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদনা) মুক্তিযুদ্ধ ও দৈনিক জয় বাংলা, ঢাকা: বাংলার একুশ মাল্টিমিডিয়া, ২০০৮

গ. বিদেশি পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ

১. আবুল আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ভূমিকা*, ঢাকা: রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ২০০৪
২. কবির বিন আনোয়ার, *বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: হাক্কানী প্রকাশনী, ২০১১
৩. খালেদুর রহমান শাকিল, *আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৩

৪. দেলোয়ার হোসেন, *৭১'এর মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ মিডিয়ার ভূমিকা*, ঢাকা: শাহজি প্রকাশনী, ২০১২
৫. ফজলুল কাদের কাদেরী (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড প্রেস*, ঢাকা: আমাতুল কাদের, ১৯৭২
৬. মাহবুব কামাল (অনূদিত), *বিদেশি সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (বিদেশি পত্রিকার যুদ্ধকালীন প্রতিবেদন সংগ্রহ), ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৩৯৫
৭. হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র:* চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্ব জনমত, ঢাকা তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩
৮. হাসান শাহরিয়ার, *নিউজ উইক এর বাংলাদেশ*, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৪
৯. Jack Anderson, *The Anderson Papers*, New York, Random House, 1973
১০. Government of People's Republic of Bangladesh, Booldbath in Bangladesh: UK Press Comments, 1971
১১. Vinod Gupta, *Anderson Papers A Study of Nixon's Blackmail of India*, Delhi: Indian School Supply Depot, 1972
১২. M.D Husan, *International Press of Bangladesh Liberation War,* Dhaka: Rahfat M. Husain, 1987
১৩. Maudud Ilahi, *Assignment Bangladesh'* 71, Dhaka: Momen Publication
১৪. M.A Mannan, Sharifa Mannan Chowdhury, *International Documents of Great Liberation War in Bangladesh*, Vol, I, II, III, Dhaka: Jatia Grontha Prokash, 2011
১৫. Sheelendra Kumar Singh and others (edited), *Bangladesh Document*, Vol. I-II, Dhaka UPL, 1999
১৬. আন্দালিব রাশদী, (অনুবাদ) *বিদেশির চোখে ১৯৭১*, ঢাকা: কালান্তর, ২০১২
১৭. শক্তি চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা), *সাংবাদিকের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭১
১৮. সুকুমার বিশ্বাস (সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা দলিলপত্র*, ঢাকা: ইত্যাদি, ২০০৭
১৯. সিডনি শনবার্গ (অনুবাদ মফিদুল হক), *ডেটলাইন বাংলাদেশ নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫
20. A.K.M. Nasimul Kamal, (Edited), *Genocide in Bangladesh 1971*, Dhaka: Balaka prokas, 2015

পরিশিষ্ট-৫

THE TIMES, 27 MARCH 1971

Heavy fighting as Shaikh Mujibur declares E Pakistan independent

Civil war raged in the eastern region of Pakistan last night after the provincial leader, Shaikh Mujibur Rahman, had proclaimed the region an independent republic. President Yahya Khan outlawed the Shaikh's Awami League and denounced the Shaikh himself as a traitor whose crime "would not go unpunished".

Political activity throughout Pakistan has been banned and an indefinite curfew has been imposed on the eastern wing.

Official communications between East Pakistan and the rest of the world have been cut. The only news about the day's dramatic developments came in clandestine radio bulletins broadcast from Dacca and from reports by travellers crossing into India.

The Press Trust of India, quoting reports from the East Pakistan-India border, said that Dacca, the capital of the eastern wing, had become a "battlefield". It also quoted Shaikh Mujibur's claim that West Pakistan troops had been surrounded in six cities.

President says traitors must be punished

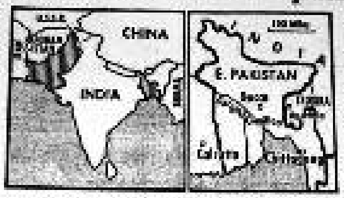

Delhi, March 26.—Shaikh Mujibur Rahman tonight proclaimed East Pakistan the Sovereign Independent People's Republic of Bangla Desh, according to a clandestine radio report monitored near the East Pakistan border.

The Press Trust of India (P.T.I.) published the report which was monitored at Agartala, in the Indian territory of Tripura, about 50 miles east of Dacca. P.T.I. said that the broadcast was not made by the Shaikh himself but by an unidentified announcer.

The broadcast said that troops of the East Bengal Regiment, the East Pakistan Rifles, and the entire police force had surrounded West Pakistan troops at Chittagong, Comilla, Sylhet, Jessore, Barisal and Khulna, and that heavy fighting was continuing.

A later message said that forces loyal to Shaikh Mujibur had captured the Chittagong station of Radio Pakistan, forcing troops to retreat after fierce fighting.

It added that West Pakistan forces were hunting for Shaikh Mujibur, who was said to have gone underground after the fighting began.

[illegible]

Explore the Shaikh's [illegible]

[illegible]

Evening Star, Sunday, March 28, 1971

Dacca Is Burning

By HENRY S. BRADSHER
Star Staff Writer

DACCA, East Pakistan—Dacca is burning. The army of the West Pakistan minority which controls Pakistan is using the torch, heavy machine guns and artillery to establish its control over the majority political party and the most populous wing of the two-part nation. The leader of the majority party, Sheikh Mujibur Rahman, has been arrested.

Pakistan's president and army commander, Gen. Agha Mohammed Yahya Khan, accused him of treason.

The validity of reports about subsequent clandestine radio broadcasts of messages from Rahman is uncertain.

But a reported message from him calling upon East Pakistan's people to fight "enemy forces"—the Pakistani army from the Western part of the country—and proclaiming the East independent, are consistent with Rahman's attitude of what would happen in the event the army cracked down on the East.

Indications available to foreign correspondents before they were deported forcibly from East Pakistan by the army early yesterday were that the people are fighting the army in some parts of Dacca.

The dimensions of the conflict in this wing of [illegible]

Henry S. Bradsher yesterday was expelled from Pakistan with some 25 other correspondents who had been detained by the army since Thursday night in their hotel. Bradsher's notebooks were confiscated by the army.

some 1.5 million persons and throughout its region of more than 75 million people were unclear.

But provincial reports, before the army opened fire on civilians in a crackdown beginning Thursday night, indicated a number of clashes already had occurred.

Despite a curfew, shooting was still being heard around Dacca early yesterday.

Thick black smoke rose from two large sections of Dacca's crowded old city. At least five large fires were seen early Friday.

Correspondents, who were kept at gunpoint in their hotel from the beginning of the crackdown until their deportation, saw troops deliberately set fire to several buildings where the eastern regional newspaper was published and defiant slogans were shouted.

This and the pattern of other fires suggest [illegible]

WITNESS

HEAVY FIGHTING, RAIDS REPORTED IN EAST PAKISTAN

TOLL CALLED HIGH

Indian Press Asserts the Army Has Killed More Than 10,000

NEW DELHI, March 27—Pakistani Government troops supported by artillery and air forces were reported battling on many fronts today with the forces of Sheik Mujibur Rahman, the nationalist leader of East Pakistan.

According to one Indian press report, the Pakistani Army has killed more than 10,000 people, most of them by artillery and tank fire. The air force was reported to have bombed Comilla, a town of 50,000 people, which is said to be under the control of Sheik Mujib's forces.

[illegible]

Proclamation of Independence

[illegible]

Pakistani Air Force reportedly bombed town of Comilla, which is said to be under control of East Pakistanis.

THE DAILY TELEGRAPH
30 March 1971

TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN

Simon Dring.

Telegraph REPORTER SLIPS NET

SIMON DRING, Daily Telegraph reporter, flew into Dacca on March 6 as the political tension built up in East Pakistan.

Dring, aged 27, describes how he eluded search parties that expelled foreign correspondents and stayed on to bring this first-hand account of the fighting out of the stricken state.

He left Dacca at the weekend and filed this report from Bangkok:

As the Pakistani Army moved in force into Dacca last week to crush Sheikh Mujibur Rahman's independence movement all foreign journalists in East Pakistan, confined at gunpoint in the Intercontinental Hotel since the beginning of the fighting, were rounded up and deported to Karachi.

However, I evaded the round-up by hiding on the roof of the hotel. Then despite repeated attempts by the Army to find me and the only other foreign newsman to escape the net, Associated Press photographer Michel Laurent, I managed to make an extensive tour of the burning city and to see first-hand the extent of the slaughter the Government of Pakistan is trying to hide.

I succeeded in getting on a plane to West Pakistan yesterday, missing a check by seconds [illegible] by minutes, and although I was twice stripped and my baggage thoroughly searched, got through with my notes intact to Bangkok to file my report.

7,000 slaughtered: Homes burned

By SIMON DRING in Bangkok, who was in Dacca during the fighting

IN the name of "God and a united Pakistan," Dacca is today a crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, cold-blooded shelling by the Pakistan Army, as many as 7,000 people are dead, large areas have been levelled and East Pakistan's fight for independence has been brutally put to an end.

Despite claims by President Yahya Khan, head of the country's military government, that the situation is now calm tens of thousands of people are fleeing to the countryside, the city streets are almost deserted and the killings are still going on in other parts of the province.

But there is no doubt that troops supported by tanks control the towns and major population centres and that resistance is minimal and so far ineffective.

Even so people are still being shot at the slightest provocation, and buildings are still being indiscriminately destroyed.

And the military appears to be more determined each day to assert its control over the 75 million Bengalees in the East wing.

It is impossible accurately to assess what all this has so far cost in terms of innocent human lives. But reports beginning to filter in from the outlying areas, Chittagong, Comilla and Jessore put the figure, including Dacca, in the region of 15,000 dead.

Only the horror of the military action can be properly gauged—the students dead in their beds, the butchers in the markets killed behind their stalls, the women and children roasted alive in their houses, the Pakistanis of Hindu religion taken out and shot en masse, the bazaars and shopping areas razed by fire and the Pakistan flag that now flies over every building in the capital.

Military casualties are not known but at least one soldier have been wounded and one other killed.

The Bengali uprising would seem to be well and truly over for the moment. Sheikh Mujibur Rahman was seen being taken away by the Army and nearly all the top members of his Awami League party have also been arrested.

Armoured attack

Leading political activists have been taken in, others have been murdered and the offices of two newspapers which supported the Sheikh's movement have been destroyed.

But the first target as the tanks rolled into Dacca on the night of the 25th was the students.

An estimated three battalions of troops were used in the attack on Dacca—one armoured, one artillery and one infantry. They started leaving the barracks shortly before 10 p.m.

By 11 firing had broken out and the people who had started hastily erecting makeshift barricades—overturned cars, tree stumps, furniture, concrete piping—became early casualties as the troops rolled into town.

Indian Express, April 15, 1971

Dacca: forbidden city

[illegible]

Yugoslav League support

NEW DELHI, April 14

[illegible]

In search of scapegoats

NEW DELHI, April 14

[illegible]

Mujib on [illegible]

THE TIMES 30 MARCH 1971

Bengalis fight for ports to starve Army into defeat

From Peter Hazelhurst
Calcutta, March 29

As the civil war in East Pakistan entered its fourth day today, Free Bengal Radio, a clandestine station, announced that the "Liberation Army" and West Pakistan troops were locked in a bitter struggle for the province's three most important ports of Chalna, Khulna and Chittagong.

According to the radio, the West Pakistan troops have been denied food and water by the 75 million Bengalis and it would seem that the "Liberation Army's" main objective is to capture and hold the three ports before shiploads of food and supplies arrive from the distant western wing.

Without quoting its sources the *United News of India* said tonight that 300,000 people had been killed in the fighting during the past four days. Other estimates have put the figure at 5,000.

The official radio station, Radio Dacca, announced that the situation in Chittagong, Khulna and Rangpur was under control, while Free Bengal Radio claimed that heavy fighting was continuing in all the three cities as well as in Dacca.

Later today, Radio Dacca suddenly went off the air, giving rise to speculation that Awami League volunteers had recaptured the heavily guarded building.

If one is to judge the situation by the clandestine broadcasts, bitter fighting has spread to all corners of the eastern province and it is likely that thousands of lives have already been lost since the Army moved in to quash the uprising.

Free Bengal Radio said that the West Pakistan Army was using artillery and aircraft to stop the revolt. It added that more troops were being rushed to Dacca and Chittagong, both of which cities were said to have fallen to the "Liberation Army".

Unconfirmed reports from across the border suggest that the East Pakistan Rifles and the Bengal Regiment have joined the forces of Awami League volunteers and the leftist National Awami Party.

Refugees from East Bengal told Indian journalists today that most of the Bengalis were fighting the Army with spears and knives.

A West Bengal journalist from the Indian newspaper *Ananda Bazar Patrika* who visited the Khulna district reported that all the villages were under the instructions of the police and other Bengali officials had constructed barricades to cut the Army off from Khulna and other major towns.

In the port district of Khulna, villagers were said to have dug deep pits in the roads. These were covered with black cloth to trap unsuspecting military convoys.

A correspondent of the Press Trust of India who managed to telephone the commander of "Liberation Army" in the Kushtia district bordering India reported that waves of Bengalis were advancing on the Army with sticks and stones. The commander told the journalist that thousands of men, women and children had been shot.

Should the Army fail to put down the revolt before the monsoon arrives in a few weeks' time it will find itself isolated in the 1,200 square miles surrounding Dacca. The mighty Brahmaputra and the Jamuna and their tributaries surround Dacca and when the rains rush down from the Himalayas to flood the delta, the Army will find communications will become impossible.

Thousands of Indian Bengali communists paraded through Calcutta, the provincial capital of West Bengal, today, [illegible] against the repression of East Bengal brothers on the eastern side of the border. In a rare show of Hindu-Muslim unity, demonstrators from both sections of the community marched through the streets shouting "Long live Mujibur".

A general strike has been called in the whole of West Bengal on Wednesday to protest against the "genocide" in East Bengal.

In the eastern wing cut off from the rest of the world there are fears that Bengalis might take revenge on the minority community of eight million Bihari Muslim refugees who generally and linguistically are aligned with West Pakistan. The Bihari Muslims became the first target of Bengali nationalism when the province revolted against the regime of former President Ayub Khan.

Our Diplomatic Correspondent writes: There is now good reason to believe, in the light of reports from a number of Pakistan Army sources, that Shaikh Mujibur Rahman was arrested, possibly at the outset of the crisis. According to these sources, he was much shaken by the suddenness and violence of the events.

Although communications in the eastern wing are still much disrupted, all the signs indicate that although the Army is fully in control in Dacca and Chittagong and will be able to retain control there, it will be able to do little more than let the situation outside its immediate environment look after itself.

Some reinforcements reached the Army by sea. It will not be possible, however, for such a force—believed to number about 70,000, or little more than two divisions—to hold down the East Pakistan population of 75 million people and the danger now, clearly, is that there will be a breakdown of law and order in the rest of East Pakistan.

Reports that the Pakistan Army has been reinforced via the British staging post at Gan Island, in the Maldives, are not true. No requests for the use of Gan have been received.

New York, March 29.—India today appealed to the United Nations Secretary General, U Thant, to exercise his good offices "to stop the massacre".

Mr. Samar Sen, the Indian Ambassador, told reporters it was desirable that the Security Council should meet to discuss the situation, but said India had not called for a meeting at this stage.—Reuter.

DAILY TELEGRAPH • 3 NOVEMBER 1971

GUERRILLAS START STREET WARFARE IN EAST PAKISTAN

By CLARE HOLLINGWORTH in Dacca

FORTY THOUSAND Bangla Desh guerrillas are now operating inside East Pakistan, and posing grim problems for the West Pakistan Army, which is generally deployed along the 1,300-mile frontier with India.

There are now at least 20 military casualties a day as the Mukti Fouj, the guerrillas, increase their activities inside the towns. They are becoming more aware of their strength which is based on whole-hearted local support.

Two Pakistani soldiers, one policeman, and a guerrilla were killed in a noon gun battle the other day in Chittagong market.

This is the first time street fighting has taken place in daylight since the martial law authorities took over last March.

In Dacca there are prolonged exchanges of fire in the old part of the town and three or four explosions in the residential areas every night. Several bodies, generally unidentified, are found each morning.

Wave of support

One Pakistan Army officer said to me: "Open support for the Mukti Fouj has risen during the past two months like a gigantic tidal wave sweeping over the country."

This has left the Army in an overstretched position manning the frontiers with too few men to retain control of the countryside, especially those areas away from the main routes which are now "liberated" by the guerrillas not only during the night but also during the day as well.

Two bombs destroyed a garage and a petrol station in Dacca yesterday. The building in the centre of the city which houses the Election Commission was blown up on Sunday night. A few nights earlier, guerrillas bombed the television studios building.

Bank robberies are frequent, because the three groups of guerrillas now deployed inside the city require far more money for food and lodgings than those operating in the countryside.

Schools have also been attacked. Many parents now keep their children at home.

Growing audacity

The authorities are pressing the Government in Islamabad to introduce "punitive levies" on local inhabitants. Under this, the nearest inhabitants to any guerrilla activity would be forced to pay a collective fine.

But it will be difficult to enforce if the audacity of the Mukti Fouj continues at its present rate. One thousand guerrillas held a conference last weekend near the port of Bari[illegible] their independence were flying only three miles from the nearest army outpost.

The guerrillas were elated not only with their own daring but also because they had killed the leader of a rival Naxalite (Maoist) group and captured a well-armed group which, after much discussion, had agreed to join arms with the Mukti Fouj.

Bengali 'beaten up in Mission'

By Our Staff Correspondent in New Delhi

THE sole remaining Bengali member of the Pakistan High Commission staff in New Delhi was said by Bengalis last night to have been critically injured by other Pakistani staff members when he tried to defect.

Mr H. R. Choudhury, the head of the unofficial Bangla Desh mission, and the former Counsellor at the Pakistan High Commission, said that the injured man, Mr Hossain Ali, a clerk, had been treated mercilessly.

He said that if Mr Ali were not released soon the lives of West Pakistanis held by Bangla Desh guerrillas would be endangered.

There were scuffles at the gates of the Pakistan High Commission yesterday when several Bengali families decided to leave. Two of the departing staff were injured and were in hospital last night.

A Pakistan High Commission official later admitted that there had been a scuffle, but denied that Mr Ali was beaten up. He said that Mr Ali and his wife and two daughters were all right, and that they did not want to leave the mission.

THE NEW YORK TIMES, FRIDAY, JULY 16, 1971

Guerrillas in East Pakistan Step Up Hit-Run Attacks on Troops and Police

The following dispatch is by a correspondent of The New York Times who was expelled from East Pakistan on June 30.

By SYDNEY H. SCHANBERG

Special to The New York Times

NEW DELHI, July [illegible]—The resistance fighters in East Pakistan have been increasing their hit-and-run attacks on small West Pakistani Army units and police stations.

As the still-disorganized Bengali autonomy movement appears to be gaining momentum, the guerrillas have been avoiding frontal battles but have inflicted a sizable number of casualties.

They have also stepped up executions, sometimes by beheading, of those collaborating with the army.

In many areas the army pulls back to the relative safety of its cantonments at night, leaving the rebels free to move through the countryside. Soldiers who stride confidently down country lanes in the daytime disappear into their barracks as the sun sets. Army convoys that move at night do so without headlights.

Curfews Are Reimposed

With the growing resistance, the army has had to reimpose curfews in an increasing number of towns. Foreign observers are beginning to draw parallels to Vietnam.

As in most insurgencies, only a small percentage of the people are active participants or combatants, but the overwhelming majority of the 75 million East Pakistanis seem to be at least passive resisters. This correspondent found that poor Bengali villagers, though too occupied with daily survival to think about defying the army openly, were quietly cheering the insurgents on and hoping for a chance to help them.

The Pakistani Army's usual tactic against a guerrilla raid is swift reprisal against the civilian population in the area. While that has made some villagers reluctant to hide and shelter guerrillas, it does not seem to have produced widespread civilian resentment against them.

Though most of the resistance activity has been concentrated in border areas—where the Bengalis can strike and slip quickly back to sanctuaries in India—the insurgents are widening their area of operations.

Guerrillas of the East Pakistani resistance movement

Guerrillas have recently [illegible] out several raids in and around Dacca, attacking [illegible] power supplies, attacking an ordnance factory and damaging a plant that was converting [illegible] into [illegible] for the army.

Dacca's electric power was knocked out over the July [illegible] weekend in a dramatic raid demonstrating the guerrillas' ability to make forays into the heart of the province and cause considerable trouble.

The rebels, wearing the lungi (sarong) and undershirt of the working class, slip into Dacca and other towns regularly to recruit men with needed skills—radio technicians, engineers, a crop-dusting pilot. The explosions of grenades and homemade bombs were everyday sounds in major towns as the insurgents attempted to kill collaborators and frighten off potential ones.

The heaviest action has been in the eastern border districts of Sylhet, Comilla and Noakhali, especially in the latter two, where the guerrillas have been able to [illegible] the road and rail links between Chittagong and Dacca several [illegible].

Some of the [illegible] has been expert, and Pakistani officers contend that it could only be the work of experienced Indians. The West Pakistanis generally believe they are fighting India, not Bengali insurgents.

In the same border areas, the troops are on combat alert, as if in defense against an invasion. Unit and rank markings have been removed from uniforms. Artillery pieces are in position. Officers wear side arms at all times.

The Pakistani troops, said to number 70,000 to 80,000, seem to be spread thin for the dual job of occupation army and combat force to deal with the insurgency. Guarding the 1,350-mile border with India is in itself a mammoth job.

DAILY TELEGRAPH : 4 Nov. '71

GUERRILLAS CUT OFF DACCA POWER

By CLARE HOLLINGWORTH in Dacca

INDUSTRY within 30 miles of Dacca was brought to a complete standstill yesterday after Bangla Desh guerrillas destroyed three out of the four generators in the main power station on the outskirts of the city.

Three subdued explosions occurred early in the morning inside the compound of the well-guarded power station at Siddir Ganj. They caused an immediate cut in electricity supplies, even to emergency clients such as the Governor's house, hospitals, police and Army barracks.

Disguised as troops

The guerrillas entered the main gate dressed as Pakistani soldiers, telling the guard that they had come to "conduct further investigations" into the killing the previous day of three highly-skilled West Pakistani engineers on their way home from work at the station.

Power engineers say there will be no lighting for "days if not weeks" in Dacca except in the Army cantonment, the Inter-continental Hotel and the suburb which houses the bulk of the diplomatic corps.

The most serious result is that at least 100,000 workers in jute mills and light industry in the Dacca region will be put out of work.

This is extremely grave, as officials estimate that even before the power plant was destroyed around 60 per cent. of the working population were unemployed.

আজাদ

THE AZAD

পাকিস্তান স্বীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন দেশকে হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর

প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার কাজে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দান

তুরস্ক পাকিস্তানের জন্য গর্বিত

...নিক পাকিস্তা...

DAINIK PAKISTAN

Friday, October 29, 1971

...তীয় বাহিনীর বেপরোয়া গোলাবর্ষণ অব্যাহত

...বাবর অনুপ্রবেশের...

ডিআইটি ভবনের ষষ্ঠ তলায় বোমা বিস্ফোরণ

দিল্লীতে সে...

রুশ-...

চুক্তি...

সরক...

দৈনিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

Thursday, October 21, 1971

...গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের তীব্র প্রতিবাদ

...ন্য ভারতই দায়ী

১০৮ জন ভারতীয় চর নিহত

গোলাবর্ষণ অব্যাহত

ভারতীয় হামলা প্রতিহত

স্টেট ব্যাংক ভবনে বোমা বিস্ফোরণ

...করছে:

...র্মিক

...দ্বগ

নিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

...বে বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি পাকিস্তানের আহ্বান:

হস্তক্ষেপ বন্ধ করুন

এপর্যন্ত ২০জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

শেখ মুজিবের বিচার এখন চলছে

মন্ত্রীর গাড়ীতে বোমা: আটক দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

এলএফও সংশোধন

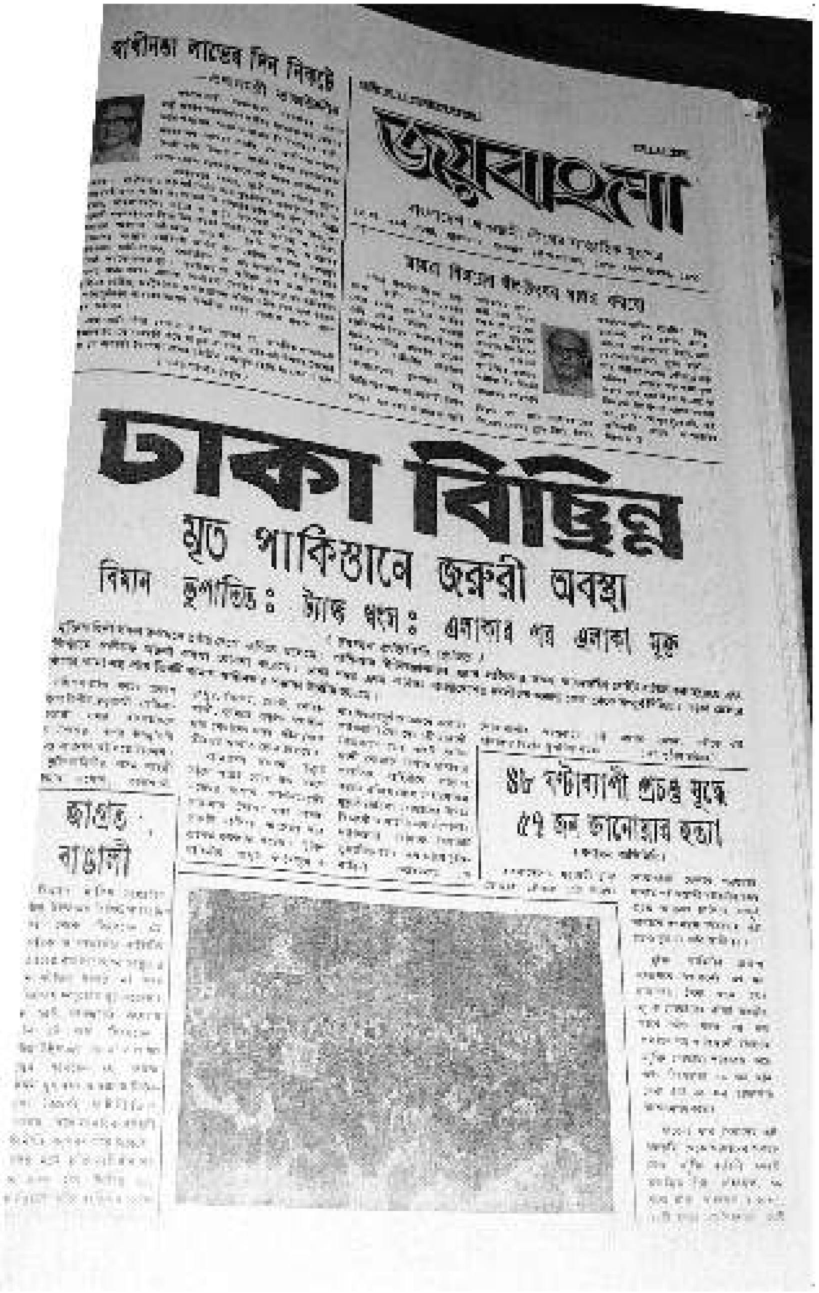

স্বাধীনতা লাভের দিন নিকটে

জয়বাংলা

ঢাকা বিচ্ছিন্ন

মৃত পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা

বিমান ভূপাতিত: ট্যাঙ্ক ধ্বংস: এলাকার পর এলাকা মুক্ত

৪৮ ঘন্টাব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধে ৫৭ জন জানোয়ার হত্যা

জাগ্রত বাঙালী

SIGNING THE SURRENDER AGREEMENT: Lieut. Gen. Jagjit Singh Aurora, left, commander of India's Eastern Forces, and Lieut. Gen. A. A. K. Niazi, Pakistani commander in East Pakistan, during surrender ceremony in Dacca yesterday.

March to Dacca: Last Clash and Victory

How Dacca fell: the inside story

With only four other foreign correspondents, GAVIN YOUNG has been in Dacca throughout the war. Last week he was the only journalist present in the room when the Government of East Pakistan collapsed under the deliberate pressure of an Indian air bombardment. He later attended the [illegible] lunch. Gavin Young's story here is the first inside account of how Dacca fell. Pictures by 'Observer' photographer TONY McGRATH.

(Contd.)

THE GUARDIAN

London Wednesday December 15, 1971

216

The end in Dacca

General Tiger Niazi sums up matters with familiar flamboyance. "It is now a question of living or dying and we shall fight to the last man. The army will die. There will be no troops left to be repatriated." Tunes of glory; but also tunes of colossal waste and infinite futility. There is no reason why thousands of encircled Pakistani troops should be cut slowly to pieces. There is no reason why the sprawling slums of Dacca should vanish beneath haphazard shelling. There is no reason (as a panic-stricken civil administration clearly realises) in bloodily prolonging Yahya Khan's heroic fictions. Bangladesh exists. Bangladesh cannot be negotiated away. Mrs Gandhi has Eastern victory in her grasp; General Niazi's desperation may win him a footnote in history but nothing more.

How, then, can the carnage be stopped? World pressures thus far have floundered in a quagmire of politiking and polemics, and precious little hope lies there. Fast action can only stem from two people: Mrs Gandhi and Yahya Khan. If Mrs Gandhi won't halt her conquering forces, Pakistan's President should face the reality he has spent an appalling year avoiding—the reality of peace rather than *jehad*, negotiation rather than bluster. Furthermore, his American allies have a firm duty to tell him as much. The time for White House pique and sterile lecturing against New Delhi is long past.

Of course (as the Guardian has argued) Mrs Gandhi should stop. The risks of slaughter are too great; the perils of a total puppet state too obvious. Bangladesh deserves better than a prolonged bloodbath. But, sadly, one prime reason why India grinds on towards complete annihilation is Pakistan's refusal to talk realistically and America's reckless championing of her case. We know that President Nixon "holds Yahya in esteem." We have also been told, by both Mr Bush and Mr Bhutto, that Islamabad was on the point of discussions with Awami Leaguers when New Delhi struck. Thousands have died and over a £100 millions' worth of military hardware (enough to feed nine million refugees for four months) has been destroyed because India wouldn't wait.

Some of these charges carry discomforting weight; some will hang heavy around Mrs Gandhi for the rest of her career. But they are irrelevant now and they indirectly reveal a bizarre situation: that the negotiations for an autonomous Bengal which Yahya and Mr Nixon were "minutes away" from proposing before India moved are now deemed impossible when Pakistan's Eastern army confronts utter destruction. Will Islamabad, swallowing false pride, order Niazi to give in; acknowledge the independence of Bangladesh; free Sheikh Mujib and send him home? That way saves lives. It also, in the contorted terms of realpolitik on the sub-continent, preserves a vestigial West Pakistani voice in Bengali affairs. Sheikh Mujib and his followers will not want to play stooges to New Delhi overlong. However feelings run now, there may be some future links with the West. All trade may not be shattered, all friendships severed. Pakistan has something to lose from a "fight to the last man." And Yahya Khan, stumbling too late from one blunder to the next, must know it.

Nixon moves in anger

From ADAM RAPHAEL: Washington, December 14

President Nixon is reported to be deeply angered by the Soviet Union's rôle in supporting India and by its veto, cast for the third time last night against an American ceasefire resolution in the Security Council.

The movement of a task force of the Seventh Fleet, led by the nuclear aircraft carrier, Enterprise, towards the Indian Ocean, is apparently tied more to the Aministration's determination to show the Kremlin that it means business than to a possible emergency evacuation of civilians from Dacca.

Mr Nixon is said to be concerned that India will not be content at having totally overrun East Pakistan, but, infused ... will ... this way the President fears that it could widen still further with possible Chinese involvement, which would almost certainly mean the cancellation of his proposed visit to Peking and Moscow next year.

For the second day the Administration refused to discuss in any form the movements of the Seventh Fleet, except to say that the United States did have contingency plans for the evacuation of American civilians. There are, however, only 17 American officials at present in Dacca after the emergency airlift of civilians and dependants last weekend.

Thus this excuse appears a bit thin and is possibly the reason why officials are so reluctant to discuss the Enterprise's mission which has its ... President John-

The US Defence Secretary, Mr Melvyn Laird, asked directly by reporters about the movements of the Seventh Fleet, said it had always been his practice not to discuss specific ship positions. He acknowledged that the US had "certain contingency plans" for evacuation of American citizens.

The Administration's evasiveness has begun to attract hostile comment from even its firmest supporters. The Wall Street Journal, for example, said today. "It is hard to think of any good reason for the Enterprise to be steaming towards the war zone.

"Conceivably it could be useful in the relief effort which, no doubt, would be mounted after the war ends and it would be, indeed, becoming for the US to involve itself in such a rôle. But the present appearance o... that kin...

THE DAILY ...

...ops mobbed by ...gla Desh part... troops entered ...rsday following ...ani surrender— ...dlophoto.

...o. 7738

...ust Free ...heikh ...ujib'

...ashington, Dec 17 (AP)— ... chief of a Bangla Desh ...gation to the U.S. said ... the release of West Paki... troops by his government ...st be accompanied by the ...ease of a Bengali political ...der and other Bengalis in ...est Pakistan.

"We can release them only ...hen they release our leader, ...eikh Mujibur Rahman, and ...r people," said M. R. S...di...i, head of the unofficial mis...on of the infant country in ...ashington.

Liberation Day For People Of Dacca

Dacca, Dec 16 (AP)—This was liberation day for the people of Dacca. They wept and were delirious wi... joy.

They pelted Indian troops with flowers and rapped their arms around them like lost brothers.

Old men danced in the streets like youngsters, and in their hour of triumph there were those who died.

Everywhere the city rang with the independence cry of "joi Bangla, joi Bangla, joi Bangla (victory to Bengal)."

There was chaos and con-...

It was not the only violence in Dacca today.

Many Pakistani troops had not received word of the surrender and continued to fight.

At the Lakhya River, on the eastern approaches, the elite Indian Guards Brigade ran into determined resistance.

The duel went on for an hour. Then a Pakistani officer walked out moving a white flag.

Cont.

ঢাকা আমাদের

মহানগরীর সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা ঃ বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবি হোন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত

আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেল ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। অগ্রসরমান মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জওয়ানদের সম্মিলিত অভিযানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হয়েছে এবং সকল সরকারী বেসরকারী ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। মুজিবনগর থেকে শীঘ্রই স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর ঢাকায় স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। তাবেদার গভর্ণর মালেকের পদত্যাগের পর খানসেনারা নিজেরাই যুদ্ধবিরতির আরজি জানায়।

সম্পাদকীয়

ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়

ঢাকা মুক্ত। ঢাকা এখন আমাদের। জয় বাংলা। স্বাধীনতার এই পবিত্র উষালগ্নে, সাড়ে সাতকোটি মানুষের পরম প্রত্যাশা পূরণের এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা ভাবাবেগে অধীর হবো না, শান্ত, সমাহিত ও সৌম্য হৃদয়ে স্মরণ করি অসংখ্য বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারাকে। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। '[illegible] না দিন?' এই প্রশ্নের জবাব এসেছে মহানগরী ঢাকায় স্বাধীনতার রক্তরাঙা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। আমরা আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি পঞ্চান্নকোটি ভারতবাসীর অকৃত্রিম মৈত্রী এবং তাদের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতের বীর সৈনিকেরাও রক্ত দিয়েছেন, আত্মদান করেছেন এবং রক্তদানের অচ্ছেদ্য রাখীতে তারা বাংলাদেশকে বেঁধে ফেলেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের এই মৈত্রী দৃঢ় হোক। স্বাধীন বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক।

ঢাকা আমার বাংলা আমার

(গান)

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

এই বিজয়ের নিশান আমার
ঢাকা আমার, বাংলা আমার
[illegible] পারে দেখি
রঙিন আলো সূর্য সোনার।
দুঃশাসনের হাড়ে বাজাই বিজয় ভেরী
নতুন ভোরের বাজে বিষাণ নাইবে দেরী
শ্যামল মাটির সবুজ সোনা
গলায় গলায় সুর যে বোনা
মধুমতীর মধুর স্রোতে পথে এলো জোয়ার।
সবুজ, লাল আর সোনায় আঁকা এই পতাকা
লক্ষ শহীদ চোখে তাদের স্বপ্ন মাখা
স্বপ্ন এবার সফল হলো
চলো চলো ঢাকায় চলো
[illegible]

আজ বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জওয়ানগণ পাকিস্তানী হানাদারদের পর্যুদস্ত করে মহানগরী ঢাকায় প্রবেশ করলে বিরান ও ধ্বংসস্তুপ নগরী আবার সজীব হয়ে ওঠে এবং জয়বাংলা ও বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবি হোন, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী স্থায়ী হোক ধ্বনিতে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। খান সেনারা এবং তাদের তাবেদারেরা সদলে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণের

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহু ইতিহাসের নগরী ঢাকা

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এই ঢাকার সঙ্গে—অনেক কিংবদন্তী, বহু কাহিনী। [illegible]

[illegible] স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী।

[illegible] নগরী ঢাকা। এই নগরী [illegible] ইতিহাস জানা যায় না। [illegible]

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেজিঃ নং ১ (বাংলাদেশ সরকার)

দাম ১৫ পয়সা

জয়বাংলা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

১ম বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা, ৩০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১৩৭৮ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

THE NEW YORK TIMES, FRIDAY, DECEMBER 17, 1971

The March Into Dacca: Last Clash and Victory

2 Men at a Table

By SYDNEY H. SCHANBERG

Special to The New York Times

DACCA, Pakistan, Dec. 16—On a broad grassy field in central Dacca known as the Race Course, the Pakistani forces formally surrendered today, 13 days after the Indian army began its drive into East Pakistan.

It was at the Race Course on March 7 that Sheik Mujibar Rahman, in a speech to thousands of Bengalis, called for the end of martial law and the transfer of power to his autonomy-minded Awami League, which had won a majority in national elections.

Today there were no speeches—just two men sitting at a single table on the grass—Lieut. Gen. Jagjit Singh Aurora, chief of India's Eastern Command, and Lieut. Gen. A. A. K. Niazi, commander of the 70,000 Pakistani troops in East Pakistan—who signed the formal papers of Pakistani surrender in the East.

The final hours of the Indian drive, which ended with the ceremony at the Race Course, were punctuated by artillery and machine-gun fire as the troops pushed across the Lakhya River, just outside Dacca proper.

Seven Western journalists, including this correspondent, were the only newsmen and only foreigners to ride into Dacca with the Indian troops.

The population turned out in quiet droves to sit and watch the Indians rain artillery shells on the Pakistanis. Such was the case this morning in a field of rice paddies at Barpa, about nine miles from Dacca, where a battery of six 75-mm. mountain guns was firing on Pakistani positions across the river.

A few hundred villagers sat 100 yards back as the guns roared for an hour.

"Good shooting!" an officer from the command post yelled across after getting a report from the forward observer. "We got some vehicles."

The gun crews applauded. So did the villagers.

A Cease-Fire, but

It was 10 A.M. A cease-fire was in effect, but the Indian officers said it applied only to firing on Dacca City and they were firing short of it. Besides, no one in this brigade advancing on Dacca from the northeast knew anything about the Pakistan surrender, which was being arranged at that very time.

The Pakistanis opposite them were also in the dark, for soon afterward a tank, artillery and infantry battle was raging a few miles farther down the road to the regional capital.

Two light Indian tanks captured from the Pakistanis in an earlier fight moved into position, one in a mango grove and another 200 yards to the left by an embankment.

As the tanks were getting set Indian artillery shells whistled overhead on their way to an enemy position in Demra, a couple of miles to the northwest. Columns of smoke rose from burning buildings there.

Then the tanks opened up, pummeling the eardrums of those nearby and much more devastatingly pummeling the factory complex in the distance across the Lakhya River, where some Pakistani troops were impeding the Indian advance. Smoke columns began to mushroom from the factory buildings too.

The Infantry Advances

After 20 minutes of pounding the area with shells the tanks also opened up with machine guns, peppering the area in front of the buildings, where the Pakistanis were dug into bunkers.

A column of Indian infantry then began making its way forward along the bottom of the embankment and then turned right and began crossing a marsh toward the river.

At about 12:30 P.M., under the bright sun, the officers with the Indian units decided to take the press party forward to watch the infantry in action.

Now there was no answering fire from the Pakistanis. We climbed up the embankment to the road, and, silhouetted against the azure sky, we walked confidently forward. For about one minute.

A Pakistani machine gun began spitting and bullets whizzed by. We flew unsmartly down the opposite embankment, sending up gravel and dust in the wake of our slide. An Indian major, to assure us, said the bullets had passed 10 to 15 yards away.

Carefully tucked below the ridge of the road, we walked forward as the Pakistanis kept firing. They hit a baby goat gamboling in a culvert and the animal crumpled. In 10 minutes we reached an Indian platoon lying at the top of the embankment, their rifles and machine guns pointing at the Pakistanis, who then began firing at them instead of us.

The Indians opened fire. As the staccato continued, the major with us got a message over the field radio that the Pakistanis had surrendered. The Pakistanis opposite had obviously not been told. Some Pakistani units had lost communications with their headquarters.

Waved a Big Handkerchief

That was 12:40. For an hour more the Pakistanis kept the Indians pinned down. Then at 1:45 a Pakistani soldier—apparently an officer—came into the open on the opposite bank waving what looked like a big handkerchief.

The Indian major, M. S. Dhillon, climbed over the embankment and moved toward the river, stopping behind a wall. He then began shouting at the Pakistanis to surrender immediately.

"Are you moving or not?" the major yelled. "I want you to move in just one minute! Before I lose my patience, I want you to get a move on. Get your men round you and move to that little boat and start crossing. Put your weapons down. Put your damn bastard Sten gun down. Don't compel me to plaster you with artillery. I'm telling you again. Start moving, start moving!"

The newsmen had followed the major to the wall but were crouched behind it and could not see what was happening. The major obliged with a narrative: "There's an officer standing there. He's got four chaps. He's waving his white hankie. They have surrendered now. There seem to be about 15 chaps."

The rest of the Pakistanis, however many there were, had apparently fled.

This scene—ending what may have been the last battle of the war in the East—took about 20 minutes to unfold, during which a wounded Indian soldier was groaning where he lay in a shallow lily pond. As the major was preparing to gather in the surrendering platoon a cloud of dust on the road signaled that the brigade was suddenly moving up — toward Dacca.

Happiness on Every Face

Though small-arms fire could be heard far off, serious resistance had ended. Indian infantry columns — happiness writ on the face of every soldier — were advancing on the regional capital. Bengalis joined the col-

The New York Times/Dec. 17, 1971

Dacca's Race Course (1), where the surrender ceremony was held. The Inter-Continental Hotel (2), where firing interrupted the celebration.